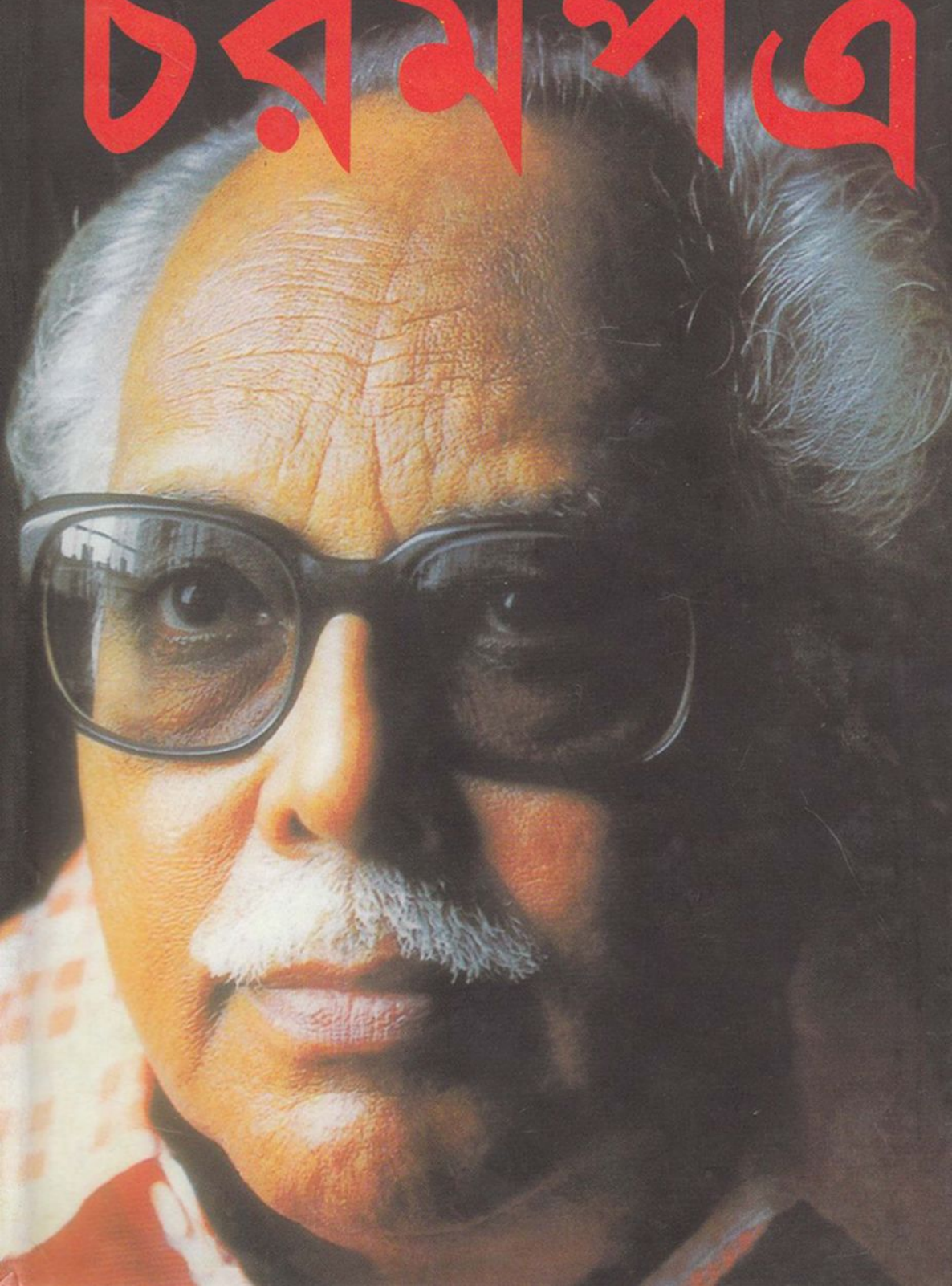


Shared By: Mozahidul Islam, Ctg

FB: Dream-Catcher Mozahid

এম আর আখতার মুকুল

চরম পাত্র



চরমপত্র

এতগুলো বছর পরে আজ কথা বলতে দ্বিধা নাই যে, যুদ্ধকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে আমাকে প্রতিদিন অত্যন্ত সহজ ও সরলভাষায় 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের জন্য কথিকা রচনা করতে হয়েছে। 'চরমপত্র' ছিলো একেবারে ব্যঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভরপুর একটা একক অনুষ্ঠান। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একটা মানসম্মত রেকর্ডিং ষ্টুডিওর অভাবে প্রতিদিন একটা ছোট ঘরের মধ্যে বসে টেপ রেকর্ডারে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করতে হয়েছে এবং ৮ থেকে ১০ মিনিটের এই টেপ নিয়মিতভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান ছিলো যুদ্ধরত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর আশার বর্তিকা।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি প্রতিদিন গল্পের ছলে দুরূহ রাজনীতি ও রণনীতির ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রণাঙ্গনের সর্বশেষ খবরাখবর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন করেছি। তবে রণাঙ্গন পরিদর্শনের অভিজ্ঞতায় যখন দেখতে পেলাম যে, মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা প্রায় ৯৫ জনই হচ্ছেন গ্রাম বাংলার সন্তান, তখন 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে ভাষার ব্যবহারে আমি চমকের সৃষ্টি করলাম। এই অনুষ্ঠানের কথিকাগুলোতে অত্যন্ত দ্রুত শহুরে বাংলা ভাষা বর্জন করলাম। এখানে লক্ষণীয় যে, 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে আমি মোটামুটিভাবে ঢাকাইয়া তথা বঙ্গাল ভাষা ব্যবহার করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমি যথেষ্টভাবে বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছি। এমনকি বক্তব্য জোরালো করার লক্ষ্যে আমি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পদাংক অনুসরণ করে উর্দু ও ফার্সী শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করেছি। আবার বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দও চয়ন করেছি। এসব শব্দ দিব্বি বাংলাদেশের সমাজ জীবনে স্থান করে নিয়েছে।

চরমপত্র
এম আর আখতার মুনুশ



বেপরোয়া ও অপ্রতিরোধ্য, দুঃসাহসী অথচ সংযত ও সহিষ্ণু ৬৩ বছর বর্ষীয় 'চির যুবা' এম আর আখতার মুকুল-সেই যে ছোটবেলায় বাঙালি ঘরাণার রেয়াজ মাফিক দু'দু'বার বাড়ি থেকে পলায়ন-পর্ব দিয়ে শুরু করেছিলেন জীবনের প্রথম পাঠ-তারপর থেকে আজ অবধি বহু দুস্তর ও বন্ধুর চড়াই-উৎরাই, বহু উত্থান-পতন ও প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে যেতে হলেও আর কখনও তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি; রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছ পা হননি কোনও পরিস্থিতিতেই। যা আছে কপালে, এমন একটা জেদ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন অকুতোভয়ে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই তার বিজয়ী মুকুটে যুক্ত হয়েছে একের পর এক রঙ্গিন পালক।

জীবিকার তাগিদে কখনও তাকে এজি অফিসে, সিভিল সাপ্লাই একাউন্টস, দুর্নীতি দমন বিভাগ, বীমা কোম্পানিতে চাকুরি করতে হয়েছে। কখনও আবার সেজেছেন অভিনেতা, হয়েছেন গৃহশিক্ষক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুদূর লন্ডনে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কাটার। প্রতিটি ভূমিকাতেই অনন্য সাফল্যের স্বাক্ষর। কখনও হাত দিয়েছেন ছাপাখানা, আটা, চাল, কেরোসিন, সিগারেট, পুরানো গাড়ি বাস -ট্রাকের ব্যবসায়। করেছেন ছাত্র রাজনীতি। ১৯৪৮-৪৯ সালে জেল খেটেছেন। জেল থেকেই স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অংশগ্রহণ করেছেন ভাষা আন্দোলনে, হাসিমুখে বরণ করেছেন বিদেশের মাটিতে সাড়ে তিন বছরের নির্বাসিত জীবন; যখনই যা- কিছু করেছেন, সেটাকেই স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন প্রায় দুই যুগের মতো। কাজ করেছেন বেশ কিছু দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও বার্তা সংস্থায়-বিভিন্ন পদ ও মর্যাদায়। বেশিরভাগ সময় কেটেছে দুর্ধর্ষ রিপোর্টার হিসেবে। সফরসঙ্গী হয়েছেন শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, ইক্কান্দার মীর্জা, আইয়ুব খান, বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন, ভুট্টোর মতো বড় নেতাদের। সাংবাদিক হিসেবে ঘুরেছেন দুই গোলাধর্মের অসংখ্য দেশ। দেখেছেন বিচিত্র মানুষ, প্রথ্যক্ষদর্শী হয়েছেন বহু রুদ্ধশ্বাস চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রবাহের, সাক্ষী ছিলেন বহু ঐতিহাসিক মুহূর্তের। বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবন। বঙ্গবন্ধুর উষ্ণ সান্নিধ্য ও ভালবাসা তার জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে ১৯৭১-এর ৯ ডিসেম্বর সদ্য মুক্ত স্বাধীন যশোরের মাটিতে পদার্পণ এবং ১৯ তারিখে সরাসরি মুজিবগর থেকে

সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে ঢাকা প্রত্যাবর্তন। আর সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের অন্যতম স্থপতি এবং নিয়মিত রণাঙ্গন পরিদর্শন শেষে একই সঙ্গে লেখক, কথক ও ভাষ্যকার হিসেবে বেতারে সাড়া জাগানো 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান পরিচালনা। সাধারণ মানুষের মনের কথাকে, সুপ্ত আশা ও স্বপ্নকে তিনি জীবন্ত ও মূর্ত করে তুলে ধরেছিলেন সেদিনের সেই বিপন্ন ও অসহায় কিন্তু বীরত্বব্যঞ্জক মুহূর্তে। চোখা হাস্য পরিহাসে, রঙ্গ রসিকতায় আদি ও অকৃত্রিম ঢাকইয়া বুলিতে দিশাহারা ছিল হানাদার বাহিনীর শিবির।

শত্রুমিত্র সব মহলে সমান জনপ্রিয়। অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য, সদালাপি, সারাক্ষণ হাসি-খুশি, চরম আড্ডাপ্রিয়, কাশফুল মাথা এম আর আখতার মুকুল যে-কোনও আড্ডায় মধ্যমণি হয়ে উঠতে সময় নেন না পলকমাত্র। একাই একশ। অতিরিক্ত সিগারেট ফোঁকার ফলে ঈষৎ খুঁখুরে গলায় যেমন আছে জলদগম্বীর ডাক, তেমন আছে বুক কাঁপানো বাঘের হাঁক। ফুরফুরে মজলিশি মেজাজ, যার সঙ্গে বৈদগ্ধ ও অসামান্য স্মৃতিশক্তির বিরল সমন্বয় তার আলাপচারিতাকে করে তোলে খাপখোলা তরবারির মতো শাণিত ও ঝকঝকে। কুশাগ্র বাক্যবাণ তার প্রধান আয়ুধ হলেও মনে হয় এখনও অনেক অব্যক্ত কথা, অনেক তথ্য, অনেক রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন মনের গভীর গোপন চোরা কুঠুরিতে।

সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে বই, পত্র-পত্রিকার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছেন প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে। এসবের মাঝে দুই আদুরে নাতনি কুন্তলা আর কুয়াশা যারা একমাত্র কিছুটা সমীহ আদায় করে নিতে পারে অমন আদুরে জাঁদরেল দাদুটির কাছ থেকে।

দুই কন্যা কবিতা ও সঙ্গীতা, দুই পুত্র কবি ও সাগর। সুদীর্ঘ ৩৮ বছর ৯ মাস একনিষ্ঠভাবে সংসার ধর্ম পালনের পর তার বিদূষী গৃহিনী ডক্টর মাহমুদা খানম ১৯৯২-এর ১৯ মার্চ জান্নাতবাসী হয়েছেন। বড় ছেলে কবি তার একমাত্র প্রিয় বন্ধু ও সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গী। বাপবেটার এমন জুটি বুঝি আর দু'টি হয় না সচরাচর।

কোন সীমিত পরিসরে এম আর আখতার মুকুলের কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবনের বৃত্তান্ত তুলে ধরা এক কথায় অসম্ভব। সিংহ রাশির জাতক এম আর আখতার মুকুল মানেই সংগ্রামী জীবন-সংগ্রামের জীবন। আপোষহীন, অসীম সাহসী এক বীর যোদ্ধা। -বেলাল চৌধুরী।

চরমপত্র

এম আর আখতার মুকুল



অনন্যা

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

উৎসর্গ

যাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া
স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে
'চরমপত্র' রচনা ও পাঠ সম্ভব হতো না,
আমার সেই প্রয়াত সহধর্মিণী
ড. মাহমুদা খানম রেবার
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমার কথা

পরম সৌভাগ্য যে আমার জীবদ্দশায় বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিল 'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'চরমপত্র' প্রতিটি অধ্যায় আমার নিজস্ব রচনা এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে আমি এগুলো স্বকণ্ঠে প্রচার করেছি। সুদীর্ঘ ২৮ বছর পরে 'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার স্থির বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি এবং নতুন প্রজন্ম এই পুস্তক পাঠ করে নতুন করে প্রেরণালাভ ছাড়াও বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির শত্রুকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন। আর গবেষকরা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য বিকাশ মুদ্রণের তসাদ্দক হোসেন, ডেস্কটপ কোম্পানির সৈয়দ আমিরউল্লাহ ও অসীম কুমার বিশ্বাস, প্রচ্ছদ শিল্পী কালাম মাহমুদ, এবং সাগর পাবলিশার্স-এর মুস্তাফা হাসান নাসির কবির সহশ্রুতি সবাইকে আমার ধন্যবাদ। কেননা এঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ছাড়া সরকারি উদ্যোগে বই আকারে 'চরমপত্র' প্রকাশ সম্ভব হতো না।

'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশে এতো বিলম্ব হলো কেন, তারও কিঞ্চিৎ পূর্ব-ইতিহাস রয়েছে। ১৯৭২ সালে অর্থাভাবের দরুন বাংলা একাডেমী পুস্তকাকারে 'চরমপত্র' প্রকাশে অপারগতা জানিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে রক্ষিত 'চরমপত্র'র সমস্ত টেপ খন্দকার মোশতাক সরকারের নির্দেশে বিনষ্ট করা হয়েছিল। টেপ পুড়িয়ে দিলেও এর কপি ও পাণ্ডুলিপি আমার কাছে রক্ষিত ছিল। আমি তখন লন্ডনে নির্বাসিত জীবন যাপন করছি। এরপর ১৯৮০-৮১ সালে তৎকালীন তথ্য মন্ত্রণালয় 'চরমপত্র'র পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরশাদ ও খালেদা জিয়ার আমলেও 'চরমপত্র'র পাণ্ডুলিপি লুক্কায়িত অবস্থায় রাখতে হয়েছিল। এমনভাবে সুদীর্ঘ ২৮ বছর অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীতে ও 'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশ সম্ভব হলো না। বহু বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এক্ষণে একবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে বইটি প্রকাশিত হলো। আমি ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের জন্য আমি উভয় বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে অপরিসীম স্নেহ, ভালোবাসা ও আশির্বাদ পেলেও বাংলাদেশে আজও পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে এর কোনো স্বীকৃতি পর্যন্ত হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' মূলতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দানের জন্য রচিত ও পরিবেশিত হলেও এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের শত্রু-দখলীকৃত এলাকার সাড়ে ৬ কোটি জনগোষ্ঠী এবং ভারতে অবস্থানরত এক কোটি বাঙালি শরণার্থীদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি ভারতে বসবাসকারী বঙ্গভাষীদের মধ্যেও এই 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রসঙ্গতঃ বলতেই হচ্ছে যে, এসময় বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যেভাবে আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল তা' ইতিহাসে বিরল।

এতগুলো বছর পরে আজ একথা বলতে দ্বিধা নাই যে, যুদ্ধকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে আমাকে প্রতিদিন অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের জন্য কথিকা রচনা করতে হয়েছে। 'চরমপত্র' ছিল একবারে ব্যঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভরপুর একক অনুষ্ঠান। এটা এক বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, একটি মানসম্মত রেকর্ডিং স্টুডিওর অভাবে প্রতিদিন একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে বসে টেপ রেকর্ডারে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করতে হয়েছে এবং ৮ থেকে ১০ মিনিটের এই টেপ নিয়মিতভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হয়েছে। শুনেছি এসময় এই অনুষ্ঠান ছিল যুদ্ধরত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর আশার বর্তিকা। আজও পর্যন্ত গ্রাম-বাংলার প্রবীণ ব্যক্তির রূপকল্পের মতো 'চরমপত্র'ের গল্প-কাহিনী তাঁদের পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনীদের গর্বের উনিয়ে থাকেন।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে রেডিও ও টেলিভিশনে আজ পর্যন্ত এধরনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আর হয়নি। কেননা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি প্রতিদিন গল্পের ছলে দুরূহ রাজনীতি ও রণনীতির ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রণাঙ্গনের সর্বশেষ খবরাখবর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন করেছি। রণাঙ্গন পরিদর্শনের অভিজ্ঞতায় যখন দেখতে পেলাম যে, মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা প্রায় ৯৫ জনই হচ্ছেন গ্রাম-বাংলার সন্তান, তখন 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে ভাষার ব্যবহারে আমি চমকের সৃষ্টি করলাম। এই অনুষ্ঠানের কথিকাগুলোতে অত্যন্ত দ্রুত শহুরে বাংলা ভাষা বর্জন করলাম। এখানে লক্ষণীয় যে, 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে আমি মোটামুটিভাবে ঢাকাইয়া তথা বঙ্গাল ভাষা ব্যবহার করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমি যথেষ্টভাবে বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছি। এমনকি বক্তব্য জোরালো করার লক্ষ্যে আমি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পদাংক অনুসরণ করে উর্দু ও ফার্সি শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করেছি। আবার বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দও চয়ন করেছি। এসব শব্দ দিখি বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে স্থান করে নিয়েছে। বেয়াদপী হবে জেনেও প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলতেই হচ্ছে যে, কেন 'চরমপত্র'ের ভাষা এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সে ব্যাপারে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে আরো একটা বিষয়ের উল্লেখ সর্বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। বিষয়টি হচ্ছে, আমার কণ্ঠস্বর সম্পর্কিত। আমি এই

অনুষ্ঠানে আমার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিনি। ব্যঙ্গাত্মক ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানের উপযোগী কৃত্রিম অথচ ভিন্ন কণ্ঠস্বর ব্যবহার করেছি। এটা ছিল আমার নিজস্ব সৃষ্টি। সুখের বিষয়, বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আমার এই কণ্ঠস্বর সাদরে গ্রহণ করেছে। এই সফলতার জন্য আমি পরম করুণাময় আল্লাহুতা‘লার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

এক্ষণে ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা অপরিহার্য মনে হয়। প্রথমেই পারিবারিক পরিবেশের কথা। আমরা এক মায়ের পেটে চৌদ্দজন ভাইবোন। এর মধ্যে দশজন এখনো জীবিত। জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. মুস্তফা নূরউল ইসলাম এবং সর্বকনিষ্ঠ শামীম মোমতাজ দীপ্তি। আমার মরহুম আব্বা ছিলেন ইংরেজ আমলের জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। মরহুম আন্না ছিলেন এক স্কুল শিক্ষকের একমাত্র কন্যা, রাবেয়া খাতুন। তিনি ছিলেন দারুণ বিচক্ষণ। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন ১৯৩৪ সালে আমার পিতা সা‘দত আলি আখন্দ ক্যালকাটা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে চট্টগ্রামে পুলিশ কোর্ট অফিসে বদলী হন। তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স গ্রাজুয়েট এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি যখন চট্টগ্রামে বদলী হলেন, তখন একটা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার তদানী সবেমাত্র শুরু হয়েছে।

তখনকার দিনে সরকারি অফিসে এত তদ্বির ছিল না। তাই আব্বার বদলীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্কুলও বদল করতে হতো। প্রথমে হিসাব করে দেখলাম যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই আমাকে ৮টি স্কুলে লেখাপড়া করতে হয়েছে। এর সূচনা হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লায় অবস্থিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এর পরের স্কুলগুলো হচ্ছে, ১. কব্জবাজার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হাইস্কুল, ২. বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটি হাইস্কুল, ৩. নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমি হাইস্কুল, ৪. মানিকগঞ্জ সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হাইস্কুল ৫. টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল, ৬. ময়মনসিংহ জিলা স্কুল এবং সবশেষে ৭. দিনাজপুর মহারাজা গিরিজানাথ হাইস্কুল। এখান থেকেই ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। স্কুল-জীবনের এই খতিয়ান দেয়ার কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা অতি সহজেই বিদেশী ভাষা কিংবা আঞ্চলিক ঢং-এর কথাবার্তা রপ্ত করতে সক্ষম। আঞ্চলিক বাংলা ভাষা শিক্ষা ও উচ্চারণ রপ্ত করার ক্ষেত্রে আমি তেমনভাবে কিছুটা পারদর্শী হয়েছি বৈকি। দ্বিতীয়তঃ কচি বয়সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ। এরও আবার রকম-ফের রয়েছে। এক ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কিছুটা ভিন্ন পরিবেশ এবং জনগোষ্ঠীর কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরনের আচার-ব্যবহার থেকে। দ্বিতীয় ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত। এজন্যই দেখতে পাই যে, দীর্ঘ ছয় দশক পরেও বেশ কিছু রাজনৈতিক ঘটনাবলী আমার মনের মুকুরে আজও পর্যন্ত জুলজুল করছে। এ সবার মধ্যে তিরিশ দশকের ‘সব্রাসী আন্দোলন’, বিয়াল্লিশের অসহযোগ আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাতচল্লিশে ইংরেজদের বিদায় ও ভারত বিভাগের ঘটনাবলী আমার অভিজ্ঞতার বুলি পরিপূর্ণ করেছে।

ঠিক এমনি এক সময়ে ১৯৪৬ সালে কোলকাতার কারমাইকেল হোষ্টেলে পরিচিত হলাম তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন দিনাজপুরের তুখোড় ছাত্রনেতা ও অনলবর্ষী বক্তা দবিরুল ইসলাম। পরিচয়ের প্রথম দিনেই মুজিবভাই-এর শিশুর মতো সরল হাসি আর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাকে বিমোহিত করেছিল। এরই জের ধরে ১৯৪৮ সালের ৩রা জানুয়ারি যখন ঢাকার ১৫০ মোগলটুলীতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের জন্ম হলো, তখন দিনাজপুরের দবিরুল ইসলাম, আব্দুর রহমান চৌধুরী, মতিউর রহমানের সঙ্গে আমিও এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলাম। পরবর্তীতে আলোচ্য দবিরুল ইসলামই হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি।

এ সময় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় দারুণ দুর্ভোগের সম্মুখীন হলাম। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিনাজপুরে আমরা জনা কয়েক কলেজের ছাত্র শ্রেফতার হলাম। এঁদের অন্যতম ছিলেন নূরুল হুদা কাদের বকশ ছোট, মোহাম্মদ অসলেউদ্দীন, কেশব সেন, মিহির সেন, উপেন দাশ প্রমুখ। তখন আব্বা ছিলেন মাদারীপুর মহকুমা পুলিশের প্রধান। মাস কয়েক পরে মুজিলাভ করলেও মাত্র সপ্তাহ কয়েকের ব্যবধানে একটা ফৌজদারী মামলার আসামী হলাম। এটা ছিল এক অদ্ভুত মামলা। ঠাকুরগাঁও এলাকার তেভাগা চাষিরা মিছিল করে এসে দিনাজপুরে এসেই সেকশনে প্রায় অর্ধ মাইল রেলওয়ে লাইন উপড়ে ফেলায় আমাদের বিরুদ্ধে এই ‘রাষ্ট্রদ্রোহিতা’র মামলা। কোর্টে জামিন না-মঞ্জুর হলো। ফলে তরুণ বয়সেই হাজুতে আসামীর অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। জজকোর্টে আমাদের জামিন হয়েছিল কিন্তু কোর্টের বারান্দায় পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা আইনে দ্বিতীয়বারের মতো শ্রেফতার করলো। সেদিন কোর্টে গিয়েছিলাম হাজুতে আসামী হিসেবে; কিন্তু জেলখানায় ফিরে আসার পর পরিচিত হলাম রাজবন্দি হিসেবে। এখানেই সান্নিধ্য লাভ করলাম কমরেড গুরুদাশ তালুকদার, কমরেড বরদা চক্রবর্তী, কমরেড হানিফ, কমরেড অভরণ, কমরেড কম্পরাম, কমরেড ন্যাথনিয়াল দাশ, কমরেড ঋষিকেশ ভট্টাচার্জি, আন্দামান ফেরত কমরেড অরুণ রায় প্রমুখের সঙ্গে। তখন ছিলো কমরেড বি.টি. রণদিভ-এর থিসিসের যুগ। উচ্চারিত শ্লোগান ছিল, “ইয়ে আজাদি খুটা হ্যায়; লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়।” অর্থাৎ রক্তাক্ত বিপ্লবের সময় সমাগত। থিসিসের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, বুর্জোয়া সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি একেবারেই মূল্যহীন।

কারাগারে নিয়মিতভাবে মার্কসিজম-এর ক্লাসে যোগদান করে এক নতুন আদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করলাম। এবার ১৯৪৮-এর শেষভাগের কথা। কমরেড অরুণ রায় আমাকে বিএ পরীক্ষা দেয়ার জন্য গোপনে পরামর্শ দিলেন। তখন দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন হয়েছে) প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব। আমি ‘পুওর ফান্ড’ থেকে পরীক্ষার ফি’র জন্য দরখাস্ত করলাম। ফলে ‘পুওর ফান্ড’ থেকে টাকা মঞ্জুর করা ছাড়াও একদিন ডঃ দেব কর্তৃপক্ষের ‘পারমিশন’ নিয়ে জেল থেকে এসে হাজির হলেন এবং প্রয়োজনীয় ফরমে আমার দস্তখত নিয়ে

গেলেন। আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। আমার রোল নম্বর ছিল রোল ডিন (দিনাজপুর) জেল ২২৪৪।

ঠিক এমনি এক সময়ে ‘রেলওয়ে লাইন উপড়ে ফেলা’র সেই মামলার গুনানী শুরু হলো। প্রতি সপ্তাহেই মামলার তারিখে কয়েদীদের ভ্যানে কোর্টে হাজিরা দিতে হতো। এ সময় দিনাজপুরের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক এবং অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার খান বাহাদুর আমিনুল হক ডোডো মিয়া (মরহুম লায়লা সামাদের পিতা) কোর্টে আমাদের পক্ষে ‘সাফাই সাক্ষী’ দিলেন। তবুও আমরা রক্ষা না পেলেও সাজা কম হলো। ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। ফলে এ দফায় রাজবন্দি থেকে পরিণত হলাম সাধারণ কয়েদী হিসেবে। পরণে ডোরা কাটা ফতুয়া ও হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামিয়া আর মাথায় ডোরা কাটা টুপি। তবে কয়েদী হওয়ায় একটা মস্ত সুবিধা ছিল। হাজুতে আসামীদের যেমন দিন-রাত একটা বিরাট হল ঘরে আটকে রাখা হয় এবং রাজবন্দিদের জেলের ভেতরেই কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও করা পৃথক এলাকায় যাতায়াত সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়; সেক্ষেত্রে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের জেলের ভিতরে ঘোরাঘুরি করার অনুমতি রয়েছে। শুরু হলো আমার অন্য জীবন। নানা ধরনের কায়িক পরিশ্রমের কাজ। খুবই সহজভাবে এসব দুর্ভোগকে বরণ করে নিলাম অবশ্য সামনে বি এ পরীক্ষা থাকায় জেলার সাহেব আপাততঃ আমার ডিউটি মাফ করে দিলেন।

১৯৪৯ সালে দিনাজপুর জেল গেটে বসে ক্রীড়া পরীক্ষা দিলাম। সে বছর পাশের হার ছিল শতকরা মাত্র ২১ জন। দিনাজপুর কলেজ থেকে ৬৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৬ জন পাশ করেছিল। আমি তাদেরই একজন। তাও আবার জেলখানা থেকে। আমার সঙ্গে আরো একজন কয়েদী পরীক্ষা দিয়েছিল। নাম কেশব সেন। বেচারী উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এদিকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড খাটার পর কাগজে-কলমে মুক্তিলাভ করলাম। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। মুক্তি দেয়ার পর আবার জেল গেটেই বিশেষ জননিরাপত্তা আইনে আমাকে গ্রেফতার করে রাজবন্দি হিসেবে ভিতরে পাঠিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন রাজবন্দির রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলী করে দিয়েছে। তাই ওয়ার্ডে পুরনো কমরেডদের না দেখে সেদিন মনটা গুমরে কেঁদে উঠেছিল। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দিদের ওপর জেল-পুলিশের গুলিতে যে ৭ জন নিহত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে দিনাজপুর জেল থেকে বদলী হওয়া ২ জন রাজবন্দি অন্যতম ছিলেন। এঁরা হচ্ছেন ঠাকুরগাঁ-এর কৃষাণ কমরেড অভরণ এবং পার্বতীপুরের শ্রমিক নেতা কমরেড মোঃ হানিফ।

অবশেষে আমার কারাজীবনের অবসান হলো। সেদিনের তারিখটা ছিল ১৯৫০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। কারাগারের দুর্বিসহ অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য সোজা চলে এলাম ঢাকায়। আবার পাঠানো টাকায় ভর্তি হলাম। আস্তানা হলো বকশি বাজারের ১১ জয়নাগ রোড। পাশের রুমেই থাকতেন মুসলিম লীগের কটর সমর্থক শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। ভদ্রলোক ছিলেন অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী।

তবুও এর সামনে আমার অতীত জীবনের কোনো আলোচনাই করতাম না। সব সময়েই পাশ কাটিয়ে যেতাম। আঝা তখন বরিশাল সদরে পুলিশের ডিএসপি। বাসা ছিল আলেকান্দার। ঠিক এমনি সময়ে কলিকাতা ও জলপাইগুড়ির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঢাকা ও বরিশালেও শুরু হলো ভয়াবহ দাঙ্গা। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। তাই ভর্তির পরেই বরিশালে আঝা-আম্মার কাছে চলে গেলাম। এই বরিশালেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা দেখলাম। চারিদিকে শুধু মানুষ হত্যা আর আগুনের লেলিহান শিখা। বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সবই হচ্ছে আমার জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর আবার ফিরে এলাম ঢাকায়। তখন সর্বত্র অচেল চাকুরি। তাই রাতে আইন ক্লাস আর দিনের বেলায় একটা কেরানিগিরির চাকুরি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু সরকারি একটা ইউ ডি ক্লার্ক-এর চাকরিতেও নানা বিভ্রাট। একে একে তিন তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে পদত্যাগে বাধ্য হলাম। এগুলো হচ্ছে এজিইবি, সিভিল সাপ্লাই একাউন্টস আর পুলিশের দুর্নীতি দমন বিভাগ। সর্বত্র চাকরিতে যোগদানের ৬ মাসের মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের ক্রিয়েন্স-এর প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই এই রিপোর্ট কোনো সময়ই ইতিবাচক ছিল না।

এরই জের হিসেবে সাংবাদিকতা পেশাকে বেছে নিলাম। ১৯৫১ সালে ঢাকায় বিভিন্ন পত্রিকায় সাব-এডিটরের চাকরি করলাম। এগুলো হচ্ছে, সাপ্তাহিক নও বেলাল ও পাকিস্তান পোস্ট এবং দৈনিক আমার দেশ। সর্বত্র স্বল্প বেতন এবং অনিয়মিত। এজন্য একই সঙ্গে সকালে পলাশী ব্যারাকে দুইবেলা খাওয়ার পরিবর্তে একটা প্রাইভেট টিউশনি নিলাম। এল ১৯৫২ সাল। দারুণভাবে দুর্ভিক্ষে পড়লাম ভাষা আন্দোলনে। এমনকি একুশে ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে পুলিশের গুলিবর্ষণের সময় পর্যন্ত আমি ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলাম। এটি এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। এরপর ২২শে ফেব্রুয়ারি নেতৃবৃন্দের নির্দেশক্রমে সাকিল্লাহ হলের দোতলায় অবস্থিত রেডিওর রুম থেকে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা ও ক্রমাগতভাবে বক্তৃতা দেয়ার দায়িত্ব পালন করলাম। কিন্তু ২৭শে ফেব্রুয়ারি অতর্কিতে একদল সৈন্য এসে উত্তর দিকের বিরাট দরজা ভেঙ্গে হলের ভিতর প্রবেশ করলে ছেঁড়া শার্ট ও ময়লা লুঙ্গি পরে অনেক কষ্টে বেরিয়ে এলাম। রাতের ট্রেনে লালমনিরহাট হয়ে পাটগ্রাম। পরদিন সন্ধ্যায় সীমান্ত অতিক্রম করে আসামে প্রবেশ করলাম। তখনও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়নি।

একেবারেই অজানা ভবিষ্যৎ। এর আগেও দুইবার বাড়ি থেকে পলায়ন করেছিলাম। প্রথমবার ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর এবং দ্বিতীয় দফায় আইএ পরীক্ষার পর ১৯৪৭ সালে। দুই বারেই গন্তব্যস্থল ছিল কলিকাতা মহানগরী। এবার আসামের মল জংসন থেকে রাতের ট্রেনে রওয়ানা হয়ে পরদিন বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কাটিহারে পৌঁছলাম। জায়গাটা আমার পূর্ব পরিচিত। দিনাজপুর থেকে আগত এক বিস্ত্রশালী হিন্দু পরিবারে দিন দুই অবস্থানের পর ট্রেনযোগে এক কাকডাকা ভোরে শিয়ালদহে পৌঁছলাম। এরপর আস্তানা হলো কারমাইকেল হোস্টেলে গোলাম রহমান নামে এক ছাত্রের গেস্ট

হিসেবে। ইনি বছর কয়েক আগে রাজশাহী কলেজের ছাত্রনেতা ছিলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। গোলাম রহমানের আদি বাড়ি জলপাইগুড়িতে এবং তাঁরও পিতা পূর্ববঙ্গে পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরিরত। গোলাম রহমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হচ্ছেন পরবর্তীকালের প্রখ্যাত চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড মোহাম্মদ সুলতান।

মাস কয়েক কোলকাতায় ভালোই কাটল। হঠাৎ করেই কাগজে দেখলাম যে, দুই দেশের মধ্যে পাশপোর্ট চালু হতে যাচ্ছে। তাই ভারতে বসবাস আর নিরাপদ মনে হলো না। ঢাকায় ফিরে এলাম। এবার উঠলাম ব্যারাক ইকবাল হলে। কমরেড সুলতানের সঙ্গে নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠলো। কিন্তু দু'জনেই বেকার। স্থির করলাম বই-এর ব্যবসা করবো। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) পূর্ব পাশে একটা মাজার শরীফের ওয়াকফ এস্টেট রয়েছে। সেখানেই বেড়ার ঘর ও টিন দিয়ে ঘর বানিয়ে বই-এর দোকান চালু করলাম। মূলধনের পুরোটাই ধার করলাম রংপুরের এক জোতদার তনয়ের কাছ থেকে। ভদ্রলোকের নাম আব্দুল মান্নান। তিনিও আইন ক্লাসের ছাত্র। দোকানের নামটা আমিই দিয়েছিলাম 'পুঁথিপত্র'। মাস কয়েক ব্যবসা ভালোই চললো। এমনকি ধার করা মূলধনের কিছুটা পরিশোধও করলাম। এসময় কোলকাতা থেকে আমদানী করা সোভিয়েট বুক্স-এর লাভের পরিমাণ ছিল আশাতিরিক্ত।

দোকানের পিছনের অংশে বেড়া দিয়ে পার্টিশন করে ছোট্ট একটা ঘর। ওখানেই ছোট্ট একটা কাঠের চৌকিতে দু'জনের শোয়ার ব্যবস্থা। আর মসজিদ থেকে বালতিতে পানি এনে রাস্তার ধারে গোসল এবং কাদুই একটা সাধারণ হোটেলে মাসিক চুক্তিতে দু'বেলা খাওয়া। এক কথায় বলতে পারি দারুণ বোহেমিয়ান জীবন। তখনকার দিনে এই পুঁথিপত্র দোকানে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক গোপন বৈঠক হতো। এতে ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে চিন্তা করে বার কয়েক আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু ফায়দা হলো না। এই প্রথমবার দুই বন্ধুতে মনোমালিন্য হলো। মনে মনে ঠিক করলাম স্বজনবন্ধু সুলতানকে দুঃখ দেবো না। তাই গোপনে একটা চাকরির চেষ্টা করলাম। পেয়েও গেলাম একটা চাকরি। দৈনিক সংবাদের বিজ্ঞাপন বিভাগে সহকারী বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। ম্যানেজার ছিলেন সুসাহিত্যিক সরদার জয়েনউদ্দিন। একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় সুলতানকে বললাম, এখন থেকে 'পুঁথিপত্র' শুধু তোমার একার। আমি চললাম।

নতুন আস্তানা হলো তাঁতিবাজারে মাসিক 'অগত্যা' অফিসে। এটা ছিল অফিস-কাম-রেসিডেন্স। আরো দু'জন থাকতেন এখানে। মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম আর অগত্যা সম্পাদক ফজলে লোহানী মঈনু। তাঁতি বাজারের লাগোয়া হচ্ছে একদিকে রায় সাহেবের বাজার এবং ওপাশটায় শাঁখারী বাজার। তাই এখানে থাকার সময় অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আলোকে অবলোকন করলাম ঢাকার নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু পসারী ও শাঁখারীদের বিচিত্র জীবন। এই 'অগত্যা' অফিসে সে আমলের তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের অনেকেই আড্ডা দিতে আসতেন। এঁদের মধ্যে কবি হাসান হাফিজুর রহমান, মঞ্চগতিনেতা আবিদ হোসেন, কবি সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, কবি আহসান হাবিব, কবি

তাসিকুল আলম খাঁ এবং পটুয়া কামরুল হাসান প্রমুখ আর ইহজগতে নেই। জীবিতদের মধ্যে শামসুর রাহমান, মাহবুব জামাল জাহেদী, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। এসব আড্ডায় প্রায়ই দেশীয় ও বিশ্ব সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন এবং রাজনীতি সম্পর্কে উচ্চ মার্গের আলোচনা হতো। আবার কখনো বা হালকা হাস্যরসে জমজমাট হয় উঠতো এসব আড্ডা। বলাই বাহুল্য যে, আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন ‘অগত্যা’ সম্পাদক ফজলে লোহনী মন্টু। ফলে আমার অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করলো।

এ সময় ১০৫ তঁতিবাজারের কাছেই ৩নং রামাকান্ত নন্দী লেনে পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস। দুই ভাই মোহায়মেন আর মুকিতকে দেখতাম প্রেসটা দাঁড় করাবার জন্য দিন-রাত অমানুষিক পরিশ্রম করছেন। এই প্রেস থেকেই অনিয়মিতভাবে ছাপা হতো মাসিক ‘অগত্যা’। অবশ্য এই অনিয়মের কারণ ছিল। সঠিকভাবে বকেয়া বিল পরিশোধ না করা। ‘অগত্যা’ পত্রিকায় সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, মফঃস্বল থেকে ডাকে আসা কোনো লেখাই ছাপা হতো না; এমনকি এসব খাম পর্যন্ত খোলা হতো না। সবই সের দরে বিক্রি হয়ে যেতো। ‘অগত্যা’র চিঠিপত্রের কলাম খুবই আকর্ষণীয় ছিল। অবশ্য এর প্রশ্ন এবং উত্তর অফিসে বসেই লেখা হতো। নমুনা হিসেবে একটা চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রশ্ন : আমি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট এবং দৈনিক আজাদ-এর মালিক মণ্ডলানা আকরাম খাঁ-কে একটা চিঠি লিখতে চাই। কী বলে তাঁকে সন্তোষিত করবো? উত্তর : ‘আয় মেরে জান, পেয়ারে দামান, নূর-এ-চামন, আসমান কি চাদ, আঁখো-কা-তারার, পেয়ারে মাণ্ডলানা মোহাম্মদ ফাঁকরাম খাঁ সমীপে’।

রমাকান্ত নন্দী লেন পেরিয়ে ইসলামপুরের রাস্তা (এর অংশ বিশেষ লয়াল স্ট্রিট নামে পরিচিত)। ওপাশটায় নাসিরউদ্দীন সাহেবের ‘সওগাত’ প্রেস ও ‘সাণ্ডাহিক বেগম’ পত্রিকার অফিস। এখানেই নিয়মিতভাবে বৈঠক হতো ‘পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে’র। সভাপতিত্ব করতেন ড. কাজী মোতাহের হোসেন। এ সময় ‘সওগাত’ প্রেসে গেলে সবসময়েই দু’চারজন কবি-সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের দেখা পাওয়া যেতো। ‘সওগাত’ প্রেসের আড্ডা জমবার মূল কারণ ছিল কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তখনও মাসিক সওগাত পুনঃপ্রকাশিত হয়নি। তবে ‘সাণ্ডাহিক বেগম’ পত্রিকার সার্কুলেশন ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। স্বজনবন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান এই ‘বেগম’ পত্রিকায় চাকুরি করতেন। আমরা ইয়ার্কি করে হাসানের নাম দিয়েছিলাম ‘হাসিনা বেগম।’ এই নামে গোটা কয়েক লেখাও ছাপা হয়েছে ‘বেগম’ পত্রিকায়। তবে একটা কথা বলতেই হচ্ছে যে, হাসান হাফিজুর রহমানের মতো এতো উদার হৃদয়ের মানুষ খুবই বিরল। পকেটে টাকা থাকলে বন্ধু-বান্ধবের জন্য খরচ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। এমনও দেখেছি যে, বাড়িতে যেয়ে জমি বিক্রি করে সেই টাকা থেকে ব্যয় করেছে বন্ধু আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর উপন্যাস ‘জেগে আছি’ প্রকাশের জন্য।

দিনকাল আমার ভালোই কাটছিল। দৈনিক সংবাদে চাকরিতে প্রতিমাসে নিয়মিত

বেতন আর 'অগত্যা' ও 'সংগাত' অফিস ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ঠলে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা। ঠিক এমনি এক সময়ে 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' হলো। বগুড়া থেকে আক্কা-আম্মার লেখা একটা লম্বা চিঠি পেলাম। চিঠির সারমর্ম হচ্ছে, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিঠিটা পড়বার পর আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কেননা আমার বড় দুই ভাই-এর তখন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। বিয়ের খবরে মহাচিন্তায় পড়লাম। এখন উপায়? শেষ পর্যন্ত লটারি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই লটারিতে আমি পরাজিত হলাম। তাই আক্কা-আম্মার অনুগত সন্তান হিসেবে বন্ধু-বান্ধব কাউকে কিছু না জানিয়ে ১৯৫৩ সালের জুন মাসের পহেলা সপ্তাহে বগুড়ায় চলে গেলাম। যাওয়ার আগে 'সংবাদ' অফিসে দুই সপ্তাহের জন্য ছুটির দরখাস্ত রেখে গেলাম। মনে পড়লো, গেল কোরবানীর ঈদের ছুটিতে আমরা বড় তিনভাই বগুড়ায় গিয়েছিলাম। তখন একটা পারিবারিক কনফারেন্স হয়েছিল। সেই কনফারেন্সে আক্কা তাঁর মনোভাব পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলেন। তিনি এমর্মে বলেছিলেন যে, 'আমি এখন চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত। তোদের আমি বিয়ে দিতে চাই। তোরা কে কেমন মেয়ে পছন্দ করিস, জানাতে হবে।' বড়ভাই সাফ বললেন যে, তিনি উচ্চ শিক্ষিতা ছাড়া বিয়ে করবেন না। মেঝো ভাই বললেন, মেয়ে যেরকমই হোক না কেন, আপত্তি নেই; তবে স্বত্তরের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে। আমি দুরু দুরু বকললাম, 'জীবনে আপনাদের অনেক কষ্টই দিয়েছি। তাই বিয়ের ব্যাপারটা আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম। আপনাদের পছন্দই আমার পছন্দ।' এটাই আমার জন্য কাল হলো। তখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে খুঁজে বের করা সময়ের প্রয়োজন। মেঝো ভাই-এর টাকাওয়ালা স্বত্তর জোগাড় করাটাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আক্কা-আম্মার কাছে শুধু আমার জন্য পছন্দ মতো একটা কনে খুঁজে বের করাটাই সহজ মনে হলো। তাই মাত্র তিন মাসের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থাটা একেবারে পাকাপাকি করে ফেললেন। বিয়ের তিন দিনের মাথায় টাকা থেকে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি এল। বিয়ের জন্য ছুটি প্রার্থনা করে অফিসে যে দরখাস্ত করেছিলাম তা' নামঞ্জুর হয়েছে। দৈনিক সংবাদ থেকে আমার চাকুরিটা চলে গেছে। স্বত্তরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের মন্তব্য হচ্ছে 'জামাই অপয়া আর জেল খাটুয়া'।

দিন সাতেকের মধ্যেই ঢাকায় ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম লোহানী সাহেব এক দিল্লীওয়ালার কাছে ১০৫ তাঁতি বাজারের 'পজেশন' বিক্রী করে আজিমপুর কলোনীতে বোনের বাসায় উঠে গেছেন। তাই আবার উঠলাম ব্যারাক ইকবাল হলে। শুরু হলো নতুন জীবন। বিয়েতে উপহার পাওয়া গোটা কয়েক আংটি বিক্রি করে খরচ চালানলাম। এভাবেই মাস কয়েক কাটিয়ে দিলাম। ঠিক এমনি এক সময়ে জানতে পারলাম যে, ৯ নম্বর হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হচ্ছে। সোজা যেয়ে হাজির হলাম সম্পাদক তফাজ্জুল হোসেন মানিক মিয়ার কাছে। দৈনিক 'আমার দেশ' ও সাপ্তাহিক 'নও বেলালে'র অভিজ্ঞতার কথা বলায় তিনি আমাকে সাব-এডিটরের চাকুরি দিতে রাজী হলেন। কিন্তু মাইনে নিয়ে গুণগোল বাঁধলো। সাব-এডিটর, চিফ রিপোর্টার ও এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরদের বেতন ধার্য করা হয়েছে মাসিক

পাঁচাত্তর টাকা করে। শুধুমাত্র বার্তা-সম্পাদকের বেতন দেড়শ' টাকা। প্রথম খণ্ডকালীন বার্তা-সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন লেবার ফেডারেশনের আব্দুল কাদের। তিনি আমাকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করালেন। মোট ৪ জন সাব-এডিটর, একজন চিফ রিপোর্টার, একজন গ্র্যাসিট্যান্ট এডিটর ও একজন নিউজ এডিটর— এই ৭ জন নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের যাত্রা শুরু। সেদিনের তারিখটা ছিল ১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। চার পৃষ্ঠার পত্রিকা এবং মূল্য ছিল প্রতি কপি এক আনা মাত্র।

এল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন। একদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এবং অন্যদিকে এর মোকাবেলায় হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সদ্য গঠিত 'যুক্তফ্রন্ট'। নির্বাচনী ফলাফল ছিল নিম্নরূপঃ—

মুসলিম আসন	অমুসলিম আসন
যুক্তফ্রন্ট : ২২২	কংগ্রেস : ২৪
মুসলিম লীগ : ৯	তফশিলী ফেডারেশন : ২৯
স্বতন্ত্র : ৫	সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট : ৯
খেলাফতে রব্বানী : ১	কম্যুনিষ্ট : ৫
	গণতন্ত্রী দল : ২
	বৌদ্ধ : ৩
মোট : ২৩৭	মোট : ৭২

১৯৫৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল শেরে বাগান জঙ্গল হক নির্বাচিত হলেন পূর্ববঙ্গের নয়া মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে মে মাসে স্টকহোম শহরীতে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য মওলানা ভাসানী দেশে রওয়ানা হলেন। সফর সঙ্গী হলেন খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও ইত্তেফাকের একমাত্র রিপোর্টার ফয়েজ আহমদ। ফলে রিপোর্টিং-এর দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। এদিকে হঠাৎ করেই আমার জীবনসঙ্গিনী এসে হাজির হলো ঢাকায়। মাত্র পাঁচাত্তর টাকা বেতনের চাকুরিতে ঢাকায় স্বামী-স্ত্রীর সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার—এই কথাটা তাকে বুঝাতেই পারলাম না। শেষ পর্যন্ত ৪৩/১ যোগীনগরের দোতলায় কমরেড তোয়াহার ছোট বাসাটা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। পুলিশের ছলিয়ার দরুণ কমরেড তোয়াহার তখন পলাতকের জীবন। তিনি ফ্যামেলি পার্টিয়ে দিয়েছেন নোয়াখালী গ্রামের বাড়িতে। তাঁর ঢাকার বাসায় উঠে দেখতে পেলাম সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে। তাই বাড়তি আর খরচ করতে হলো না। তখন ঢাকায় চালের মন ১০ টাকা আর ঢাকায় ৩/৪টি ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। তরিতরকারিও খুবই সস্তা। তাই অসুবিধা হলো না।

রমনার সেই সরু সরু পীচ ঢালা রাস্তা, হিজল ও মেহগিনি গাছের সারি; মনমাতানো রক্তকরবীর ঝাড় আর সেই সার্পেন্টাইন লেকের পাড়— সবকিছু মিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র এই রমনায় বিকেলের দিকে দু'জনে যখন পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়াতাম, তখন এক অদ্ভুত মাদকতায় মনটা ভরে উঠতো। রমনার সবুজের

অপরূপ সমারোহ আমাদের এক অভূত মায়াজালে বেঁধে ফেলেছিল। তাই প্রায় প্রতিদিন বিকেলে আমরা দু'জনা পায়ে হেঁটে রমনায় ঘুরে বেড়াইতাম। ফেরার পথে চার আনা ভাড়ায় রিকশা করে। কিন্তু সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। যান্ত্রিক সভ্যতা এসে যেনো সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলেছে।

বেশি দিন বিনা ভাড়ার বাসায় থাকতে পারলাম না। ছেলেমেয়েসহ ভোয়াহাভাবী ঢাকায় ফিরে এলেন। কাছেই যোগীনগরের আর একটা বাসায় উঠে গেলাম। এরপর মাত্র বছর ছয়েকের মধ্যে পুরানা ঢাকায় যেসব বাসা বদল করেছি, তার একটা খতিয়ান দিতেই হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে, দক্ষিণমুন্সী, ভার্সিটি হোটেলের তিনতলা (ডাক্তারদের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাট), ৩৭ আগামসি লেন, কয়েতটুলী, আগা সাদেক রোড, গোপীবাগ ফার্স্ট লেন, পাতলা খান লেন, কমলাপুর, ১৩ অভয় দাশ লেন ও নারিন্দা। পুরানা ঢাকায় এসময় আমি ঢাকাইয়াদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশা করেছি। শুধু কি তাই-ই? আমি ঢাকাইয়াদের তীব্র কটাক্ষপূর্ণ হাস্যরস ও ঢাকাইয়া ভাষা পর্যন্ত রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। এসব অভিজ্ঞতা আমি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে হৃদয়-মন উজাড় করে কাজে লাগিয়েছি। এজন্যই 'চরমপত্র'র মূল ভাষাই হচ্ছে ঢাকাইয়া বাংলা। এর সঙ্গে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকের চিফ রিপোর্টার হিসেবে কাছে থেকে দেখা হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী আর বঙ্গবন্ধুর মতো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ড আর পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা।

১৯৫৪ সালে মাত্র ৫৮ দিনের ব্যবধানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কলমের এক খোঁচায় পরাস্ত করে দিলো। পূর্ববঙ্গে জারী হলো ৯২-ক ধারার গভর্ণরের শাসন। নতুন গভর্ণর হয়ে এলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) ইক্কান্দার মির্জা। প্রায় সহস্রাধিক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রে তখন পূর্ণ সেন্সরশিপ। অবশ্য সবই ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় অবাঙালি নেতৃত্বের ষড়যন্ত্রে। এরা পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে কিছুতেই বরদাশত করতে পারেনি। অচিরেই যুক্তফ্রন্ট দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের একাংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করে ক্ষমতার অংশীদার হলো। এদিকে ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর ভাসানী-মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক পার্টি হিসেবে ঘোষণা করা হলো এর কাউন্সিল অধিবেশনে। করাচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার রাজনীতিতে নয়া গভর্ণর জেনারেল হলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) ইক্কান্দার মির্জা।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে দিন দশেকের জন্য করাচীতে অবস্থান করেছিলাম। এসময় পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের স্বার্থ-বিরোধী একটা সংবিধান পাশ করা হয়েছিল। এই সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও সংখ্যাসাম্যের অজুহাতে পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৬ ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা হয়। অর্থাৎ বাঙালি প্রতিনিধিত্ব

শতকরা ৫৬ ভাগের জায়গায় শতকরা ৫০ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব শতকরা ৪৪ ভাগের জায়গায় শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়। এছাড়া পূর্ববঙ্গের নাম বদল করে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ করা হয়। ৮০ জন সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ জন। প্রতিবাদ হিসেবে সেদিন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এঁরা কেউ-ই সেই সংবিধানে দস্তখত পর্যন্ত করেননি। এসময় এক ছুটির দিনের সন্ধ্যায় মুজিব ভাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আরব সাগরের তীরে ক্রিফটন বিচ-এ। সঙ্গে ছিলেন জহীরউদ্দীন এমএনএ। অনেক আলাপ হলো। কথায় কথায় মুজিবভাই বললেন, “দেখিস্ যদি বেঁচে থাকি, তা’হলে এই পূর্ব পাকিস্তানকে “বাংলাদেশ” বানাবোই। কথাটা শুনে সেদিন চমকে উঠেছিলাম। আজও পর্যন্ত মুজিবভাই-এর কণ্ঠে “বাংলাদেশ” শব্দের উচ্চারণ আমার হৃদয় স্পর্শ করে রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা তো’ কিছুতেই ভুলবার নয়।

১৯৫৬ সালেই এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খানের অতিথি হিসেবে আমরা ৬ জন বাঙালি সাংবাদিক ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করলাম। ঢাকায় ফিরে এসেই প্রেসিডেন্ট ইক্কাব্দার মির্জার সঙ্গে তুরস্ক সফরে গেলাম। প্রেসিডেন্ট মির্জার সফরসঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন তৎকালীন সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল আইয়ুব খান। স্বাভাবিকভাবেই তুরস্ক সফরকালে এসব পাকিস্তানী সামরিক জেনারেলদের আচার-ব্যবহার ও চলাফেরা লক্ষ্য করা ছাড়াও আলাপচারিতা করার সুযোগও লাভ করেছিলাম। আমি বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধান লাভ করলাম।

আমার জীবনে পঞ্চাশ দশকের সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা হচ্ছে ১৯৫৭ সালের ৮-৯ই ফেব্রুয়ারিতে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন। মওলানা সাহেবকে দিয়ে এই বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করানোর বিষয়টি ছিল আওয়ামী লীগে যোগদানকারী বামপন্থীদের এক সুচতুর পদক্ষেপ। এঁদের হিসাব ছিল, সভাপতি মওলানা ভাসানী, কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ ছাড়াও ওয়ার্কিং কমিটিতে ১৩ জন বামপন্থী মেম্বর রয়েছেন, সেখানে সাধারণ সম্পাদকের পদটি দখল করতে সক্ষম হলে পুরা আওয়ামী লীগ পার্টিটিকেই বামপন্থীদের কজায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এ সময় আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে এ মর্মে একটা শর্ত ছিল যে, দলের কোনো অফিস-বেয়ারার মন্ত্রীত্ব-পদ গ্রহণ করলে তাঁকে দলীয় অফিস-বেয়ারার পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। একই সঙ্গে ২টি পদ রাখা যাবে না। ১৯৫৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পূর্ববঙ্গের শিল্পমন্ত্রী। এজন্যই কাগমারীতে বিশেষ কাউন্সিল আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু কাউন্সিলের সমাপ্তি দিবসে শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলে, বামপন্থীরা একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়। ফলে বামপন্থীদের চাপে স্বয়ং মওলানা ভাসানীই আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। এ বছর ১৩-১৪ই জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে তিনি ২৬শে জুলাই

ঢাকায় গঠন করলেন 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, সংক্ষেপে 'ন্যাপ।'

১৯৫৭ সালে কেন্দ্রে ১৩ মাসব্যাপী সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার পতন হলে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফরের সুযোগ লাভ করলাম। তখন বিরোধী দলীয় নেতা হচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। দৈনিক মিল্লাতের সৈয়দ আসাদুজ্জামান বাবু ও আমাকে সঙ্গে করে তিনি পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রতিটি জেলা সফর করলেন। দুই সপ্তাহব্যাপী এই সফরের দরুণ চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।

আমি হিষ্টি কালের নীরব সাক্ষী। ১৯৫৮ সালে পূর্ববঙ্গের বাজেট অধিবেশনের চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ক্ষমতায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার। কেএসপি-কংগ্রেসের (একাংশ) সমন্বয়ে গঠিত বিরোধী দলের কথা হচ্ছে, কোনো অবস্থাতেই বাজেট পাশ করতে দেয়া হবে না। দুই দলই তখন মারমুখী। রিপোর্টাররা পর্যন্ত অধিবেশন বয়কট করেছে। ব্যতিক্রম শুধু দু'জন। ইউপিপি'র আবুল মতিন (বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী) আর আমি। সেদিনের তারিখটা ছিল ২৩শে জুন। আমরা দু'জন প্রেস গ্যালারিতে পর্যন্ত বসতে সাহসী হলাম না। ডেপুটি স্পিকার চাঁদপুরের শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল-চেয়ারের ভাঙ্গা অংশ হাতে নিয়ে মোহন মিয়ার ও লতিফ বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় এমএলএ-রা একযোগে ডেপুটি স্পিকারের উপর হামলা চালালো। রক্তাক্ত অবস্থায় শাহেদ আলী বিরাট চেয়ারে নেতিয়ে পড়লেন। তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না। তিনি ইন্তেকাল করলেন। এভাবে ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন চলাকালে ডেপুটি স্পিকারকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ইতিহাসে বিরল। এটাও আমার জীবনে এক ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা।

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে জারী হলো প্রথমে সামরিক শাসন। ক্ষমতায় এলেন ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। তাঁর রাজত্বকাল প্রায় সাড়ে ১০ বছরের মতো। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি আমি দৈনিক ইন্তেকাক থেকে পদত্যাগ করে দৈনিক আজাদে যোগদান করি। তবে চাকরিস্থল হচ্ছে করাচীতে। দৈনিক আজাদের ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।

প্রায় বছর দেড়েক করাচীতে অবস্থানকালে অন্তরঙ্গভাবে আবাসালি মুসলমানদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলাম। আমাদের সঙ্গে আসমান-জমিনের ফারাক। আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়লে কবিতা পড়ে, বনভোজনে যায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান-বাজনায় মেতে উঠে, টেলিফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেমালাপ করে, বিশেষ দিনগুলোতে ফুলের তোড়া উপহার দেয়- আরো কত কিছু! ওদের ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়লে একত্রে সিনেমা দেখে আর রেটুরেটে খেতে যায়-এর বেশি ওদের জীবনে অন্য কোনো রোমাঞ্চ নেই। বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সক্ষ্যা হচ্ছে, ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটক অভিনয়। কিন্তু ওদের 'কালচারাল ফ্যাংশন' বলতে হিন্দি ও উর্দু সিনেমার গান আর বাঁজীদের নাচ। লাহোরের 'হীরামণি কালচারে'র কথা নাই-ই বা বললাম।

বাঙালিদের সংস্কৃতি যেখানে অঙ্কন ও আবৃত্তি শিক্ষা এবং নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয় চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়; সেখানে ওদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তির চর্চা মোটামুটিভাবে অনুপস্থিত বলা যায়। খাদ্যাভাসেও দারুণ তফাৎ। আমাদের মূল খাদ্য যেখানে ডাল-ভাত-মাছ-মাংস; সেখানে ওদের খাদ্য হচ্ছে, রুটি-আচার-গোস্ত। বাঙালি পরিবারে কারো জ্বর হলে ভাত বন্ধ করে রুটি খেতে দেয়। অথচ অবাঙালিদের জ্বর হলে রুটি বন্ধ করে ভাত-এর ব্যবস্থা করে। বাঙালি পরিবারের সবাই নিয়মিতভাবে গোসল করে। কিন্তু অবাঙালিদের মধ্যে গোসলের ব্যাপারটা বাধ্যতামূলক নয়। আমরা আপ্যায়ণের জন্য অতিথিকে আমন্ত্রণ করলে বাসায় রান্নাবান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা করি। কিন্তু ওরা মেহমানকে দাওয়াত করলে হোটেলে নিয়ে খাওয়ায়। আমরা বাংলা ভাষা বাঁ দিক থেকে লিখি এবং পড়ি। কিন্তু ওরা উর্দু ভাষায় ডান দিক থেকে লেখাপড়া করে। আমরা ধর্মভীরু— কিন্তু ধর্মান্ব নয়। ওরা ধর্মান্ব— কিন্তু ধর্মভীরু নয়। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজস্ব স্বকীয়তায় গ্রহণ করেছি; কিন্তু ওদের বিত্তশালীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা হুবহু অনুকরণ করেছে। সবশেষে বলতেই হচ্ছে যে, আমরা হচ্ছে “পূর্ব” আর ওরা “পশ্চিম”। এই দু’য়ের মিলন কখনোই সম্ভব নয়। ওরা শোষক, আর আমরা শোষিত। আমার অভিজ্ঞতায় এজন্যই একান্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

১৯৬১ সালের জুলাই মাসে সাংবাদিক হিসেবে জঙ্গী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরসঙ্গী হলাম। স্টেট ১২জন সাংবাদিকদের ১১ জনই অবাঙালি এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধি। বাঙালি বলতে ‘সবেদন নীলমণি’ আমি। অবশ্য আইয়ুব খানের সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় সফর। প্রথমবার ১৯৫৬ সালের তুরস্কে সফরের সময়। তবে এবারের সফর ছিল আরো চমকপ্রদ। বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধান পেলাম। শুধু যে পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের চালিকা শক্তি সামরিক নেতৃত্বকে কাছে থেকে দেখলাম, তাই-ই-নয়— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রমও নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলাম। এমনকি প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে পর্যন্ত পরিচিত হয়েছিলাম। এর পরের ঘটনাবলী তো আর এক ইতিহাস।

দেশে ফেরার সময় সাংবাদিকদের সবাই দলছুট হয়ে গেল। আমি লভনে এসে প্রায় ৬ সপ্তাহ অবস্থান করলাম। একবার ভেবেছিলাম দেশে আর ফিরবো না। সেই মোতাবেক করাচীতে সহধর্মিনীকে যোগাযোগও করেছিলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা যোরতর আপত্তি জানালেন। তাই করাচীতে ফিরে এলাম। এতে ‘শাপে বর’ হলো। অক্টোবর মাসে নতুন নির্দেশ এল। আমাকে ঢাকায় দৈনিক আজাদের বার্তা-সম্পাদক হিসেবে বদলী করা হয়েছে।

মাত্র বছর দেড়েকের ব্যবধান। বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ ঢাকায় ফিরে এলাম। এবার মাসিক দেড়শ’ টাকায় বাসা ভাড়া করলাম বকশি বাজারের ৪নং অরফানেজ রোডে। পিছনে লালবাগ এবং ওপাশটায় ঢাকেশ্বরী মন্দির আর আজাদ অফিস। এখানেই খাজা দেওয়ান ফার্স্ট লেনে মরহুম

এ্যাডভোকেট ইকবাল আনসারী খান হেনরির পৈত্রিক বাড়িতে পরিচয় হলো এক ঢাকাইয়া বেকার যুবকের সঙ্গে। নাম আসাদুল্লাহ। ইনি ছিলেন বাল্যবন্ধু। বেচারি প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পর্যন্ত পার হতে পারেনি। আর হেনরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো ধাপ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এমএ এলএলবি। তবুও দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল অটুট এবং সম্পর্ক ছিল “তুই”-এর পর্যায়ে। বেকার আহসানউল্লাহ কিছু টাকা পেলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে ভাড়া খাটতো। আর একেবারে হাত শূন্য হলে বন্ধু হেনরির শরণাপন্ন হতো। তার চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল মহত্বা পাহারা দেয়া এবং কারো বিপদে পরিশ্রমজনিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা। এহেন আসাদুল্লাহ হচ্ছে একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত আমার ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানের বিখ্যাত ছক্কু মিয়া’র চরিত্র। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে একদিন আহসান উল্লাহ’র খোঁজ নিতে বকশি বাজারে গিয়েছিলাম। তার দেখা পাইনি। শুনেছি যুদ্ধের সময় আহসানউল্লাহ রাজাকার-এর তালিকায় নাম লিখিয়েছিল। এতেই কাল হলো। মুক্তিযোদ্ধারা আহসানউল্লাহকে হত্যা করলো।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ৬০-দশকের রাজনীতি ছিল দারুণ ঘটনাবহুল। এসময় অবিভক্ত পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন ছিলেন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। প্রথমে ৪৫ মাসের জন্য সামরিক ডিরেক্টর হিসেবে এবং ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ বিপরোধী ‘মৌলিক গণতন্ত্রী’ মার্কী সংবিধান চালু করে পরবর্তী ৭ বছর সিভিলিয়ন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এক্ষণে রাজনৈতিক দৃষ্টান্তে সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল শেরে বাংলা ফজলুল হক ইন্তেকাল করার জের হিসেবে পরবর্তীকালে তৎসিষ্ট কৃষক শ্রমিক পার্টিকে (কেএসপি) আর খুঁজেই পাওয়া যায় নি। এর পাশাপাশি মার্কসিজম-এর প্রয়োগের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মস্কো ও বেজিং-এর মধ্যে উত্তর মতবিরোধ দেখা দিলে উপ-মহাদেশেও তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হয়। বছর কয়েক ধরে বাদানুবাদের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ন্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৬৩ সালে ন্যাপ-ভাসানীর সভাপতি মওলানা ভাসানী পাকিস্তান সরকারের এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে গণচীন সফর করলেন। প্রকাশ, এসময় চেয়ারম্যান কমরেড মাও সে-তুং এশীয় কূটনীতির স্বার্থে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আইয়ুব খানকে বিরোধিতা না করার জন্য মওলানা সাহেবকে অনুরোধ জানান। এটাই হচ্ছে ‘Don't Disturb Ayub’ নীতি। মওলানা ভাসানী এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। সেদিন এই একটি মাত্র সিদ্ধান্তে পূর্ববঙ্গের রাজনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন প্রশ্নটা হচ্ছে, মার্কসিজম-এর নামে এশীয় রাজনীতিতে গণচীনকে সমর্থন ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আইয়ুব-বিরোধিতার মঞ্চ থেকে সরে আসা এবং পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে ক্ষমতাচ্যুত করা-এই দু’টোর মধ্যে কোনটা আগে?

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদ মহলের চিন্তাধারার মধ্যে বিস্তর ফারাক হয়ে গেল। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই ৬০-দশক হচ্ছে একজন সার্থক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থানের সময়কাল। তাঁর বুকে তখন অদম্য সাহস ও মনোবল। আমরা পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে দেখতে পেলাম। আমি তখন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ইউপিআই-এর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি। এ সময় অন্তরঙ্গ আলোকে প্রত্যক্ষ করলাম শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের রক্তাক্ত ৬-দফা আন্দোলন। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, এসময় পূর্ববঙ্গে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর কেউই সক্রিয়ভাবে ৬-দফা আন্দোলনকে সমর্থন জানায়নি। অথচ ৬-দফা বিরোধী পক্ষগুলো ছিল দারুণভাবে সোচ্চার। পিপলস্ পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভূট্টো ৬-দফাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র সামিল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। গভর্নর মোনায়েম খাঁ এ মর্মে বলেছিলেন যে, আমি যতদিন গভর্নর থাকবো, 'ততদিন শেখ মুজিবকে জেলখানায় পচতে হবে; আর আমি ৬-দফার সমর্থক দৈনিক ইত্তেফাকের ভিটায় ঘুষু চরাবো।' কমরেড তোয়াহা বলেছিলেন, '৬-দফা হচ্ছে সিআইএ প্রণীত দলিল।' আর জঙ্গী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ময়মনসিংহের এক জনসভায় এ মর্মে উচ্চারণ করেছিলেন, '৬-দফার জবাব অস্ত্রের ভাষায় দেয়া হবে।' এসব কিছু আমাদের অভিজ্ঞতার বুলিতে সঞ্চয় করে রাখলাম। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ৬০ দশকের ঘটনাবলী ছিল নিম্নরূপ :-

১৯৬২ : 'মৌলিক গণতন্ত্র' ভিত্তিক সংবিধান প্রবর্তন। গণপরিষদ নির্বাচন অণ্ডে সামরিক আইন প্রত্যাহার। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ঢাকায় 'এনডিএফ' গঠন। সরকার-বিরোধী প্রচণ্ড ছাত্র-বিক্ষোভ।

১৯৬৩ : লেবাননের শেখত নগরীর এক হোটেল কক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ইন্তেকাল। শেখ মুজিব কর্তৃক দলবলসহ 'এনডিএফ' ত্যাগ ও আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত। মওলানা ভাসানীর বিতর্কিত চীন সফর।

১৯৬৪ : ঢাকা ও খুলনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। শেখ মুজিবের উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক ঐতিহাসিক দাঙ্গা-বিরোধী প্রচারণা বিলি।

১৯৬৫ : কাশ্মীর প্রশ্নে ১৭ দিনব্যাপী পাক-ভারত যুদ্ধ। পূর্ববঙ্গ অরক্ষিত থাকায় বাঙালিদের মধ্যে ধুমায়িত অসন্তোষ।

১৯৬৬ : সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্যোগে তাসখন্দ নগরীতে জানুয়ারি মাসে আইয়ুব-শাস্ত্রীর মধ্যে পাক-ভারত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত। ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সর্বপ্রথম ৬-দফা দাবী উত্থাপন।

১৯৬৭ : পাক-ভারত শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভূট্টোর পদত্যাগ। ৩০শে নভেম্বর রংপুরে ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশনে চরম তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। ন্যাপ দ্বিধা খণ্ডিত। ভাসানীর নেতৃত্বে চীনপন্থী ন্যাপ গঠন। ডিসেম্বরে ঢাকায় রুশপন্থী ন্যাপ-এর জন্ম।

১৯৬৮ : শেখ মুজিবসহ ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে

‘রাষ্ট্রদ্রোহিতা’র অভিযোগে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু। ৬-দফার পাশাপাশি ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন আরম্ভ। প্রায় ৫ বছর পরে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর সক্রিয় ভূমিকা। ঢাকা ও রাওয়ালপিণ্ডিতে পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন ছাত্র নিহত।

১৯৬৯ : তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী সমাপ্ত। পূর্ববঙ্গের সর্বত্র আইয়ুব বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ। পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত। সেনাবাহিনী মোতায়েন। বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। জনতা কর্তৃক কারফিউ অগ্রাহ্য ও ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে ঢাকা নগরী প্রকম্পিত। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক ও রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত। ভয়াবহ আইয়ুব-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের জের হিসেবে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব “বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত। ভূট্টো ও ভাসানী কর্তৃক বৈঠক বর্জন। কিন্তু ঘোষণা মোতাবেক বঙ্গবন্ধুর বৈঠকে যোগদান। ৬-দফার দাবীতে বৈঠকে আলোচনা এবং বঙ্গবন্ধুর আপোষহীন ভূমিকায় বৈঠক ব্যর্থ। উপায়ন্তরহীন অবস্থায় ২৫শে মার্চ আইয়ুব খানের পদত্যাগ। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের শাসন ক্ষমতা লাভ। দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারী ও আইয়ুব শাসনতন্ত্র বাতিল। জনগণকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ‘এক ইউনিট’-এর বিলুপ্তি এবং পূর্ববঙ্গের জন্য এক বছরের মধ্যে সামরিক প্রহরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাঝ দিয়ে নতুন গণপরিষদ সৃষ্টির ওয়াদা। বাংলাদেশে বাতিল হওয়ায় প্রস্তাবিত ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের হিসাব ১৬২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৩৮টি আসন। এছাড়া পূর্ববঙ্গে মহিলাদের সংরক্ষিত ৭টি ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৬টি আসন।

১৯৭০ : ১১ই নভেম্বর দিবাগত রাতে দক্ষিণ বাংলায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। ১০ লাখ আদম সন্তান নিহত। ত্রাণ তৎপরতায় প্রশাসনিক ব্যর্থতায় পূর্ববঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া। মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপদ্রুত এলাকায় ব্যাপক সফর। সামরিক প্রহরায় ডিসেম্বরে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেও ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। পূর্ববঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদী এবং মার্কসিস্ট দলগুলো সবগুলো আসনে পরাজিত। এরই প্রেক্ষিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কথা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় গণপরিষদ এক্ষণে ‘কসাইখানা’য় পরিণত হয়েছে। অতএব আওয়ামী লীগকে গণপরিষদের বাইরে এসে প্রস্তাবিত সংবিধান সম্পর্কে বিশেষ করে পিপলস পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। সামরিক জাঙ্গার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানও ভুট্টোর সমর্থনে একই ধরনের কথা বললেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তিনি বললেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে ৬-দফা সম্পর্কে একটা গণভোট হয়ে গেছে। এরই ফলশ্রুতিতে ৬-দফা এখন জনগণের

সম্পত্তি। এটাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংশোধন করা সম্ভবপর নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মোতাবেক জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের প্রকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে গণপরিষদ। এজন্য গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমস্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে—গণপরিষদের বাইরে নয়। এখানেই শেষ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং গণপরিষদের অধিবেশনের দাবি জানালেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, একদিকে ভয়ঙ্কর ধরনের চাপ ও ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যদিকে নানা ধরনের প্রলোভন সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে তাঁর দাবী থেকে সামান্যতম সরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়নি। তিনি ৬-দফার দাবীতে অটল ও অবিচল রইলেন।

আমার সৌভাগ্য যে, একজন সাংবাদিক হিসেবে এসময় আমি প্রতিদিনের ঘটনাবলি একেবারে কাছে থেকে দেখেছি। সামরিক প্রহরায় এত বড় একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে আবার দেখা দিলো দুর্ভোগের ঘনঘটা। সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত লারকানায় ভুট্টোর পৈত্রিক বাসভবন ‘অল্ মারকাজ প্যালেসে’ ইয়াহিয়া-ভুট্টো গোপন বৈঠক হলো। এরপরেই ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ দুপুরে আকস্মিকভাবে বেতারে ঘোষণা হলো যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় ৩রা মার্চের প্রস্তাবিত গণপরিষদের অধিবেশনে অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতবী ঘোষণা করেছেন।

আগুনের লেলিহান শিখার মতো সবার মুখে কথাটা রটে গেল। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে ঢাকা শহরের চেহারা ই বদলে গেল। দোকানপাট বন্ধ; স্কুল-কলেজ থেকে সব ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল। ঈর্ষান্বিত পাকিস্তান বনাম এমসিসি’র ক্রিকেট খেলা বন্ধ করে খেলোয়াড়রা সব জেতাই গেল। রাজপথে নেমে এল অসংখ্য মিছিল। বাঙালি জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত গোপন হচ্ছে “৬-দফা মানতে হবে— জয় বাংলা।” সাংবাদিকদের কাছে বঙ্গবন্ধু বসেছেন, “আমরা যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং ৭ কোটি বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে আমি চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত রয়েছি। ষড়যন্ত্রকারীদের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে, আমরা নতুন ইতিহাস রচনা করবো।”

গুরু হলো আওয়ামী লীগের আহ্বানে সমগ্র পূর্ববঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অঙ্গুলি হেলনে তখন পূর্ব বাংলায় সরকার পরিচালিত হতে শুরু করেছে। ঠিক এমনি এক সময়ে তিনি ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা প্রদান করবেন বলে ঘোষণা দিলেন। এদিকে ৬ই মার্চ পরিস্থিতির আরো অবনতি হলো। পাকিস্তানী সৈন্যরা টঙ্গী, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে গুলিবর্ষণ করলো। কয়েক জায়গায় জারী হলো সাক্ষ্য আইন। অবশেষে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এগিয়ে এল বঙ্গবন্ধুর সমর্থনে।

৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক নির্দেশে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন গভর্ণর ভাইস-প্র্যাডমিরাল এস এম আহসানকে অপসারিত করে তার জায়গায় “বেলুচিস্তানের কসাই” নামে পরিচিত লেঃ জেনারেল টিক্কায়ে নিয়োগ করলেন। সাংবাদিক হিসেবে আমার মতে ৬ই মার্চের রাত ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের এক দারুণ সমস্যাপূর্ণ রাত। তখন এক ত্রিশংকু

অবস্থা। নেতার জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল হলে তার ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর। এরকম এক অবস্থাতে পূর্ব বাংলার একশ্রেণীর প্রগতিশীল নেতা “দর্শকের ভূমিকায়” বসে রইলেন। মনে হয় এঁদের মনে এমর্মে ধারণা ছিল যে, প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভে বঙ্গবন্ধু হয়তো শেষ পর্যন্ত ৬-দফার প্রশ্নে সামরিক জান্তার সঙ্গে কিছুটা সমঝোতা করবেন। সেক্ষেত্রে এঁদের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে ফায়দা গ্রহণে সুবিধা হবে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সেদিন প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা দারুণভাবে ভ্রমাত্মক ছিল। বঙ্গবন্ধু আপোষ করেননি।

পরদিন ৭ই মার্চ সকালে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিনী রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গোপন বৈঠক করলেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে আলোচ্য বৈঠকে মার্কিনী রাষ্ট্রদূত পরিষ্কার ভাষায় ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তের কথা বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে “পূর্ব বাংলায় স্বঘোষিত স্বাধীনতা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা’ সমর্থন করবে না।” এরপর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পুনরায় বৈঠকে মিলিত হলেন এবং ৭ই মার্চের প্রস্তাবিত বক্তৃতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এবার এলেন ইকবাল হল (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) থেকে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ছাত্রনেতৃবৃন্দ। এদের দাবি ছিল, পূর্ব বাংলার জন্য “স্বঘোষিত স্বাধীনতা উচ্চারণ” করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ৭ই মার্চ অপরাহ্নে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বক্তৃতা প্রদান করলেন। তিনি জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, “... গুলি করার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে সুপায়ে পারব না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউই আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। ... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো— ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম— এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।” পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ঐদিন বেলা ৩টা ২ মিনিট থেকে ১৮ মিনিটকাল ভাষণে বঙ্গবন্ধু একদিকে যখন শর্তাধীনে গণপরিষদে যোগদানের কথা বলেছেন, অন্যদিকে তেমনি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’— কথাটাও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে এই অবিস্মরণীয় ভাষণে সেদিন সব মহলকেই সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এদিন জারীকৃত এক প্রেসনোটে বলা হয় যে, ৬ই মার্চ ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে কয়েদীরা পালিয়ে গেছে এবং ঘটনাস্থলে গুলিতে ৭জন নিহত হয়েছে। গত এক সপ্তাহে সমগ্র পূর্ববঙ্গে ১৭২ জন নিহত এবং ৩৫৮ জন গুরুতররূপে আহত হয়েছে। এ ধরনের এক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চের ভাষণের পর নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অলিখিতভাবে প্রদেশের বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এদিন তিনি ১০ দফা নির্দেশ জারী করলেন। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তাজউদ্দিন আহমদ জারী করলেন আরো ২৫ দফা নির্দেশ। এই ৩৫ দফা নির্দেশই ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের চালিকা-শক্তি। অথচ সামরিক জান্তার সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্ণর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান

তখন ঢাকায়। ইতিহাসের এসব চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রতিটি মুহূর্ত আজও পর্যন্ত আমার হৃদয়ে জাগরুক রয়েছে।

এমনি এক নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ কড়া প্রহরার মধ্যে জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আগমন হলো ঢাকায়। ১৬ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত পুরনো গণভবনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও সামরিক জেনারেলদের মধ্যে আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সমগ্র পূর্ববঙ্গে প্রতিদিনই জনতা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। এদিকে এক পর্যায়ে পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোও আলোচনায় যোগদানের জন্য ঢাকায় আগমন করেন। তবে নেতৃবৃন্দের কথাবার্তায় এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, আলোচনার অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বক্তব্য হচ্ছে, ৬-দফার প্রশ্নে কাট-ছাট করতেই হবে। অন্যথায় সামরিক “এ্যাকশন”—গণহত্যা। বিপরীতে বঙ্গবন্ধুর জবাব হচ্ছে ৬-দফার সংশোধন সম্ভব নয়—প্রয়োজনে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার লড়াই। বাস্তবে তাই-ই হলো। আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে ইয়াহিয়া খান করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে সর্বাধিনায়ক হিসেবে গণহত্যার দলিল ‘অপারেশন সার্চ লাইট’-এ দস্তখত করে গেলেন। রাত ৯টা নাগাদ ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় গুলি হাওয়া লাগলো। মানবজাতির ইতিহাসে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ঢাকার ব্যক্তিগত আশুনের লেলিহান শিখায় লাল হয়ে উঠলো। বাতাসে শুধু বারুদের গন্ধ। এমনি ছিল এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড।

এই গণহত্যার মোকাবিলায় নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে মার্চ রাত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের মাধ্যমে যখন এই স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা চট্টগ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নানের কাছে পৌঁছলো, তখন রাত ১২টা বেজে গেছে; অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডারে তারিখ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এজন্যই ২৬শে মার্চ হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

অবশ্য এর আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গোপনে সীমান্ত অতিক্রম এবং প্রবাসী সরকার গঠন করে স্বাধীনতার লড়াই শুরু করার নির্দেশ দান করেন। একমাত্র ড. কামাল হোসেন ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নেতার আদেশ পালন করেন। এদিকে ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত দেড় ঘটিকার দিকে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ষোল দিনের ব্যবধানে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্মতিক্রমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ-এর নেতৃত্বে প্রবাসের মাটিতে গঠিত হলো ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার’। ইতিহাসের পাতায় এটাই হচ্ছে মুজিবনগর সরকার। তবে লক্ষ্যণীয় যে, এই নগর সরকার ছিল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার। বঙ্গবন্ধু ছিলেন

রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু তিনি পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সর্বধিনায়ক এবং প্রধানমন্ত্রীর পদে তাজউদ্দীন আহমদ।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বল্পদিনের ব্যবধানে মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছিল। এসবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :-

রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে (নৌ-কমান্ডদের সেক্টরসহ) ভাগ করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ এবং সমরাল্লা ও রসদপত্র সরবরাহ।

কেন্দ্রীয় সচিবালয় স্থাপন ও বেসামরিক প্রশাসন চালু।

শরণার্থী শিবিরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ভারত সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা।

বিদেশে ক্যাম্প-অফিস স্থাপন ও কূটনৈতিক তৎপরতার ব্যবস্থা করা এবং বন্ধু-রাষ্ট্র ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

প্রচার ও প্রোপাগান্ডার জন্য নিয়মিতভাবে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং পোস্টার ও বুকলেট ছাপিয়ে হানাদার দখলীকৃত এলাকায় বিতরণের ব্যবস্থা করা।

মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থী ও দখলীকৃত এলাকার জনগোষ্ঠীর মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও অনুষ্ঠান প্রচারিত করা।

আমার সৌভাগ্য যে, আমি একটা নির্বাসিত মুক্তিযোদ্ধার এতসব কর্মকাণ্ড অন্তরঙ্গ আলোকে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছি। শুধু তুমিই নয়। আমি ছিলাম এই নির্বাসিত মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার অধিকর্তা। এই দায়িত্ব পালন করতে আমাকে প্রায়শই রণাঙ্গন পরিদর্শন করতে হতো। ফলে যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হলাম। এসময় আমাকে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সেটা হচ্ছে নিয়মিতভাবে ‘চরমপত্র’ সম্পাদনা লিখে তা’ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করতে হয়েছে। এজন্য কি সাময়িক পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা’ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫শে মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে। এর ৫০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছিল রাজশাহী সীমান্তে পলাশীর আম্রকাননে। এটা সংগ্রহ করেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং তিনি অবিলম্বে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার ও প্রোপাগান্ডা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এসময় অস্থায়ীভাবে একটা রেকর্ডিং স্টুডিও ও অফিস স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলে মন্ত্রীসভার সদস্যরা যে বাড়িটাতে থাকতেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সেই বাড়িটাই খালি করে দেয়া হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, আলোচ্য ট্রান্সমিটার থেকে প্রতিদিন টেপে ধারণকৃত যে অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো, তার পুরোটাই রেকর্ডিং করা হতো কোলকাতার বালীগঞ্জের এই অস্থায়ী রেকর্ডিং স্টুডিও থেকে। এই বাড়িটার একাংশে বেতার কর্মী ও শিল্পীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠান রচনার জন্য আমাকে প্রতিদিন ভোর রাত ৪টায় ঘুম থেকে উঠতে হতো এবং লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার সহধর্মিণী আমাকে সকালের নাস্তা পর্যন্ত

দিতো না। শুধু বলতো, “দারুণ কষ্ট হলেও তোমাকে ‘চরমপত্র’ লিখতেই হবে। মনে রেখো, তোমার কণ্ঠে এই ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠান শোনার জন্য রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধারা, আশ্রয় শিবিরে শরণার্থীরা আর দখলীকৃত বাংলাদেশে কোটি কোটি মানুষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।” সত্যি কথা বলতে কি, এসময় আমার সহধর্মিণী মাহমুদা খানম রেবার উৎসাহ ও শাসন না থাকলে ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠান সফল হতো কিনা সন্দেহ। প্রতিদিন সকালে ‘চরমপত্র’ স্ক্রিপ্ট রচনার পর পাম এ্যাভেন্যু থেকে হেঁটে যেতে হতো বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে অবস্থিত বেতারের স্টুডিওতে রেকর্ডিং-এর জন্য। অথচ ‘চরমপত্র’র প্রতিটি অনুষ্ঠানের রচনা ও ব্রডকাস্টিং-এর জন্য আমার পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়েছিল ৭ টাকা ২৫ পয়সা মাত্র।

‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানের নামকরণ করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের একনিষ্ঠ কর্মী ও নিবেদিত প্রাণ আশফাকুর রহমান খান। ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানটি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র চালু হওয়ার দিন ২৫শে মে থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রতিদিন প্রচারিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান ছিল সাংবাদিক হিসেবে কাছে থেকে দেখা সংঘাতবহুল রাজনৈতিক ঘটনাবলি আর আমার ৪২ বছর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল। তাই ইতিহাসের কোন প্রেক্ষাপটে ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠান রচনা ও প্রচার করা সম্ভব হয়েছে, এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে এটি উপস্থাপিত করলাম। আমার জীবনের সার্থকতা এই যে, যুদ্ধের সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠান রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের বুকে জুগিয়েছিল অদম্য সাহস, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিল অপরিসীম মনোবল আর দখলীকৃত এলাকার কোটি কোটি মানব সন্তানের জন্য এই অনুষ্ঠান ছিল আলোক বর্তিকা।

সবশেষে একটা কথা বলতেই চাই যে, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বিগত ২৪ বছরে আমার জীবনে নানা দুঃসংগী নেমে এলেও আমি ‘যুদ্ধের ধনে’র মতো ‘চরমপত্র’র মূল পাণ্ডুলিপি সর্বদা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। তবে সবগুলো নয়। গুটি কয়েক হারিয়ে গেছে। তবুও স্বাধীনতায়ুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে ‘চরমপত্র’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। এতে রয়েছে তৎকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্ণনা, প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের অভূতপূর্ব কর্মকাণ্ড, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রোজনামা আর স্বাধীনতায়ুদ্ধের গবেষণার বিষয়বস্তু। ধৃষ্টতা হবে জেনেও বলতে হচ্ছে যে, স্বাধীনতায়ুদ্ধের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ‘চরমপত্র’। অতএব ‘চরমপত্র’ ছাড়া স্বাধীনতায়ুদ্ধের ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ হবে না।

‘চরমপত্র’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমি জাতির প্রতি আমার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হলাম। জয় বাংলা! খোদা হাফেজ!

৩বি প্রোপার্টি ম্যানশন

নিউ বেইলি রোড

ঢাকা-১০০০

এম আর আখতার মুকুল

১লা জানুয়ারি ২০০০ সাল

ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ থেকে ভয়ানক দুঃসংবাদ এসে পৌছেছে। গত ১৭ই এবং ১৮ই মে তারিখে খোদ ঢাকা শহরের হুঁজায়গায় হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে। এসব জায়গার মধ্যে রয়েছে প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, হাবিব ব্যাংক, মর্নিং নিউজ অফিস, রেডিও পাকিস্তান আর নিউ মার্কেট। পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের দখলকৃত ঢাকা নগরীতে মুক্তিফৌজদের এধরনের গেরিলা তৎপরতা সামরিক জাস্তার কাছে নিঃসন্দেহে এক ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ বৈকি।

তবে যে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সদস্তে ঘোষণা করেছিলেন যে, ঢাকা নগরী সম্পূর্ণ করায়ত্ত আর জীবন যাত্রা 'স্বাভাবিক' হয়ে গেছে। তা'হলে মুক্তিফৌজদের এধরনের কাজকর্ম সম্ভব হচ্ছে কিভাবে? এছাড়া ঢাকা শহরে এর মধ্যেই নাকি মুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে প্রচারপত্র পর্যন্ত বিলি করা হয়েছে। এই না বুলি প্রশাসন ব্যবস্থা আবার চালু করা হয়েছে? তা'হলে পাকিস্তানী জেনারেলদের নাকি উদ্যোগ কীভাবে মুক্তিফৌজওয়ালারা প্রচারপত্র বিলি করতে পারে? আপনাদের 'শান্তি কমিটি'-মাফ করবেন, তথাকথিত 'শান্তি কমিটির' তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ক'রে কি? এদের যেটি ধরে active করতে পারেন না? জনসাধারণের উপর নাকি এদের দারুণ প্রভাব? এদের অংশুলি হেলনে নাকি বাংলাদেশ ওঠাবসা করছে!

না, না, না ও ব্যাপারে আপনারা কিস্সু চিন্তা করবেন না। আপনারা ভুল করে একটা সাধারণ নির্বাচন নিজেদের তত্ত্বাবধানে করিয়েছিলেন। আর সেই নির্বাচনে আপনাদের পৌ-ধরা নেতারা সব বাঙালিদের 'বিশ্বাস ঘাতকতার' জন্যে হেরে গেছে। বাংলাদেশের ভোটাররা সব মহাপাজী-একেবারে পাজীর পা-ঝাড়া। না'হলে কব্জবাজারের ফরিদ আহমেদ, সিলেটের মাহমুদ আলী, চট্টগ্রামের ফ, কা, চৌধুরী, ঢাকার খাজা খয়েরউদ্দিন, মোহাম্মদপুরের গোলাম আজম আর পাকিস্তান অবজার্ডার হাউসের মাহবুবুল হকের মতো নেতারা নির্বাচনে হেরে যায়? আর নির্বাচনে এরা হারলেই বা কি আসে যায়— এরা তো এক একজন বিরাট দেশশ্রেমিক। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা এদের নাম চমৎকারভাবে মীরজাফরের সঙ্গে পড়ে মুখস্থ রাখবে— তাই না?

যাক্ যা বলছিলাম। ব্রাদার মিঠঠা খান, সরি জেনারেল মিঠঠা খান— একেই তো

দু'মাসের যুদ্ধে তোমার প্রায় হাজার কয়েক সৈন্য মারা গেছে, তার উপরে আবার বাংলাদেশ দখলের যুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটতে পারেনি। এবার খোদ শহরেই মুক্তিফৌজ ছোকড়াদের গেরিলা action! তা'হলে কি বুঝবো তোমার সৈন্যরা মুক্তিফৌজ যোদ্ধাদের সামান্যতম ক্ষতি পর্যন্ত করতে পারেনি।

ওকি আঁতকে উঠো না! ঢাকার আর্মিনীটোলা আর কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনির কাছে আজমপুর গ্রামে গেরিলারা যে টহলদার হানাদার সৈন্যদের হত্যা করেছে, সেকথা কাউকে জানানো না। কেমন কিনা, এবার খুশি হয়েছে তো! মরুভূমির উটপাখির মতো তুমি মুখটা বালুর মধ্যে লুকিয়ে ফেলো, কেউই তোমাকে দেখতে পাবে না।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এতে লজ্জার কি আছে? খোদ ঢাকাতেই যখন গেরিলা action শুরু হয়েছে, তখন নারায়ণগঞ্জেও যে একটু বড় আকারে ওসব হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর উপরে আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থার টার্মিনালটার ক্ষতি একটু বড় রকমেরই হয়েছে। যাক লেঃ জেনারেল নিয়াজী এর মধ্যেই সামরিক হেলিকপ্টারে বাংলাদেশের কয়েকটা শহর সফর করে হানাদার সৈন্যদের মনোবল তৈরীর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি যে আবার কয়েকটা খারাপ সংবাদ নিয়ে এলেন! বর্ষার আগেই হানাদার সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাবার ক্ষমতা অস্থির হয়ে উঠেছে। কেননা মুক্তিফৌজের চোরাগোষ্ঠা মারের চোটে ওরা ছোট ছোট দলে টহল দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের নদীর সাইজ দেখেই নাকি ওরা ভিম্বির খেয়ে পড়েছে।

মিঠঠা খান ভাইয়া। শুনলেও হাসি পায়। ঢাকার কাছে পালাতে তোমার নির্দেশেই তো হানাদার সৈন্যরা সাঁতার কাটা ছাড়া ছোট নৌকা চালানো শিখছে। আরে ও সাঁতার তো মায়ের পেট থেকে পড়েই শিখতে হয়! বাংলাদেশের ছেলেগুলো তো পাঁচ বছর বয়স থেকেই সাঁতার শেখে। এ তো আর পাঞ্জাবের এক হাঁটু পানিওয়ালা নদী নয়—এ যে বিরাট দরিয়া। শুনেছি তোমার হানাদার সৈন্যরা যখন চাঁদপুর থেকে বরিশাল যাচ্ছিল তখন তারা ভেবেছিল তারা বোধ হয় বঙ্গোপসাগরে এসে গেছে। ওদের একটু ভালো করে ভূগোল শিখিয়ে দিও— ওটা তো মেঘনা নদী। আর শোনো, একটা কথা তোমাকে গোপনে বলে দি। বাংলাদেশের বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা আর মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ মহকুমায় এক ইঞ্চি রেল লাইন কোনো সময়ই বসানো সম্ভব হয়নি। ওখানে অনেক নদীর নাম পর্যন্ত নেই— গ্রামের নামেই নদীর নাম। এসব এলাকার হাটগুলো পর্যন্ত নদীর উপরে বসে, বুঝেছ অবস্থাটা! এখানেই একটা নদী আছে— নাম তার আগুনমুখো। নাম শুনেই বুঝেছো বর্ষায় ওর কি চেহারা হবে?

না, না, তোমাকে ভয় দেখাবো না। একবার যখন হানাদারের ভূমিকায় বাংলাদেশের কাদায় পা ডুবিয়েছো— তখন এ পা আর তোমাদের তুলতে হবে না। গাজুরিয়া মাইর চেনো? সেই গাজুরিয়া মাইরের চোটে তোমাগো হগ্গলরেই কিন্তুক এই ক্যাদোর মাইধ্যে হুইত্যা থাকোন লাগবো।

সামরিক সাহায্যের বদৌলতে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অবস্থা এখন একেবারে ছেরাবেরা হয়ে গেছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার অগ্নিমঞ্চে দীক্ষিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে পদানত করতে যেয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এরকম একটা বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। কুর্মিটোলা, ময়নামতী, যশোর, চট্টগ্রাম আর রংপুরের সামরিক ছাউনী এলাকার গোরস্তানগুলো পাকিস্তানের হানাদার জওয়ানদের কবরে ভরে গেছে। এঁছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে বহু হানাদারের লাশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে ঢাকা থেকে প্রতিদিনই পিআইএ বিমানে নিহত পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের কফিন পশ্চিম পাকিস্তানে আত্মীয়স্বজনদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। লাহোর, সারগোদা, লায়ালপুর, মুলতান, শিয়ালকোট, কোহাট, পেশোয়ার, কোয়েটা, লারকানা, শুক্কর প্রভৃতি এলাকায় এসব কফিন যেয়ে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেছে।

মাত্র দু'মাসের লড়াইয়ে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অফিসারসহ কয়েক হাজারের মতো জওয়ান নিহত হয়েছে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক পাক সৈন্য আহত হয়েছে। তাই আজ বাংলাদেশে হানাদার অধিকৃত শহরগুলোতে রোজই সামরিক বাহিনীর এম্বুলেন্স রক্ত সংগ্রহের জিন্দা টহল দিচ্ছে।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেপারীরা হত্যালীলা চালিয়ে জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল মিঠঠা খান আর জেনারেল পীরজাদার দল বাংলাদেশকে পদানত করবার যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা আজ হুতলে খান্ খান্ হয়ে গেছে। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতায় হানাদার সৈন্যের দল অস্থির হয়ে উঠেছে। অতর্কিত আক্রমণে প্রতিদিনই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হচ্ছে। এমন কি খোদ ঢাকা শহরের আর্মিনীটোলায় আর কুর্মিটোলার অদূরে আজমপুর গ্রামে টহলদারী পাক সৈন্যদের দল নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনীতে শোকের ছায়া নেমে এল। একদল সৈন্য গার্ড অব অনার দেখাবার জন্য প্রস্তুতি নিলো। আখাউড়া সেস্টর থেকে হানাদারদের গোটা কয়েক সাজোয়া গাড়ি মন্ডর গতিতে কুমিল্লা আর ময়নামতীর উপর দিয়ে দাউদকান্দি হয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে এল। কাচপুরের ফেরি পার হয়ে বাওয়ানী মিলের পাশ দিয়ে যাত্রাবাড়ীর মাঝ দিয়ে ঢাকা নগরীর হাটখোলায় প্রবেশ করলো। প্রায় জনশূন্য ঢাকার রাস্তায় দু'চারজন পথচারী কনভয়টা মন্ডর গতিতে এগিয়ে যাওয়ায় অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো। প্রথম গাড়িটার উপর পাকিস্তানী পতাকা দিয়ে ঢাকা একটি কফিন। এর পেছনে বাকিগুলোতে সৈন্য বোঝাই রয়েছে।

কনভয়টা ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত ঢাকা নগরীর মাঝ দিয়ে মন্ডুর গতিতে এগিয়ে গেল। মাঝে মাঝে রাস্তার দু'ধারে টহলদারী সৈন্যরা 'এ্যাটেনশন পজিশনে' স্যালুট দিয়ে সম্মান দেখাচ্ছে। শেষ অবধি কনভয়টা এয়ারপোর্ট হয়ে কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনিতে গিয়ে হাজির হলো। সমগ্র এলাকায় নীরবতা নেমে এল। এরপর শুরু হলো আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন।

আবার কনভয়টা এগিয়ে চললো তেজগাঁ বিমান বন্দরের দিকে। বিমান বিধ্বংসী কামান, মর্টার, ট্রেক্স আর বাংকার দিয়ে ঘেরাও করা বিমান বন্দরে যখন কনভয়টা গিয়ে পৌছলো তখন বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে দাঁড়িয়ে থাকা পিআইএ বিমানের উপর পড়ে চক্ চক্ করছিল। এমন সময় জেনারেল মিঠা খান এসে কফিনে রাখা লাশটার প্রতি সম্মান দেখালো। একটু পরেই বিমানটা স্বদেশে রওনা হলো।

এই বিমানেই ফিরে গেলেন পাকিস্তান আর্টিলারী ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার নওয়াজেশ আলী। তিনি করাচী হয়ে লাহোরে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের মাঝে ফিরে গেলেন। তবে জীবিত অবস্থায় নয়। ঐ কফিনটাতেই নওয়াজেশের লাশ রয়েছে। আখাউড়া সেক্টরে তিনি যখন একটা জিপে করে রুটিন-ভিজিটে বেরিয়েছিলেন, তখন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা একটা ঝোপের আড়ালে বসে তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। শুধু নওয়াজেশ কেন, গত দু'মাসে পাকিস্তান আর্মির বেশ কিছু কমিশন্ড অফিসারের লাশ বিমানযোগে দেশে পাঠানো হয়েছে। অবশ্য যে হাজার কয়েক আর্মি জওয়ান এর মধ্যেই বাংলাদেশে নিহত হয়েছে তাদের লাশ তো আর স্বদেশে পাঠানোর প্রশ্ন ওঠে না। ওদের লাশ বাংলাদেশেই দাফন করা হচ্ছে। এছাড়াও গত দু'মাসে কয়েক হাজার পাক সৈন্য মুক্তিফৌজের হাতে হারের মুখে আহত হয়ে কাতরাচ্ছে।

এদের জন্যে বাংলাদেশের বেসামরিক লোকদের জোর করে ধরে ধরে রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিন্তু তবুও পাকিস্তান আর্মি বাংলাদেশে আর হালে পানি পাচ্ছে না। পাকিস্তানের মোট তেরো ডিভিশনের মধ্যে চার ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে লড়াই করছে। কাশ্মীর ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা থেকে আর সৈন্য উঠিয়ে বাংলাদেশে আনা সম্ভব নয়। এদিকে বাংলাদেশেও দ্রুত সৈন্য ক্ষয় হচ্ছে। তাই এখন সেনাপতি ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মিলিশিয়া বাহিনীদের 'কাফের নিধনের' কথা বলে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। কিন্তু এখানে যুদ্ধ জয়ের কোনো আশা নেই দেখে আর মুক্তিফৌজের গেরিলা যুদ্ধের দাপটে এদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। তাই বলছিলাম বাংলাদেশে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অবস্থা একেবারে ছেরাবেরা হয়ে গেছে।

৩

২৭ মে ১৯৭১

ঢাকার সংবাদপত্রগুলোর এখন কুফা অবস্থা। পাঞ্জাবের মেজর সিদ্দিক সালেক এ সমস্ত দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রধান সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করে রয়েছে। কেননা এই মেজর সালেকই হচ্ছেন বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর আর্মি পি.আর.ও। ঢাকার

সংবাদপত্র ছাড়াও বেতার টিভির উপর তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। মেজর সালেক প্রত্যেকটি সংবাদের উপর সেন্সরড ও পাসড সিল দিয়ে দস্তখত করলে খবরের কাগজগুলো তা'ছাপাতে পারছে। অবশ্য তিনটা পত্রিকার সম্পাদকের এতে কিস্‌সু যায় আসে না। কেননা এরা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও কোনো দিনই সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন নি। তাই বলে ভাববেন না যে, এ দু'জনের লেখার ক্ষমতা অদ্ভুত- কেবল হচ্ছে করেই লিখছেন না। আসলে এরা দু'জন ঐ লেখার বিদ্যেটা ছাড়া আর সব কিছুতেই পারদর্শী। এদের একজনের আদি নিবাস ভারতের বিহার প্রদেশে। নাম- এস.জি.এম. বদরুদ্দিন। ইনিই হচ্ছেন পাকিস্তান সরকার পরিচালিত প্রেস ট্রাস্ট মালিকানার ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদক। মাস কয়েক আগে এই বদরুদ্দিনই মর্নিং নিউজের ঢাকা ও করাচী এ দু'টো এডিশনের প্রধান সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন। এর কৃতিত্ব হচ্ছে, গত পনেরো বছরের মধ্যে ইনি কোনো সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেননি। বিদ্যার দৌড় পেটে বোমা মারলে বোমাটাই ভেঁতা হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু তবুও ইনি ইংরেজি মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদক। তাহলে এর আর কি কি যোগ্যতা রয়েছে? প্রথমতঃ ইনি হচ্ছে উর্দুভাষী- আঠার বছর ঢাকায় বসবাস করা সত্ত্বেও বাংলা বলতে বা পড়তে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল অর্থাৎ পাকিস্তান আর্মির এজেন্ট। আর তৃতীয়তঃ ইনি একটা ভুল জাতীয় পদার্থ পানে অভ্যস্ত।

আরেকজন সম্পাদক ফেনী নিবাসী বঙ্গভাষী। কেবলমাত্র লেখার বিদ্যাটা ছাড়া ইনি সমস্ত রকমের বিদ্যায় পারদর্শী। ইনি একদিকে শ্রমিক নেতা ও রাজনীতিবিদ। অন্যদিকে ইনি একজন টাউট সম্প্রদায়ের লোক। ইনিই হচ্ছেন পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার বাংলা সংস্করণ দৈনিক পূর্বদেশের সম্পাদক মাহবুবুল হক। আজ পর্যন্ত জনাব হক পূর্বদেশ পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা তো দূরের কথা, একটা মফস্বল সংবাদ পর্যন্ত লিখতে পারেননি। অর্থাৎ কিংবা লেখার ক্ষমতা নেই। তবে হ্যাঁ ইনি একজন শ্রমিক নেতা। রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের সভাপতি হিসেবে বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে ইনি যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তা মীরজাফরকেও হার মানিয়ে দেয়। এই মাহবুবুল হকের বদৌলতেই বাংলাদেশের রেলওয়ে কর্মচারীরা তাদের ন্যূনতম অধিকার পর্যন্ত আদায় করতে পারেনি।

জনাব মাহবুবুল হক একজন রাজনৈতিক নেতাও বটে। ইনি মনেপ্রাণে একজন খাঁটি জামাতে ইসলামী। অবশ্য নামাজ রোজার বালাই পর্যন্ত নেই। কিন্তু বন্ধু সমাজে ইনি নিজেকে প্রগতিশীল বলে দাবি করে থাকেন। সত্ত্বরের সাধারণ নির্বাচনে জনাব হক তার মুনিব আর পাকিস্তানের ক্লিক রাজনীতির সদস্য হামিদুল হক চৌধুরীর নির্দেশে ফেনীর একটা আসন থেকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

জনাব মাহবুব ফেনীতে খুবই জনপ্রিয় কিনা! তাই মাত্র হাজার খানেক ভোটের জন্য তার জামানতটা রক্ষা পেয়েছে। তার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হচ্ছে, তিনি পাকিস্তান আর্মির খুবই আস্থাভাজন লোক। মেজর সালেকের মতো লোকদের সংগে তার বহু আগে থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। অবশ্য বিদেশী দূতাবাসের লোকদের সংগে তার দহরম

মহরম রয়েছে।

এছাড়া দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদকের কথা না-ই বা বললাম। এই পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন অনেকদিন আগে থেকেই নিজেই নিজেকে চিঠিপত্র লিখছেন। অর্থাৎ কিনা পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখার ব্যাপারটা উনি জুনিয়রদের উপর ছেড়ে দিয়ে সম্পাদকের কাছে চিঠিপত্র লেখার দায়িত্ব নিয়েছেন। সে এক অভূত ব্যাপার! যোজ এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক দোতলার কোণার ঘরটাতে বসে চিঠিপত্র তৈরী করছেন আর নিজের পত্রিকায় ছাপাচ্ছেন।

তাই বলছিলাম, ঢাকার পত্রিকাগুলোর এখন এক কুফা অবস্থা। এসব সংবাদপত্রগুলো এখন হানাদার বাহিনীর কুক্ষিগত। হানাদার বাহিনীর তাবেদাররাই এখন সংবাদপত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। অবশ্য যে ক'টা দৈনিক পত্রিকা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কথা ছাপাতো সেসব পত্রিকাগুলোর ছাপাখানা, মায় অফিস ভবন পর্যন্ত কামানের গোলায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। আর এদিকে দালাল মার্কা সংবাদপত্রগুলো চার থেকে ছ'পৃষ্ঠাওয়ালা ইস্যু বের করে দালালীর প্রতিযোগিতা করছে। এরা কয়েকটা জায়গায় স্টাফ রিপোর্টার পাঠিয়ে 'অবস্থা স্বাভাবিক' বলে খবর ছাপানোর প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু কি লাভ? এখন ঢাকায় গড়ে একটা খবরের কাগজের প্রচার সংখ্যা এক থেকে দেড় হাজারের মতো। কেননা ঢাকায় কাগজ কেনার মতো লোক কই? আর মফস্বলের সঙ্গে ঢাকার তো কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থাই নেই। অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স এর মধ্যেই তো হুঁটাই-এর নোটিশ দিয়েছে।

তাই ঢাকার পত্রিকাগুলোর সুপ্রিম সম্পাদক মেজর সালেকের কাছে একটা আরজ, যে কোনো একটা খবরের কাগজের ছাপাখানা থেকে তো সমস্তগুলো কাগজই ছাপার ব্যবস্থা করা যায়। কেবল এক হাজার করে ছাপা হবার পর কাগজের নামের হেড পিস্টা বদলে দিলেই তো চলে যাকামোখা প্রতিদিন তকলিফ করে জিপে চড়ে প্রত্যেকটা খবরের কাগজ অফিসে ঘুরে বেড়াবার কষ্ট করছেন। পালের গোদা হামিদুল হক চৌধুরীর কাছ থেকে একটা advice নিন। কাজ দিবে। এই চৌধুরী সাহেবের advice ই তো পূর্বদেশের প্রেস ম্যানেজার আহসান উল্লাহ সেদিন কল্যাণপুরে বাসার অবস্থা দেখতে যেয়ে বিহারীদের হাতে নিহত হলো। পরে লাশ উদ্ধার করে অফিসে নিয়ে আসলে চৌধুরী সাহেব শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, “ভালো করে লাশ সনাক্ত করেছে তো? লাশটা কি ঠিকই আহসান উল্লাহ?”...হত্যাকারী কাকে বলবো?

৪

২৮ মে ১৯৭১

ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন ঠ্যালার মুখে পড়েছেন। কেননা বিদেশী মারণাস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ইয়াহিয়ার ইঙ্গিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েও বাংলাদেশকে দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই

ইয়াহিয়ার এখন চিড়ে চ্যাপ্টা অবস্থা। হাজার হাজার হানাদার জওয়ানদের হতাহত হবার সংবাদ এখন পশ্চিম পাকিস্তানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দারুণ- উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার সংবাদপত্রের উপর পূর্ণ সেন্সরশিপ থাকা সত্ত্বেও এরা বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু কিছু খবর পুনর্মুদ্রিত করাতেই এই বিদিকিছুছি অবস্থা দেখা দিয়েছে। এছাড়া প্রতিদিনই পি,আই,এ, বিমানে পাকিস্তান সামরিক অফিসারদের লাশ পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে পৌছচ্ছে বলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠেছে। লাহোরের 'মিয়ানী সাহেব কবরস্থানে' রোজই বাংলাদেশ থেকে এসব নিয়ে আসা লাশ দাফন করা হচ্ছে। তাই আজ পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে কান্নার মাতম পড়ে গেছে।

সেনাপতি ইয়াহিয়া এ অবস্থার মোকাবিলা করতে যেয়ে সেখানকার সংবাদপত্রের উপর দারুণভাবে ক্ষেপে গেছেন। এমনকি লাহোরের সরকার পরিচালিত পাকিস্তান টাইমস এবং ইমরোজ, জামাতে ইসলামীর 'নওয়ায়ে ওয়াস্ত' আর ভুট্টো সমর্থক 'মুসাওয়াৎ' পত্রিকার উপর সামরিক বিধি জারি করেছেন। কেননা এসব কাগজগুলো বাঙালি হত্যার ষড়যন্ত্র 'জি হজুরের মতো' সমর্থন করলেও, এদের প্রোপাগান্ডা লাইনটা গড়বড় হয়ে গেছে। আর এর ফলেই পশ্চিম পাকিস্তানে একথা ফাঁস হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে মুক্তিফৌজের হাতে হানাদার সৈন্যরা বেধড়ক মাইর খাচ্ছে- আর এ ধরনের গাবুর মাইরের চোটে পাক সেনারা একেবারে 'ঘাউমাউ' হয়ে উঠেছে।

তাই সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন লাহোরের দারুণ সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সামরিক আইনে বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন। হুম্মে দালালী! 'যার লাইগ্যা চুরি করি সেই কয় চুর'। নিয়তির বিধান কে খণ্ডাতে পারি? ইয়াহিয়ার সমস্ত দালালদের খুব শিগগিরই এ ধরনের অবস্থায় পড়তে হবে।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের মাসব শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীর দল মাত্র মাস দু'য়েক আগেও হত্যালীলা চালিয়ে বাংলাদেশের বাজার ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়াকে সমর্থন জানানোর জন্য প্রাণ জারে জার করেছিল, তারা এখন নাখোশ হয়ে উঠেছেন। কেননা গত দু'মাস ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো শিল্পজাত দ্রব্য আর বাংলাদেশের বাজারে পাঠানো সম্ভব হয়নি। সেখানকার মিলের গুদামগুলো তৈরি মালে পাহাড় হয়ে রয়েছে। ফলে শ্রমিক হাঁটাই শুরু হয়ে গেছে। এছাড়া অনেকগুলো কলকারখানা বাংলাদেশের কাঁচামালের অভাবে লালবাতি জ্বালিয়েছে।

পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে এক ভয়াবহ রকমের 'গ্যানজাম' দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে কাঁচাপাট আর পাটজাত দ্রব্যের রফতানী একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। চা আর চামড়ার সরবরাহ নেই বললেই চলে। তাই বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে গত দু'মাস ধরে কোনো রফতানী না হওয়ায় পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আর এরই ফল হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদেশী জিনিষপত্র আমদানী দারুণভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, লজ্জার মাথা খেয়ে পাকিস্তানের সামরিক জাভা পরিষ্কারভাবে বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছে যে, আগামী নভেম্বর মাসের আগে পাকিস্তানের পক্ষে ধার পরিশোধের কোনো কিস্তি দেয়া অসম্ভব।

এমনকি সুদ পর্যন্ত পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে যেয়ে পাকিস্তান সরকারকে প্রতিদিন দেড় কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে বলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সেনাপতি ইয়াহিয়ার চালা এম.এম. আহমদ ভিকার বুলি নিয়ে যেকোনো শর্তে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে টাকা ধার নেয়ার জন্যে এখন দরজায় দরজায় 'ল্যালপার' মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনো দেশ অবিলম্বে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার জন্য পরামর্শ দেয়ায় আহমদ সাহেব তার মুনিব সেনাপতি ইয়াহিয়ার কাছে জরুরি আজ্ঞা পাঠিয়েছেন। আর অমনি 'সোনার চাঁদ পিতলা ঘুঘু' ইয়াহিয়া ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'হে আমার বেরাদারানে বঙ্গাল, আপনারা যারা সীমান্তের ওপারে চলে গেছেন, তাঁরা তখলিফ করে হানাদার দখলকৃত এলাকায় ফিরে আসুন। পাক সেনারা বাংলাদেশের শহর এলাকায় হত্যা করার মতো নিরস্ত্র লোকদের হাতের কাছে না পেয়ে পেরেশান হয়ে উঠেছে।' কিন্তু দিন কয়েক অপেক্ষা করেই খান সাহেব বুঝলেন যে, হ্যাঁ কিছু বাঙালি দখলকৃত শহরগুলোতে ফিরে এসেছে বৈকি। তবে তাঁরা নিরস্ত্র নয়— তাঁরা হচ্ছেন সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধার দল। সাদা-পাকা মোটা ক্র দুটো খান সাহেবের আবার কুঁচকে উঠলো। একটা সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে বললেন, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই 'দেশপ্রেমিক নির্বাচিত সদস্যদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।' কেন আবার কি হলো? পরাজিত রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষমতা হলো না? এইনা বলে বাংলাদেশে ক্ষমতা নেয়ার মতো কেউই নেই? এই না বলে আওয়ামী লীগাররা রাষ্ট্রদ্রোহী— আওয়ামী লীগারদের হাতের কাছে পেলে শির কচুর দেঙ্গা? তাই আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষণা করেছে? তাহলে আবার দেশপ্রেমিক আওয়ামী লীগারদের খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?

হায়রে ইয়াহিয়া! কত কেরামতি না তুমি জানো! বাবু চেনো? এখন বুঝি বাবু এসেছে। আর সেই বাবুর ঠ্যালার কেরামতি দেখাচ্ছে? কিন্তু বাপধন— ময়না আমার— কোনো কেরামতিই যে আর কাজে লাগবে না। এখন বুঝি চান্দি গরম হইছে। আর হেই গরম চান্দি লইয়া পাগল অইয়া তুমি আবোল তাবোল কইতাছো! কিন্তু একটা কথা কইয়া দেই— ঠালা চেনো? হেই রাম ঠ্যালার নাম কিন্তু জশমত আলী মোল্লা— বুঝছো?



২৯ শে ১৯৭১

জেনারেল ইয়াহিয়া খান এখন বিম্ব ধরেছেন। বাঙালি জাতিকে পদানত করবার সমস্ত প্ল্যান আর ফর্মুলা বানচাল হয়ে যাওয়াতেই জেনারেলের এই অবস্থা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্বর আক্রমণ শুরু করবার পর পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হওয়াতে সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন চেখে সরিষার ফুল দেখতে পাচ্ছেন। চারপাশটা কেমন যেন হল্দে হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া তরল জাতীয় পদার্থের মাত্রাধিক্য ঘটায় তাঁর চোখের সামনে সবকিছু যে ঝাপসা হয়ে আসছে। এখন তিনি ভুট্টো সাহেবকে

না চেনার ভান করছেন। বেচারী ভুট্টো সেদিন করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আফসোস করে বলেছেন যে, 'ইসলামাবাদের এখনকার কায়-কারণার পিপলস পার্টির অজ্ঞাতেই চলছে। অথচ আগের ওয়াদামতো আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষণা করার পর পিপলস পার্টিকেই ৩০শে জুলাই-এর মধ্যেই ক্ষমতা দেয়ার কথা।' ক্ষমতার লোভে ভুট্টো সাহেব এখন ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব একটা কথা— ষড়যন্ত্র রাজনীতিতে যাঁর জন্ম— ষড়যন্ত্রের মধ্যেই যে তার মৃত্যু! তাই এখন আর কাঁউ কাঁউ করে লাভ কি?

এদিকে আগায় খান পাছায় খান— খান আব্দুল কাইউম খান আবার খুলেছেন, মাফ করবেন 'মুখ' খুলেছেন। তিনি আবদার করেছেন— আবার আদমশুমারী করে নির্বাচন করতে হবে। অবশ্য তিনি ইসলামাবাদের সামরিক কর্তৃপক্ষকে আরও ক'টা দিন সবুর করতে বলেছেন। কেননা 'দন্তবিহীন সীমান্ত শার্দুল'- খান কাইউম খান পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে আরও কিছু বাঙালিকে উচ্ছেদ করবার পর আদমশুমারী ও নির্বাচন করতে হবে। আয় মেরে জান, পেয়ারে দামান, খান কাইউম খান, তোমার ক্যারদানী আর কত দেখাবে? মনে নেই তুমি যখন সীমান্ত প্রদেশের পেরধান মন্ত্রী ছিলে, তখন সেখানকার সাধারণ নির্বাচনে তোমার মনোনীত প্রার্থীরা এক একটা এলাকায় মোট ভোটের সংখ্যা থেকেও বেশি ভোট পেয়েছিল। কিন্তু সত্ত্বরের নির্বাচনে তোমার মুরক্বী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে বাংলাদেশে তোমার পার্টির প্রার্থীদের অবস্থা একেবারে হেঁয়ালী হওয়াতেই কি তোমার উর্বর মস্তিষ্কে নতুন প্ল্যান গজাচ্ছে? কি বুদ্ধি তোমার? বুদ্ধি বুদ্ধি নিয়ে রাতে তুমি ঘুমাও কেমন করে?

জামাতে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী তোফায়েল আহমদ আরও এক ডিগ্রি এগিয়ে গেছেন। ইনি ধূয়া তুলেছেন প্রথম নির্বাচনের ভিত্তিতে আবার সাধারণ নির্বাচন করতে হবে। এ যেন বাচ্চা মেয়েদের একা দোকা খেলা আর কি? থুতু দিলেই— ফেন্ পহলেসে। কিন্তু তোফায়েল আহমদ ভাইয়া; sorry মাওলানা তোফায়েল, পশ্চিম পাকিস্তানে আপনারা যা খুশি তাই করতে পারেন; আপনাদের খাসী ইচ্ছে করলে আপনারা লেজ দিয়ে জবাই করতে পারেন— তাতে আমাদের কিস্‌সু যায় আসে না। কিন্তু দোহাই আপনার, বাংলাদেশের ব্যাপারে আর মাথা গলাবেন না।

এবারের সাধারণ নির্বাচনে তো আপনাদের Candidate দের অবস্থাটা দেখেছেন? এমনকি মীরপুর-মোহাম্মদপুরের অবাঙ্গালি এলাকা থেকেও আপনার জামাতে ইসলামীর মাইনে করা আমীর গোলাম আজম পর্যন্ত ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। বাংলাদেশের মাটি খুবই পিছলা কিনা? কয়েক কোটি টাকা খরচ করার পরেও তো একজন প্রার্থীও নির্বাচিত করাতে পারলেন না। এই দুঃখেই কি এখনও পর্যন্ত সিনা চাপড়াচ্ছেন?

কিন্তু এদিকে যে, আপনাগো নেতা সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন উল্টা-পাল্টা কথা বলতে শুরু করেছেন। সেদিন ভট্ করে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেই বসলেন, 'শেখ মুজিব আমাকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন।' সম্মেলনে হাজির থাকলে বলতাম, 'একটু আস্তে কন। ঘোড়ায় হুন্লে হাইস্যা দিবো।' শুধু এখানেই শেষ নয়, ইয়াহিয়া চমৎকার

ভাষায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের হানাদার দখলকৃত এলাকায় ডেকে পাঠিয়েছেন। সেকি করুণ আবেদন! বাঙালির দরদে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় পানি পড়িয়ে পড়লো। তিনি বাঙালি শরণার্থীদের হানাদার দখলকৃত এলাকায় ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর এক শ্রেণীর অবাঙালি রাজাকার এসব বাঙালিদের মদত করবে। কিন্তু মদত জিনিষটা যে কি, তা বাঙালিরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। তাই সেনাপতি ইয়াহিয়া'র কথায় কেউই কান দিলো না। এদিকে লন্ডন টাইমস পত্রিকা আবার ভাঙা ফুটা করে দিয়েছে। এ পত্রিকায় ২৬শে মে তারিখের এক খবরে বলা হয়েছে যে, জেনারেল ইয়াহিয়া যখন বাঙালি শরণার্থীদের ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন, ঠিক তখই হানাদার সৈন্যরা সাতক্ষীরা সীমান্তে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসা নিরস্ত্র বাঙালি শরণার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে।

ইয়াহিয়া সাহেব জ্ঞানপাপী। যে মুহূর্তে তিনি খবর পেয়েছেন যে বাংলাদেশে ছলে বলে কৌশলে কিছু নির্বাচিত সদস্য জোগাড় করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলেই, পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আবার সমস্ত রকমের সাহায্য পাওয়া যাবে, সেই মুহূর্তেই তিনি ভোল্ পাল্টে ফেললেন। গেল ২৬শে মার্চ যে আওয়ামী লীগকে তিনি রাষ্ট্রের শত্রু, দেশের শত্রু আখ্যায়িত করে চৌদ্দ পুরুষের বাপাতি করে ছেড়েছিলেন; এখন আবার সেই আওয়ামী লীগের মাঝ থেকে কিছু কিছু দেশপ্রেমিক সদস্যদের খুঁজে বের করার হুকুম জারি করে পৌ-ধরা নেতাদের ভুলতে বাসেছেন। কিন্তু দিন দু'য়েকের মধ্যেই আবার ইসলামাবাদে ঘোরতর দুঃসংবাদ এসে পৌছলো। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে দালালী করবার মতো জনা আড়াই-এক শ্রেণি নির্বাচিত সদস্য পাওয়া যায়নি। বাকি সদস্যরা সব একেবারে গায়েব হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে হানাদার সৈন্যরা এখন মুক্তিফৌজের গেরিলা মাঠের মুখে একেবারে পাগলা হয়ে গেছে। জেনারেল ইয়াহিয়া, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। হা-ডু-ডু খেলা দেখেছো কখনো? সেই হা-ডু-ডু খেলায় কেচকি বলে একটা প্যাঁচ আছে। বাংলাদেশে তোমার হানাদার বাহিনী এখন সেই কেচকিতে পড়েছে। আর তুমি বুঝি হেই কেচকির খবর পাইয়া আউ-কাউ কইয়া বেড়াইতাম। তাই বলেছিলাম— জেনারেল ইয়াহিয়া এখন ঝিম্ ধরেছেন।

৬

৩০ মে ১৯৭১

বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় আজকাল একটা শব্দের বড় বেশি চল হয়েছে। শব্দটা হচ্ছে 'প্রাক্তন'— ইংরেজিতে যাকে বলে Ex কিংবা Former। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনী এসব Former-ওয়ালাদের সংগেই খুব বেশি রকম দহরম-মহরম চালাচ্ছেন। আজকে এসব Former লোকদের কিছু পরিচয় দিতে চাই। অবশ্য এঁদের Informer-ও বলতে পারেন। কেননা দালালীর সংগে সংগে চোকলামি মার্কী খবর সংগ্রহও এঁদের মস্ত বড় যোগ্যতা। এঁদের পরিচয় দিতে যেনে কার নাম যে প্রথমে

বলবো, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। কেননা একসে এক বড়া। কাকে রেখে কার কথা বলি? যাক প্রথমে শুক্কুয়াকে দিয়েই শুরু করা যাক। হায় আল্লাহ, শুক্কুয়াকে চেনেন না! আরার চাঁটগার শুক্কুয়্যা। হ-অ-অ বুঝছি ফ কা কইলে চিনতে পারবেন। যিনিই শুক্কুয়্যা তিনিই ফা কা- অর্থাৎ কিনা চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী। এই চৌধুরী সাহেব আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে একবার স্পিকার হয়েছিলেন। ব্যাস্ আর যায় কোথায়! সারা জীবনের মতো প্যাডের মাস্তুলে নিজের নামের পাশে Former Speaker, Pakistan Parliament কথা ক'টা ছাপিয়ে ফেললেন। এবারের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জনৈক সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'স্যার আপনার Election Prospect টা কি রকম? অমনি বিকট এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। গলাটা একটু নিচু করে বললেন, 'আমার Result খারাপ হলে তো Riot শুরু হয়ে যাবে।' আমাদের ফ কা চৌধুরীর যেরকম দশাসই চেহারা, তেমনি মোটাবুদ্ধি। তাই Election-এর সময় উনি তাঁর এলাকার Minority ভোটারদের পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, 'আমি হেরে গেলে কিন্তু আপনাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে, সে বুঝে ভোট দিবেন।' এদিকে নির্বাচনের ডামাডোলে শেখ মুজিবুরের পক্ষেও আর চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চল সফর করা সম্ভব হলো না। তাই সব্বাই ভেবেছিলেন অল্পদিন কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব ফ কা চৌধুরী এবারে নির্বাচনে জিতবেনই। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রার্থী অধ্যাপক মোঃ খালেদ এহেন ফ কা চৌধুরীকে Defection-এ ল্যাং মেরে দিলেন। তাই চৌধুরী সাহেব সেই Former Speaker-ই গোলক গেলেন। Current হওয়া আর তার কপালে জুটলো না। পাকিস্তানের হানাদবাহিনী যে চট্টগ্রাম থেকে এধরনের একজন পরাজিত নেতাকে দলে ভিড়াতে পারবে, তা একেবারে সুনিশ্চিত ছিল। ইনি এখন খালি মাঠে গদা ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। হাজার চোখে মুখে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করছেন।

দু'নম্বরে যাঁর কথা বললো তিনি নিজেই এক ইতিহাস। লোক চক্ষুর অন্তরালে তিনি পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র-রাজনীতির সংগে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। জীবনে কোনো দিন কোনো প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ইনি জয়লাভ করতে পারেননি। তাই নির্বাচন জিনিষটাকে ইনি বরাবরই পছন্দ করেননি। আর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ঐর বেশ এলার্জি আছে। ঐর অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। গরমের সময় একদিন তিনি অফিসে বসে তাঁর পিওনকে একটা ডাব আনতে বললেন। কাচের গ্লাসে সেই ডাবের পানি খেলেন। খালি গ্লাসটা তখনও তাঁর টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে। কিন্তু গ্লাসটার তলায় সামান্য একটু ডাবের তলানী পানি ছিল। এমন সময় পিওনটা এসে খালি গ্লাসটা নিয়ে গেল। মিনিট দু'য়েক পরেই সাহেব গর্জন করে উঠলেন। দৌড়ে পিওন ঘরে প্রবেশ করলো। সাহেব হংকার দিয়ে বললেন, 'অর্ধেক গ্লাস ডাবের পানি কি হলো?' পিওনের চোখ কপালে উঠলো। বোচারা শুধু আমতা আমতা করে হাত দু'টো কচলাতে লাগলো। সাহেবের হুকুম হলো, 'ওসব বুঝি না, আমার ডাবের পানি আইন্যা দাও।' পিওন মুখ কাচুমাচু করে বেরিয়ে যেয়ে নিজের গ্যাটের পয়সা খরচ করে ডাব কিনে এনে পরিবেশন করলো। আর ভদ্রলোক বেশ আরামসে সেই ডাবের পানি খেলেন। হায় খোদা! এখনও একে চিনতে

পারলেন না। ইনিই হচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিষ্টার জনাব হরিবল হক— না, না, না জনাব হামিদুল হক চৌধুরী। ঐরই পরামর্শে তো' এবার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বস্তি এলাকাগুলো হানাদার সৈন্যরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে আর হত্যার তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এই হামিদুল হক চৌধুরীই তো ঢাকার পাকিস্তান অবজার্ডার, পূর্বদেশ আর উর্দু দৈনিক ওয়াতান ছাড়াও উর্দু এবং বাংলা সাপ্তাহিক চিত্রালির মালিক।

মে মাসের গোড়ার দিকে হঠাৎ করে একদিন দুপুরে দেখা গেল একটা লাল রঙের গাড়িতে চৌধুরী সাহেব নারায়ণগঞ্জের নবীগঞ্জে ঘুরে গেলেন। সে রাতেই নবীগঞ্জের আকাশ আগুনের লেলিহান শিখায় লাল হয়ে উঠলো। পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর আক্রমণে নবীগঞ্জের শত শত সুখের সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

জনাব চৌধুরী করিৎকর্মা লোক। তাই নিজের আইন ব্যবসা আর খবরের কাগজের ব্যবসা ছাড়াও ছাপাখানা, প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ, চা বাগান মায় চিটাগাং রিফাইনারির জন্য আমদানীর বিরাট ইম্পোর্ট লাইসেন্স পর্যন্ত রয়েছে। আর এদিকে কবে গাওয়া ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিলেন— সে ঘি-এর গন্ধের কথা তিনি এখনো বড় গলায় বলে বেড়াচ্ছেন। তিনি হচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিষ্টার। আর এই ফরিন মিনিষ্টার থাকার সময়েই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরলোকগত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফট্টার ডালেসের সংগে সিয়াটো চুক্তিতে দস্তখত করেছিলেন। এছাড়া সুয়েজ খাল সংকটের সময় পাকিস্তানের এই ফরিন মিনিষ্টারই সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নাসেরকে বিরাট ধাপ্পা দিয়েছিলেন। এ ধাপ্পাবাজী ধরা পড়লে বহু বছর পর্যন্ত পি.আই.এ. বিমানের কায়রো বিমানবন্দরে অবতরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এ্যা-ই-ই যাঃ জনাব চৌধুরীর কবচ হয়ে বড় যোগ্যতার কথাটাই তো বলা হয়নি। ভারত বিভাগ হওয়ার পর পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের ইনি কিছুদিন অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। পুকুর চুরি চেনেন! দিনে দুপুরে সেই পুকুর চুরি শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত এ্যালেন বেরির ড্রাম চুরির ব্যাপারে ভদ্রলোক অককরে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলেন। এই বিদিকিছছি ব্যাপারের ঠ্যালাতেই ভদ্রলোকের অবস্থা একেবারে কেরাসিন হয়ে উঠলো। হামিদুল হক চৌধুরীর অবস্থা একেবারে ছেরাবেরা হয়ে গেল। এখন নোয়াখালীর এহেনো হরিবল হক চৌধুরী আর চাঁটিগার ফ.কা. চৌধুরীর মতো Former লোকেরাই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর স্যাংগাং হয়েছেন। চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা আর কি? কিন্তু আর কতদিন? বয়স তো হলো। 'বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান এইবারে ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ'।

৭

৩১ মে ১৯৭১

মাস ছয়েক আগেকার কথা। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে তখন এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছাস হয়ে গেছে। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। মানব সভ্যতার

ইতিহাসে এরকম প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা আর হয়নি বললেই চলে। এই ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের আট হাজার বর্গমাইল এলাকার প্রায় দশ লাখ লোক নিহত আর প্রায় ত্রিশ লাখ লোক গৃহহারা হয়েছিল। তাই বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতা থেকে শুরু করে সংবাদপত্রগুলো পর্যন্ত সাহায্যের জন্যে করুণ আবেদন করলেন। একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বের সমস্ত সভ্যদেশ থেকে সাহায্য ও রিলিফ দ্রব্য এসে পৌঁছাতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার দুর্গম দ্বীপাঞ্চলের গলিত লাশ দাফন আর রিলিফের কাজের জন্যে সিঙ্গাপুর থেকে দুই জাহাজ ভর্তি সৈন্য পাঠালো।

অমনি ইসলামাবাদের জঙ্গি সরকারের টনক নড়লো। কয়েক কোম্পানি পাক সৈন্যকে দ্রুত ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকায় হাজির হওয়ার নির্দেশ এল। দুটো উদ্দেশ্য; এক নম্বর হচ্ছে— ব্রিটিশ সৈন্যদের কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখা। আর দু'নম্বর— বিশ্বকে বোঝানো যে, পাকিস্তানী সৈন্যরাও রিলিফ কাজে লেগে পড়েছে। এধরনের পাকিস্তানী এক কোম্পানি সৈন্যের সংগে ঘূর্ণিঝড়ের দিন দশেক পর নোয়াখালীর চর বাটায় দেখা হলো। তখন বেলা প্রায় চারটা বাজে। সমস্ত ভৌতিক এলাকাটার উপর বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে। শ'দুয়েক গজ দূরে কিছু ছাত্র আর স্বৈচ্ছাসেবকের দল একটা ভেঙ্গে যাওয়া মসজিদ মেরামত করছে। হঠাৎ করে লক্ষ্য করলো সৈন্যদের মধ্যে খানিকটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কোম্পানির কমান্ডার এগিয়ে যেয়ে ছাত্র আর স্বৈচ্ছাসেবকদের একটু দূরে সরে যেতে বললেন আর নিজের সৈন্যদের মসজিদ মেরামতের কাজে হাত লাগাবার নির্দেশ দিলেন। দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠলো। একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম আর্মির একজন ফটোগ্রাফার দৌড়ে যেয়ে সৈন্যদের মসজিদ মেরামতের বেশ কয়েকটা ছবি তুললো। এখানকার ঘটনার ইতি হয়ে গেল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সৈন্যরা হাত ধুয়ে নোয়াখালীর দিকে ডবল মার্চ করে ফিরে চললো। আর কমান্ডার সাহেব ছাত্র আর স্বৈচ্ছাসেবকদের আবার তাদের কাজে হাত দেয়ার নির্দেশ দিলো। দিন দু'য়েকের মধ্যেই এসব ফটো ঢাকা, করাচী, লাহোর আর পিভির সমস্ত কাগজে ফলাও করে ছাপা হলো। পাকিস্তানী সৈন্যরা নাকে কর্পূরের পোটলা বেঁধে কি সোন্দর ভাবে রিলিফের কাজ করছে। এটাই হচ্ছে পাকিস্তানীদের Propaganda লাইনের একটা ধারা।

এধরনের Propaganda চালাবার জন্য ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে, তার মধ্যে A.P.P. সংবাদ সংস্থা অন্যতম। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বছরে এই সংবাদ সরবরাহ সংস্থাকে বারো লাখ টাকা সাহায্য দিচ্ছে। এর একমাত্র কাজই হচ্ছে সরকারের সমস্ত মিথ্যা প্রচারণাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে টেলিগ্রিফের মাধ্যমে খবরের কাগজ আর রেডিও অফিসে পৌঁছে দেয়া। তাই ২৫শে মার্চ থেকে দু'মাস ধরে অবিরামভাবে এই A.P.P. একটা খবরই দিয়ে চলেছে— পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ঢাকা এবং প্রদেশের সর্বত্র দোকান-পাট অফিস-আদালত চালু হয়েছে।

আর অমনি ঢাকার দখলকৃত বেতারকেন্দ্র থেকে তারস্বরে চিৎকার শুরু হয়ে গেল 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে— দোকানপাট সব খুলে গেছে।' হ্যাঁ ঢাকার দোকানপাট

সবই খোলা রয়েছে। নবাবপুর-ইসলামপুর রোড দিয়ে হেঁটে গেলেই তো তা বোঝা যায়। কেননা এসব এলাকার সমস্ত দোকানগুলো হয় ছাই হয়ে গেছে, না হয় খোলা রয়েছে। দোকানগুলোর দরজা নেই কিনা? তাই দূর থেকে খোলাই মনে হয়। দোকানের দরজাগুলো ভেঙ্গে লুট করাতেই দোকানগুলো এখন হা-করে খুলে আছে। তা দেখেই আমি পি.আর.ও মেজর সিদ্দিক সালেক ঢাকার পুরানা পল্টনের A.P.P. অফিসের দোতলায় বসে নিউজ দিচ্ছেন- পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আর ঢাকার দু'হাজার সার্কুলেশনওয়ালা কাগজগুলো বগল বাজিয়ে সেই সব সংবাদ আজও পর্যন্ত পরিবেশন করে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিন সকালে আবার মেজর সিদ্দিকের মতো লোকেরাই ছাপার অক্ষরে সে সংবাদ পড়ে খুশিতে গদগদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহম্মক আর কাকে বলে!

এর সঙ্গে আবার জুটেছে হারু মিয়ার দল। হারু মিয়াদের চিনলেন না? এবারের নির্বাচনে বাঙালিদের জ্বালায় যারা হেরে গেছেন- তাদেরই Shortcut-এ 'হারু' মিয়া বলা হয়। হানাদার দখলকৃত এলাকায় এসব হারু মিয়ার দল এখন দারুণ active হয়েছে। সামরিক প্রহরায় কোনো বাড়ির মধ্যে একদল অবাকালির সংগে বৈঠক করেই এঁরা মেজর সিদ্দিকের কাছে দৌড়াচ্ছেন। আর অমনি সিদ্দিক সাহেব A.P.P.-র মাধ্যমে সে সংবাদ জায়গা মতো পৌছে দিচ্ছেন।

অবশ্য কয়েকটা লাইন সেখানে এই বলে জুড়ে দেয়া হচ্ছে যে, বিরাট জনসভা আর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা। এবারের সাধারণ নির্বাচনের সময়েও এই হারু মিয়ার দল হাজারে হাজার বিরাট জলসা করেছিলেন আর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পেয়েছিলেন। খালি ইলেকশনের result without হওয়ার পর জানতে পারলেন যে, তারা লাড্ডু পেয়েছেন। সমস্ত বাঙালিরা দেখতে শত্রু হওয়াতেই তাদের এই কুফা অবস্থা। তাই তো এখন এই হারু মিয়ার দল মিস্ত্রি আর নিরীহ বাঙালির উপর প্রতিশোধ নেয়ার কাজে নেমেছে। কিন্তু হ্যালো, হারু মিয়ার দল একটা কথা কাইয়্যা রাখি- ওস্তাদের মাইর কিন্তু বিয়ান রাইতে। হপায় তো খেলার শুরু!

b

১ জুন ১৯৭১

বাংলাদেশের হানাদার দখলকৃত এলাকায় এখন প্রাক্তন নেতা উপনেতা এম.এন.এ. আর এম.পি-এর দল গিস্ গিস্ করছে। সবাই প্রাক্তন, কেউই আর Current নন। সম্প্রতি প্রাক্তন পাকিস্তানের প্রাক্তন পার্লামেন্টের প্রাক্তন নেতা খান সবুর খান একটা ঘরের মধ্যে খুলনা অশান্তি কমিটির এক সভা করেছিলেন। সেই সভায় পূর্ব বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী আমজাদ হোসেন আর প্রাক্তন পাকিস্তানের প্রাক্তন পার্লামেন্টের প্রাক্তন এম.এন.এ. মওলবী ইউসুফ বক্তৃতা করেছেন। সে কি বক্তৃতার জোশ! পাকিস্তানের প্রেমে সব্বাই একেবারে প্রাণ জারে-জার করে দিলেন। সভাকক্ষ গম্ গম্ করতে লাগলো। এর দিন কয়েকের মধ্যে নাটোরের প্রাক্তন এম.এন.এ. আব্দুল মজিদ এই খুলনাতেই এসে

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হলো। খুলনার দালাল সম্রাট আর পালের গোদা সবুর খান বোতলটা উজাড় করে খেয়ে আমজাদকে বললেন, 'আর খাস্নে, তোকে এখন ঝাপসা দেখছি আমজাদ।' এমন সময় খবর এল বাগেরহাট মিউনিসিপ্যালটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান কতল হয়ে গেছে। আবার লোক মারফৎ সংবাদ এল ঢাকায় প্রাক্তন এম.পি.এ. আব্দুল হামিদকে চাকু মেরে হত্যা করা হয়েছে আর রাজশাহীর প্রেমতলীর মুসলিম লীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম নিহত হয়েছে। সবুর খান সবার অজ্ঞাতে Army protection চেয়ে বসলেন।

এদিকে পূর্ব বাংলার প্রাক্তন পরিষদের প্রাক্তন স্পিকার আর জেলা লুটপাট সমিতির সভাপতি দিনাজপুর গমিরুদ্দিন প্রধানের বাড়িতেও হামলা হয়েছে। বেচারি গমির এখন গুমরে মরছে। এতো এক মহাগ্যাড়া কল দেখছি! হানাদার বাহিনী আর অবাঙালিদের সংগে হাত মিলিয়ে একটু টু-পাইস বানাচ্ছি, তাও লোকদের সহ্য হবে না?

পাবনার ঘটনা আরো এক ডিগ্রি উপরে। সেখানে জনৈক ক্যান্টেন জায়েদীকে জেলার কর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো জেনারেল ইয়াহিয়াকে বলেছেন যে, অন্ততঃ দখলকৃত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করো। তাই ক্যান্টেন জায়েদীর কপাল খুলেছে। ইনিও একজন প্রাক্তন এম.এন.এ। পাবনাতে এ ভদ্রলোকের শাহীন এজেন্সিস বলে একটা কোম্পানি ছিল। এই শাহীন এজেন্সিসই পাবনা-জোনে পি.আই.এর এজেন্ট ছিল। কিন্তু যখন হিসেব চাওয়া হলো, তখন দেখা গেল এই ক্যান্টেন জায়েদী কয়েক লাখ টাকা গ্যাড়া মেরে দিয়েছে। বেচারার নামে তহবিল তসরুপের মামলা হলে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ভাগ্যিস পাকিস্তান হানাদার বাহিনী এসেছিল। তাইতো রতনে রতন চিনলো! দাগী আসামী ক্যান্টেন জায়েদীকে এরা পাবনার কর্তা বানিয়েছে। এখন বুঝুন পাবনার দখলকৃত শহর এলাকায় কি সোন্দর প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। চোর-বদমাইশ আর গুণ্ডার দল সব অফিসার হয়েছে। হরুচন্দ্র দেশের গরুচন্দ্র মন্ত্রী আর কি?

হায় হায়! একটা জব্বর কথা কইতে কিন্তুক ভুইল্যা গেছি। এই ক্যান্টেন জায়েদী কিন্তু প্রাক্তন পাকিস্তানের প্রাক্তন পার্লামেন্টের প্রাক্তন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ছিলেন। আর আইয়ুব খান সাহেব ঐকে খুবই পেয়ার করতেন। কিন্তুক চান্দু আমার! একটু সাবধানে থাইকো। তোমার নাম কিন্তু লিফ্টার মধ্যে রইছে!

যাক আমার মনটা একটু শান্ত হয়েছে! আমাগো কক্সবাজারের প্রাক্তন মন্ত্রী মওলবী ফরিদ আহম্মদ ৭৯টা নাম জোগাড় করতে পেরেছেন। এই ৭৯টা নাম জোগাড় করে সেখানে একটা অশান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কী বললেন? আমি ভুল তথ্য দিয়েছি? কিছুতেই না। ফরিদ আহম্মদও একজন প্রাক্তন মন্ত্রী। আমি মনে করাইয়া দিতাছি। মুসলিম লীগ নেতা বোম্বাইয়ের ইব্রাহিম চুল্লীগড়ের কথা মনে আছে? সেই চুল্লীগড় সাহেব যখন মাস কয়েকের জন্য প্রাক্তন পাকিস্তানের পেরধানমন্ত্রী appoint হয়েছিলেন, তখন আমাগো ফরিদ সাব জেল-ওয়াজির হয়েছিলেন। সেই থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইনি প্রাক্তন মন্ত্রীই থেকে যাবেন- বুঝেছেন! এবারের নির্বাচনে হেরে গেলেও তার এ Credit

নষ্ট হয়নি- হবেও না।

সবচেয়ে টেকা দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী বগুড়ার ফজলুল বারী। বেচারার মোনাম খাঁর উজীর সভায় সাত বছর ধরে মন্ত্রী ছিলেন। অবশ্য এবারের নির্বাচনে এক তরুণ আওয়ামী লীগ কর্মী মোঃ মোজাফ্ফরের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কী? দেশপ্রেমিক নেতাদের কি ঘাপটি মেরে থাকা চলে? তাই তিনি গেল মার্চ মাস থেকেই গোপনে একটু নড়াচড়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু এ যে একেবারে সেম-সাইড হয়ে গেল? মার্চ মাসের শেষের দিকেই রংপুর থেকে একদল হানাদার সৈন্য বগুড়া শহরের নিকটে এসে হাজির হলে, দু'পক্ষেই প্রচণ্ড লড়াই হলো। কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই একদিন দিনে-দুপুরেই হানাদার বাহিনী বগুড়ার কালীতলায় কয়েকটা বাড়ি তল্লাশী করলো। এর একটা বাড়ি হচ্ছে ফজলুল বারীর। দরজায় ধাক্কা পড়েই বারী সাহেব বেরিয়ে এলেন। হানাদাররা জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়ে মোকাম তোমহারা হ্যায়?' জবাব এলো 'I am Ayub Khan's man. হাম সাত সাল Minister থা। কিসের কি! ততক্ষণে মেসিন গান গর্জন করে উঠেছে। প্রাণহীন দেহটা তাঁর মেঝেতে পড়ে গেল। নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা উপলব্ধি করলেন। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী দালালীর পুরস্কার পেলেন।

৯

২ জুন ১৯৭১

বাংলাদেশে একটা কথা আছে- জাহে আসতাল, তালে ঠিক। সেনাপতি ইয়াহিয়ার এখন সেই অবস্থা। বাহ্যত তাঁর কথাগুলো আবোল-তাবোলের মতো হলেও আসল কারবারে তার জ্ঞান একেবারে টনটনে। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যখন দেখলেন যে, আওয়ামী লীগ অবিশ্বাস্য ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, তখনই তিনি দেহি পদ-পলুব-মুদারম্ হয়ে শেখ মুজিবকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ডাকতে শুরু করলেন। ভেবেছিলেন শেখ সাহেব ক্ষমতার লোভে পাকিস্তানের ক্লিক রাজনীতির সঙ্গে আপোষ করবেন। কিন্তু যখনই সেনাপতি ইয়াহিয়া বুঝতে পারলেন যে, এ বড় শক্ত হাড্ডি, তখনই লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ধমক দেখালেন। শুধু তাই-ই নয়, নতুন ফর্মুলার মন্ত্র দিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ঢাকায় পাঠালেন। সা'বে কইছে কিসের ভাই আল্‌হাদের আর সীমা নেই। ভুট্টোর চোখে মুখে কথার খই ফুটতে শুরু করলো। তিনি দৌড়ে এসে ঢাকায় শেখের সংগে বৈঠকে মিলিত হলেন। কথার জাল বিস্তার করে তিনি বঙ্গবন্ধুকে নরম করার প্রচেষ্টা করলেন। কিন্তু শেখের এক কথা 'আমরা সবাই যখন গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে চেচাচ্ছি, তখন পার্লামেন্টের ফ্লোরেই সব কিছুর ফয়সালা হবে।' ভুট্টো তাঁর যুক্তি ঘুরিয়ে বললেন, 'পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ আর পশ্চিম পাকিস্তানে পিপল্‌স পার্টি যখন বেশি আসন পেয়েছে তখন পার্লামেন্টের বাইরে এ দুটো পার্টির মধ্যে একটা সমঝোতা হওয়া দরকার।' কিন্তু শেখ ছোট্ট একটা হাসি

দিয়ে বললেন, 'ভূট্টো সাহেব আশা করি আমার জবাব আগেই পেয়ে গেছেন। আমি গরিব বাঙালিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।' ভূট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আমার পার্টি ইলেকশনে জিতেছে বিরোধী দলে বসবার জন্য নয়—ইলেকশনে জিতেছে মন্ত্রীত্ব করবার জন্য। কিন্তু আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করায় পাকিস্তানের পার্লামেন্ট এখন কসাইখানায় পরিণত হয়েছে।' পশ্চিম পাকিস্তানে তার ঘোষণায় একেবারে 'এনকোর' 'এনকোর' পড়ে গেল। গাঁড়োল আর কাকে বলবো?

ব্যাস এতেই কাজ হলো। সেনাপতি ইয়াহিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুরের সাথে কোনোরকম আলাপ আলোচনা ছাড়াই পার্লামেন্টের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। ভাবলেন, এতেই শেখ সাহেব নরম হবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। সমগ্র বাংলাদেশ এই জননেতার প্রতি আস্থা জানালো। শুরু হলো সংগ্রামের নতুন পর্যায়। সেনাপতি ইয়াহিয়া নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। লোক চক্ষুর অন্তরালে রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক ছাউনিতে মানব সভ্যতার সবচেয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের Blue Print তৈরী হলো।

আর ইয়াহিয়া লোক দেখাবার জন্য শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এলেন। দিনের পর দিন ধরে শেখের সঙ্গে বৈঠক হলো। আর রাতের অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল টিক্কা, জেনারেল মিঠা, জেনারেল পীরজাদার সঙ্গে শলাপরামর্শ হলো। বিশ্বের ইতিহাসে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা আর ভগ্নমীর নজীর নেই। ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া চোরের মতো করাচীতে পালিয়ে গেলেন।

২৬শে মার্চ বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া তার আসল চেহারায় বেরিয়ে এলেন। প্রায় দশদিন ধরে ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর তিনি হঠাৎ করে ঘোষণা করলেন, শেখ মুজিব হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু—এবার আর তাকে রেহাই দেয়া হবে না। তিনি সদস্ত প্রকাশ করলেন, শেখ মুজিব তাকে পাকিস্তানকে খণ্ডবিখণ্ড করবার ফর্মুলায় প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলেন আর কি? ভাগ্যিস এম.এম. আহমদ কর্নেলিয়াস আর ভূট্টো ঢাকায় যেয়ে হাজির হয়েছিল? সেনাপতি ইয়াহিয়া কচি খোকা আর কি! নাক টিপলে তার দুধ বেরিয়ে আসে। শেখ মুজিব সেই কচি খোকা ইয়াহিয়ার হাতে মুড়ির মোয়া দিয়ে ভুলাচ্ছিলেন। কি অদ্ভুত যুক্তি! খান সাহেব আরো বললেন, আওয়ামী লীগাররা সব রাষ্ট্রের শত্রু। তাই আওয়ামী লীগ বেআইনী করা হলো। তাহলে এই রাষ্ট্রের শত্রুদের সংগে বাছাধন এতদিন কথাবার্তা বলছিলেন কেন? নাকি শেখ সাহেব তোমার সাথে গোপন আঁতাত করলেই দেশ প্রেমিক হয়ে যেতো?

মাস খানেক যেতেই সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার ভোল পাণ্টে ফেললেন। কিন্তু তাল তার ঠিকই রয়েছে। এম.এম. আহমদ লন্ডন-ওয়াশিংটন করেই এগুলো পাঠলেন, যেনোতেনো প্রকারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পায়তারা করতে হবে। অমনি সব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের খোঁজ পড়লো। ইয়াহিয়ার হাতের ব্যাটনটা

মাটিতে পড়ে গেল। ধ্যাংতারি না! পূর্ব বাংলা থেকে তো ১৫৯-এর মধ্যে ১৬৭টা নির্বাচিত সদস্যই আওয়ামী লীগার। হাতের কাছে যে সব বাঙালি নেতা পাচ্ছি, সব ব্যাটাই তো হারু মিয়ার দল। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ফরমান এল— আওয়ামী লীগারদের মধ্যে সবাই খারাপ নয়— দু'চারটা সেই জিনিস পাওয়া যেতেও পারে। বহু খোঁজাখুঁজির পর আড়াইজন পাওয়া গেল। এখন উপায়?

এবার আগাশাহীর কাছ থেকে 'মেসেজ' এল। যদি কোনোমতে বাঙালি শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা যায়। তবে পশ্চিমা দেশ থেকে সাহায্যের ফোয়ারা আসবে। অমনি সেনাপতি ইয়াহিয়া ইয়া-ইয়া করে উঠলেন। করাচীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে গলাটাকে একটু Base-এ এনে অক্করে কাইন্দা হলাইলেন। লজ্জার মাথা খেয়ে বাঙালি শরণার্থীদের ফিরে আসবার আবেদন জানালেন। কিন্তু হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে গোলাম হোসেন! কেননা করাচীর সাংবাদিক সম্মেলনে যখন তিনি এ আবেদন জানাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা সীমান্ত এলাকায় বাঙালি শরণার্থীদের উপর বেধড়ক গুলি চালাচ্ছিল। তাই খান সাহেবের এই আবেদন পাকিস্তানের বেতারকেন্দ্রগুলো থেকে হাঙ্গা-হাঙ্গা শব্দে রব উঠালেও একজন শরণার্থী ফিরে এল না। তাই এবারে 'ছত্রিশ মহাশক্তি জীবন রক্ষক বটিকা' দিয়েছেন। অর্থাৎ কিনা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী, অবাঙালি রাজাকার আর মুসলিম লীগের গুণ্ডা, থুতু ভলানিটয়ার দিয়ে অনেক ক'টা Reception Counter খুলেছেন। কি বিচিস্তির এই দেশ সেলুকাস! বাঙালি শরণার্থীরা ইয়াহিয়া খানের প্রেমে গদগদ হয়ে দেশে ফিরে আসুক আর কি? তারপর বুঝতেই পারছেন একেই অবস্থা। তাই বলেছিলাম, বাংলাদেশে একটা কথা আছে— জাতেমাতাল তালে ঠিক J.M.T.T. সেনাপতি ইয়াহিয়ার এখন সেই অবস্থা।

১০

৩ জুন ১৯৭১

আজ একটা ছোট্ট কাহিনী দিয়ে শুরু করা যাক। বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন কলকাতা থেকে স্টেটসম্যান বলে ইংরেজি কাগজটা আমাদের বাংলাদেশে বিক্রি হতো। একদিন হঠাৎ করে দেখা গেল যে, এই Stateman পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একটা ছোট্ট সংবাদ ছাপানো হয়েছে। সংবাদটা হচ্ছে ঢাকার বুড়িগঙ্গার পানি দূষিত হওয়ায় সমস্ত মাছ মরে গেছে। আর যায় কোথায়? ইডেন বিল্ডিংস-এ ডিরেক্টর অব পাবলিক রিলেসন্স অফিসে জোর দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। পেপার Clippings থেকে শুরু করে নতুন ফাইল তৈরি হলো। Very Urgent-এর লাল Flap দেয়া ফাইল Noting-এ ভরে গেল। পূর্ব বাংলার অবাঙালি চিফ সেক্রেটারি প্রেসনোট ইস্যু করবার নির্দেশ দিলেন। প্রেসনোটে বলা হলো, ভারতীয় সংবাদপত্রের নির্লজ্জ আর মিথ্যা প্রচারণা। বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষিত হয়নি এবং মাছও মরেনি। পাকিস্তানের

সংবাদপত্রগুলোতে ফলাও করে এ সংবাদ প্রকাশিত হলো আর বেতার কেন্দ্রগুলো কয়েক দফায় এই একই প্রেসনোট প্রচার করলো। কিন্তু মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মাথায় পূর্ব বাংলার অবাঙালি চিফ সেক্রেটারি জিহ্বায় কামড় দিয়ে বসলেন। পুরো attack টাই Misfire হয়ে গেছে। লেজ তুলে ভালো করে দেখাই হয়নি যে, এটা খাসী না পাঁঠা।

স্টেটসম্যান কাগজে ‘আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে’-এ নামে একটা কলাম রয়েছে। আর সেই কলামেই ছাপানো হয়েছে যে, পঁচাত্তর বছর আগে ঠিক এই দিনে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষিত হওয়ায় মাছ সব মরে গেছে। সংগে সংগে order হলো চাপিস- অর্থাৎ কিনা চে-পে যাও।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনী অধিকৃত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের এখন এই চাপিস-এর অবস্থা হয়েছে। এক একটা Propaganda misfire করছে আর পর মুহূর্তেই তা চাপিস হয়ে যাচ্ছে। তাইতো এক সময় এ বেতার কেন্দ্রের নাম হয়েছিল- ‘ইয়ে গায়েবী আওয়াজ হায়া।’ হুফ্তা খানেক আগে হানাদার হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এল ‘জোর Propaganda চালাও যে লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থী পশ্চিম বাংলায় চলে গেছে বলে India সরকার যে দাবি জানাচ্ছে তা মিথ্যা। সব লোক কলকাতার ফুটপাথে পড়েছিল। সেসব বেকার লোকগুলোকে কতকগুলো Camp-এ এনে India Government এই প্রচারণা চালাচ্ছে। দিন কয়েক পরেই order এল চাপিস। অর্থাৎ এ Propaganda লাইনটা গড়বড় হয়ে গেছে।

কেননা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মায় জাতিসংঘ পক্ষ থেকে বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ বাঙালি ভারতে চলে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সাহায্য দেয়ার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যেই কানাডা সরকার ভারতে চলে যাওয়া শরণার্থীদের জন্যে দেড় কোটি টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন। সুইডেন সরকার ৭৯ লাখ ২০ হাজার টাকার সাহায্য মঞ্জুর করেছে। আর পশ্চিম জার্মান সরকার দুই দফায় ৪০ লাখ টাকার রিলিফের কথা প্রকাশ করেছেন। জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের আবেদনেই বিভিন্ন দেশ ভারতে চলে যাওয়া বাঙালি শরণার্থীদের জন্যে সাহায্য দিতে শুরু করেছে। সুইডিশ সরকার বিশ লাখ সুইস মুদ্রা মঞ্জুর করেছে। আর ফরাসি সরকার জাতিসংঘের মাধ্যমে সাহায্য দানের কথা বলেছে। এমনকি নিউজিল্যান্ড সরকার ৪ লাখ ৩২ হাজার টাকা রিলিফ দিয়েছেন। অমনি পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের মুখ দিয়ে লাল পড়তে শুরু করলো। ই-ই-ই এতো টাকা হতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

সেবার তো বাংলাদেশে নভেম্বরের সাইক্লোনে দশ লাখ লোক মারা যাওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যে নগদ ৮৫ কোটি টাকা সাহায্য এসেছিল তা গ্যাঁড়ামারা হয়েছিল। সেই টাকার জোরেই তো মাত্র নব্বুই দিনের মাথায় সংখ্যাগুরু বাংলাদেশে সশস্ত্র আক্রমণ চালানো সম্ভব হলো। তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের-advisor দের বুক মোচড় দিয়ে উঠলো। এখন এই টাকাগুলো হাত করার বুদ্ধি কি? অমনি আব্বাজান অর্থাৎ ইয়াহিয়াকে দিয়ে করাচীতে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করানো হলো।

একি কথা শুনি আজি মন্তুরার মুখে! সেনাপতি ইয়াহিয়া বাঙালি শরণার্থীদের বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় দাওয়াত করে পাঠিয়েছেন। শুধু তাই-ই নয়, ২০টা

Reception counter খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন order তেমনি কাজ। সামরিক ট্রাকে করে কিছু ছোরা, চাকু, রাইফেল আর মেশিনগান এসব Reception counter-এর সাজ-সরঞ্জাম হিসেবে হাজির হলো। আর ঢাকার ‘গায়েবী আওয়াজ’ থেকে হুকা হুয়া, হুকা হুয়া রব উঠলো। ভাইসব আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা Back করুন। আপনাদের জন্য Reception counter খোলা হয়েছে। কিন্তু কিসের কি? Reception counter-এর বড় বড় গৌফওয়ালা লোকগুলো বসে বসে মাছি মেরে পাহাড় করে ফেললো। তবুও একটা শরণার্থী ফিরে এল না।

বরং এদিকে এক উল্টো দুঃসংবাদ এসে পৌছেছে। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার অবস্থাপন্ন অবাঙালিরা প্রতি সপ্তাহে ২/৩ জাহাজ ভর্তি করে চট্টগ্রাম থেকে করাচীতে চলে যাচ্ছে। সিলেট, কুড়িগ্রাম, বরিশাল আর সাতক্ষীরা এলাকায় মুক্তিফৌজের হাতে হানাদার বাহিনী গাবুর মাইর খাওয়াতেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন চোখে মুখে সর্বের ফুল দেখছেন। তাই পাঞ্জাবের লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীকে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার ইন্টার্ন কম্যান্ডের জি.ও.সি. নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া জেনারেল নিয়াজীকে আবার ডেপুটি মার্শাল ল’ এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জেনারেল টিকুর শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে বলেই এ নয়া Arrangement করা হয়েছে।

এদিকে পূর্বাঞ্চলের Nineth Infantry Division-এর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নেওয়াজকে ‘অপদার্থ’ বলে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়েছে। এর জায়গায় মেজর জেনারেল শের আলী এসেছেন। গত দু’মাসের যুদ্ধে হাজার কয়েক হানাদার সৈন্য বাংলাদেশের মাটিতে মৃত হওয়ায় ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের সতকগুলো বেয়াড়া সংবাদপত্রে এসব খবর প্রকাশ হওয়াতেই সেনাপতি ইয়াহিয়া খান-পাক্কা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন। লাহোরের ‘আফাক’ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশ থেকে পাওয়া খারাপ খবরগুলো চাপিস না করায় পাঁচ হাজার টাকা জামানত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ‘সাপ্তাহিক আফাক’ গোমর ফাঁক করে দিয়েছে।

এরা লিখেছে, বাংলাদেশে যুদ্ধ শেষ হওয়া তো দূরের কথা, সেখানে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য মারা যাচ্ছে। আর বাঙালিদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়াতেই বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়েছে। আর যায় কোথায়? ‘আফাকের’ ভিটায় এখন ঘুঘু চরছে। এদিকে লাহোরের উর্দু দৈনিক আজাদের সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুল্লাহ মালেককে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড আর ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বেচারা আব্দুল্লাহ বাংলাদেশের সংবাদ চাপিস না করে ফাঁস করে দিয়েছিল। একেবারে আস্ত আহাম্মক আর কি? ঢাকার ‘গায়েবী আওয়াজ’ অফিস থেকে কিছুদিনের ট্রেনিং নিলেই ঠিক লাইনটা বুঝতে পারতো। এখন Mango Gunny bag both gone! আমও গ্যালো, ছালাও গ্যালো! জেলও হলো— জরিমানাও হলো। বাছাধন কিসের পাল্লায় পড়েছে এখন বুঝেছো তো?

সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় এক 'বিদিকিছুছি' অবস্থায় পড়ে গেছে। কেননা বহু তেল পানি খরচ করে ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতা এম.এম. আহম্মদ বিশ্ব ব্যাংকের একটা ছয় সদস্য মিশনকে দাওয়াত করে এনেছেন। এই মিশন এখন সরেজমিনে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করছেন। এম.এম. আহম্মদ নিউ ইয়র্কে বড় গলায় বলে এসেছিলেন যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীনে আর অবস্থা শান্ত হয়ে গেছে। বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য পেলেই প্রাচুর্যের জোয়ার এসে যাবে। বিশ্ব ব্যাংক মিশন ঢাকায় এসে ভিমুরি খেয়েছেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরের চেহারাটা একেবারে ভিয়েতনামের নিউ বিমানবন্দরের মতো মনে হচ্ছে। চারদিকে বিমানবিক্ষেপী কামানগুলো আকাশের দিকে হা-করে তাকিয়ে রয়েছে। আর অজস্র বাংকার তৈরি করে হানাদার সৈন্যরা তাদের স্বদেশের পালিয়ে যাবার একমাত্র বিমানবন্দরটা পাহারা দিচ্ছে। আশেপাশে কোনো বেসামরিক লোক নেই বললেই চলে। খালি দলে দলে আর্মি জওয়ানরা মার্চ করে যাচ্ছে।

একটু খবর নিয়েই বিশ্ব ব্যাংকের সদস্যদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বাংলাদেশের বেশির ভাগ এলাকাতেই কোনো ট্রেন চলাচল করছে না। দু'একটা জায়গায় হানাদার সৈন্যরা অনেক কষ্টে ট্রেন সার্কিট চালু করেছিল। কিন্তু মুক্তিফৌজের গেরিলা Action-এ তাও বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য ব্রিজ আর Culvert ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। রাস্তাঘাটগুলোর অবস্থা আরও কুফা হয়ে রয়েছে। Inter District-ট্রাক-সার্ভিসগুলো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর দুটো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। সেখানকার ডকগুলোতে কোনো শ্রমিক নেই বললেই চলে। হানাদার বাহিনী বিপুল বিক্রমে নিরস্ত্র ডক শ্রমিকদের হত্যা করাতেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সেই হানাদার বাহিনী আবার ডক শ্রমিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। কী করুণ অবস্থা।

আর এদিকে আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থার কর্মচারীদের কাজে যোগ দেয়ার জন্যে আবার আহ্বান জানানো হয়েছে। গত দশ সপ্তাহে এবার দিয়ে ছ'বার এ ধরনের আবেদন করা হলো। এবারের আবেদনে আগের মতোই ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে বলে শাসানো হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও আর টঙ্গীর শিল্প এলাকার খবর নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সদস্যদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। তিন পার্সেন্ট। অর্থাৎ কিনা শতকরা তিন ভাগ শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছে। অবশ্য এদের কেউই বঙ্গভাষী নয়। এদের এখন একটাই Duty, সেটা হচ্ছে তেল দেয়া। অর্থাৎ কিনা মিলের যন্ত্রপাতিগুলোতে যাতে জং না পড়ে তার ব্যবস্থা করা। তাই বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার কলকারখানাগুলোর চাক্রা বন্দ। অবস্থা

বেগতিক দেখে হানাদার সৈন্যের একটা দল রফতানী ব্যবসায়ে নেমেছেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ আর চট্টগ্রামের পাটের গুদামগুলো লুট করে কিছু কাঁচা পাট হানাদার সৈন্যরা জাহাজ বোঝাই করে শিপিং বিল ছাড়াই বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্যাস, ওইখানেই রফতানী ব্যবসার খতম-তারাবি হয়ে গেল। হাতের কাছে লুট করার মতো আর পাট নেই— ব্যবসাও নেই।

কিন্তু ঢাকার ‘গায়েবী আওয়াজ’ থেকে এই রফতানী ব্যবসার কথাই জোর গলায় প্রচার করা হলো। কেননা একথা শুনেই বাংলাদেশের লোকরা ভাববেন যে, অবস্থা একেবারে Normal হয়ে গেছে। অপূর্ব চিন্তাধারা এদের। আর এরই জন্য ঢাকার ‘গায়েবী আওয়াজ’ অফিসে এদের নোক্রি একেবারে পোস্ত হয়ে গেছে।

যাক্ যা বলছিলাম। করাচী আর লাহোরের Stock Exchange থেকে বড় দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছে। সেখানকার শেয়ার মার্কেট ধড়-ধড় করে পড়ে যাচ্ছে। তিন মাস ধরে বাংলাদেশের ব্যবসা বন্ধ হওয়াতেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বেশি না, এর মধ্যেই এসব ব্যবসায়ীর মাত্র চল্লিশ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। আর তাতেই পশ্চিম পাকিস্তানে একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ যাচ্ছে। এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। মারাত্মক শ্রমিক অসন্তোষ যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তান আন্দোলন করতে না পারে, তার জন্যই বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে আদায় পত্র নেই কপালেই চলে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার চলতি আর্থিক বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় চারশ’ কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে ট্যাকস আদায় করতে পারবে বলে যে হিসাব করেছিলেন, তা খাতা-কলমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাই জঙ্গী সরকারের উন্নয়ন বাজেটের ২৩০ কোটি টাকার প্ল্যান শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে।

পাকিস্তান একটা অদ্ভুত দেশ। প্রতি বছর এই পাকিস্তান থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ’ কোটি টাকার মাল বিদেশে রফতানী হতো। এর মধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে রফতানীর পরিমাণ ছিল প্রায় দু’শ কোটি টাকা। আর বোনাস ভাউচারে বদৌলতে পশ্চিম পাকিস্তান দেড়শ’ কোটি টাকার মাল রফতানী করতো। কিন্তু আমদানীর ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান বছরে পাঁচশ’ কোটি টাকার মাল আমদানী করতো আর পূর্ব বাংলাকে মাত্র পৌনে দু’শ’ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানীর Permission দেয়া হতো। বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির সমস্ত টাকাটাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার পশ্চিমা দেশগুলোকে ছাড়াও চীনের হাতে পায়ে ধরে সংগ্রহ করতো। কিন্তু এবার case খুবই খারাপ। বাংলাদেশ আক্রমণ করতেই এক নাস্তানাবুদ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ সোনার পরিমাণ যেখানে ৯০ কোটি টাকা ছিল; তা এখন ৬০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ‘মাফ চাই মহারাজ’ বলে বৈদেশিক ঋণের কিস্তি না দিয়ে আর মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে বাকিতে মাল আমদানীর পরও অবস্থা ‘কুফা’ই রয়ে গেছে। অবশ্য সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারকে চীন ১০ কোটি টাকা সাহায্য করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধ চালাতেই তো দিনে দেড় কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এহেন অবনতির দরুণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শতকরা একশ' ভাগ L.C. মার্জিন দাবি করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক ব্যাংকের গ্যারান্টি চেয়েছেন।

এদিকে পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা হিসেব করে দেখেছেন যেভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে তাতে করে আগামী আগস্ট মাসের মধ্যেই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার সোজা লালবাতি জ্বালাবে। তাই বুটেন ও জাপানের বীমা কোম্পানিগুলো পর্যন্ত পাকিস্তানে রফতানীকৃত মালের ইন্স্যুরেন্স করতে অস্বীকার করেছে। এমনি এক অবস্থায় সেনাপতি ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতা এম.এ. আহম্মদ Where is your leg? বলতে বলতে বিশ্ব ব্যাংকের দরজায় একটা ডুঙ্গি হাতে হাজির হয়েছিলেন। আর সে জানেই বিশ্ব ব্যাংকের একটা প্রতিনিধি দল এখন হানাদার দখলকৃত এলাকা সফরে এসেছেন। অবশ্য বিশ্ব ব্যাংক জানিয়েছে যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমঝোতা আর শান্তি ফিরিয়ে আনবার পরই কেবল মাত্র সাহায্য আর ঋণ দেয়া হতে পারে। আর একটা কথা। বিশ্ব ব্যাংক মিশনের এই রিপোর্ট দাখিল হলে নিদেন পক্ষে তিন মাস পর শর্ত সাপেক্ষে সাহায্য আসবে। ততদিন সেনাপতি ইয়াহিয়ার দম থাকলে হয়!

১২

৬ জুন ১৯৭১

‘অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর’। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন পরায় পাথর হয়ে গেছেন। আজকাল কারও ক্ষমতা বিশেষ বাত্‌চিৎ পর্যন্ত করছেন না। এখন বেচারার একেবারে ধান্ধা লাগার অবস্থা। কোন্ দিক রেখে কোন্ দিক সামলায়। অফিসে বসে টেবিলের দিকে নজর দিলেই দেখতে পাচ্ছেন, একগাদা Urgent File তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। একটাতে রয়েছে বাংলাদেশে কয়েক হাজার সৈন্য নিহত হবার কাহিনী। পাশের ফাইলটাতে লেখা আছে আরো কয়েক হাজারের মতো আহত সৈন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরগুলোতে কাতরাচ্ছে। ওপাশের ফাইলটাতে রয়েছে পাকমুদ্রা Devalue করতে হবে আর কেবলমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেয়ার পরই বৈদেশিক সাহায্য আসবে। এদিককার একটা ফাইলে বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের গণঅসন্তোষের কথা রয়েছে। আশ্চর্য, সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক হ্রোফতারের নির্দেশ দেয়ার পরও এসব সংবাদ আসে কিভাবে?

ঐ ফাইলটা আবার কি? এ্যা- ঢাকার ৬৫ জন বাঙালি দালাল বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো খবরের কাগজে ছাপানো সম্ভব হয়নি। ওয়াশিংটন আর নিউ ইয়র্কের পাকিস্তান এমবাসির স্টাফগুলো করে কি? কত চেষ্টা করে এসব দালালদের দস্তখত সংগ্রহ করা হলো। আর মার্কিন কাগজগুলোতে তা ছাপানো সম্ভব হলো না? জেনারেল টিকার নির্দেশে হামিদুল হক চৌধুরীই তো চমৎকার Draft টা

করেছিল। এখন আমার হুকুম হচ্ছে, নিউ ইয়র্কে টাইমস পত্রিকায় বিজ্ঞাপন হিসেবে বিবৃতিটা ছাপানো হোক।

আরে এটা আবার কি? করাচী চেষ্টার অব কর্মাসের চিঠি মনে হচ্ছে। এ ব্যাটাদের নিয়ে আর পারা গেল না। তাদের বাজার ঠিক রাখার জন্যই তো বাংলাদেশ আক্রমণ করতে হলো। যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর? আহঃ আবার অসময়ে টেলিফোন কেন? হ্যালো : হ্যাঁ কথা বলছি। কি বললে? জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বিবৃতি দিয়েছেন?

বহু প্রচেষ্টার পরেও সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা লুকিয়ে রাখতে পারেনি। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথাক্ট তীব্র ভাষায় ইয়াহিয়া সরকারের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পূর্ব বাংলার ঘটনাবলি মানব জাতির ইতিহাসে এক মর্মান্তিক অধ্যায়।' জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতির এক মধ্যাহ্ন ভোজে উথাক্ট এ বিবৃতি দিয়েছেন। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার সংবাদপত্র ও বেতারকেন্দ্রগুলোর উপর পূর্ণ সেন্সরশিপ দিয়েও মানব সভ্যতার সবচেয়ে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের কাহিনী চেপে রাখতে পারেনি। দাবানলের মতো এসব কাহিনী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে গুয়াশিংটন থেকে এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছে। সিনেটের এডওয়ার্ড কেনেডি বলেছেন, আর কতদিন ধরে জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকার অবস্থা স্বাভাবিক বলে দাবি করতে থাকবেন? অথচ প্রতিদিনই হাজার হাজার বাঙালি শরণার্থী সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে?

সঙ্গে সঙ্গে Agency for International Development সংস্থা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের কাছে কৈফিয়ত চেয়েছে? ইয়াহিয়া সরকারের বড় বড় গৌফওয়ালা জেনারেলরা সব মুখ চাওয়া-পাওয়া করতে শুরু করলো। হ্যাটাইনরা জানলো ক্যামনে? সবার কপাল কুঁচকে উঠলো। নভেম্বরের সাইক্লোনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রিলিফের মালপত্র আনা নেওয়ার জন্য যে পঞ্চাশটা বড় ধরনের যান্ত্রিক নৌকা দিয়েছিল, সেগুলো আসল কামে না লাগিয়ে এখন বাংলাদেশে সৈন্য যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢাকা-করাচী-ইসলামাবাদের বড় বড় মহরখীরা এই ব্যাপার সম্পর্কে Inquiry করে আহম্মক বনে গেছেন। ধর্মের কল নাকি বাতাসে নড়ে। রিলিফের যান্ত্রিক নৌকাগুলো নিয়ে মওলবী সা'বেরা এখন এরকম একটা অবস্থায় পড়েছেন। অদ্ভুত আর অপূর্বভাবে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মাথায় হঠাৎ করে এক জব্বর প্ল্যান এসেছিল। পাকিস্তানের লোকদের বোঝাতে হবে যে, হানাদার সৈন্যরা বাংলাদেশের নদীমাতৃক বরিশাল, পটুয়াখালী আর গোপালগঞ্জ এলাকায় নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। নভেম্বর সাইক্লোনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রিলিফের কাজের জন্য যে সব যান্ত্রিক নৌকা দিয়েছিল, সেসব নৌকায় হানাদার সৈন্যদের বরিশালের অভ্যন্তরে নিয়ে যাবার কয়েকটা ফটো তোলা হলো। Special Messenger দিয়ে এসব ফটো করাচীতে এনে পাকিস্তানের বিভিন্ন কাগজে ছাপাবার

ব্যবস্থা হলো।

আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিস থেকে করাচীর Dawn-এ ছাপানো এমনি এক ছবি কেটে ওয়াশিংটনের হেড অফিসে পাঠানো হলো। মার্কিনী অফিসাররা ছবিটা পরীক্ষা করে আঁতকে উঠলো। হ্যাঁ কোনোই ভুল নেই। রিলিফের যান্ত্রিক নৌকাগুলো পাক ফৌজরা এখন দিবি বাংলাদেশে ব্যবহার করছে। এখন উপায়? মার্কিন জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় মানবতার খাতিরে রিলিফের জন্য এসব যান্ত্রিক নৌকা দেয়া হয়েছিল; সেসব যান্ত্রিক নৌকাই এখন ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার মানব নিধনের জন্য ব্যবহার করছে। তাই মার্কিন সরকার সেনাপতি ইয়াহিয়ার পাষণ্ড সরকারের কাছে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার ঘৃণাক্ষরেও চিন্তা করেনি যে সামান্য একটা ফটোর জন্য তারা এতটা হেনস্থা হবে। আরে ও ধরনের বেআইনী ও বেইনসার্ফী কাজ তো হর-হামেশাই করা হচ্ছে। এদিকে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাব কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ কর্নেলিয়াস গ্যালাগার সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকারকে শাসিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ২৫শে মার্চ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য দেয়া সাস্পেন্ড করেছে। কিন্তু অবিলম্বে পূর্ব বাংলায় বর্বর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে শাসন পরিবেশের সৃষ্টি না করলে, কনসার্টিয়ামের সদস্যভুক্ত সমস্ত দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে ইসলামাবাদকে বেসামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধের ব্যবস্থা করা হবে।

কেননা প্রথম দিকে আমরা ভেবেছিলাম এটা হচ্ছে পাকিস্তানের ‘ঘরোয়া ব্যাপার’। কিন্তু মানব ইতিহাসের জঘন্য হত্যাকাণ্ড ফলে ৫০ লাখ শরণার্থী দেশ ত্যাগ করায় এখন এটা পরিষ্কারভাবে একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটায় ইয়াহিয়ার চান্দা অফিসে গরম অইছে। তাই বলেছিলাম, ‘অল্প শোকে কাতর, আর অধিক শোকে পাথর’। সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন পরায় পাথর হয়ে গেছেন।

১৩

৭ জুন ১৯৭১

খাইছে রে খাইছে। ঢাকার গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা আবার জব্বর খবর আইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এবার নতুন চাল চলেছেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন যেসব বাঙালি সৈন্য, ইপিআর জওয়ান আর পুলিশ হানাদার বাহিনীকে পথে বসিয়ে মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে, তাঁরা ফিরে এলে ‘সহানুভূতির সংগে তাদের case consider করা হবে’। এসব জওয়ানরা তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াই ফিরে আসতে পারেন। বেশি মাত্র ৩৬ হাজার পুলিশ, ১২ হাজার ইপিআর আর ৬ হাজার বেস্কল রেজিমেন্টের বাঙালি জওয়ান স্বাধীনতার অগ্নিমন্ড্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে। আর এর সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক আর যুবক পাকিস্তানের নরপশুদের হত্যার জন্য গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে। এর মধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ

গেরিলার গাবুর মাইরের চোটে হানাদার সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে উঠেছে। কথায় বলে ওস্তাদের মাইর বিয়ান রাইতে। এখন সেই মাইর কেবল শুরু হয়েছে। তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এবার নতুন চাল চলেছেন।

তারা ঢাকার গায়েবী আওয়াজ থেকে অবিরামভাবে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও পুলিশদের call করেছেন। সে কি আকুলি বিকুলি। এসব বাঙালি জওয়ানদের বিরূহে জেনারেল টিক্কা পর্যন্ত ভেউ ভেউ করে কেঁদে 'হায় ছইরদি,' 'হায় গয়জদি' করে বেড়াচ্ছেন। তিনি ঢাকার গায়েবী আওয়াজকে অর্ডার দিয়েছেন খুব মেলায়েম আর গদগদ স্বরে এদের আহ্বান জানাতে হবে। হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ, যেভাবে হোক এসব জওয়ানদের মুক্তিফৌজের হাত থেকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কেননা এদের হাতে গত আড়াই মাসে পাঁচ হাজারেরও বেশি হানাদার সৈন্য নিহত হয়েছে আর দশ হাজারের মতো আহত হয়েছে। যুদ্ধ যে ভাবে চলছে তাতে আরো কত সৈন্য যে পটল তুলবে তার ইয়ত্তা নেই। তাই সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন এক টিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন। য-দি কোনোমতে এসব বাঙালি জওয়ানদের ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে মুক্তিফৌজ দুর্বল হয়ে পড়বে। এছাড়া এরা যাতে জীবনে আর যুদ্ধ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ কিনা হেই কাম করা হবে।

মে মাসের গোড়ার দিকে হঠাৎ করে নারায়ণগঞ্জ জেলার লোকেরা দেখতে পেলো, প্রায় শ'দেড়েক লাশ নদীতে ভাসছে। লাশগুলোর হাত পা বাঁধা। খোঁজ করে দেখা গেল ঢাকার অদূরে কিছু ইপিআর জওয়ান রিপোর্ট করেছিল। এরপর ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ট্রাক বোঝাই করে এদের নারায়ণগঞ্জের পল্লবটিতে নিয়ে যাওয়া হলো। রাতের ঘন অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এদের হাত-পা বেঁধে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এক ব্যাক মেশিনগানের গুলি কড়কড় আওয়াজ করে বেরিয়ে গ্যালো। বাঙালি যুবকদের আত্মকন্দনে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। নরঘাতকের দল লাশগুলো নদীর পানিতে ফেলে দিলো। শীতলক্ষ্যার পানি বাঙালি তরুণদের তাজা লহতে লাল হয়ে উঠলো। দিন কয়েক পর্যন্ত আশ পাশের লোকেরা নদীতে হাত পা বাঁধা লাশগুলো দেখে ক্ষোভে দুঃখে উন্মাদ হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের মাত্র এক মাসের মাথায় বাংলাদেশের সেই নরপিশাচের দল বাঙালি জওয়ানদের জন্য মায়াকান্না শুরু করে দিয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, নাদির শাহ, তৈমুর লঙ্গ, চেঙ্গিস খান ও হিটলারের মতো হত্যাকারীর দল নিরস্ত্র মানুষ আর আত্মসমর্পনকারীদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। এদের কোনো সময়েই সামান্যতম বিবেক কিংবা নৈতিকতাবোধ দেখা দেয়নি। তাই এদের বংশধর সেনাপতি ইয়াহিয়া আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে। কিন্তু মুক্তিফৌজের পাল্টা মারে এখন এই হানাদার বাহিনীর নাভিস্থাস হওয়ায় নয়া মুখোশের আড়ালে তারা নিজেদের কীটদষ্ট বীভৎস জল্লাদের চেহারাটা লুকোবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পাপ কোনোদিন চাপা থাকে না।

প্রথমে এই ফ্যাসিস্ট বাহিনী পরাজিত রাজনীতিবিদদের দিয়ে একটা ধামাধরা

সরকার গঠনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এতে সামান্যতম উৎসাহ দেখালো না। তাই নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কিছু হেই জিনিষ খুঁজে বের করবার কাজে নেমেছিল। সেটাও বানচাল হয়ে গেছে। এদিকে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় কোনোরকম প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু ওরা বিশ্বের ইতিহাসে বর্বরতম হত্যালীলা চালিয়েও বাঙালি জাতিকে পদানত করতে পারেনি। এর সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিশ্ব আজ ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে জঘন্য ভাষায় ধিক্কার দিতে শুরু করেছে। সেখানে আজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ায় সেনাপতি ইয়াহিয়া সরকার একটার পর একটা নতুন চাল চালতে শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক ঠ্যালার চোটে মওলবী সা'বরা দখলকৃত এলাকায় বিশটা Reception counter খুলে চাকু, ছোরা আর মেসিনগান নিয়ে বাঙালি শরণার্থীদের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাজে যোগ দেয়ার জন্য প্রাণ জারে জার করে আবেদনের পর আবেদন চালিয়ে যাচ্ছেন। জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি আগা হিলালী সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির সংগে সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে খত্ মানে কিনা চিঠি লিখেছেন। হিলালী সা'বর অন্ধরে হিলাল হয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন ভারতই যত নষ্টের মূল। ভারত আটকে না রাখলে এদিনে বাঙালি শরণার্থীরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে সব্বাই Reception counter-এর মাধ্যমে দখলকৃত এলাকায় ফিরে আসতো। কি অপূর্ব আর অদ্ভুত যুক্তি। যেনো বিশ্বের কেউই জানে না যে কি অবস্থায় এসব শরণার্থী বাপ-দাদার ভিটে ছেড়েছে।

কিন্তু এদিকে যে হানাদার বাহিনীর হালায়া একেবারে টাইট। ছলে বলে কৌশলে ও ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও ভুড়িওয়ালা জেনারেলরা আর হালে পানি পাচ্ছেন না। অবস্থা কুফা দেখে এখন খোদ মুক্তিফৌজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাইসব, চইল্যা আসুন। কিসসু কমু না। কেইনটা কী? মুক্তিফৌজের পাল্টা মাইরের একটু নমুনাতেই Nervous হয়ে গেছেন? কবে না স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিই আহ্বান জানিয়ে বসেন। আপনাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। তাই বলেছিলাম খাইছে রে খাইছে। ঢাকার গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা আবার জুবর খবর আইছে।

১৪

৮ জুন ১৯৭১

ইসলামাবাদ থেকে লালবাতি জ্বালার খবর এসেছে। সেখানকার টাকাগুলো সব কাগজ হয়ে গেছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এবারে একাশি নম্বর ছেড়েছেন। গত আড়াই মাস ধরে 'অবস্থা স্বাভাবিক' বলে চোঁচিয়ে মুখের গাইলস্যা দিয়ে ফেনা বের করার পর এখন একদম হঠাৎ করে একাশি নম্বর সামরিক বিধি জারি করেছে। এই সামরিক বিধির ভাষা পরিস্কার আর প্রাঞ্জল। আজ থেকে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় কোথাও পাঁচশ' ও একশ' টাকার নোট চলবে না। এখন বুঝুন অবস্থাটা কোথায়

গিয়ে দাঁড়িয়েছে? কথা নেই, বার্তা নেই ইসলামাবাদের সামরিক জাভা কলমের এক খোঁচায় কিছু লোককে পথে বসিয়ে দিলেন। আর পথে বসাবেন নাই-ই বা কেন? নিজেরাই যে পথে বসে রয়েছেন। তাই একাশি নম্বর সামরিক বিধিতে বলা হয়েছে, যাদের কাছে পাঁচশ' ও একশ' টাকার নোট রয়েছে, সেসব নোট ৯ই জুনের মধ্যে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। তাই বলে জমা দেয়ার সংগে সংগে ভাংচা পাবেন না। পাবেন একটা রসিদ। তাও আবার বাপ-দাদার নাম ঠিকানা লেখাতে হবে। সেই রসিদটা ট্যাকে গুজে বাসায় ফিরে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকবেন। কেননা সরকারের হাতে এখন মাল-পানি একটু Short হয়েছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার একটা কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি তদন্ত করে দেখবেন যে এসব টাকার ট্যাক্স দেয়া হয়েছে কিনা— এসব টাকা ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছে কিনা? এরপর যখন ন'মন তেল পুড়িয়ে রাধা টুং টুং করে নাচবে অর্থাৎ কিনা সামরিক জাভার কপাল ফিরবে, তখন ভাংচা দেওয়া হবে। অথচ একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখবেন পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোটের উপর দস্তখত দিয়ে লেখা আছে 'চাহিবামাত্র পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক সমপরিমাণের মুদ্রা দিতে বাধ্য।' এ ব্যাপারে যাতে কোনো 'ক্যাচালের' সৃষ্টি না হয় তার জন্য ৮১ নম্বরে চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশের দখলিদ্ধত এলাকার কোনো কোর্টে এই ৮১ নম্বরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে না। কি চমৎকার আর কি অদ্ভুত নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

যার এক কান কাটা সে রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটে। আর যার দুই কানকাটা সে রাস্তার মাঝ দিয়ে যায়। সেনাপতি ইয়াহিয়া জঙ্গী সরকারের এখন সেই অবস্থা। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে তিনি এখন দিকের কান কাটা রমজান হয়েছেন। তালকানা হয়ে একটার পর একটা সামরিক বিধি জারি করে চলেছেন। নিজের দেশের মুদ্রা নিজেই বেআইনী ঘোষণা করে বসেছেন। আবার নোটিশ দিয়ে দোকান খোলার ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ কিনা ব্যাংকগুলো আজ থেকে তিনদিন পর্যন্ত সমস্ত কারবার বন্ধ রেখে প্রত্যেক দিন সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোট জমা নিয়ে রসিদ দিবে। অবশ্য ব্যাংকগুলোর কারবার আগে থেকেই বন্ধ রয়েছে। সোজা ভাষায় বলতে গেলে আজ থেকে ব্যাংকগুলোকে তিন দিনের জন্যে খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হলো। অবশ্য বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় ব্যাংক খোলা বা বন্ধের কোনো বালাই-ই নেই। কেননা ব্যাংকের কোনো কর্মচারীই নেই। হানাদার বাহিনীর স্যাণ্ডবোর্ড পয়সা লুটপাটের পর চেয়ার টেবিল পর্যন্ত নিয়ে গ্যাছে। ভাঙ্গা লোহার গেটের চেহারা দেখে বুঝতে হয় অতীতে কোনো এক সময় এখানে একটা ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল।

ইসলামাবাদের সামরিক জাভা ৭ই জুন রাতে যে প্রেস নোট জারি করেছে তাতে আসল কথাটা ফাঁস হয়ে গ্যাছে। মুক্তিফৌজওয়ালারা পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোটে জয় বাংলা সিল দিয়ে মুক্ত এলাকায় চালু করেছে।

সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন শুধু ইয়া ইয়া করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর থলিতে আর মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে। অথচ জুন মাসের শেষেই পাকিস্তানকে

বেশি না মাত্র চার কোটি পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৪৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানাগুলো চালু রাখার জন্য নিদেন পক্ষে দশ কোটি টাকার মাল আমদানী অপরিহার্য। এর সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর জন্য দিনে দেড় কোটি টাকার খরচ। তাই বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণপূর্ব এশীয় ডিরেক্টর মিঃ পিটার কারঘিল সম্প্রতি আলোচনার জন্য ইসলামাবাদ সফরে এলে সেনাপতি ইয়াহিয়া তাঁর হাত ধরে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছেন। মিঃ কারঘিলের কাছে পরিস্কার করে বলেছেন, এই মুহূর্তে পাক মুদ্রা Devalue করতে কোনোই আপত্তি নেই। তবুও কিছু মাল-পানি ঝাড়ো। আর যে পারি না বাবা!

এদিকে পাকিস্তানী শিল্পপতিরা চিৎকার করতে শুরু করেছে। শ্রমিকরা ধর্মঘটের জন্য ঘন ঘন বৈঠক করেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো শিকেয় উঠেছে। হাজার হাজার হানাদার সৈন্যের নিহতের সংবাদে পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেছে। মুক্তিফৌজের গাজুরিয়া মাইরের চোটে হানাদার বাহিনীর ত্রাহি মধুসূদন ডাক শুরু হয়ে গেছে। এখন আবার বাংলাদেশে মুক্তিফৌজ গেরিলারা হানাদার সৈন্যদের জ্যান্ত ধরে নিতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ থেকে অবাঙালি ব্যবসায়ীরা অবস্থা বেগতিক দেখে ‘ভাগো হ্যা রুস্তম’ হচ্ছে। অর্থাৎ প্রত্যেক সপ্তাহে জাহাজে ভাগতে শুরু করেছে উপজাতীয় সৈন্যরা লুটের মাল বগলদাবা করে দেশে ফেরবার জন্যে উসখুস করছে।

জেনারেল টিক্কা বেসামরিক কর্মচারীদের বেতনের শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি দিতে পারছেন না। বিদেশে পাকিস্তান এম্বাসির টাকার শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ বেতন বৈদেশিক মুদ্রায় পাচ্ছেন। যে কোনো মুহূর্তে সেটাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। বেসামরিক সাহায্যের নাম-গন্ধও পুষ্ট নেই। সেনাপতি ইয়াহিয়ার চারপাশটা দ্রুত ঝাপসা আর অন্ধকার হয়ে আসছে। বাংলাদেশের ক্যাদো আর পঁয়াকের মধ্যে যে হাটু তিনি ডুবিয়েছেন, এখন আর তা উঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এ রকম একটা ‘নট নড়ন নট চড়ন’ অবস্থায় সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার নিজেদের মুদ্রা একশ’ রুপেয়া কা নোট সব কাগজ বন্ যাও। এর পরের ইনস্টলমেন্টে পঞ্চাশ আর দশ টাকার নোটের পালা। তারপর অন্ধরে বাগোয়াট। তাই বলেছিলাম ইসলামাবাদ থেকে এখন লাল বাতিজালার খবর এসেছে। সেখানকার টাকাগুলো সব কাগজ হয়ে গেছে।

১৫

৯ জুন ১৯৭১

১৮৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়কার ছোট্ট একটা কাহিনী দিয়ে আজকের কথা শুরু করা যাক। আমি তখন ঢাকার ইকবাল হলের ছাত্র। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটা দশ মিনিটে মেডিকেল ছাত্রাবাসে পুলিশের গুলি বর্ষণে ছাত্রজন ছাত্র নিহত হলে ঢাকা শহর এক ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করলো। ঢাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যাদুমন্ত্রে উদ্ভুদ্ধ

হয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজের পাশে এসে দাঁড়ালো। মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সবাই আক্রোশে ফেটে পড়লো। সন্ধ্যার একটু আগে পলাশী ব্যারাকে রেলওয়ে ক্রসিং-এর ওপাশটায় একটা ছোট্ট রেক্টরেণ্টে বসে চা খাচ্ছিলাম। আমার পাশের টেবিলটাতে একজন বয়স্ক ঢাকাইয়া বসে বিড়ি টানছিল। এমন সময় মাইক লাগানো একটা ভ্যান এসে হাজির হলো। ভ্যানটার পেছনে সৈন্য বোঝাই একটা জিপ পাহারা দিচ্ছে। মাইকে ঢাকা শহরে কারফিউ জারির কথা ঘোষণা করা হলো। ঢাকাইয়া ভদ্রলোক নিজে নিজেই বলতে লাগলেন ‘কারফিউ দিচ্ছে, হালায় কারফিউ দিয়া ডর দেহায়। বাইশ সাল থাইক্যা কারফিউ দেখত্যাছি। কারফিউর মধ্যে মাইয়া অইছিলো। মহন্তার মাইনষে কইলো, মাইয়ার নাম কি থুইবা? হেই মাইয়ার নাম থুইছিলাম কারফিউ বিবি। আর আইজ কারফিউ দিয়া ডর দেহায়?’

সেই ঢাকা শহরে গত ২৫শে মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাস ধরে রোজই কারফিউ জারি রেখে সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অবিরামভাবে চেষ্টা চলেছে ‘অবস্থা একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।’ আর ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক বলে প্রমাণ করতে যেয়ে টিঙ্কা সরকার অদ্ভুত আর অপূর্ব সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এরা হঠাৎ করে এক নির্দেশ জারি করে বসেছেন। ঢাকা শহরের যেসব বাড়িতে কামানের গোলায় ভয়াবহ চিহ্ন রয়েছে, সেসব বাড়ির মালিকদের বাড়ি মেরামত করতে হবে। বিশ্ব জনমতের চাপে পড়ে যখন হু’জন বিদেশী সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রিত সফরে আনা হয়েছিল, ঠিক সেই সময় এ নির্দেশ জারি করা হলো। কিন্তু ব্যাপারটা পুরো Misfire করলো। কেননা পাকা বাড়িগুলোর মালিকরা হু’জনা দার বাহিনীর শিকারে পরিণত হয়েছে, না হয় গ্রামের অভ্যন্তরে চলে গেছেন। আর সেখানে হানা দার বাহিনীর স্যাঙাত্রা দিকি বসে শিক-কাবাব খাচ্ছে। জেনারেল টিঙ্কার সাধ্য নেই এ হুকুমনামা ফিরিয়ে নেয়ার। কেননা ইসলামাবাদের নির্দেশই এ হুকুম দেয়া হয়েছে। স্যাঙাত্রা বাড়ি মেরামতের order শুনে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে টিঙ্কার দরবারে হাজির হলো। আবার হুকুম হলো বেড়া বানাও। বাঁশের বেড়া বানিয়ে খুঁটি পুতে কামানের গোলায় চিহ্নগুলো ঢেকে রাখো। রাতারাতি ঢাকায় বাঁশের দাম আশুন হয়ে গেল।

কিন্তু যত গুণগোল বাঁধলো ঢাকার প্রেস ক্লাবকে নিয়ে। জেনারেল টিঙ্কার সাগরেনদরা বাড়ি মেরামতের হুকুম জারি করলো। কেননা ২৫শে মার্চ রাতে হানা দার বাহিনীর ট্যাঙ্ক থেকে গোলা মেরে প্রেস ক্লাবের দোতলার উপরের লাউঞ্জটা গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু একি? ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারি গেল কোথায়? দু’জনেই লা-পান্তা। তাই বাড়িটার original মালিকের খোঁজ পড়লো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল মালিক হাতের কাছেই রয়েছে। আর সে মালিক হচ্ছে পূর্ব বাংলা সরকার স্বয়ং। অনেক ভেবে জেনারেল টিঙ্কা নিজেই নিজের সরকারের উপর নোটিশ জারি করলেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার হানা দার সরকারের সি এন্ড বি বিভাগ ঢাকার প্রেস ক্লাব মেরামত না করে উপায় নেই। বিদেশী সাংবাদিকেরা তো এই প্রেস ক্লাবেই

প্রথমে এসে হাজির হবেন।

ঢাকার বাজার ও বস্তি এলাকাগুলো আগুন ধরিয়ে আর মেসিনগানের বেপরোয়া গুলিতে হাজার হাজার আদম সন্তান হত্যা করার পর যে ধ্বংসস্থপগুলো অবশিষ্ট ছিল সেসব বুলডোজার দিয়ে সমান করে দেয়া হয়েছে। যে সমস্ত জায়গা এক সময়ে জনপদের কলকোলাহলে মুখরিত ছিল, সেখানে এখন কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে।

কিন্তু এতে করেও জেনারেল টিক্কা তার নৃশংসতাকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। সরকার নিয়ন্ত্রিত সফর সত্ত্বেও বিদেশী বানু সাংবাদিকদের নজরে সব কিছুই পড়েছে। একজন লিখেছেন ‘হানাদার সৈন্যরা এরকমই বেপরোয়া নিধন কাজ চালিয়েছে’ যাতে লাশ খেয়ে উদর পূর্তির পর শকুনগুলো পর্যন্ত আর উড়তে পারছে না। খুলনাকে এখন মৃত্যুপুরী বলেই মনে হয়।’

এর দিন দশেক পর আবার ন’জন বিদেশী সাংবাদিককে সরকার নিয়ন্ত্রিত সফরে আনা হলো। জেনারেল টিক্কা এদের বললেন, ‘সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেছে, এমন কি স্কুলগুলো পর্যন্ত চালু হয়েছে।’ হাজার হলেও সাংবাদিক। তাই একটু খোঁজ করতেই আসল ব্যাপারটা এঁদের চোখে ধরা পড়ে গেল। হ্যাঁ, ঢাকায় অনেক ক’টা স্কুলই খোলা হয়েছে। একজন লিখেছেন, ‘একটা স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে আটশ’ সেখানে ছাত্র হাজার হাজার সংখ্যা হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ জন; আর একটা অবাঙালি অধ্যুষিত স্কুলে ৭৫০ জন ছাত্র পড়তো, সেখানে মাত্র ৭০ জন ফিরে এসেছে। অনেক স্কুলে মিলিটারি ক্যাম্প করেছে। ঢাকার প্রখ্যাত শাহীন স্কুল এর মধ্যে অন্যতম।’

সাংবাদিকটি আরো লিখেছেন “যদি ঢাকা শহরেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাজকর্ম শুরু হওয়ার নমুনা পাওয়া গেছে। ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকরা এ ব্যাপারটা সমর্থন করেছেন। ঢাকায় একজন বাঙালিকে সন্তর্পনে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনাদের আওয়ামী লীগ আর বাংলাদেশ কি এখনো বেঁচে আছে?’ একটু হেসে ভদ্রলোক বললেন, ‘বাংলাদেশ আর আওয়ামী লীগের মৃত্যু নেই।’ বুকের কাছটাতে হাতের ইশারা করে দেখিয়ে বললেন, ‘এই খানটাতে রয়েছে।’ ভদ্রলোকের অঙ্কিত মনোবল দেখে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আর একজন বাঙালি জানালেন, হানাদার সৈন্যরা দখলকৃত এলাকায় যেভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, তাতে আমাদের অনেকেই হয়তো বা বিজয়ীর বেশে ঢাকা নগরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবেশের সময় হাজির থাকতে পারবে না। কিন্তু তারা আসবেই আর খুব শিগগিরই আসবে।”

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার operation-এ বাংলাদেশকে পদানত করে জেনারেল টিক্কা আর জেনারেল মিঠঠার দল ঢাকা ক্লাবে ‘বড়া পেগ হুইস্কি’ খাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজ ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে। গত পঁচাত্তর দিন ধরে লড়াই করেও অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি। বরং দিন দিন হানাদার বাহিনীর অবস্থা কুফা হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু কমিশন্ড অফিসার আর কয়েক হাজারের মতো হানাদার সৈন্য চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক আহত হয়ে ছটফট করছে। এর মধ্যে

আবার পাবনা-যশোর এলাকায় হানাদার সৈন্যদের মধ্যে এক কলেরা শুরু হয়েছে। এর উপর আবার মুক্তিফৌজের ক্যাচকা মাইর শুরু হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের অনেক ক'টা জায়গায় মুক্তিফৌজের এই আক্কারিয়া মাইরের চোটে এখন হানাদার বাহিনী হাউ-কাউ করতে শুরু করেছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। দিনের বেলায় এসব হানাদার সৈন্যরা নিরস্ত্র মানুষের উপর অত্যাচার করছে; আর রাতের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প আর ট্রেনের মধ্যে পেলিয়ে যাচ্ছে। তাই রাতের বেলায় শুরু হয়েছে গেরিলাদের এই আক্কারিয়া মাইর। ফলে হানাদার বাহিনী এখন অন্ধরে হুইত্যা পড়ছে। হ্যাটাইনরা অহন থাইক্যা নাকি হুইত্যা হুইত্যা Fight করবো। কেননা সেনাপতি ইয়াহিয়া ওদিকে ইসলামবাদে এখন হুইত্যাই আছেন। আর জেনারেল টিক্কার শরীল্ডা ম্যাজ ম্যাজ করতাছে। অগো রাইতোর ঘুম অন্ধরে ছুইট্টা গেছে।

১৬

১০ জুন ১৯৭১

করাচীতে শুরু হয়ে গেছে। মানে কিনা করাচীতে গ্যানজার শুরু হয়ে গেছে। এখনকার লোকজন সব মাতম করতে করতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। সবার মুখে এক কথা। “গিয়া, গিয়া, তাবা হো গিয়া। পানশ’ আওর একশো রুপেয়াকা নোট সব তাবাহ হো গিয়া।” সকাল থেকেই করাচীর প্রত্যেকটা ব্যাংকের সামনে বিরাট লাইন। ধাক্কা-ধাক্কি, মারামারি আর চিল্লাচিল্লাতে করাচীর প্রতিটি মহল্লায় এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সবাই ব্যাংকের লকার থেকে সোনাদানা আর গয়নাগাটি উঠিয়ে নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেছে। করাচীতে আগে থেকেই খবর রটে গেছে যে, খুব শিগগিরই তাদের সাধের ইয়াহিয়া সরকার দেশের সমস্ত সোনাদানা বাজেয়াফত করবে। কেননা ইসলামবাদের জঙ্গী সরকারের হাত একেবারে শূন্য। বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে যেয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া অন্ধর চিত্তর অইয়া পড়ছেন। যখন যা বুদ্ধি মাথায় আসছে, তখন সেই নির্দেশ জারি করে চলেছেন। পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের সিন্ধুকগুলো এখন একেবারে সাফা-সোনা নেই।

তাই আন্তর্জাতিক বাজারে পাকিস্তানী টাকা আর কেউই নিতে চাচ্ছে না। সবারই পরিষ্কার কথা, সোনা দিয়ে ব্যবসা করো। আর এর ফলে ইসলামবাদের জঙ্গী সরকার দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবারে সোনা সংগ্রহের এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনার দুটো অংশ। একটা অংশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় হানাদার সৈন্যের বদলে এখন থেকে সরকারের আঁওতায় ব্যাংকের লকারগুলো খুলে পাকিস্তানের মালকড়ি পাঠাতে হবে এবং সমস্ত সোনার দোকান লুট করতে হবে। আর একটা অংশে হচ্ছে, ইসলাম আর দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সোনা জমা দেয়ার জন্য Appeal করতে হবে।

করাচীতে এ খবর প্রকাশ হবার পরেই এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন

সবাই মাটির নিচে লাখ লাখ ভরি সোনা পুঁততে শুরু করেছে। আর বড়লোকেরা ব্যাঙ্কের লকারগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। এখন মওলবী সা'বরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাদের হাল-হকিকত কিভাবে কেরাসিন হচ্ছে অবস্থা বেগতিক দেখে উজিরে খাজানা থেকে ঘন ঘন প্রেস নোট জারি করা হচ্ছে। আর রেডিও গায়েবী আওয়াজ থেকে ভ্যা ভ্যা করে তারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। জেনারেল টিক্কা এখন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এত ঢাক ঢোল গিটিয়েও বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে পাঁচশ' ও একশ' টাকার নোট একরকম বলতে গেলে ফেরতই পাওয়া যায়নি। কেননা বেশির ভাগ জায়গায় পাকিস্তানী ব্যাংকগুলোর কোনো ব্রাঞ্চের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। লুট হয়েছে। হানাদার সৈন্য ও রাজাকারের দল এসব ব্যাংক লুট করেছে। মায় এসব ব্যাংকের ফার্নিচার পর্যন্ত গায়েব হয়ে গেছে। হানাদার সৈন্যদের বেপরোয়া আক্রমণে এসব ব্যাংকের কর্মচারীরা হয় নিহত হয়েছে না হয় আত্মগোপন করেছে। তাই সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার বেহায়ার মতো ব্যাংকের কর্মচারীদের কাজে যোগ দেয়ার জন্য অবিরাম ভাবে call করে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত নতুন Appointment দেয়া থানার দারোগা C.O. Developments এস.ডি.ও আর জেলার ডেপুটি কমিশনারদের পাঁচশ' আর একশ' টাকা জমা নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কি অপূর্ব দাবী আর দায়িত্ববোধ। অবশ্য জঙ্গী সরকারের এতে কিস্সা যায় আসে না। কেননা টাকা জমা নেয়ার পরে তো আর ভাংচা দেয়া হবে না। দেয়া হবে সাদা কাগজের রসিদ। মাঝ থেকে লোকগুলোর বাপ-দাদার ঠিকানা পাওয়া যাবে আর বাড়ির অবস্থানও জানা যাবে।

কিন্তু এ কি? এত হৈ চৈ কলহ পরও বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার লোকগুলো টাকা জমা দিল না? মিলিটারি stateless-এ এসব দুঃসংবাদ যেয়ে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গী সরকারের Advisor রা আখার চুল ছিঁড়তে শুরু করেছে। এখন উপায়? মাঝ থেকে হানাদার সৈন্যরা অক্লরে চেইত্যা গেছে। এদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কেননা হ্যাভাইনগো কাছে বেশ কিছু পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোট রয়েছে। লুটের বখরা হিসেবে এসব নোট এদের পকেটে এসেছে। এরা কাঁধের স্টেনগান আর মেসিনগান মাটিতে রেখে বুক চাপড়িয়ে 'ইয়া আলী, ইয়া আলী' করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার প্রতিটি সামরিক ছাউনী থেকে শুরু করে ট্রেঞ্চ আর বাংকারগুলোতে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। কিন্তু উপায় নেই গোলাম হোসেন! ইসলামাবাদের খোদ জঙ্গী সরকারেরই এখন পেরেশান অবস্থা। আল্লাহর মাইর, দুনিয়ার বাইর। টাকা টাকা করেই সেনাপতি ইয়াহিয়া একেবারে ঘাউয়া হয়ে উঠেছেন।

ঠিক এমনি একটা অবস্থায় করাচীতে আবার একটা জব্বর খবর রটে গেছে। পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোট ফেরৎ না পাওয়ায় জঙ্গী সরকার এবার পঞ্চাশ আর দশ টাকার নোটেরও হেই কাম করে দেবেন। আর যায় কোথায়? জাঁতির চোটে করাচীর স্টক এক্সচেঞ্জ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন বুঝুন কোথাকার water

কোথায় যেয়ে stand করবে। সেনাপতি ইয়াহিয়া বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আর একটা রেকর্ড করতে চলেছেন। ধ্যাৎতারি না বলে কবে না দেশের সমস্ত ধরনের মুদ্রাই বেআইনী করে বসেন। অবশ্য দিনকে দিন অবস্থা যে দিকে চলেছে তাতে সে অবস্থার আর বেশি দেবী নেই। কি সোন্দর তখন পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় Barter system চালু হবে। হেট্ গরু হেট্ বলে গলায় দড়ি লাগিয়ে গরু টেনে একজনের উঠানে দাঁড় করিয়ে দু'মন চাল নিতে হবে। গোটা দশেক লাউ এনে একসের সাবান কিনতে হবে কিংবা ছেলের অসুখ ভালো করবার জন্য ডাক্তার সা'বের কাছে একটা খাসী নিয়ে হাজির হতে হবে।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন অন্ধরে দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের দোস্ত দেশগুলোর আবার এর মধ্যে বাকিতে মাল দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কনসটিয়ামের দেশগুলো টাকা দেয়ার ব্যাপারে আও-শব্দ পর্যন্ত করছে না। আর এদিকে বাংলাদেশে মুক্তিফৌজের গাবুর মাইর শুরু হয়ে গেছে। বড় বড় গৌফওয়লা জেনারেলরা সব বাংলাদেশের আঁঠালে মাটির মধ্যে আটকা পড়েছেন। তারা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন— আইতে শাল যাইতে শাল— হ্যার নাম বরিশাল। এখন হেই বরিশালের পানিতে হব্বাই চুবানি খাইতাছে। আর বরিশাতে শুরু হয়ে গেছে। মানে কিনা গ্যান্জাম শুরু হয়ে গেছে। সবার মুখে এক কথা। “গিয়া, গিয়া সব তাবা হো গিয়া। হ্যায় ইয়াহিয়া তুম্নে ইয়ে কেয়া কিয়া?”

১৭

১১ জুন ১৯৭১

আগেই কইছিলাম হ্যাগো দিয়া কিছুই বিশ্বাস নাই। হ্যারা হগল কাম করতে পারে। কেননা সুযোগ পেলেই পাকিস্তানের এই নরপশুর দল যেমন নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পৈশাচিক বর্বরতার উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে পারে, তেমনি ক্যাদোর মধ্যে পড়লে এরা পা পর্যন্ত ধরতে দ্বিধা বোধ করে না। এখন সেনাপতি ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী সেই ক্যাদোর মধ্যে হুইত্যা আছে। আর তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার আজকাল আবোল-তাবোল বলতে শুরু করেছে। ২৫শে মার্চ রাতে বাংলাদেশের বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুরু করার পর যে হানাদার বাহিনী ঢাকা থেকে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিকদের বের করে দিয়েছিল, সেই হানাদার বাহিনী মাত্র একমাসের মাথায় আবার ছ'জন বিদেশী সাংবাদিককে দাওয়াত করে এনেছিল। কিন্তু জঙ্গী সরকারের কপালটাই খারাপ। এসব সাংবাদিকরা ভাগা একেবারে ফুট করে দিয়েছে।

বাংলাদেশে ভয়াবহ নরহত্যা আর নরপশুদের তাণ্ডবলীলার খবরে মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রস বিমান বোঝাই মেডিকেল সাহায্য পাঠালে যে ইয়াহিয়া সরকার এক সময় তা ফেরত দিয়ে সদৃষ্টে ঘোষণা করেছিল 'কৈ Aid কা জরুরত নেহী

হ্যায় ইয়ে সর্ব্‌ হমলোককা Internal Affair হ্যায়’- সেই ইয়াহিয়া সরকার এখন আন্তর্জাতিক রেডক্রস ছাড়াও বিশ্বের সমস্ত সাহায্য সংস্থার কাছে দরবার করে বেড়াচ্ছে। অবশ্য এরা হচ্ছেন জ্ঞান-পাগল। অর্থাৎ যে মুহূর্তে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার বুঝতে পারলো যে কাজটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে আর ভারতে চলে যাওয়া বাঙালি শরণার্থীদের জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে মাল-পানি আসতে শুরু করেছে, সেই মুহূর্তে কাঁউ কাঁউ শুরু করলে। ‘হে বাবা, অন্ধ নাচার বাবা, চাইট্রা ভিক্ষা দাও বাবা।’

যে মুহূর্তে ইয়াহিয়া সা’ব টের পেলেন যে জাতিসংঘ আর বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা সফর করবেন, সেই মুহূর্তে অন্তত দখলকৃত ঢাকা শহরের অবস্থা স্বাভাবিক দেখাবার জন্য আরও গোটা কুড়ি সামরিক ক্যাম্প খুলে কারফিউ উঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কেননা বিশ্ব ব্যাংক থেকে ইসলামাবাদে এর মধ্যেই একটা টেলিগ্রাম এসেছে ‘দেখ আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করো না। আমরা তদন্ত করে আসল ব্যাপারটা জানতে পারবই?’

যখনই জঙ্গী সরকার বুঝতে পারলেন যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষ্যামতা না দেয়া পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলো থেকে কি বলে মাল-পানি আসবে না, তখনই এদের ঘেঁটুরা ‘দেশপ্রেমিক’ আওয়ামী লীগ মেম্বারদের খুঁজতে শুরু করে দিলেন। কেননা নিজেদের ইসলাম-পছন্দ নেতারা তো ইলেকশনে পরাজিত হয়েছে।

কিন্তু এদিকে ধোলাই শুরু হয়ে গেছে ইসলামাবাদের সামরিক জান্তার উপর জাতিসংঘ আর পশ্চিমা দেশগুলোর জোর ধোলাই শুরু হয়েছে। চোর ধরা পড়লে পুলিশ যেমন করে কথা আদায়ের জন্য ধোলাই করে, অহন অন্ধরে হেই ধোলাই হইত্যাছে। কোবানির চোটে জঙ্গী সরকার হপ্পল কথা কইয়া ফালাইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন মানুষের চামড়া দিয়ে বানানো ভুগুগি বাজাতে শুরু করেছেন। আর কসাই টিক্কা রক্তমাখা হাত মুছে চোঙ্গা হাতে নিয়েছেন। মেসিনগানটা টেবিলের উপর রেখে রেডিওতে বক্তৃতা ঝেড়েছেন। আগের দফায় টিক্কা সা’ব মুক্তিফৌজের বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ ও ইপিআরের জওয়ানদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর বাঙালি শরণার্থীদের দরদে দিল জারে জার করে ফিরে আসবার জন্য call করেছিলেন। আর এবার বাঙালি কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, শিক্ষক, ছাত্র, মুক্তিফৌজ মায় রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের পর্যন্ত বাড়ি ঘরে ফিরে আসবার দাওয়াত করেছেন। টিক্কা বলেছেন, ‘আপনাদের জন্যে আঃ বাঃ ফ্রি অর্থাৎ কিনা আহার ও বাসস্থান ফ্রি’। এখন বুঝুন কোবানির চোটটা কি পরিমাণে হয়েছে।

এদিকে হানাদার বাহিনী লাল সাবুর উপর তুলা দিয়ে সাইন বোর্ড লিখে দখলকৃত এলাকায় বিশটা Reception counter খুলেছে। কোরবানীর খাসি যেমন করে জবাই করবার আগে ভালো করে গোসল করিয়ে জবাই করা হয়, এইড্যা অন্ধারে হেই ব্যাবস্থা। কাঁদবাম না হাঁসবাম! বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী পাঁচ লাখ নিরস্ত্র লোককে হত্যা, দুই কোটি লোকে বাস্তচ্যুত আর পঞ্চাশ লাখ লোককে সীমান্তের অপর পারে পাঠিয়ে দিয়ে

এখন আবার দাওয়াত দিয়ে Reception counter খুলে বসেছে। কি বিচিত্র এ দেশ সেলুকাস! নরখাদকদের বোঝা উচিত যে, নেড়ে বেলতলায় একবারই যায়।

হঠাৎ করে সেদিন ঢাকা শহর একেবারে সরগরম হয়ে উঠলো। ধূসর রংগের জিপগুলো সব মেসিনগান উঁচিয়ে গবর্ণমেন্ট হাউস অর কুর্মিটোলার মধ্যে জোর দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। জব্বর খবর। মেহেরপুর থাইক্য জব্বর খবর আইছে। সেখানে এক হাজার শরণার্থী ফিরে এসেছে। জেনারেল নিয়াজী হেলিকপ্টারে দৌড়ালেন। যেয়ে দেখলেন তার রাজাকারের দল Reception counter-এ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। এক হাজার লোক তারা ঠিকই পেয়েছে। রাতে তাদের ভালো করে খাওন-দাওনের পর হেই কামের জন্য নেয়া হয়েছিল। কিন্তু হায় আল্লাহ! এগুলো তো বাংলায় কথা কয় না, এগুলো উর্দুতে কথা কয়! নিয়াজী অক্সরে পিয়াজী হয়ে গেলেন। লগে লগে order দিলেন ওসব কিছু বুঝি না। 'হামকো বাঙালি রিফুজি চাহিয়ে। ও লোগ আগর নেহি আতা হ্যায় তো গাঁও সে পাকড়কে লাও।' তারপর বুঝতেই পারছেন হেগো কারবারটা।

বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় এখন জ্যান্ত লোক ধরবার জন্য হা-ডু-ডু খেলা শুরু হয়ে গেছে। জাতিসংঘের প্রতিনিধি আসার আগেই এসব Reception counter বাঙালি দিয়ে ভরে প্রমাণ করতে হবে যে, শরণার্থীরা পাকিস্তান পা-পা-পায়েন্দাবাদ বলে ফিরে আসতে শুরু করেছে। আর তা হলেই কাম ফুটবে। কোটি কোটি টাকার সাহায্য আসবে। 'হারবান দেখতে চমৎকার ভাই, হারবান দেখতে চমৎকার।'

আর এদিকে টিক্কা খান সবার উৎসর্গে টেক্কা মেরে দিয়েছেন। তিনি বাঙালি শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আপনারা আইস্যা দেখুন আপনাদের আত্মীয়স্বজনরা কি সোন্দর দেশ গঠনের কামে লাইফা পড়ছে।' আত্মীয়স্বজনরা বাঁচিয়া থাকলে তো কাম করবো? নাকি মরা মানুষও আইজ কাইল কাম করে!

কিন্তু বেচারা টিক্কা করবে কি? জাঁতি আর কোবানির চোটে অহন আর মুখ দিয়া অক্সরে খই ফুটতাছে। তাই টিক্কা সাব এখন সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন। উনি বৈষ্ণব হয়েছেন।

তাই আগেই কইছিলাম হেগো দিয়া কিছুই বিশ্বাস নেই। হেরা হগল কাম করতে পারে। হেরা যে কোনো দিন অক্সরে পগার পার হইতেও পারে। কেননা হেই টাইম তো আইস্যা গ্যাছে।

১৮

১২ জুন ১৯৭১

আজ একটা ছোট্ট কাহিনী দিয়ে শুরু করা যাক। সেটা ছিল ১৯৫৪ সাল। আমি তখন ঢাকার ওয়ারী এলাকায় থাকি আর একটা বাংলা কাগজে সাংবাদিকতা করি। প্রথম

সাধারণ নির্বাচনের ডামাডোলে সমগ্র পূর্ব বাংলা তখন সরগরম হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রায় হাজার কয়েক যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করে বসলো। কিন্তু তবুও হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী অভিযান অব্যাহত থাকলো। ঠিক এমনি একটা সময়ে ঢাকার নারিন্দা এলাকায় একটা জনসভায় গিয়ে হাজির হলাম। যুক্তফ্রন্টের সভা। তাই অসংখ্য লোক হয়েছে এ সভায়। একের পর এক বক্তারা সব বক্তৃতা করে গেলেন। এরপর সভা মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হলো, আপনাদের মধ্যে কেউ কিছু বলতে চাইলে আসতে পারেন। হঠাৎ করে দেখলাম গলায় মোটা তাবিজ লাগানো একজন ঢাকাইয়া ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে চোঁচিয়ে বললেন, ‘আমার কিছু কণ্ঠের আছিল।’

সভার উদ্যোক্তারা ভদ্রলোককে জায়গা করে সভামঞ্চে নিয়ে এলেন। এরপর শুরু হলো সেই বক্তৃতা। কেন জানি না আজ সতেরো বছর পরেও এ ঢাকাইয়া ভদ্রলোকের বক্তৃতা মনে রয়েছে। ভদ্রলোক শুরুতেই বললেন, ‘ভাইসব বাপ-মায়ে লেখাপড়া হিকায় নাই, তাই আপনাগো মতো লেখচার দিবার পারুম না। তয় আপনাগো কিছু মেছাল হুনা মু।’ পাশের লোককে জিজ্ঞেস করে জানালাম ‘মেছাল’ শব্দের অর্থ গল্প। বক্তা বলেই চলেছেন ‘আমাগো মহল্লার মইধ্যে এক ছ্যামরায় নতুন সাদা করছে। হেই ছ্যামরা অহন হউর বাড়ি যাইবো। খুব সাইজ্যা-গুইজ্যা রওনা হইছে। যাওনের আগে হের মায়ে কইলো ‘দেখ কাউল্যা, হউর বাড়ি যাইতাহোসমে কিত্তুক একটু শরিয়ত মাইনা চলিস।’ কাউলা কইলো ‘আম্মা এই শরিয়তটা কেন এলায় একটু বুঝায়া দেন।’ ‘আবে কাউলা হেইড্যা বুঝলি না? এই যে কিস্তি টুপিডা দিলাম, এইড্যারে মইরা গেলেও মাথায় থনে ফ্যালাইবি না। এলায় বুঝহস।’

ছ্যামরায় হউর বাড়ি অক্সফোর্ডের মইধ্যে। যাওনের টাইমে একটা নদী পার হইতে হয়। কাউল্যা যখন নাপ্ত দিয়া নদী পার হইত্যাছিলো, তখন আত্কা মাথার টুপিডা হাওয়ার চোটে অক্সরে উড়াল দিয়া পানির মধ্যে পড়লো। কাউলা তো মাথায় হাত দিয়া বইলো— এলায় করি কি? আম্মায় কইছে শরিয়ত ঠিক রাহিস। মাথার টুপিডা য্যান ঠিক থাকে। তাই অনেক চিন্তা করণের পর কাউলার মাথায় এক জব্বর প্ল্যান আইলো। হে করলো কি পেন্দনের তপনডা খুইল্যা মাথায় বাইন্দ্যা ফ্যালাইলো। হের পর ঘাটে নাইম্যা টিনের সুটকোসডা হাতে লইয়া হউর বাড়ি রওনা হইল। এদিকে হইছে কি কাউলার হাউড়ী ঝিড়কি দিয়া দেখত্যাছে এক পাগলায় মাঠের মধ্যে দিয়া হের বাড়ির দিকে আইত্যাছে। কাছে অওনের পর হাউড়ী অক্সরে ভিমড়ি খাইয়া পড়লো। কি লজ্জা, কি লজ্জা! এইডাতো পাগলা না— এইড্যা হের দামান্দ। এদিকে কাউলা চিল্লাইত্যাছে ‘আম্মা আমি কিত্তুক শরিয়ত ঠিকই রাখছি। গতর খালি অইলে কি অইবো, মাথার মইধ্যে কাপড় ঠিকই রাখছি।’

নরঘাতক ইয়াহিয়ার এখন কাউলার অবস্থা, গণতন্ত্রকে দলিত-মথিত করে, কয়েক লাখ আদম সন্তানকে নির্বিচারে হত্যার পর যখন বাংলাদেশ শাশানে পরিণত হয়েছে,

আর মুক্তিফৌজের আঙ্গারিয়া মাইরের চোটে যখন হানাদার বাহিনীর নাভিস্থাস শুরু হয়েছে আর অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ইসলামাদাদের জঙ্গী সরকারকে উন্মাদ করে তুলেছে, তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া ইসলাম, শরিয়ত আর সংহতির বিভ্রান্তিকর শ্লোগানকে সম্বল করে বিশ্বের দরবারে যেয়ে হাজির হয়েছেন। সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্ব ধিক্বারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের নায়ক জল্লাদ ইয়াহিয়া খান এখন ভগ্নমীর মুখোশ পরে কীটদষ্ট রক্তমাখা নরখাদকের চেহারাটা লুকাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিবেক জাগ্রত হয়ে তথাকথিত পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙালি জাতির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে বুলন্দ আওয়াজ তুলেছে, তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া পাঁচ লাখ মানুষের কংকাল মাথায় বিশ্বের দরবারে নির্লজ্জ আর বেহায়ার মতো এখনো চেষ্টা চলেছে ‘আমি কিন্তু শরিয়ত ঠিকই রাখছি— পেন্ডনের তপনডা খুলিয়া মাথায় বাইন্দ্য়া ফালাইছি।’ কিন্তু হায় ইয়াহিয়া, তুমি যে একবারে ন্যাংটা। তুমি আভি একদম ন্যাংগা হ্যায়। তুমিহারা শরিয়ত আওর হামলোগকা শরিয়ত্বে আস্মান-জমিনকা ফারাক হো গিয়া হ্যায়। তুমি আভি কাউলা বন গিয়া।

১৯

১৩ জুন ১৯৭১

সারছে রে সারছে! হেগো কামডা সারছে— সেনাপতি ইয়াহিয়া অকরে চিং হইয়া পড়ছে। ইসলামাদাদের জঙ্গী সরকার একবার চোখে মুখে সরষের ফুল দেখতে শুরু করেছেন। একাশি নম্বরের সামরিক বিজ্ঞপ্তি একবারে ব্যুমেরাং হয়ে নিজেদের গায়ে এসে লেগেছে। পাকিস্তানের ধ্বংস পড়া অর্থনীতিকে সামাল দেয়ার উদ্দেশ্যে আর বাঙালিদের শায়েস্তা করবার জন্যে সামরিক জাস্তা রাতারাতি পাঁচশ’ ও একশ’ টাকার নোট বেআইনী ঘোষণা করে যে বগল বাজিয়েছিলেন, সেই বগল অহন অকরে ফাইট্টা গেছে। করাচী থেকে একটা মার্কিন সংবাদ সরবরাহ সংস্থা খবর দিয়েছে যে, সেখানকার রাস্তাঘাট ও নালাগুলো হাজার হাজার পাঁচশ’ ও একশ’ টাকার নোটে ভরে গেছে। কি চমৎকার ব্যবস্থা। ইয়াহিয়া সরকার কলমের এক খোঁচায় ভানুমতীর খেল দেখিয়েছেন। আর খেল না দেখিয়েই বা উপায় কি? দিনকে দিন পরিস্থিতি যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে এখন যে একেবারে গ্যাড়াকলের অবস্থা।

এদিকে পেশোয়ার আর কোয়েটা থেকে খুবই খারাপ খবর আইছে। ইরান ও আফগানিস্তানের সীমানা বরাবর কাস্টমস Checking দারুণভাবে কড়াকড়ি করবার নির্দেশ হয়েছে। কেননা এলায় হেগো পালা। সেখানকার শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীরা সব সোনা পাচার করতে শুরু করেছে।

কেন আপনাগো আবার কি অইলো? এর মধ্যেই ইয়াহিয়া সরকারের উপর আস্তা

হারিয়ে ফেললেন? বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে পশ্চিমা শিল্পপতিদের ভাগো হ্যা রস্তুমের একটা অর্থ বুঝি। কেননা এখনকার কারবার লাটে উঠেছে। এছাড়া দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা এমনকি খোদ ঢাকা শহরেই যখন Action মানে কিনা গেরিলা Action শুরু হয়েছে আর মুক্তিফৌজের কোদালিয়া মাইর শুরু হইছে, তখন টাইম থাকতে কাইট্যা, পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু করাচী, লাহোর, কোয়েটা, পেশোয়ার থেকে পাত্তাড়ি গুটার অর্থডা কি? নাকি সেখানেও হেই কাম Begin হয়ে গেছে!

করাচীর কন্ট্রাকটরদের মাথা চামড়াতে শুরু করেছে। জুন মাসের মাঝামাঝি। তবু মাল-পানির দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত নেই। অর্থাৎ কিনা Government থেকে কোনো পেয়েটই হয়নি- হবার সম্ভাবনাও নেই। এর সঙ্গে সঙ্গে আবার এখন থেকে ব্যাঙ্কের টাকা তোলাই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন বুঝুন কেস্টা কি? বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ইয়াহিয়া সা'ব অঙ্করে পাগলা হয়ে গেছেন। পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে ধার-কর্জ পাওয়ার কোনো আশা নেই দেখে এবার 'মুসলমান, মুসলমান ভাই ভাই' শ্লোগান দিয়ে জঙ্গী সরকার আরব দেশগুলোর কাছে একটা Chance নিতে চাচ্ছে। করাচী আর ইসলামাবাদে এখন একেবারে সাজ সাজ রব উঠে গেছে।

শিল্পপতি আর ব্যাংকারদের একটি প্রতিনিধিদল সৌদী আরব, সিরিয়া ও কুয়েত সফরে যাবেন। সেখান থেকে ১০ কোটি ডলার ঋণ আসবে। গাছে কাঁঠাল, গৌফে তেল। নিজেদের Idea তে নিজেরাই ফান্স খাড়তে শুরু করেছেন। সৌদী আরবের কাছ থেকে ছ'কোটি আর সিরিয়া ও কুয়েতের কাছ থেকে চার কোটি- এই হচ্ছে একুনে দশ কোটি ডলার। বড় বড় গৌফ অর্থাৎ উড়ুওয়ালা জেনারেলদের মুখ থেকে লাল পড়তে শুরু করেছে। যদি আবার কিছু মাল-পানি কামানো যায়।

কিন্তু একি? মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো আবার এর মধ্যেই বাকিতে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদেরও ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে তো। নাকি তাও নাই? ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের স্টেট ব্যাংক অঙ্করে সাফা হওনের খবরেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলি কি ব্রাদার কসাই- থুঝু ব্রাদার ইয়াহিয়া একডা কাম করবাইন। হগ্গলেই যখন আপনারে ট্যাহা দিতে চায় না- তখন এলায় কাবুলীয়ালাগো কাছে একবার Chance লউন। আপনার পেয়ারা এম.এম. আহম্মকে এবার তোরখামে পাঠিয়ে দিন। কপালডা ভালো থাকলে কিছু মাল-পানি পেতেও পারেন। যা পারেন গুছিয়ে নিন।

কেননা এদিকে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা আর ঢাকায় জোর হ্যান্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা আর নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে আবার দিবি জয় বাংলার পতাকা উড়ছে। কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, সাতক্ষীরা আর সিলেটে বিজুর লাহান পোলাগুলা আরামসে মেসিনগান কাঁধে ঘুরতছে।

এদিকে আপনার হানাদার বাহিনীর সোলজাররা লুট করা টাকার শোকে আর মুক্তিফৌজের কোদালিয়া মাইরের চোটে আন্ধারের মধ্যে আইজ কাইল বাইর হওন বন্ধ

কইর্যা দিছে। হেরা তো শ্যাম। বাংলাদ্যাশে হেগো উপর আজরাইলে আছর করছে। কিন্তুক আপনার লাইগ্যা পরানডা অকরে ফাইটা যাইতাছে। সেইজন্য বলেছিলাম, সারছে রে সারছে। হেগো কামডা সারছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন অকরে চিং হইয়া পড়ছে। আর হুইত্যা হুইত্যা ছাড়তাছে। মানে কিনা সামরিক বিধি ছাড়তাছে। একাশিডা হইছে। আর উনিশডা হইলেই শ্যাম।

২০

১৪ জুন ১৯৭১

চেইত্যা গেছেন। লাহোরের জামাতে ইসলামীর নেতা মওলানা আবুল আলা মওদুদী অহন অকরে চেইত্যা গেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য বন্ধের প্রস্তাবের কথা শুনে মওলানা মওদুদী এখন একেবারে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, জাতীয় সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে ইয়াহিয়া সরকারের মার্কিন সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত। শুধু তাই-ই নয় মওলানা সা'ব আরও বলেছেন যে, নিকসন-সরকারের মুখের উপর মার্কিন সাহায্য ছুঁড়ে ফেলে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের এই মুহূর্তে তল্লিতল্লা গুটিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়া উচিত। পাকিস্তানী শিল্পপতিদের আদরের দুলাল মওলানা আবুল আলা মওদুদী এলায় গোষা করেছেন। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে সাহায্য আসার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় মওলানা মওদুদী আগে থেকেই মাথার ঘোমটা টেনে মেহেন্দি ঝাড়া দাড়ি লুকিয়ে অভিমান করেছেন। মওদুদী সা'ব করিৎকর্মা লোক। একবার লাহোরে তার জামাতে ইসলামী দল কাফের ফতোয়া দিয়ে প্রায় দশ হাজার কাদিমাত মুসলমানকে হত্যা করেছিল। শেষ পর্যন্ত সেখানে 'মার্শাল ল' জারি করে মেজর জেনারেল আজম খান জামাতওয়ালাদের ডাঙা মেরে ঠাণ্ডা করেছিলেন। আর নরহত্যার দায়ে বিচারে মওলানা মওদুদীর উপর ফাঁসীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী ভবিষ্যতে কামে লাগতে পারে এই আশায় ফাঁসীর নির্দেশ বাতিল করে দিয়েছিল।

এরপর জামাতে ইসলামী দলের মাইনে করা আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী তথাকথিত পাকিস্তানে মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জোর সুপারিশ করতে থাকেন। তাঁর মতে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা চালু করা উচিত। মেয়েদের লেখাপড়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। নাটক, সিনেমা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। চুরি ডাকাতির শাস্তি হিসেবে জ্যান্ত মানুষের হাত কেটে দোররা মারতে হবে, আর অমুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে 'জিন্মী' বলে ঘোষণা করতে হবে।

১৯৫৬ সাল। মওলানা আবুল আলা মওদুদী পৃথক নির্বাচনের শ্লোগানওয়ালা পতাকা কাঁধে ঢাকায় এসে হাজির হলেন। পল্টন ময়দানে বিরাট সভামঞ্চ তৈরী হলো।

৬৮

আলাদা ডায়নামা ফিট করে ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা। মঞ্চের উপর এক ইঞ্চি পুরু গালিচা পেতে সোফা সেট বসানো হলো। আর হজুরদের পানের পিক ফেলবার জন্যে কুলুক-দান আনা হলো। সভাক্ষেত্র একেবারে লোকে লোকারণ্য। হল্কুম দিয়ে উচ্চারণ করে চমৎকারভাবে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করা হলো। এর পর হজুর বাঙালি মুসলমানদের সবক' দেয়ার জন্যে যেই মাত্র উর্দুতে মুখ খুলেছেন। আর যায় কোথায়? মাইর রে মাইর- গাজুরিয়া মাইর। হজুর অকরে 440yds রেসে ফার্স্ট হইয়া গেলেন। এক দৌড়ে কাণ্ডান বাজারের কসাই পট্টি। এদিকে ভাঙ্গা সভামঞ্চের পাশে বেশি না আধফুট পরিমাণ ইটের স্তূপ আর কুলুক-দানগুলো উল্টে রয়েছে। পরদিনই মওলানা সাব লাহোর পালিয়ে গেলেন। চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে তার সাধের আম জলসার এই পরিণতি হলো।

এরপর মওলানা আবুল আলা মওদুদীর চোটপাট পশ্চিম পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকলো। আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে ক্ষমতায় আসলে জামাতে ইসলামী তাকে পূর্ণ সমর্থন দিলো। কিন্তু আইয়ুব খানের ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর এক লগে চারটা সাদী বন্ধ করণের আইনে হজুর খুবই খাপচুরিয়াস হয়ে উঠলেন। তাই আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সময় জামাত-আলারা শুধু একটা কামাই করলেন। সেটা হচ্ছে, রাস্তার ধারের সমস্ত ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর সাইন বোর্ড ভেঙে ফেললেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আসার পর মওদুদী সা'বের জামাত অকরে আল্লাদে আটখানা। কেননা আইয়ুব খানের যহন দুই ফাটফাট অবস্থা, তখন একটা চিঠি লিখে তিনি সেনাপতি ইয়াহিয়াকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হস্তান্তর করলেন। কি অদ্ভুত আর অপূর্ব ব্যবস্থা। সেই চিঠিটা বগলে করে সেনাপতি ইয়াহিয়া দিকি এসে গদীতে বসে দেশবাসীর প্রতি ফরমান ঝাড়তে শুরু করলেন। ছাগলের দুইটা বাচ্চা দুধ খায় আর বাকীগুলো এমনি আনন্দে লাফাতে থাকে। পাকিস্তানের মওদুদী, ভূট্টো দণ্ডতানার দল ছাগলের বাচ্চার মতোই ফাল পাড়তে শুরু করলেন।

১৯৭০ সালের পহেলা জানুয়ারি। সেনাপতি ইয়াহিয়া সমগ্র দেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম করবার পারমিশন দিলেন। মওলানা মওদুদীর খুবই খায়েশ ঢাকার পল্টন ময়দানে চৌদ্দ বছর পর একটা জলসায় তকবির ফরমাবেন। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। জামাতে ইসলামীর মাইনে করা কম্বীরা সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রং বেরং-এর অফসেটে ছাপা পোস্টারে ঢাকা শহর ছেয়ে গেল। চব্বিশটা বেবীট্যাকসিতে মাইক ফিট করে আমজলসার প্রচার করা হলো। বিরাট উঁচু ডায়াস তৈরি করে গালিচা পেতে আবার কুলুক-দানের ব্যবস্থা হলো। আর এবার ট্রাক বোঝাই করে চাকু, ছোরা ও লাঠি মসজিদের ওপাশটায় লুকিয়ে রাখা হলো। হজুরের আম জলসার এগুলো হলো সরঞ্জাম। এছাড়া মফস্বলের মন্ডব-মাদ্রাসা থেকে পাঁচ টাকা দিন হিসেবে বিনা ভাড়ায় ট্রেনে করে তালবেলেম আনা হলো। হাজার হাজার লোক পল্টনে এসে হাজির হলো।

সভার উদ্যোক্তাদের দিল আনন্দে একেবারে ভরে উঠলো। কিন্তু একি? মাইকে

অবিরাম চিৎকার করা সত্ত্বেও কেউই বসতে রাজী নয়। জলসার গুরুতেই চট্টগ্রামের জামাতে ইসলামীর আমীর উর্দুতে খালি একটা লাইন বলেছেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানরা সব হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। ব্যাস্ ওইখানেই Full Stop. বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আপনারা মনে করবেন না যে পানির বৃষ্টি। এটা হচ্ছে ইটের বৃষ্টি। আরে ইটের ইট! হাজারে হাজার ইট এসে পড়তে লাগলো। ওদিকে মাইকে অবিরাম চিৎকার হচ্ছে 'ভাইসব বদরের জঙ্গ শুরু হয়ে গেছে। আপনারা ইয়া আলী বলে লাঠি-ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।' কিন্তু কিসের কি? এদিকে নারায়ণ তকবির আর জয় বাংলা শ্লোগানের মধ্যে ইটের চোটে হাজারেরা সব মতিঝিলের দিকে ভাগোয়াট। লড়াই শেষ হলো। দু'জন নিহত আর ১০৬ জন আহত। বাঙালিদের জাত তুলে গালাগালি দেয়ার পরিণতি।

এটাই শেষ। এরপর মওলানা মওদুদীকে আর ক্রেন দিয়ে টেনেও ঢাকায় আনা যায়নি। ১৯৭০-এর ইলেকশনের রেজাল্ট হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে সাত আর বাংলাদেশে রসগোল্লা অর্থাৎ শূন্য। একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। এক ছেলে পরীক্ষায় Result out হবার পর বাপের কাছে Progress রিপোর্ট দেখাচ্ছে। বাপ বললো, 'ইংরেজিতে মাত্র চার পেয়েছিস।' ছেলেটা উত্তর দিলো 'হ্যাঁ'। এরপর বাপ আবার জিজ্ঞেস করলো, 'একি, অংক যে শূন্য পেয়েছিস।' ছেলেটা গম্ভীরভাবে জবাব দিলো, 'ইংরেজিতে ভালো Result করলে অঙ্কে একটা খাপসই হয়।' মওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামীর এবারের নির্বাচনে এরকমই Brilliant Result হয়েছে।

এহেন মওলানা মওদুদী যে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় হানাদার বাহিনীর কুফা অবস্থায় একটু চেইত্যা যাবেন তাতে ক্ষতি হবার কিছু নেই। এর মধ্যে মুক্তিফৌজ আবার অনেক কটা জামাত নেতাকে কোতল করেছে। আর বাকিগুলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই বলেছিলাম চেইত্যা গেছেন। লাহোরের জামাত ইসলামীর আমীর মওলানা মওদুদী অহন অঙ্কের চেইত্যা গেছেন।

২১

১৬ জুন ১৯৭১

ওদিকে দম্ মওলা কাদের মওলা হয়ে গেছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের ভাঙাটা ফুটা হয়ে গেছে। কত কষ্ট আর পেরেশানের মধ্যে প্যুান করা হলো। রাস্তাঘাটে যাতে করে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার চিহ্ন দেখতে না পায়, তার জন্যে হেলিকপ্টারে সফরের ব্যবস্থা হলো; অন্য কাজ বন্ধ রেখে বেছে বেছে ভদ্রলোকের মতো চেহারাওয়ালা আর চৌকশ কথা বলতে পারে এমন সব অফিসারদের পাঠিয়ে কসাইখানাগুলো- আরে নাঃ নাঃ নাঃ Reception counter- গুলো সাজানো হলো। আর কত কষ্টে গেরামের মধ্যে থেকে কিছু জ্যান্ত বাঙালি ধরে এনে রিফুজি হিসেবে দেখানো হলো। বেডাদের গোলাও-কোর্মা কত কিছু খাওয়াইয়া খুশি করা হলো! আর সেই বেডাঙলা কিনা মাত্র

ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে উল্ডা-পাল্টা কথা কইলো। কলিকাল, অহন অকরে কলিকাল পড়ছে। না অইলে, হের জাতভাইগো দিয়া কত রকমের কথা কওয়াইয়া হেগো চ্যাতইলাম। তবুও বেড়াগুলা অগুগা কথার মধ্যে আমাগো আসল কামডা সারলো।

হ্যা ঠিকই ধরেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের কথাই বলছি। বেচারি সদরুদ্দিন। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় Reception counter গুলোর ঝকঝকে তক্তকে অবস্থা দেখে চমৎকৃত হয়েছেন। বার বার করে সেই সার্টিফিকেটই দিলেন। বললেন, ইসলামাবাদ সরকার বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় আসল শরণার্থীদের জন্য জব্বর এন্ডেজাম করেছেন। ভাইয়া লোকসব 'হায় বাঙালি! হায় বাঙালি! বলে জিগির তুলেছেন। কেননা অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে বাঙালি শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে, বিশ্বের সমস্ত দেশের সাহায্য সব হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তাই দশ লাখ বাঙালিকে হত্যা, পঞ্চাশ লাখকে দেশত্যাগ আর দু'কোটি বাঙালিকে বাস্তবচ্যুত করবার পর সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন নতুন ভ্যাস্ ধরেছেন। তারস্বরে চিৎকার করেছেন, 'তাইসব আইস্যা পড়ুন। আইস্যা দেখফাইন, আনাগো লাইগ্যা কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করছি।' শুধু এখানেই শেষ নয়, জঙ্গী সরকার এবার জাতিসংঘের কাছ থেকে কিছু মাল-পানি কামাবার জন্য একটা নতুন প্ল্যান Submit করেছে। ইয়াহিয়া সরকার বলেছে, দেশের সংহতি রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে দু'কোটি লোককে বাস্তবচ্যুত করা হয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্যে টাকা চাই। কি অদ্ভুত এ অপূর্ব যুক্তি। একথাটা প্রকাশ করে প্রিন্স সদরুদ্দিন বলেছেন যে, টাকায় তার প্রতিনিধি এখন এই পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখছেন। ইয়াহিয়া সরকার এখন লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে কাঁপছেন। টাকা, টাকা করে হগ্গল কথাই ফাঁস করে দিয়েছেন।

এরা প্রথমে বলেছিল যে, ভারত সরকার মিথ্যে কথা বলছে। কোনো শরণার্থীই সীমান্তের ওধারে যায়নি। কলকাতার ফুটপাথ থেকে কিছু বেকার লোককে ধরে এনে শরণার্থী শিবিরে রেখে ভারত Propaganda চালাচ্ছে। কিন্তু যখন সমস্ত বিশ্ব একমত হয়ে মত প্রকাশ করলো যে, মানবজাতির ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এত বেশি শরণার্থী আর কোনো সময় দেশত্যাগ করেনি। অমনি সোনার চাঁদ পিত্লা ঘুঘুর দল বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় অকরে Reception counter খুলিয়া মেসিনগান- মাফ করবেন, মাইক ফিট করে বইস্যা রইলেন। আর সদর ইয়াহিয়া বলতে লাগলেন 'আসল পাকিস্তানীরা' ফিরে আসলে তার কোনোই আপত্তি নাই। যেমন উনি ধরে নিয়েছেন তার এই দাওয়াতের চোটে লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থী ফিরে আসবেন। শুধু তাই-ই নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিকও এসে হাজির হবেন। কি চমৎকার চিন্তাধারা। মুরগি ঠোঁটের মধ্যে চাকু লইয়া ফেকু ওস্তাগার লেনে অনেক পেরেশান কইর্যা কসাই-এর বাড়িতে হাজির হইলো। অহন খালি কষ্ট কইর্যা আড়াইডা পৌঁচ

দেওন বাকি আর কি!

এদিকে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এত দিনে কবুল করলেন যে, হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় বেশি না মাত্র দু'কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এদের দোহাই পেড়ে যদি জাতিসংঘের কাছ থেকে কিছু খসানো যায়। কেননা মাল-পানির অভাবে যে ওদের অবস্থা এখন একেবারে ছেরাবেরা হয়ে গেছে। হানাদার বাহিনীর লোকদের এর মধ্যেই পুরো বেতন দেয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। শতকরা পঁচিশ ভাগ বেতন আজকাল কি বলে Defence Savings Certificate-এ দেয়া হচ্ছে। এভাবে ভাড়াটিয়া হানাদার বাহিনীকে কতদিন ঠিক রাখা যাবে কে জানে? অবশ্য টিক্কা সাব' এদের বলেছেন, যা পারো লুটে নাও। কিন্তু কারবারটা আরেক জায়গায় খতর নাক হয়ে গেছে। পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোট বেআইনী করায় হানাদার বাহিনী এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন যে এতদিন ধরে তারা টাকা মনে করে যা লুট করেছিলেন—সেগুলো টাকা নয়—সেগুলো হচ্ছে কাগজ। তাই পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় একেবারে হাহাকার পড়ে গেছে। চারদিকে শুধু একটাই আওয়াজ 'ইয়া আল্লাহ্ গজব নাজেল হো গিয়া। হায় ইয়াহিয়া তুমনে ইয়ে কেঁউ কিয়া? যাক, যা বলছিলাম। সাংবাদিকরা হচ্ছে যত নষ্টের মূল। জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগাখান গত মঙ্গলবার পশ্চিমবাংলার রিকিউজি ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করতে গেলে সাংবাদিকরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে হেতাইনেরে অন্ধরে কাইজু কইর্যা ফেলাইছেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, কত শরণার্থী ফিরে গেছে? প্রিন্স একটু মিষ্টি হসে বললেন, 'তা তো বলতে পারি না। ওরা যে Figure দিয়েছে, সেটাই আমরা গ্রহণ করতে হয়েছে।' আবার প্রশ্ন হলো, 'ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা প্রভৃতি জায়গায় কি আপনি বাংলাদেশের ভয়াবহ চেহারা দেখেননি?' এবারে উত্তর এল, 'সেখানে এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো, তার চিহ্ন কি এত তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যায়। সেখানে আমি অনেক পোড়া ঘরবাড়ি দেখেছি।' লাখ লাখ সর্বহারা শরণার্থীদের মাঝ দিয়ে প্রিন্স সদরুদ্দিন যখন গাইঘাট শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করছিলেন, তখন হঠাৎ করে এক তরুণী—নাম তার হাসিনা— একটা এগারো মাসের বাচ্চা কোলে প্রিন্সের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার স্বামী সিরাজুল হক ছিলেন ঢাকার রমনা থানার দারোগা। ২৫শে মার্চ রাতেই নরপশুর দল রমনা থানা আক্রমণ করে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। আমার সোনার সংসার জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ক্যানো? কে এর জবাব দেবে? কে এর ক্ষতিপূরণ করবে?'

কোনো জবাবই দিতে পারলেন না প্রিন্স। শুধু ক্ষণিকের তরে চোখ দুটো তাঁর ছল ছল করে উঠলো। এরপর সদরুদ্দিন আগাখান সাংবাদিকদের বললেন, 'শরণার্থীদের দেশে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে সমস্যার সবচেয়ে সন্তোষজনক সমাধান।' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হলো, 'কিন্তু কেমন করে ফিরে যাবে?' প্রিন্স বললেন, 'আমি রাজনীতির বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চাই না। আমার এজেন্সি মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ।' বনগাঁ হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ শরণার্থীদের আত্ম চিৎকারে তিনি ক্ষণিকের তরে দো-মনা হয়ে পড়লেন। পকেটের সাদা

রুমালটা বের করে মুখের ঘাম মুছে বেড়ে গুয়ে থাকা যশোরের কোট চাঁদপুরের বৃদ্ধা পুঁটি মনির বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়া পা-দুটোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

আবার তাঁর যাত্রা শুরু হলো। এবার বয়ড়া সীমান্ত। কিন্তু পথেই হেলেধায় একদল শরণার্থী তাঁর গাড়ি থামিয়ে দিলেন। একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললেন, ‘মাত্র গত বুধবার যখন নরঘাতকের দল তার গ্রাজুয়েট ভাইকে মাটির নিচে গলা পর্যন্ত পুতে মেসিনগান চালিয়ে হত্যা করলো, তখন তারা নিঃস্ব হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে।’ দুপুরের কড়া রোদের বয়ড়া সীমান্তে দাঁড়িয়ে সদরুদ্দিন আগাখান দেখলেন তাঁর সামনে দিয়েই বাঙালি শরণার্থীদের কাফেলা এগিয়ে আসছে। ওরা হিন্দু নয়, ওরা মুসলমান নয়, ওরা মানুষ, ওরা আল্লাহর বান্দা। ওদের ফরিয়াদে খোদার সাত আসমান পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। তাঁর সঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, ‘শরণার্থীরা দেশে ফিরে গেলে আমি নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারি না। আমি তো আর Prophet নই।’ তাই বলেছিলাম ওদিকে দম মওলা, কাদের মওলা হয়ে গেছে। প্রিন্স সদরুদ্দিন অউগুগা কথার মধ্যে হেগো আসল কামড়া সাইর্যা ফ্যালাইছে।

২২

১৭ জুন ১৯৭১

আজ-আর একটা ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। মেয়ের বিয়ে। তাই মেয়ের বাবা তার হবু জামাই-এর চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিল। গ্রামের একজন মাতব্বর গোছের লোকের কাছে ছেলের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই মাতব্বর সাহেব বললেন, ‘পোলাখান অকরে সোনার লাখাল, তয় একটা কথা আছে।’

অদ্রলোক বললেন, ‘ছেলে যখন সোনার মতো তখন আবার এর মধ্যে কিন্তু রয়েছে কেন?’

–‘না, না, না, আমি কইছিলাম কি পোলাডা তো ভালোই, কিন্তু একটুকু পিয়াজ খায়।’

‘সে কি কথা আজকালকার ছেলেপেলে একটু পিয়াজ-টিয়াজ তো খাবেই।’

‘খালি পিয়াজ খাইলে তো আপনারে কোনো কিছুই কইতাম না।’

তার মানে?

‘না- এই আর কি? যখন একটুকু বেশি বাল্টাল্ দিয়ে গোস খায় তখন একটুকু পিয়াজ খাইতেই হয়, কি কন?’

‘আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আজকালকার ছেলেরা মাংস খাবে না সেটা কি করে সম্ভব?’

মাতব্বর সাহেব মাথাটা খাউজাইয়া বললেন, ‘না, কইছিলাম কি যখন একটুকু পানিটানি খাওনের খায়েশ হয়, তখন এই বাল্গোস খায় আর কি?’

মেয়ের বাবার চোখ জোড়া ততক্ষণে চশমা ভেদ করে প্রায় বেরিয়ে এসেছে। মাতব্বর ভদ্রলোক তখন মাটির দিকে তাকিয়ে ডান পায়ে বড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটির মধ্যে আঁচড় কেটে বললেন, ‘পোলাটার আবার এই কামডাতে একটুক Habit হইছে কিনা। কিন্তুক আপনে ডরাইবেন না। পোলাখান অঙ্করে সোনার লাখাল।’

সেনাপতি ইয়াহিয়ার এখন এই পোলার অবস্থা। মানুষ মারার ব্যাপারে তার আবার Habit হইয়া গেছে। উনি অহন চাকু-ছোরা লইয়া বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় Reception counter খুইল্যা বইয়া আছেন। কি বললেন Reception counter? কিন্তু এর আগে তো কখনও এ ধরনের জিনিস আর দেখিনি? ‘না- এই আর কি? পঞ্চাশ লাখ বাঙালিকে দেশের থনে খেদাইবার পর আবার দাওয়াত করতাহেন।’ কেন আবার দাওয়াত কেন? ‘মুরুব্বী গো কাছ থনে প্যালা খাইছে। অবশ্য পহেলা কইছিল- হেইগুলো বাঙালি রিফিউজি না- হেইগুলো কইলকাতার ফুটপাথের মানুষ। হের পরে কয়, না পঞ্চাশ লাখ না-হাজার চল্লিশেক হইবার পারে। এলায় যখন সমস্ত দুনিয়ার মাইনষে কইছে যে, পঞ্চাশ লাখ বাঙালিই হিন্দুস্তানে চইল্যা গেছে, তখন দম খিছচ্যা খালি দোয়া দরুদ পড়তাছে। তা বলছিলাম কি, এই বাঙালি লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিলো কেন?— ‘তাড়াতে হয়নি এরা নিজেরাই ভাগছে।’

‘কেন- ভাগবার মতো কি হয়েছিল?’

‘না বেশি কিছু না। এগো বাড়িঘর সব লুট কইরা জ্বালাইয়া দিছে।

‘এতেই লোকগুলো ভাইগ্যা গেল?’

‘না, সা’ব এগো বাজারের দোকানগুলো সব মোস্লেম লীগ, জামাত আর বেহারীরা দখল করলো?’

‘মিলিটারির কাছে কইলে তে বিচার করতো?’

‘কি কইলেন মিলিটারি করবো বিচার? হ-অ-অ মিলিটারি সোন্দর বিচার কাইর্যা হেগে জোয়ান মাইয়াগুলো লইয়া গ্যাছে।’

‘তা ওদের ছেলেগুলো কি করলো?’

‘হেই পোলাগুলো গুলি কইরা মাইর্যা ফ্যালাইছে। বাকিগুলো মুক্তিফৌজ হইছে।’

‘এতেই পঞ্চাশ লাখ লোক সীমান্তের ওপারে চলে গেল?’ বাকি লোক সব করলো কি?’

‘হেরা সব টাউন বন্দর আর রাস্তার দুই পাশ থাইক্যা গেরামের মধ্যে পলাইছে।’

‘এদের সংখ্যা তো আর বেশি হবে না?’

‘না- তেমন আর বেশি কি, কোটি দু’য়েক হইব আর কি?’

‘তাহলে এরা তো খেয়ে-পরে বাঁচবে, তাই না?’

‘তা তো কইতে পারি না- তবে এইটুকু কইতে পরি যে, গেরামের মধ্যে চাল হইতাছে একশ’ টিয়া মন, নুন পাঁচ টিয়া সের আর কেরাসিন গায়েব হইছে।’

‘তাহলে টাকা দিলে তো জিনিষ পাওয়া যায় কেমন কিনা?’

‘টিহা, টিহা পাইবেন কই?’ পাঁচশ’ আর একশ’ টিহার লোট আর চলে না। এক টিক্কা লোটের দাম পাঁচ সিকা হইছে— অহন তো জিনিস বদলা-বদলি শুরু হইছে। আমাগো ব্যাংকের কারবার আর নাইক্যা।’

‘তা এসব কথা ডি.সি.এস.পি.র কাছে বললেই পারেন?’

ডিসি, এসপি? হেগোতো মাইরা ফালাইছে, না হয় হেরাও ভাগ্ছে— অহন দাগী আর ‘বি’—কেলাসীগো ডি.সি. বানাইছে। হেরাই অহন আগের ডিসি, আর এসপি গো ধরবার লাইগ্যা ঘুইরা বেড়াইত্যাছে। এলায় কেমন বুঝতাছেন, হেগো কাম কারবার?’

‘এসব কেমন করে সম্ভব?’

‘হোনেন, কইতাছি। পাকিস্তানের মধ্যেই বাঙালিরা এত বেশি হইলো কেন?— আর বেশি যখন হইছোসই তহন আবার শেখ সাহেব-এ ইলেকশনে হগ্গল সিট লইলো কেন? খান কুড়ি সিট যদি ছাইড়া দিতো?’

কি বললেন, গণতন্ত্রের আবার সিট ছেড়ে দেওয়ার কি আছে— তাহলে গণতন্ত্র কিভাবে হলো?’

‘আরে আপনারে আর ক্যামতে বুজামু? পাকিস্তানে সম্ভব হইলো না হইলে দাগী আর ‘বি’ কেলাসিরা ডি.সি. হয়? আর ছোরা, চাকু, মেকিসগান সাজাইয়া Reception counter-এ হেগো দাওয়াত করে?’

তাই বলেছিলাম, ‘সেনাপতি ইয়াহিয়া খান সেনাপান অকরে সোনার লাখাল। কিন্তু একটু পেঁয়াজ খায় এলায় বুজছেন কারবারটা কি হইত্যাছে।’

২৩

AMARBOI.COM

১৮ জুন ১৯৭১

চেইত্যা গেছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের প্রচার যন্ত্রগুলো অহন অকরে চেইত্যা গ্যাছে। পশ্চিমা দেশগুলোর সংবাদপত্রে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার আসল খবরগুলো রোজ ফলাও করে ছাপা হওয়াতেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। করাচী বেতারকেন্দ্র এখন তিন ভাষায় উর্দু, বাংলা আর ইংরাজিতে গাল শুরু করেছে। Voice of America বলেছে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী মানবতা বিরোধী এক কল্পনাভীত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। জেনারেল ইয়াহিয়া বাঙালি শরণার্থীদের দেশে ফিরে যাবার যে আহ্বান জানিয়েছেন আর জেনারেল টিক্কা সবাইকে ক্ষমা করে দেবার যে ঘোষণা করেছেন তা’ চাডুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনো উন্নতিই হয়নি। লন্ডনের ‘ডেইলি মেল’ পত্রিকা বলেছে যে, এখন আমরা পরিস্কারভাবে বুঝতে পেরেছি কোন্ অবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত পঞ্চাশ লাখ বাঙালি দেশত্যাগ করেছে? ডেইলি মেল পাকিস্তান সরকারকে সন্ত্রাসবাদী সরকার হিসেবে আখ্যায়িত

করেছে। ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা লিখেছেন যে, সম্প্রতি জেনারেল ইয়াহিয়া একটা বৃটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের কাছে স্বীকার করেছেন যে, বাংলাদেশে তার সৈন্য বাহিনী খুবই দ্রুত Action নিয়ে চলেছে। 'ডেলি মিরর'র মন্তব্য, বাংলাদেশের ঘটনাবলী শুধুমাত্র উপমহাদেশের প্রতিজ্ঞিয়ার সৃষ্টি করবে তাই-ই নয়— এর ফলে বিশ্বশান্তি পর্যন্ত বিঘ্নিত হতে চলেছে।'

এদিকে 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা জাতিসংঘের কাছে আহ্বান জানিয়ে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশের সংকটের নিরসনের কথা বলেছেন। শুধু তাই-ই নয়— গার্ডিয়ান পত্রিকা ১৪ই জুনের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে জেনারেল ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশে নিধনযজ্ঞ বন্ধ করে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন। গার্ডিয়ান পত্রিকা অবিলম্বে বাংলাদেশে শরণার্থীদের ফিরে যাবার পরিস্থিতি সৃষ্টির কথা বলেছেন। গডিয়ানের মতে পাকিস্তানের বর্তমান সংকট কোরিয়া, ভিয়েতনাম, প্যালেস্টাইন আর বায়ফ্রোর চেয়েও ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ।

এরপর আবার বিবিসি এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, দিন দশেক বিরতির পর আবার লাখ লাখ শরণার্থী বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে শুরু করেছে। আর যায় কোথায়? সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের প্রচারযন্ত্রগুলো একেবারে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে। অবিরাম ভাবে প্রলাপ বকে চলেছে। এই প্রলাপের ফাঁকে যেটুকু কথা পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় যে, করাচী বেতন থেকে শুরু করে জঙ্গী সরকারের সমস্ত প্রচারযন্ত্রগুলো অহন অন্ধরে ঘাউয়া হয়ে পড়ে গেছে। কেননা এখন এদের একটা মাত্রই দায়িত্ব যে, দুনিয়াকে বোঝানো বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে আর কেউই সীমান্ত পার হচ্ছে না। বরং হাজার হাজার শরণার্থী এখন বগল বাজাতে বাজাতে ফিরে আসছে।

কিন্তু মেহেরপুরে এক বাজার শরণার্থী ফিরে আসবার খবরে টিক্কা-সরকার একেবারে আহ্বাদে আটখান হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন তার বক্তৃতা আর রেডিও গায়েরী আওয়াজের propaganda-র চোটে সব ফিরে আসতে শুরু করেছে। ভালো করে Enquiry-র পর যখন দেখা গেল, যারা ফিরে এসেছে তারা তন্দুর রুটি আর শিক কাবাব খায়, তারা ডাহিনা মুড়া দিয়া ল্যাহে আর গোসলের কারবার করে না; তখন টিক্কা সা'ব অন্ধরে চিং হইয়া পড়ছেন। অহন উপায়?

সংগে সংগে Order হলো, বর্ডার সিল করে Bunker বানিয়ে শরণার্থী যাওয়া বন্ধ করো। আর গ্রামের মধ্যে থেকে বাঙালি ধরে এনে Reception counter ভরে ফেলো। দিন কয়েক কারবার ঠিকই চললো। কিন্তু তার পরেই শুরু হলো মুক্তিফৌজের ক্যাচকা মাইর। মাইর রে মাইর— মাইরের চোটে মছুয়াগো লাশ ফালাইয়া সব ভাগোয়াট। কিন্তু ভাগোয়াট মছুয়ারা গ্রামের মধ্যে নিরস্ত্র মানুষের উপর অত্যাচার চালালো। ফলে আবার লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থী সীমান্ত পাড়ি দিতে শুরু করলো। বেচারী B.B.C. এই শরণার্থীদের সীমান্ত পাড়ি দেবার খবরটা শুধু ফাঁস করে দিয়েছে। আর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও

আমেরিকার টেলিভিশনে এসব ছবি দেখাতে শুরু করেছে। তাই জঙ্গী সরকার এখন গরম ঝাড়তে শুরু করেছেন। পশ্চিমা দেশগুলোর সংবাদপত্রের উপর ইয়াহিয়া সরকারের প্রচারযন্ত্রগুলোর বেধড়ক চোটপাট শুরু হয়েছে। হলুদ রং-এর চশমা পরে এরা সমস্ত দুনিয়াটাকেই এখন হলদে দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু গোলাম হোসেন, উপায় নেই গোলাম হোসেন। World Bank-এর একটা টিম সম্প্রতি চিটাগাং-এ গিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে, হানাদার বাহিনী বেয়নেটের আগায় চিটাগাং পোর্টে কিছু অধ্যাপক আর শিক্ষিত লোককে কাজ করতে বাধ্য করেছে। বিশ্ব ব্যাংক টিম আরো দেখেছে যে, প্রায় শ'খানেক অবাঙালি শ্রমিক একটা কাপড়ের কল চালু করবার জন্য কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই না চালিয়ে যাচ্ছে! ইপিআইডিসির একটা শিল্প প্রকল্পের সমস্ত শ্রমিকদের সংগে জাপানি কারিগরেরাও ভেগে গেছেন। সেখানে কিছু তেলাপোকা আর ইঁদুর ছাড়া আর কিছুই নেই।

বিশ্ব ব্যাংকের তদন্তকারী টিম একটা ট্যানারিতে যেয়ে হতবাক হয়ে দেখলেন কাঁচা চামড়া পাহাড় হয়ে পড়ে রয়েছে আর তার দুর্গন্ধে আশে পাশে এতনো যাচ্ছে না। মার্চ মাসের পর কোনো আদম সন্তানই এ ট্যানারিতে পা বাড়ায়নি। তাই বিশ্ব ব্যাংক টিমের সদস্যরা চট্টগ্রাম শহরের মাঝ দিয়ে যাবার সময় জনশূন্য নগরী ও ধ্বংসস্থপগুলো দেখে অবাক বিশ্বয়ে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁরা বুঝলেন যে, ইসলামাবাদের আলোচনা আর সরেজমিনে তদন্তের মধ্যে আসমান-জমিনের ফারাক। এসব ঘটনার আন্দাজ করেই এদিকে জাপান সরকার ঘোষণা করেছেন সব কিছুইর পরিষ্কার রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে সাহায্য দেয়া সম্ভব হবে না। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জঙ্গী সরকারকে সাহায্য করার ব্যাপারে তুমুল বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলেছিলাম চেইত্যা গেছেন। হানাদার বাহিনীর আসল কাণ্ড-কারখানার কথা ফাঁস কইর্যা দেয়ায় সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের প্রচারযন্ত্রগুলো পশ্চিমা সংবাদপত্রের উপর অক্লরে চেইত্যা গেছেন।

২৪

১৯ জুন ১৯৭১

ঝিমাইতেছেন। আমাগো জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'ব আইজ কাইল ঝিমাইতেছেন। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের কাজকারবার দেইখ্যা ভুট্টো সা'ব পহেলা গরগর করছেন। হের পর অভিমান করছিলাইন। হ্যাষে গোদা কইর্যা বইস্যা ছিলেন- আর অহন ঝিমাইতেছেন। একটা ছোট গল্পের কথা মনে হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। ঢাকার মণ্ডলবী বাজারে এক ছ্যারায় মুরগি বিক্রি করতে এনেছে। মুরগিটার চুনা ব্যারাম হয়েছিল। তাই দুর্বল হয়ে পড়ায় একেবারে নেতিয়ে পড়ে ঝিমাইছিল। এর মধ্যে একজন গ্রাহক এসে জিজ্ঞেস করলেন, এই ছ্যাড়া মুরগি বেচবি নাহি? তা কত লইবি?'

ছেলেটা তড়িৎ উত্তর দিলো, ‘আপনার কাছে থোনে আর কত লইমু— সাতসিকা পহা দিয়েন কি? শেষ পর্যন্ত দরাদরির পর পাঁচ সিকায় রফা হলো। কিন্তু মুরগি নেয়ার আগের মুহূর্তে গ্রাহক ভদ্রলোক লক্ষ্য করে দেখলেন মুরগিটা অবিরামভাবে ঝিমুচ্ছে। তাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘আরে কি হইলো? তোর মুরগি দেহি খালি ঝিমাইতেছে।’ ছেলেটা ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, ‘আরে কি কন সাব? মুরগি অন্ধরে ফাষ্ট কেনাস। তয় বুঝছেন নি, কাইল এই মুরগিটা হারা রাইত ধইর্যা কাওয়ালী হনছে। তাই রাইতে ঘুম না হওনেই মুরগিটা অহন একটুকখানি ঝিমাইত্যাছে। জ্ঞান মোহাম্মদ কাওয়ালের কাওয়ালী আপনেও যদি কাইল হারা রাইত ধইর্যা হনতেন, তা হইলে অহন আপনেও ঝিমাইতেন কিনা কন?’

ভুট্টো সা’ব এখন মুরগি হয়েছেন। গত আড়াইমাস ধরে তাঁর নেতা সেনাপতি ইয়াহিয়ার কাগজকারখানা দেখে এখন তিনি ঝিমাইতে শুরু করেছেন। বেচারা এতদিন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন যে, বাঘে একবার রক্তের গন্ধ পেলে মানুষের খোঁজে পাহাড় থেকে ধান ক্ষেতে নেমে আসে। তখন সেই বাঘকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার যখন একবার ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষেমতার স্বাদ পেয়েছে, তখন এদের হত্যা না করা পর্যন্ত যে এরা গদী ছাড়বে না— সে কথাটা ভুট্টো সা’ব এতদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

বেচারা ভুট্টো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কত প্ল্যানই না করলেন? একবার বুদ্ধি করলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি আর পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ যখন বেশি সিট পাইছে তখন দু’এলাকায় দুটো দল ক্ষেমতায় আসলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। আর সেনাপতি ইয়াহিয়ার সামরিক কাহিনী যখন পাকিস্তানে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল, তখন কেন্দ্রের ক্ষেমতাটা ওদের হাতে ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু যত নষ্টের গোড়াই হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান। এ লোকটা খালি গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে চোঁচিয়ে সমস্ত কেসডাই মার্ভার করে দিলো। Election-এ যখন জিতেছিস তখন ক্ষেমতায় যাওয়াটাই তো আসল কথা। তা’না, উনি খালি নীতি-বাক্য আর জনসাধারণের কথাই বলে চললেন। কি রে বাবা, জনসাধারণের কাজ তো Election-এর আগে— ভোট দেয়ার সময়। Election-এর পরে কোন ব্যাটা আহম্মক জনসাধারণের কথা চিন্তা করে?

এরপর ভুট্টো সাব মেলিটারি পাহারায় ঢাকায় এলেন। Hotel Intercontinental-এর চারপাশে ফুলের বাগানের মধ্যে পাকিস্তানী আর্মি জোয়ানরা মেসিনগান হাতে পজিশন নিলো। হোটেলের গেটে এক দল মেলিটারি গার্ড বসালো। Lift-এ দু’জন পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে রইলেন। আর সাদা পোষাকে Foreign Trained অবাঙালি কমান্ডোরা Hotel Intercontinental-এর এগারো তলায় গিস্ গিস্ করতে লাগলো। এমনকি ভুট্টো সা’বের থাকার বিরাট স্যুটটায় মধ্যে পর্যন্ত জনা কয়েক পাঞ্জাবি Commando ডিউটিতে রইলো। আর দু’জন পাকিস্তানী আর্মি ক্যাপ্টেন হৃগ্গল সময়

ভূট্টো সা'বের লগে ছায়ার মতো ঘুরতে লাগলো। এই নাহলে জননেতা? এতদিনে ধইর্যা হনছিলাম Commando রা জঙ্গলে লড়াই করে। অহন ভূট্টো সা'বের বদৌলতে পাকিস্তানী Commndo-রা দিব্বি ঢাকার Intercontinental-এ লড়াই করবার জন্য ঘাপটি মাইরা রইলা। ভূট্টো সা'বের জনপ্রিয়তা দেখে বিদেশী সাংবাদিকদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। এ কি রে বাবা! মধ্যপ্রাচ্য কিংবা আফ্রিকাতেও তো এ ধরনের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়নি।

জেদ বড্ড ভয়ংকর জিনিষ। ভূট্টো সা'ব সেই জেদের বশবর্তী হয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়ার বাঙালি হত্যার সমস্ত পরিকল্পনা আর দুরতিসন্ধিতে সায় দিলেন। ২৬শে মার্চ একটা মিলিটারি জিপে 'ভূট্টো জিন্দাবাদ' করতে করতে একদল হানাদার সৈন্য ভূট্টোকে করাচীগামী একটা বিমানে তুলে দিলো। ভূট্টোকে দিয়ে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের যেটুকু কাজ দরকার ছিল, সে কাজ হয়ে গেছে।

সপ্তাহ দু'য়েক পরে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো রাগে গরুগরু করে এক বিবৃতি ঝেড়ে বললেন, 'আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষণার পর আমার পার্টি হচ্ছে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক পার্টি। তাই অবিলম্বে এই পিপলস পার্টির হাতে ক্ষমতা দিতে হবে।' কিন্তু ওদিক থেকে তখন No Reply হচ্ছে। সেনা মাত্র ৪৮ ঘণ্টার লড়াই-এ বাংলাদেশ দখলের যে স্বপ্ন সেনাপতি ইয়াহিয়া দেখেছিলেন, তা ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে। কয়েক হাজার হানাদার সৈন্য বাংলাদেশে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছে। আর বাকি সৈন্যরা বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাকো মধ্যে আটকা পড়ছে। এই অবস্থায় গুরু হয়েছে মুক্তিফৌজের মাইর।

মাস দু'য়েক পরও যখন বাংলাদেশের কোনো ফয়সালা হলো না, তখন ভূট্টো সা'ব অভিমানের সুরে এক বিবৃতি ঝেড়ে বললেন, 'শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। আর এই অঞ্চলে পিপলস পার্টি যখন বেশি সংখ্যক আসন পেয়েছে, তখন এই পার্টির কাছেই ক্ষমতা দেয়া উচিত।' কিন্তু কিসের কি? তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া দেশের ধসে পড়া অর্থনীতিকে বাঁচাবার জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশের কাছে ভিক্ষার বুলি নিয়ে হাজির হয়েছেন। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে রফতানীর পরিমাণ একেবারে শূন্যের কোঠায় যেয়ে পৌছেছে। স্টেট ব্যাংকের তহবিল অকুরে সাফা।

এরপর গুরু হলো পশ্চিমা দেশগুলোর পালা। বাংলাদেশের অবস্থা যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে পঞ্চাশ লাখ শরণার্থী দেশে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করো; আর একটা রাজনৈতিক সমাধানে আসো। দু'দল সাংবাদিককে জঙ্গী সরকার দাওয়াত করে আনলেন। কিন্তু এরা কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দিলেন, তাতে সমস্ত সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এরপর আটজন পশ্চিম পাকিস্তানী সাংবাদিক বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা ঘুরে এলেন। কিন্তু এর মধ্যে একজন এন্টনি ম্যাসকারেনাস আবার বউ পোলাপান লইয়া লভনে ভেগে যেয়ে Sunday Times-এ এক Report দিয়ে

ইসলামাবাদ সরকারকে অন্ধরে হোতাইয়া ফলাইছেন। অবার বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিদল সফর করতে এসে অবস্থা দেখে ভিম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছেন। আর জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগাখান তো বলেই দিয়েছেন, ‘শরণার্থীরা দেশে ফিরে গেলে এদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারি না।’ হৃগ্‌গলের শেষে আইলেন বৃটিশ পার্লামেন্টারি দল।

ভূট্টো সা’ব এলায় গোস্‌সা হয়ে এক Statement ঝাড়লেন। ‘এটা পাকিস্তানের পক্ষে খুবই অপমানজনক। আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এভাবে বাইরের শক্তিকে নাক গলাতে দেয়া উচিত নয়।’ কিন্তু ইয়াহিয়ার যে উপায় নাইক্যা। যে গাই দুধ দ্যায় হের লাখিডাও তো মিডা লাগে। অহন যে সা’বের মাল-পানির দরকার হইছে, বুঝছেন। তাই আড়াই মাস ধরে কাওয়ালী হইন্যা অর্থাৎ কিনা ইয়াহিয়া সা’বের কায়-কারবার দেখবার পর জুলফিকার আলী ভূট্টো অহন অন্ধরে ঝিমাইয়া পড়ছেন।

আর ঝিমাইতে ঝিমাইতে একটা বিবৃতি ঝাড়ছেন, ‘বাজেট লইয়া ব্যস্ত থাহনের জন্য ইয়াহিয়া সা’বের ক্ষেমতা হস্তান্তরের কাম্‌ডা একটুক দেবী হইতাছে। না হইলে ওনার মনডা খুবই পরিস্কার। খালি কতকগুলো অফিসার, ব্যবসায়ী আর হারু পার্টির দল তেহাইনরে ভুল পথে চলাইতেছে।’ তাই বলেছিলাম ভূট্টো সা’ব এলায় মুরগি বন্‌ গিয়া। হেই মুরগির আবার চুনা-বিমার হইছে। তাই সা’বে আইজ-কাইল সিঙ্কুর লারকানায় বইস্যা শুধু ঝিমাইতছেন।

২৫

২০ জুন ১৯৭১

‘যব দিল হি টুট গিয়া, ম্যায় হি কে কেয়া কর?’ ‘যহন মনডাই ভাইক্যা গেছে, তহন বাইচ্যা থাইক্যা আর লাভ কি?’ সেনাপতি ইয়াহিয়ার দিল্‌ডা অন্ধরে ফাতা ফাতা হইয়া গেছে। অনেক বুদ্ধি আর প্রচেষ্টার পর বাংলাদেশের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিয়ে ইয়াহিয়ার দূত এম.এম. আহম্মদ এইড পাকিস্তান কনসার্টিয়ামে কয়েকশ’ কোটি টাকা ধার করবার যে দরখাস্ত করেছিলেন তা অহন অন্ধরে চাংগে উঠছে। কনসার্টিয়ামের চেয়ারম্যান মিঃ পি.এম. কারঘিল একটা ছোট্ট চিঠিতে সেনাপতি ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত নতুনভাবে মাল-পানি ঝাড়া সম্ভব নয়। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা বলতে কি বুঝায়, হেইডাই ইয়াহিয়া সা’বের দেমাগে আইতাছে না ইসলামাবাদের শাসকচক্রের মতে পাকিস্তানে বছরের পর বছর ধরে সামরিক শাসন চালু থাকাটাই তো স্বাভাবিক অবস্থা? এর আগে তো সামরিক শাসন চালু থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা দেশগুলো থেকে অবিরাম সাহায্য এসেছে? এমনকি মস্কো-পিকিংও টাকা পয়সা দিতে কসুর করেনি। কিন্তুক এই বছর এইড্যা কি কারবার হইতাছে? বাংলাদেশের ব্যাপারটা তো Internal Affair?

‘হায় হায় হামি ইডা কি করছিनु রে? হামি ক্যা নানীর বাড়ীত্ আচ্ছিनु? হামি ক্যা এই বোকামী করিছিनु রে?’ গল্পটা তাহলে বলেই ফেলি। মহা ধুরন্ধর ছেলে। তার দুষ্টামীতে শুধু বাড়ি নয়, সমস্ত পাড়াটা পর্যন্ত অস্থির। এহেন ছেলের খতনা করানোর ব্যাপারে বাপ-মা খুবই বিপদের মধ্যে পড়লেন। দু’তিনবার চেষ্টা করে বিফল হইবার পর ছেলের নানীর শরণাপন্ন হলেন। কাছেই নানীর বাড়ি। নানী খতনা করানোর সমস্ত ব্যবস্থা করে নাতিকে পিঠা খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। অনেক ধনস্তাধনস্তির পর কারবার হয়ে গেলে ছেলেটা চিৎকার করে বলতে লাগলো, ‘হায়, হায় হামি ইডা কি করছিनु রে? হামি ক্যা নানীর বাড়ীত্ অচ্ছিनु রে? হামি ক্যা এই বোকামী করিছিनु রে?’ সেনাপতি ইয়াহিয়ার এখন সেই অবস্থা। বেচারী এখন চিৎকার করে বলছে, ‘হামি ক্যা ইলেকশন দিছিनु রে? হামি ক্যা এক মাথা এক ভোট করছিनु রে? হামি ক্যা এই বোকামী করনু রে?’

সমস্ত গণতান্ত্রিক বিশ্ব এখন শুধু একটা কথাই বলছে যে, ‘নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সৈন্য প্রত্যাহার করো। তাহলেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।’ কিন্তু ওরা উডা বুঝবার পারে না, হামি যে ভোগা মারছিनु রে। হামি ভাবছিनु হামাগোরে দালালরাও তো কিছু সিট পাবি? ফ-কা, ফরিদ-মুহম্মদ-সবুর-আজম সবই যে Election-এ শুড়া হবি- ইডা ক্যাংকা করে হয়? হামার লোকজন যে সবাই হারু পার্টি হয়ে গেল? অহন উপায়! পাকিস্তানের পার্লামেন্টের ৩১৩ ডা সিটের মাইন্ডে শেখের বেডাই যে ১৬৭ডা পাইছে। আর হেতাইনুমা অহন আমারে বুদ্ধি দিতাছে হের কাছে ক্ষেমতাডা দিয়া দেই আর কি? তম-তম বাংলাদেশ ছাড়াও গোড়াল পাকিস্তানডাই তো শেখের হাতে যাইবো? তা হইনে আমরা কি বুড়া আঙ্গুল চুসবাইম?

এ হেন অবস্থাতে সেনাপতি ইয়াহিয়া একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষেমতা হস্তান্তর ছাড়া বাংলাদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে বুঝাবার জন্য সমস্ত রকমের ফন্দি আটলেন। প্রথমে মুক্তিফৌজের ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর পুলিশদের ডেকে পাঠালেন। তারা এল বটে। কিন্তু তারা গেরিলার বেশে এসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে গেল। এরপর সেনাপতি ইয়াহিয়া হঠাৎ করে বললেন, ‘মাফ করে দিলাম। আপনাদের সব মাফ করে দিলাম। বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-মজুর, ডাক্তার, এডভোকেট, আওয়ামী লীগ নেতা মায় মুক্তিফৌজ পর্যন্ত ফিরে এসে দেশ গঠনের কাজ করুন।

দিন কয়েকের মধ্যে দখলকৃত এলাকার শ’খানের ব্রিজ আর কালভার্ট উড়ে গেল। এবার সেনাপতি ইয়াহিয়া বাঙালি শরণার্থীদের জন্য বিশটা Reception counter খুলে পোলাও-কোর্মা পাকিয়ে বসে রইলেন। মুক্তিফৌজের গেরিলারা ৫৯ জন হানাদার সৈন্য জ্যান্ত ধরে নিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সেনাপতি মহাশয় বিশেষ করে হিন্দু রিফিউজিদের দাওয়াৎ করে বসলেন। সবাই কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে চুলকিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে

বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আগেই রিপোর্ট এলো মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাচকা মাইর আরো জোরদার হয়েছে। ঢাকার আশপাশেই এখন বিকুণ্ডলা ঘুইর্যা বেড়াইতেছে। Situation এখন Normal হওয়ার বদলে দিনকে দিন আরো Abnormal হইতাছে। হানাদার বাহিনীর কয়েক হাজার ঘুমাইতেছে। মানে কিনা হেই ঘুম আর ভাংবো নাইক্যা।

আর হাজার দশেক জখমী হইছে। বাকিগুলো আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতাছে। হেইদিন ঢাকায় এক ক্যান্টেন বারো কপি ফটো তুলিয়া গুজরানওয়ালাতে আত্মজ্ঞানের কাছে পাঠাইছে— ‘যদি আর ফিরতে না পারি।’ কারবারটা এলায় ক্যামন বুঝতাছেন?

আল্লাহ্ মাইর, দুনিয়ার বাইর। বাংলাদেশ আক্রমণের মাত্র এক মাসের মাথায় ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের ভগ্নদূত এম.এম. আহম্মদ এইড-পাকিস্তান কনসার্টিয়ামকে জানালো যে, তাদের পক্ষে জুন মাসের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার ধার পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এখন হাত খুবই টান। কনসার্টিয়ামের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের লক্ষ কুঁচকে গেল। ব্যাপারটা কি? তাহলে তো ডাল মে কুচ্ কালো মালুম হোতা হয়। ৩০শে এপ্রিল প্যারিসে কনসার্টিয়ামের এক বৈঠক হলো। বৈঠকে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনার মিঃ সার্জেন্টকে অমূল্য জানিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হলো। মিঃ সার্জেন্ট ধীর স্থির ভাবে ২৫শে মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের ঘটনার হুবহু বর্ণনা দিয়ে বললেন, অবস্থা যা চলছে তাতে নতুন করে ধার দেয়া তো দূরের কথা আগের টাকাই পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। শ্যাষ— মানে কিনা পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা অকরে শ্যাষ হইয়া গেছে। অহন হেইখানে Mango আর Gunny কমি হগ্গলই যাইবো। সুদ তো দূরের কথা আসলডাও আর পাওয়া যাইবে না। এই রিপোর্টই কাম হইলো। কনসার্টিয়ামের চেয়ারম্যান মিঃ পি.এম. কারগিল ইসলামাবাদের আইস্যা হাজির হইলেন।

কারগিল সা’বে যাওনের সময় করাচীতে কইলেন, ‘এইডের কথা কইতে পারি না, তয় চাল ডাল দিতে পারি।’ এরপর ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটলো। বিশ্ব ব্যাংকের একটা প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদ আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা সফর করলেন। ফিরে যেয়েই রিপোর্ট দিলেন ‘Case’ খুবই খারাপ। ‘ইয়াহিয়া সরকারকে কোনো রকম সাহায্য দেয়া পশ্চিম দেশগুলোর উচিত হবে না।’ নিউইয়র্ক টাইমসের এই খবরে ইসলামাবাদে অহন Black out হইছে। মানে কিনা শোকের ছায়া পড়ে গেছে। এর আগেই সুইডেন সরকার জঙ্গী সরকারকে সমস্ত রকমের সাহায্য দান বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছেন। আর এইড পাকিস্তান কনসার্টিয়ামের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেছে।

এদিকে ফরমোজার প্রেসিডেন্ট চিরাংকাইশেক বলেছেন যে, ‘সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়সাল হচ্ছেন স্বাধীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা।’ সেই সৌদী আরবের

বাদশাহ ইয়াহিয়া সা'বের কাছে নসিয়ার গুড়ার মতো তিন কোটি টাকা সাহায্য পাঠিয়ে সমর্থন দিয়েছেন। আর যায় কোথায়? রেডিও গায়েরী আওয়াজ থাইক্যা হেই কথাডাই বার বার কইর্যা চিল্লাইত্যাছে। কিন্তুক খোদ ইয়াহিয়া সা'বে অহন বিছানার মইধ্যে হুইত্যা পড়ছেন। আর হুইত্যা হুইত্যা কইত্যাছেন, 'হায়! হায়! হামি ইডা কি করছিনু রে? হামি ক্যা ইলেকশন দিছিনু রে? হামি ক্যা এই বোকামী করনু রে? হামি ক্যা নানীর বাড়ীত্ আছিনু রে?' যব্ দিল হি টুট গিয়া ম্যায় জীকে কেয়া করু?' যহন মনডাই ভাইগ্যা গ্যাছে, তহন বাঁইচ্যা থাইক্যা আর লাভ কি?

২৬

২২ জুন ১৯৭১

ছকু মিয়া। আমাগো বকশি বাজারের ছকু মিয়ারে চেনেন না? বেডা একখান! অক্করে বাদশার জাত। কিন্তু আইজ কাইল অবস্থাটা একটুক্ খারাপ হইছে। কামাই-পাতি নাই কিনা। হেইর লাইগ্যা মাইনষের থনে পরায়ই ধার কর্জ করে আর কি? কিন্তুক হের একটা আবার Habit আছে। যদি কাউর তনে একবার ধার কইবার পারে, তয় হেই লোকের কামড়া সারা। মানে কিনা ঘুরতে ঘুরতে পায়ের মাঝে ছিল্যা ফেলাইলেও ছকু মিয়ার থনে আর টাকা ফেরত পাইবো না। তাই মহল্লার বেসব মাইনষের দেমাকে একটুক বুদ্ধি আছে, তারা ছকু মিয়ার লগে দেহা হইলো কয়, 'আবে এই ছকু মিয়া, খুবই বিপদের মইধ্যে পড়ছি, কয়ডা টিহা ধার দিব?' 'সমনি ছকু মিয়া বাইশ হাজার টাকা দামের একটা হাসি দিয়া কইবো, 'এঃ হেঃ, কাইলও যদি কইত্যা? কিন্তুক আইজ তো আমি নিজেই বাইর হইছি ধার করণের লাইগ্যা।' এ হেনো ছকু মিয়া একবার কালু মিয়ার হাতে ধরা পড়লো। কালু মিয়ার থনে দশটা টাকা ধার করেছিল। কিন্তুক ছয় মাসের মধ্যেও হেই ধার আর Clear হইলো না। কালু মিয়া বহু ঘোরাঘুরি কইর্যা ঠিক করলো একবার কায়দা মতো পাইলেই ছকু মিয়ারে তজা বানাইবো।

হেইদিন ছিল জুম্মা। দোকানপাট সব বন্ধ। দুপুর বেলায় ছকু মিয়া যাইতাছিল খাজে দেওয়ানের দিকে। কিন্তু হের কপালডা খারাপ। বোর্ড অফিসের সামনে আত্কা কই থনে কালু মিয়া আইয়া হের ঘেডিটা ধইর্যা দে মাইর। মাইর-মুইর খাইয়া ছকু মিয়া বাড়ির দিকে গেল গা। হের পরের দিন মহল্লার মাইনষে কইলো, 'আবে ওই ছকু মিয়া, কাইল বলে কালু তরে মেরামত করছে?'

ছোট্ট একটা উত্তর এল, 'হ-অ-অ।'

'কিরে এই ছকু, তোর বলে ঘেডি ধরছিল?'

এবার উত্তর এল, 'হ-অ-অ।'

'আবার বলে গালে থাপড়াইছে?'

‘হ-অ-অ, দুইডা থাপ্পর দিছিলো।’

‘তোরে বলে আবার লাথ্ মারছে?’

এবার ছক্কু মিয়া একটু উত্তেজিত হয়ে বললো, ‘লাথ্ মারছে, লাথ্ মারলে কি অইবো- আমারে তো আর Idiot কইতে পারে নাইক্যা?’

পাকিস্তানের অবস্থা অহন এই ছক্কু মিয়ার অবস্থা। সমস্ত গণতান্ত্রিক বিশ্ব পাকিস্তানের কার্যকলাপে ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক রায়কে ধূলিসাৎ করে লাখ লাখ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার মধ্য দিয়ে একটা দানবীয় পশুশক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখবার যে হীন আর কুৎসিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন মানুষই আজ তার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্ক টাইম্‌স, লন্ডন টাইম্‌স, সানডে টাইম্‌স, ডেইলি মিয়র, ডেইলি মেল, আশাহি সিমবুন, আল-আখবার, টাইম, নিউ টাইম্‌স প্রভৃতি বিশ্বের প্রতিটি সংবাদপত্র ছাড়াও বিবিসি, ভোয়া, এবিসি থেকে শুরু করে রেডিও প্রাগ ও স্টকহোম রেডিও আর টেলিভিশন কেন্দ্রগুলো ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইন পরিষদগুলো বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে সেনাপতি ইয়াহিয়া সরকারের মারাত্মক সমালোচনা করে চলেছে। শুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলন আর জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের নিন্দা করা হয়েছে।

জাপান সরকার বলেছেন যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এবং রাজনৈতিক স্থিতিাবস্থাপনা ইওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে আর সাহায্য দেয়া সম্ভব হবে না।

সুইডিশ সরকার তো এর মধ্যেই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে সমস্ত রকমের সাহায্য বন্ধের কথা ঘোষণা করেছে। ফরাসি সরকার অবিলম্বে বাংলাদেশে একটা গণতন্ত্র সম্মত রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানিয়েছে। কানাডা সরকারও এক বিবৃতির মাধ্যমে নিজেদের মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া অবিলম্বে বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে রাজনৈতিক ফয়সালার কথা বলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ২৫শে মার্চ থেকেই পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেয়া বন্ধ রেখেছে। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সিনেটর গ্যালাগার প্রমুখ সেনাপতি ইয়াহিয়ার সমালোচনা মুখর হয়ে উঠায় আর বাংলাদেশের বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পর নিকসন সরকারও বেসামরিক সাহায্য দেয়া আপাততঃ বন্ধ করেছে।

করাচীর দৈনিক ডন পত্রিকায় প্রকাশিত একটা ফটো থেকে যখন একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের নভেম্বর সাইক্লোনের দুর্গত মানুষদের সেবায় দ্রুত রিলিফ দ্রব্য পাঠানোর জন্যে যেসব যান্ত্রিক নৌকা দেয়া হয়েছিল, সেগুলো এখন হানাদার সৈন্যরা নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে, তখন মার্কিন জনসাধারণ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। জল্লাদের কার্যকলাপে আজ সমস্ত সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।

পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় মার্কিন সরকার দারুণভাবে উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েছে। নতুন ধার দেওয়া তো দূরের কথা, আগের টাকার চিন্তাতেই যুক্তরাষ্ট্র এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের মিল আর কলকারখানাগুলো চালু রাখবার জন্য আমেরিকা যে আট কোটি ডলারের Commodity Aid দিবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল, তা এখন বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা গত তিন মাস ধরে পাকিস্তানের মিলগুলো বাংলাদেশের তৈরী মাল বিক্রি করতে না পারায় সেখানকার গুদামগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। শুধু তাই-ই না, এর মধ্যেই অনেকগুলো মিল বন্ধ হয়ে গেছে। আর অন্য মিলগুলোতে মাত্র এক Shift-এ কাজ হচ্ছে। এমন একটা অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামাবাদকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আট কোটি ডলারের Commodity Aid দেয়া বন্ধ রাখা হলো। কেননা বাংলাদেশের বাজার যখন পাকিস্তানীদের হস্তচ্যুত হয়েছে তখন পাকিস্তানের মিলগুলো চালু রাখার জন্য সাহায্য দেয়া অর্থহীন।

এদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া সরকারের অবস্থা কুফা দেখে এইড পাকিস্তান কনসার্টিয়ামের বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা আপাতত মাল-পানি আর দেয়া হবে না।

কিন্তুক যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তাই ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন দম খিচা Fight করতাকে। হেতাইনের কেউ ঘেডি ধরেছে, আবার কেউ থাপ্পর মারছে, তা'হলে কি হইবো। সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন দুকু মিয়া অইছে। দাঁত বাইর কইর্যা কইতাছে, 'আমারে তো কেউ Idiot কয় নাইক্যা'।

২৭

২৩ জুন ১৯৭১

আজ থেকে সতোরো বছর আগেকার কথা। আমি তখন ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্টার। পূর্ব বাংলায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। তাই চারদিক একেবারে সরগরম। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে অন্ধরে কেচকি মাইর্যা চিং করণের লাইগ্যা মরহুম শেরে বাংলা ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আর মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মিলে একটা যুক্তফ্রন্ট গঠন করলেন। প্রথম দিকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এই যুক্তফ্রন্টকে বিশেষ আমলই দিলেন না। কেননা তখনও তারা গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আরামসে কুয়াতে হালুয়া খাইতাছেন। হঠাৎ করে রিপোর্ট এল Position কেমন জানি এ-ক-টু-ক খারাপের দিকে কান্নি মারতাকে। অমনি নির্দেশ হলো যুক্তফ্রন্ট নেতাদের জন্য যেসব গাইল ঠিক করা হইছে, হেগুলার কয়েকটা ছাপিয়ে দিন। পরদিন 'আয় মেরে জান, পেয়ারে দামান, নূরে চামান, আসমানকে চাঁদ,

আখ্যোকে তারা' মওলানা আকরাম খাঁর দৈনিক আজাদে ছাপা হলো, 'মওলানা ভাসানী কম্যুনিষ্ট, সোহরাওয়ার্দী ভারতের দালাল আর শেরে বাংলা ফজলুল হক উজিরে আজম হলে পাকিস্তান বিক্রি করে ফেলবে।

এমনি একটা সময়ে সাংবাদিক হিসেবে শেরে বাংলার সঙ্গে ফরিদপুর সফরে গেলাম। বিরাট জনসভা। হক সাহেব বক্তৃতা দিতে উঠেই বললেন, 'চোরার পুত্ চোরারা, চোরার পুত্ মুসলিম লীগে কইছে আমি নাহি পেরধান মন্ত্রী অইলে পাকিস্তানডা বেইচ্যা ফেলামু। আরে চোরার পুত্ চোরারা, কিছু রাখছোস্ যে বেইচ্যা দুইডা পয়সা পামু। পাটের দাম নামাইছোস্ তিন ট্যায়ায়। দুনিয়ার মাইনষে কেনবে? এতো লোকরে খাওয়াবো কেডায়?'

আশ্চর্য, রাজনীতির কি অপার মহিমা! মাত্র সতেরো বছর পরে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার আজ পাকিস্তানকে বন্ধক রেখে দুটো পয়সার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দরজায় ভিক্ষার খুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যে মুহূর্তে আন্তর্জাতিক বিশ্ব টের পেয়েছে যে জঙ্গী সরকার অহন বাংলাদেশের কেন্দ্রের মধ্যে আটকা পড়ছে, আর এই গভর্ণমেন্টের অবস্থা ছক্কু মিয়্যার মতো হইছে, মানে কিনা টাকা শোধ দেওনের ক্ষমতা নাইক্যা, সেই মুহূর্তে হেগো দিয়া বাসন মাজাইতেছে।

কি কইলেন, বাসন মাজনের কারবারটা ঠিক কতন আন্তাজ করতে পারলেন না? তয় কইতাছি হোনের। আমাগো ঢাকার রমনা মাইধ্যে একটা হোটেল আছিল। খুবই চালু। খাওন দিয়া সারণ যায় না আর কি পুষ্টির খনে হক্যা পর্যন্ত অন্ধরে হাটের লাহাল। এইর মাইন্ডে একদিন এই হোডেলে বাসন মাজুইন্যা লোগগুলো Strike কইর্যা বইলো। ম্যানেজার সা'ব গলাজাই মাইধ্যে এটা খ্যাকরানি দিয়া মহাজনের কইলো, 'হাজি সা'ব, আই দোকানদারী চলবে কেমতে?'

হাজী সা'বে মাথার টুপিডা ঠিক কইর্যা বহইয়া জবাব দিল। 'হেই বুদ্ধি যদি তোমার দেমাগে থাকতো, তয় এদিন ম্যানেজার থাকতানা, মালিক হইয়া যাইতাগা।'

হাজী সা'বে এর হোডেলে সাবেদ আলী বইল্যা একটা লোক রাখছিল। হের কামডাই আছিল, খাওনের পর যে বেডায় দাম না দিয়া কাডনের চেষ্টা করতো, হেরে ধইর্যা ফেলা। তখন কেউ হাতের ঘড়ি, গায়ের কোট বন্ধক থুইয়া বাড়ির খনে টাকা আনতে যাইতো। হাজী সা'বে সাবেদ আলীর কানে কানে কি যেনো কইলো। হেই দিন বেলা সাড়ে এগারোটার মাইন্ডেই সাবেদ আলী তিন ব্যাডারে এক লগে লইয়া আইলো। হাজী সা'ব হেগো উপরে কোন-অ-অ চোটপাট করলো না, খালি ম্যানেজাররে কইলো, 'ওই মিয়া ম্যানেজার, এলায় এই তিনডারে বহইয়া দাও, বুঝছো?'

'কি কইলেন? কই বহইমু?'

হাজী সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ধূর মিয়া হেই কামে বহাও।'

এলায় বুঝতেই পারতাহেন হের পর কি কারবারটা অইলো। তিনডা বেডারে

সোন্দর লাইন কইয়া পাকঘরের পাশে কলতলায় বাসন ধুইতে বহাইয়া দিলো। হোডেলডা খুবই চালু। তাহলে বুঝতে পারতাহেন। হেরা বাসন ধুইতছে এক দিক দিয়া আর বুটা বাসন আইতাছে আর একদিক দিয়া। বাসনের আর শেষ নাইক্যা। তিনডা ব্যাডা অক্করে ল্যাড় ল্যাড়া হইয়া শেষে চিল্লাইতে শুরু করলো, ‘আওর ইসতরাহ্ কি কাম নেই করুংগা (আর এ ধরনের কাম করুং না)। মাফ কর দেও বাবা।’

ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের এখন এই অবস্থা হয়েছে। প্রথম খুবই চোটপাট ‘বঙ্গাল মুলুকা কারবার সব Internal Affair হ্যায়।’ তাই পঁয়ত্রিশ জন বিদেশী সাংবাদিককে ২৬শে মার্চ একেবারে একবন্ধে বের করে দিলো আর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাল বোঝাই বিমানটাকে করাচী বিমানবন্দর থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই যখন বাংলাদেশের লড়াই শেষ হলো না, আর দিন দিন মুক্তিফৌজের গেরিলা Action জোরদার হয়ে উঠেছে, তখন সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মাল-পানি পাবার জন্য অক্করে ঘাউয়া হয়ে উঠেছে। পশ্চিমা দেশগুলো এখন ইয়াহিয়া-হামিদ-টিক্কারে দিয়া বাসন মাজাইতাছেন। পহেলা কইলো, দুই দল সাংবাদিকরে বাংলাদেশ ঘুরতে দিতে অইবো- ‘রাজি’। বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দল ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা Tour করবো- ‘রাজি’। জাতিসংঘের লোকজন অফিস করবো- ‘রাজি’। আওয়ামী লীগ, মুক্তিফৌজ হিপলরে ভাইসা’ব কইয়া ডাইক্যা রেডিওতে বক্তৃতা দাও- ‘কবুল।’; চাহার খনে কারিফিউ উডাইতে অইবো- ‘রাজি’। বৃটিশ পার্লামেন্টেরি ডেলিগেশন আইবো- ‘রাজি’। বিদেশী সাংবাদিকরা ইচ্ছামতো সফর করবো- ‘রাজি’। বাঙালি শরণার্থীদের ফেরৎ আননের লাইগ্যা Reception counter খুলতে অইবো- ‘অহনই রাজি’। বাংলাদেশের সমস্যা, বিশ্ব সমস্যা- ‘হ-অ রাজি’। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিতে হবে- ‘হেডাও রাজি’। না, না, না, থুঝু- মুক্তিফৌজের মাইর আর একটুক কড়া অইলেই এর জবাবটাও কইতে পারমু।

ভাই সা’বরা এলায় কিছু মাল-পানি ঝাড়ুন। আর যে পারি না। দম্ড়া অহন খালি খিছবার লাগছে।’ কিন্তুক বাসন ধোওনের আর শেষ নাই। এতো কিছু করণের পরেও Aid-Pakistan Consortium-এর মিটিংটা পিছাইয়া দিলো। এলায় করবাম কি?

তাই বলেছিলাম, ইয়াহিয়া, হামিদ, টিক্কা অহন সাবেদ আলীর হাতে ধরা খাইছে। বাসন মাজতে মাজতে তিনডা ব্যাডায় অক্করে ল্যাড় ল্যাড়া হইয়া চিল্লাইতাছে, ‘আওর ইসতরাহ্ কি কাম নেই করুংগা। মাফ কর দেও বা-বা।’

২৮

২৬ জুন ১৯৭১

আরে হুনছেননি কারবারটা। হেরা বলে বাজেট ঘোষণা করবো। মানে কিনা এম.এম. আহম্মক সা’বে একটা সাইক্লোস্টাইল করা কেতাব আনলে, সেনাপতি ইয়াহিয়া হুইত্যা হুইত্যা বল পয়েন্ট দিয়া হেইডা দস্তখত করবো। ব্যাস তা’ অইলেই হেই কেতাবডা

বাজেট হইয়া গ্যালোগা। এলায় বুঝছেন বাজেট করে কয়? হেগো তো আর হেই কাম নাইক্যা। Assembly Session ডাকো- বাজেট Place করো- দফায় দফায় ভোট লও- পাবলিকের পছন্দ না হইলে ট্যাক্স কমাও- প্রত্যেক কামের জন্য জবাব দাও- কত কিছু ঝামেলা। তাই হেতাইনারা এসব কারবার অকরে Short cut কইর্যা ফলাইছে। হেগো মেম্বরের দরকার নাইক্যা, মিনিষ্টারের কারবার নাইক্যা, আর হেগো কোনো Assembly-ই নাইক্যা।

হেরা তো রাজা বাদশার জাত কিনা। গ্রিক-শক-হুন-মোগল-পাঠান হগ্গলই হেগো পূর্বপুরুষ। তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের বাজেট ঘোষণাও এক অভূত আর অপূর্ব বাদশাহী ব্যাপার। হেগো কাছে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার পেয়ারা সাংবাদিকগো একটা লিষ্ট আছে। হেই লিষ্টি ধইর্যা হেগো একজন অফিসার প্রেনের টিকিট কাডে আর হোটেলের সিট রিজার্ভ করে। তারপর বুঝতেই পারতাছেন- যে সব এডিটররা জীবনে এক লাইন লিখতে পারে না, আর যাদের পেটে বোমা মারলে বোমাটাই ভোঁতা হয়ে ফিরে আসে, তাঁরা নতুন স্যুট পরে মুখে জর্দা পান দিয়ে আর মোটা চামড়ার বেলেট ভুঁড়ি আটকিয়ে এসে হাজির হন। তাদের একটাই মাত্র কাজ। সেটা হচ্ছে ঘণ্টাখানেক ধরে প্রতিবছর জঙ্গী সরকারের বাজেটটার রিডিং পড়া শুনতে হয়। এরপর ছদ্ম মানে কিনা প্রেসিডেন্ট ভবনে গিয়ে পাটি।

হর-পরী আর শরাবন তহরার মাইধো হেই পাটি দেইখ্যা এডিটর সা'বরা মাঝে মাঝে মনে করেন এইডা কি বেহেশতে আইয়া পড়লাম নাহি? আর যদি হেই পাটিতে ছদ্ম ইয়াহিয়ার মতো লোক কোনো এডিটরের কাকের উপর হাত থুইয়া কথা কয়, তা হইলে তো হেই এডিটর সা'বে কাকের আহ্বাদে গুলগুলা হইয়া পড়লেন। আনন্দের চোটে তিন দিন তিন রাইতের জন্য হের চোখের খনে ঘুম ছুইটা গেল।

কি হইলো, বিশ্বাস হইতাছে না? তয় কইতাছি হনেন। ঢাকার মর্নিং নিউজ কাগজের এডিটর হইতাছেন এস.জি.এম. বদরুদ্দিন। খুবই ইসলামভক্ত মানুষ। বাড়ি ভারতের বিহার শরীফ। রঙিন পানি খাইতে খাইতে বেচারার নিচের ঠোঁটটা একটুক ঝুইল্যা পড়ছে। আগে খবরের কাগজে বিড়ি পাতা, তামুক, গুন্ডি, চুগা পাতা, জর্দা আর পানের বাজার দর পাডাইতো। একদিন ফজরের আজানের সময় টেলিগ্রাম পাইলো, আইজ খনে হে এডিটর হইছে। এলায় বুঝতেই পারতাছেন কি সোন্দের Appointment.

আরেকজন হইতাছেন ব্র্যাক মেইল কাগজের- আরে না, না, না, মেইল কাগজের এডিটর আজিজুর রহমান। কি কইলেন, এই কাগজের নামই হোনেননি? তয় তো মরছেন। এই কাগজডার বিক্রি খুবই বেশি কিনা তাই রাস্তাঘাটে পাওনই যায় না। থাইক্গা আপনাগো আসল কতাই কই। মেইল কাগজডার কোনো সার্কুলেশন ম্যানেজারই নাইক্যা। আর দেশের লোক ইংরেজি জানে না দেইখ্যা রহমান সা'বে কাগজ বিক্রি বন্ধ রাখছে। খালি শ'দুয়েক কাগজ মাগ্না দেওনের লাইগ্যা ছাপায় আর

কি? কিন্তু গবর্ণমেন্টে হগ্গল বিজ্ঞাপনই এই মেইল কাগজেই ছাপা হয়। আজিজুর রহমান সাহেবের আদি বাসস্থান বিহারের ছাপড়ায়- হার সাং ঢাকার হোটেল গ্রিন। মানে কিনা ঢাকার হোটেলগুলোর যে কোনো বার বয় হের ঠিকানা কইতে পারবো। উনি আবার টিকা খানের Expert on Indian Affair. আইজ কাইল খারাপ হওয়া সত্ত্বেও রহমান সা'বে এই প্রোগ্রামডা করতেছে। দেশের জন্য ত্যাগ আর তিতিক্ষা কইর্যা বেচারার অহন যক্ষ্মা হইছে।

এরপর আহেন পূর্বদেশের এডিটর মাহবুবুল হক। এক সময় রেলওয়ের কেরানী আছিলেন। পরে চট্টগ্রামে মিল্লাত কাগজের এজেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু দুই লোকে যাই বলুক না কেন, আমার মনে হয় এজেন্সির হিসেবটাই কেমন জানি ভুল হওয়াতেই কিছু মাল-পানি তার পকেটে এসে গিয়েছিল। পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিষ্টার হরিবল হক চৌধুরী এলেনবেরির ড্রাম চুরির মামলা থেকে অব্যাহতি পাবার খবর পাওনের লগে লগে মাহবুবুল হকরে তার 'ঘেটু' বানাইয়া ফালাইলেন। (ঘেটু শব্দের আসল অর্থ গ্রাম বাংলায় কিশোর বালক যুবতীর ছদ্মবেশে নৃত্যগীত পরিবেশন করলে তাকে ঘেটু বলে।) কিন্তু বড় বড় স্টিমারের উপর যেমন ছোট ছোট Life saving নৌকা থাকে কিংবা বড় বড় গহনা নৌকার পিছনে যেমন একটা ছোট ডিজি নৌকা থাকে তাকেও 'ঘেটু' বলে।

প্রাক্তন ফরিন মিনিষ্টার হক চৌধুরী সা'ব এখানে মাহবুবুল হককে এনে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশনে ১৯৫৪ সালে ফেনীর থেকে Election-এ দাঁড় করালেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের নৌকামার্কী পাওনের পরও যখন বেড়াপ্পাঙ্করে ডাব্বা মারলেন, তখন চৌধুরী সা'ব খুশিতে ডগমগ হইয়া কিছুদিন বাদ দিলেন পাকিস্তান অবজার্বারে চাকরি দিলেন। হেরপর বুঝতেই পারতাহেন, মাহবুবুল হক পূর্বদেশের এডিটর হইলেন। অবশ্য এই বারের Election-এও ফেনীর থলে হেতাইনে আওয়ামী লীগের লগে Fight করণের খায়েশ হইছিল। কিন্তুক খাসীর পায়ার গুরুয়া আর গুর্দার কালিয়া খাইয়া বেচারা হক কোনো কুলই করতে পারলেন না। Election-এ মাহবুবুল হক অকরে ছেরাবেরা হয়ে গেলেন। তা অইলে কি হইবো। হেতাইনের এডিটরশিপ ঠিকই থাকলো। এলায় বুঝতেই পারতাহেন এডিটরের নমুনা হান কেমন?

চাইর নম্বরে আমাগো হরলিকসের বোতল। দূর থনে দেখলে মনে হয় একখান হরলিকসের বোতল আইতাছে। কিন্তুক আসলে তিনি ছহি আজাদের সম্পাদক শ্রীহট্ট নিবাসী ছৈয়দ ছাহাদত হোসেন। একটা বিশেষ কাম করণের লাইগ্যা ইনি আবার গভর্ণমেন্টের ছিক্রেট ফাও থাইক্যা মালপানি পান। তয় ইনি নিজেই ল্যাহেন। হেই ল্যাহার নমুনা দিতাছি- 'সরকার যাহা করিয়াছেন তা ভালোই করিয়াছেন। তবে আরো একটুকু করিলে বোধ হয় ভালো হইলেও হইতে পারিত। তবু যাই হোক, সরকার যখন ইহা করিয়াছেন তখন ইহা অভিনন্দনযোগ্য।

এর পরেই আসে আমাগো মওলানা সা'বের কথা। মানে কিনা জামাতে ইসলামীর

কাগজ দৈনিক সংগ্রামের এডিটর মওলানা আখতার ফারুক। বাড়ি বরিশাল- তয় এই কথাটা কইতে তার খুবই শরম। ভাব-চক্কর অক্লরে শিক-কাবাব। মনে হয় এই আধা ঘণ্টা আগে পাটনার থনে তশরিফ আনছেন। হে বলে রবীন্দ্রনাথের নাম হোনে নাইক্য। খালি একডা কথা কইয়া থুই- একটুক সাবধানে থাইকেন। আপনার নাম কিন্তু লিষ্টার মাইন্ডে উঠা পড়ছে।

যাক্ যা বলছিলাম। পাকিস্তানও একটা দেশ- তারও আবার একটা বাজেট। এইডা যেমন লাগে ল্যাজটের বুক পকেট আর কি। আয়ের বেলায় ঠনঠনা। আর ব্যয়- হেইডার তো কোনো হিসাবের দরকার নেই। কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, মাছ- এসবের রফতানী থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা 'শূন্য।' জমির খাজনা, আয়কর, সেল্‌স ট্যাক্স, আবগারি ট্যাক্সের আয়ের একই অবস্থা। বৈদেশিক ধারকর্জ 'গোল্লা' আর ব্যয় আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বাংলাদেশে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য রাখার Operation cost, প্রশাসন ব্যবস্থার খরচা, পাকিস্তানের কলকারখানাগুলোর কাঁচামাল আমদানী, উন্নয়ন পরিকল্পনা, রাস্তাঘাট তৈরি, পেট্রোল, কেরোসিন ও Aviation Fuel আমদানী, বৈদেশিক দূতাবাসের খরচা, নতুন দুই ডিভিশন সৈন্য রিক্রুটমেন্টের খরচা, কাশ্মীর ও ভারত সীমান্ত ছাড়াও বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের সৈন্য রাখার খরচা এবং খাদ্য আমদানী- এসব কিছু মিলে অবস্থা অক্লরে ল্যাজে-গোবরে হইক্য গ্যাছেগা। তাই রিলিফের টাকা, রেডক্রসের টাকা, বিদেশের দান খয়রাত, চীন-সৌদি আরবের টাকা সব অহন একটা মাত্র গাতাতে ঢুকতাছে। কিন্তু হেই পাতা ভরণ হেগো কাম না। সেনাপতি ইয়াহিয়ার অহন ঘাম ছুটতাছে। হেই মাইন্ডে আবার নিজেরাই নিজেগো পাঁচশ' আর একশ' টাকার লোট বেআইনী কইর্যা হইত্যা পড়ছে। করাচীতে অহন মাইনষে Marketing করণের সময় সিংগাড়িত কইর্যা কুলির মাথায় টাকা আনতাছে। অক্লরে ম্যাজিক খেলা আর কি? এক টাকা লোটের দাম অহন পাঁচ সিকা আর একশ' পাঁচশ' টাকার লোট ড্রেনের মইধ্যে গড়াগড়ি খাইতাছে।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। আরে হুনছেননি হেগো কারবারটা? হেরা নাকি সাংবাদিকগো ডাইক্য বাজেট ঘোষণা করবো? পাগলে কি না কয় আর ছাগলে কি না খায়। পাকিস্তানও একটা দেশ, হেরও আবার বাজেট। সব হালায় ছক্কু মিয়্যার কারবার আর কি?

২৯

২৭ জুন ১৯৭১

আজ একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। আমি তখন ঢাকার পাতলা খানের গল্পির মইধ্যে থাকা। এয়ই রায় সাহেব বাজারের মুখে একটা রেটুরেটে আড্ডা মারতে

যেতাম। কেন জানি না হঠাৎ খেয়াল হলো এসব রেস্টুরেন্ট কিভাবে ব্যবসা করে তা জানতে হবে। সেদিন থেকেই রেস্টুরেন্টের বয়-বেয়ারা আর মালিকদের কাজকর্ম লক্ষ্য করতে শুরু করলাম।

রেস্টুরেন্টে চমৎকার ব্যবস্থা। গ্রাহকরা খাওয়া-দাওয়া করবার পর বেরিয়ে যাবার সময় দেখতে পান একটা টেবিলে ফ্যান চালিয়ে স্বয়ং মালিক ক্যাশ-বান্সওয়ালা কাউন্টারটার পিছনে বসে রয়েছেন। গ্রাহকরা মুখে খিলাল চালাতে চালাতে ভদ্রলোকের সামনে হাজির হতেই তিনি ইলেকট্রিক কলিং বেলটা বাজিয়ে দেন। আর তখনই পিছন থেকে বয়ের গলার আওয়াজ ভেসে আসে ‘আগেওয়ালা চার সাহাব-তিন আদমী গপসপ কিয়া, এক আদমী চা পিয়া, ছে পয়সা। পিছেওয়ালা দো’সাহাব খায়ে পিয়ে কুছ নেহি গেলাস তোড়া বারে আনে।’ বয়ের কথাবার্তা শুনে আমার আক্কেল শুঁড়ম হয়ে গেল। বেটা বলে কি? চার জনের তিনজনেই বসেছিল আর একজন চা খেয়েছে?

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম দেয়ালে লেখা রয়েছে ‘এখানে ফল্‌স কাপ দেয়া হয় না’। এ ব্যাপরটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু পরের দু’জন তো কিছুই খায়নি? অ-অ-অ এলায় বুঝছি, হেরা বিসমিল্লাহ কইয়া টেবিলে বণ্ডনের লগে লগে গ্লাস ভাংগছে। পকেডে মাল-পানি বেশি নাইক্যা, তাই হুদা মুখেই ফেরত যাইতাকে। কিন্তু গ্লাস ভাঙ্গনের বারো আনা তাগো দিতেই অইবো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া সা’বের Advisor এম.এম. আহম্মকের এই একই অবস্থা হয়েছে। বেচারা প্যারিস Aid Consortium-এর এগারোটা সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগো লগে বণ্ডনের সাথে সাথে গ্লাস ভাঙছে। অর্থাৎ কিনা বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর কায়-কারবার ফাঁস হইয়া গেছে। হেইহ লইগ্যা ব্যাডায় খালি হাতে বাড়ির দিকে রওনা দিছে। কিন্তু গ্লাস ভাঙ্গনের বারো আনা।

এদিনে বুঝলাম ল্যাস্টোটির বুক পকেট হইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী সরকারের বাজেট হইছে। হেই বাজেটের কথা হইন্যা আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া ফিক্ কইরা হইসা দিছে। ছক্কু মিয়া এলায় কইতাছে, ‘এম.এম. আহম্মকের লগে তো আমার কোনোদিন দেখা হয় নাইক্যা? তবুও হেই ব্যাডায় আমার Plan পাইলো কেমতে? কি কইলেন? ছক্কু মিয়ার বাজেট করণের Plan জানেন না? তয় তো আপনার জীবনই বৃথা। ছক্কু মিয়া হেইদিন চুনা বেমারী মুরগি বেইচ্যা পাঁচটা টাকা পাইছিল। টাকা লইয়াই মণ্ডলবী সা’বে বড় একটা ছালা লইয়া কেরামতের দোকানে যাইয়া হাজির অইলো। হেইদিন তার চোটপাটই আলাদা। বত্রিশ টাকার মতো চাইল-ডাইল কেননের পর ছক্কু কইলো, ‘আরে এই কেরামত মিয়া আগের যেমন লাগে কয়ডা টাকা পাইত্যা আমার কাছে?’ কেরামত মিয়া খুশিতে ডগমগ হইয়া কইলো ‘হ-অ-অ চাওর গা টাকা পাইতাম।’ ছক্কু মিয়া সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পাঁচ টাকার লোটটা বাইর কইর্যা কইলো, ‘লও, লও, আগের হিসাবটা সাফ কইর্যা লও।’ আর আইজকার হিসাবে একটাকা জমা

কইরা থোও।' কেরামত মিয়া কিছু বোঝনের আগেই ছক্কু মিয়া অকস্মে ভিড়ের মইধ্যে হারিয়ে গেলো গা।

তাই ছক্কু মিয়া অহন এম.এম. আহম্মকের বাজেটের কথা রেডিওতে হইন্যা অকস্মে তাক্জব বইন্যা গেছে। এম.এম. আহম্মক সা'বে কইছে, বাংলাদেশের গড়বড় কারবার শুরু হওনের পর রাজস্ব আদায় কমে গেছে, বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পেয়েছে, রফতানীর অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করছে। তবুও ব্যাডায় আদায়পত্র নাই দ্যাহনের পরও ছয়শ' কোটি টাকার বাজেট বানাইলো কোন সাহসে? নাকি আমি যেমন পাঁচটা ট্যাহা দিয়া কেরামতের দোকান খনে বত্রিশ টাকার মাল কিনছিলাম— হেই রকম একটা কারবার করবো?

ছক্কু মিয়া দৌড় দিয়া তেহারীর দোকান খনে মেরহামত মিয়ারে ধইরা আইন্যা কইলো, 'বুঝছো আমি যহনই কিছু করি, তখন তোমরা আমার পিছনে লাগো।' এলায় এম.এম. আহম্মক সা'বে বাজেটের মইধ্যে কি কারবারটা করছে দেখছো?' মেরহামত মিয়া হাতের বগা ছিকরেটটা ধরাইয়া কইলো, 'ধূর ব্যাডা কইলা, এম.এম. আহম্মক যে সেভিংস সার্টিফিকেটে বেশি মাইনাওয়ালাগো মাইনা দেখনের ব্যবস্থা করছে, হেইডা জানস্ নি?'

ছক্কু মিয়া লাফিয়ে উঠ বললো, 'হ-অ-অ-অ, তোমার মাথায় তো আইজ কইল খুবই বুদ্ধি খেলবার লাগছে? যেহানে গবর্ণমেন্ট 'সিজেই পাঁচশ' আর একশ' টাকার লোট লেওন বন্ধ করছে, হেয়নে পাবলিকে সইয়া সেভিংস সার্টিফিকেট? দেখলাম এরই মাইন্দে ইয়াহিয়া সা'বে পাবলিকে সইনে ধার করণের লাইগ্যা যে কাগজ বাজারে ছাড়ছিলেন, হেইগুলো কেউ-ই লয় নাইক্য?'

ছক্কু মিয়ার কথাবার্তায় মেরহামত মিয়া অকস্মে Shut up হইয়া গেল। খালি কইলো, 'ছক্কু মিয়া তুমি ল্যাহাপড়া না হিকলে কি অইবো, তোমার যেমন বুদ্ধি দেখতাছি, সেনাপতি ইয়াহিয়া তোমারে মিনিষ্টার না বানাউক, এম.এম. আহম্মকের মতো একটা Advisor বানাইয়া দেয়?'

তয় তোমারে একখান মেছাল হুনাইয়া দেই। বুঝলা, শেরে বাঙলা ফজলুল হক সা'বে একবার প্রধানমন্ত্রী অইলে তার এক খুবই দোস্ত লোক পোলার একখান চাকরির লাইগ্যা আইলো। হক সা'বে কইলো, 'তুমি যহন আইছে, তহন চাকরিতে একখান দেওনই লাগবো। তয় পোলাডা ল্যাহাপড়া কতদূর হিকছে?'

তার দোস্ত একটা হাসি দিয়া কইলো, 'ল্যাহা-পড়া? না, পোলায় আমার ল্যাহা-পড়ার মইধ্যে নাইক্য।'

হক সা'বে আবার জিগাইলো, 'টেকনিক্যাল কোনো কাম হিকছে তো?' এবারে জবাব অইলো, 'তা অইলে এহানে চাকরির লাইগ্যা আনতাম না।'

এলায় হক সা'বে একটা হাসি দিয়া কইলো, 'মিয়া খুব মজিবতে ফেলাইল্যা

যাউকগা তুমি যখন আইছো তখন তোমার পোলারে একখান চাকরি দিয়ুই।’— কি কইলেন আমার পোলাডার চাকরি হইবো?’ হক সা’বে রসিকতা কইরা কইলো, ‘হ-অ-অ, আর কিছু না পারি একটা মিনিষ্টার তো বানাইতে পারুম।’

মেরহামত মিয়া এবারে লাফিয়ে উঠে বললো, ‘তয়তো, ছক্কু মিয়া তোমারে পায় কেডা। এইবার তোমার খুবই কড়া Chance দেখতাছি।’ ছক্কু মিয়া কইলো, ‘কি অইলো, কি অইলো Chance দেহেনের কি পাইল্যা?’ মেরহামত মিয়া হাইস্যা কইলো, ‘হক সা’বে মইর্যা গেলে কি অইবো? হের ব্যাডাতো ফয়জুল হক— এইবার তো জহিরুদ্দিন কো লগে মিনিষ্টার হওনের Chance রইছে। আর হেই ফয়জুল হক তো তোমারে ভালো কইর্যা জানে। বাপে হেই কামডা পারে নাইক্যা, ব্যাডায় হেই কামডা করবো— দেখবা।’ কি মজা, কি মজা, আমাগো ছক্কু মিয়া ফয়জুল হক আর জহিরুদ্দিনগো লগে লগে মিনিষ্টার অইবো।’

কিন্তুক আমাগো ছক্কু মিয়া মিনিষ্টার হওনের কথা হইন্যা অক্করে হাউ মাউ কইর্যা কইন্দা ফালাইলো। কইলো, ‘দেখছি, দেখছি আমি হেই লিষ্টি দেখছি, হেইডা তো মউতের লিষ্টি। হায়, হায়, মেরহামত মিয়া এইডা কি কইল্যা? আমি মইর্যা গেলেও মিনিষ্টার হমু নাইক্যা। হেই লিষ্টিতে আমাগো বকাসি খাজারের আসাদুল্লাহর নামও উডছিলো। হেউ বেডা মার্ডার হইছে। হের পরেই রইছে জহিরউদ্দিন, ফয়জুল হক, হরিবল হক, মাহমুদ আলী, ফ, কা, ফরিদ কত কি? আমারে মিনিষ্টার বানাইলেই হেই লিষ্টির মাইন্দে নাম উডবো। তা হইবোইতা কারবার শ্যাষ। হায়, হায়, মেরহামত মিয়া, এইডা কি কইল্যা— এইডা কি কইল্যা। আমি মিনিষ্টার হমু না।’

৩০

২৮ জুন ১৯৭১

অক্করে সাফ। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের স্টেট ব্যাংকের খাজাঞ্চীখানা অক্করে সাফ হইয়া গেছে। বাংলাদেশের লড়াইয়ের চোটে হানাদার সৈন্যদের খরচা যোগাইতেই এই কারবারটা হইছে। বেশি না— দিনে দেড় কোটি টাকা কইর্যা খরচ হইতাছে। তিন মাসের লড়াই চালাতে যেয়েই সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকারের অবস্থা একেবারে কেরাসিন হয়ে গেছে। তাই এবারের বাজেটে এক চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে। যেসব অফিসারের বেতন পাঁচশ’ টাকার উপর তাদের পাঁচশ’ পর্যন্ত পাঁচ টাকা-দশ টাকা-এক টাকার নোটে আর বাকি বেতন ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটে দেওয়া হচ্ছে। এলায় হেগো কারবারটা কি হইতাছে বুঝতেই পারতাহেন। বাংলাদেশের যুদ্ধের জন্যই ওদের এ অবস্থা হয়েছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া এহন তার অফিসারগো মাইনার টাকার খনে যুদ্ধের খরচা যোগাইতেছেন। আর অফিসারগো দশ বছর মেয়াদী ডিফেন্স সেভিংস

সার্টিফিকেট দিতাছেন।

‘আহলাদের সখের ময়রাণী আর কি?’ দশ বছর বাদ ইয়াহিয়া সা’বে বাঁইচা থাকলে— আর যদি হের গদি টিক্যা থাকে— আর যদি হের হাতে মাল-পানি হয়, তা’ হইলে এইসব অফিসারেরা দেড়গুণ টাকা পাইবো। এলায় বুঝছেন, তিনমাস লাড়াই চালাইতেই যাগো কাপড় বাসন্তী রং হইছে, তাঁরা হেগো অফিসারগো কি একটা গেনজামের মধ্যে ফেলাইছে। জিনিষপত্রের দাম যা হয়েছে তাতে পাঁচশ’ টাকায় তো একজনেরই পক্ষে মাস চালানো বিপদ। অহন বেডারা পোলাপানরে খাওয়াইবো কি? আর মাঝে-সাঝে একটুক পানি-টানি খাইতো হেইডার বা কি হইবো?

এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পাকিস্তানী টাকার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে। যেখানে এক ডলারের সরকারি দাম হচ্ছে চার টাকা ছিয়াস্তর পয়সা, সেখানে এখন একশ টাকা দিয়েও একটা মার্কিন ডলার কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো এর মধ্যেই পাকিস্তানে পাঠানো জিনিষপত্রের বীমা করতে অস্বীকার করেছে। আর বিদেশী কোম্পানিগুলো একশ’ পারসেন্ট মার্জিন না হলে কারবার করছে না। অবশ্য হেগো Export-Import-এর কারবার গেল তিন মাস ধইরাই বন্ধ রইছে। বাঙালিরা Export বন্ধ করছে। মানে কিনা পাট, চা, চন্দ্রা, পাটজাত দ্রব্যের Export বন্ধ রইছে। আর ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার Import বন্ধ করছে। পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের খাজাঞ্চীখানায় মাল-পানি নাই দেইখা ইয়াহিয়া সা’বে ২৪শে এপ্রিলের যে ফরমান মোতাবেক ১২৪ রকমের মাল Import বন্ধ রেখেছিলেন, হেই order এখানো চালু রইছে। আর না থাইক্যাই বা ইয়াহিয়া সা’বে কি? অবস্থা খুবই খতরনাক।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার ধারকজ শোধ দেওনের ক্ষেমতা নাই দেইখা Aid-Pakistan consortium-এর দেশগুলো এখন টাকা দেয়া বন্ধ রাখছে। হেইর লাইগ্য সেনাপতি ইয়াহিয়ার Advisor এম.এম. আহম্মক খালি হাতে ফিইর্যা আইস্যাই খুব চোটপাট গুরু করছেন। মওলবী সা’ব তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, ‘বিশ্বের ধার দেউন্যা দেশগুলোর অহন আমাগো টাকা না দেওনের Policy হইতাছে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হাত দেওনের মতো।’ এলায় বুঝছেন, আহম্মক সা’বের Point টা কেমন কড়া। টাকা ধার দিলেই আরো মানুষ মারুইন্যা যন্ত্র কিনতে পারতো। আর হেই সব যন্ত্র দিয়া বাংলাদেশে সোন্দর Fight টা চালাইতে পারতো। অহন টাকা ধার না দেওনে সব গড়বড় হইয়া গ্যাছেগা।

তাই আহম্মক সা’বে তার বাজেট বক্তৃতায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলেছেন, ‘কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে দাঁড়াবো।’ এই কথাটা না কইয়্যাই বেডায় অহন ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটে অফিসারদের বেতন দেওনের ব্যবস্থা করেছেন। আর এদিকে রেডিওতে এই গরম বক্তৃতা শুনে জঙ্গী সরকারের সামরিক আর বেসামরিক অফিসারেরা সার্টের বোতাম খুলে সাদা পাকা চুলওয়ালা বুক

থাপড়িয়ে মাতম্ করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু ইসলামাবাদের বাজেটটা ভালো মতো লক্ষ্য করে অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। ছয়শ' কোটি টাকা বাজেটে ২৪০ কোটি টাকার সিভিল বাজেট। এর মধ্যে বেশি না মাত্র ৯৪ কোটি টাকা ঘাটতি। অবশ্য আসলে ঘাটতি সবটাই। কেননা সবটাইতো ফাঁকি। কিন্তু আহম্মক সা'বে তার এই কেতাবেও ৯৪ কোটি টাকা ঘাটতি দেখিয়েছেন। তাহলে ২৪৬ কোটি টাকা সিভিল বাজেট। এটাতো সমুদ্রে বারি বিন্দু সম। মানে কিনা নসিয়ার গুড়া।

অবস্থা যেভাবে চলছে তাতে মনে হচ্ছে পয়লা এক-আধমাস ডিফেন্স সার্টিফিকেট আর নগদ টাকা মিনিয় মাইনে দিবো। তারপর বুঝতেই পারতাম- হুদা সার্টিফিকেট দিবো। কেননা এছাড়া তো হেগো লাইগ্যা আর কোনো রাস্তা নাইক্যা। বর্ষার শুরুতেই যখন এই অবস্থা, তখন মুক্তিফৌজের পুরা ক্যাচকা মাইর শুরু হইলে- হায় আল্লাহ হেগো না জানি কি হয়? ঢাকা টাউনে কয়েকবার থ্রেনেড চার্জ, ফেনী সেক্টরে মুক্তিফৌজের গাবুর মাইর আর কয়েক হাজার ব্রিজ-কালভার্ট উড়নেই যখন হেগো হেঁচকি উঠছে, তখন পুরা কারবার শুরু হইলে হেগো, কি অবস্থা হইবো হেইডাই ভাবতাই।

সেদিন একদল মুক্তিফৌজের সঙ্গে Action দেখতে গিয়েছিলাম। বিজুর লাহাল পোলাগুলো আমারে কইলো কি জানেন? কইলো, সেখেন আমরা আইজ রাইতে নদীর হেই পারে পূব দিকে কারবার করমু, তাই এই দুইটা পোলারে পশ্চিম দিকে নদীর ধারে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পের দিকে গুলি ছুঁড়নের লাইগ্যা পাড়াইলাম। আমি বললাম, 'আপনাগো Action হইবো পূব দিকে আর এগো পাঠাইলেন পশ্চিম দিকে, কেইসডা কি?'- 'আরে দূর আপনে দম্বে না কারবারডা।' এর কিছুক্ষণের মধ্যেই হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প থেকে গুলির জবাব শুরু হলো। মুক্তিফৌজের নেতা বললেন, 'এই যে হেগো দিয়া শুরু কইর্যা দিলাম, অহন এই গুলি হারা রাইতের মতো চললো। আশে পাশে কোনো গেরাম না থাকলে কি হইবো- ডরের চোটে অহন এগো এই অবস্থা হইছে।' এরপর মুক্তিফৌজের দলটা দিকি পূব দিকে যেয়ে বাকি রাইত ধইরা তাদের কারবার করলো অর্থাৎ হানাদার বাহিনীর পালিয়ে যাওয়ার রাস্তাটার বারোটো বাজিয়ে এল।

এরকম একটা অবস্থায় এখন আবার ভাড়াটিয়া সৈন্যদের বেতন নিয়ে গড়বড় শুরু হয়েছে। আর রোজই হানাদার সৈন্যদের নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই এহেনো একটা ছেরাবেরা অবস্থায় জঙ্গী সরকারের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আব্দুল হামিদ খান তার জোয়ানদের মনোবল ঠিক রাখবার জন্য অহন এই বুড়া বয়সে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতাম। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া নিজের পিঠের চাম বাঁচাইবার জন্য একটার পর একটা ফর্মুলা ঝাড়তাম।

যদি কেনো একটা ফর্মুলায় কাম হয়। আইজ মগরেবের ওয়াক্তে এই রকম একটা

ফর্মুলার মাইন্ডে বড়শিতে যেমন মাছ গাঁথে হেই রকম মাল গাঁথতে চাইতাম। কিন্তু মণ্ডলবী সা'বে যে কারাবারডা করছেন, হের পর সব পাখি উড়াল দিয়া গ্যাছেগা। অহন বারবার আঙ্গুলে গুনতাম কয়টা পাওয়া গেছে। ১৬৭-এর মধ্যে পনেরো- কি সোন্দর Result?

এইবারে ইয়াহিয়া সরকার কি করফাইন? নাকি য্যামন আইছুলাইন হমনে যাইফাইন। হ-অ-অ আর হেইদিগে তো আবার জেনারেল আব্দুল হামিদেরও একবার গদীতে বহনের খায়েশ হইছে। পাকিস্তান যহন শ্যামই হইছে তহন হের একবার খায়েশটা মিটুক। History-তে নামড়া তো ছাপা হইবো।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, অকরে সাফ। জঙ্গী সরকারের স্টেট ব্যাংকের খাজাখানা অকরে সাফ।

৩১

২৯ জুন ১৯৭১

কুফা। অহন সেনাপতি ইয়াহিয়ার অকরে কুফা অবস্থা যারা ভেবেছিলেন ইয়াহিয়া সা'বে তাঁর বেতার বক্তৃতায় বাঙালিগো লাইগ্যা দিল জারে জার কইর্যা না জানি কি একটা হেকিমী সরবৎ দিবো, তারা অহন চিত্ত হইয়া পড়ছেন। আইয়ুব খান দিয়েছিলেন 'বেসিক ডেমোক্রেসি' আর ইয়াহিয়া সা'বে দিয়েছেন মেলেটারি ডেমোক্রেসি। বাহান্ন মিনিট সাড়ে বাইশ সেকেন্ড ধরে এক বেতার ভাষণে সেনাপতি ইয়াহিয়া পয়লা মিছা কথা কইলেন, তারপর ধমকাইলেন, তারপর নিজেই নিজের প্রশংসা করলেন, তারপর 'পাকিস্তান' 'পাকিস্তান' কইয়া বুক থাপড়াইলেন, তারপর মেলেটারি ডেমোক্রেসির ফর্মুলা দিলেন আর হৃগ্গলের লাটে কাইন্দ্যা ফেলাইলেন।

কি কইলেন! মেলেটারি ডেমোক্রেসির কথা বুঝতে পারেন না। তয় কই হনেন। ১৯৭০ ইলেকশনডা যহন ইয়াহিয়া সা'বের জোয়ানরা খাড়া থাইক্যা করছিল তহন ইলেকশনডা তো আর ভুল করা যায় না। কিন্তু মাত্র ১৬৭টা বাই ইলেকশন হইবো। ১৬৯-এর মাইন্ডে ১৬৭টা সিট আওয়ামী লীগে পাইছিল কিনা। কি হইলো- এহনও Clear হইলো না। জেনারেল টিক্কা, রাও ফরমান আলী আর জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ আর পিডিপি হারু পাট্রির নেতারা মিলিয়া একটা কমিটি করবো। যেমন ধরেন খুনের আসামী নিজেই যাইয়া জজ সা'বের গদীতে বইলো আর কি! হেই কমিটি যদি কয় মীরপুর আর মোহাম্মদপুরের খনে দালাল সম্রাট গোলাম আজমরে Elect করতে অইবো। ব্যস্ তা হইলেই আলহাজ্জ জহির উদ্দিন সা'ব 'গণ-ফট'। হাজার দালালী করলেও এইডারে আর কেউ ঠেকাইতে পারবো না। কেননা হেরা আর সামান্যতম Risk লইতে চায় না। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় ইসলাম-পছন্দওয়ালাগো ১৬৭টা নেতা

বাইর করন খুব একটা অসুবিধা অইবো না। এইবার হেরা দুনিয়ারে দেহাইবো Election করে কয়।

এরপর পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার সদস্যরা যখন পার্লামেন্টে আসন গ্রহণ করবেন, তখন তাদের আসল কাম— মানে কিনা শাসনতন্ত্র তৈরী করার জন্য কোনো কিছুই করতে দেয়া হবে না। কেননা সেনাপতি ইয়াহিয়া অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করে দেখেছেন এই শাসনতন্ত্র তৈরির ব্যাপারটাতেই পলিটিসিয়ানরা খুবই টাইম নষ্ট করেন। তাই আগের বার যে ১২০ দিনের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, এবার সেটাও আর তিনি করবেন না। এবারের পার্লামেন্টের সদস্যরা রাওয়ালপিন্ডির ক্যান্টনমেন্ট থেকে তৈরি করা একটা শাসনতন্ত্র পাবেন। এলায় বুঝছেন সেনাপতি ইয়াহিয়া তার মেলেটারি ডেমোক্রেসিতে খটমট ব্যাপারগুলো কত সহজ আর সোজা করে ফেলেছেন।

এর পরেও ইয়াহিয়া সা'বের কয়েকটা কিছুক রইছে। পয়লা কিছুক— পার্লামেন্ট বইলেই যে ক্ষেমতা দেওয়া হইবো, তা নয়। পোলাপানে নতুন বই-খাতা কিন্ন্যা য্যামতে মলাট লাগায়, হেই রকম গবর্ণমেন্টের উপর মার্শাল 'ল'র কভার থাকবো। মানে কিনা থাকি পোষাকের হাত থনে রক্ষা নাইক্যা— হেরা থাকবোই। দুসরা কিছুক— বাংলাদেশের পরিস্থিতি আয়ত্বের মাইধ্যে আইলে কি হইবো, যদিদি পর্যন্ত রাস্তাঘাট মেরামত আর ট্রেন-স্টিমার পুরা চালু করণ যাইবো না— যদিদি পর্যন্ত বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হইবো না— তদ্দিন পর্যন্ত টিকা-নিয়াজী-ফরমানের রাজত্ব থাকবোই। তিস্রা কিছুক— স্বাভাবিক অবস্থা বইতেন লাইগ্যা আরো চার মাসের দরকার হইতে পারে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কায়-কারবার আগের মতোন না হয়, তা হইলে বুঝতই পারতাছেন মেলেটারি ডেমোক্রেসি দেওন আরো Late হইবো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া আর একটা জব্বর কথা কইছেন। তার মেলেটারি ডেমোক্রেসি কায়েম হলে প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসন পাবে, আবার সেন্টারও শক্তিশালী হবে। এ্যাও হয়, অও হয়। ক্যামন বুঝতাছেন। অক্করে ভানুমতির খেল আর কি? বাঙালি দালালেরা খুশি, মেলেটারিও খুশি। যাঁতির চোটে বেচারা ইয়াহিয়া খান মিছা কথা কইতে-কইতে মুখের গাইলস্যার মধ্যে একেবারে ফেনা ভুলে ফেলেছেন। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস থেকে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সাবের এই অবস্থা হয়েছে।

২৮শে জুন তারিখে ভদ্রলোক তার বেতার ভাষণে ভট করে বলে ফেললেন 'আঙ্গুর ফল চুকা'। যখন দেখলেন তেল দিয়ে কোনো কাজ হলো না। আর হেগো কথামতো কাম করতে করতে হেঁচকি উঠে গেল তবুও Aid-Pakistan Consortium-এ ডাইল গল্‌লো না। মানে কিনা বাঙালি মারনের লাইগ্যা মাল-পানি পেলো না। তখন ইয়াহিয়া সা'ব চিল্লাইয়া কইলেন, 'কুচ্ পরোয়া নেহি হ্যায়। হেগো Aid খুবই খারাপ জিনিষ। হেইডা ছাড়াই কাম চালামু।' ব্যাডা একখান? কিছু আর কয়দিন? এদিকে তো ঘণ্টা পড়ে গেছে। বুড়ো জেনারেল হামিদ খান আইজ কাইল কেন জানি না খুবই আর্মি ক্যাম্পে ঘুরতাছেন। নাকি হেরও দিলের মাইন্দে চিরকিৎ অইছে?

যাউগুগা যা কইতাছিলাম। আমাগো সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আর একটা ফাস্ট কেলাস কথা কইছেন। তিনি বলেছেন, ‘বাঙালি শরণার্থী যারা সীমান্তের ওপারে চলে গেছেন তাঁরা এখনই ফিরে এসে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।’ কি সোন্দর দাওয়াৎ। শরণার্থীরা ফিরে আইলে তো তাঁদের প্রিয়জনদের মাটির নিচে দেখতে পাইবো। তা হইলে কি এসব শরণার্থীদেরও তিনি মাটির নিচে হোতনের দাওয়াৎ দিতাছেন? আমি কই কি ব্রাদার ইয়াহিয়া, আপনে তো এর মধ্যেই বাংলাদেশে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য, পাঁচ হাজার সশস্ত্র পুলিশ, নর্দার্ন স্কাউট, গিলগিট স্কাউট আর উপজাতীয় এলাকার ফৌজ এনেছেন। এখন বাকি যা’ আছে তাও নিয়ে আসুন। না হলে মুক্তিফৌজের গেরিলারা কোবাইবো কাগো? কেবল তো মাইর গুরু হইছে। এর মধ্যেই আপনাগো হাজার কয়েক পটল তুলছে আর হাজার কয়েক গতরের মাইন্দে ব্যান্ডেজ বানছে। ভিয়েতনামের দিয়েন বিয়েন ফুতে যে রকম হইছিল আমাগো গেরিলারা বাংলাদেশে হেইরকম একটা কারবার করবার জন্য অস্থির হইয়া উঠেছে। তাই কইতাছি আগেই কিছুক ভাগবেন না। আপনাগো অফিসারগো মাইন্দে হেইরকম একটা Tendency দেখতাছি। লুট আর লাড়াইর মাইন্দে কিছুক আশমান-জমিনের ফারাক।

৩২

৩০ জুন ১৯৭১

গোষা করছেন। আমাগো জুলফিকার আলী ভুট্টো সা’বে গোষা করছেন। হের আব্বাজান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কায়-কারবার দেইখ্যা ভুট্টো সা’বে অহন অকরে Deaf and Dumb কুলের হেড স্টাটার হইছেন। রেডিওর লোকেরা ভুট্টো সা’বের কাছে সেনাপতি ইয়াহিয়ার বক্তৃতার Reaction চাইলে তিনি কোনো কথা বলতে অস্বীকার করেছেন। তার দিলের মাইধ্যে খুবই চোট লাগছে। আইজ ছয় মাস ধইয়া তাঁর সাধের পিপলস পার্টির মেম্বররা Elect হইয়া বেকার রইছে। অথচ এখনও পর্যন্ত ক্ষমতা পাওয়া তো দূরের কথা এসব মেম্বররা মাইনে পর্যন্ত পাচ্ছে না। কি রকম একটা গেনজাম কারবার। ভুট্টো সা’বের Consult না করে সেনাপতি ইয়াহিয়া Insult করেছেন। তাই বেচারা ভুট্টো শুধু একটা কথাই বলেছেন, ‘জেনারেল ইয়াহিয়া যে বেতার ভাষণ দিয়েছেন সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার আগে পিপলস পার্টির লিডারদের সঙ্গে Discussion করতে হবে।’ এলায় বুঝতাছেন ভুট্টো-ইয়াহিয়ার মাইধ্যে ফারাকটা কেমন জানি দিন দিন বাড়তাছে।

২৫শে মার্চের আগে তো দু’জনার মধ্যে খুবই পিরীত আছিল। ভুট্টো সা’বে বাংলাদেশের Election Result দেইখ্যা কইলেন, ‘সর্বনাশ হয়েছে, শেখ মুজিব ১৬৭টা সিট পাওয়ায় পাকিস্তানের পার্লামেন্ট এখন কসাইখানায় পরিণত হয়েছে। এই পার্লামেন্টে আমার একাশি জনের পার্টি যোগ দিব না।’ কি সোন্দর যুক্তি। শেখ সা’বে

বেশি সিট পাইলো ক্যান, হেইর লাইগ্যা Parliament বয়কট। বুঝছেন, হেগো Democracy র নমুনাডা। জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'বে অক্সরে আড়ি, আড়ি, আড়ি-তিন আড়ি দিয়ে সিদ্ধ প্রদেশের লারকানার 'আল মারকাজ' নামে বিরাট বাড়িতে দরজা বন্ধ করে বালিশের উপর উপুড় হয়ে ফোঁপাতে লাগলেন।

আর যায় কোথায়? জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জঙ্গী সরকারের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আব্দুল হামিদ খানকে সঙ্গে করে লারকানায় যেয়ে হাজির হলেন। তারপর দরজার কড়া নেড়ে সে কি ডাকাডাকি, 'আয় মেরে লাল, আয় মেরে চিড়িয়া, আয় মেরে জান।' তার পরের খবর হচ্ছে, সেনাপতি ইয়াহিয়া আর জেনারেল হামিদ মিলে 'আল-মারকাজে' রাত কাটালেন। অনেক বুঝিয়ে যখন সদর ইয়াহিয়া ভুট্টোকে আসল প্ল্যানটার কথা বললেন, তখন স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর পোলার খারটি টু বেরিয়ে গেল। মানে কিনা বত্রিশ পাঁচ দাঁত বের করে হাসলেন। আর্মি দিয়ে বাঙালিদের আত্মা করে পিটিয়ে আওয়ামী লীগ ব্যান করে দিলেই তো পিপলস পার্টি পার্লামেন্টে মেজরিটি হয়ে গেল। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে যে ব্রিফিংই আসে ভুট্টো সাহেব চুটিয়ে সেই কথাই বলেন। তার কথার চোটে জামাতে ইসলামী আর মুসলিম লীগ মার্কা হারু পার্টির নেতারা পর্যন্ত তাকে Congratulate করলেন। পাকিস্তানের খবরের কাগজগুলোতে ভুট্টো সাহেবের রং-বেরং-এর ফটো ছাপা হলো। এমনকি তাঁর বিবি সাহেবার স্পেশাল ইন্টারভিউ পর্যন্ত প্রকাশ হলো। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি হয়ে দাঁড়ালো। আর্মিদের চাইতে পঞ্চনদ এলাকায় ভুট্টোর জয় জয়কার পড়ে গেল।

যে লোক আইয়ুব খানের চাইতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকার সময় একবার কইছিলেন, 'দরকার হলে ঘাস খেয়েও হাট্টার বছর ধরে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।' সেই লোক আবার Full Form-এ আইস্যা পড়লেন। লাহোর বিমান বন্দরে এস, পি.কে সঙ্গে করে দিকি ইন্ডিয়ান হাইজ্যাকিং করা বিমানের দস্যুদের কান্ধে হাত দিয়া সাবাস দিয়ে এলেন। একটা হাত উঁচু করে খবরের কাগজে ফটো ছাপবার ব্যবস্থা করলেন।

ভুট্টো সাহেবের চোটপাটই আলাদা। একজনরে ধমকাইতাছেন, একজনরে ডর দেখাইতাছেন, আর একজনরে শাসাইতেছেন। এরই মধ্যে সেনাপতি ইয়াহিয়া পহেলা মার্চ এক অর্ডারে পার্লামেন্টের সেশন বন্ধ করে দিলেন। ভুট্টো সা'বে আহ্বাদে গইল্যা পড়লেন। পার্টির লোকজনরে গোপনে কইলেন, 'দেখছো, ইয়াহিয়া অহন আমার হাতের মুঠায়। যখন যা কইমু তাই হোনন লাগবো। এয়ার নাম পলিটিক্স। বুঝছো?

এদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে লোক-দেখানোর জন্য আলোচনা করতে এসে দিন ক'য়েক পরে 'তু' করে ভুট্টোরে ডাকতেই, ব্যাডায় অক্সরে লাইফ Risk কইর্যা ঢাকায় হাজির হলেন। 14th ডিভিশনের একটা পুরা কোম্পানি Hotel Intercontinental-এ জননেতাকে গার্ড দিলো। এমনকি হেটেলের এগারো

তলায় একটা সাংবাদিক সম্মেলনের আগে সমস্ত সাংবাদিকদের পরিচয় পত্র দেখে দেহ তলাশী করে ঢুকানো হলো। জুজুর ভয়। যদি কোনো বাঙালি ভুট্টো সা'বরে হেইকাম কইর্যা দেয়।

পাকিস্তান নামে দেশটার দাফন করার order দিয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া করাচীতে পালিয়ে যাবার পর জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ২৬শে মার্চ একটা আর্মি জিপে তেজগাঁ বিমানবন্দরে এনে করাচীগামী প্লেনে উঠিয়ে দেয়া হলো। ব্যস্ এইখানেই ভুট্টোর খেইল খতম্। উনি ছিঁড় হয়ে গেলেন। নারিকেলের শাঁস খাইয়া য্যাম্তে লোকে ছিঁড় ড্রেনের মাইন্দে ফেলায়, কাম শ্যাষ হওনের পর জঙ্গী সরকার ভুট্টো সা'বরে হ্যাম্তে ফালাইয়া দিছে।

দুই একবার সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকার পোলাডারে বুঝাইবার চাইছিল, মুখে যতই চোটপাট করি না কেন, আসলে বাংলাদেশে পাকফৌজ অহন কেদোর মাইন্দে পড়ছে। তিন মাসেও লাড়াইডা খতম করণ গেল না। এর মাইন্দে আবার বাঙালি ফৌজের মাইর দিনকে দিন কড়া হইতাছে। এদিকে মাল-পানির খুবই টানাটানি। তাই মেরে লাল ভুট্টো একটুক্ থামোশ থাকো।

কিন্তু পোলা খুবই গরম। সেনাপতি ইয়াহিয়া নাকি জুরে ভোগাস্ মারছে। ফুটবল খেলায় যেমন একজন আরেকজনরে ফাউল করে, ইয়াহিয়া সা'বে নাহি ফাউল-হ্যান্ডবল সবই করছে। কিন্তুক বেডায় কি জানে না যে দেশ, রাজনীতি আর যুদ্ধে ফাউল বইল্যা কিছু নাইক্যা। জেতনডাই আসল কথা।

মিষ্টির দোকানের সামনে যেমন এক রকমের চাম-ওঠা জীব, দূরে আরেক জাতভাইরে দেখলেই কেঁউ কেঁউ করে ওঠে। ভুট্টো সা'ব অহন দূর থনে গলায় শিকল বাঁধা হরিবল হক, সবুর, মাহমুদ আলী ফকা-ফরিদ'রে দেইখ্যা হেইরকম আওয়াজ করতাছেন। কেননা ইয়াহিয়া সা'বের শেষ ফর্মুলায় নাকি এইসব জাতভাইগো Elect হওনের খুবই কড়া Chance রইছে।

সেইজন্য বলেছিলাম গোস্বা করছেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো অহন গোস্বা করছেন। কাইন্দা বালিশ ভিজাইতাছেন। উনি অহন অকরে Deaf and Dumb স্কুলে হেডমাস্টার হইছেন। তার দিলের মাইন্দে জব্বর চোট লাগছে।

৩৩

১ জুলাই ১৯৭১

এগুলো কি কারবার হইতাছে? আইজ আটানবই দিন ধইর্যা বাংলাদেশে তুফান Fight করতাছি, তবুও এ লড়াই-এর একটা হিল্লো হলো না? আমি ইয়াহিয়া খান একবারও কইতে পারলাম না যে, সমস্ত বাংলাদেশ অকরে জয় কইর্যা ফেলাইছি। কেবল একটা কথাই বার বার কইর্যা চিল্লাইতাছি, Situation Normal-অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে

এসে গেছে। কিন্তুক আমি তো Report পাইতাছি হেইখানে অহন কি করবারটা চলতাছে? পিআইএ-এর মধ্যেই ছয়শ' একানকইডা অফিসারের লাশ ঢওয়াইছে। আর জোয়ানগো তো আল্লারওয়াস্তে লিল্লাহ কইর্যা দিছি। কত কষ্ট কইরা পাকিস্তানে এইসব খবর চাপিস্ করতাছি। এদিকে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকটারে তো গাং করছি, একশ' টাকা পাঁচশ' টাকার নোট বেআইনী করছি, নতুন ট্যাক্স বহাইছি, ডাক মামুল বাড়াইছি, চেক ভান্সাইলে- ড্রাফট বানাইলে পহা লইতাছি, তবু- তবুও কোনো কিনারা করতে পারতাছি না।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার অহন মনডা খুবই খারাপ। খালি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছেন, 'এই কালু এলায় হাইর্যা যা, অনেকক্ষণ তো হইছে।'

কি কইলেন? কেইস্‌ডা ঠিক মতন বুঝতে পারলেন না? তয় কইতাছি হুনে। একবার বরিশাল গিয়েছিলাম। শীতকাল। আলেকান্দায় পাড়ার ছেলেরা সব নাটক করছে। নিজেরাই লিখে একটা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছে। সময় কাটাবার জন্য একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে হাজির হলাম। একটা দৃশ্য দেখলাম অন্ধরে তুফান কারবার। দর্শকদের কেউই আর সিটে বসে নেই। সবাই চিৎকার করতে শুরু করেছে। দৃশ্যটাতে সুন্দর হ্যাংলা চেহারার নায়ক বিকটি দৃশ্যবান প্রতি-নায়কের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। নাটকে লেখা আছে কিছুক্ষণ লড়াই-এর পর নায়ক তার প্রতিদ্বন্দীর বুকের উপর চেপে বসে বিজয় উল্লাস করেছে। কিন্তু নাটক অভিনয়ের সময় এক কুফা অবস্থার সৃষ্টি হলো। সুদর্শন নায়ক নিচে চিৎ হয়ে পড়ে আছে আর ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলছে, 'এই কালু এলায় হাইর্যা যা, অনেকক্ষণ তো হইছে।' আর মোটাসোটা লোকটা নায়কের বুকের উপর বইয়া জোরে জোরে চিল্লাইতছে 'পারলে ফালাও- কেমন বেডাখান দেখুম।'

বাংলাদেশের কেন্দো আর প্যাকের মধ্যে এখন এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিফৌজের কেচ্কা মাইরের চোটে হানাদার ফৌজ চিত্তর হইয়া ফিস্‌ ফিস্‌ কইর্যা কইতাছে, 'এলায় হাইর্যা যা, অনেকক্ষণ তো হইছে।' কিন্তুক ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের জানা উচিত এটা নাটকের অভিনয় নয়- এটা হচ্ছে বাস্তব সত্য। ১৯৫১ সনে যেখানে আধা ডিভিশন সৈন্য রাইখ্যা কাম হইছিল, ১৯৭১ সনে সেখানে পাঁচ ডিভিশনেও কোনো কাম হইতাছে না। কেমন বুঝতাছেন- মাসে কতদিন যাইতাছে? কোবানীর চোটে অহন কান্দলে কি অইবো? চিয়াংকাইশেকের তো ফরমোজায় জায়গা হইছিল, কিন্তু আপনাগো লাইগ্যা তো বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইতাছি না।

একদিনের রিপোর্ট দিতাছি। রংপুরে তিন জায়গা থনে মুক্তিফৌজ গেরিলাগো কোবানীর চোটে হানাদার সৈন্য ভাগছে। হেগো Moral খুব Strong কিনা? সে কি দৌড়? ঢাকার ইসলামপুরে ভীড়ের মধ্যে ২ (A) টাউন সার্ভিসের বাস আটকে গেলে যেমতে কইর্যা বাসের কন্ডাকটর বাস থুইয়া দৌড়ে সদর ঘাট যাইয়া হাজির হইয়া কয়, 'আইয়্যা পড়ছি'- ঠিক একইভাবে এই হানাদার সৈন্যরা এক দৌড়ে রংপুরের টাউনের

কামাল কাছনায় হাজির হইছে। কিন্তুক যা গেছিল হেই নাথার ফেরৎ আইতে পারে নাই। বাকিগুলো পডল তুলছে।

রংপুরের অমরখানাতেও একই অবস্থা হয়েছে। আর রংপুর খনে মাত্রক তিরিশ মাইল উত্তরে হাতিবান্ধা আর বড়খাতাতে আহা-রে কি মাইর! মাইরের চোটে ভাগনের সময় গুলি-মেসিনগান, ট্রাংক, স্যুটকেস- এমন কি নীলো আর সাবিসহার ফটো পর্যন্ত লওনের টাইম পায় নাইক্যা।

কথা নেই বার্তা নেই মুক্তিফৌজের গেরিলারা ঠাকুর গাঁ-এর পূব দিকে হানাদার সৈন্যদের একটা ফাঁড়ি অন্ধরে ডাবিশ্ কইর্যা ফ্যালাইছে।

সিলেটের জাম্ফলং আর সোনাপুরায় হানাদার বাহিনী একবারে তজ্জা হয়ে গেছে। যশোর সেষ্টরের কথা আর কওন যায় না। মুক্ত এলাকায় হামলা করণের লাইগ্যা হেগো চিরকিৎ হইছিল। মাত্র বারো ঘণ্টার লড়াই। তারপর হেরা আর ভাগোনেরও টাইম পাইলো না। হগ্গলেই রইর্যা গ্যালো। হেগো আর দৌড়াইয়া ভাগোনের কষ্টডা করতে হয় নাই।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় হানাদার সৈন্যরা তিনটা মোটর বোটে ‘মউতের খোঁজে’ বেরিয়েছিল। হ-অ-অ ‘মউতের’ লগে হেগো মোলাকাত হইছে। অহন তিনডা মোটর বোটের মাইন্দে জয় বাংলার ফ্ল্যাগ উড়তাছে।

এতো কইর্যা না করলাম। যাইস্ না। হেই রাস্তায় যাইস্ না। হাতি যেমন বরই গাছ তলায় যায় না- তোমরাও হেই রকম হেই রাস্তায় যাইয়ো না। নাঃ আমার কথা হনলো না। অহন মাইরের চোটে হেই সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করছে। কুমিল্লা, রাজশাহী, বগুড়া আর ফরিদপুরের কথা হনলে বাকিগুলো ডরাইবো। তাই আজ আর বেশি খবর দিমু না। মাইর খবরের আগেই যদি ভাগে?

সেই জন্য বলেছিলাম, সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন চেইত্যা গেছেন আর চিল্লাইয়া কইতাছেন, ‘এগুলো কি কারবার হইতাছে? আইজ আটানকই দিন ধইর্যা বাংলাদেশে তুফান Fight করতাছি, তবুও এ লড়াই-এর একটা হিল্পে হলো না?’

সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন চিৎ হইয়া ফিস্ ফিস্ কইর্যা কইতাছেন, ‘এই কালু এলায় হইর্যা যা, অনেকক্ষণ তো হইছে। এলায় হইর্যা যা’।

৩৪

৪ জুলাই ১৯৭১

ফাতা-ফাতা। ওদিকে অহন ফাতা-ফাতা অবস্থা শুরু হয়ে গেছে। আর লুকোচুরির কারবার লাইক্যা। অহন দিনে দুপুরে ডাকাতি শুরু হয়েছে। রেডিও গায়েবী আওয়াজ খনে একটা জব্বর খবর বাইরাইছে। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার হগ্গল জুটমিল আর পাটের গুদামের যত পাট আছে তামাম জুট বোর্ডের সম্পত্তি। এলায় বুঝছেন টিক্কা

সা'বের রাজত্বে ক্যামন সোন্দের সব ব্যবস্থা হইত। এতোদিন হুইলিাম পাকিস্তানের বেবাক সম্পত্তি আল্লাহর সম্পত্তি। কিন্তু আইজকাইল মুক্তিফৌজের গাবুর মাইরের চোটে সব অকরে গড়বড় হইয়া গ্যাছেগা। হগ্গল সম্পত্তি অহন ইয়াহিয়া-টিকার সম্পত্তি। হ্যাগো যা খুশি তাই-ই করবো, আপনার তাতে কি? জানেন না, আগে আপু তার পরে বাপু।

একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন। ঢাকায় আমাগো হুমায়ুন বশীর সা'বের লগে গোলাম কাদের সা'বের Fight হইত। বশীর সা'বের লণ্ঠন আর কাদের সা'বের নৌকা। তুফান Fight। তখন আমি যোগীনগর লেইনের মাইন্ডে থাকি। একদিন সন্ধ্যায় নারিন্দায় যুক্তফ্রন্টের এক জনসভা। যেয়ে দেখি এক ঢাকাইয়া লোক জোর বক্তৃতা করছেন, 'বুঝছেন ডাই সা'বরা, বাপ মায়ে আমারে বেশি ল্যাং-পড়া হিকায় নাইক্যা। তাই লেকচার দিতে পারুম না। তয় আপনাগো কিছু মেছাল হনামু। অমাগো মহল্লার মাইন্ডে এক মণ্ডলবী সা'ব আছিল। একদিন মহল্লার লোকজনে সব সর্দার সা'বের কাছে আইস্যা নালিশ করলো। সর্দার সা'ব, এই মণ্ডলবী আমাগো মসজিদের মাইন্ডে উল্ডা-পাল্ডা নামাজ পড়াইত। সর্দার সা'বে লগে লগে মহা গরম। উল্ডা-পাল্ডা নামাজ পড়াইত, কারবাকুড় কি? পাড়ার পোলাপানে দৌড় দিয়া মণ্ডলবী সা'বেরে ধইর্যা আনলো। সর্দার সা'বে কইলো, 'আবে এই মণ্ডলবী সা'ব-এলায় গাডি-বোচ্কা বান্ধেন আর কি? আপনের কাটনের টাইম আইছে।' মণ্ডলবী সা'ব হাত কচলাইয়া কইলো, 'দ্যাহেন সর্দার সা'ব আমার লগে যে কেতাব আছে, হেই কেতাব দেইখ্যাই তো নামাজ পড়াইত।'

সর্দার সা'বে কেতাবডা হাতে লইয়া দ্যাহে কি পয়লাই ল্যাংখা আছে মুসলিম লীগ-জিন্দাবাদ, লবণের সের ষোল টাকা, নারিয়েল তেল বারো ট্যাং, কাপড়ের জোড়া পঞ্চাশ ট্যাং, আর চাল কেরাসিন বদলাক। সর্দার সা'বে কইলো আমাগো এহানে এই কেতাব চলবো না- এইডা তো লাহোরে ছাপা আইছে। আমাগো চক বাজারের ছাপা কেতাব লইয়া আহেন।' হেইডার মাইন্ডে লেখা রইছে যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ। এক আনা সের লবণ। দুই টাকা সের নারিকেল তেল। সাত টাকা মন চাল আর আট টাকা জোড়া শাড়ি।

সেই জন্য বলেছিলাম লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডিতে ছাপা ইয়াহিয়া-টিকার ডাইনা-মুড়া দিয়া লেখা কেতাবে তাজ্জব সব কারবার হইত। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় হানাদার সৈন্য দিয়ে পাবলিক ছাড়াও গবর্ণমেন্টের ২৬ কোটি টাকার বাড়ি-ঘর ভাঙ্গানোর পর এলায় ১৫ কোটি টাকা দিয়া মেরামত কইর্যা চুনা লাগাইত। বাঙালি পোলাপান Murder-এর পর মীরপুর-মোহাম্মদপুরের মক্তব-মদ্রাসার খনে শেখ কালুগো পোলাপান ধইর্যা, নতুন ফুলপ্যান্ট পিন্ধাইয়া, গাড়িতে কইর্যা আইন্যা স্কুলের কেলাসের মধ্যে বহাইয়া টেলিভিশনের ফিলিম তুলত। পহেলা গ্রামের মধ্যে ঢুইক্যা খুন, জখম আর আগুন লাগাইয়া বেবাক মানুষের খেদানোর পর অহন আবার Reception counter-এর লাইগ্যা হা-ডু-ডু খেইল্যা জ্যান্ত মানুষ ধরনের লাইগ্যা পেরেশান হইয়া উঠে। টকী-

তেজগাঁ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, খুলনা-খালিশপুর আর চিটাগাং-হালি শহর থানে হগ্গল মজদুরগো খুন আর খেদানোর পর অহন আবার মিল-ফ্যাক্টরি চালু করনের লাইগ্যা কয়েকদিন বাদ বাদই রেডিওর মাইন্ডে আম-দাওয়াত দিতাছে।

এতো সব কারবার করণের পরও যখন খালি No-reply হইতাছে, তখন মোক্ষম কাম শুরু করছে। হেই যে কইছিলাম হেগো কাছে লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডির কেতাব আছে। হেই কেতাব মোতাবেক অহন পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার হগ্গল সম্পত্তি আল্লাহর বদলে হেরাই দখল কইর্যা বইছে। ট্যাকা-পহা-ধনসম্পত্তি সব হেগো।

কি সোন্দর এলান করছে। সমস্ত জুটমিল আর গুদামের পাট এখন জুট বোর্ডের সম্পত্তি। জুট বোর্ড এ'সব কাঁচাপাট বিদেশে রফতানী কইর্যা বাঙালি মারণের জন্য গুলি-বন্দুক কিনবো। জুটমিলগুলো সমস্ত বন্ধ থাকনের জন্য দেশের মাইন্ডে আর কাঁচা পাটের দরকার নাইক্যা। সেজন্য টিক্কা-সা'বের মার্শাল ল' গবর্ণমেন্টে এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, ব্যাংকের অধীনে গুদামে যেসব পাট রয়েছে সেগুলো জুট-বোর্ড রফতানী করে দিবে। আর এজন্য এই মুহূর্তে কোনো মাল-পানি দেওন সম্ভব না। সবই টিক্কা-সা'বে তাঁর নোট বইয়ের মাইন্ডে ঢুইক্যা থুইতাছেন।

কিন্তু ভাই সা'ব, অহন পাট, পাট কইর্যা চিল্লাইলে কি আইবো খুবই লেইট কইর্যা ফ্যালাইছেন। হগ্গল গুদাম খালি। হেই সব গুদামে অহন চামটিকা ঘুরতাছে। আর এই বছর পাট চাষ হয় নাইক্যা— সবই ঠন্ ঠন্। অহম বলি কি, একটা কাম করবাইন— পাকিস্তান থাইক্যা আরো কিছু সৈন্য আর ছায়ায় এলাকার ফৌজ এনে পাট বোননের লাইগ্যা duty দেন। হেরা তহন বুঝাছে অপরবো কত ধানে কত চাল হয়। আর এদিকে ফকা, ফরিদ, সবুর তো খালি হইত্যা হইত্যা টাইম কাডাইতেছে— হেগো এই পাট বোননে Advisor কইর্যা দেন। কামে দিবা। আর চা-বাগানগুলো?

অ-অ-অ হেইগুলোও তে জ্বলাইছেন। চা-গাছ বোননের ব্যাপারে হরিবল হক চৌধুরী খুবই ভালো Appointment। খালি হের হাতে নগদ টাকা দেবেন না। তা হইলেই এলনবেরির ড্রাম ফ্যাক্টরি।

সেইজন্য বলেছিলাম ফাতা-ফাতা। ওদিকে অহন ফাতা-ফাতা অবস্থা শুরু হয়েছে। হেরা নতুন কেতাব ছাপাইছে। এতোদিন হুইছিলাম পাকিস্তানের বেবাক সম্পত্তি আল্লাহর সম্পত্তি। কিন্তুক নতুন কেতাবে হগ্গল সম্পত্তি অহন ইয়াহিয়া-টিক্কার সম্পত্তি। তবুও হেগো রাইতের ঘুম ছুইটা গেছে।

৩৫

৫ জুলাই ১৯৭১

আধা-খ্যাচড়া। এই একটা শব্দের উপরেই অহন মাইর-পিট চলতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের বড় বড় গৌফ আর ভুঁড়িওয়ালা জেনারেলদের যারা

বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় মুক্তিফৌজের আত্মকা আর গাবুর মাইরের চোটে ধান্ধা মাইরা গেছেন, তাঁরা আধা-খ্যাচড়া কাম করবো না বইল্যা এহনও চিল্লাইতাহেন। হানাদার ফৌজের 9th Division-এর কম্যান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল শওকত রাজা বলেছেন যে, আমরা খামোখা এতো মাল-পানি খরচ কইর্যা এতো দূর থনে আহি-নাইক্যা। আমরা একটা মিশন লইয়া আইছি। আর এই মিশনের কাম শ্যাষ না হওয়া পর্যন্ত আমাগো Action চলবোই। আমরা তো আর বার বার আইতে পারুম না? আধা-খ্যাচড়া কাম কইর্যা পলিটিশিয়ানগো হাতে এই মুলুকটা দিয়া গেলে আবার গড়বড় শুরু হইবো। তাই দুশমনগো পুরা খতম করণের পরই আমরা আবার দ্যাশে ফিইর্যা যামু।’

একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। একবার আমাগো ঢাকার মাইন্ডে ছক্কু মিয়া আর মেরহামত মিয়া মিল্যা রেস খেলবার গেছিলো। ময়দানে যাইয়া ছক্কুর মুখ দিয়া খালি খই ফুটতাহে। রাজা-উজির মাইরা চলছে। মানে কিনা ছক্কু রেস খেলবার আইলেই খালি বাজি জিত্যা ফালায়। হেই লাইগ্যা বেশি আহে না। তা’ অইলে অন্য মাইনষে করবো কি? হ্যাষে হেই দিন ছক্কু মিয়া হীরামনের উপর টিকিট কিনলো। আর মোরহামত মিয়ারে কইলো, ‘বুঝছো নি, হীরামন অক্করে পঞ্জিরাজ। যহন রেস শুরু অইবো তহন দেখবা অক্করে উড়াল দিয়া যাইতাহে। আর হীরামনের জাকি পবন বাহাদুররে তো তুমি চেনোই? আঃ হাঃ তুমি দেখি অক্করে কাউলা হইছে। পবন বাহাদুরের মেডেলের ওজন তো এক মনের মতে অইবো। একবার করেছিল কি- এই পবন বাহাদুর দুলদুল লইয়া রেসে নামছে। পয়লা থনেই ফাস্ট যাইতাহে। খানিক দূর যাওনের পর আত্কা দুলদুল ঠ্যাং ভাইয়া পইড়্যা গেল। হ্যাষে পবন বাহাদুর ঘোড়া ছাড়াই দৌড়াইয়া অক্করে পয়লা যাইয়া হাজির হইল। হের পর শুক্কু হইল মহা গ্যান্জাম। তারপর বুঝছোনি। ছয় মাস ঢাকায় রেস খেলাই বন্ধ।’ মোরহামত মিয়া বগ সিগারেটটার মাইন্ডে একটা কড়া টান দিয়া কইলো, ‘হ-জ- বুঝছি। আইজ যহন তোমার লগে আইছি, তহন আমার কপালে না জানি কি আছে? যাউগ্গা, তোমার হীরামনে আইজ কার লগে Fight করবো?’

ছক্কু মিয়া একটা অবজ্ঞার হাসি দিয়া কইলো, ‘হনতাছি কই থনে Diamond Queen বইল্যা একটা ঘোড়া আইছে। হেইডাই নাহি হীরামনের লগে টক্কর দিবো। আরে কিসের লগে কি?’

মিনিট কয়েকের মধ্যেই সাত নম্বর রেস শুরু হয়ে গেল। তুমুল চিৎকার। আর বিকট হৈ চৈ। এর মধ্যে দেখা গেল Diamond Queen বাকি সবগুলো ঘোড়াকে বহু পিছনে ফেলে Victory Stand-এ পৌছে গেছে। আর বাকি ঘোড়াগুলোর মধ্যে কে সেকেন্ড হবে সেটা নিয়েই সাংঘাতিক Fight চলতাহে। হঠাৎ করে মোরহামত মিয়া লক্ষ্য করে দেখলো যে বাকি ঘোড়াগুলোর সবচেয়ে পেছনে মুখে ফেনা বের করে হীরামন হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। তাই মোরহামত মিয়া আর মন্তব্য না করে পারলো না।

‘আবে এই ছক্কু মিয়া, তোমার হীরামনরে লইয়া পবন বাহাদুর যে অক্করে লাঞ্চে আইতাহে? খেলু শুরু হওনের আগে তো খুবই চোটপাট করতাহিলা? এলায়?’

ছক্কু মিয়া তার সাদা দাঁতগুলো বের করে বললো, 'আবে ধূর আইজ আমাগো পবন বাহাদুর হীরামনরে লইয়া নতুন কিসিমের খেল্ করতাছে। দেখছো কেমন সুন্দর বাকি হগ্গল ঘোড়াগুলো খেদাইয়া আনতাছে? ব্যাডা একখান আর কি? সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন পবন বাহাদুর হইছে। আর হের হানাদার বাহিনী অহন হীরামন হইছে। যে মুক্তিফৌজের লগে টক্কর লাগবো, তাগো তালাশ কইর্যাই পাইতাছে না। তাই দম্ খিচ্যা হিয়াহিয়া সা'বে অহন হানাদার বাহিনী দিয়া গেরামের লোকগুলো খালি ধাওয়াইয়া বেড়াইতাছে।

এদিকে ঢাকা থাইক্যা খুব জব্বর খবর আইছে। এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার প্রতিনিধি জানিয়াছেন যে, ২২শে জুন মঙ্গলবার যখন একদল বিদেশী সাংবাদিক ভোর রাতের দিকে Anti Aircraft Gun, ট্রেক্স আর বাংকারে ঘেরা তেজগাঁ বিমান বন্দরে অবতরণ করছিলেন, তখন মুক্তি ফৌজ গেরিলাদের ডিনামাইট আর হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জের বিকট আওয়াজে সমস্ত শহরের পূর্ব দিকটা প্রকম্পিত হচ্ছিল। অথচ গুনের মধ্যেই নাকি হানাদার বাহিনীর একজন অফিসার জোর গলায় সাংবাদিকদের বুঝাচ্ছিলেন যে, বাংলাদেশে আইজ-কাইল সব কিছুই আমাগো কন্ট্রোলের মধ্যে এসে পড়ছে। গেরিলা যুদ্ধের কথা যারা কয়, তারা ভোগান মারতাছে। ঢাকার মাটিতে পা দিলেই বুঝতে পারবেন।

হ-অ-অ ঢাকার মাটিতে পা দিয়াই হুইটেনরা বুঝতে পারছে মাসে কয়দিন যাইতাছে। আর ইয়াহিয়া-টিক্কা সা'বের জামানগো দিন অহন ক্যাম্ভ কাটতাছে। রয়টারের সংবাদদাতা হাওয়ার্ড হুইটেন ঢাকায় পৌছেই এক রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, এর মধ্যেই আট দফায় মুক্তিফৌজের খোদ ঢাকা শহরে হাতবোমা আর গ্রেনেড চার্জ করেছে। জেনারেল টিক্কার অফিসাররা এর কোনো হদিসই করতে পারছে না। এ'ছাড়া মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর লোকজন ছাড়াও যেসব বেসামরিক কর্মচারী ইয়াহিয়া সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছে তারা মুক্তিফৌজের 'মৃত্যু পরোয়ানা পাচ্ছে। এসব মৃত্যু পরোয়ানা সরকারি খামে করে পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া ঢাকায় যে সামরিক হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে প্রতিদিনই গড়ে ষাটজনের মতো গুরুতররূপে আহত পাকফৌজ ভর্তি হচ্ছে। বাকি হাসপাতালের হিসেব পাওয়া যায়নি।

হাওয়ার্ড হুইটেন ঢাকা থেকে আরো জানিয়েছেন যে, প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল থেকে যেসব লোক ঢাকায় পালিয়ে এসেছেন, তাদের মতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা টাঙ্গাইল দখলের পর লাহোর-পিন্ডি থেকে আমদানী করা সশস্ত্র পুলিশের হাতে টাঙ্গাইলের শাসনভার দিয়ে কুমিল্লা সেক্টরের দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কাদেরিয়া বাহিনীর গাবুর মাইরের চোটে টাঙ্গাইল থনে অহন হেরা অক্করে সাফ হইয়া গ্যাছে। টাঙ্গাইল এখন মুক্ত।

এদিকে স্টুনিটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল-এর একজন সংবাদদাতা বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল সফর করে বলেছেন যে, ক্যান্টনমেন্ট আর শহরাঞ্চল ছাড়া পাকফৌজ বিশেষ

দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য- এসব ফৌজরা মাঝে-সামঝে গ্রামের মধ্যে এসে অত্যাচার চালিয়ে সন্ধ্যার আগেই আস্তানার দিকে দৌড়াচ্ছে। মুক্তিফৌজের আত্মকা মাইরের ভয়ে এরা সব সময়ই আল্লাহ বিল্লাহ করতাকে। আবার লন্ডন টাইমস কাগজে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অনেকগুলো এলাকাই এখন মুক্তিফৌজের নিশানা দেখতে পেয়ে বেশ খানিকটা আশ্চর্য হয়েছেন। সংবাদদাতা তাঁর রিপোর্টে আরো বলেছেন যে, মুক্তিফৌজ গেরিলারা তাকে পরিস্কার জানিয়েছে যে, 'বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করে এ মুক্তি সংগ্রাম সফলতা লাভ করবেই করবে। লাখো বাঙালির লাশের নিচে আজ পাকিস্তান নামে দেশটার দাফন হয়ে গ্যাছে।

তাই কইছিলাম- আধা-খ্যাচড়া। এই একটা মাত্র শব্দের উপরেই অহন হগ্গল মাইর-পিট চলতাকে। হানাদার বাহিনীও কইতাকে, আধা-খ্যাচড়া কাম কইর্যা যামু না। আবার মুক্তিফৌজও কইতাকে আধা-খ্যাচড়ার মধ্যে আমরা নাইক্যা। মুক্তিফৌজ গেরিলারা পয়লা থনেই এই একটা মাত্র কথাই কইতাকে- আধা-খ্যাচড়া কামে আমরা বিশ্বাস করি না। কাম অকুরে পাক্কা। হানাদার বাহিনীর মউত অহন তাগো Call করতাকে। আর আজরাইলে তাগো উপর আছর করছে

৩৬

৬ জুলাই ১৯৭১

গুনাহ। কবির গুনাহ। সেনাপতি ইয়াহিয়া খান গুনাহ-এ কবির করছেন। বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা, নারী নিধাতন, গণহত্যা, আর মিছা কথার মাস্টার জেনারেল হয়ে ভদ্রলোক এখন সাধু সাজবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পাপ কোনোদিন চাপা থাকে না। তাই বাংলাদেশের আসল তথ্য বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হবার পর মাস্টার সা'বে অহন খুবই গরম হইছেন। শেষ পর্যন্ত তার পরাণের দোস্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হরিবল হক চৌধুরীকে পশ্চিমী দেশগুলোতে জনমত গঠন আর টিভি, রেডিও সংবাদপত্রগুলোকে ব্রিফ করবার জন্য পাঠিয়েছেন। হরিবল হক চৌধুরী নিজেই নিজের পরিচয়। সারাজীবন ধরে পলিটিক্স করছেন; কিন্তুক হগ্গল সময়েই Back-Door-মানে কিনা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকবার রাজনীতি। মওলবী সা'বে আইজ পর্যন্ত পাবলিকের ভোটে মেস্বর হতে পারেননি। তাই পাবলিকের উপর তাঁর খুবই রাগ। কেউ কেউ কয়, এবার ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বস্তি এলাকাগুলো নিশ্চিহ্ন করবার বুদ্ধিটা নাকি এই চৌধুরী সা'বই দিয়েছিলেন। কেননা রাস্তা দিয়ে মার্সিডিস গাড়িতে যাওনের সময় 'গিধ্ধড়' বস্তিগুলো তার কাছে খুবই খারাপ লাগতছিল।

সেনাপতি ইয়াহিয়া ক্ষেমতায় আসার পর যখন এক মাথা-এক ভোটের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন পাকিস্তানের এই প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে

ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'রাজনীতির ব্যাপারে বুদ্ধি-টুঙ্গিগুলো আমাদের কাছ থেকে নিলেই পারে। দেশের অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত লোকগুলো ভোটের কি দাম বুঝে? যত সব মাথা গরমের কাজ আর কি?'

এরপর থেকে চৌধুরী সা'বে মাঝে মাঝেই সীলমোহর করা খামে লোক মারফৎ চিঠি পাঠিয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বকে Advice করতেন। তাঁর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে একগাদা খবরের কাগজ। ইংরেজি পাকিস্তান অবজার্ভার, বাংলা পূর্বদেশ আর উর্দু ওয়াতান পত্রিকা ছাড়াও উর্দু এবং বাংলা সিনেমা সাপ্তাহিক চিত্রালীর মালিক এই চৌধুরী সা'বে। তাই মাঝে-সামঝে এসব কাগজে তার চেহারা মোবারকের মানচিত্র দিয়ে ফলাও করে বিবৃতি ছাপা হয়। আবার এ.পি.পি. এবং পি.পি.আই. এর মতো সংবাদ সরবরাহ সংস্থাকে বিবৃতির কপি দিয়ে তা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজগুলোর কাছে পাঠাবার জন্যে— সে কি চোটপাট!

গত বছর নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাবার পর যখন সমস্ত জননেতাদের দুর্গত এলাকা সফর সমাপ্ত হলো, আর যখন গরু-ভেড়া আর মানুষের লাশ সরানো শেষ হয়েছে; তখন একদিন চৌধুরী সা'ব তার একজন রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার নিয়ে নোয়াখালীর চকু কাটায় যেয়ে হাজির হলেন। পাকিস্তানের এককালীন ফরিন মিনিস্টার গামবুট পার্কে কিসর দেয়া রুমাল নাকে চেপে ধরে রাস্তার পাশে আগুল চারেক কাদার মধ্যে দাঁড়ালেন। অমনি বার কয়েক ক্লিক ক্লিক আর Flash Bulb জ্বলে উঠলো। ঢাকায় ফিরে এসে তিনি এক এফতার পার্টিতে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করলেন। অবশ্য ৭২ বছর বয়সেও তাঁর নামাজ-রোজার বালাই পর্যন্ত নেই। ইসলামের খুবই পায়েরবন্ধ লোক কিনা! পরদিন সকালে তার কাগজগুলোতে বিরাট ফটো সহকারে খবর ছাপা হলো, 'দুর্গত অঞ্চলে হামিদুল হক।' অবশ্য অন্যান্য খবরের কাগজে এই সংবাদটার নাম নিশানা পর্যন্ত নেই।

এহেনো চৌধুরী সা'ব আবার একটা Chance লইছেন। হেই দিন জেনারেল টিক্কার লগে আমাগো প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার একটা হেলিকপ্টারে বরিশাল গিয়েছিলেন। পরদিন পাকিস্তান অবজার্ভার, পূর্বদেশ আর ওয়াতান কাগজে চার কলাম করে দুটো ফটো ছাপা হলো। উপরেরটা হচ্ছে General Tikka in Barisal. কিন্তু নিচের ফডোডা আমাগো হরিবল হক চৌধুরীর। বরিশালে হ-রি-বল।' কি রকম বেড়া একখান। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

কিন্তুক হের উপায় নাইক্যা। হের মাল-পানির পরিমান খুবই বেশি কিনা। নিজের আইন ব্যবসা, দুইডা বাংলা, দুইডা উর্দু আর একটা ইংরেজি কাগজ ছাড়াও প্যাকেজেস ইন্ডাস্ট্রিজ, সদর ঘাটের এসোসিয়েটেড প্রিন্টিং প্রেস আর একটা চা-বাগান রইছে। এ'ছাড়া আবার জাপান থনে চিটাগাং রিফাইনারি আর চিটাগাং স্টিল মিলের জন্য কেমিক্যালস ইমপোর্ট লাইসেন্স রইছে। এদিকে আবার কেমুতে জানি পাকিস্তান অবজার্ভারের জাপান সাপ্লিমেণ্টের কিছু টাকা ফরেন ব্যাংকে রইছে।

চৌধুরী সা'বের জামাই বিশিষ্ট সাংবাদিক এজাজ হোসেন ছিলেন পাকিস্তান অবজার্ভারের ইউরোপীয় সংবাদদাতা। কিন্তু দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধিতে ভদ্রলোকের মৃত্যু হলে, চৌধুরী সা'ব নিজের বিধবা মেয়েকেই অবজারভারের সংবাদদাতা হিসাবে নিয়োগ করে বৈদেশিক মুদ্রায় বেতন দিতে শুরু করেছেন।

এ হেনো চৌধুরী সা'ব অহন সেনাপতি ইয়াহিয়ার দূত হিসেবে বিদেশ সফরে বেরিয়েছেন। তাঁর কামডাই হইতাছে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের সপক্ষে বিশ্বের জনমত সংগ্রহ করা ছাড়াও টিভি, বেতার ও সংবাদ-পত্রগুলোকে বাগে আনা। কেননা ব্রিটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্রগুলো জঙ্গী সরকারের ভাণ্ড অন্ধুরে ফুটা করে দিয়েছেন।

নিউইয়র্ক টাইমসের দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সংবাদদাতা মিঃ সিডনী সেনবার্গ ঢাকায় যেয়ে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, তাতে সেনাপতি ইয়াহিয়া অন্ধুরে হইত্যা পড়ছেন। উনি খুবই সিনা চিতাইয়া Foreign Correspondent গোঁ দাওয়াত করছিলেন। কিন্তুক সিডনী সা'বের ডোজ্‌টা খুবই কড়া অইছে। হেইর লাইগ্যা হেরে মাত্র বারো ঘণ্টার নোটিশে Get-out কইর্যা দিছেন। এদিকে আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পার্টির চারজন সদস্য রয়্যাল এয়ার ফোর্সের পুনে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা আর সীমান্তের ওপরের শরণার্থী ক্যাম্প Visit কইর্যা যেটুকু বয়ান কইছেন, তাতেই জঙ্গী সরকারের কামডা সারা হইছে। ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন দলের নেতৃমিঃ টবি জেসেল বলেছেন, 'হেই দিকের কারবার যা দেখছি, তাতে কইর্যা বিফিজিগো দ্যাশে ফেরনের কথা কইতে পারি না।' সঙ্গে সঙ্গে ইসলামাবাদ থেকে হইনে Urgent মেসেজ গ্যাছে "Protest"। লগে লগে লন্ডনের পাকিস্তানী হাইকমিশনার চিল্লাইয়া উঠছেন, 'জেসেল সা'বে খুবই খারাপ কথা কইছেন। ইয়ে সব বাতু ইয়ায়।' এদিকে ব্রিটেনের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী মিঃ আর্থার বটম্‌লি বলেছেন, 'দেখেগুনে যা কইছে, তাতে শেখ মুজিবুর রহমান আর আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউই বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।' কিন্তুক সেনাপতি ইয়াহিয়া কবির গুনাহ করার পরেও বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করবার জন্য শ্যাষ পর্যন্ত একটা বাই-ইলেকশনওয়ালা মিলিটারি ডেমোক্রেসির ফর্মুলা দিছেন। বেভাগো ধারণা দুনিয়ার মাইন্ডে কেউই এর 'মজমাডা' বুঝতে পারবো না। এদিকে বাংলাদেশ সরকার কইছে সেনাপতি ইয়াহিয়া ক্যান আমাগো ব্যাপারে 'ফুচি' মারতাছে? মানে কিনা নাক গলাচ্ছেন। হেতাইনে কেডা? ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ জুমেরাতে পাকিস্তান নামে দ্যাশটার দাফন হয়ে গেছে। সবই কবির গুনাহর ফল।

৩৭

৭ জুলাই ১৯৭১

দিনা দুই আছিলাম না। হের মাইন্ডেই জেনারেল টিক্কা সা'বে চান্স লইছেন। হেতাইনে North Bengal-এর নাম কইর্যা মেহেরপুর, রাজশাহী, আর নওগাঁ Tour করেছেন।

শরীলভা ম্যাজ ম্যাজ করতাকে বইল্যা ভোগা মাইর্যা রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, কুড়িগ্রাম এলাকায় যায় নাইক্যা। এইসব এলাকা আইজ-কাইল নাকি খুবই Risky হইয়া পড়ছে। হের কাছে ছিকরেট রিপোর্ট আইছে। খুবই খতরনাক্। তাই বেচারা টিক্কা North Bengal Tour এবেলা ওবেলার কারবার করছেন। মানে কিনা এবেলা ঢাকার খনে গেছেন, আর ওবেলা Back করছেন। কিন্তু ঢাকায় ফেরনের পর তার কি চোটপাট।

একটা ঠ্যাং একটু খুড়িয়ে প্লেন থেকে নেমেই রেডিও গায়েবী আওয়াজের রিপোর্টারেরে খুঁজলেন। কিন্তু আমাগো জিলুর সা'বে কাঁচা-কাম করে না। রেডিওর নিউজ এডিটরকে লইয়া পুরা সুট পিনখ্যা এয়ারপোর্টে হাজির। বহু চেষ্টা করণের পর ব্যাডায় আবার দোবারা রেডিও গায়েবী আওয়াজের রিজিওনাল ডিরেক্টর আইছেন। এর আগে সেক্ট্রাল মিনিষ্টার হবিবুর রহমান বুলু মিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকনের সময় W.T.-এর মানে কিনা বিনা পহায় ট্রেন ট্যুর কইর্যা টি.এ.-র টাকা লণ্ডন আর রেডিওর Commercial প্রোগ্রামের টাকা গ্যাড়া মারণের লাইগ্যা পাকিস্তান কাউন্সিলে Executive Director হিসেবে ট্রান্সফার হইছিলেন। হেরপর করাচীতে রেডিওর Director Transcription থাকনের সময় ইলেকশন রেজাল্ট দেইখ্যা আওয়ামী লীগের মাস্কা মারণের জন্য আজাদ রহমানের জয় বাংলা গানের রেকর্ডডা প্রডিউস করছিলেন। কিন্তুক যখনই জিলুর সা'বে বুঝছেন কইস খুবই খারাপ, তখনই একটা সেলাম ঠুইক্যা কইছেন, 'মেরে মাদারি জবান টু হ্যায়, হামকো ঢাকামে ভেজিয়ে। আমি হগ্গলরে সুফিয়া আমীনের গান হুগ্গল'।

ব্যস। কাম ফতে। অর্ডার পাওবের লগে লগে ঢাকায় আইয়া এজাজ মিয়ারে কনুই মাইর্যা আউট কইর্যা দোতলার বড় চেয়ারডার মাইন্ডে বইয়া পড়ছেন।

এহেনো জিলুর সা'বের কইস মাইন্ডে কোনোই গলদ পাওন সম্ভব না। তাই সা'বে কইছে কিসের ভাই, আহাদের আর সীমা নাই। জেনারেল টিক্কার কথাবার্তা হুবহু লিখ্যা অফিসে দৌড়াইলেন।

যখন দুনিয়ার হগ্গল খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশন কইতাছে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খল নাইক্যা, যাতায়াতের অবস্থা খুবই খারাপ, স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাচারী, হাট-বাজার আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবার নাইক্যা আর অখনই দুর্ভিক্ষ দেখা দিছে, তহন রেডিওর মাইন্ডে টিক্কা সা'বের Statement আইলো, 'সব কুচ্ ঠিক হ্যায়। খাদ্য পরিস্থিতি খুবই চমৎকার। পিস্ কমিটি সোন্দর কাম করতাকে।'।

কিন্তু লাহোরের পাকিস্তান টাইমস পত্রিকা জেনারেল টিক্কাকে একেবারে পথে বসিয়েছেন। এ কাগজে ছাপা হয়েছে যে, 'পূর্ব বাংলার খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। সেখানে যে Stock রয়েছে তা'তে দু'মাস চলবে কিনা সন্দেহ।' এলায় ক্যামন বুঝতাহেন! পাকিস্তান টাইমস আউর লিখখিস্, 'দু'বছর পর এবার পশ্চিম পাকিস্তান এক ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। বেশি না, হেইখানে মাত্রক দশ লাখ টন গেই 'শর্ট' পড়ছে। তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এবার দেড়শ' কোটি টাকা দিয়া একুশ

লাখ টন খাদ্য আমদানী করবো।' কিন্তু মাল-পানি?— নাইক্যা। কণনের লগে লগে স্টেট ব্যাংকের গবর্নর রশ্চিদ সা'বরে Shunting কইর্যা দিচে। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন থাইক্যা বাকিতে কারবার করবো। এইডা যেমন লাগে বেচারাম দেউড়ীর মুদীখানা আর কি? পোলাডারে পাড়াইয়া বাকিতে দুই আনার কাড়ুয়ার তেল আনাইলাম, আর কী?

এদিকে ম্যাগ্লেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় মার্টিন উলকট লিখেছেন, 'একমাত্র ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলা হেড কোয়ার্টার্সে এখন কারফিউ চলতাছে। দিন কয়েক আগেই রাজশাহীতে মুক্তিফৌজ গেরিলারা তিনটা বোমা ফাটিয়েছে। যে ক'জন বেসামরিক অফিসার কাজ করছে তারা চিঠির মারফৎ মৃত্যু পরোয়ানা পেয়েছে। এর মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৫,০০০ সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর অনেক জায়গায় মুক্তিফৌজের অস্তিত্ব রয়েছে।'

হেইদিন আবার মেহেরপুর সেট্টরে এক জব্বর কাম হইছে। একজন শিক্-কাবাব খাওইন্যা দারোগা একডা অশান্তি কমিডি করণের লাইগ্যা মিটিং ডাকছিল। হেই মিডিং-এ শও খানেক লোক দেইখ্যা দারোগা সা'বে মুসলমান ভাই-ভাই কইর্যা একটা লেকচার দিতাছিলেন। কিন্তুক যারা লেকচার হনতাছিলেন তাই মাইন্দে যে অনেকগুলো মুক্তিফৌজের বিচ্ছ আছিল তা জানতো না। তারপর কামেই পারতাছেন। নাঃ নাঃ নাঃ আমি কমু না। হেই গাড়োল আর তার সান্ধোপান্ধো পোলাইগ্যা দুঃখে আমার পরাণডা Weep করতাছে। এদিকে সাতক্ষীরায় আবার অশান্তি কমিটির ২৯ জন কতলে আম হইছে। আর দিনাজপুর-রংপুর সেট্টরে মুক্তিফৌজ গেরিলারা অহন কোবাইয়্যা সুখ করতাছে। বেশি না ১০৫ দিনের লড়াই-এ হানাদার বাহিনীর দশ হাজারের মতো জখ্মি হইছে। হেইর লাইগ্যা জেনারেল নিয়াজীর চান্দি অকস্মিক মরম হয়ে গেছে। অনেক SOS পাঠানোর পর জর্ডানের আশ্রান থেকে reply এসেছে, দিন কয়েক আগে আশ্রান থেকে এসব জখ্মি সৈন্যগো মেরামত করণের লাইগ্যা দশ টন ওষুধ, ব্যান্ডেজ আর সার্জারির যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা বিমান করাচী এসে পৌছেছে। এলায় বুঝছেন মাইরটা কি আন্দাজ হইতাছে।

তাই বলেছিলাম বিপদ, আপদ আর মুসিবত— এরা কখনও একা আহে না। যহন আহে, তহন দল বাইন্দ্যা আহে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের অহন শনি রাশিতে পাইছে। তাই হেতাইনে যে কামেই হাত দিতাছেন, হেই কামেই বালা-মুসিবত হেরে আছর করতাছে।

৩৮

৮ জুলাই ১৯৭১

হয়ে গেছে। হেগো কুফা অবস্থা হয়ে গেছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের হানাদার বাহিনীর লগে আইজ-কাইল একজন কইর্যা মওলবীসা'ব দিতাছে। মুক্তিফৌজের

গেরিলা বাহিনীর আত্মকা আর আন্ধারিয়া মাইর খাওনের পর যখন হেগো সোলজাররা শেষ দমড়া ফালাইবার জন্য শরীলডা খিচতে শুরু করে, তখন এই মণ্ডলবী সা'বে এটুকু আল্লাহর নাম হুনাইয়া দেয়। ব্যস, লাহোরে যে পোলাডা পয়দা অইয়া পয়লা দম পাইছিল, আমাগো ভুরুঙ্গ্যামারীতে হেই ব্যাডায় আখেরী দমড়া ছাড়লো। এরপর ক্যাদোর মাইন্দে হোতনের পালা— আর কোনো নিশানা রইলো না।

আগেই কইছিলাম এক মাখে শীত যায় না। অহন এগুলো কি হুনতাছি? পয়লা দিকে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া-সা'বের সোলজাররা যেমন শতশত 'মাইলাই' করছিল, অহন আবার বিচ্চুর লাহাল পোলাঙলা হেইখানে 'দিয়েন বিয়েন ফু' করতাকে। এর মাইন্দেই এইসব গেরিলারা রাজশাহী, চিটাগাং, কুমিল্লা আর ঢাকাতে বোমাবাজি করছে। সাতক্ষীরা, যশোর, ঠাকুরগাঁ, কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ আর নোয়াখালীর অনেকগুলো জায়গা অহন মুক্ত এলাকা হয়ে গেছে। পিডানীর চোটে হেতাইনরা ভাগোয়াট হইছে। হের মাইন্দে আবার হেগো জখ্মি সোলজাররা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেগো ফালাইয়া আইলে বাকি সোলজাররা ভাবে, গুলি খাইলে তো অমাগো এ্যামতেই ফালাইয়া আইবো। আবার কান্ধে কইর্যা ক্যাম্পে আনলে মেজর সা'বে খুবই গরম হইগ্যা চিলুয়। কিন্তুক চিলুইলে কি আইবো? বিচ্চুর কাম বিচ্চুরা করবোই।

এইরকম একটা ছ্যাছেরা অবস্থায় লেঃ জেনারেল নিয়াজী সা'বে বেশি না— ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের কাছ থেকে আরও দু'ডিভিশন সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক নিউজউইক পত্রিকা একবারটা Disclose কইর্যা কইছে, ভিয়েতনামেও ঠিক এমতেই কারবার শুরু হইছিল। নিউজউইক আরো কইছে, যতই দিন যাইতাছে ততই মুক্তিফৌজরা জেনারেল হইয়া উঠতাকে।

এদিকে লাহোর রেডিওর এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, রাওয়ালপিণ্ডির National Service Directorate General Head Quarters থেকে এ'মর্মে এক নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে, সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি মিল-ফ্যাক্টরিতেও যেসব জোয়ান লোক কাম করতাকে তাগো সোলজার হিসেবে ট্রেনিং লওনের জন্য ডাকনের লগে লগে 'ইয়েস স্যার' কইয়া হাজির হইতে হইবো। এ'ছাড়া রাওয়ালপিণ্ডির খনে পাঞ্জাবি আর পশতু জবানে এলান করা হইতাকে, নাথিয়াগলি, মনশেরা, আটক, পিণ্ডি, মুলতান, মন্টগোমারি, পেশোয়ার, কোহাট আর ডেরা গাজীখাঁতে সোলজার রিক্রুটমেন্ট চলতাকে। অহন ক্যামন বুঝতাহেন! হেরা কি রকম সোন্দর মউতের রাস্তা ধইরা আগাইতাকে। আলজেরিয়া আর ভিয়েতনামেও ফরাসিরা এই রকম একটা কপিকলে আটকা পড়ছিল। আর অহন কান্বোডিয়া-ভিয়েতনামে মার্কিনীরা হইন্দ্যা শাল নিতাকে।

বাংলাদেশের গেরিলাগো বাড়ীর চোটে মণ্ডলবী সা'বরা অহন ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো মজবুত করতাকে। কেন আবার হইলো ডা কি? হ-অ-অ-অ বুঝছি। হেগো মোহ নামাইবার টাইম আইছে। হেরা ডরাইছে।

এর মাইন্ডে করাচীর খনে আবার এক জব্বর খবর আইছে। হেই খানকার মর্নিং নিউজ কাগজে লন্ডন টাইমস্, বিবিসি, ডেইলি টেলিগ্রাফ, গার্ডিয়ান আর বৃটিশ পার্লামেন্টের সফরকারী দলরে Warning দিছে। কেমন ব্যাডা একখান! চামটিকাও একটা পাখি। মর্নিং নিউজ গোঁস্বা হইয়া কইছে, ‘এইটা কি কারবার হইতাছে, বিদেশ খনে যাগোলগেই Permission দিয়া বঙ্গাল মুলুক ঘুরবার দিতাছি, হেরাই ছদর ইয়াহিয়া সা’বরে ধোলাই করতাছে? আমাদের মহব্বতের কি কোনোই দাম নাইক্যা? ব্যাডারা কি একটুক্ মিছা কথা লিখতে পারে না? হেগে ট্যুর করণের Permission দিয়াই ভুল হইছে। এই রকম যদি চলতে থাকে তয় ইঁশিয়ার কইর্যা দিতাছি, আংরেজগো লগে কিন্তু আমাগো Connection cut off হইয়া যাইতে পারে?’

মর্নিং নিউজ কাগজটার একটা Colourful History আছে। এই কাগজের জন্য কইলকান্তায়। কিন্তু হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হওনের লগে লগে কইলকান্তার মুসলমানগো খুইয়া এক রাইতে ঢাকায় হাজির। তারপর ১৯৫২ সালে ঢাকায় রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালি পোলাপানগো ইংরেজিতে গা’ল দেওনের জন্যি এই কাগজরে একটুক দুরন্ত করা হইছিল। মানে কিনা ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে এই কাগজের জুবিলী প্রেসটারে আগুন লাগাইয়া ছাই বাননো হইছিলো। আর এডিটর মাইকস গবর্নর হাউসে ভাগোয়াট হইয়াছিলেন।

এর পর মর্নিং নিউজ কাগজ করাচীতে হেড অফিস চালান করলো। আর ঢাকা-করাচী দুই জায়গা খনে ছাপানোর ব্যবস্থা করলো। মুহিম কপির বেশি সার্কুলেশন হইল না। আর এইদিকে ঢাকা মর্নিং নিউজ পুরানা মাইন্ডে আবার বাঙালিগো সম্পর্কে কি যেনো লিখছিলো। ব্যস্ ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সময় একদিন লাখখানেক লোক ঢাকার মর্নিং নিউজের নতুন অফিসের দেয়ালে খালি একটা কইর্যা থাপড়া মারলো-দেয়াল শ্যাঘ। হের পর আগুন মিসিন, অফিস পুইড়্যা সাফ।

এই রকম একটা কাগজ ব্রিটিশ প্রেসরে হাঁচা কাথা ল্যাহনের জন্যি ধমকাইছে। যাই কই? এদিকে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার ব্রিটেনের কাছে তিনটা প্রতিবাদ জানিয়েছে আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা মিঃ আর্থার বটমলীর টেলিভিশন ইন্টারভিউ দেখানো বন্ধ করেছে। কিন্তু হের মুখ বন্ধ করতে পারে নাইক্যা। মিঃ বটমলী যেসব তথ্য প্রকাশ করেছেন, সমস্ত সভ্যজগত তাতে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন হগ্গলেই সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের কাণ্ডকারখানা Criticise করতাছে। ভুট্টো-হরিবল-বজ্জাত হোসেন কোনো ডেলিগেশই আর কোনো কাম হইতাছে না।

আর এইদিকে কোরবানীর খাসী জবাই-এর পর মাইনসে য্যাম্তে খাসীর চাম খোলে, হেই রকম মুক্তিফৌজরা অহন হানাদার সৈন্যগো চাম ছিলতে শুরু করেছে। লাহোর রেঞ্জার্স, গিলগিট স্কাউট, নর্দান রেঞ্জার্স, আর্মড পুলিশ, উপজাতীয় এলাকার ফৌজ, 9th আর 12th Division কোনোটাতেই কিছু কাম হইতাছে না। হেরা অহন

পুকুরকে দরিয়া আর নদীতে সমুদ্র ভাবতাছে। আর হেই পানির মাইদে অহন চুবানি শুরু হইছে। হবায় তো সাড়ে তিন মাস হইছে। অহনই কান্দলে চলবো ক্যামতে?

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। হয়ে গেছে। হেগো অহন কুফা অবস্থা হয়ে গেছে।

৩৯

৯ জুলাই ১৯৭১

আইজ কেন জানি না মোনেম খাঁর কথা মনে পড়তাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ওস্তাদ আইয়ুব খান বাংলাদেশ খনে বহুত খুইজ্যা মালডারে বাইর করছিলো। মোনেম খাঁর যোগ্যতা- বটতলার উকিল আছিল আর জীবনে কোনোদিন পাবলিকের ভোটে জিততে পারে নাইক্যা। কিন্তু আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসিতে মোনেম খাঁ এক রাইতে বি ডি হইয়া গেল গা। তাই ফাস্ট চাঙ্গেই তদ্রলোক সেন্ট্রাল মিনিষ্টার। হের পরের ঘটনা মোনেম খাঁ নিজেই Disclose করছিল।

ঢাকায় মুসলিম লীগের গুণ্ডা সম্মেলন- আরে না না না কর্মী সম্মেলন। আইয়ুব খান একটা মোটা চেয়ারে মখমলের কুশনের উপর বসে রবেই। কিস্তি টুপী মাথায় মোনেম খাঁ বক্তৃতা করছেন, “ভাইসব আমার ছদর সাক্ষী। আমি তখন সেন্ট্রাল হেলথ মিনিষ্টার। একদিন রাইতে আমার ছদর আমারে ডাইকা খেতাইলো। আমার বুকের মাইদে তখন টেকির আওয়াজ শুরু অইছে। কাঁপতে কাঁপতে রাওয়ালপিণ্ডির প্রেসিডেন্ট হাউসে যাওনের লগে লগে ছদর আমারে কইলো, ‘কি জানেন?’ ‘মোনেম তুমি বঙ্গাল মুলুকের গবর্নর হও।’ আমি কইলাম, ‘মু-খো-মা, আমি এইডা পারবাম না।’ ছদর কইলো, ‘চব্বিশ ঘণ্টা টাইম দিলাম, কইলো কইও।’ দৌড়াইয়া অইয়া ময়মনসিংহ-এ জ্ঞানদার কাছে টেলিফোন বুক করলাম। জ্ঞানদা হইতাছেন আমার সিনিয়ার- সব কিছু হইন্যা জ্ঞানদা কইলো কি জানেন?- ‘মোনেম তুমি মা কালীর নাম লইয়া বুইল্যা পড়ো। ভাইসব হেই যে বুলালাম- আইজও বুলালাম কইলও বুলালাম; বুলাই রইলাম।”

এর পরের টুক আর মোনেম খাঁ কইতে পারে নাই। কওনের মতো অবস্থাও আছিল না। পাবলিকের মাইরের চোটে মোনাইম্যা অকরে বনানীর দোতালায় যাইয়া হুইত্যা থাকলো। আর আইয়ুব খান? থাউক হেইডা আর কমুনা। হেতাইনে ইয়াহিয়া খানরে ছিক্রেট লেটার লেইখ্যা হাউ-মাউ কইর্যা কাইন্দা ফ্যালাইল।

এখন আমাগো টিক্কা খানের অবস্থা মোনাইম্যার মতো অইছে। মোনেম খাঁ তো কড়ি কাডের মাইদে বুলাতছিল। কিন্তু টিক্কা? বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাকের মাইদে আটকা পড়ছে। যতই বাইরাইবার চেষ্টা করতাছে, ততই আরো গ্যাইড্যা যাইতাছে। মোনেম খাঁর টাইমে বাংলাদেশে দুই ডিভিশন সৈন্য আছিল, কিন্তু টিক্কা সা’বে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য, ১৫ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সশস্ত্র পুলিশ আর রাজাকার বাহিনী হুগলরে লইয়া প্যাকের মাইদে হান্দাইতাছে। কিন্তু চিল্লাইতে পারবো না। চিল্লাইলেই

যদি Leak out হইয়া যায় যে, মুক্তি বাহিনীর গাবুর মাইর চলতাছে! মনে লয় দুনিয়ার মাইনষে জানে না যে, ঢাকার আশেপাশেই অহন হেই কাম Begin হইছে। আর কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিং, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহীতে কেন জানি না টিক্কার সোলজাররা পেট্রোলে বাইরাইলে আর ফেরনের নাম লয় না। কেমন একটা কুফা অবস্থা। এইসব মাইরের কথা স্বীকার যাইবো না। ছোট ভাই-এর ওয়াইফ যেমন ভাসুরের নাম লয় না, হেই রকম ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজী-ওমরের দল মুক্তিবাহিনীর নাম লইতে পারবো না। খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে কইবো দুকৃতিকারী, রাষ্ট্রের দুষমন আর বিদেশী চরেরা এগুলো করতাছে। তা হইলে তোমার সোলজাররা করে কি? ও-ও-ও হেরা তো কোবানী খাইতাছে।

বাংলাদেশে অহন জব্বর Development Work চলতাছে। নতুন নতুন সব হাসপাতাল খোলা হচ্ছে। কিন্তু হেই হাসপাতালে সব থাকী পোষাক পিন্দুইন্যা পেসেন্ট হইত্যা গোঙ্গাইতাছে। ডাক্তার-নার্স খুবই Short কিনা। মুসলমান ভাই-ভাই কওনের চোটে একবার ইরান থনে কিছু নার্স আইছিল। কিন্তু হেরা হেইগুলোরে বিসমিল্লাহ কবুল কইয়া সব হাংগা কইর্যা ঘরের বিবি বানাইয়া ফ্যালাইছে। তাই এইবার ইরান থনে গৌফওয়ালা মেইল নার্স পাডাইছে।

একটা ছোট ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। পাকিস্তান আমলের ঘটনা। ঢাকার জিন্মা অভিন্যুতে আমার এক দোস্ত দাঁতের ডাক্তার আইছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় হেইখানে আড্ডা মারতে গেছিলাম। হের রোগীরা ঘুম লাইন কইর্যা রইছে। এই সব রোগীর মাইন্ডে একটা পাঠান রোগী দাঁতের বাহাশ চোটে গাল পাট্টা বাঁইক্যা অনেকক্ষণ ধইর্যা বইয়া আছে। আমি দোস্ত ডাক্তারের কইলাম, 'এইডা খুবই অন্যায়, পাঠানডাও তো তোমার Patient, ওরে একটা লইখ্যা দাও।' আমার কথা হইন্যা ডাক্তার সা'বের এ্যাসিস্টেন্ট থর থর কইর্যা কাপতে শুরু করলো। আর আমার ডাক্তার বন্ধু পাঠানডার কাছে যাইয়া কি যেনো কইতেই ব্যাডায় গেলো। আমি জিগাইলাম, 'কি কইল্যা? ডাক্তার একটা হাসি দিয়া কইলো, 'না ওরে লোক আনতে পাডাইলাম। এই জিন্মা অভিন্যুতেই দারোয়ান আছে, হেইগুলার জনা দুই আনতে কইলাম। না অইলে হের দাঁত উডানের সময় ধরবো কেডা? হের পর বুঝতেই পারতাছেন। রাইত নয়ডার সময় সিনেমা দেখলাম। মাটিতে চিৎ করে শোয়ানো অবস্থায় রোগীকে দু'জন পাঠান দারোয়ান চেপে ধরে আছে। রোগী তখন গৌ-গৌ আওয়াজ করছে। আর ডাক্তার সাঁড়াসী দিয়ে দাঁত তুলছে।' কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নাই যে, এই রকম সিনেমার সিরিয়াল শো দ্যাহনের টাইম খুবই নজদিগ্। টিক্কা সাবের সোলজার গো হোতাইয়া বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঠাইস্যা ধরছে আর গেরিলারা মনের সুখে ডাক্তারি করতাছে।

এই রকম এক সময়ে লেঃ জেনারেল নিয়াজীর উপর অর্ডার হইছে, রিফিউজি পাকড়াও করতে হবে। Reception Counter গুলা অনেক দিন ধইর্যা খালি যাইতাছে। নিয়াজীসা'বে তন্দুর রুটি-শিক কাবাব খাইয়া সিলেট যাইয়া হাজির। প্রুনে আহনের

সময় জনাকয়েক আর্মী অফিসার আর টেলিভিশনের ক্যামেরা ম্যানরে লগে আনছে। দুনিয়ার মাইন্ডে সিনেমায় দেহান লাগবো যে, টিক্কা-নিয়াজীর মহব্বতে বেচাইন হইয়্যা বাঙালি রিফিউজিরা সব ফেরৎ আইতাছে। Reception Counter-এর সামনে গোটা চারেক আর্মি জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বগলে ব্যাটন নিয়াজী সা'ব তার ঘেটু অফিসারগো লগে বাত্‌চিৎ করতাছেন। এমন সময় জনা চল্লিশেক সোলজার কয়েকটা গ্রাম থেকে শ' দেড়েক লোক ঘেরাও করে নিয়ে এল। একজন অফিসার চিৎকার করে বললো, 'সব দেহাতী আদমি কো ইস তরফ লে যাও! অউর কদম বাড়াকে Reception Counter কি তরফ আনে বোলো। জোয়ান লোগ দূর মে Position লেও।' এর পর টেলিভিশনের মুভি ক্যামেরায় দিবি রিফিউজি ফেরনের ছবি তোলা হলো আর লোকগুলোকে ডাঙা মেরে খ্যাদানো হলো। অফিসার মার্চ করে নিয়াজীর সামনে এসে স্যালুট করে বললো, 'ইস্ আম লোগকা অন্তর কুছ বিহারী ভি থে। উও লোগ ধোতি পেন্‌হাথা। ইসলাম কে লিয়ে ও লোক হিন্দু বনে থে।' ক্যামন বুঝতাছেন? পাবলিসিটি কারে কয়?

আমাগো টিক্কা সব আর নিয়াজী সা'বের মাইন্ডে আবার একটুক খেট্‌মেট্‌ রইছে। Eastern Command-এর দায়িত্বটা টিক্কার কাছ থনে নিয়াজীরে দ্যাওনের পর থাইক্যাই খেট্‌মেট্‌ আরো বাড়ছে। তাই সিলেটের রিফিউজি ফেরনের কারবার করণের পর চিন্তের মাইন্ডে সুখ লইয়্যাই জেনারেল নিয়াজী ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আইলেন। কিন্তু লগে লগে রিপোর্ট পাইলেন, ঢাকা থনে মাত্র ত্রিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে দেওহাট্টাতে হানাদার বাহিনীর যে ক্যাম্প আছিলো, হেইডারে গেরিলারা হামামদিস্তা কইর্যা ফালাইছে। অহন আর্মী হেড কোয়ার্টারের কাছেই কারবন্দা শুরু হইছে। টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহে ক্যাম্পে জানি তিনটা থানা মুক্ত এলাকা হইছে।

আত্কা মাইর দুনিয়ার গুহর। রংপুর, দিনাজপুর কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, কুষ্টিয়াতে আবার গেরিলাগো আত্কা মাইর শুরু হইছে। হেরা আরামসে হানাদার সৈন্যগো খুঁইজ্যা বেড়াইতাছে। মোনেম খাঁ তো কড়িকাডের মাইন্ডে ঝুলতাছিল, কিন্তু টিক্কা নিয়াজীর দল যতই ফাল পাড়াতছে, ততই বাংলাদেশের পঁয়াক আর ক্যাদোর মাইন্ডে গাইড়্যা যাইতাছে। আহা-রে কোন খান্কার পোলার কোনখানে মউত? ইরাবতীতে জনম যার ইছামতীতে মউত।

৪০

১০ জুলাই ১৯৭১

আইজ একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। আমাগো মহল্লার মাইন্ডে ছলিমুদ্দিন বইল্যা একজন মানুষ আছিলো। বেডায় গাং-এর হেই পার বিয়া করছিল। একদিন হাউড়ীর কাছে হুনলো হের একজন বড় শালী আছে। বারো বছর আগে হেই শালীর বিয়া হইছিল। কিন্তুক বিয়ার পর থনে হেরে আর মায়ের কাছে আইতে দেয় নাইক্যা।

এই কথা হইল। ছলিমুদ্দিন শালীর বাড়ি রওনা হইলো। বড় শালীর বাড়িতে তার খুবই খাতির। ছলিমুদ্দিনও বুঝে কইতে অজ্ঞান। পরদিন জুম্মার নামাজ বাদ ছলিমুদ্দিন কইলো, ‘বুঝে তোমার পোলাডারে লইয়া আমি একটু হাটে যামু।’ বুঝে কইলো, ‘এই কামডা কইরো না— হেরে সামলাইতে পারবা না।’ ছলিমুদ্দিন মহাগরম; ‘এইটুকু একটা পোলারে সামাল দিতে না পারলে আমার নাম ছলিমুদ্দিন না জহিরউদ্দিন?’

বিরাত হাট। ছলিমুদ্দিন পোলার হাত ধইর্যা খুবই হিসাব কইর্যা চলতাছে। হঠাৎ বড় বড় কই মাছ দেইখ্যা কেনার সখ হইলো। নিচু হইয়া অনেক দরাদরির পর মাছ লইয়া দ্যাছে কি পোলায় নাইক্যা। ছলিমুদ্দিন চাইর দিক অন্ধকার দেখলো। এলায় উপায়? বুঝের কাছে জবাব দিমু কি? ভালো কইর্যা ঠাহর কইর্যা দ্যাছে কি; ছলিমুদ্দিন পোলাডার নামডা পর্যন্ত জানে না। তাই পোলাডার নাম ধইর্যাও চিন্তাতেইও পারতাছে না। অনেক খোঁজাখুঁজি আর চিন্তা করণের পর ছলিমুদ্দিনের মাথয় একটা জব্বর প্যান আইলো। গরু হাটের পাশে একটা বাঁশের মাচাং-এর উপর খাড়াইয়া ছলিমুদ্দিন চিন্তাইতে শুরু করলো, ‘আমি কার খালুরে? হনছেন নি, আমি কার খালুরে?’ কেমন বুঝতাছেন ছলিমুদ্দিনের কারবারটা। বড় শালীর পোলা হারাইয়া চিন্তাইতাছে, ‘আমি কার খালুরে?’

সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন ছলিমুদ্দিন হইছে। বাংলাদেশের গাড়ার মাইন্ডে ঠ্যাং আটকানোর পর অহন পিকিং-ওয়াশিংটনরে ডাইক্যা কইতাছে, ‘আরে হনছেন নি? আমি কার প্রেসিডেন্টরে? আমি কার প্রেসিডেন্টরে?’

এদিকে করাচীতে রোশেন আলী ভীমজী অহন ভিমরি খাইয়া হইত্যা আছেন। কি কইলেন? ভীমজী সা’বরে চিনলেন না? তয় কই হোনেন। রোশেন আলী ভীমজী হইতাছেন ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্ডাস্ট্রিস কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটর। এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস চিটাগাং-এ হইলে কি হইবো— হেড অফিস করাচীত। চব্বিশ বছর ধইর্যা বাঙালিগো প্রিমিয়ামের হুগল পহা হেতাইনে করাচীতে পাচার কইর্যা তুলার ব্যবসাতে খাড়াইতাছে। এর মাইন্ডে আবার ভীমজী সা’বে মেলেটারির জেনারেলগো দোস্তু বানাইছিল— যদি কিছু মাল-পানি পাওন যায়?

সবুর, সবুর ডরাইয়েন না— অকখনই Explain করতাছি। ভীমজী সা’বে জেনারেলগো শরাবন তুহরা খাওয়াইয়া একটা চিঠির কোণার মাইন্ডে হেগো দিয়া ‘ইয়েচ’ লিখ্যা লইলো। হেরপর সোলজারগো গ্রুপ ইন্সপেক্টরের নাম কইর্যা বছর ঘুরলেই মাল-পানির ব্যবস্থা করলেন। কোম্পানির ডিরেকটররা সব আলহামদু লিলাহ কইলেন। দিনকাল ভালোই কাটতাছিল। কিন্তুক সন ১৯৭১ মার্চ পঁচিশ তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া সা’বে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মাইন্ডে বাঙালিগো ঠাণ্ডা করণের জন্য বাংলাদেশে সোলজার নামাইলো। ব্যাইস্। হাতি অন্ধরে দৌড়াইয়া আইস্যা ক্যাদোর মাইন্ডে হান্দাইলো। সারগোদা, রিসালপুর, কোহাট, কোয়েটা, লাহোর আর রাওয়ালপিণ্ডির অফিসার্স মেসে যেসব পোলাগুলো স্যুট পিন্ড্যা বিলিয়ার্ড খেলতাছিল, তারা হাওয়াই জাহাজে আইস্যা

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম আর টাঙ্গাইল, ময়নামতসিংহে কাফনের কাপড় পিন্ডলো আর জঙ্গী সরকারের ফাইটিং ফোর্সগুলো— না থাউক কমু না। অহন ভীমজী সাবের কথা আবার কই। হেতাইনে Top ছিক্রেট লেখা আর গালা দিয়া সিলমোহর করা একটা চিঠি পাইছে। বিসমিল্লাহ বইল্যা চিঠি খোলনের লগে লগে একটা আওয়াজ হইলো, ভীমজী সাবে ভিমরি খাইছে।

ছক্কু মিয়া কইলো, ‘আবে এই-ই কালু, খত্কা অন্দর কেয়া লিখ্খিস্ রে? কালু মিয়া গলা খ্যাকরাণী দিয়া থুক ফালাইলো, আংরেজি মে লিখ্খিস্।’

বেশি না দশ হাজার। মাত্র দশ হাজার হানাদার ফৌজের মউত আর ঘাউয়া জখমী গো লাইগ্যা ইয়াহিয়া সা’বে ইন্স্যুরেন্সের টাকা চাইছে। লাশ পিছু দুই হাজার টাকা কইর্যা ধরলে ‘দো ক্রোড় রুপেয়া।’ বিশ লাখের কোম্পানি। কিন্তু অউগ্গা Demand দুই কোটি। কি হইলো ভীমজী সা’ব? আর সোলজার গো গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স করবেন না? অহন বন্দর রোডের হেড অফিসের উপর লাল ফ্যাগ তুললে কি অইবো? কার পাল্লায় পড়ছেন বোঝেন নাই তো?

ভীমজী সা’বে কাঁপতে কাঁপতে একটা জবাব লিখ্যা পাকিস্তান অবজার্বার আর মর্নিং নিউজের Cutting পাডাইছে। ইয়াহিয়া সা’বে কইছে এইডা তো যুদ্ধ না, এইডা হইতাছে Internal Affair. রাওয়ালপিণ্ডির মিলিটারি ব্রিড কোয়ার্টার্স মহা গরম। তাইলে কিন্তুক আসল Demand কইর্যা দিমু। জেথারেল নিয়াজীর বুদ্ধিমতো অনেকগুলোয় সোলজার তো কলেরা আর নিমোনিয়া রোগে মরছে বইল্যা দেখানোর পর লিষ্টি কমাইয়া দশ হাজার করা হইছে। নাঃ নাঃ নাঃ হেরা করন যায় না। শিগ্গিরই মাল-পানি ঝাড়ো। এর মাইন্ডেই লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডিতে বোরখা-ওয়ালীগো চাইরডা মিছিল হইছে।

হ-অ-অ-অ এইদিকে এইভাবে কি হনতাছি। মেহেরপুর থনে হানাদার ফৌজ সাফ্। অহন মেহেরপুর টাউনের মাইন্ডেই Fight হইতাছে। আর হেগো ভাগোনের জায়গা নাইক্যা। এয়ার মাইন্ডে সোলজারগো মওলবী সা’বও ভাগছে। তাই হেরা ইয়া আলী কইর্যা ক্যাদোর মাইন্ডে হইত্যা পড়তাছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা চীনা রাইফেল ও ওয়্যারলেন্স সেট আর আমেরিকান মর্টার ও এল.এম.জি. পাইয়া মহাখুশি। আহারে, ধাওয়াইয়া কি আরাম রে! বেশি না মেহেরপুরে গেরিলারা পঞ্চান্নটা হানাদার সৈন্যের লাশ পাইছে। রংপুর, দিনাজপুরে, সাতক্ষীরা, সিলেটে একই রকম কারবার চলতাছে। এদিকে টাঙ্গাইলের রিপোর্টে হাস্‌বাম না কাঁদবাম। হেইখানে ছ্যাল কুত্ কুত্, ছ্যাল কুত্ কুত্, ছ্যাল কুত্ কুত্— মানে কিনা হা-ডু-ডু খেলা শুরু হইছে। কাদেরিয়া বাহিনী যখনই টের পাইছে যে, নরসিংদী-কুমিল্লার হেইদিকে কি যেনো একটা কারবার হওনের ঠালায় টাঙ্গাইল থনে কিছু সোলজার হেইদিগে গ্যাছে গা, বাইস কাদেরিয়া বাহিনী জঙ্গল থনে বাইরাইয়া গাবুর মাইর। এক চোটে হানাদার বাহিনীর ৭৭ জন সোলজার আর পুলিশ আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাইয়া হাজির হইলো।

এই খবর পাইয়া নিয়াজী সা’বে ময়নামতী ক্যানটনমেন্ট থনে কিছু সোলজার

আনলো। ব্যাস্, কুমিল্লার জাঙ্গলিয়াতে ঘ্যাটাঘ্যাট, ঘ্যাটাঘ্যাট-কি জানি একটা ব্যাপার হইয়া গেলো। কুমিল্লা টাউনে কারফিউ, Blackout দুইভাই হইলো আর এই দিকে কাদেরিয়া বাহিনী যখন দেখলো দখলদার বাহিনী, ট্যাংক, মর্টার লইয়া আইতাছে, তখন টাঙ্গাইল টাউনে ৪৮ ঘণ্টার কারফিউ দিয়া আবার জঙ্গলের জায়গা মতো যাইয়া বইলো। ইয়াহিয়া সা'বের সোলজার, টাঙ্গাইলে আইয়া দ্যাছে কি, মুক্তিবাহিনী তো নাই-ই, রাস্তাঘাটে মানুষ পর্যন্ত নাই। কেইসটা কি? অনেক কষ্টে জনা দুই দালাল খুঁজিয়া জানতে পারলো গেরিলারা কারফিউ দিয়া গ্যাছেগা। হেইর লাইগ্যা রাস্তায় কোনো মানুষ নাইক্যা। লগে লগে হেগো চান্দি গরম হইয়া গেলো। হেরা চিল্লাইয়া কইলো, 'ইয়ে কারফিউ তোড়ো। ইয়ে কারফিউ বুট হ্যায়।'

ক্যামন দিনকাল পড়ছে? মেলেটারি কারফিউ ভাঙতে চাইতাছে আর পাবলিক কারফিউ মানতে চাইতাছে। কবে না জানি হনুম গেরিলারা কাপড় পিন্ধা আছে দেইখ্যা ইয়াহিয়া সা'বের সোলজাররা আর কাপড় পিন্ধো না। হেরা আদম হইয়া ফাইট করবো। হেইদিনের কথা চিন্তা কইর্যা বুক আমার অকরে ফাটফাট করতাছে।

৪১

১১ জুলাই ১৯৭১

হামাম দিস্তা। হামাম দিস্তার মাইন্দে দেশী-হাকিম-কবিরাজ যেমতে গাছ-গাছড়া খ্যাতলা কইর্যা 'ছত্রিশা মহাশক্তি জীবন রক্ষা বহিষ্ক' বানায়, হেই রকম সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন ক্যামতে জানি হামাম দিস্তার মধ্যে খ্যাতলা হইতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের অবস্থা অহন অকরে ক্যাডাবেরাচ্ হয়ে গ্যাছেগা। খালি কলসের আওয়াজ বেশি। তাই জঙ্গী সরকারের চোপার চোটপাট আইজ-কাইল খুবই বাড়ছে। পশ্চিম পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার সংবাদপত্রের উপর গত তিন মাস ধরে পুরা সেন্সরশিপ জারি রেখে এখন পশ্চিমী দেশগুলোর রেডিও টেলিভিশন আর খবরের কাগজের উপর হেতাইনরা খুবই চ্যাচ্ছেন। এর মধ্যেই ইয়াহিয়া সরকার ব্রিটেনকে জানিয়েছে যে, ব্রিটিশ হুকুমত যদি হেইখানকার পরচা, টেলিভিশন, বিবিসি আর পার্লামেন্টের মেম্বরগো কন্ট্রোলের মাইন্দে না আনতে পারে, তা অইলে খুবই খারাপ একটা কিছু হইতে পারে। ইংলিশস্থানের লগে তাগো যে Connection রইছে হেইডা পাংচার করতে পারে। একশ বিশ ঘণ্টার মাইন্দে ইসলামাবাদ দুই নম্বর ছাড়ছেন। মানে কিনা দুইটা Warning দিছেন। ডর-ডয়, লজ্জা-শরম হেগো সব গ্যাছেগা। হেরা খেন্দল বর্মন অইছেন।

কি কইলেন? খেন্দল বর্মন কেডা তা' চেনেন না? তয় কই হোনেন- এর মাইন্দে পঁচাগড়-ঠাকুরগাঁ গেছিলাম। হেইখানে খেন্দল বর্মনের লগে দেখা। হের সমস্ত মুখের মাইন্দে একটা মাত্র দাঁত রইছে।

হেরে জিগাইলাম, 'আপনার নাম?'

একটা ফোকলা হাসি মাইর্যা কইলো, ‘মোক্তো মাইনমে খেন্দল বর্মন কহি ডাকে। তোমরাও লা খেন্দলই কহিবা পারেন।’

আমি আবার জিগাইলাম ‘আপনার বয়স?’

এইবার মোক্ষম জবাব আইলো তোমরা লা লেখাপড়া শিখিছেন, তোমরা গেট মেট ইংরাজী কহিবা পারেন। তোমরা এতো কিছু জানেন তো মোক্ দেখি মোর বয়স কহিবা পারেন না? মুই তো লেখাপড়া শিখি নাই, মুই ক্যামনে বয়স কহিম?’

এলায় খেন্দল বর্মনের চিন্ছেন, কেমন মাল একখান?

সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন খেন্দল বর্মন আইচে। বিদেশী সাংবাদিক, পার্লামেন্ট সদস্য, বিশ্ব ব্যাংকের মেম্বর আর জাতিসংঘের প্রতিনিধি যঁরাই তাকে বাংলাদেশের গণহত্যার কথা জিজ্ঞেস করছেন, তাঁদেরই তিনি বলছেন, ‘আপনারা হিটলার-মুসোলিনী-তোজো’র কারবার দেখছিলেন আর ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ার খেইল দেখতাহেন। আপনারা আমারে দেইখ্যা Understand করতে পারেন না বাংলাদেশে হেগো ঠাঙা করণের লাইগ্যা আমি কতটুকুই বা করতে পারি?’

কোরবানীর গরুর যেমন দাঁত দেইখ্যা বয়স আন্দাজ করে, হেই রকম ইয়াহিয়ার কাটা-কাটা কথা হইন্যা হগ্গলেই কারবারটা বোঝকের লাইগ্যা একবার কইর্যা বাংলাদেশে আইছিল।

তারপর, বুঝতেই পারতাহেন। World Bank-এর মিঃ কারঘিল কইছেন ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে আর এক পুত্রও দেয়া যায় না। বৃটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী আর্থার বটমলী বলেছেন, ‘পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য যে কাণ্ড করে চলেছে, তা জিন্দেগীতেও হনি নাই বা দেহি নাই। টিক্কা খানের Upper chamber খালি। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া একজন ক্ষমতালোভী জেদী মানুষ।’ ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দলীয় সদস্য মিঃ জেসেল বকছেন, ‘একজন রিফিউজিরেও দেশে ফেরনের কথা কওন যায় না। ব্রিটিশ শ্রমিক দলীয় সদস্য মিঃ স্টোন হাউস বলেছেন, ‘ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী বীভৎস গণহত্যায় হিটলারকেও ছাড়িয়ে গ্যাছে। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা বলেছে, ‘নৃশংসতাই হচ্ছে পূর্ব বাংলার নিত্যকার ব্যাপার।’ নিউজ উইক হগ্গলের উপর টেক্কা মারছে। এই আংরেজী পরচা মে লিখ্বিস্, ‘টিক্কা খানের রক্তমান।’ এদিকে বিবিসি নিউইয়র্ক টাইমস্, ওয়াশিংটন পোস্ট, ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটর আর লন্ডন টাইমস্ পত্রিকা ধোপা যেমতে নদীর ঘাটে কাঠের উপর কাপড় বাইড়ায়, হেমতে কইরা জঙ্গী সরকাররে বাইড়াইতেছে। কানাডার পার্লামেন্টের মেম্বর মিঃ এ্যানড্রু ক্রুডইন আর আইরিশ এম.পি. মিঃ কোনার্ড ও ব্রায়েন জাতিসংঘরে দিয়া ইয়াহিয়া সরকাররে মেরামতের কথা কইছেন।

এতো সব কারবার হইতাছে দেইখ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া এলায় টিরিক্স করছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিরোমণি ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ দীন মোহাম্মদ আর ডাঃ মোহর আলীরে নিউইয়র্ক পাডাইছেন। কিন্তুক আমাগো

বাঙালি পোলাপানেরা হেগো হোডেলের মাইন্ডে ঘেরাও কইর্যা থুইছে। হেই খবর পাইয়া পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিষ্টার হরিবল হক চৌধুরী ইউরোপে যাইয়া লাপান্তা হইছেন। উনি আবার ফরিনে খুব পপুলার কিনা? আর পশ্চিম পাকিস্তানের রুস্তম ভুট্টো সা'বে পিপলস্ পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি জে,এ, রহিমরে বগলদাবা কইর্যা তেহরান গেছেন। কিন্তুক এই লোকগুলোর সার্টের মাইন্ডে এখনও রক্তের দাগ রইছে। তাই হেতাইনরা Silent work মানে কিনা U.G. work করতাছে। না হইলে মাইনষে যদি গতরের মাইন্ডে থুক্ দ্যায়।

এদিকে আবার ধুনু'কর যেমতে কইর্যা লেহাপ বানানোর সময় তুলা ধোনে, ঠিক হেমতে কইর্যা মুক্তিফৌজের গেরিলারা ইয়াহিয়ার সোলজারগো ধুনুতাছে। ব্রিটিশ এম.পি. মিঃ জন স্টোন হাউস আর পশ্চিম জার্মানির স্টেট মন্ত্রী ডঃ আর্নেস্ট হেইনসেন তিস্রা জুলাই বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা সফর করেছেন। মুক্তিফৌজরা তাগো পাসপোর্টের মাইন্ডে বাংলাদেশ গবর্নমেন্টের সিল মাইর্যা লগে কইর্যা যহন ভিতরে নিয়ে গেছে, তহন হেরা তাজ্জব বইন্যা গ্যাছে। গ্রামের মাইনষে মেহমান গো 'জয় বাংলা' আর 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' কইর্যা ওয়েলকাম করছে। হের পর হেরা একটুক Action দেখছে। মারই রে মাইর! বাংলাদেশের মাইন্ডে মুক্তিফৌজের অহন হাটুরিয়া মাইর শুরু অইছে।

হেগো অবস্থা অহন তা-না-না-না হয়ে গ্যাছে। রংপুরের অমরখানায় হানাদার বাহিনী অকুরে সাফ্। মরণের আগে হেরা চিলাইছিল, 'ইয়া আল্লাহ ইয়ে কেয়া গজব আ গিয়া।' এদিকে আবার রাজশাহী-নাটোর মুক্ত ক্যামতে জানি কাটিং হইয়া গ্যাছেগা। পাবনায় রাইতের বেলায় হেগো একই পেট্রোল গায়েব। ঠাকুরগাঁ আর বগুড়ায় অহন দাঁইড়াবান্দা খেইল শুরু অইছে। মুক্তিফৌজ জানালিয়াতে কি জানি একটা কারবার হইছে। বিবিসির খবরে কইছে ঢাকার থান মাত্রক ৩২ মাইল দূরে শ্রীপুরে পাক ফৌজ মাইর খাইয়া তজ্জা হয়ে গেছে। মশে লয় এই সব গেরিলারা আসমান থাইক্যা আত্কা আইয়া হাজির হইতাছে। না হইলে টিক্কা সা'বে কয়, 'সব কুচ্ Normal হ্যায়।' আর ময়দানে নামলেই আজরাইলে ধাওয়ায়। কেইসটা কি?

সেইজন্য বলেছিলাম হামাম দিস্তা। হামাম দিস্তার মাইন্ডে দেশী হেকিম-কবিরাজ যেমতে গাছ-গাছড়া থ্যাতলা কইল্যা 'ছত্রিশ মহাশক্তি জীবন রক্ষক বটিকা' বানায়, হেই রকম সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন কেমতে জানি হামাম দিস্তার মাইন্ডে থ্যাতলা হইতাছে।

৪২

১২ জুলাই ১৯৭১

রেকর্ড করছে। আমাগো কব্জবাজারের মওলবী ফরিদ আহমদ সা'বে রেকর্ড করছে। ইলেকশনে আওয়ামী লীগের কাছে বাড়ি খাণ্ডনের পর মওলবী সা'বে একটুক্ খামুশ

হইয়াছিলেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে দেখলেন যে, হেতাইনের আব্বাজান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে সোলজার নামাইয়া বেত্তমার মানুষ মারতে শুরু করছে, হেই মুহূর্তে ফরিদ সা'ব চাঙ্গা হইয়া বিছানার মাইন্ডে বইলেন। দিল্ডা তার খুশ হইয়া গেলগা। কেমন ব্যাডারা ভোটের সময় আমারে কাঁচকলা দেখাইছিল। অহন ঠালাডা বোঝ! তোমাগো লাইগ্যা আমি কত বছর আগের খনে নূর রাখতাছি। আইজ-কাইল লুঙ্গি পরতাছি। রাস্তাঘাটে সময়ে-অসময়ে নামাজ পড়তাছি। তবু এইবার ইলেকশনের টাইমে আমি ভোগা খাইছি। অহন? সেনাপতি ইয়াহিয়ার মেলেটারি ডেমোক্রেসির জমানায় হারু পার্টির নেতা হিসাবে আমার মিনিষ্টার হওনডা ঠ্যাকায় কেডা? তাই আমার শ্লোগানই হইতাছে 'দুনিয়ার হারু পার্টি এক হও।'

এ হেনো ফরিদ সা'ব আইজ-কাইল ফুটি মারতে শুরু করছে। আঃ হাঃ আপনাগো লইয়া তো মহাবিপদ! সব কথাই জানবার চান? একটুক ছিক্রেট রাখন যায় না। তয় কইতাছি ছনেন। বাংলাদেশে না থাইক্যা বাঙালি, আর বাংলা কথা না কইয়া বাঙালি। এইরকম একজন লেডী, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাইয়া বেগম আখতার সোলায়মান। হেই বেগম ফকা-ফরিদ, দুদু-সবুর, খাজা-আজমের মতো হারু পার্টির নেতাগো পথে বহাইছে। 'বেগম সাহেবা'— হেরে আব্বার বেগম না কইলে চেইত্যা যায়। সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বরে যাইয়া কইলো, 'আপনার হারু পার্টির নেতাগো লইয়া ফাল পাড়তাছেন কেন? আমি আপনারে জিতাইন্যা পার্টির মাইন্ডে থাইক্যা মীর জাফর বাইর কইর্যা দিয়ু।' এর-প-র বেগম সাহেবা চাকর ইন্টারকন্টিনেন্টালে আস্তানা গাড়লো। এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের রিপোর্টারকে ডাইক্যা কইলো, 'ঢাকায় আহনের লগে লগে বাইশ জন এম.এন.এর support পাইয়া গেছি। তয় দেশের Interest-এর জন্যি নাম কমু না। অবিশ্যি এই মাইন্ডে জনা কয়েক জেলে আছে।'

পয়লা আমাগো হাজী সা'বে বেগমরে আস্সালামু-আলায়কুম কইয়া হাজির হইলো। হাজী সা'বরে চিনলেন না? আসল বাড়ি কইলকান্তায় আর হাল সাং ঢাকা। বাড়িতে উর্দু ছাড়া কথা কইতে পারে না। পুরা নাম আলহাজ্ব জহিরুদ্দিন। বেগম সাহেবার লগে দেখা হওনের আগে হাজী সা'বের লগে জেনারেল টিক্কার একটুক কথাবার্তা হইছিল। হেই থাইক্যা হাজী সা'বে সাইজ্যাওইজ্যা বায়তুল মোকাররমে নামাজ পড়তে যাইতো আর কেউ কওনের আগেই আস্সালামু অলায়কুম কইতো।

একটা ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। এক গরিব বিধবা। নিকট আত্মীয়স্বজন নাইক্যা। অনেক দিনের পুরনো এক মামলার রায়ে আত্কা এক লাখ টাকার সম্পত্তির মালিকানা পাইলো। কিন্তুক বিধবা হেই খবর জানে না। কোর্টের এই অর্ডার লইয়া একজন বটতলার ধুঁচা মারা মোক্তার বিধবার বাড়িত রওনা হইলো। কিন্তুক মোক্তার সা'বরে কোর্ট খনে বার বার কইর্যা কইর্যা দিছে, আত্কা এই জব্বর ভাল খবরডা ছনলে বিধবা খুশি হাটফেল করতে পারে। তাই খুবই খাতির জমা কইর্যা আস্তে আস্তে খবর িয়া। মোক্তার গেরামে যাইয়া দেহে কি, হেই বুড়ি বিধবা ভাসাবাড়ির

উডানডা লেপতাছে। মোক্তার সা'বেরে দেইখ্যা বুড়ি মুখ হাত ধোওনের পানি দিলো আর একটা বাড়ির মইন্দে গুড়মুড়ি খাইতে দিলো। মুড়ি খাইতে খাইতে মোক্তার সা'বে বুড়িরে কইলো কি, 'আরে এই সোনার মা, আচ্ছা ধরো যদি তুমি আত্কা একশ' টাকা পাও তা হইলে কি করবা?'

বুড়ি কইলো, 'তয় বাড়িডা মেরামত করমু।'

এরপর মোক্তার জিগাইলো, 'যদি পাঁচশ' টাকা পাও, তা অইলে কি করবা? বুড়ি ফোকলা দাঁতের হাসি দিয়া কইলো, 'তা হইলে দুইডা গাই কিনুম।' এদিকে মোক্তারের কিছুক প্রশ্নের শেষ হইতাছে না।

'যদি এক হাজার টাকা পাও?'

'বাড়ি মেরামত আর গাই কেননের পর যে পহা থাকবো হেইডা দিয়া বন্ধকী ছুডামু।'

'যদি দশ হাজার টাকা পাও?'

'তয় এক ধারসে জমি কিনুম।'

'যদি পঞ্চাশ হাজার পাও?'

'নতুন দালান বানামু।'

'আর যদি এক লাখ টাকা পাও?' সোনার মা আর চিৎরা কইর্যা কুল পায় না। তাই ভট্ কইর্যা কইর্যা ফালাইলো, 'একলাখ পাইলে একলাখ টাকা পাইলে, অর্ধেকটা আপনারে দিমু।'

যেই না কওয়া, মোক্তার অক্সারে মার্টিন সেরান্দা থনে বেহঁশ অইয়া উঠানের মইন্দে ঠাস্ কইর্যা পড়লো। মাথায় অনেকক্ষণ ধইর্যা পানি ঢালনের পর মোক্তারের হঁশ আওনের লগে লগে চিল্লাইয়া কইলো, 'তুমি আমারে পঞ্চাশ হাজার দিলে আমি করবাম কি?'

আমাগো জহির উদ্দিন অহন ধুচা মারা মোক্তার হইছে। বেগম আখতার সোলেমানের কথাবার্তা হুইন্য পরায় সেন্স-লেস হইয়াছিল। কয়েকদিন জহির সা'বের চোটপাট খুবই বাড়ছিল। মাইনষের ভোগা মারণের লাইগ্য হেতাইনে সোহরাওয়াদী-লীগ করনের খোয়াব দেখছিল। কিন্তুক বেগম সাহাবা আসুর দরিয়া বহাইয়া করাচীত্ ফেরৎ যাওনের সময় যহন ছিফ্রেট রিপোর্ট দিলো যে, মাত্রক নয়জন পাওয়া গেছে- মানে কিনা ১৬৭ জন আওয়ামী লীগ মেম্বারের মাত্র নয়জন টোপ গিলছে আর বাকীরা মুক্ত এলাকায় গ্যাছেগা। তহন হাজী সা'বে বাড়ির কপাট লাগাইর্যা weep করতাছে। বায়তুল মোকাররমে আর যায় নাইক্যা।

এদিকে ফরিদ সা'বে এক রেকর্ড করছেন। মাইনষের উপহারে হের বাড়ি ভইরা গ্যাছেগা। এয়ার মইন্দেই বেশি না, এগারোটা কাফনের কাপড় পাইছে। মানে কিনা লিফ্টিতে আলহাজ্জ ফরিদ আহমদ সা'বের নাম অক্সরে প্রথম দশ জনের মইন্দে রইছে। আজরাইল ফেরেশতার লগে তাঁর মোলাকাতের টাইম খুবই নজদিগ্। এয়ার মইন্দে আবার রেডিওতে খবর হইছে, 'হেই জিনিস আপনাগো আশেপাশেই আছে।' এখন বলে

আবার নতুন কিসিমের উপহার আইতাছে। ‘কাফনের কাপড় Short পড়নের গতিকে ‘আগর বাত্তি, আতর, সাবান পাঠাইলাম।’ কারণডা বোধ করি আর কওন লাগবো না। তাই ফরিদ সা’বে আইজ-কাইল ফুটি পাড়তাছেন। দরজার মাইন্দে যদি-ই কোনোরকম আওয়াজ হয়, তা হইলেই সা’বে জানালার ছ্যাদা দিয়া ফুটি মাইর্যা দেখতাছেন ‘আজরাইলে আইলো কিনা?’

খাইছে রে খাইছে! এইদিকে দুই হাজীর কথা কইতে যাইয়্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ফাইটিং ফোর্সের কথাই কওয়া হয় নাইক্যা। হেইদিকে বারান্দায় খাট পড়ছে। খালি একটা হাসপাতালের কথা কইতাছি। কিতা কন আমাগো সিলেট হাসপাতালে, কথা কন? হ-অ-অ-অ বুঝছি। বারান্দার কথা ছইন্যাই বুঝি টের পাইচুইন। সিলেট সদর হাসপিটালের মাইন্দে বেড হইতাছে দুইশ’। কিন্তু অহন রোগীর সংখ্যা চারশ’ বিশ। ষ্টোর রুম, লাশ কাডার ঘর, সূতিকা ঘর, কলেরা ওয়ার্ড, টি.বি. ওয়ার্ড- হগ্গল জায়গায়ই মোডা-মোডা গৌফওয়ালা রোগীরা খাকী পোষাক পিন্ধ্যা খালি চিল্লাইতাছে।

হ্যালো, টিক্কা-নিয়াজী এই ব্যাপারটাতে আমরা খুবই Sorry হইছি। গেরিলারা যখন ট্রেনিং লইতাছিল তখন গেরামের বাঙালি পোলাপানগুলো আন্ধারিয়া গুলি মারণের গতিকেই আপনাগো জখমি বেশি হইছে। কিন্তুক অহন সেনাপতি ইয়াহিয়ার হেই চিন্তা গ্যাছেগা। হাজারে হাজারে বিচ্ছুগো ট্রেনিং Complete হইছে। পঙ্গপালের মতো আরো ট্রেনিং চলতাছে। তাই অহন Bull’s Eye, মামে কিনা হাত পইট। গুলি মারণের লগে লগে হেগো আওয়াজ বন্ধ- দম নাই- খানি একটুকু শরীলডা খিচাইয়াই ঠাণ্ডা।

দ্যাছেন না, হেইদিন বিবির বাজারে ২০ জন হানাদার সোলজার সাফ, মেহেরপুরে ৭৭ জন খতম, কুমিল্লার মালখা বাজারে সাতজন গায়েব, ঢাকায় তিন জনের মউত। আবার লগে লগে সিলেট টাউনের মাত্রক সাত মাইল পচ্চিমে ৭০ ফিট লম্বা ব্রিজটা বোম-ফাটাস্ হয়ে গ্যাছেগা। আল্লাহর রাইত পোহানের টাইমে ব্রিজ ভাঙ্গনের যে আওয়াজ হইছিলো তাতে হানাদার ফৌজের জোয়ানগো সে কি কাঁপন! যেমন লাগে ম্যালেরিয়া জ্বরের ১০৪ ডিগ্রি।

হেই জন্যই কইছিলাম, ‘তেল, তিসি, তাল মাখনা- খায় জানানো হয় মরদানা।’ সেনাপতি ইয়াহিয়ার সোলজারগো অহন কুয়াতে হালুয়া আর তাল মাখনা খাওনের টাইম হইছে।

৪৩

১৩ জুলাই ১৯৭১

বার বার কইর্যা না করছিলাম। ঘি যখন তোমাগো পেটে হজম হয় না, তখন হেইডা খাইও না। চব্বিশ বছরের মাইন্দে যখন ডেমোক্রেসি করলা না, তখন ডেমোক্রেসির বাহানা কইরা দুনিয়ার হগ্গল মাইনষের ভোগা মারণের জন্যি ক্যান এই কাম্‌ডা করবার

গেছিলো? গণহত্যা শুরু করার পর পহেলা দিকে তো ভালোই চাপিস করছিলো। সাতদিন ধইর্যা ঢাকা-চিটাগাং-এর সমস্ত খবরের কাগজ বন্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানে পুরো সেন্সরশিপ। আর ধোপায় যেমতে ময়লা কাপড় গাট্রি বাইস্ক্য নদীর ঘাটির দিকে রওনা দেয়, হেমতে ৩৫ জন বিদেশী সংবাদিকরে অন্ধরে পগার পার কইর্যা থুইয়া আরামসে বাঙালি মারলা। হেরপর যখনই দেখল্যা মাল-পানি Short হইয়া গ্যাছে, আর কেমতে জানি তোমাগো কারবারডা জানাজানি হইছে, তহনই বুঝি উল্ড়া-পাল্ড়া কাম শুরু করলা। তাই না? তোমাগো ছদর ইয়াহিয়া চিল্লাইয়া উঠলো সব Normal। যে কেউ আইস্যা দেখতে পারে।’

অবিশ্যি সেনাপতি ইয়াহিয়ারে এ ব্যাপারে বেশি দোষ দেয়া যায় না। কেননা হেতাইনে টিকা-নিয়াজীর কাছ থনে যে রিপোর্ট পাইছিল, হেই রিপোর্টের উপরেই চিল্লাইছিলেন। বাস, পশ্চিম পাকিস্তান থাইক্যা যে কয়জন সাংবাদিক মেলেটারিগো কোলে বইয়া দখলকৃত এলাকা সফর করলা, তাগো একজন এন্টনী মাস্কারেনহাস্ করাচীতে ফিইর্যা আইস্যা বাড়ি ঘর, সহায় সম্পত্তি থুইয়া খালি বউ পোলাপান লইয়া লন্ডনে যাইয়া হাজির। সানডে টাইমসে ষোল কলাম ধইর্যা তার রিপোর্ট বারাইলো। কেমন বুঝতাছেন? এই এন্টনী ১৯৬৫ সালে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় দিল্লীতে করাচী-মর্নিং নিউজের Reporter আছিলো আর সার্বিটা জীবন ধইর্যা হেগো দালালী করছিল। কিন্তু এইবার! বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা টুর করনের লগে লগে বউ পোলাপান লইয়া লন্ডনে ভাগোয়াট। হেরপর স্ককের মাইন্ডে ধড়-ধড়ানি উঠছে। বেডায় আবার খ্রিষ্টান।

বিশ্ব ব্যাংকের নেতা মিঃ পিটার কারঘিল বাংলাদেশের কয়েকটা Town সফর করলো। বাস, এক রিপোর্টেই এইড-কনসার্টিয়ামের টাকা বন্ধ। ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল মিঃ আর্থার ব্লাড একটা রিপোর্ট দিলো। ব্লাড সা’ব ৪৮ ঘণ্টার লোটিশে ট্রান্সফার। চটি জুতার ফিতা— আবার টিকা সা’বও গবর্ণর। মার্চ মাসে যহন টিকা সা’ব বাংলাদেশের গবর্ণর হিসেবে শপথ নেয়ার জন্য বগল বাজাইয়া ঢাকায় হাজির হইল, তখন ঢাকা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস্ একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট দ্যাখাইয়া টিকা সা’বে Refuse কইরা দিলো। কিন্তু জেনারেল টিকা দশ দিনের মাইন্ডে লাখ কয়েক লোক মাইর্যা হেই সব লাশের উপর বইয়া যহন গবর্ণরের শপথ লইলো, তহন ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশনার হেই Function-এ গেল না। বাস, জঙ্গী সরকার ইজ্জতের সওয়াল কইর্যা ব্রিটেনের হাত-পা ধইর্যা হেরেও ট্রান্সফার করাইল।

এইবার আইলো জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন। হেতানে কইলো, রিফিউজিরা ফেরৎ গেলে তাগো লাইফের Risk লইতে পারি না। হেরপর আর্থার বটমলীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দল বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা টুর কইর্যা কইলো, ‘হেইদিকে অন্ধরে বীভৎস আর ভয়ংকর অবস্থা।’

এইবার নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা মিঃ সিড্‌নি সেনবার্গ হুগাখানেক ঢাকায়

থাইক্যা রিপোর্ট পাঠাইলো। আমাগো মওলবী বাজারের কসাইরা যেমতে খাসীর গোসের কিমা বানায়, সেনবার্গ সা'ব হেই রকম তাঁর রিপোর্টে সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারেরে কিমা বানাইলো। লগে লগে সিডনি সেনবার্গ সা'বরে অন্ধরে পাকিস্তান থাইক্যা Gate out করলো।

এলায় আইলো বিবিসি। তাগো রিপোর্টের ঠালায় সমস্ত ইংল্যান্ড গরম হইয়া গেল। হগ্গলে কইলো, সেনাপতি ইয়াহিয়ার কারবার অ্যাটিলা দি ছন থেকে শুরু করে তৈমুর লঙ্গ, চেঙ্গিস খান এমনকি হিটলার-মুসোলিনী-তোজোরে পর্যন্ত Defeat দিছে। এদিকে ওয়াশিংটন পোস্ট জঙ্গী সরকারেরে criticize কইয়া হোতাইয়া ফালাইছে।

দিন কয়েক বাদে মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউজ উইকের সংবাদদাতা ঢাকার থনে রিপোর্ট পাডাইলো, টিক্কা-নিয়াজী রাওয়ালপিণ্ডির কাছে আরো দুই ডিভিশন সোলজার চাইছে। রয়টারের হাওয়ার্ড হুইটেন বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা টুর কইয়া কইলো, মুক্তিফৌজরা আত্কা দিন কয়েকের জন্য টাঙ্গাইল দখল করছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ স্টোন হাউস অন্য এক রাস্তা দিয়া বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা Tour কইয়া কইছে, 'মুক্তিফৌজের গেরিলারা আমার পাসপোর্টের মাইন্ডে সিল মাইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাগো Action দেখাইছে।' লন্ডন টাইমসের এক সংবাদদাতা তার রিপোর্টে কইছে, 'মুক্তিফৌজেরা অনেকগুলো এলাকার থনে সৈন্যগো খ্যাদাইছে।'

হগ্গলের উপর টেক্কা মারছে সানডে টাইমসের ম্যুরে সেইল। হেতাইনে সাফ লিখছে যে, ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার পুরা মিছা কথা কইতাছে। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা নেই। ম্যুর সা'ব একটা Reception Centre-এ গেছিল। হেইখানে দেখে কি পাঁচ জন! তাই বইল্যা মনে করবেন না যে, পাঁচজন আদম-সন্তান? ম্যুরে সেইল সা'ব লিখখিস্ 'উস্ সেন্টারমে পাঁচঠো কুস্তা দেখখিস্।' মানে কিনা এই আংরেজ রিপোর্টার Reception Centre-এ পাঁচটা খেঁকি কুস্তা দেখতে পেয়েছেন। এলায় বুঝছেন। এই যে স্কুলগুলো হেরা Reception Centre বানাইছে, হেই সব জায়গায় কি কারবার চলতাছে। ধলী-অন্ধরে ধলী- কেউ নাইক্যা।

এইবার লন্ডন অবজার্ভার। এই কাগজের রিপোর্টার কলিন স্মিথ অহনও ঢাকায় বইয়া আছেন। হেতাইনে লিখছে আইজ-কাইল ঢাকা শহরের মাইন্ডে গেরিলাগো খুবই বোমাবাজি হইতাছে। সন্ধ্যা হইলেই বোমার আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে। হেইদিন আব্দুল মতিন বইল্যা একজন মুসলিম লীগের নেতা- অবিশ্যি স্মিথ সা'বে জানে না যে হের আসল নাম হইতাছে চোরা-মতিন, হেই মতিনে অল্পের জন্যি বাঁচিয়া গেছে। হের বাড়িতেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা বোমা মারছিল। কলিন স্মিথ আরো লিখেছেন, 'দেইখ্যা-শুন্যা মনে হইতাছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই একটা স্বাধীন বাংলাদেশ বানানোর জন্য বন্ধপরিকর হয়েছে। তাই মাত্র আড়াই ডিভিশন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য দিয়ে এদের কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়।

হায় হায়! স্মিথ সা'বে আসল কথাডা Disclose কইরা দিছে। রাওয়ালপিণ্ডির

হিসাবে পাঁচ ডিভিশন পাইটিং ফোর্স বাংলাদেশে পাড়ানো হইছে। আর এই আংরেজের বাচ্চা রিপোর্ট দিলো সাড়ে তিন মাসের যুদ্ধে আড়াই ডিভিশন সোলজার হয় সাফ না হয় জখমি হইছে। হইবো না গাবুর মাইরের চোটটা ক্যামন? হের মাইন্ডে আবার নতুন রিপোর্ট আইতাছে। গেরামের লোকরা অহন থাইক্যা পুরা রাস্তার বেবাক মাড়ি চাঁইচ্যা লইতাছে। তাই যেই সব জায়গায় আগে রাস্তা আছিল, অহন হেইখানে কোমর পানি। আর হেই পানির মাইন্ডে চুবানি। ক্যামন বুঝতাছেন? খেইল কি রকম জইম্যা উড়তাছে? হবায় তো হেরা অফিসারগো লাইগ্যা বেশি না মাত্র ছ'হাজার কফিন বানাইছে। আর হানাদার সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর গাজুরিয়া মাইরের চোটে নিজেগো কম্যাডিং অফিসারগো মাইরা ভাগোনের রাস্তা করতাছে।

হেই জন্যি বার বার কইর্যা না করছিলাম। ঘি যহন তোমাগো পেটে হজম হয় না, আর খাইলেই চাম উইঠ্যা যায়; তহন ঘি জিনিষটা না খাওনই ভালো! ডেমোক্রেসির বাহানা কইর্যা বিদেশী রিপোর্টারগো আর ডাইক্যা হাইন্দা শাল লইও না।

৪৪

১৫ জুলাই ১৯৭১

আরে গাইল্ রে গাইল্। হেইদিন করাচী রেডিওর খবরে World Bank-এর গুটি তুইল্যা গাইল্। বহুত কোশেষ্ করণের পরও যহন World Bank সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারে কোনো মাল-পানি দিলো বহুত জর Pakistan aid Consortium-এর হগ্গল মেম্বারেরে একটা পয়সাও না দেওনের সুপারিশ করলো, তখন ইয়াহিয়া সাবে World Bank-রে গাইলাইয়া সুখ করলো। শুধু তাই-ই নয়, ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের যক্ষ্মা হইছে বইল্যা World Bank যে রিপোর্ট দিলো, আর যে রিপোর্ট আমেরিকার খবরের কাগজের মাইন্ডে ছাপা হইলো, তহন ইয়াহিয়া সবে একটা ট্রিক্স করলো। গাইল দ্যাওনের জন্য যে কোম্পানিটা আছিল, হেইডারে কামে লাগাইলো। বহুত মাল-পানি খরচ কইর্যা এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান নামে যে কোম্পানিডারে জঙ্গী সরকার বাঁচাইয়া রাখছে, তারে গাইল দেওনের জন্যি অর্ডার দিলো। ব্যাস্ আর যায় কোথায়? লাহোরের হীরামঞ্জীর থনে গাইল দ্যাওনের নতুন Dictionary মানে কিনা কেতাব কিইন্যা এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান- অফিসে বইস্যা এক জব্বর রিপোর্ট বানাইলো। হেই রিপোর্টের মাইন্ডে খালি 'পর্যবেক্ষক মহলের মতে', 'রাজনৈতিক মহলের মতে' এইসব উছিলা কইর্যা World Bank-রে আরে গাইল্ রে গাইল্। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, পাঞ্জাবি, পশতু, সিন্ধি আর আরবি ভাষায় গাইল। হেই গাইলের মাইন্ডে খালি এটা কথাই বোঝা গেল, 'আমরা যক্ষ্মা বিমার লইয়া Gentlemen গো লগে উডা বসা করতাছি-আর হেই বিমারের কথা যহন তোমরা টের পাইছো, তখন কেনেস্তারা পিডাইয়া হেই কথাটা Disclose করা খুবই বেইমানী ব্যাপার।'

কিন্তু আমি ভাবতামি আমাগো বখশী বাজারের ছক্কু মিয়ার কথা। কেমতে জানি মাহবুবুল হকের মুদীর দোকানে রেডিও খুইল্যা- ছক্কু মিয়া, সেই সব গাইল হনলো। যে ছক্কু মিয়া কোনোরকম গাইল ছাড়া কথা কয় না- হেই ছক্কু মিয়ার কান পর্যন্ত সবুজ হইয়া উডলো। ব্যাডায় আবার টেলিফোনের মতো কালো কিনা? তাই কান লাল হইলে সবুজ মনে হয়। হেই ছক্কু মিয়া খালি কইলো, ‘হেগো মরণের আগে হিঙ্কা উডছে। না অইলে আমি পর্যন্ত জানি না হেই সব গাইল পাইলো কই? তা হইলে কিন্তু আমি ডবলদিমু।’

আহ হা। গাইলের ডবল জিনিষটা বুঝলেন না? তয় তো আবার মেছাল দিয়া কইতে হইবো। হোনেন। দিনাজপুরের মুনশীপাড়ায় দুই উকিল আছিলো। হেগো মাইদে খুবই দোস্তি। কিন্তুক রোজ রাইতে দুইজন ক্লাবে তাস খেলতে যাইতো। তাই বইল্যা টোয়েন্টী নাইন খেলা না- ব্রিজ খেলা। একদিন হেই কেলাবে দুইজনের মাইদে এই খেলা লইয়াই একটুক খেডিমেডি হইলো। পয়লা কথা কাডা-কাডি, তারপর রাগারাগি-তারপর শুরু হইলো গাইল। লেখাপড়া জানা উকিল কিনা! তাই ইংরেজিতে গাইল আরম্ভ হইলো। কিন্তু মজা হইতাছে- একজন উকিলের গলা খুবই শোনা যাইতাছে। আরেকজন খালি চৌট লাড়ে- আওয়াজ পাওয়া যায় না। এর মাইদে যে উকিল সা’বের গলা পাওয়া যাইতাছে হেতনে চিল্লাইয়া কইলো, ‘ইডিয়ট, ননসেন্স! আবার আরেক জন চৌট নাড়ালো। এক নম্বর উকিল সাবে এলায় অক্করে পাশলা হইয়া উডলো- কইলো, ‘রাঙ্কেল’- আবার দুই নম্বর আস্তে কইর্যা চৌট লাইড়া কি যেনো কইলো। বাকি লোকেরা তাড়াতাড়ি হেগো দুইজনের কাছে গেল- দুইসটা কি?

যাইয়া দ্যাছে কি? এক নম্বর উকিল সাবে ইংরেজিতে যে গালিই দেউক না কেন- দুই নম্বর উকিল চৌড লাইড়া খালি কইতাছে ‘ডবল।’- মানে যে গাইলই দাও- তুমি হেই গাইলের ‘ডবল।’ এলায় অক্কর ছক্কু মিয়া করাচী রেডিওর গাইল শুইন্যা হেগো ‘ডবল’ দিছে!

হ-ত-অ-অ আপনাগো ডবলের কথা হুনাইতাছি আর এইদিকে বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইদে অহন ‘ডবল’ কারবার শুরু হইছে। ‘ফোরাতে নদীর কূলে আমার নানী মরেছে, ফোরাতে নদীর কূলে আমার নানা মরেছে।’ ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। মহররমের মাতমের একটুক বাংলা কইর্যা কইলাম। গড়াই- বাংলাদেশের একটা নদীর নাম। হেইখানে অহন মহররমের মাতম শুরু হইছে। হেই নদীর পাড়ে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা গরু যেমনে পানটি দিয়া কোবায়, হেই রকম ভোমা-ভোমা ব্যাডাগুলোরে কোবাইতাছে। মাইরের চোটে সেনাপতি ইয়াহিয়ার সোলজারগো অক্করে ধাক্কা লাইগ্যা গ্যাছেগা।

সমস্ত কুষ্টিয়া জেলা অহন পরায় সাফ। বিষ্ণুগুলা চুয়াডাঙ্গা টাউনের মাইল চাইরের মাইদে আইস্যা হাজির হইছে। এই জেলার রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, টেলিফোন-টেলিগ্রাম সব কিছুই মুক্তিবাহিনী একেবারে ছেরাবেরা কইর্যা Advance করতাছে। আর World-এর Best সোলজাররা খালি নিয়াজীর কাছে খবর পাডাইতাছে Air Force

পাড়াও। আমাগো হেই জিনিষ নষ্ট হইছে। কিন্তু গেরিলারা এর আগেই কুষ্টিয়ার নতুন Airport-রে বিল বানাইয়া রাখছে। জঙ্গী সরকারের নৌ-বাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল মুজাফফর হাসান সা'বে তো এই রিপোর্ট পাইয়া কুষ্টিয়াতে Navy পাড়াইতে চাইছিল। টিক্কা-নিয়াজী মিইল্যা অনেক কষ্টে এইডা বন্ধ করছে। এই দিকে রংপুরের খবর খুবই খতরনাক্। চাইর্ দিন ধইর্যা বড়খাদা এলাকায় গাবুর মাইরের চোটে যখন হেগো তিরিশটা লাশ পড়লো-তহন কি হইলো? যে কোনো একটা গ্যানদা পোলারে জিগাইলেও কইতে পারবো। মানে কিনা ভাগোয়াট্। দুই দুইটা ঘাঁটি অন্ধরে পরিষ্কার। আর কুমিল্লায় অহন কামানের মাইর শুরু হইছে। মুক্তিবাহিনীর কামানের পোলার চোটে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট অহন থর্ থর্ কইরা কাপ্তাছে।

আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ। ঢাকা শহরে চোরা মতিনের পর মার্ক্সিস্ট-মুসলিম লীগার মাহমুদ আলীর বাড়িতে হেই কারবার হইছে। মানে কিনা পোলাপানরা Hand grenade দিয়া একটুক হাত নিশানা করছে। ফরাশগঞ্জের কথা নাই বার্তা নাই কিছুগুলো একটা সিগারেটের শুদাম মাটির লগে সমান করছে। আর একটা কথা কমু, না কমু না। আচ্ছা কইয়াই হেলাই। হেই দিন সেনাপতি ইয়াহিয়ার তিনজন অফিসার ঢাকার এক চীনা রেস্তুরেন্টে চৌ-মিন খাইতাছিল। ব্যস্ ওইখানেই ফুলফুল আজরাইল ফেরশতা আরো তিন জন কমিশন্ড অফিসার পাইলো।

এই রকম একটা কুফা অবস্থায় জুলফিকার আলী ভূট্টো সা'ব সেনাপতি ইয়াহিয়ার রেডিও পাকিস্তানের ধুম গাইলাইছে। ভূট্টো সা'ব কইছে করাচী-লাহোর রেডিও তারে ভোগা মারছে। হেতনে কোনো সময়েই সেনাপতি ইয়াহিয়ার ক্ষেমতা হস্তান্তরের পুরা প্যান মানে নাইক্যা। অনেক জায়গায় দুইজনের মাইদে গড়বড় রইছে। আসল গড়বড়ডা কিন্তু আর এক জায়গায়। হেইল হইতাছে সেনাপতি ইয়াহিয়ার ২৮শে জুনের ফর্মুলা লাটে উঠছে। তাই ভূট্টো সা'বে নতুন লাইনের ধান্দায় ঘুরতাছেন। হেইদিন People's Party-র ওয়ার্কারদের কইছে 'নিকসন সা'বে চীন সফরের দাওয়াত পাওনের পর আর মার্কিন-বিরোধী শ্লোগান চলবো না। অহন মাও-নিকসন ভাই-ভাই কইতে হইবো। ক্যামন বুঝতাছেন- ভূট্টো সা'বে আইজ-কাইল ঘোড়া ডিক্কাইয়া ঘাস খাওনের মতলব করছে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর পাল্টা মাইর শুরু হওনের গতিকে হগ্গল কিছু ভুল হইয়া যাইতাছে।

৪৫

১৬ জুলাই ১৯৭১

খুলেছেন। মুখ খুলেছেন। জুলফিকার আলী ভূট্টো অহন মুখ খুলেছেন। দিন কয়েক আগে কোয়েটা বিমান বন্দরে হেতাইনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্তগুলো প্রদেশে তার প্রিয় পিপল্‌স পার্টি মন্ত্রীসভা গঠন

করতে সক্ষম। কেমন ব্যাডা একখান! যখন দুনিয়ার সর্বস্বাই সেনাপতি ইয়াহিয়ার ২৮শে জুন তারিখের বেতার ভাষণের 'ভোগাচ' কইছে, তখন ভূট্টো সাব ভট করে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এমনকি বেলুচিস্তানে পর্যন্ত মন্ত্রীসভা গঠনের কথা বলেছেন। কি রকম একখান ফাস্ট কেলাশ লিডার। সীমান্ত প্রদেশের ভূট্টো সা'বের পিপলস পার্টি মাত্রক কয়েকটা সিট পাইছে, কিন্তুক তা অইলে কি অইবো? সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বে তারে Call করলেই তিনি 'ছম ছম ইন্দর মারার কল' বলে তিনটে ফুঁ দিলেই মন্ত্রীসভা হয়ে যাবে। অন্যান্য পার্টির মেম্বাররা সব ফাল্ দিয়া এই Cabinet-এ জয়েন করবো। অনেক দিন ধইর্যা হেরা ভুখা রইছে কিনা।

আর বেলুচিস্তানের রেজাল্ট আরো চমৎকার। হেইখানে বিশের মাইন্ডে শূন্য। অর্থাৎ কিনা বিশটা সিটের মাইন্ডে পিপলস পার্টি একটাও পায় নাইক্যা। কিন্তু তা অইলে কি অইবো? আইয়ুব খানের কাছে ট্রেনিং প্রাপ্ত ভূট্টো সা'বে যদি কোনো রকমে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের দোয়াখায়ের পায় তা হইলেই কেব্লা অক্সরে ফতে। মানে বেলুচিস্তানের মরুভূমির মাইন্ডে তিনি ফুল ফুটাইবেন। কেমন মরদের বাচ্চাখান! বিশটা সিটের একটাও পায় নাই, তবুও সেই বেলুচিস্তানের গবর্নমেন্ট বানাইবো। এলায় ক্যামন বুঝতাছেন? পশ্চিম পাকিস্তানের মেলেটারি ডেমোক্রেসির সমুনাডা?

অবিশ্যি ভূট্টো সা'বের এ ধরনের চিরকিং ইওয়াক সাভাবিক। কেননা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার যদি বাংলাদেশে ১৬৯ টা সিটের মাইন্ডে ১৬৭টা সিট দখলওয়ালা আওয়ামী লীগেরে ব্যান কইর্যা পাঁচ ডিভিশন সৈন্য ন্যায়িয়া দশ লাখ লোক খুন করণের পরও সব কিছু Normal বলে চিল্লাইতে পারে, তাহলে বেলুচিস্তান আর সীমান্ত প্রদেশেও ভূট্টো সা'বেরে দিয়া গবর্নমেন্টও বানাইতে পারে। হেগো দিয়া কিছুই অসম্ভব নাই।

দ্যাহেন না, সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন জাতিসংঘের কাছে নালিশ করছে। তাগো কিছু প্রজা আর অফিসার গো নাকি ইন্ডিয়ার মাইন্ডে আটকে রাখছে। তাই হেগো দিলের মাইন্ডে খুবই চোট লাগছে। Reception Centre খুইল্যা বহু কান্দাকাটি করার পরও এইসব রিফিউজি দেশে না ফেরনের গতিকে জঙ্গী সরকার অহন খুবই Angry হইছেন। কিন্তুক জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন বলেছেন, 'রিফিউজিরা দেশে ফিরে গেলে এদের জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারি না, আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের সদস্যরা বলেছেন 'একটা Reception Centre-এ দশ দিনে মাত্র ২২৬ জন রিফিউজি দেখেছি। কিন্তুক তারা হাঁচাই রিফিউজি কিনা হেই ব্যাপারে খুবই Doubt রইছে।' আরেকজন ব্রিটিশ নেতা বলেছেন, 'বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় যেসব কাণ্ড দেখেছি, তাতে রিফিউজিদের দেশে ফিরে যেতে বলতে পারি না।' তা হইলে কি হইবো? জঙ্গী সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'আমাগো মহব্বতের কি কিছুই দাম নেই? রিফিউজিরা কেনো আইতাছে না? নিশ্চয় ইন্ডিয়া আটকাইয়া রাখছে।' কিন্তুক হগো জানা উচিত, নাইড্যা মাইনমে বেলতলায় দুইবার যায় না। যারা যায়, তারা মাথার ইন্দে লোহার টুপি পিনদ্যা যায়। হেই লোহার টুপিওয়ালা মানুষগুলোর নাম মুক্তিফৌজ।

ঢাকা থেকে রয়টারের এক সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ‘এই বিচুর লাহাল পোলাগুলা কুমিল্লায় একটুক ডাংগুলি খেলছে। আর হেইর লাইগ্যা পাঁচ দিন ধইর্যা হেইখানে বিজলী বাতি নাইক্যা। আবার সেনাপতি ইয়াহিয়া যখন রেডিওর থেকে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন কুমিল্লার এয়ারপোর্ট এলাকায় চারটা বড় আকারের বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। বিবিসির সংবাদদাতা মিঃ মার্ক টালি জানিয়েছেন, খোদ্ ঢাকা শহরেই পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাব থেকে আমদানী করা সশস্ত্র পুলিশ দল এখন মিলিটারির সংগে ঢাকার রাস্তায় টহল দিচ্ছে। এদিকে বাঙালিরা জেনারেল ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই অবস্থা খুবই নাজুক বলে মনে হচ্ছে।

হুগলেই অহন বুঝতে পারতাহেন, ইয়াহিয়া সা’বের ঘুড়ি আইজ-কাইল খুবই কান্নি আর গোত্তা মারতাহে। যে কোনো টাইমে এই ঘুড়ি জমিনের মাইন্ডে হুইত্যা পড়তে পারে। এরই মধ্যে আবার জোর বারিষ শুরু হইছে। হানাদার সৈন্যরা এদিন ধইর্যা যত ম্যাপ বানাইছিলো হেইগুলা আর মিলতাহে না। তাই গুলি শামুক যেমতে ডরাইলে খোলের মাইন্ডে হান্দায়, ইয়াহিয়া সা’বের সোলজাররা অহন ক্যান্টনমেন্টের মাইন্ডে ভাগতাহে। হের মাইন্ডে শুরু হইছে মুক্তিফৌজের কোদালিয়া মাইর। সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, চাপাইনওয়াবগঞ্জ, পাঁচবিবি, ঠাকুরগাঁ, কুষ্টিয়া, সিলেট, টাঙ্গাইল আর কুমিল্লা এলাকায় অহন কি রকম জানি একটা হাউন্ডি ব্যাপার চলতাহে। তাই আইজ-কাইল করাচী এয়ারপোর্টে বোরকাওয়ালীগো নেকর খুবই বাইড্যা গ্যাছে। আহ্হা এই জায়গাভা বুঝলেন না? এইসব বোরকাওয়ালীরা কখন তার সা’বের লাশ পিআইএ বিমানে আইস্যা হাজির হয়, হের কুষ্টিয়া Airport- এ Wait করতাহে। অবিশ্যি জোয়ানগো বিবিরা লাশ দ্যাহনের Chance পায় না। জোয়ানগো কবর বাংলাদেশের গাঁকের মাইন্ডেই হইতাহে।

এতো সব কারবার দ্যাহনের পর ভুট্টো সা’বে খুবই ‘ট্রিক্স’ কইর্যা মুখ খুলতাহেন। হেতাইনে বাংলাদেশের ব্যাপারে একবারে খামুশ রইছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন হেইখানে অহন ‘খতম-তারাবী’ শুরু হইছে। এই বর্ষাটা পার হয় কিনা সন্দেহ। তাই বুট্টো সা’বে তার পাটি ঠিক রাখার চেষ্টায় শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে মন্ত্রীসভা গঠন করণের জন্য ম্যান ম্যান কইর্যা কথা কইছেন। বেডায় খালি টিরিক্সের পর টিরিক্স করতাহেন।

৪৬

১৭ জুলাই ১৯৭১

আইজ একটা ছোট্ট কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল। আমাগো বকশী বাজারের হুকু মিয়া আর কাগান বাজারের কালু মিয়া মাঝে মাঝে হেই জিনিষ খাইতো। মানে কিনা হেগো একটুক গাঁজা খাওনের অভ্যাস আছিল। একদিন রথখোলায় তাজ হোটেলের বগলের

গাঞ্জার দোকানে যাইয়া দ্যাখে কি, Strike.দোকানের মালিকরা Strike করছে। কালু আর ছক্কু দোকানের জানালার গন্ধ হোসনের পর মাল খাওনের লাইগ্যা অন্ধর কুলবুল কইর্যা উঠলো। অহন উপায়? গাঞ্জা পায় কই? ছক্কুর মাথায় মাইন্দে আত্কা একটা জব্বর প্যান আইলো। নবাবপুর দিয়া এত লোক যাইতাছে— কারু না কারু পকেটে মাল থাকবোই থাকবো। দুই জনে মিল্লা নবাবপুরের রাস্তার দুই মুড়া বইলো। হেরপর বইয়া বইয়া হাতের তাউল্যা দুইডারে এমনভাবে ঘষতে শুরু করলো যাতে মনে হয় যেনো দুইজনে মিইল্যা একটা দড়ি পাকাইতাছে। আসলে কিন্তুক পুরা ব্যাপারটাই False. রিকসা, ঠেলাগাড়ি, মোটর, বেবি ট্যাক্সি, বাস সব কিছু হেগো চোখের সামনে দিয়া চইল্যা যাইতাছে; আর যাইতাছে পায়ে হাইট্রা হাজারে হাজারে মানুষ। আধা ঘণ্টা ধইর্যা দুইজনে রাস্তার দুইমুড়া বইয়া এই রকম False দড়ি বানানোর Acting করণের পর দ্যাখে কি একজন গোঁফালা আর খাঁকী সার্ট প্যান্টুল পিন্দুইন্যা লোক আত্কা হেই জায়গায় আইস্যা থামলো। ব্যাডায় মাথা ঘুরাইয়া রাস্তার দুই মুড়া ছক্কু আর কালুর দিকে Angle কইর্যা তেরছি নজর মারলো। তারপর রাস্তার মাইন্দে এমনভাবে ঠ্যাং উডাইয়া ডিঙ্গাইলো, যেমন মনে লয় হেইখানে হাঁচাহাঁচিই একটা দড়ি রইছে। কেমন বুঝতাছেন?

তারপর ব্যাডায় হেই দড়িডা ডিঙ্গাইয়া গেলো গা— ছক্কু লাফাইয়া উডড্যা কইলো, ‘আবে এই কালু, পাইছিরে পাইছি— দৌড়।’ দুইজন হাইয়া রায় সাহেব বাজারের মুখে ব্যাডারে পাকড়াইলো।

ব্যাডায় একটু মুচকি হাইস্যা কইলো, ‘কেইসটা কি? মাল Short পড়ছেন’ ছক্কুমিয়া বাইশ হাজার টাকা দামের একটা হাসি দিয়া কইলো, ‘কি কইলেন Short? অন্ধরে ধলী— কিছুই নাইক্যা।’

জবাব আইল, ‘— এই রকম টাকা অবস্থা হইলে লগে আইতে পারেন। কিন্তুক একটা কথা। এতো লোকের মাইন্দে আমারে চিনলেন ক্যামতে?’

সেনাপতি ইয়াহিয়া, থুকু ছক্কু মিয়া ব্যাডারে অন্ধরে জড়াইয়া ধইর্যা কইলো, ‘হেই যে রখথোলার মুহে আপনে দড়ি ডিঙ্গাইলেন, লগে লগে বুঝলাম এইডা আমার মামু না হইয়া যায় না। মা-আ-মু এলায় মাল দেন।’

‘দিমু, দিমু, আমারে যহন চিনছস, তহন মাল পাইবি।’ অহন বুঝছেন, ইয়াহিয়া আর টিকা সাবে মামুর খোঁজ ক্যামতে পাইছে?

হ-অ-অ-অ। এইদিকে কাম সারা— আন্ধার। ঢাকা শহর অ-ন্ধ-কা-র। মুক্তিবাহিনীর বিষ্কুর লাহাল পোলাগুলা সেনাপতি ইয়াহিয়ার নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস্ এডমিরাল মুজাফফর হাসানরে ওয়েলকাম করছে। ব্যাডায় তেজগাঁয় পুনের থানে নাইম্যাই দ্যাখে দুনিয়া আন্ধার। কেইসটা কি? এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা ঢাকার থানে নিউজ পাডাইছে, মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকা শহর আর শহরতলী এলাকার তিন তিনডা Power station ছাত্তু বানাইছে। এই তিন জায়গায় এক লগে কারবার হইছে। এক এক জায়গায় বিষ্কুগুলা ঢোকনের লগে লগে গার্ডগুলা সব কিছু ফালাইয়া দৌড় রে দৌড়!

হেরপর খাঁতির জমা কইর্যা ঘেডাঘ্যাড, ঘেডাঘ্যাড, ঘেডাঘ্যাড। তিয়াত্তর মেগাওয়াট পাওয়ারের ও চল্লিশ মেগাওয়াট পাওয়ার বু-ই-ত্যা গেল গা। মোল ঘণ্টা পরেও এইগুলো মেরামত করণ যায় নাই। এই রকম একটা অবস্থায় ভাইস-এডমিরাল মুজাফফর হাসান ঢাকায় তশরিফ আনছেন।

পহেলায় জেনারেল নিয়াজী সা'বরে জিগাইলো, 'আমাগো Best সোলজারগো খবর কি? নিয়াজী সা'বরে বগলের ব্যাটনটা মাটিতে পইড়্যা গ্যালো। গলার মাইদে একটা খ্যাকরানী দিয়া কইলো, 'আইজ-কাইল জোনাকী পোকার লগে আমাগো সোলজাররা তুফান পাইট করতাছে।' হাসান সা'বে জিগাইলো, 'এইটা কেমন কথা? জোনাকী? সেইডা আবার কি জিনিষ?' নিয়াজী ভেউ ভেউ কইর্যা কাইন্দ্যা ভরাইলো। তারপর রুমালে আঁসু মুইছ্যা কইলো, 'বঙ্গাল মুলুক মেনে যাদু হয়। হিয়াঁ রাতমে এক কিসিমকা কিড়া উড়তা হয়। আগর হামারা জোয়ান লোগ উস্ কিড়াকা উপর গুলি চালা রহা হয়। ইয়ে সব কিড়াকো দেহাতী লোক জোনাকী বলতা হয়। আজিব চীজ হয়। ইয়ে সব জোনাকী কো Back Side মেনে আগ জ্বলতা হয়।' হাসান সা'বে বুঝলো World-এর Best সোলজারগো টাইম হইয়্য গ্যাছেগা। তবুও Position টা ঠিক মতন ঠাহর করনের লাইগ্যা জিগাইলো, 'আমাগো সোলজাররা আর কি কি করতাছে? ফট্ কইর্যা রাও ফরমান আলী মুখ খুললো, 'যেগুলো বাঁচ্যা মাছে হেইগুলো- না যেগুলো হইত্যা আছে হেইগুলো?'

মুজাফফর হাসান তো রাইগ্যা টং। হেউনের গুলাতো খরচের খাতায়। যেইগুলো জিন্দা হেইগুলার কথা জিগাইতাছি। জুই-এ বুঝছি 'হেইগুলো পাট গাছ কাডতাছে।'-'তা হইলে তো ভালো কামই করতাছে'-আমরা এই পাট Export কইর্যা কিছু Foreign Exchange পামু- তাই না?'

'না, স্যার, পাট ঠিক মতন বাস্তি হওনের আগেই কাডতাছে। কত কষ্ট কইর্যা পাবলিকরে ভোগা মাইর্যা আনা দুই ক্ষেতের মাইদে পাট বুনাইছিলাম। অহন দেখতাছি হেইসব পাটক্ষেতের মাইদে বিচ্ছুগুলা বইয়্যা আমাগো জোয়ানগুলারে কতল করতাছে। তাই ছিক্রেট Order-এ সোলজারগো দিয়া পাট গাছ কাডাইতাছি। না হইলে হাওয়ার চোটে পাট গাছের আগাটা একটুক লইড়া উড়লেই আমাগো জোয়ানরা বেগুমার Firing করতাছে।

আর এইদিকে ঢাকা টাউনে মাইদে শুরু হইছে বোমা। সন্ধ্যা লাগলেই খালি বোমা আর গুলির আওয়াজ। দিনের বেলায় শুরু হইছে বোমা-আতংক। রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, পেট্রোল পাম্প এইসব জায়গায় কাগজের দলা দেখলেই পুলিশ-সোলজার হগ্গলেই খালি 'বোমা', 'বোমা' কইর্যা চিল্লাইতাছে। হেইদিন ঢাকার রেডিও গায়েবী আওয়াজ অফিসে একটা কাগজের দলা দেইখ্যা একজন মেলেটারি গার্ড খালি একবার কইলো, 'ইসকো বোমা মালুম হোতা হয়।' ব্যস্-আর যায় কোথায়? কয়েক মিনিটের মাইদে সব ভাগোয়াট। আর পশ্চিম পাকিস্তানী সোলজাররা একজন বাঙালি পিওনের

ধমকাইয়া হেই কাগজের দলাডা সরাইতে কইলো। হেই বাঙালি পিওন পেছনে বেয়েনেট দেইখ্যা কাগজের দলাডা ধরলো আর ধরনের পরই হাইস্যা ফালাইলো। মোডা মোডা মোছওয়ালা সোলজাররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এলায় বুঝছেন? বোমার আতংক কারে কয়?

কিন্তুক এইডা কি শুনতাছি। দেশী দালালগো রাস্তাঘাটে দেখলেই রিক্শাওয়ালারাও ব্যাডার লাহাল কইতাছে, ‘ঠিকভাবে শ্যাম খাওয়া দাওয়াটা কইর্যা লন। আপনাগো হেই টাইম আইস্যা গ্যাছে।’ আর এইদিকে কে বা কাহারো এই সকল দালালদিগের বসত বাটিতে আতর লোবান এবং সাবান ইত্যাদি পৌছাইয়া দিতাছে। আবার কেহ কেহ মনি অর্ডার যোগে দশ টাকা পাইতেছেন। মরণের আগে শ্যাম খাওনের দশ টাকা। ক্যামন বুঝতাছেন? আমাগো গোপালগঞ্জের ঠাণ্ডা মিয়া নাকি মনি অর্ডার পিওন দেখলেই কান্দতে শুরু করেন। কখনো জোরে- আবার কখনো ফোঁপাইয়া কান্দতে থাকেন। এলায় বুঝছেন, কেইসটা কি?

৪৭

১৮ জুলাই ১৯৭১

আমাগো ছক্কু মিয়া দিন দুই উপোস থাকনের পর হেইদিন এক বুড়ি আম লইয়া বেগম বাজারে বেচনের লাইগ্যা গেছিল। তাই বুড়ি ভাববেন না যে আমগুলো ছক্কু মিয়ার। আসলে আমগুলো হইতাছে কাণ্ডান বাজারের কাউলার। কাউলা অনেক Think কইরা দেখলো কাণ্ডান বাজারে আমগুলো বাচলে যাইবো ঠিকই। কিন্তু পহা? হেইডা পাওন খুবই মুক্কিল। কেননা ঠাটারী বাজার কাণ্ডান বাজারের দিকে আবার অশান্তি কমিটির মেম্বরের নম্বর খুবই বেশি। আর হেই মেম্বারগো কেন জানি না Habit হইছে মাল কিন্যা পহা না দেওনের। তাই কাউল্যা ভাবলো ছক্কুতো অহন উপাস যাইতাছে তাই হেরে দিয়া আমগুলো বেইচ্যা আনা কয়েক পহা দিলেই ছক্কুও কিছু পাইবো আমার আমগুলোও বেচন যাইবো।

ছক্কু মিয়া বেগম বাজারে আম লইয়া বইয়া আছে তো আছেই- গ্রাহক পাতি নাইক্যা। হ্যাশে যহন ছক্কুর শূল বেদনাটা একটুক কইর্যা চাড়া মারতাছে, তখন দেখে কি খুব লম্বা এক সাব আইস্যা হাজির। সাবে দর করনের কথা কইতেই ছক্কু কইলো কি, ‘যদি পিডানী না দেন তয় একটা কথা কমু?’ সাব কইলো, ‘হ্যা বলতে পারো।’ ছক্কু কইলো, ‘যদি পকেটের মাইন্ডে এক টাকার নোট থাকে তয় দর করতে পারেন।’ লম্বু গায়েক খুব গরম, ‘কেন, এক টাকার নোট ছাড়া নেবে না নাকি?’ ছক্কু একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিয়া কানডা একটু চুলকাইয়া কইলো, ‘দ্যাহেন ছ্যার, আইজ-কাইল কেন জানি না স্টেট ব্যাংকের গবর্নরের দস্তখতঅলা নোট লইতে খুবই ডর করে।’

‘ক্যানো পঞ্চাশ টাকা-দশ টাকার নোট নিতে ভয় কিসের?’

‘আহ-হা ছ্যার, আপনে যদি একটুক খেয়াল করেন তয় দেখবেন, এক টাকার লোটের মাইন্ডে কোনো ওয়াদা নাইক্যা। মানে কিনা আইন মতো এক টাকার লোটের কেউ স্টেট ব্যাংকের কাছে ভাংচা চাইতে পারে না।— আহহা অহনও Clear হইলো না। তয় কই হোনেন, ‘এক টাকা ছাড়া সমস্ত লোটের মাইন্ডে লেহা আছে ‘চাহিবা মাত্র স্টেট ব্যাংক সমমূল্যের টাকা দিতে বাধ্য’— তারপর একটা দস্তখত। আর এক টাকার লোটের মাইন্ডে এই সব কিছুই লেখা নাইক্যা। কিন্তুক ইয়াহিয়া সাবে যে লোটের মাইন্ডে হেই ওয়াদার কথা যত বড় কইর্যা লেখা আছে হেই লোট তত তাড়াতাড়ি মন্ত্র পইড়া কাগজ বানাইতাছে।’

এলায় লম্বু সা’ব ঠাঙা হইলো। কইলো, ‘ঠিক আছে, এক টাকার নোট দিয়েই দাম দেবো।’ হের পর বহুত মোলামুলির পর ছক্কু পুরা চান্সাড়ি আম বেইচ্যা ফ্যালাইলো। ছক্কু, সা’বের থলিয়ার মইন্ডে যহন আমগুলো তুলতাছে তহন সা’বে আতকা কয় কি?’ আরে কি হলো? এতোক্ষণ তো লক্ষ্যই করি নাই। তোমার আমগুলার সাইজ এতো ছোট ক্যানো?’ ছক্কু একটা তেরছি নজর মাইর্যা কইলো, নাহ সা’ব কিযে কন! আমের সাইজ ঠিকই আছে। আপনে আবার দোতালার থনে দেখতাছেন কিনা, তাই সাইজগুলো ছোড লাগতাছে। আপনার সাইজ আমাগো মতো হইলেই আমের সাইজটা ঠিক মতো নজরে আইতো, বুঝছেন।’

আমাগো ইয়াহিয়া সা’বে আম কিনইনো লম্বু সা’ব হইছে। অনেক দূর রাওয়ালপিণ্ডিত বইর্যা আছেন কিনা তাই বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর কায়-কারবার কিছুই দেখতে পাইতাছেন না— সবই হোক কাছে Normal লাগতাছে।

কিন্তুক যারাই নজদিগে গেছে মানে কিনা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা টুর করছে, তাগো কেউ ভিমরি খাইছে, কেউ ডরাইছে, কেউ গাইলাছে, আবার কেউ খুব খরাপ খরাপ কথা হইছে। এই রকম একটা কারবারের মাইন্ডে World Bank-এর পুরা রিপোর্ট দুনিয়ার সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। এই রিপোর্টের একটুকু হুঁনাইতাছি, ‘বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে ইয়াহিয়ার সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে আর অবিলম্বে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা দরকার। বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত। জনসাধারণের মনে দেখা দিয়েছে আতংক ও আত্মর অভাব। আর সঙ্গে সঙ্গে চলছে পাল্টা প্রতিশোধ ও বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ।’

এই ধরনের রিপোর্ট হইলে তার কি রকম result হয় তা তো একটা মজব-মাদ্রাসার পোলাও কইতে পারবো। “ফক্কা”, বুঝছেন। Aid Pakistan consortium ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারেরে একটা আখলা পহাও দিবো না— দিতে পারে না।

দেখছেননি কারবারটা? আপনাগো লগে মাল-পানির আলাপ করতাছি আর এই দিকে হেগোজান খতরনাক হয়ে গ্যাছেগা। ছেরাবেরা আর ফাতা-ফাতা শব্দের অর্থ এতোদিন ঠিক মতো বুঝি নাইক্যা। অহন মেহেরপুরের খবর হইন্যা শব্দ দুইডার অর্থ

খুবই ভালো রকম বুঝতছি। ইয়াহিয়া সাব একটা খুবই খারাপ কাম করছেন। ক্যানো এইসব সোলজারগো অলিম্পিক গেমের না পাডাইয়া বাংলাদেশে পাডাইছে। আরে দৌড় রে দৌড়। খাল, বিল, গর্ত, খন্দক, জঙ্গল-খেত সব Don't care কইর্যা ঝাইড়্যা দৌড়। হক্কা বেলায় মাঠের মাইন্ডে গরু যেমন খুঁড়ি উড়ানোর লগে লগে বাড়ির দিকে দৌড় দেয় হেই রকম দৌড় দিয়া ইয়াহিয়া সা'বের সোলজাররা খালি চিল্লাইতাছে 'মামু আগে আইল।' আর মুক্তি ফৌজের বাড়ির চোটে হেগো সমস্ত বাংকার গুড়া আর ট্রেন্ডগুলা লাশে ভইর্যা গ্যাছেগা। বাকী মালেরা মালপত্র ফালাইয়া এক দৌড়ে পনেরো মাইল। চাইনিজ রাইফেল, আমেরিকান মর্টার আর ওয়াহর তৈরী বুলেট সব বিক্ষুর লাহাল পোলাগলা লইয়া গ্যাছেগা।

আমি কই কি, এক কাম করলে হয় না? যেসব সোলজাররা মেহেরপুর থানে পিডানীর চোটে ভাগেয়াট হইছুইন, তারা গতরের মিলিটারি ড্রেস খুইল্যা Reception Centre-এ রিপোর্ট করলেই তো এক টিলে দুই পাখি মারা যায়। খুবই সুন্দর Reception পাওনের Chance আছে। আর পাকিস্তান অবজার্টার, মর্নিং নিউজে ব্যানার হেড লাইনে খবর ছাপা হবে, দলে দলে 'রিফিউজিগো' দেশে প্রত্যাবর্তন। চাই কি-প্লেনে কইর্যা টেলিভিশনের ক্যামেরা ম্যান, এ.পি.পি. রিপোর্টার মায় রেডিওর জিলুর সা'বে পর্যন্ত আইতে পারে। কিন্তুক একটা কথা কইর্যা দেই- বেশি হাউকাউ কইরেন না। মুক্তিবাহিনীর গেরিলাগো কাছে আইজ-কমইল আমেরিকান মর্টার আর চাইনিজ মেসিনগানের নম্বর খুবই বাইড়্যা গ্যাছেগা। যে কোনো টাইমে, যে কোনো জায়গায় এমনকি ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত, আমের বাগান, পানের বোরো, বাঁশের ঝাড়, মসজিদের পিছন থাইক্যা এই বিক্ষুব্ধ হাজির হইতে পারে। হেগো অহন একটাই শ্লোগান 'আরে আব ভাগো, পিডি যাও।- কাঁহে ভাই শও শও মখর বানাও- 'আরে আব ভাগো, পিডি যাও।'

8৮

১৯ জুলাই ১৯৭১

আনছে। মাল আনছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার বহুত পুরানা ফাইলপত্র ঘাইট্যা আইয়ুব খানের টাইমের একটা Original মালের খবর পাইছে। এম.এম. আহম্মক আর দরবার আলী শাহ মিল্যা পকেটের রুমাল দিয়া পুরানা ফাইলটা মুইচ্ছা ভিতরে ফুচি মাইর্যা দ্যাছে কি, এক আংরেজ প্রফেসরের নাম লেখা রইছে। কোণার মাইন্ডে নোট রইছে ফরিন পাবলিসিটি করণের টাইমে কোনো রকম গ্যানজাম কারবার করণের দরকার হইলে এই মাল খুবই কামে লাগবো। তয় খালি হাত তো আর মুখে ওঠে না। হেই জনি এই মালেরে কামে লাগাইতে হইলে ফরিন একচেঞ্জে মাল-পানি দেওন লাগে।

লাহোরের মঞ্জুর কাদেররে চেনেন? হেই মঞ্জুর কাদের এই আংরেজ মালের পহেলা

খরিদার। তখন সেনাপতি ইয়াহিয়ার ওস্তাদ আইয়ুব খান সা'ব তার 'বেহিক ডেমোট্রেসি'র প্রোপাগাণ্ডা শুরু করছিল। ইংল্যান্ড-আমেরিকার জাতির চোটে আইয়ুব খান দুনিয়াটারে ভোগা মারণের লাইগ্যা তখন বেহিক ডেমোট্রেসির 'আদিও অকৃত্রিম ডেমোট্রেসি' বইল্যা চালু করণের কোশেশ করতছিল। মঞ্জুর কাদের সা'ব বেহিক ডেমোট্রেসির ফ্লাগ লইয়্যা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে আইস্যা পোলাপানের ধাওয়া খাইয়্যা অকরে লন্ডন যাইয়্যা হাজির। হেই সময় কাদের সা'ব এই আংরেজ মালের খোঁজ পাইলো। দাম-দর ঠিক হওনের পর এই আংরেজ সা'বে ইংলন্ডের কাগজগুলার মাইন্ডে বেহিক ডেমোট্রেসির প্রশংসায় অকরে গুলগুল্যা হইয়া পড়লো। এলায় বুঝছেন? এই মালডা কি রকম জিনিষ? এর নাম প্রফেসর রাশকরক উইলিয়ামস। ব্যাডা একখান?

লন্ডনের পশ্চিম পাকিস্তান হাইকমিশন অফিস থাইক্যা মাল-পানি বুইয়্যা পাওনের পর আর তোতা পাখির মতন কথাবার্তা মুখস্ত কইয়্যা এই আংরেজের বাচ্চা করাচীতে আইস্যা সব ওগলাইয়া ফ্যালাইছেন। লন্ডনের হাইকমিশনার সাব একটুক ডুল কইয়্যা সমস্ত কারবরডা গড়বড় করছেন। হেতনে প্রফেসর সা'বের কয় নাইক্যা যেসব কথা হিকাইয়া দিলাম, হেইগুলা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা Tour করণের পর কওন লাগবো। আগে কইলে কোনোই কামে আইবো না।

ধর্মের কল বাতাসে লড়ে। তাই প্রফেসর উইলিয়ামস সা'বে বাংলাদেশ সফরের আগেই লন্ডন থাইক্যা করাচীতে আইস্যা সগে লগে সাংবাদিকগো কাছে কইয়্যা ফেলাইছেন, 'বাংলাদেশ অকরে North আর হেইখানে ইয়াহিয়া সা'বের সোলজাররা এমন কিছুই করে নাইক্যা যার ক্ষতিই হৈ চৈ করণ লাগবো।' ক্যামন বুঝতাছেন? লন্ডনেও দুই চারটা হেই জিনিষ সাওয়া যায়। আর কি রকম মাল-পানি খাইলে একজন আংরেজ প্রফেসর এইরকম কথা কইতে পারে?

আর এই দিকে গেইট-কিপারের খবর হনছেন নি? আহ্হা এতোকিছু খুইল্যা কইতে গেলে তো মহামুসিবত! তবুও কইতে হইবো। খুবই খেয়াল কইয়্যা ছইনেইন। আমাগো মেরহামত মিয়া হেইদিন হোসেনী দালানের বগলে বইয়্যা ছক্কুর লগে রাজা-উজীর মারতছিল। আত্কা মেরহামত মিয়া কয় কি? 'আবে এই ছক্কু হনছোসনি? আমাগো কালুর পোলা কাউলা একটা জব্বর চাকরি পাইছে।' ছক্কু লাফাইয়্যা উইড্যা কইলো, 'তয় তো এইডা খুবই Good News. কাউলা কি কামে লাগছে?' মেরহামত মিয়া ফকত কইয়্যা পানের পিক ফ্যালাইয়া কইলো, 'কাম?' কি কস্ ছক্কু?— জব্বর কাম পাইছে। কাউলা এমন সোন্দর একটা চাকরি পাইছে যে, আইজ-কাইল রোজই রাইতে হের দোস্তগো পিকচার দেখাইতাছে।'

'কি কইলি? এতো বড়ো চাকরি পাইছে? পোলাডার কপাল আছে। তা দোস্ত কাউলায় কি চাকরি পাইছে রে?' হুঁঃ হুঁঃ কমু-কমু। এতো ঘাটের পানি খাইয়্যা ছক্কু তুমি ধরতে পারলা না?' 'ফলসিং-এর মাইন্ডে পড়লা। ছক্কু চিল্লাইয়া উডলো, 'খামুখা

কেইসটারে মোচড়াইতাছোস ক্যান?’ মেরহামত মিয়া কালা দাঁতগুলি বাইর কইর্যা কইলো, ‘চেতিস্ না- চেতিস্ না, আমাগো কাউলা সিনেমা হলের গেইট-কিপারের চাকরি পাইছে।

আমাগো সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন কাউলার মতো গেইট-কিপারের চাকরি পাইছে। হেই গেইট দিয়া ডক্টর কিসিজ্জার চীনে সিনেমা দেখতে গেছিলো। আর নিকসন সা’বে পিকচার দেহনের লাইগ্যা তাওয়াইতাছেন। কিন্তুক গেইট-কিপার ইয়াহিয়া সাবে জব্বর খুশ হইছেন। বক্রির তিন বাচ্চা দুইডা দুখ খায়- আর একটা কিছু না খাইয়া খুশিতে ফাল পাড়ে।

হ-অ-অ-অ। এই দিকে কারবার হয়ে গেছে। আইজ থনে ষোল বছর আগে এক ব্যাডায় রাওয়ালপিণ্ডি সরকারের ফরিন মিনিস্টার আছিলো। হেই ব্যাডায় অহন সেনাপতি ইয়াহিয়া সাবের এক জোড়া পুরানা জুতা হাতে World Tour-এ বাইরাইছেন। কিন্তুক নিউইয়র্ক ওয়াশিংটনে আমাগে বঙ্গভাষী Student রা হোটেল হেই ফরিন মিনিস্টার হামিদুল হক চৌধুরী আর তার যেটু চোস্ পাজামারে ঘেরাও করছিল। হেই দুগুখে ব্যাডায় কানাডার অটোয়ায় যাইয়া সাংবাদিক সম্মেলনে ‘খুলছেন’- মানে কিনা মুখ খুলছেন। লগে লগে গন্ধ-অ-অ। সাংবাদিকরা নাকে ক্রমাল লাইগ্যা নোট বইয়ে লিখলো, ‘বাংলাদেশ গণহত্যা হয় নাইক্যা’- বলেছেন হামিদুল হক চৌধুরী। ক্যামন বুঝতাছেন? চৌধুরী সা’ব এই কাথাটা একটা সাংবাদিক সম্মেলনে কওনের লাইগ্যা অটোয়া গেছেন। অবশ্য তার পাবলিক মিটিংডা আফ্রিকার কুয়েমানা ল্যাণ্ডে হইবো বইল্যা ইসলামাবাদ থাইক্যা Order পাইছে।

এই দিকে “গ্যাছে গ্যাছে” কারবার। মানে কিনা কুষ্টিয়ার অবস্থা অহন কি তহন? হেইখানে আখেরি লড়াই শুরু হইছে। World-এর বেট সেলজাররা হেইখানে ক্যাদোর মাইন্দে হোতনের লাইগ্যা অহন খালি কুলবুল করতাছে। হেরা টের পাইছে যে মুক্তিবাহিনীর বিক্ষুর লহাল পোলাগুলো কুমারখালি, খোকশা, চিত্রা ও আলমডাঙ্গা এলাকায় সব কিছু ছেদা-বেদা কইর্যা খুঁটি গাইড্যা বইস্যা আছে। আর আজরাইল ফেরেশতা এলায় নতুন খাতা-কলম লইয়া তৈরী হইছেন। এর লগে লগে আবার চুয়াডাঙ্গার উপর গাবুর মাইর চলতাছে। আর মেহেরপুরের পাওয়ার স্টেশন বাড়ির চোটে গুড়া হইছে।

এছাড়া ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর এলাকায় অহন ধাওয়াইয়া কারবার চলতাছে। আর রাজশাহীতে? খাইছে রে খাইছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা পদ্মা নদী পার হইয়া হেইদিন রাজশাহী টাউনের আশেপাশে ঘুরিয়া হেগো Position দেখছে। ক্যানো জানি না আইজ-কাইল রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট থাইক্যা খালি কান্দনের আওয়াজ আইতাছে।

এই রকম একটা অবস্থায় হেরা আনছে। মানে কিনা মাল আনছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া এর সাফাই গাওনের জন্য লন্ডন থাইক্যা প্রফেসর রাশব্রুক

উইলিয়ামসেরে আনছে। কিন্তু আংরেজের বাচ্চায় বাংলাদেশ Tour-করণের আগেই করাচী Airport-এ হগ্গল কিছু কইয়া ফালাইছেন। অথচ এইগুলা বাংলাদেশ Tour করণের পর কওনের কথা আছিলো। কিন্তু মাল-পানি খাইয়া করাচী শহররে ঢাকা টাউন মনে কইয়া ব্যাডায় পাকিস্তান অবজারভারের Editorial মুখস্ত কইছে। কারবারটা অহন কোন ষ্টেজে বুঝছেন?

৪৯

২০ জুলাই ১৮৭১

হইছে। আবার আমাগো ঢাকা শহরডা Normal হইছে। মধ্যে দিন কয়েক বাদ দিয়া আবার কারফিউ হইছে। ফার্মগেট, নিউ মার্কেট, কমলাপুর, গুলিস্তান, সদরঘাট, হাটখোলা এইসব জায়গায় Check post বইছে। সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরা হেই জিনিষের দল মহল্লার মাইন্ডে ঘুইর্যা বেড়াইতাছে। আবার খালি বাড়ি দেখলেই উর্দুতে নাম লিখ্যা দেয়ালে লাগাইয়া দখলী লইতাছে। একটু বাদ বাদই বড় বড় রাস্তা দিয়া মেলেটারি ভর্তি ট্রাক যাইতাছে। আর নবাবপুর রোডের মাইন্ডে বেওয়ারিশ দোকানগুলার দরজার কড়াতে আরে তালারে তালা। মানে বাড়ির খানে একটা তালা আইন্যা কড়াতে লাগাইলেই দখলী হইলো। তাই খালি সেম-সুইড হইতাছে। এক একটা দোকানে পাঁচটা-সাতটা কইর্যা তালা পড়তাছে। কালার মালিক হগ্গলেই ডাহিনা মুড়া দিয়া লেখইন্যা লোক। তা হইলে বুঝতেই পারাছেন ক্যাচালডা কি রকম লাগছে।

আর চলতাছে বোমাবাজি, আমেরিকান কনসালের বাড়ি, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, সেক্রেটারিয়েট, হাবিব ব্যাংক, কমলাপুর রেলস্টেশন, গুলিস্তান সিনেমা, চোরা মতিনের বাড়ি, মেলেটারি ট্রাক এসবের উপর এর মাইন্ডেই মুক্তিবাহিনীর Hand Grenade মারা হইছে। আরো বহুত কিছু গ্র্যাগো লিষ্টের মাইন্ডে রইছে। এই দিকে আবার কুর্মিটোলা মিলিটারি হাসপাতালে জায়গা হইতাছে না দেইখ্যা মীরপুরের তেরো নম্বর সেকশনে একটা নতুন Under Ground হাসপাতাল খুলছে। অবিশ্যি এইসব হাসপাতালে যারা ব্যাণ্ডেজ বাইক্ষ্যা আইতাছে, তারা মফস্বলের মাল। মানে কিনা বাংলাদেশের ক্যাদো পানির মাইন্ডে ছাল-কুত-কুত খেলার পর হেগো এই অবস্থা হইছে। বাকিরা গোরের আজাব পাইতাছে।

যাউকগ্যা যা কইতাছিলাম। পেরতেক্ দিন সন্ধ্যার মাইন্ডেই আমাগো ঢাকা শহর ফাঁকা। এই রকম একটা Normal অবস্থা যহন চলতাছে, তহন ঢাকা টাউনডারে Abnormal করণের লাইগ্যা তাগো খায়েশ হইছিল। বিদেশ থাইক্যা মেহমান আহনের গতিকে কারফিউ উডানো হইছিল। রাওয়ালপিণ্ডির খনে Order হইছিল, যেসব পার্লামেন্টের মেম্বর, World Bank-এর প্রতিনিধি আর সাংবাদিকগো পাডাইতাছি তারা যেনো ঢাকায় যাইয়া কারফিউ না দেখতে পায়। জেনারেল নিয়াজী রাওয়ালপিণ্ডিরে

১৩৯

জানাইল যে, ২৫শে মার্চ থাইক্যা বাঙালিগো যে পিডানী দিছি, হেরপর কারফিউ উডাইলে কিছুই অইবো না।

World Bank-এর মেম্বররা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সুইমিং পুলের পাশে দুইজন মিলিটারি দেইখ্যা এইডার কারণ জিগাইলো। মেজর সা'বে হেই দুইডারে সরাইবো কিনা চিন্তা করতাছে- এমন সময় দম্ দম্ হেই কারবার হইলো। অ-ল-পের জন্যি একজন সাদা চামড়ার সাব আজরাইলের হাত থনে বাঁইচ্যা গেল। হের পরেই ঢাকা টাউনের পাঁচ জায়গায় বোমাবাজি হইলো। রাও ফরমান আলী আর জেনারেল টিক্কা মাগো-মা কইয়্যা টাউনের মাইন্দে আবার কারফিউ দিলো। শুধু তাই-ই নয়। আরো কয়েক কোম্পানি সৈন্য নামাইলো। ব্যাস্, আবার ঢাকা টাউন Normal হইয়া গেলো। বিকাল থনেই ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-ডেমরা রাস্তা বন্ধ আর ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তা তো অকরে ছেরাবেরা অবস্থা।

এ্যার মাইন্দে ব্যাডাগো কি সাহস! কুমিল্লা সেক্টরে গাবুর মাইরের চোটে টাঙ্গাইল থনে সোলজার Withdraw কইর্যা পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ বহাইছিল। মনে লয় আজরাইলেই এই বুদ্ধিটা দিছিলো। তারপর বুঝতেই পারতাছেন, যা হওনের তাই-ই হইলো। মধুপুরের জঙ্গলের কাদেরিয়া বাহিনীর খেঁজার হেই পুলিশগো মধু খাওয়াইলো। এই দিকে Prestige টিলা হওনের গতিতে নিয়াজী সা'ব টাঙ্গাইলে হাওয়াই হামলা চালাইলো। কিন্তুক ভানুমতীর খেঁজল। জেনারেল ফাইট কইর্যা হানাদার সোলজার টাঙ্গাইল আহনের পর গেরিলাগো নাম নিশ্চয় পর্যন্ত পাইলো না। আর ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তা আইজও পর্যন্ত ঠিক হইলো না। ষেচেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, চাপাই নওয়াবগঞ্জ, চট্টগ্রামে হানাদার বাহিনী আর আউগ্গাইতে ধারতাছে না।

এরপর থনেই ছোট ভাইয়ের Wife গোপনে ভাসুরের নাম লইতে শুরু করছে। খবরের কাগজ আর রেডিওর আইন্দে ইশারা- ইঙ্গিত কইরা দম খিছাইতাছে। কিন্তু লাখ লাখ হ্যাভবিল ছাপাইয়া প্লেনের থনে ছাড়তাছে। হেই সব হ্যাভবিলে ভাসুরের পুরা নাম লিখখিস্।

আর ঢাকা এয়ারপোর্ট। থাউক হেইটার কথা আইজ আর কমুনা। হেগো ছিক্রেট আর Disclose করুম্ না। শ্যাম ভাগোনডা এই রাস্তা দিয়াই হইবো কিনা। অহন বুঝছেন, ঢাকা টাউন আইজ-কাইল কি রকম Normal হইছে। কারফিউ, মিলিটারি চেকপোস্ট, সোলজার গো টহল, এ্যার মাইন্দে দুই-একটা Item কম হইলেই কেমন জানি Abnormal মনে হয়।

এদিকে ওয়াশিংটনে রেয়ান-রিপোর্টে আমেরিকান গবর্ণমেন্টের অফিসাররা তাজ্জব বইন্যা গ্যাছেগা। রেয়ান-রিপোর্টে কইছে বাংলাদেশে পহেলা আগস্টের পর ইতিহাসের সবচাইতে ভয়াবহ রকমের দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। কিন্তু ইয়াহিয়া টিক্কারে দিয়া মুছিবতই হইতাছে বাংলাদেশের মানুষগুলার জন্যি যে মালই পাঠানো হউক না কেন তা হেগো সোলজারগো কমে লাগাইতাছে। হেইখানে কোনো রাস্তাঘাট নাই আর ট্রেন চলতাছে না

দেইখ্যা কিছু খান-চাল গেরামে চওয়ানের জন্য তিরিশটা USAID সিল মারা ইঞ্জিল বহানো বড় নাও দেয়া হইছিল। কিন্তু এর মাইন্দে সাতাইশটা টিকার সোলজাররা রং বদলাইয়া বরিশাল, মাদারীপুর আর ফরিদপুরে বাঙালি মারনের লাইগ্যা কামে লাগাইছে। ক্যামন বুঝতাছেন? হেগো অবস্থা যা দাড়াইছে তাতে হেরা রোগীর পথ্য, বাচ্চার খাবার, বুড়ার Diet সব খাইতে পারে। হেরা সব পারে- খালি মুক্তিবাহিনীর লগে Fight করণ ছাড়া।

রেয়ন-রিপোর্টে আরো কইছে, বহুত কোশেশ করনের পরও ইয়াহিয়া টিকার সোলজাররা ঢাকা-চট্টগ্রাম রাস্তা আর রেললাইন ঠিক করতে পারে নাই। পারবো ক্যামতে? হেই এলাকায় গেলেই মাইর- গেলেই মাইর। ক্যাদো-পানি আর ইরি ধানের ক্ষেতের মাইন্দে পাইয়া গেরিলারা মাইরা সুখ করলো রে! এতো কইর্যা কইলাম দরিয়ার মাইন্দে যাইস না- যাইস না। নাহ, হেরা ঘুরিয়া ফিরিয়া হেই দরিয়ার মাইন্দেই যাইবো। অহন বোঝ্ ঠ্যালাটা কারে কয়? হেইদিন কুমিল্লার মুরাদনগরে দুই নাও-এ ৬০ জন আছিলো। বাস, আজরাইল অহন আর জনে জনে নাম ল্যাহনের টাইম পাইতাছে না। খালি ল্যাখতাছে 7th ডিভিশনের ইয়ারজান খান গয়রহ। সাং-পশ্চিম পাকিস্তান, হাল সাং-ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট। এলায় বুঝছেন কারবার শেষ ক্যামতে Short Cut হইয়া গ্যাছেগা?

আর দালালগো কিস্মত কি হইতাছে জামেন? হেইদিন কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় মুজাফফরগঞ্জ ব্রিজের লগে চাইরজন দালালগো বাইন্দ্যা ডিনামাইট লাগাইয়া ব্রিজ আর দালাল সব শুদ্ধা উড়াইয়া দিছে। মাইর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউজ উইকে' লিখছে, খুলনায় যাইয়া দ্যাছে দুই দালাল পুত্র লাল চিডি পাইছে। হেরা আবার গার্ড লইয়া ঘুরতো। কিন্তুক মউত যারে ধুওয়া তারে বাঁচাইবো কেডা? দিন দুই বাদে দুই দালালই শ্যাষ। মাথা ধড়ের ধনে আলদা হইয়া গ্যাছেগা। আমেরিকান রিপোর্টার এই কারবার দেইখ্যা বুইখ্যা হেলাইছে ইয়াহিয়া সাবের Normal জিনিষটা কি?

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম আমাগো ঢাকা শহর আর বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা অহন অকরে Normal হইয়া গ্যাছেগা। খালি আজরাইল ফেরেশতা আর জনে জনে নাম ল্যাহনের টাইম পাইতাছে না। হেতনে খুবই ব্যস্ত।

৫০

২১ জুলাই ১৯৭১

যা ভাবছিলাম, তাই হইছে। মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুঙলার গাবুর, ক্যাচকা আর গাজুরিয়া মাইর, কেবল একটুক কইর্যা কড়া হইয়া উঠতাছে আর খেইলডা জমতাছে। এর মাইন্দেই টিক্কা-নিয়াজীর হেই জিনিষ খারাপ হইয়া গ্যাছেগা। তাগো মাইন্দেই 7th, 12th আর 14th ডিভিশনের Best সোলজাররা বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইন্দে ঘুমাইয়া

পড়ছে। এছাড়া নর্দান রেঞ্জার্স, গিলগিট স্কাউট, লাহোর রেঞ্জার্স, পাকিস্তানী পুলিশ যাগোই ময়দানে নামাইতাছে তারাই খালি আছাড় খাইতাছে। আর এইগুলো আছাড় খাইলে আর কান্দে না। লগে লগে আখেরি দমড়া ছাইড়্যা দেয়। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় হানাদার সোলজাররা ট্রেনে চাপলে ডিনামাইট, রাস্তায় গেলে মাইন, টাউনে ঘুরলে Hand Grenade আর পানিতে নামলেই খালি চুবানি শুরু হইছে। এই রকম একটা অবস্থায় পরায় চাইর মাস যুদ্ধ হওনের পর টিক্কা-নিয়াজী জমা-খরচের হিসাব কইর্যা ভিমরি খাইছেন। এলায় করি কি? দশ লাখ লোক মারলাম ঠিকই, কিন্তুক আমাগো সোলজারগো খবর পাইতাছি না ক্যান? হেরায় গেল কই?

হের পর বুঝতেই পারতাছেন? টিক্কা সা'বে পিণ্ডিতে খবর পাডাইতাছে কয়েক হস্তার মাইন্দে অবস্থা খতরনাক হইয়া উঠছে— সব কিছুই ক্যান জানি গোলমাল মনে হইতাছে। তাই আব্বাজান, আপনারে ২৪শে জুলাই থনে ২৯শা জুলাই পর্যন্ত বঙ্গাল মূলুক সফরের যে দাওয়াত দিছিলাম তা Withdraw করতাছি। এই রিপোর্ট পাওয়ার লগে লগে আরও দুই ডিভিশন সোলজার পাডাইবেন। এছাড়া কিছু মাল-পানি না হইলে কেইস খুবই খারাপ হইবো। এই খবরগুলো আবার লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজে ছাপাইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া কত আশায় বুক বাঁধছিল। টিক্কা-নিয়াজী সব কিছু কন্ট্রোল কইর্যা ফালাইছে।

এইদিকে মেলেটারি ডেমেক্রেসির খসড়া শাকসত্ত্ব তৈরী। সমস্ত কামই প্লান-মতো হইতাছে। অবশ্যি ভুট্টোর লগে একটুক স্ট্রিক্টিসিটি লাগছে। কিন্তু টিক্কার কাছ থনে এইডা কি রিপোর্ট আইলো? রিপোর্টের ভিত্তিতে কুচি মাইর্যাই ইয়াহিয়া সা'বে নাকের ডগায় চশমা বহাইলো। রিপোর্টকা অনুযায়ী লিখ্বিস্, পাকিস্তানী সোলজাররা অহন ঢাকা, কুর্মিটোলা, ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট আর চট্টগ্রাম পোর্ট গেরিলাগো মাইরের হাত থনে বাঁচার জন্যে সিলেট-চিটাগাং রাস্তায় যাতায়াত তো দূরের কথা, অনেক জায়গায় টেলিফোন লাইন পর্যন্ত ঠিক করতে পারে নাই। এই এলাকায় গেল এক মাসের মাইন্দে গেরিলারা নক্বুইটা কামিয়াবী হামলা চালানোর গতিকে পরায় সতেরোশ সোলজারের হয় মউত হইছে, না হয় জখমি হইছে। অহন ঢাকা ছাড়াও নরায়ণগঞ্জেও গেরিলা এ্যাকশন শুরু হইছে।

এদিকে সয়লাব। মানে কিনা বন্যার পানির গতিকে রাওয়ালপিণ্ডির থনে পাঠানো ম্যাপের লগে এইখানকার রাস্তাঘাডের কোনোই মিল পাইতাছি না। এর মাইন্দে আবার গেরিলারা বহু চীনা আর মার্কিন অস্ত্রপাতি মছুয়া জোয়ানগো কাছ থনে কাইড়্যা লইয়া গ্যাছেগা। বঙ্গাল মূলুকের পানিরও কোনো দিশা পাইতাছি না। কোথাও দুই তিন ফুট আবার কোথাও পঞ্চাশ ফাইট ফুট। গেরামের রাস্তাঘাট মাইনে ভইর্যা গ্যাছে— ব্রিজগুলো গায়েব। তাই ইন্টার্ন সেক্টরে সেকেও লাইন অব ডিফেন্সের কথা চিন্তা কইর্যা সোলজার Withdraw করতাছি। অবশ্যি Withdraw করণের আগেই ধাওয়ার চোটে অনেকেই ভাইগ্যা আইতাছে। এইগুলো গেরিলাগো ধাওয়ানীতে এতোই ডর খাইছে যে, হেরা দ্যাশে

ফেরৎ যাওনের লাইগ্যা অকরে পাগলা হইয়া উডছে।

এই দিকে কুষ্টিয়া এলাকার রিপোর্ট আর চাইপ্যা খুইতে পারলাম না। হেইখানে আমগো সমস্ত সাপ্লাই লাইন দৃষ্টিকারীরা অকরে ছেদাবেদা কইর্যা ফ্যালাইছে। অহন হেইখানে আমাগো যেসব জোয়ান আটকা পড়ছে তাগো সাপ্লাই-এর কথা চিন্তা কইর্যা জেনারেল নিয়াজী মাথার চুল ছিড়তাছে। এক আধ-দিনের মাইন্দে সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা না করলে একটা কেলেকারীয়াস ব্যাপার হইয়া যাইবো। ইদানীং দুষমন সৈন্যগো সংখ্যা খুবই বাইড়্যা গেছে আর আমাগো লম্বর তুরন্দ কইম্যা যাইতাছে। নর্দার্ন রিজিয়নের রংপুর-দিনাজপুর সেক্টরের খবর খুবই দেরীতে পাইতাছি। মনে হইতাছে আমাগো সেক্টর কমান্ডাররাই খবর খতরনাক দেইখ্যা চাপিস করতাছে। এর মাইন্দে আবার আমাগো বহু এই দেশী Supporter গো হেরা কতল করণের গতিকে কাজকামে খুবই অসুবিধা হইতাছে। এছাড়া পেরতেক্ দিনই আমাগো পাঞ্জাবি ব্যবসায়ীরা করাচীতে ভাগতাছে।

এই রিপোর্টে সবই খুইল্যা লেখলাম। সন্ধ্যার লগে লগে ঢাকা টাউনের মাইন্দেই খালি বোমাবাজি শুরু হয়। হেইদিন কমলাপুর রেল স্টেশনেই এইরকম একটা কারবার হইছে। যাত্রাবাড়ী ব্রিজ ভাঙছে। রাইতে বোমা আর গুলির আওয়াজ না হইলে বলে বাঙালিগো ঠিক মতন ঘুম হয় না— এইগুলা মানুষ না জাম্বা কিছু! হেইদিন আমাগো এক জোয়ান হাসপাতালে মরণের টাইমে জয়-বাংলা শ্লোগান দিছে। এনকোয়ারি কইর্যা দেহি কি, এই জোয়ানডা জখ্মী হইয়া আহনের পর হের শরীরের মাইন্দে বাঙালি পোলাপানগো শরীল থাইক্যা বাইর করইল্যা বুক ঢুকানো হইছিল। হের লাইগ্যাই নাকি মরনের আগ দিয়া ব্যাডায় খালি ‘জয়-বাংলা’ শ্লোগান দিছে।

এই রিপোর্ট পাওনের পর আমাগো আন্দাজ করতে পারেন সেনাপতি ইয়াহিয়ার কি রকম খ্যাড়-খ্যাড়া অবস্থা হইছে পারে। হের মোটা আর কাঁচা পাকা জুগুলা কুঁচকাইয়া গেল। হেতনে একটা ট্রিক্স করলো। হেই সময় কানাডার একটা পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদ সফর করণের লাইগ্যা গেছিলো। সেনাপতি ইয়াহিয়া লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া খু-ব-ই আস্তে হেই মেম্বরগো কানে কানে কইর্যা ফ্যালাইলো, ‘ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লগে যে কোনো টাইমে যে কোনো জায়গায় মোলাকাত করতে পারি।’ মনে লয় এই ট্রিক্সটা কেউই বুঝতে পারলো না। কেইসটা হইতাছে বাংলাদেশ আর ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মাইন্দে ফাটাফাটির কেইস। হেইখানে ‘সাবে আলাপ করতে চায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর লগে। ক্যামন বুঝতাছেন? হেতানের হইছে ম্যালেরিয়া বিমার আর দাওয়াই লইতে চান আমাশয়ের। তাই যা হওনের তাই হইছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ‘সরি’ কইর্যা ফেলাইছে। বাস সা’বের চান্দি অকরে গরম, লাল হইয়া উডলো। এর থনে ‘ইডিয়ট’ কইলেও ভালো আছিল। এরপরই হইলো হেই কারবার।

খালি কলসের আওয়াজ বেশি। ঠং ঠং কইর্যা আওয়াজ হইলো। বাংলাদেশে ক্যাদোর মাইন্দে আড়াই ডিভিশন সোলজার নষ্ট করণের প-র ইয়াহিয়া সা’ব এলায় আত্কা ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করণের ধমক দেখাইছেন। ব্যাডা একখান! হেতাইন কইছে

ইন্ডিয়া যদি বাংলাদেশের কোনো এলাকায় দখলী লইতে চায়, তয় যুদ্ধ ঘোষণা করুন। আর আমি একলা নাইক্যা- আমার লগে মামু আছে।

ক্যামন বুঝতাহেন? হেতনে জ্ঞান পাগল হইছে। যারা বাংলাদেশ থনে ইয়াহিয়া সা'বের সোলজারগো খ্যাদাইয়া, পিটাইয়া, মাইর্যা, ধাওয়াইয়া একটার পর একটা এলাকা মুক্ত করতাহে; বেড়া হেগো নাম উচ্চারণ করতাহে না। মওলবী সা'বে কিন্তুক পরায় চাইর মাস ধইর্যা তাগো লগে যুদ্ধ করতাহে দুনিয়ার হগ্গল মাইনষে মুক্তিফৌজের বিচ্ছুগলার এই ক্যাচকা মাইর দেখতাহে। তয় তো ইয়াহিয়া সা'বের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দোবারা যুদ্ধ ঘোষণা করতে হইবো। কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধে তো অহনও পর্যন্ত সেনাপতি ইয়াহিয়ার মামুগো দেখা পাইলাম না। নাকি মারা যাওনের পর জানাজা পড়াইতে মামু আইবো। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম- যা ভাবছিলাম তাই-ই হইতাহে।

৫১

২২ জুলাই ১৯৭১

এলায় সেনাপতি ইয়াহিয়ার পালা। টিক্কা সা'বে কইছে তিনটা কামের দুইডা কাম হে কইর্যা হেলাইছে। অহন খালি তিন নম্বর কামডা ইয়াহিয়া সা'বের লাইগ্যা রাখছে। যেই সব মাইনষের হাতে কোনো অস্ত্রপাতি নাইক্যে আর যারা ছা-পোষা মানুষ, তাগো বেগুমার মার্ভার আর দেশ থাইক্যা খ্যাদাইয়া কাম দুইডা টিক্কা সা'ব চাইর মাস ধইর্যা করতাহে। অহন বাকি রইছে মাত্রক একটা কাম- হেইডা হইতাহে মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগলারে খতম করণ। তাহলেই কেলা ফতেহ। খালি এই সামান্য কামডা টিক্কা সা'বে একটা ছিক্রেট চিঠি লইখ্যা, অস্ত্রমে রে জান, পেয়ারে দামান, নূরে চামান, আসমান কি চাঁদ, আঁখো কি তারা পেয়ারে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান খামখা-এ-পাকিস্তান-রে করতে হইছে। আহ্হা আপনাগো লইয়া মহামুশ্কিল। সব ব্যাপারেই একটা মেছাল দিয়া না কইলে ঠিক মতন আন্তাজ করতে পারেন না।

তয় কই হোনে। আমাগো গেরামে মওলানা মোনতাসির রহমান রহমানী বইল্যা একজন মওলবী সা'ব আছিলো। মুরিদানগো বাড়ির থনে মুরগি, লাউ, কুমড়া, আগা-এই সব আননের জন্য মওলবী সা'ব আবার ছাইকেলে কইর্যা ঘোরাফিরা করতো। কি কইলেন, ছাইকেল-মওলবী? হ-অ তাও কইতে পারেন। হেই-ই মওলবী সা'ব একদিন তার সাগরেদ ছক্কু মিয়রে লইয়া এক মুরিদের কাচারী ঘরের মাইন্দে হুইত্যা আছে। অনেক দিন ধইর্যা আধা-পেডা থাকনের পর ছক্কু এই ছাইকেল-মওলবীর সাগরেদ হইছে। মওলবী সা'ব তারে খাওন দেয় বটে, কিন্তু খুবইকাম করায়। রাইত তহন পরায় বারোটো। ছক্কু আবার একবার হুতলে আর উড়তে চায় না। ছক্কুর চোখ দুইডা কে-বল একটুক লাইগ্যা আইছে; অমতেই মওলবী সা'বে কইলো, 'আরে এই ছক্কু মিয়া, যেমন লাগে বাইরে বারিষ আইলো? ছক্কু চকির মাইন্দে পাশ ফিইর্যা কইলো, 'আরে না-না

হজুর, অশ্বখনেই আমাগো বিলিটা ঘরের মাইদে হাঁদাইছে। বিলির গতর ছক্কা দেখছি।' আবার দশ-পনেরো মিনিট বাদ কেবল ছক্কুর চোখের মাইদে নিন আইছে, আর মণ্ডলবী সা'ব কইলো, 'আরে এই ছক্কু মিয়া, কেরাসিনের বাতিভা নিবাইলা না?' ছক্কু দেখলো মহামুস্কিল- এই মণ্ডলবী সা'বে তো ঘুমাইতে দিবো না। তাই হইত্যা থাইক্যা বুদ্ধি কইর্যা কইলো, 'হজুর চক্ষু বন্ধ কইর্যা হইত্যা থাকেন- তয়বুঝবেন বাতি নিইব্যা গ্যাছে। আর দুনিয়া-আসমান তামাম আন্ধার।'

হের পর ছক্কু মিয়া ঘুমাইয়া গ্যালো গা। কিন্তু আত্কা মণ্ডলবী সা'বের চিন্তাচিন্তিতে ছক্কুর ঘুম ভাইয়া গ্যালো। দ্যাছে কি, জোর বারিষ আইছে আর টিনের চালের মাইদে কাম্‌কাম কইর্যা পানির আওয়াজ হইতাছে। ছাইকেল-মণ্ডলবী চিন্তাইয়া কইলো, 'ছক্কু মিয়া, আমার কিস্তি টুপিডা যে বাইরে উডানের মাইদে রইছে- হেইডা তো ভিইজ্যা গেল।' এলায় ছক্কু দেখলো মহামুসিবত। এইবার তো উডন লাগবোই- না হইলে তাড়াতাড়ি একটা বুদ্ধি বাইর করণ লাগবো। ভট কইর্যা কইর্যা হেলাইলো, 'হজুর, আইজ রাইতে আনে আমারে তিনটা কাম দিছিলেন, হের মাইদে দুইটা আমি কইর্যা হেলাইছি। অহন এই তিন নম্বর কামডা আপনার লাইগ্যা রাখছি। ক্যামন বুঝতাছেন। টিক্কা সা'বে তিন নম্বর কামডা সেনাপতি ইয়াহিয়ার লাইগ্যা রাখছে।

খুবই সোজা কাম। বাংলাদেশের ঝোপ-ঝাড় ক্যাদো-পানি আর জঙ্গলের মাইদে থনে এইসব মুক্তি বাহিনীর পোলাগুলোতে খতম করতে হইবো। এইডা তো জঙ্গী সরকারের কাছে অন্ধরে পানি-পানি। তামা সোলজাররা তো দুনিয়ার মাইদে Best! একবার কঙ্কের রানে যাইয়া রান খোদাইছিল, আর একবার হাজী পীর পাস দিয়া হাজার চল্লিশেক কম্যান্ডো পাডাইছিল- ৩৫ হাজার লা-পান্তা আর খোদ হাজী পীর পাস হাত-ছাড়া। হের পর মাত্রক সাতেরো দিনের একটা লড়াই করছিল। হেই সময় হেরা সব বীরের মতো লাহোর থাইক্যা ভাগোয়াট। ভাগিয়স বেঙ্গল রেজিমেন্ট হেই সময় লাহোরে আছিলো, আর এয়ার ফোর্সের বাঙালি পাইলটগুলো Action করছিল।

হের পরেও রাওয়ালপিন্ডির হেই সময়কার আক্বাজান আইয়ুব খান আর তাঁর পোষ্যপুত্র ভুট্টো সা'ব অন্ধরে দৌড় দিয়া তাসখন্দে যাইয়া দম ফেলাইলো। আর এইবার! বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেই সব পোলাগুলো মুক্তিবাহিনীতে গেরিলা হইছে আর বাঙালি পাইলটগুলোর Action নাইক্যা। হের মাইদে আবার এতোদিন ধইর্যা না-না বাহানায় যেসব বাঙালি জোয়ানগো মেলেটারিতে Refuse করছিলো, তারা হাজারে হাজার অহন গেরিলা ট্রেনিং লইয়া ময়দানে নামতাছে। মুক্তি বাহিনীর এইসব পোলাগুলো আবার ক্যাদো পানির মাইদে খেইলটা পছন্দ করে। বড়শির মাইদে মাছ গাথনের পর যেমন অনেকক্ষণ ধইর্যা পানির মাইদে 'খেইল' কইর্যা হ্যাঁচকা টানে তুলতে হয়। মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুণ্ডা অহন মোছওয়ালা ব্যাডাগো লইয়া হেই রকম একটা কারবার করতাছে। ভোমা ভোমা সোলজারগো মারতে কি আরাম রে?

এই ধরেন সিলেট-কুমিল্লা। অন্ধরে One way traffic. কুমিল্টোলা-ময়নামতী

ক্যান্টনমেন্ট থাইক্যা যে সব হানাদার সৈন্য একবার এই রাস্তা দিয়া যাইতাছে তারা আর ফেরৎ আহনের নাম লইতাছে না। হেই সব এলাকায় সোজা যাইয়া হইত্যা পড়তাছে। কি আর কমু! জেনারেল নিয়াজী আবার এই সব সোলজারগো Missing List-এ রাখছে। এই দিকে আজরাইল ফেরেশতা অন্ধরে তাজ্জব বইন্যা গ্যাছেগো। হিসাব কইর্যা দেহে কি? তার Under-এই অহন এক ডিভিশন হইয়া গ্যাছেগো। আরও দেড় ডিভিশন জয়েন করণের লাইগ্যা ব্যাভেজ বাইক্যা কাতরাইতেছে। হেই জন্যেই কইছিলাম সিলেট-কুমিল্লা অহন মরণ ফাঁদ অইছে। হেইখানে অহন পুন থাইক্যা হ্যাভবিল ফ্যালাইলে আর কাম অইবো না।

গেল জুম্মায় দিনের বেলায় সিলেট টাউনের মাইন্দে কারবার অইছে। আর হানাদার বাহিনীর একজন লেঃ কর্ণেল তার দলবল লইয়া হেইদিনে ছাতক যাইতাছিল। বাস, গেরিলারা হেগো ছাতু বানাইছে। সিলেটের বড়লেখা আর দিলখুস এলাকায় ক্যামতে জানি দিলখুস ব্যাপার হইছে। মানে কিনা হেগো বাইশজন আইছিল। ভাইগোয়াট আর জখ্মি একজনও হয় নাইক্যা। স-অ-ব ফত্তে আলী হইছে। চাপাইনওয়াবগঞ্জ-রাজশাহীর আমবাগানে অহন লুকাচুরি খেইল হইতাছে। যশোরে একদিনে পাঁচ জায়গায় হেরা ক্যাচকা মাইর খাইছে। আইজ-কাইল রাইত-বিরাইতে হেগো বাইরাইন পরায় বন্ধ। রংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে ‘হাম ইডা কি কমাইল রে! হামি ক্যা নানীর বাড়ীত আচ্চিনু? এইরকম আওয়াজ আইতাছে। কিশোরগঞ্জ আর মাদারীপুরেও অহন ফুটকাট শব্দ হইতাছে। আর ঢাকা টাউনে তো এইই Normal ব্যাপার।

এই রকম একটা অবস্থায় টিক্কা সা’ব তিন নম্বর কামডা সেনাপতি ইয়াহিয়ায়ে করতে কইছে। এলায় বুঝছেন, ছাতুকেল- মঙলবী আর ছক্কু মিয়ার মেছালডা কি রকম।

৫২

২৩ জুলাই ১৯৭১

পাওয়া গেছে। হেই জিনিসের খবর পাওয়া গেছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন ‘ফরিন মিনিষ্টার হামিদুল হক চৌধুরীর খবর পাওয়া গেছে। ব্যাডা একখান। জেনিভাতে মাইয়ার লগে দেখা কইর্যা আর হাবিজবি পাবলিসিটির মাইন্দে না যাইয়া একেবারে লেক সাকসেসে জাতিসংঘের সদর দফতরে হাজির হইছেন। সত্তুর বছর বয়স অইলে কি হইবো, ফুলপ্যান্ট আর পুরাহাতা রঙ্গীন হাওয়াইন সার্ট পিন্ড্যা, মাথায় ফেস্ট ক্যাপ লাগাইয়া দিনা দুই নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতে ড্যান্সিং দেহনের পর, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথাটের লগে মোলাকাতের টাইমে ভট কইর্যা কাইন্দ্যা ফেলাইছেন। তারপর কইলেন, ‘আমাগো মহব্বতের কি কিছুই দাম নাইক্যা। আমরা রেডিও আর পাকিস্তান অবজার্ভারে (চৌধুরী সা’ব আবার মর্নিং নিউজের নাম মুখে লয়না আর বাংলা কাগজরে হিসাবের মাইন্দেই ধরে না) এতো কইর্যা রিফিউজি গো ডাকাডাকি করতাছি, তবুও হেরা আহনের

নাম করতাকে না।

ভাগ্যিস ইয়াহিয়া আর টিক্কা সা'বের সোলজাররা বাংলাদেশের বেবাক লোকগো বাড়ী ছাড়া করেছে। ঘাইট লাখের মতো বর্জারের হেই মুড়া গেলে কি অইবো? বাংলাদেশের মাইন্দেও তো কয়েক কোটি বাড়ালি টাউন থাইক্যা বন্দরে আর বন্দর থাইক্যা গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতাকে। আমরা অহন হেইগুলারে বাড়িঘর বানাইয়া দিমু। হেইর লাইগ্যা মাল-পানি চাই। সব পয়সা দুশমনরা বাড়ালি রিফিউজিগো খাওনের নাম কইর্যা লইয়া যাইতাকে। তা হইলে আমরা কি বুড়া আঙ্গুল চুমু। আমার ছদ্ম ইয়াহিয়া সা'ব আপনার কাছে কবুল করতে কইছে যে, বাংলাদেশে অহন দানা-পানি নাইক্যা আর লোকগুলার খুবই খারাপ অবস্থা যাইতাকে।

উথান্ট সা'বে জিগাইলো, 'এই অবস্থা কেডা করছে? চৌধুরী সা'বে কইলো, 'সোলজাররা করছে।'— কইয়াই জিবলায় এক বিরাট কামড়। নাঃ নাঃ, স্যার দুঃ-দুঃ-দুঃতিকারীরা করছে। ব্যাডায় কিন্তুক বুঝতেই পারে নাইক্যা যে, হেতাইনে টিক্কার সোলজারগো দুঃতিকারী কইলো। যাউগ্গা, এই রকম উলডা-পালডা কথাবার্তা চৌধুরী সা'ব অনেক বছর আগে থাইক্যাই কইতাছেন। পাকিস্তান অবজারভারের পুরনো ফাইল ঘাটলেই এই রকম ভুরি ভুরি Sample পাওন যাইবো। যেমন ধরেন আইয়ুব খানের টাইমে দুই চার দিন খুব বাড়ালিগো দরদে কইয়া শুক ভাসাইলো। কিন্তুক যখনই বুঝলো অহন ধাবাড় আহনের টাইম হইছে, তখনই আবার ঢলা পাতায় চাইর কলাম কইর্যা আইয়ুব-মোনেমের কোলাকুলির ফটো ছাপাইয়া ম্যানেজ করলো।

ইলেকশনের আগে পাকিস্তান অবজারভার খুবই রাজা-উজীর মারলো। কিন্তু Result বাইর হওনের লগে লগে শেষ মুজিব আর আওয়ামী লীগের প্রেমে অকরে গুলগুলা হইয়া পড়লো। এমনকি কাইত-বিরাইতে যাতায়াত কইর্যা লাইন বাইর করণের লাইগ্যা জান অকরে ফাতা-ফাতা কইর্যা ফেলাইলো। আবার যখনই দেখলো যে ভোমা-ভোমা পৌফওয়ালারা কামান-বন্দুক লইয়া আইয়া পড়ছে, তখনই লেজ গুটাইয়া গবর্ণমেন্টের প্রেস নোট পর্যন্ত Correction করতে লাগলো। না-না-না এই জায়গাটাতে একটুক মনে হইতাকে Abnormal Situation-এর গন্ধ রইছে। সব অকরে Normal হইছে লিখতে হইবো। তাই শেষ পর্যন্ত অইজ-কাইল ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী পাকিস্তান অবজারভার অফিসে বইস্যাই প্রেস নোট তৈরী করতাকে। কামন্ বুঝতাছেন?

নতুন সাহেবের মোছ উডলে আয়না দিয়া দ্যাখে। যাইগ্গা, যা কইতাহিলাম জাতিসংঘের হেড কোয়ার্টারে বইয়া অনেক আলাপ আলোচনার পর উথান্ট সা'ব জাতিসংঘের ঢাকা অফিসের মারফৎ সাহায্যের নির্দেশ দিলেন। লগে লগে ঠাস্ কইর্যা একটা আওয়াজ হইলো। চেয়ার শুদ্ধা হামিদুল হক চৌধুরী সা'ব কাইত হয় পড়লো। অনেক কষ্টে খাড়া হওনের পর কইলো, 'মাথাডা ক্যামতে জানি একটুক ঘূর্ণা দিছিলো।'

কিন্তুক আসল ব্যাপারডা অন্যখানে। সেই আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ সালের এ্যালেন বেরী ড্রাম ফ্যাক্টরির পর এইবার মুফতের মাল-পানি কামাইবার একটা Chance

হইছিল। হেই Chance ডাও মাঠে মারা গ্যালো। কেইসটা কি? রুমাল দিয়া মুখ মুইছ্যা বাইরে আইস্যা ঘেটুরে কইলো, 'আইজ আর ব্রডওয়ায়েতে যামু না।' কি কইলেন? চৌধুরী সা'বের ঘেটুরে চিনলেন না? এইবার সিলেট থনে ইলেকশনে লড়ছিলেন। তার মিটিং-এ লোক আহে জনা পঞ্চাশেক। কিন্তু তা হইলে কি হইবো? মিটিং-এর পর সোজা ঢাকা। মিটিং-এর লোকসংখ্যা পনেরো-বিশ হাজার বইল্যা নিজ হাতে রিপোর্ট লিখ্যা সোজা মতিঝিলে চৌধুরী সা'বের কাছে হাজির। হেরপর পাকিস্তান অবজার্বারে হেই নিউজ ছাপা হইলো। কিন্তু ইলেকশনে result- 'ঘাউয়া'। যেইসব Candidate কতল হইছিলেন, সেই লিষ্টির অক্সরে উপরের দিকে তার নাম রইছে। উনি আবার বাংলাদেশের একটা Leftist পার্টির মুসলিম লীগ Fraction কিনা? অহন চিনলেন না? তয় কই হুনের। চোস্ পাজামা। অহন চিনছুইন- আমাগো মাহমুদ আলী। বাংলাদেশে যহন যে পার্টিতেই ইনি ছিলেন তহনই সেই পার্টিরই বারোটা বাজছে। হগ্গল সময়েই ইনি Vice-President.

এদিকে আবার কেলেংকারিয়াস কারবার হইছে। 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরদার।' সীমান্তের হেই পার থাইক্যা রিফিউজি ফেরতের নাম নাইক্যা। কিন্তু দুনিয়ার মাইনষেরে আর একবার ভোগা মারণের লাইগ্যা ইসলাহাবাদের জঙ্গী সরকার হুদর ইয়াহিয়ার একজন Special Asstt. for Refugee Rehabilitation বানাইছে? ক্যামন বুঝতাছেন? যেখানে একজন আংরেজ রিপোর্টার লিখে একটা Refugee Reception Counter-এ মাত্রক পাঁচটা খেঁকী কুত্তা দেখাই পাইছেন। সেইখানে এই Special Asstt. সা'ব কি কামডা করবো? নাকি এই চাইই-চ্যাংওয়ালা জিনিষগুলার ঘরবাড়ি বানাইবো?

তয় ইয়াহিয়া সা'বের খুবই কুজি। হেইর লাইগ্যা Special Asstt. ভদ্রলোকরে মন্ত্রী না বানাইয়া মন্ত্রীর সম্মান দিছে। পুরা মন্ত্রী বানাইলে তো আবার ভূট্টো সা'বে কেঁউ কেঁউ কইর্যা চিল্লাইয়া উডবো। কিন্তু বেচারি ডাঃ আবদুল মোত্তালেব মালেক সা'ব মাত্র মাস ন'য়েক আগেও ইয়াহিয়া সা'বের Cabinet-এ শুধু সিনিয়র মন্ত্রী ছিলেন তাই-ই নয়, আব্বাজান বিদেশে গেলে মাঝে-সাজে ক্ষ্যামতাহীন Acting President-ও হইতেন। আর এইবার ডাঃ মালেক Special Asstt. হইছুইন। মিনিষ্টারের Rank পাইতেই অবস্থা কেরাসিন।

কিন্তুক আমি ভাবতাছি কার মুরগি কে খায়? চৌধুরী সা'বে মুরগি তাওয়াইয়া বড় করলো, আর মালেক্কা হেইডা খাইলো।

৫৩

২৪ জুলাই ১৯৭১

চাইর মাস। আইজ লইয়া বাংলাদেশের লড়াই চাইর মাস পুরা হইলো। লড়াই-এর গুরুতে হেগো আরে চাপা রে চাপা। World-এর Best সোলজারগো কাছে তো এই রকম লড়াই অক্সরে পানি পানি। দুশমন গো হাতে কোনো অস্ত্রপাতি নাইক্যা। নিয়াজী-

টিক্কা-মিঠঠার দল ঘন ঘন সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে মেসেজ পাড়াইলো বাহাস্তর ঘন্টার মাইন্ডে 'সব কুচ ঠিক কজা কর লেঙ্গে।' হেরপর বুড়িগঙ্গা দিয়া কত পানি গেলোগা আর কত যে বাহাস্তর ঘন্টা শ্যাষ হইলো তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তুক বাংলাদেশ কন্ট্রোল হওয়া তো দূরের কথা অহন ডি-কন্ট্রোল হইতে চলছে। পশ্চিম পাকিস্তান থনে মোট পাঁচ ডিভিশন সোলজার আইছিল- হের মইন্ডে আড়াই ডিভিশন লা-পান্তা। পনেরো হাজার পুলিশ আনছে- টাঙ্গাইলে আতকা মাইর খাওনের পর মুক্তি বাহিনীর নাম হনলেই হেগো খালি ঠ্যাং কাঁপে। নর্দান রেঞ্জার্স, গিলগিট স্কাউট আর লাহোর রেঞ্জার্সের ব্যাডাগুলো কেন জানি না বাংলাদেশের দেড়হাতের মাইন্ডে যাইতেই চায় না। রাইত হইলেই খালি কান্দে। এই চাইর মাসে ধইর্যা পিআই এর প্লেনগুলো পাকিস্তানের মুদ্রাগ দিয়া ঢাকা ভোমা ভোমা লাশগুলোতে ঢওয়াইতে ঢওয়াইতে World Record কইর্যা বইছে। আর হাসপাতালগুলোতে No vacancy, গতরে ব্যাভেজ বাধা ব্যাডাগুলো খালি হইত্যা হইত্যা চিল্লাইতাছে, 'আরে এ ইয়াহিয়া, তুমনে ইয়ে কেয়া কিয়া?'

এই চাইর মাসে হেরা নিজেগো টাকা নিজেরাই বেআইনী ঘোষণা করছে। নিজেরাই ব্যাংক লুট করছে। এক্সপোর্টের বদলে সিংহল থাইক্যা চা আর চীন থাইক্যা নিউজ প্রিন্ট আমদানীর ব্যবস্থা করছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় পাট বোননের প্রোপাগান্ডা কইর্যা আবার ক্ষেতের পাট বাড়ি হওনের আগেই বিচ্ছুগো ডরে কাডতাছে। টাউনগুলো কামান-ট্যাঙ্ক দিয়া নষ্ট করণের ষড়্-বিদেশী মেহমানগো দেখান লাগবো বইল্যা মেরামত করতাছে। সত্তর লাখ বুদ্ধাঙ্গি খেদাইয়া আবার ইংল্যান্ড-আমেরিকার জাতির চোটে Reception Counter বইল্যা 'ভাই মুসলমান' বইল্যা চিল্লাইতাছে। হেইখানে পাঁচটা খেকী কুস্তা যাইয়া হাজির হইছে। আমি কই কি? হেগো চিনলো ক্যামনে?

সেনাপতি ইয়াহিয়া পয়ল দিন কয়েক Internal Affiar বইল্যা গলাবাজী করছিল। পরে জাতিসংঘরে ডাইক্যা আইন্যা ঢাকায় অফিস বানাইয়া দিছে। World Bank রে দাওয়াত কইর্যা জুতার বাড়ি খাইছে। আর ইন্ডিয়ারে যুদ্ধের ডর দেখাইয়া কইছে 'হেগো লগে মামু আছে।' এই চাইর মাসে ইয়াহিয়া সা'ব এম.এম. আহম্মকরে প্যারিস, মোহর আলী-দীন মোহাম্মদরে লন্ডন, ভূট্টো রহিমরে তেহরান আর একজন প্রাক্তন ফরিন মিনিষ্টাররে নিউইয়র্ক- অটোয়াতে পাঠাইছে। কিন্তু রেজাল্ট শূন্য। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পহেলা হারু পার্টির লীডারগো দিয়া কাম চালাইতে চাইছিল, তারপর আওয়ামী লীগের দুই-চাইরজন হেই জিনিষ বাইর কইর্যা Publicity করতে চাইছিল। আর হগ্গলের শ্যাষে আটাশে জুন তারিখের ফর্মূলা। এইগুলো সব অহন চাঙ্গে উডছে।

কারণ? বিচ্ছু। এই চাইর মাসে লাখ লাখ বিচ্ছুরা যে গেরিলা ট্রেনিং লইতে শুরু করছে তার মাইন্ডে মাত্রক কয়েকটা দল ময়দানে নামছে। লগে লগে খেইল খুবই জইম্যা উডছে। ঢাকা টাউনের মাইন্ডেই অহন এইসব গেরিলারা হাতের নিশানা ঠিক করতাছে।

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়াতে, গেরিলারা হানাদার সোলজারগো অকরে ছ্যাচ্ছেড়া

কইর্যা ফেলাইছে। পাগলা হাতি যেমতে কইর্যা কলাগাছ খাইতে যাইর্যা হাতি-ধরা খেদার মাইন্দে পড়ে, ইয়াহিয়া সা'বের সোলজার ঠিক তেমতে কইর্যা ফাঁদের মাইন্দে পড়ছে। আর গেরিলারা হেগো মইর্যা সুখ করতাছে। তিন দিক দিয়া বাড়ির চোটে হেরা খালি ইয়া নফসি, ইয়া নফসি করতাছে।

যশোর এলাকায় গেরিলাগো চোরাগোষ্ঠা মাইর শুরু হইছে। সাতক্ষীরা খুলনায় দালাল আর রাজাকাররা রোজই দুই চাইর জন কইর্যা আজরাইল ফেরেশতার লগে Hand-shake করতাছে। রাজশাহীতে অহন খালি পজিশন দ্যাহা দেহি চলতাছে। দিনাজপুর-রংপুর এলাকায় সমানে চুপচাপ কারবার চলতাছে। সিলেটে হানাদাররা Second Line of Defence করণের লাইগ্যা খালি ভাগতাছে। কুমিল্লা টাউনে মুক্তি বাহিনী কামান দিয়া গোলা মারতাছে। এইখানে আবার টিক্কা-নিয়াজীর চিরকিং হইছিল। ফেনী-কুমিল্লা বড় রাস্তাডা গায়েব হওনের পর হেগো ট্রেনে কইর্যা সোলজার পাডানোর খায়েশ হইছিল। লগে লগে কয়েকটা বড় ব্রিজ হাওয়া হইর্যা গেল। আর নোয়াখালী-হেইখানে One way traffic. ফেনীর থনে যে মেলেটারির দলই চরের দিকে যায় তারা আর ফির্যা আহে না। পাবলিকেই হেগো তামুক বাইর করতাছে। হেইখানে খালি আচম্বিত কারবার চলতাছে।

এই রকম কারবার দেইখ্যা পালের গোদা জমারেল আবদুল হামিদ খান দুই দুই বার বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর করছেন। আর নৌবাহিনীর চিপ্ ভাইস-এ্যাডমিরাল হাছন সা'ব অহন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তানুমতীর খেইল দেখতাছেন। টিক্কা-নিয়াজী আরো দুই ডিভিশন সোলজার কইর্যা পাডাইছেন দেইখ্যা হাছন সা'বে অহন Enquiry করতে আইছেন। এই না দেইখ্যা আমেরিকার এক কাগজের মাইন্দে লিখছে 'বাংলাদেশ আর ভিয়েতনামের ব্যারামের মাইন্দে কোনোই ফারাক নাইক্যা।' ভিয়েতনামেও এমতেই কারবার শুরু হইছিল এইখানকার মাডি ভিয়েতনামের থাইক্যাও পিছলা। সতেরো বছর ধইর্যা আমেরিকান টাকায় পশ্চিম পাকিস্তানে যে আর্মি বানানো হইছিল, বাংলাদেশে মাত্র চাইর মাসের যুদ্ধেই হেরা অকরে ছেদা-বেদা হইয়া গ্যাছে গা। ভিয়েতনামেও যেমতে পয়লা দিয়েম সরকার ফরাসিরা ভাগোয়াট হওনের পর আমেরিকার কাছে পুলিশ এক্সপার্ট চাইছিল, সেনাপতি ইয়াহিয়া সরকার হেইরকম একটা কারবার করছে।

ওয়াশিংটনে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী এই ছিফ্রেট কথাডা ফাঁস কইর্যা কইছেন, 'যেমন লাগে আমেরিকা ভিয়েতনামের মতোই বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইন্দে হান্দাইতে শুরু করতাছে।' US Aid Director ডঃ হাওয়ার্ড রীস স্বীকার করেছেন যে, 'মার্কিন পুলিশ এক্সপার্ট রবার্ট জ্যাকসন শিগগিরই ঢাকায় যাইতাছেন। কেইসটা কি? এর মানে বুঝতাছেন? ইয়াহিয়া সা'বের সোলজারগো খতম-তারাবী হওনের টাইম হইছে। কিন্তুক ভিয়েতনামে আমেরিকানরা পাঁচ লাখ সৈন্য নামাইয়া গেরিলাগো গাবুর মাইরের চোটে চুল ছিড়তাছেন আর মান-সম্মান লইর্যা কাডনের চান্স খুঁজতাছে। হইখানে

বাংলাদেশের ব্যাপারে অহন হেগো নিজেগো মাইন্ডেই ফাটাফাটি শুরু হইছে। একদল 'ইয়েচ' কয় তো আরেকদল 'নো' কইতাছে। আমেরিকান গবর্ণমেন্টের মাইন্ডে আগে কিছুক এই রকম হয় নাইক্যা। আর রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজগুলো তো রোজই সেনাপতি ইয়াহিয়ার নাস্তা তস্বির ছাপাইতাছে। ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ইটালি, ডেনমার্ক—এই সব দেশ আগে থাইক্যাই কইতাছে, 'আমরা কিছুক আর বেলতলায় যামু না। বাংলাদেশের লোকসংখ্যাই হইতাছে সাড়ে সাত কোটি। হেইখানে এক রকম ধরতে গেলে খালি হাতেই মুক্তি বাহিনীর বিকুগুলো খান সেনাগো চিত্তর কইর্যা ফালাইছে। এর মাইন্ডে আবার লাখ লাখ গেরিলা ট্রেনিং লইতাছে।

হেইগুলো ময়দানে আইলে যে কি অবস্থা হইবো হেই কথা চিন্তা কইর্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া অহনই ইন্ডিয়া, ব্রিটেন, ইসরাইলি হগ্গলরেই গাইলাইতে শুরু করছে। হের লাইগ্যাই ব্যাডারে এতো কইর্যা কইলাম এক মাঘে কিছুক শীত যায় না। হবায় তো খেইল শুরু হইছে— অহন কান্দলে চলবো কেমতে?

৫৪

২৫ জুলাই ১৯৭১

বার বার তিনবার। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এর মধ্যেই ব্রিটেনেরে তিন তিনবার ইঁশিয়ারী দেওন সত্ত্বেও কোনো কাম হয় নাই। দেখিয়া ডর দেখাইছেন। ইয়াহিয়া সা'বের একজন অফিসার কইছে, 'এই রকম কামের যদি চলতে থাকে তয় আমরা তালাক লমু? মানে কিনা এতো দিনের সংসার আইস্যা কমনওয়েলথ খনে বারাইয়া আমু। আর এই যন্ত্রণা সহ্য হয় না। ব্রিটেনের খিস্টার আমাগো যা ইচ্ছা তাই গালি দিছে, পার্লামেন্টের মেম্বররা ডেপ্লারাস কথা কইয় রিফিউজি ফেরৎ আহনের রাস্তা বন্ধ করছে আর খবরের কাগজের মাইন্ডে আমাগো নাস্তা ফডো ছাপাইছে। বারবার কইর্যা আংরেজগো কইলাম আমাগো লগে মহকরত ঠিক রাখতে অইলে বিবিসিরে সামলাও, খবরের কাগজগুলোকে কন্ট্রোল করো আর পার্লামেন্টের মেম্বরগো একটুক কথাবার্তা কম কইতে কও। নাই। হেরা বলে ডেমোক্রেন্সি করছে। আবার হের উপর মাল-পানি, মানে কিনা খোরপোষ দেওনও বন্ধ করছে। তয় তো খেইল খতম, পয়সা হজম।

ইসলামাবাদের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, 'ব্রিটেনের দেখাদেখি কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যরাও সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের কার্যকলাপের ব্যাপারে এমন সব কথাবার্তা বলেছেন যেইডা Internal ব্যাপারে নাক গলানো ছাড়া আর কিছুই না।' হগ্গলের শ্যাষে কানাডা আর অষ্ট্রেলিয়া হেগো ঢেকীর মাইন্ডে ফালাইয়া পাড় দিয়া মাস কালাই-এর ডাইল বানাইছে। এরপর তালাক লওন ছাড়া পাকিস্তানের আর কোনো রাস্তাই খোলা নাইক্যা। কবে না জানি 'ইডিয়ট' কইর্যা গাইল দ্যায়— হেগো আবার একটু Prestige আছে কিনা?

এদিকে দম মণ্ডলা কাদের মণ্ডলা হয়ে গেছে। বিশ্ব ব্যাংক ও এইড ফর ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিজ-এর পরামর্শদাতা এবং পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিঃ রবার্ট ডফম্যান বলেছেন, 'যেভাবে পাকিস্তানে কারবার চলছে তাতে করে আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ সেখানকার সরকারের পেট্রোল আর খুচরা যন্ত্রপাতি পর্যন্ত কিনবার পয়সা থাকবে না। এলায় বুঝতাহেন ব্যাপারটা? বিদেশে থানে মাল-পানি না পাইলে ইয়াহিয়া সা'বের পজিশনটা কি অবস্থায় দাড়াইবো? লালবাতি চিনছুন- হেই লালবাতি জ্বলাইবো।

সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডী বলেছেন, 'পূর্ব বাংলায় মানুষ হত্যার জন্য প্রকারান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী। নিরপেক্ষতার ভান করে আগের মতোই পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়ার অর্থই হচ্ছে হত্যার ইন্ধন যোগানো। মার্কিনী অন্ত্রশস্ত্র পূর্ব বাংলার নিধনযজ্ঞে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের ঘটনা আর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। অবশ্যি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে আখ্যায়িত করতে হলে এটাকে সমগ্র মানব জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলতে হয়।

এদিকে বিশ্ব ব্যাংকে এক চমৎকার ঘটনা ঘটে গেছে। ব্যাংকের একজন ডিরেকটর পিটার কারঘিল পশ্চিম পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর করণের পর যে রিপোর্ট দিচ্ছেন তাতেই ইসলামাবাদের সন্ত্রাসী বাজছে। Aid Pakistan Consortium সেনাপতি ইয়াহিয়া'র ধারকর্জ সমস্ত বন্ধ কইর্যা দিছে। আহ্হা! ব্যাডায় কি কান্দন! অন্ধরে ঘং ঘং কইর্যা আওয়াজ হইলো। অহন আবার কারঘিল সা'বের হেই রিপোর্ট ছাপাইয়া বিশ্ব ব্যাংকের হস্তক্ষেপ ডিরেক্টরগো মাইন্ডে বিলি করা হইতাহে। ইয়াহিয়া সরকারের কাঁউ-কাঁউয়ানির চোটে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা কারঘিল সা'বের রিপোর্ট চম্পিশ করণের অর্ডার দিছিলো। কিন্তুক যখনই ম্যাকনামারা সা'ব টের পাইলো যে, ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজে এই রিপোর্ট ছাপা হইবো, তক্ষুনি রিপোর্টের কপি ডিরেকটরগো বাড়ি বাড়ি দেওনের অর্ডার দিলো।

ক্যামন বুঝতাহেন? হেই সব দ্যাশে খবরের কাগজের চোটেটা কেমন? কারঘিল সা'ব রিপোর্টে লিখছে, 'এ্যাটম বোমা ফেলনের পর হিরোশিমা আর নাগাসাকির শহরের যে অবস্থা হইছিলো, পূর্ব বাংলায় এখন এই রকম একটা অবস্থা চলতাহে। টাউনগুলার মাইন্ডে শতকরা দশজন লোকও নাইক্যা। পশ্চিম পাকিস্তানী সোলজারগো বেগুমার বাঙালি মার্ডারের গতিকেই এই অবস্থা হইছে। হেইখানে ট্রেন চলতাহে না। রাস্তাঘাট খাল হইয়া গ্যাছে, মিল-ফ্যাক্টরি একরকম বন্ধ আর রফতানীর অবস্থা কুফা। আবার এইদিকে গুরু হইছে ক্যাচকা মাইর। তাই নতুন ধার-কর্জ তো দূরের কথা আগের পয়সাই পাওনের চান্স নাইক্যা। ব্যাস্- বিশ্ব ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, কানাডা, ফ্রান্স আর ইটালির থানে বেসরকারি খাতে হগ্গল রকমের মাল-পানি বন্ধ হইলো। তবুও এম.এম. আহম্মকটা ফাল্ পাড়তাহে 'কুয়েত, বাহরায়েন, ইরান আমাগো পয়সা দিবো।' ব্যাডার মাথায় এতো বুদ্ধি যে, রাইতে তার ঘুম হইতাহে না।

কাম সারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট মিঃ রজার ডেভিস বলেছেন যে, 'পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা খুবই শোচনীয়। আর ধার-কর্জ শোধ দ্যাওনের ক্ষ্যামতা নাইক্যা। শ্রমিকদের খুঁইজ্যা পাওন যাইতাছে না বইল্যা পূর্ব বাংলায় মিল-ফ্যাক্টরী আর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ।' ডেভিস সা'বে এইটুকু বইল্যা ক্ষ্যান্ত হইলে সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বে কোনো Mind করতো না। কিন্তুক রজার ডেভিস সা'ব একটা ছিক্রেট কথা কইয়া ফেলাইছেন। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর মধ্যে হতাহতের সংখ্যা খুবই বাইড়া গ্যাছে।' সাড়ে তিনমাস ফাটাফাটি হওনের পর এই পয়লা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্নমেন্ট আন্দাজ করতে পারছেন যে, সতেরো বছর ধইর্যা খাওয়াইয়্যা World-এর যে Best পাইটিং সোলজার হেরা তৈরী করছিল আর যাগো চোপার কাছে পর্যন্ত যাওন যাইতো না, হেইসব সোলজাররা বিক্ষুর লাহাল পোলাগুলার বাড়ির চোটে বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইন্ডে হইত্যা পড়াতাছে। আমেরিকান গবর্নমেন্টের অফিসাররা এই রিপোর্ট পাইয়া অহন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতাছে।

কিন্তুক বুঝতে বহুত লেট কইর্যা ফেলাইছেন। এর মাইন্ডেই গাং-এ ঢল নামছে। অহন তো বাংলাদেশের মাইন্ডে আচম্বিত ব্যাপার ঘটয়াছে। কুমিল্লা-নোয়াখালী-ফেনীর হেইদিকে গেরিলাগো মাইরের চোটে হানাদার সোলজাররা আর কান্দনের টাইম পর্যন্ত পাইতাছে না। হোতনের লগে লগে শ্যাষ। কুমিল্লা-ফেনীর রাস্তা গায়েব। আইজ-কাইল ইয়াহিয়া সা'বের সোলজাররা কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করনের Try করতাছে। কিন্তুক মাইন, ডিনামাইট আর Hand Grenade-এর খালি আচম্বিত কারবার চলতাছে। বাঙালির মাইর দুনিয়ার বাইর।

এই দিকে মেহেরপুরে জব্দ খবর হইচে। এর মানে বুঝতে পারতাছেন? ধাওয়ানী। ধাওয়ানী কারে কয়- মেহেরপুরের ফাইট না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আরে ধাওয়ানী রে, ধাওয়ানী। টিক্কা সা'বের সোলজাররা সব ফালাইয়া দৌড়। এক ধাওয়ানীতে মেহেরপুর Clear. অহন চুয়াডাঙ্গার ছয় মাইল দূরে তুফান ফাইট শুরু হইছে। এইখানে ননীদন্ত, জাগতি ব্রিজ আর রেলস্টেশন গুড়া। আলম ডাঙ্গা থানা আর চেনন যায় না। দর্শনা থানে হানাদার ফৌজ ভাগোয়াটা সুগার মিল অহন মুক্তি বাহিনীর Control-এ। ট্রেনিং Complete হওনের পর অহন হাজারে হাজার মুক্তি বাহিনী ময়দানে নামতাছে। আর দিনা দুইয়ের মাইন্ডেই চুয়াডাঙ্গার কাম ফতে হইবো। হ-অ-অ, রংপুরের কথাতো কই-ই নাই। সেটি এখন চ্যাঙ্গু-পার্টি খেলা হচ্ছেরে। ধরলা নদীর ধারত্ খালি ক্যামা কোবানী। এতো কইর্যা কছলাম, 'হা-করারা, নদীর ধারত্ যাস্ নারে। উটি উস্টা খাবু। তা হামার কথা কানত্ গ্যালো না! এখন দেখছু, কোবানী কাক্ কয়? আর যে আও-শব্দ করবার পারিছু নারে।'

হেই লাইগ্যাই কেতাবে লিখছে 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।'

আরে হনছেননি কারবারটা। হেরা অহন নদীর মাইন্ডে কারফিউ দিছে। আইজ-কাইল কেনো জানি না নদীর মাইন্ডে বিছুগলার কারবার শুরু হইছে। তাই ঢাকা টাউনের বগল দিয়া যে বুড়িগঙ্গা নদী রইছে, টিক্কা-নিয়াজীর দল হেই নদীর মাইন্ডে কারফিউ দিছে। এলায় বুঝছেন কারবারটা। সেনাপতি ইয়াহিয়ার স্যাক্সাতগো অবস্থাটা অহন কোন স্টেজে যাইতাছে? ডাক্সায় আর দরিয়্যার মাইন্ডে কারফিউ দেওনের কারবার Complete হইছে। অহন বাকী রইছে শুধু আসমানের কারফিউ। হেইটা হইলেই হেগো দায়িত্ব শ্যাম।

এই দিকে ইসলামিক সেক্রেটারিয়েটে সেক্রেটারি জেনারেল টেংকু আব্দুর রহমান ইসলামাবাদে সেনাপতি ইয়াহিয়ার লগে ডিনার খাওনের পর একটুক বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর করতে আইছিলেন। হেই ডিনারে ছদ্র ইয়াহিয়া ঠক্ কইরা গেলাসডা টেবিলের উপর রাইখ্যা মাতব্বরী মাইর্যা কইর্যা ফেলাইলো, 'টিক্কা-নিয়াজী ফাস্ট কেলাস কাম করতাছে। যে কেউ অহন ঢাকায় যাইয়া দেখতে পারে। সব কিছুই অক্সরে Normal।' টেংকু সা'বে কিছু জানে না যে এই Normal কথাডার অর্থ কি? তাই মালয়েশিয়ার এই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সফর করবো কথা কইলো। ইয়াহিয়া সা'বও জোশের চোটে 'ইয়েচ' কইর্যা ফেলাইলেন।

এই খবর না পাইয়া জেনারেল নিয়াজী আসমান-জমিন হগ্গল কিছুই হইল্দা দেখতে শুরু করলেন। এলায় উপায় কি? লগে বুড়িগঙ্গা নদীর মাইন্ডে, ঘেরাও করা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তশরীফ রাখলেন। ব্যস্, সন্ধ্যা হইতেই হেই কাম Begin মানে কিনা ঢাকা শহর Normal থাকনের কায়কারবার এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার এক রিপোর্টার দল লাইনের একটা ছোট খবর পাড়াইলেন।

যে হোডেলে টেংকু সা'ব রইছেন হেইখান থাইক্যা মাত্র মাইল আড়াইয়ের মাইন্ডে কমলাপুর রেল-স্টেশন। হেই স্টেশনে দমা-দম্। মানে হেই জিনিষ কে বা কাহারো রেল স্টেশনে Hand-Grenade ছুড়িয়াছে। এই সাদা চামড়ার রিপোর্টার খাকী পোষাক পরা অফিসার গো কারণ জিগাইলো—কিন্তুক হেরা তখন Deaf & Dumb স্কুলের হেডমাস্টার হইছেন। এর মাইন্ডে শুরু হইলো বারিষ। আরে বৃষ্টিরে বৃষ্টি। টেংকু সাব হোডেলের মাইন্ডে আটকা পড়লেন। ডরের চোটে জেনারেল নিয়াজী মেহমানরে কইলেন, 'চ্যার আপনার বরিশাল-পউটাখালীর প্রোথ্রামটা কেনচেল্ করলাম।' নিয়াজী সাব আগেই Report পাইছেন আইতে শাল—যাইতে শাল হের নাম বরিশাল।

বহু চিন্তা-ভাবনা কইর্যা টিক্কা-নিয়াজীর দল টেংকু আব্দুর রহমানের 'মেরী এগারসনে' বুড়িগঙ্গার মাইন্ডে নৌ-বিহারে লইলেন। এই খাওন গাং-এর পাড়ে দম্ দম্ কইর্যা আওয়াজ হইলো। 'আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে।' ফুচ্ কইর্যা একটা হাসি দিয়া ঢেং-রা'রে কইলো 'Reception Counter' ট্র্যর করনের প্রোগামটা বাতিল

করলে খুবই ভালো হয়। এইখানকার ভাবসাব কেমন জানি মনে হইতাকে।

ব্যস্, ইসলামী সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি জেনারেলের বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর শ্যাম হইলো। ক্যামন বুঝতাহেন? মেহমানরে আইন্যা হেরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে উডাইলেন আর দিনা কয়েক বাদ করাচীর পুনে ফেরৎ। আস্‌সালামো আলাইকুম- ওয়ালাইকুমুসসালামের কারবার শ্যাম।

এর মাইন্ডে আবার পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকা এক জব্বর কাম করছে। যাতে মাইনধের বিশ্বাস হয়, হের জন্যি ফেনীর থনে এক রিপোর্ট ছাপাইয়া কইছে, বিকুগো মাইনের গতিকে একটা ট্রাক নষ্ট হইয়া তিনজন মারা গেছে। এই রিপোর্টটা ছাপা হওনের আগে ম্যানেজিং এডিটর মাহবুবুল হক খাসীর গুর্দার গুরুয়া খাইয়া কইলো, 'এই ঘটনায় যারা মারা গেছে তারা মেলেটারি হইলে কি হইবো, তাগো বাঙালি বইল্যা ছাপাইতে হইবো। আর ট্রাকের মাইন্ডে যুদ্ধের মাল-মশলা আছিলো এই কথাটা চাপিস কইর্যা ধান-চাল আছিল বইল্যা কইতে হইবো। না হইলে বাঙালিগো মাইন্ডে ধান্দা লাগান যাইবো না।' যেই কথা হেই কাম। রিপোর্ট ছাপা হওনের লগে লগে সেকেন্ড ক্যাপিটালের ইন্টার্ন কম্যান্ডের হেড কোয়ার্টারে ধন্য ধন্য পইড়া গ্যালো। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী এই জব্বর খবরটা পিপি-আই-আইরে দিয়া পাকিস্তানের পাডাইয়া দিলো আর পাকিস্তান অবজার্ভারের Congratulate করলো।

খালি ব্যাডাগো কই, কুমিল্লার লীল মিয়া কই হনছেন নি? হেই যে লীল মিয়া-জহুরুল হক একবার মন্ত্রী হইছিল- হেরা সাবাড়। মওলবী সা'বে খুবই ফাল পাড়তছিল। ব্যাডায় মছুরা সোলজারগো দেইখ্যা কইছিল, 'বিকু ধরতে পারলে পাঁচশ টাকা কইর্যা এনাম মিলবো।' ব্যাস্, ব্যাডা লীল মিয়া নিজেই শ্যাম। আহারে! এই দিকে সিলেটে কেইসটা কি? সিলেটে চোষ পাজামা- মানে কিনা মারসিস্ট মুসলিম লীগর মাহমুদ আলী- হের আসল খেডুডা শ্যাম। সিলেট পি.ডি.পি.-র প্রেসিডেন্ট জসিমউদ্দিন একটা অশান্তি কমিটির মিডিং-এ আটখাম যাইতাছিলেন। হেই কারবার হইয়া গ্যালো গা। জসিমউদ্দিন আর তার সাগরেদ আমীন দুইটা টুল লইয়া আজরাইল ফেরেশতার দরবারে বইস্যা পড়লেন।

হের লাইগ্যাই কইছিলাম। আরে হনছেন নি কারবারটা? হেরা হারু পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লিডারগো অবস্থা দেইখ্যা ঢাকারগুলোরে বাঁচাইবার জন্যি অহন বুড়িগঙ্গায় কারফিউ লাগাইছে। কিন্তু কয়দিন?

৫৬

২৭ জুলাই ১৯৭১

কামডা সারছে। আবার এক আংরেজ রিপোর্টার হেগো কামডা সারছে। ফস্‌সৎ কইর্যা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সম্পর্কে এমন একটা ছিক্রেট কথা কইর্যা ফেলাইছেন

যে ইসলামাবাদ, করাচী, লাহোর, পিভি আর ঢাকায় জোর দৌড়াদৌড়ি শুরু হইছে। রয়টারের সংবাদদাতা ফ্রিড ব্রিজল্যান্ড বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর কইর্যা অক্সরে লন্ডন ফেরৎ যাওনের পর এক রিপোর্টে কইছেন, এইবার আর হাজারের কারবার নাইক্যা। ফরিদপুর, বরিশাল এলাকার থনে একবারে চাইরের থাইক্যা পাঁচ লাখ বাঙালি ইন্ডিয়ার দিকে রওনা হইছে। পর্বতের উপর থাইক্যা যেমতে ধ্বস নামে হেই রকম একটা কারবার হইতাছে।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকার কেবল রক্তমাখা হাত রুমালের মুইছ্যা দুনিয়ারে কইতে শুরু করছেন, ‘আমরা বাঙালিগো লগে খুবই হামদরদ আর মহব্বতের ব্যবস্থা করছি আর ছদ্ম ইয়াহিয়া সা’বের কসম খাওয়া লাখ লাখ হ্যান্ডবিল ছাড়ছি, তখনই রয়টারের এই রিপোর্ট হগ্গল কাগজের মাইন্দে ছাপা হইছে। হ্যান্ডবিল পাওনের পর ছাপোষা আর নিরীহ মানুষগুলা ভাবতে শুরু করলো টিক্কা-নিয়াজীর দল মাস চারি আগে হ্যান্ডবিল না দিয়াই যখন দশ লাখ লোক মারছে, তখন এইবার হ্যান্ডবিল দেওনের পর না জানি কি অবস্থা করে? হের মাইন্দে আবার বিকুণ্ডলার ক্যাচকা মাইরের চোটে আইজ-কাইল মছুরারা অক্সরে ঘাউয়া হইয়া উঠছে।

লগে লগে জঙ্গী সরকারের সমস্ত প্রোপাগান্ডা বিশেষজ্ঞের দল একত্র হইয়া জব্বর প্ল্যান বাইর করলো। বাংলাদেশের সব কিছু No more আর ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর মহব্বতে দিল জারে-জার কইর্যা দলে দলে রিফিউজি ফেরৎ আইতাছে— এই রকম একটা পাবলিসিটি না করতে পারলে বিদেশী থনে মাল-পানি পাওনের কোনোই আশা নাইক্যা। তাই মওলবী সা’বরা গবর্নমেন্টের মাইনা করা এ.পি.পি.-রে কইলো— ধ্যানা ধরণ Report ছড়ো ‘রিফিউজি ফেরৎ আইতাছে।’ ব্যস্, বাংলাদেশের একটা ম্যাপ লইয়া এ.পি.পি.-র ব্যাডাওল্ড স্টাফওয়ালপিভির অফিসের টেবিলের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়লো।

এমন সময় টেলিফোন আইলো ‘পহেলা Report মে নব্বুই হাজার রিফিউজি ওয়াপস্ লাও।’ আর যায় কোথায়? সা’বে কইছে বউ-এর ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। এ.পি.পি.-র একজন Staff কইলো, ‘যদুর রিপোর্ট পাইছি সিলেট-ময়মনসিংহের হেই মুড়া দিয়া বিদেশী মেহমান আর খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ট্যুর করে নাইক্যা। তাই পহেলা Report-এ এই এলাকা দিয়াই নব্বুই হাজার রিফিউজি ফেরৎ আনলে ভালো হয়।’ আর একজন কইলো, ‘আরে ধূর? কেউ এই রিপোর্ট বিশ্বাস করবো না। ময়মনসিংহ-সিলেট এলাকার Reception counter গুলাতেই এই নব্বুই হাজার রিফিউজির জায়গাই হইবো না। বড়জোর আঠারো হাজারের জায়গা হইতে পারে।’ আগের জন চেয়ার থনে লাফাইয়া উইড্যা কইলেন, ‘ব্যস্, আর চিন্তা নাইক্যা।’ রিফিউজিরা যখন হাডনের ব্যাপারে খুবই Expert তখন হাজার আঠারো রিফিউজিরে সোজা বড় রাস্তা দিয়া দিনে দুপুরে Reception Counter-এ হাজির করো আর বাকি আটাঙর হাজাররে গায়েবি রাস্তা— মানে কিনা অদৃশ্য রাস্তা দিয়া দেশে ফেরৎ আনো।

এরা সবাই কিন্তু নিজেগো বাড়িঘর গাই বাছুর সব ঠিকঠাক দেখতে পাইবো।' ক্যামন বুঝতাহেন?

'যেমন প্যান, হেই রকম কাজ।' এ.পি.পি.-র টেলি-প্রিন্টারে খটা-খট, খটা-খট জব্বর খবর তৈরী হইলো। নিজ কলের সূতোয় প্রস্তুত কাপড়। আর যায় কোথায়? রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা সাইরেন বাজলো। সকাল-দুপুর-রাইত তারত্বরে চিংকার হইলো নব্বুই হাজার-নব্বুই হাজার রিফিউজি ফেরৎ আইছে। যেখান এ.পি.পি.-র বাপ রয়টার কইতাছে চাইরের থাইক্যা পাঁচ লাখের দল বরিশাল-ফরিদপুর থাইক্যা ইন্ডিয়ার দিকে রওয়ানা হইছে। হেই খানে এ.পি.পি.রাওয়ালপিঞ্জির থনে রিপোর্ট দিলো 'আইছে, আইছে, ফেরৎ আইছে। নব্বুই হাজার ফেরত আইছে।'— কেইসটা কেমন বুঝতাহেন?

জঙ্গী সরকার এক নাগাড়ে চাইর মাস ধইর্যা চিল্লাইতাছে, 'বঙ্গাল মুলুকমে সব কুছ Normal হয়।' হেইখানকার পরিস্থিতি এতোই Normal হইছে যে, করাচীতে ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলের মিডিং-এ পাঁচজন গবর্ণরের একজন অনুপস্থিত। হেই একজন হইতাহেন ছদর-এ-সূরা জেনারেল টিক্কা খান। বাংলাদেশের অবস্থা খুবই Normal কিনা তাই ব্যাডায় করাচীতে যাইতে পারলেন না। ত-বে উনি কোথায় গেছেন তার একটা রিপোর্ট পাওয়া গ্যাছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলাগো আচম্বিত মাইরের চোটে হানাদার বাহিনীর অবস্থা কেরাসিন হওনের পছন্দ টিক্কা সা'বে হেগো মনের মাইন্দে জোশ আননের লাইগ্যা নিজেই সফরে বাইতাহেন। কুমিল্লার গুণবতীর এক ভাঙ্গা ব্রিজের ধারে সেনাপতি ইয়াহিয়ার পেয়ারা সেক্ষেত্রে টিক্কা খান একটুক ট্যুরে গেছেন। হেইখানে বিক্ষুব্ধ মাইরের চোটে হানাদার বাহিনীর অবস্থা অন্ধরে কুফা।

এর মাইন্দে আবার জেনারেল টিক্কা একটা ফরমান জারী করছেন। হেতনে কইছেন ২৭শে জুলাই-এর মাইন্দে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার হগ্গল দোকান খুলতে হইবো। ক্যামন ব্যাডা একখান। যেমন লাগে হের অর্ডার হইলেই সর্ সর্ কইর্যা হগ্গল দোকান খুলিয়া গেল আর কি? আর হের সোলজারগো লুট করনের আর একবার Chance হউক আর কি?

আহুহা এইদিকে চইত্ কারবার হইছে। রাও ফরমান আলীর ম্যাট্রিক পরীক্ষা লওনের চিরকিত হইছিল। হেগো রেডিও মর্সিয়া গাইতে শুরু করলো 'ছাত্র-ভাইরা যদি কোনোমতে পরীক্ষার হলে আইতে পারেন, তা হইলেই পাশ।' কেমন সোন্দর এলান। কিন্তু পরীক্ষার হলে ছাত্রের থনে মেলেটারির নম্বর বেশি হইয়া গেলো। ঢাকা টাউনে এগারো হাজার candidate মাত্রক আটশ' আইলো। হের মাইন্দে সাড়ে সাতশ' হেই জিনিষ। আর মফস্বল এলাকায় টু-টু।

এই দিকে ঢাকার আসল খবর ছনছেন নি? মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুব্ধ হেগো গ্যাস বাইর কইর্যা ছাড়ছে। এ.এফ.পি.-র এক খবরে কইছে গেরিলারা তিতাস গ্যাসের অনেকগুলো পাইপ উড়াইয়া ফেলাইছে। এর আগে কয়েকটা পাওয়ার সাব স্টেশনে

গেরিলারা হাত বোমা মারছিল। এলায় বুঝছেন, ঢাকা টাউন আইজ-কাইল কি রকম Normal হইছে?

তাই হেরা অহন নীলামের কারবারে লাইগ্যা পড়ছে। কবে না জানি চিল্লাইয়া কইতে শুরু করে, 'এইবার আসল নীলাম ২০ হাজার আহত আর ৭০ হাজার তাজা কিন্তুক ডর খাওইন্যা সোলজার নীলাম হইবো। হ-অ-অ-অ এই নীলাম কেননের লাইগ্যা আমেরিকা আর চীনের মাইন্ডে কি দরাদরি? একজনে পাঁচ কইলে আরেক জন দশ কয়। হের লাইগ্যাই কইছিলাম হেগো কামডা সারছে।

৫৭

২৮ জুলাই ১৯৭১

সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার নতুন চাল চালছে। ২৮শে জুনের বেতার বক্তৃতা মাঠে মারা যাওয়ার পর আরেকটা চানছিং করছেন। য-দি কোনোমতে শেষ রক্ষা হয়। কেননা মুক্তিবাহিনীর বিজ্ঞপ্তির আত্মকা মাইর যেভাবে বাইড্যা চলছে তাতে নয়া কিসিমের একটা কিছু না করলে খুবই তাড়াতাড়ি খেইল শেষ হইজনের আশংকা রইছে। এর মাইন্ডেই বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার অবস্থা যেটা কুফা হইছে যে, জেনারেল টিক্কার মতো লোক করাচী-পিন্ডিতে যাওনের সাইস পায় নাইক্যা। কেন জানি না হানাদার বাহিনীর মাইন্ডে আইজ-কাইল একটা কথা খুবই চালু হইছে, যে কোনো টাইমে বড় বড় সেনাপতিগুলা পগার পার হইছে পারে। এতে চাপাবাজী করণের পর চাইর মাস ধইর্যা ফাইট কইর্যাও যখন কোচনা কলকিনারা হইলো না- বেসামরিক শাসনব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল, কলেজ, চলু হইলো না আর খোদ ঢাকা টাউনের মাইন্ডেই গেরিলাগো নমুনা Action শুরু হইচে, তহন হানাদার বাহিনীর জোয়ানগুলা খুবই দৃষ্টিভার মাইন্ডে পড়ছে। কেইসটা কি? ক্যাদোর মাইন্ডে পইড্যা গতরটারে যতই লাড়াচাড়া করতাছে, ততই গাইড়া যাইতাছে। ভিয়েতনামেও আমেরিকাগো এই রকম একটা অবস্থা হইছে। তয় কি বাংলাদেশ আর ভিয়েতনামের বিমারটা একই কিসিমের নাকি?

সাতক্ষীরা, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া-রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর-দিনাজপুর, সিলেট-চিটাগাং আর নোয়াখালী, কুমিল্লায় মুক্তি বাহিনীর যে রকম বেগুয়ার কারবার শুরু হইছে, তাতে কইর্যা জঙ্গী সরকারের কাছে অবস্থা খুবই খতরনাক মনে হইতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া যতদিন পর্যন্ত মনে করছিলেন যে, টিক্কা-নিয়াজী ফরমান আলীর দল দশ লাখ লোক মাইর্যা বাংলাদেশ Control করতে পারবো। ততদিন পর্যন্ত Internal Affair মানে কিনা বাড়ির মাইন্ডে নিজেগো ব্যাপার বইল্যা চিল্লাইতাছিল।

কিন্তুক জেনারেল আব্দুল হামিদ খান আর ভাইচ-এডমিরাল হাছন সা'বের ট্যুরের পর বুঝছেন যে, বাংলাদেশের অবস্থা অহন External Affair, যে কেউ এর মাইন্ডে

মাথা হান্ধাইতে পারে। হেইখানে অইজকাইল তুফান পাল্টা-মাইর শুরু হইয়া গেছে। ইয়াহিয়া সা'ব তাই অনেক চিন্তা করণের পর জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানরে দিয়া একটা চানছিং করেছেন। হেরে বুঝাইছেন, 'আপনার নিজেরও তো বাংলাদেশে অনেক টাকার ব্যবসা রইছে। হেইগুলো বাঁচাইবার জন্য আপনে একটুক Help করলেই কামড়া করতে পারি। বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়াতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহাইলেই কেন্না ফতে। বাইর থাইক্যা হগ্গলেই ভাববো এইডা তো খুবই সোন্দর প্রস্তাব। 'আসলে কিন্তুক আমরা যেইডা করণের লাইগ্যা খুবই কোশেশ করতাছি, সেইডাই হইবো।'

ছদর ইয়াহিয়া সা'ব বাংলাদেশ সমস্যাডারে পাশ কাড়াইয়া ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের মাইন্দে ক্যাচাল বইল্যা প্রমাণ করণের লাইগ্যা পয়লা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লগে মিডিং-এর কথা কইলো। হের পর মামুর ডর দেখাইয়া যুদ্ধের ধমকী দিলো। এই দুইডার একটাতেও কাম হইলো না দেইখ্যা প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানরে ধইর্যা ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহানের প্রস্তাব দিলো। আবার কায়দা কইর্যা কইলো, 'আমরা এই রকম প্রস্তাব মানুম না- ত-বে যখন জাতিসংঘ কইতাছে তখন মানলাম আর কি? মনে লয় দুনিয়ায় আর কারো ঈশ্বর ঘিলু নাই? হগ্গল ঘিলু ইসলামাবাদে জড়ো হইছে।

জাতিসংঘের লোক আইলেই এক টিলে দুই পাখি মরবো। এক লম্বর মণ্ডলবী সা'বরা কইতে পারবো বাংলাদেশের সমস্যা কিছুই নয়- এইডা হইতাছে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের ব্যাপার। আর জাতিসংঘের লোক হাজির থাকলে মুক্তি বাহিনীর বিদ্রুপলার মাইরের চোট খানিক কমতে পারেন কেননা যে হারে মাইর শুরু হইছে তাতে মছুয়াপুলার অবস্থা মাত্রক চাইব মাসের মাইন্দেই হালুয়া হইছে।

ক্যামন বুঝতাছেন? যদিও গেরিলাগো পাল্টা মাইর শুরু হয় নাই, আর হানাদার সোলজাররা দুনিয়ার ইতিহাসে বৃহত্তম গণহত্যা চলাইলো- নারী ধর্ষণ করলো- শহর-বন্দর-গ্রাম পুড়াইলো- ৮০ লাখ লোকরে দেশ ছাড়া করলো ততদিন পর্যন্ত কিন্তুক জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের কোনোই দরকার হয় নাইক্যা। তখন বাংলাদেশের ব্যাপার Internal Affair আছিল। আর যখনই গুস্তাদের মাইর শেষ রাইত শুরু হইচে তখনই 'ইয়াহিয়া সা'বের কি চিল্লাচিল্লি- আমার লগে মামু আছে, আমি ইন্ডিয়ার লগে ফাইট করমু, জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক আইনে কোনোই আপত্তি নাইক্যা- কতকিছু। ক্যান্ অহন Internal Affair-এর কি হইল? কইছিলাম না ! এক মাঘে শীত যাইবো না- আমাগোও টাইম আইবো।

ভাঙ্গছে, ভাঙ্গছে জাতিসংঘের ঘুম ভাঙ্গছে। আমাগো টাইম আহনের লগে লগে জাতিসংঘের ঘুম ভাঙ্গছে। কিন্তু উথান্ট সা'ব, বাংলাদেশে অহন বিদ্রুপলার যে মাইর শুরু হইছে, হেইডার মুখে কিন্তুক হানাদার সৈন্যগো লগে লগে আনার পর্যবেক্ষক দলবল সব শুদ্ধা অকরে ফাতা-ফাতা হইলে দোষ দিতে পারবেন না। দেখছেন না? ভিয়েতনামের

গেরিলাগো হাতে মাইর খাওনের পর শ্যাম চাচা মানে কিনা আমেরিকানরা বাংলাদেশের ক্যাদেদোর মাইন্দে হান্দনের আগে সতীনের লগে বাত্‌চিৎ করণের চেষ্টা করতাছে। হেগো মনেও ডর ঢুকছে।

আফসোস! যারা বর্তমান শতকে গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তন করেছে, সুদীর্ঘ আটশ বছর ধরে গেরিলা যুদ্ধের মাঝ দিয়ে নিজেদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট ফ্যাসিস্ট সরকারের হাত থেকে উদ্ধার করেছে আর ভিয়েতনাম, এ্যাঙ্গোলা কম্বোডিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যও অনুপ্রাণিত করেছে- তারাই আজ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধকে উৎখাত করবার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু তারাই তো বিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত আর অত্যাচারিত জনতাকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে 'বন্দুকের নলের মধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস আর শোষিত জনতাকে বিপ্লবের মাঝ দিয়ে সে ক্ষমতাকে কজা করতে হবে। একটা দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট মুক্তির সংগ্রাম কখনও ব্যর্থ হয়নি- হতে পারে না।' শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে একটু সুবিধা হবে এ চিন্তা করে কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধাভাজন এই মহান দেশ সাড়ে সাত কোটি নিঃশেষিত বাঙালিকে কেন আজ আরও রক্তদানের জন্য প্রলুব্ধ করছেন? বাঙালিরা কি এখনো অসন্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যথেষ্ট রক্তদান করেনি? এত ত্যাগ, এত আত্মোৎসর্গের মাঝ দিয়ে বাঙালিরা কি এখনো অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি? তবে আরো রক্ত দেবার জন্য বাঙালিরা প্রস্তুত। কিন্তু স্বাধীনতাকে তারা বিসর্জন দেবেন না।

মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের আকস্মিক আর প্রচণ্ড হামলার মুখে আজ যখন ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত তখন বৃহৎ শক্তিবর্গ হতভম্ব হয়ে পড়েছে। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া মরণ শয়ন থেকে জ্যোতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের আহ্বান করছেন।

হেইজন্য কইহিলাম ছদর ইয়াহিয়া আবার নতুন চাল চালছেন। হেতনে আবার একটা চানছিং করছেন। যদি কোনোমতে শ্যাম রক্ষা হয়। কিন্তুক বহুত লেইট কইর্যা পেলাইছেন। এয়ার মাইন্দে বিচ্ছুগুলা লাড়াই-এর সব কিসিমের মাইর শিইখ্যা লাখে লাখে ময়দানে নামতে শুরু করছে।

৫৮

২৯ জুলাই ১৯৭১

ম্যাজিক। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল ম্যাজিক কারবার চলতাছে। চাইর মাস ধইর্যা পাইট করণের পর হানাদার সোলজাররা তাগো কম্যান্ডরগো জিগাইছে, 'মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলা দেখতে কি রকম? এই বিচ্ছুগুলায় কি রকমের কাপড় পেন্দে?'- এই সব না জানলে কাগো লগে পাইট করমু? আর দুষমনগো খালি চোখে

দেখতে পাই না কেন?’ লন্ডনের সানডে টাইমস কাগজের রিপোর্টার মুরে সেইল খুলনা সফরের পর এই Report পাড়াইছেন। হানাদার বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শামসুজ্জামান বহুত খাতির জমা কইর্যা এই আংরেজ রিপোর্টারকে একজন ভোমা মোছওয়ালা ক্যাপ্টেনের লগে বেনাপোলের কাছে একটা রিফিউজি Reception Centre-এ পাড়াইছিল- তখন ক্যাপ্টেন সা’বরে এই জবরদস্ত প্রশ্নের কথা কইছেন। মোছুয়া ক্যাপ্টেন সেইল সা’বরে কইছেন, ‘আমরা একটা জবর মুছিবতে পড়ছি। আমাগো জোয়ানরা মুক্তি ফৌজের চেহারা-সুরত, ইউনিফর্ম কিছুই দেখে নাইক্যা।’ বচপনমে শুনা থা বঙ্গাল মুলুকমে যাদু হয়। শায়েদ ইয়ে ভি এক কিসিমকা যাদু হয়।’

আংরেজের বান্ধায়, এই ক্যাপ্টেন সা’বরে খুটিয়ে খুটিয়ে জিগাইতে লাগলো আর মাথার মাইন্দে হেই জিনিষ ভর্তি মোছুয়া ক্যাপ্টেন ভুড় ভুড় কইর্যা সব কইর্যা ফেলাইলো, ‘আমাগো জোয়ানগো কেউ কয় মুক্তিফৌজ লুঙ্গি পিনদা থাকে, আবার কেউ কয় আরে নেহি নেহি উও লোগ হাফপ্যান্ট পিন্দা হয়। আবার কেউ কেউ কয় হেরা পাজামা পইরা আসে। কিন্তু আমাগো মুছিবত হইতাছে মুক্তিফৌজ, কৃষক, শ্রমিক, দুষ্তিকারী, ছাত্র-শিক্ষক, আওয়ামী লীগার- হগ্গলে চেহারাই আমাগো কাছে একই রকম মালুম হইতাছে। কোনো তফাৎ করতে পারতাজি না। কিন্তু রোজই রাইতে হেগো কারবার চলতাছে। হেরা ব্রিজ, কালভার্ট, রেল লাইন, রাস্তা-ঘাট সব উড়াইয়া দিতাছে আ-র আমাগো জোয়ানরা Patrol-এ বারাইছে গায়েব।’ ক্যাপ্টেন সা’বরের কথায় কেমন মনে হইতাছে-গ্যানজামডা কি পরিমাণ লাগছে।

হ-অ-অ-অ। আজরাইলে যারে ধাক্কা দেয় করে তারে বাঁচাইবো কেডা? আহ-হা, এইডাও খুইল্যা কওন লাগবো? সবুর, সবুর- একটু সবুর। সবাই খুইল্যা কইতাছি। খুলনার হারু পার্টির লেতা আফাজ খান, পাছায় খান, খান আব্দুস সবুর খানের কি চোটপাট? ব্যাডা একখান! হেতনে খালি ময়দানে খুলনার লেতা হইছেন।

ধড়ধড় কইর্যা অনেকগুলো অশান্তি কমিডি বানাইছেন। লন্ডনের সানডে টাইমস-এর রিপোর্টার মুরে সেইল এই ব্যাপারে একটুক এনকোয়ারী কইর্যাই আহম্মক বইন্যা গেছেন। হাঃ হাঃ জোড়া পাঁঠা বলি হইছে। ছবুর সা’বরে দুই ঘেটু-খুলনা জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম সরোয়ার মোল্লা আর খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল হামিদ অক্করে শ্যাম হইয়া গেলেন। অহন তারা আজরাইল ফেরেশতার দরবার কমিডির মেম্বার হইছেন। এই আংরেজ রিপোর্টার আরও লিখছেন- হের লগে একত্রিশ বছর বয়সের আব্দুল ওয়াহাব মহলদারের মোলাকাত হইলো। মনে লয় মহলদার টাইটেলডা নতুন নিছে। এই মহলদার সা’ব আবার হেই মাল। কিন্তু ব্যাডায় সাদা চামড়া দেইখ্যা কথা কওনের সময় সবকিছু গুলাইয়া ফেলাইলো। একটা আব্দুল দিয়া গলার নিচের থনে ঘইষ্যা গতরের ময়লা তুলতে তুলতে কইলো, ‘গ্যালো দুই তিন হস্তার মাইন্দে দুষ্তিকারীরা খুলনা জেলায় আমাগো শ’ দুয়েকের বেশি মেম্বার মাইর্যা ফেলাইছে।’

ক্যামন বুঝতাহেন? সেইল সা'ব হের রিপোর্টে আরো কইছেন, 'সাতক্ষীরার খনে খুলনা ফেরত যাওনের টাইমে একটা পুল মেরামত করতে দেখলাম। গেরিলারা দিনা দশ আগে এই পুলডারে ডাবিশ করছে। ২৫ জন রাজাকারের একটি দল এই পুলডা পাহারা দিতাছিল। কিন্তুক রাইতের বেলায় বিষ্ণুগুলা আহনের ভাজ না পাইয়া হগ্গল কিছু ফেলাইয়া রাজাকারের দল আরে দৌড় রে দৌড়! তারপর বুঝতেই পারতাহেন, হেই পুলের মাইন্ডে খাতির জমা কারবার হইলো। টিক্কা-ইয়াহিয়ার দল রাজাকারের নামে বিষ্ণুগুলার কামানের খোরাক তৈরী করতাহে।

এই রকম একটা অবস্থা খুলনার ইনচার্জ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শামসুজ্জামান রাজাকার আর অশান্তি কমিডির মেম্বারগো খুশি করণের লাইগ্যা নীলামের কারবার শুরু করছেন। ব্যাডায় খুলনাতে দুই হাজার একর ধানী জমি নীলাম করছেন। Normal টাইমে এই ধানী জমির দাম হয় লাখের মতো। কিন্তু দেড় টাকা একর হিসেবে কর্ণেল সা'ব এই সব জমি নীলাম করছেন। যারা এই মউতের লটারির টিকিট কিনছেন, তাগো মওত আগনের আগেই তুফান মুছিবত।

নাইক্যা। জমি চাষ করণের লাইগ্যা কোনোই লোক নাইক্যা। খুলনা জেলার তিরিশ লাখ লোকের আট লাখের কোনো খবর পাওয়া যাইতাহে না। গ্রামগুলো ভুতুড়ে এলাকার মতো মনে হইতাহে। এই খুলনার অর্ধেকের বেশি জমিতে এইবার হালচাষ হয় নাইক্যা। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা লা-পাস্তা। এই সমস্ত রিপোর্টই লন্ডনের সানডে টাইম্‌স-এ ছাপাইছে।

হ-অ-অ-অ এই দিকে আবার গেরিলাগো গাবুর মাইরের চোটে চোখে সরিষার ফুল দেইখ্যা রাও ফরমান আলী এক জুকের কাম করছেন। কয়েকটা লোকেরে আজরাইল ফেরেশতার লগে মোলাকাত করবার টিকিট দিতাহেন। এইটা বুঝলেন না?

ফরমান সা'বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন, পার্লামেন্টের মেম্বার জনাব আব্দুল মান্নান আর পিপল কাগজের মালিক জনাব আবিদুর রহমান মামলার তারিখে হাজির হয় নাই বইল্যা চৌদ্দ বছরের জেল আর সম্পত্তি নীলামে তুলছেন। মামলার তারিখে হাজির হয় নাই বইল্যাই এই অবস্থা। তহন আসল মামলার বিচারে মনে লয় এগো চৌদ্দ বছরের ফাঁসি দিবো? কিসের নাই চাম রাধা কেষ্ট নাম। স্বপ্নের মাইন্ডেই যহন খাইতাহে, তখন হেগো রসগোল্লা খাইতে দোষ কি?

কিন্তু আমি ভাবতছি এই সব সম্পত্তি নীলামে কেননের লাইগ্যা যাগো চিরকিৎ হইছে, তাগো নাম যে আর একটা লিষ্টের মাইন্ডে উইঠ্যা গেল। হেগো যে আজরাইল ফেরেশতা খালি ধাওয়াইয়া বেড়াইবো। হেইডার কি হইবো?

এই দিকে সিলেটের কারবার হুনছেন নি? হেইখানে আইজ-কাইল খালি ঘেডাঘ্যাট্, ঘেডাঘ্যাট্ চলতাহে। টিক্কা-নিয়াজীর দল পয়লা বাঙালি মারনের টাইমে সিলেটের চা বাগানগুলোতে শেষ করছে। কিন্তু হের পর যহন রিপোর্ট আইছে যে, চা পাওয়া যায় না বইল্যা পশ্চিম পাকিস্তানে হগ্গল ব্যাডাগো গতর ম্যাজ ম্যাজ করতাহে, তখন সিলেট

থনে চা পাড়ানোর লাইগ্যা টিক্কা সা'বে অর্ডার দিছে। বহুত কোশেশ করণের পর সাড়ে তিনশ' চা বাগানের মাইন্ডে মাত্রক পঁচিশজনরে যোগাড় কইর্যা একটা আখেরী চেষ্টা চলতাছে। কিন্তু মুক্তি বাহিনীর গেরিলাগো মাইরের চোটে এই এলাকার হগ্গল রাস্তাঘাট অন্ধরে তুষা তুষা হইয়া গেছে গা। রাজঘাট চা-বাগানে তো দিনের বেলায়ই এই কারবার হইছে। হেইখানকার পশ্চিম পাকিস্তানী সোলজাররা সব কিছু ফালাইয়া অন্ধরে ভাগোয়াট। তারপর রাইতের বেলায় এই সোলজাররা কামান লইয়া রাজঘাট চা বাগান Attack করলো। হেরপর বুঝতেই পারছেন? হানাদার সোলজার গো কামানের গোলায় জেমস ফিনলে কোম্পানির World-এর এই সবচেয়ে বড় চা-বাগানডা ছাই হইয়া গেল। আর একটুক ফারাকে জঙ্গলের মধ্যে বইস্যা বিছুগুলা মছুয়াগুলার তামাশা দেখলো।

হের পর কেমতে জানি চা-বাগানের দুইজন সাহেব গায়েব হইয়া গ্যাছেগা। এই না দেইখ্যা বাকি ২৩জন অহন কার্টিং করণের লাইগ্যা অন্ধরে পাগলা হইয়া গেছে। হেগো আর ফ্রেন দিয়া বাইন্দ্যা রাখন যাইতাছে না। তাই Mango-gunny bag both gone. মানে কিনা আমছালা দুই-ই হারাইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়া সিংহল থাইক্যা দুই লাখ পাউন্ড চা পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানী কইর্যা ঠেকা কাম চালাইছেন। অহন হেইটাও পরায় শ্যাম।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম-ম্যাজিক। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল ম্যাজিক কারবার চলতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার সোলজাররা খালি চিলাইয়া কইতাছে, 'বঙ্গাল মুলুকমে যাদু মে হ্যায়'। ইনকো সাথ Fight কর ন আর মউতকো পুকার না তো একই বাত হ্যায়।

৫৯

AMARBOI.COM

৩০ জুলাই ১৯৭১

আইজ একটা ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বছর দেড়েক আগেকার কথা, আমি উত্তর মুহী গেছিলাম। মানে কিনা উত্তর বঙ্গের একটা টাউনে বঙ্গুর বাড়িত লাইওর খাবার গেছিলাম। ছোট্ট একটা টাউন। দিন দুই কই মাছের পোলাও আর মুরগির রোস্ট খাওনের পর এইখানকার বাজারটা দ্যাহনের লাইগ্যা মনের মাইন্ডে একটুক শখ হইলো। তাই সকাল নয়টার দিকে ফত্বে আলী বাজারে যাইয়া হাজির হইলাম। সবকিছু কেননের হ্যামে খাসীর গোস্ত কিনতে গেলাম। কসাইর নাম ওইরুন্দী। আমার দোস্তই কইয়্যা দিছিলো এই ওইরুন্দীর কাছ থনে গোস্ত কেননের লাইগ্যা। হিসাব মতো গোস্ত লইয়া দাম দিতাছি— এমন সময় দেহি কি একটা ঝোলা কাঁধে দেওয়াইন্যা মানুষ মানে একজন ফকির দোকানের মাইন্ডে খাসীর কলিজাটা হাত দিয়া লাড়াচাড়া কইর্যা দেখতাছে। কসাই ওইরুন্দী টাকা গুণতে গুণতে একটুক গ্র্যাংগেল কইর্যা দেখলো। তার পরই অন্ধরে খ্যাকরানী দিয়া উঠলেন, 'ক্যারে হা-করা, কইলজ্যা আউলাচ্চু ক্যা— লিবু?

কাল কাল দাঁত বাইর কইর্যা একটা গুয়ামুরি হাসি মাইর্যা ফকির কইলো, ‘হ-অ-অ দিবারই চাছুন, দামান্দ আছে।’

ওইরন্দী গলার আওয়াজ একটুক্ নরম কইর্যা গাহেহকরেই জিগাইলো ‘খাসীর কইলজ্যা লিবু, তা কত দিবু?’ এইবার হেই ফকির কলিজাটারে আরেকবার লাড়া দিয়া কইলো, ‘হামি হচ্ছি গরিব মানুষ। তুমি তো হামার কাছে আর লাভ করবা না! মিচ্চি এ্যানা কইলজ্যা- তা আনা চারি দিলে হয় না?’

ওইরন্দীর মেজাজ তহন ফরটি-নাইনে উডছে। তাই-ই চিল্লাইয়া উঠলো, ‘লাদ খ-রে লাদ খ। চার আনা দিয়া খাসীর লাদও পাবু নারে।

সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুব্ধ মাইরের চোটে কাদা কাদা হইয়া কসাই ওইরন্দী হইয়া গ্যাছে। হেতনে স্যার শাহ নেওয়াজ ভূট্টোর পোলা জুলফিকার আলী ভূট্টোরে কইছে, ‘চাইর আনা দিয়া খাসীর হেই জিনিসও পাবু নারে?’ এলায় বুঝছেন? করবারটা কি রকম গ্যানজাম হইয়া গ্যাছেগা।

ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার অংকের হিসাবে ভুল কইর্যা মেলেটারি বহাইয়া একটা ইলেকশন করছিল। বাস, হেইটাই শাল্ হইলো। শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগেরে বহু টোপ দিয়া বাগে আনতে না পাইর্যা- যা ঐক্যে ডুঙ্গির কপালে কইয়া পাঁচ ডিভিশন সোলজার লইয়া হঁ হঁ কইর্যা দৌড়াইয়া ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর দল অকরে বাংলাদেশের প্যাকের মাইদে হান্দাইলো। আমাগো নিজেগো বাড়ির মাইদে কারবার কইরা বেগুমার মানুষ মার্চার করগে পর এলায় বিক্ষুব্ধ হাতে গাবুর মাইর খাইয়া যহন চিল্লাইতাছে, ‘এইটা বাগোয়ারী ব্যাপার, এইটা বারোয়ারী ব্যাপার, আমেরিকা, চীন, জাতিসংঘ যে কেউই আইতে পারে।- এই রকম একটা কুফা অবস্থায় সময় নাই, অসময় নাই ফকির জুলফিকার আলী ভূট্টো চাইর আনা পহা দিয়া খাসীর কলিজা কিনতে আইছে। মনে কিনা হেতনে ক্ষ্যামতা চায়। প্রাক্তন পাকিস্তানের পার্লামেন্টের ৩১৩টা আসনের মাইদে ২৩২টা আসন না পাইয়াই ব্যাডায় সেনাপতি ইয়াহিয়ার মতো লোকের কাছ থনে ক্ষ্যামতা চাইতাছে। আহম্মক আর কারে কয়? বাঘ যহন মানুষের গন্ধ পাইয়া পাহাড় থনে ধান ক্ষেতে নাইম্যা আসে, তহন হেই বাঘেরে মাইর্যা না ফেলাইলে গেরামের লোকে আর শান্তি পায় না। হেই রকম ইসলামাবাদের জঙ্গী সেনাপতিরা যহন বাদশাহী করণের লাইগ্যা একবার Chance পাইছে, তহন হেগো শ্যাষ না করণ পর্যন্ত যে কারো কোনো আশাই নাইক্যা- এইডা ভূট্টোরে কে বুঝাইবো?

হেতনে ইরান থাইক্যা ঘুইর্যা অইস্যাই ঘন ঘন ইয়াহিয়ার লগে মোলাকাত করতাছে। আর মোলাকাতের সময় হেই যে আগের মালগুলা যারা বড় সা’বের লগে ঢাকায় আইছিল তারাও হাজির থাকতাছে। লেঃ জেনারেল পীরজাদা জাঙ্গিস্ এ.আর. কর্ণেলিয়াস আর এম.এম. আহম্মক ঠিক সেনাপতি ইয়াহিয়ার লগের চেয়ারগুলাতে বইস্যা হাসতাছে। ভূট্টো সা’ব আবার ট্রিক্স কইর্যা কইছে, বাংলাদেশে যহন লড়াই চলতাছে তখন বাংলাদেশ বাদে বাকী এলাকার মানে কিনা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষ্যামতা

দেয়া হোক। জাস্টিস কর্ণেলিয়াস সা'ব আস্তে কইর্যা কইলেন, 'তয় তো' বাংলাদেশ যে আলাদা এই কথাটা তো মাইন্যা লইলাম, অহন ছদর সা'ব কি করবা হেইডা তারই এক্টিয়ার।' বহুত দিন আগে দিনাজপুর টাউনে মুজাফফরপুরের একজন হেই জিনিষের দেখা হইছিল। ব্যাডায় আমারে কয় কি? 'হামলোগ পুরা India কো কব্জা কর লেঙ্গে।' আমি কইলাম তয় তো আবার অখণ্ড ভারত হইয়া যাইবো।' ক্যামন বুঝতাহেন? যাউক্গা যা কইতাছিলাম। ছদর ইয়াহিয়া হাতের ব্যাটনডারে কাচের টেবিলডার উপর ঠুক ঠুক কইর্যা বাইড়াইয়া ভুট্টোরে কইলো, 'জাস্টিস সা'বে আসল কথাটা কইছে। পাকিস্তানডারে এক রাখনের লাইগ্যাই তোমারে ক্ষ্যামতা দিতে পারতাছি না বইল্যা আমি খুবই কষ্ট পাইতাছি। খালি পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষ্যামতা দিলে বাংলাদেশের আজাদী মানতে হইবো। আড়াই ঘণ্টা গুফতাগু করণের পর ভুট্টো সা'ব করাচীতে সাংবাদিকগো কাছে কইছে, 'আমি অহন কিছু কমুনা। আরো Talk করণ লাগবো।' ক্যামন বুঝতাহেন- অহন হেইদিক্কার পালা।

হ-অ-অ-অ। এই দিকে কুমিল্লার কসবার আড়াই বাড়িতে আঃ হাঃ রে অক্কারে ছেরাবেরা কারবার হইয়া গেছেগা। কামানের খোরাক। মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুণ্ণ কামানের খোরাক পাইছে। টিক্কা-নিয়াজীর চিরকিৎ হইছে বইল্যা আইজ-কাইল যে তিন টাকা রোজচুক্তিতে রাজাকার বাহিনী বানাইছে হেগো চকিচকি একলগে কসবার আড়াই বাড়িতে যাইয়া কি চোটপাট। মনে লয় এইমাত্র সেনাপতি ইয়াহিয়ার লগে ভাগো ফোনে কথা হইছে। কিন্তু হেরা জানে না যে, মউত কেসে লাইগ্যা ওং পাইত্যা বইস্যা আছে। এই original মালগুলা অক্কারে বিক্ষুণ্ণো কইলো যাইলো। হেরপর কারবার হইয়া গেল।

আর এই দিকে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সিলেট, চিটাগাং, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, সনাদার সোলজাররা গেরিলা মাইরের চোটে আইজ-কাইল নেতাইয়া পড়তাছে। সান্তাঘাটে রিক্সার টায়ার আত্কা ফাটলেই হেরা খামুখা অস্ত্রপাতি ফালাইয়া Hands up কইর্যা খাড়াইয়া পড়ে। মালয়েশিয়ার প্রাক্তন পেরধান মন্ত্রী আর ইসলামিক সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি জেনারেল টেংকু আব্দুর রহমান ঢাকার থনে ভাইগ্যা পেনাং-এ সাংবাদিকগো কাছে কইছে, 'বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খতনরাক। 'গেরামের মাইন্ডে খেইল খুবই জিওট বান্ধছে আর বারিষের এতোই চোট যে, ইসলামিক মিশনের মেম্বররা আর ঢাকার থনে বাইরাইতেই পারে নাইক্যা। গেরিলাগো Action আর সোলজারগো Movement-এর জন্য বাংলাদেশে ঘোরাফিরা খুবই রিস্কি হইয়া পড়ছে।

হের লাইগ্যাই কইছিলাম বাংলাদেশের অহন ফাটাফাটি কারবার চলতাছে। পাঁচ ডিভিশন সোলজার লইয়া ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর দল ইঁ ইঁ কইর্যা দৌড়াইয়া আইস্যা অক্কারে প্যাঁকের মাইন্ডে হান্দাইছে।

আর কসাই ওইরুদ্দী কইতাছে, 'লাদ খারে, লাদ খা- চাইর আনা দিয়া খাশির লাদও পাবু না রে।'

কপিকলে পড়ছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন কপিকলে পড়ছে। বেশি না মাত্রক ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার দাবি, ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইস্যুরেস কোম্পানির রোশন আলী ভিমজী সা'ব অক্সরে ফু দিয়া উড়াইয়া দিছে। বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর মছুরা সোলজারগো পডল তোলনের গতিকে জঙ্গী সরকারের তরফ থাইক্যা যে ইস্যুরেসের মাল-পানি চাওয়া হইছিল ভিমজী সা'বে হেই দাবি ছ্যাঃ ছ্যাঃ কইর্যা ক্যানসেল কইর্যা দিছে। রাওয়ালপিণ্ডির ভোমা ভোমা মেলেটারি সেনাপতিরে শিরিংপি সালসা খাওয়াইয়া ভিমজী এই কামডা করছে। এর মাইন্দে আবার এ্যাডভোকেট মঞ্জুর কাদের স্টেজের পিছন থাইক্যা ভিমজী সা'বরে বলে একটুক এডভাইজিং করছেন।

লগে লগে ভিমজী সা'ব একটা খত লিখ্যা কইছেন, 'গবর্নমেন্ট বাংলাদেশে লড়াই করতাছে বইল্যা ঘোষণা না করা পর্যন্ত ইস্যুরেসের ট্যাহা-পহা দেওয়া সম্ভব না। কেননা এই ইস্যুরেসের টাকা যুদ্ধে মারা গেলে দেয়া হইবো- না হইলে না। আর হেই যে শিরিংপি সালসা খাওইন্যা সেনাপতিরা এই Position কইন্যা লইছে। হেরাও ভিমজী সা'বের গলার লগে সুর মিলাইয়া কইতাছে, 'ঠিকই তো আমরা তো লড়াই করতাছি না- আমরা দুষ্তিকারী কন্ট্রোল করতাছি। হেই চাক্ষুসিত্তে যদি কিছু মারা যাইয়া থাকেই তার জন্য আর ইস্যুরেসের Claim করা চাই না। ক্যামন বুঝতাছেন? হেগো কারবার-সারবার?'

কিন্তু আমি ভাবতাছি 'ইডা কি হুলোরে বাহে? ক্যারে আউয়্যাল, আও করিস ন্যা ক্যা? হামি না একটা ভাগ মছুরা করছি- হাইরে তার উত্তর না দেইখ্যা, হামি কইল কাপিছি।' আহ হা ক্যামন একটা ক্যাডাভারাস ব্যাপার আপনগো সমস্ত কেইস্টা খুইল্যা কইতে হইবো। তয় কই হোনেন।

টিকা-নিয়াজী-ফরমান আলীর দল বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইন্দে হুইত্যা থাকন্যা ব্যাডাঙলার লাইগ্যা ইস্যুরেসের Claim কইর্যা যে কাগজ পাতি পাড়াইছে- হেইডার পরিমাণ হইতাছে ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা। একটা কইর্যা মছুরা জোয়ানের লাশের দাম দুই হাজার টাকা কইর্যা ধইর্যা ভাগ দিলে ৩২ হাজার পাঁচশ'। তা হইলে কি বত্রিশ হাজার পাঁচশ' সোলজার মাত্রক চাইর মাসের মাইন্দে বাংলাদেশে খুন-জখমি হইছে? এইডা বিচারের ভার আপনাগো উপরেই দিলাম।

হ-অ-অ-অ এই দিকে আর একটা কারবার হুনছেন নি? কমু না-কমু না। কইলে আবার বাকিগুলো যদি হেই রাস্তা ধরে? ওঃ হোঃ আবার না কইলে তো আপনারা ছাড়বেন না। জুলাই মাসের তেইশ আর চব্বিশ তারিখে ঢাকার তেজগাঁও এয়ারপোর্টে এই তেলসমাতি কারবারডা হইছে। একজন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল, ১২ জন মেজর, ১৮ জন ক্যাপ্টেন আর চাইরশ' জন জোয়ান মিইল্যা এক রকম ধরতে গেলে তেজগাঁও

এয়ারপোর্ট দখল করলো। হেরপর এই দুই দিন ধইর্যা করাচী মুহী পি.আই.এ-র চাইরটা ফ্রাইটের হগ্গল প্যাসেঞ্জারগো বাইড়াইয়া নামাইয়া নিজেরাই চাইড়া বইলো। এই-ই খবর না পাইয়া টিক্কা-নিয়াজী দুইজনে মিল্ল্যা হেগো আটকাইবার জন্যি বহুত কোশেশ করলো। কিন্তু কোনোই কাম হইলো না।

হেগো সাফ জবাব লাড়াই করবার আইছি, লাড়াই এর এলাউঙ্গ পামু না, লাড়াই কইর্যা মরলে আমাগো মাগ-ছুয়া ইন্স্যুরেন্সের টাকা পাইবো না- পুরা লাড়াই করতাছি কিন্তুক লাড়াই-এর ঘোষণা নাইক্যা। যাগো লগে লাড়াই করমু- তাগো দেখ্তে পাই না- তার উপর খামুখা পাবলিক মারতে হইবো, মসজিদ, ক্ষেত-খামার হগ্গল কিছু জ্বালাইতে হইবো। এইগুলার মাইন্দে আমরা নাইক্যা। এইসব কথা না হইন্যা টিক্কা-নিয়াজী অক্সরে খামুশ হইয়া গেলোগা। অনেক Think কইর্যা দেখলো গায়ের জোর খাড়াইতে গেলে ময়নামতী, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, চিটাগাং, ক্যান্টনমেন্টে খবরডা রইটা গেলে আর ট্যাকা দেওন যাইবো না। তাই হেতনরা এই রকম একটা বিরানী সিক্কার থাপপড় চাপিস কইর্যা ফেলাইলো। খালি করাচীতে একটা মেসেজ পাড়াইয়া দায়িত্ব শেষ করলো।

ম্যালেরিয়া জ্বর যেমতে কাঁইপ্যা কাঁইপ্যা বার বার কইর্যা আহে, ঢাকা টাউনডারে হেমতে কইর্যা ম্যালেরিয়া জ্বর লাগাল পাইছে। কঁঃ উঃ উঃ আবার হেইখানে কারবার হইছে। এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা দ্যাকার খনে ২৯শে জুলাই খবর পাড়াইছে ২৮শে জুলাই বুধবার দিবাগত রাইতে আনসর কমলাপুর রেল স্টেশনের পাশে বিচ্ছুগুলার টেস্টিং কারবার হইছে।

ঢাকার শহরতলী এলাকার বিচ্ছু লাইনে গড়বড় হইলো। এই না দেইখ্যা পিয়াজী সা'ব আরে থুক্কু নিয়াজী সা'ব ঢাকায় মেলেটারি টহল আরো বাড়াইছে। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি কথাডার অর্থ অনেক দিন ধইর্যা বুঝতে পারি নাইক্যা। অহন বুঝতাছি ঢাকা শহরের পাঁচ লাখ লোক- হের মাইন্দে আবার হেই জিনিষও আছে। এই মানুষগুলার জন্যি দশ হাজার সোলজার আর দশ হাজার সশস্ত্র পুলিশ- রাজাকার আছে।

হেরও পর আরো Screw টাইট করতে হইবে। কামন বুঝতাছেন? বিচ্ছুগুলার টেস্টিং Attack-এ এই অবস্থার সৃষ্টি হইছে। অহনও তো আসল মাইর শুরু হয়নি। নিয়াজী-টিক্কার হানাদার বাহিনীর এই চাইর মাসেই কাপড় বাসন্তী রং হইছে। তাই-ই এসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে কইছে, আইজ-কাইল ঢাকা এলাকার হগ্গল ব্রিজেই গার্ড বাড়াইছে।

এই দিকে আবার এডা কি হুনতাছি? উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্নর লেঃ জেনারেল আজর সা'ব আবার এক হুগুর জন্যি ঢাকায় আইলো ক্যান? নাকি অহন উপর তলার মাইন্দেই গ্যান্জাম শুরু হইছে? হেই দিকে আবার জেনারেল ওমরের নাকি খবর পাওয়া যাইতাছে না।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম কপিকলে পড়ছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন কপিকলে পড়ছে।

খাইছে রে খাইছে। করাচীর সাক্ষ্য দৈনিক লিডার কাগজে একটা জব্বর খবর ছাপা হয়েছে। এই খবরে বলা হয়েছে যে, ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলগুলো বেআইনী ঘোষণার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখছেন। মুসলমান-মুসলমান ভাই-ভাই, চিৎকার করে যে দেশ গঠন করা হয়েছে, সেখানে সিদ্ধি, বেলুচি, পাঠন- সবকিছু বাইড়াইয়া একাকার করা হবে। লিডার কাগজে বলা হয়েছে, এখন বেলুচিস্তানের ইউনাইটেড ফ্রন্ট ও খান আব্দুস সামাদ আচকজাই-এর পাখতুন খাওয়া আর সিন্দুর মাহাজ পার্টি ও জি.এম. সৈয়দের ইউনাইটেড ফ্রন্টকে বেআইনী ঘোষণা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কেননা এইসব পার্টি অবিরামভাবে খালি নিজেদের দাবি উত্থাপন করে নিজেদের এলাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করছে- এরা কোনো সময়েই পিভি-মার্ক ইসলাম আর পাকিস্তানের জন্য দরদ দেখায় না।

পশ্চিম পাকিস্তানের খবরের কাগজগুলার উপর পূর্ণ সেন্সরশিপ জারি করে আর সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক সভা-সমিতি বন্ধের অর্ডার দেয়া পরও ইসলামাবাদের সাত-জেনারেলের সামরিক জাস্তা এখন সেখানকার সমস্ত বেয়াদব পার্টিগুলোতে বেআইনী করণের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু ভাইসব লিডার কাগজের রিপোর্টডা এইখানে শ্যাম হইলে আমি এইডার কথা কইতামই না। ইস পুর্নসিমে আউর ভি লিখ্বিস্। কেয়া লিখ্বিস্? যদি ভিমরি না খান তয় কইতাছি। এবাদের নির্বাচনে বাংলাদেশ, বেলুচিস্তান আর সীমান্ত প্রদেশ থাইক্যা একটাও সিট না পাওনের গতিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া আইজ-কাইল জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টিতে আঞ্চলিক পার্টি হিসাবে মনে করতাহেন। তাই অন্যসব আঞ্চলিক পার্টিগুলো বেআইনী করনের লগে লগে এই পিপলস পার্টিতেও বেআইনী ঘোষণার চাসিং রইছে। হেগো কারবার-সারবার কেমন মনে হইতাছে? কইছিলাম না, হেগো দিয়া কিছুই অবিশ্বাস নাইক্যা।

লিডার কাগজের এই রিপোর্টে আর একটুক মাজমাদার ব্যাপার রইছে। এই রিপোর্টডা হাচা না মিছা- এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট থাইক্যা কোনোই আও শব্দ করা হয় নাইক্যা। কেইসটা কি? করাচীর এক্সপার্টরা মনে করতাহেন লিডার কাগজের এই রিপোর্টডা আসলে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের Advissor রাই সাপ্লাই করছেন। হেরা দেখতে চায় এই রকম কারবার করলে হেগো পাবিলকগো মাইন্দে কি রকম Reaction হয়। ভুট্টো সা'বের পিপলস পার্টি পাওয়ারে আহনের লাইগ্যা খুবই ঘ্যানর-ঘ্যানর করতাছে বইল্যা এইডার চোটপাটডা একটু কমানোর দরকার। তিনডা মুসলিম লীগ, দুইডা জামাতে উলেমা, পি.ডি.পি. নেজামে ইসলাম আর জামাতে ইসলামী পার্টিরে ব্যান করা না করা সমান কথা। হেইগুলো তো ভেড়া। আগের থাইক্যাই লেজ গুটাইয়া তু করণের লগে লগে পা চাটতে শুরু করছে।

কিন্তু এই দিক্কার কারবার হনছেন নি? ঢাকা থেকে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা এক সিংহাতিক রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। কুমিল্লা শহর এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মানে কিনা ঢাকার লগে কুমিল্লার যাতায়াত পরায় বন্ধ হওনের উপক্রম হইছে। কারণ বি-ই-স্কু। মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুণ্ডলার কায়কারবার খুবই বাইড্যা গেছে। আমেরিকান ডিনামাইট আর চীনা Hand-Grenade-এর বাড়ির চোটে এক মসে দুইবার কুমিল্লা আন্দার হইছে আর টাউনের খনে তিরিশ মাইল উজানের বড় ব্রিজডা অকরে গায়েব। এর মাইদে আবার বিক্ষুণ্ডলা কুমিল্লা টাউনের দেয়ালে পোন্টার লাগানো ছাড়াও হ্যান্ডবিল বিনি করতাছে। ভাইসব গাবুর মাইর আর ছেরাবেরা কারবার শুরু হওনের টাইম আইছে। আপনারা গেরামে গেলে ভালো হয়। সমস্ত কুমিল্লা শহরে এখন একটা ক্যাডাভ্যারাস অবস্থা। সন্ধ্যা হইলেই খালি গুলির শব্দ পাওয়া যাইতাছে।

এই রকম একটা কুফা অবস্থায় টিক্কা-নিয়াজীর সোলজাররা কুমিল্লা টাউনে মাইক দিছে ‘আপ লোককো ডরনে কা কই বাত নেহি হয়্য।’ কিন্তু হেরা নিজেরাই ডরাইয়া রাইত-বিরাইতে ক্যান্টনমেন্ট থাইক্যা বাইরান বন্ধ করছে। এইদিকে ময়নামতী থেকে অবিরাম ঢাকার ইস্টার্ন কম্যান্ড হেড কোয়ার্টারে মেসেজ যাক্ষে ‘পাড়াও, পাড়াও আরো সোলজার পাড়াও।’ না হইলে কিন্তু সেনাপতি ইয়াহিয়া যখন মঙ্গলবারে কুমিল্লায় আইবো, তহন তার লাইফ খতরনাক হইতে পারে।

এই দিকে ফেনীও আন্দার হইয়া গেছেগা। মুক্তি বাহিনীর তুফান জাঁতির চোটে যখন হানাদার সৈন্যদের ত্রাহিমখুসুদন ডাক শুরু হইয়েছে আর বাংলাদেশের ক্যাদো আর পঁয়াকের মাইদে খেইলটা ‘জিওট’ বান্ধছে শুরু করছে তখন চাইর মাস বাদে সেনাপতি ইয়াহিয়ার বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর করণের চিরকিৎ হইছে। এই চাইর মাসে জেনারেল আব্দুল হামিদ খান দুইবার, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শল এ. রহিম খান একবার, নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস এডমিরাল হাছন সা’ব একবার আর সীমান্ত প্রদেশের গবর্নর লেঃ জেনারেল আজর সা’ব একবার কইর্যা বিক্ষুণ্ডো কারবার দেইখ্যা গেছেন। এছাড়া লেঃ জেনারেল পীরজাদা ও জেনারেল ওমরও গোপনে ‘যাদু-এ-বঙ্গাল’ ট্যুর করছেন।

এরপর আমেরিকান সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইমে যখন ভাণ্ডা ফুটা কইরা কইছে ‘কম করে হলেও দখলদার সৈন্যদের আহতের সংখ্যা দশ হাজারের উপর আর যেসব মীরজাফর-মার্কী লোক এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাদের মধ্যে নিদেন পক্ষে পাঁচশ জনকে গেরিলারা হত্যা করেছে’ তহন ইয়াহিয়া সা’বের টনক নড়ছে। হেতনে দুই-দুইবার ট্যুর ‘কেনচেল’ করণের পর এখন বলীর পাঁডার মতো কাঁপতে কাঁপতে Internal Affair দেখতে আইতাছেন। আলায় জানে কপালে না জানি কি আছে?

হ-অ-অ এই দিকে রাও ফরমান আলী একটা ফাস্ট কেলাশ অর্ডার দিছেন। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকারে Normal প্রমাণ করনের লাইগ্যা, আগামী জুমেরাত থাইক্যা রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লা বোর্ডের S.S.C. পরীক্ষা হইবো বইল্যা এলান

করছেন। কিন্তুক ব্যাডায় এই ঘোষণার মাইন্ডে একটুক ভুল কইর্যা ফেলাইছেন। কেননা রাও সাহেব কইছুইন ডাহিনা মুড়া দিয়া লেখাইন্যা পোলাগুলার ‘এমতেহান’ মানে কিনা পরীক্ষা কেবলমাত্র ঢাকার মোহাম্মদপুর সেন্টারে হইবো। ক্যানো, এরা আবার মফঃস্বল থাইক্যা কষ্ট কইর্যা ঢাকা আইবো ক্যান? হেগো পরীক্ষা রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা এলাকায় লইতে কি ঠ্যাং কাঁপে নাকি? ও-অ-অ বুঝছি, শিক-কাবাব খাওইন্যা এসব হেই জিনিষ আগেই মফঃস্বল থাইক্যা ঢাকায় ভাইগ্যা আইছে। তাই সেকেভারি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য এদের মফঃস্বলে পাডানো খুবই Risky মনে হইতাছে। এতে লজ্জার কি আছে? একটু সোজাভাবে ঘোষণা করলেই হতো। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের ক্যাঁচকা মাইরের গতিকেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ও-অ-অ ছোট ভাইয়ের ওয়াইফ যেমন ভাসুরের নাম মুখে লয় না, হেরা তেমনি মুক্তি বাহিনীর নাম মুখে আনতে পারবো না। কি রকম একটা কুফা অবস্থা। তবে বিষ্ণুগুলার ভরভরা মাইরের ঠ্যালায় আইজ-কাইল হেগো মুখে কথা ফুটতে শুরু করছে। হেরা অহন বাঃ বাঃ বাঃ করতে শুরু করছে। ডোজটা আর একটুক বাড়লেই পুরা ‘বাবা’ উচ্চারণ করবো।

একটা ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বছর পনেরো আগেকার কথা। আমাগো ঢাকার নাজিরা বাজারের এক রিকশাওয়ালা ফুলবাড়ির রেল স্টেশনে একটা প্যাসেঞ্জার পাইলো। অক্সরে ফুলবাবু। কানের বারান্দা পাইলো একটা বিড়ি বাইর কইর্যা জিগাইলো, ‘মাইবেন কই সা’ব?’ উত্তর এলো, ‘বিশ্ববিদ্যালয়।’ আমাগো রিকশাওয়ালা মাতাডা চুলকাইয়া কইলো, ‘জন্মের থানে মাকায় আছি, কিন্তুক বিশ্ববিদ্যালয় কোন্হানে এইডা তো চিনলাম না।’ প্যাসেঞ্জার একটু মুচ্চি হেসে বললো, ‘চলো তোমায় আমি দেখিয়ে দেবো।’ মিনিট দশ বাদে মণ্ডিকেলের কাছাকাছি আইতেই প্যাসেঞ্জার কইলো, ‘আরে থামো, থামো বিশ্ববিদ্যালয় এসে গেছি।’ রিকশা থামাইয়া পহা বুইঝ্যা লইয়া আত্কা রিকশাওয়ালা Gentleman রে ডাইক্যা কইলো, ‘সাব একটা কথা কমু। লেখাপড়া হিকি নাইক্যা, কিন্তু ঢাকা টাউনের সব চিনি। আপনে যদি পয়লাই আংরেজীতে না কইয়া বাংলায় কইতেন University ত্ যামু তয় তো পংখীরাজের মতো কখন আপনারে এইখানে আইন্যা হাজির করতাম। যেখানে সেখানে ইংরাজীতে বিশ্ববিদ্যালয় কইবেন না। বাংলায় University কইবেন- বুঝছেন?’

হের লাইগ্যাই কইছিলাম খাইছে রে খাইছে। করাচীর সাক্ষ্যা দৈনিকে জব্বর খবর ছাপাইছে।

৬২

৩ আগষ্ট ১৯৭১

মাদারীর খেইল শুরু হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে আইজ-কাইল মাদারীর খেইল শুরু হয়েছে। ইংল্যান্ডবাদের জঙ্গী সরকার এক অভূত ধরনের পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করে

নিজেদের গা বাঁচাবার শেষ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর কাছে সেনাপতি ইয়াহিয়ার নোমায়েন্দরা মানে কিনা প্রতিনিধিরা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বলছেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইসলামিক রাষ্ট্র আইজ শেষ হওনের পথে, আপনাদের কি কিছুই করণের নাই? অন্তত আমাগো কিছু মাল-পানি দিয়া সাহায্য করুন।’ ক্যামন ঠাণ্ডার করতাহেন? কালে কালে হইলো কি?— পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলাম। হেইখানকার সা’বরা সন্ধ্যার সময় বিয়ার খাইয়া রোজা ভাঙ্গে। করাচীর নাইট ক্লাব লা-গুরমে, মেট্রোপোল, প্যালেস, তাজ আর একসেলশিয়রের ন্যাংটা লাচ আর লাহোর, পিভি, মুলতান, শিয়ালকোটের বাইজীগো খেমটা নাচের মধ্যে হেরা বেয়াদবের মতো ইসলাম, ইসলাম করতাহে।

হেইখানে ‘সরাব পিনে দো গল্লিমে বেঠেকে, নেহী তো এইসি জাগাহ বাতা দে জাঁহা পর ইয়াহিয়া-ভুট্টো নেহী হ্যায়’— এইসব কারবার চলতাহে। সুদ, শরাব আর কসবির চল যেখানে সবচেয়ে বেশি, তারাই আজ ইসলাম-ইসলাম বলে তারস্বরে চিৎকার করে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর সক্রিয় সাহায্য চাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই রকমই একটা কুফা অবস্থায় জর্দানের বাদশাহ ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে যে সাহায্য দিয়েছে তা উত্তল করবার জন্য সেনাপতি ইয়াহিয়ার একজন মেজর জেনারেলকে আশ্বাসে পাঠিয়ে প্যালেস্টাইনের গেরিলাদের হত্যার Blue-print মানে কিনা মানুষ মারণের নয়া Tactics বলে দিয়েছেন। প্যালেস্টাইনের গেরিলা নেতা ইয়াসির আরাফাত এই ছিক্রেট কতভা Disclose করেছেন।

এর মাইন্ডে আবার ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার গণচীনরে বুঝিয়েছেন, ‘আমরাই হচ্ছি চীনের আসল দোস্ত। সবচেয়ে ভালো প্রতিবেশী। আপনারা আমাগো কাছে যা চাইবেন তাই-ই পাইবেন। সিক্টর বানাইয়া আপনারা আমাগো জব্বর মহব্বতের দড়ি দিয়া বাঁধছেন। এর উপর আবার তক্ষশীলায় আর জয়দেবপুরে আপনারা গোলাগুলি বানাইবার কারখানা কইরা দিছেন। বিষ্ণুগুলা জয়দেবপুরের ফ্যাক্টরিটা নষ্ট কইর্যা দিলেও তক্ষশীলারডা ভালোই মাল বানাইতাহে।

এর লগে লগে আপনারা আবার আমাগো সবচেয়ে দুর্দিনে তৈরী মাল পাডাইয়া সাহায্য করেছেন। তাই ওয়াদা করলাম, বাংলাদেশের গ্যানজাম মিটালেই পাট, চা আপনাগো পাডামু। কিন্তু এখন যে বিষ্ণুগুলার মাইরের চোটে আন্ধার দেখতাহি— এর কি কোনোই দাওয়াই নাইক্যা? গেরিলা যুদ্ধভা তো আপনারাই আবিষ্কার করছেন?— তা এই গেরিলা যুদ্ধের মোকাবিলা করার কি কোনো বুদ্ধিই আপনাগো কাছে নাই? চীন থনে গেরিলা ট্রেনিং লইয়া যে কম্যান্ডো বাহিনী তৈরী করছিলাম বাংলাদেশে যুদ্ধ লাগনের পর তাগো কোনো খবর পাইতাহি না। আর বাকি সোলজাররা তো বিষ্ণুগোর মাইরের চোটে এই চাইর মাসই ছেরাবেরা হইয়া গেছেগা।

এদিকে মার্কিনীগো লগে তো ইসলামাবাদের সাত-জেনারেলের সামরিক জাস্তা তেলেসমতি কারবার করছে। ওয়াশিংটনে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের প্রতিনিধি

আগা হিলালী সাফ কইছে, 'আমার ছদর ইয়াহিয়া হইতাছেন, চিয়াং কাইশেক দিয়েম-সিগম্যান বী'র অঙ্করে এক রক্তের ভাই। এছাড়া সেনাপতি ইয়াহিয়া হইতাছেন নাদির শাহের বংশধর। এশিয়ায় ক্যাপিটালিজমের বাঁচাইবার জন্য ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার ওয়াদা করছে।

আমরা এর মাইন্ডেই আওয়ামী লীগারদের লগে লগে বাংলাদেশে আনি-দুয়ানি গো যে সামান্য বিছন আছে, সেগুলোও শেষ করতাই। বাংলাদেশের কেইস কিছুক হাতের বাইরে চইল্যা যাইতাছে। হেইখান আজ-কাইল কিছুগুলো খুবই উৎপাত শুরু করেছে। আমাগো অল্পপাতি আর মাল-পানি দিয়া সাহায্য না করলে আমরা কিছু নতুন মামুগো কোলে যাইয়া বইমু।' ক্যামন আন্দাজ করতাছেন!- ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের পররাষ্ট্র নীতি কোন্ ষ্টেজে যাইয়া হাজির হইছে! হেগো ষ্টেজ একটাই- বাংলাদেশের গাড়ার মাইন্ডে আটকা পইড়্যা গায়ের চামড়া বাচানোর জন্য ইয়াহিয়া-টিকা-পীরজাদার দল অহন যে কোনো দাসখত লেখনের লাইগ্যা এক ঠ্যাং-এ খাড়া হইছে।

কিন্তুক কারবারটার মাইন্ডে কেমন জানি এখি-উখি মনে হইতাছে। মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলো বাংলাদেশের আসল ব্যাপারডা জানতে পেরে অহন বেশ খানিকটা দো-মনা হইয়া পড়ছে। কায়রো, বৈরুত-দামাস্কাসের খবরের কাগজে বাংলাদেশের রিপোর্ট বাইরানের গতিকেই এই অবস্থা হইছে। এই দিকে আবার গণচীনের কম্যুনিষ্টদের মাইন্ডেও কেমন জানি একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইছে বইল্যা খবর পাওয়া যাইতাছে।

আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুফান ফাটানু'র কারবার চলতাছে। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী, সিনেটর গ্যালাঘার মিল্যা নিউম্যান সরকারের অঙ্করে হোতাইয়া ফেলাইছে। হেগো এই কমিটি ১৪-৭ ভোট ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের সাহায্য দেয়া বন্ধ করছে। আমেরিকার খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশন বাংলাদেশের ব্যাপারে দিনের পর দিন ধইর্যা Publicity দিতাছে। World ব্যাংকের রিপোর্টের ধুনকররা যেমতে তুলা ধোনে হেই রকমভাবে জঙ্গী সরকারকে ধুনছে। এক রিপোর্টের ঠ্যালায় Aid Pakistan consortium-এর হগ্গল সাহায্যই বন্ধ হইয়া গেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন, ইটালি, জাপান, পশ্চিম জার্মানির সকাই সেনাপতি ইয়াহিয়া'রে 'ঘাউয়া' কইয়া টাকা-পয়সা দেওন বন্ধ করছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্নমেন্টের মধ্যে এখন মারপিট শুরু হইছে। ওয়াশিংটন স্টার কাগজে কইছে ঢাকা আর ইসলামাবাদের আমেরিকান দূতাবাসের অফিসারগো মাইন্ডে কথা কওন পরায় বন্ধ। আইজ-কাইল হেইখানে বাঙালি আমেরিকান আর পাঞ্জাবি-আমেরিকান বইল্যা দুই রকমের আমেরিকান তৈরী হইছে। ঢাকার মার্কিনী দূতাবাসের স্টাফ গণহত্যা দ্যাখনের পর এর মাইন্ডে ওয়াশিংটনে এক দরখাস্ত পাডাইয়া ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের সমস্ত রকমের সাহায্য বন্ধের কথা কইছে। মার্কিন কনসাল জেনারেল মিঃ ব্রাড এই দরখাস্তের কোণায় দস্তখত করছেন। এইডা টের পাইয়াই মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সাব ইসলামাবাদ থনে তার নম্বর 'টু' সিডনী সা'বরে ঢাকায় পাডাইছেন। সিডনী সা'ব ঢাকায় আইস্যাই কনসাল জেনারেল

আর্থার ব্রাডরে জেনারেল টিক্কার লগে মোলাকাতের কথা কইলো। কিন্তুক মিঃ ব্রাড চাকায় ভয়াবহ গণহত্যা দেখনের পর খুনী টিক্কার লগে দেখা করতে অস্বীকার করলো। হেতেনে কইলো, ‘চাকরির লাইগ্যা পরওয়া করি না— কিন্তু নরঘাতক টিক্কার চোহরা দেখুমনা।’ ব্যস্ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সাব অকরে রাইগ্যা টং— চব্বিশ ঘণ্টার লোটিশে ব্রাড সা’ব ওয়াশিংটনে ফেরৎ গেলেন।

রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সা’বের আবার একটুক পুরানা ইতিহাস আছে। ইনি যখন জাকার্তায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত আছিলেন, তখন হেইখানে পনেরো লাখ ইন্দোনেশীয় লোককে হত্যা করা হইছিল, আবার ব্যাডায় যহন ইসলামাবাদে আইছে, তখন বাংলাদেশে দশ লাখ নিরীহ মানুষেরে খুন করা হইলো। তয় কি বাংলাদেশ আর ইন্দোনেশিয়া এই দুইডা জায়গার গণহত্যার প্যান এই ফারল্যান্ড সা’বই দিছে? ব্যাডার নাম আবার সি.আই.এ-র লিষ্টির মাইন্দে রইছে। কিন্তু এইবার যেমন বাঙালিগো গাবুর মাইরের চোটে হের বুদ্বিতেও আর কুলাইতাছে না। ওয়াশিংটনের থনে তুফান গাইল খাইতাছে— বাংলাদেশেও কন্ট্রোল হইলো না, আবার সাত-সেনাপতির জান্তা নতুন মামুর কোলে বহনের ডর দেখাইতাছে। কেইসটা কি? Mango-Gunny Bag মানে কিনা আম-ছালা দুইডাই যাইবো নাকি?

হেইর জন্যই কইছিলাম— মাদারীর খেইল গুরু হইছে। পশ্চিম পাকিস্তানের আইজ-কাইল মাদারীর খেইল গুরু হইছে।

৬৩

৫ আগস্ট ১৯৭১

এঃ হেঃ হেইদিকে বিসমিল্লাহ হয়ে গেছে। সিলেট থনেই কারবারডা গুরু হইলো। পরায় সাড়ে চাইর মাস লড়াই হওনের পর মুজিবাহিনীর বিক্ষুণ্ণা এই পয়লা সিলেটের গোরস্তানে একটা C-131 প্লেন ফালইছে। বহু মালপানি খরচ কইর্যা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার তার চাচা মানে কিনা মার্কিনীদের কাছ থেকে সৈন্য আর রসদ বহনের জন্য যেক’টা C-131 পরিবহন বিমান আনছিল, তার পয়লাডা কতল হইলো। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার রাস্তাঘাট আর রেললাইন গায়েব হওনের গতিকে জাঁতির চোটে বিমান বাহিনীর পেরধান এ. রহিম খান ট্যুর কইর্যা এই C-131 পেলেন হানাদার সোলজারগো ঢওয়াইবার জন্য দিছিলো। ব্যস্, বিক্ষুণ্ণা অহন থাইক্যা প্লেন ফ্যালনের নতুন Tactics হিক্যা গেলগা। ক্যামন বুঝাতছেন? বাংলাদেশের খাল-খন্দক, গাড়া-গর্ত, ঝোপ-জঙ্গল আর ক্যাদো-প্যাকের মাইন্দে ছ্যাল কুত্ কুত্ খেইলটা কেমন জিঙট বাঁধছে। C-131 পেলেন চিনছুইন? ভিয়েতনাম থাইক্যা চাচাগো লাশ ঢওয়ায়— অহন ভাইসত্যাগো লাশ ঢওয়াইবার লাইগ্যা বাংলাদেশে আনছে।

এদিকে হেরা চিটাগাং কক্সবাজারে বসিং করছে। কেন হেইখানে আবার কি

হইলো? এইসব এলাকা তো আপনাগো বগলের তলায় কন্ট্রোলের মাইন্ডে রইছে। ও-অ-অ-অ বুঝছি 'হো গিয়া ভাই।' আহুহা এইটা বুঝলেন না? তয় তো কেইসটা খুইলা কইতে হইবো। আমাগো মিটফোর্ড হাসাপাতালে বছর দুই আগে একবার এক ভোমা সাইজের কাবুলীওয়ালা পেসেন্ট আইলো। কিন্তুক ব্যাডায় অক্সরে ল্যাড় ল্যাড় করতাছে। একদিনে একত্রিশবার ছোট ঘরে যাতায়াত করণের পর যখন খান সাহেব দেখলো যে, হারাদিনের মাইন্ডে বেশির ভাগ সময়ই ছোট ঘরেই থাকতে হয়- আর মাঝে-সাঝে বিছানার মাইন্ডে Rest লওনের লাইগ্যা আইতে পারে- তহন ব্যাডায় হাসাপাতালে আইলো।

রাইত তখন একটা। একজন মাত্র ব্রাদার নার্স আশীজন রুগীয়ে সামলাইতাছে। এমন সময় কাবুলীওয়ালার ছোট ঘরে যাওনের তাগিদ আইলো। কিন্তু হেরে কেউ ধইর্যা না লইয়া গেলে হের পক্ষে ছোট ঘরে যাওন সম্ভব না। তাই খান সাহেব সুর কইর্যা ডাকতে শুরু করলো, 'ব্রাদার, ব্রাদার- এই ব্রাদার কা বাচ্চা।' মিনিট পাঁচেক ধইর্যা হেই জিনিষ চাইপ্যা থুইয়া খু-উ-ব ডাকাডাকি করলো। ব্রাদার তহন ওয়ার্ডের আর এক কোণায় রুগীগো ইঞ্জিশন-ফিজিশন দিতাছে। হাতের কাম শ্যাম হওনের পর ব্রাদার কাবুলীওয়ালার কাছে আইস্যা জিগাইলো, 'কেয়া খান সাহেব চিল্লাচিলি কেও করতা হয়?' খান সাহেব তার সাদা-পাতা খাওইন্যা হলদে-কালো দাঁতগুলো কইর কইর্যা কইলো, 'হো গিয়া ভাই, কাম হো গিয়া।' হেই কারবার হইয়া গেছে। চিটাগাং-কক্সবাজারে হানাদার সোলজারগো অহন 'হো গিয়া ভাই' কারবার চলতাছে। না-হইলে নিজেগো কন্ট্রোলের এলাকায় বসিং চলতাছে কেন? আর জাহাজ খাইক্যাই বা গোলা মারতাছে ক্যান?

তেহরানের 'কায়হান' কাগজের রিপোর্টার মিঃ আমীর তেহরীর কাছে লেঃ জেনারেল টিক্কা খান বলেছেন, 'বাংলাদেশে আইন ও শৃংখলার পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। বহু জায়গা থেকে এখন পাল্টা মার আসছে আর ধ্বংসাত্মক কাজের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে।' ক্যামন, কইছিলাম না? অহন জাঁতির চোটে ছোট ভাইয়ের ওয়াইপ ভাসুরের নাম লইতে শুরু করছে। এ্যারেই কয় ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা।

এইদিকে আরেক খবর ছনছেন নি? ওয়াশিংটন পোস্টে কইছে, জাতিসংঘের UNICEF-এর যে চাইরশ'ভা মোটর গাড়ি বাংলাদেশে আছিলো হেইগুলার কোনো খবর পাওয়া যাইতাছে না। যাইবো কেমতে? হেইগুলোতে কইরা হানাদাররা Attack করতে আইলে বিকুগুলার বাড়ির চোটে আমেরিকান মর্টার, চাইনিজ মেসিনগান আর জাতিসংঘের গাড়ি- সবকিছু একাকার হইয়া গেছেগা। দান-খয়রাত, রিলিফ-সাহায্য এই সবের নামে যত কিছু পাঠাইবা হানাদাররা Use করবো- আর বিকুগুলা দখল করবো। তা না হইলে বিকুগুলা হাতিয়ার পাইবো কোনহান থনে? মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা এর মাইন্ডেই তো সব অস্ত্রপাতি দখল করছে যে, হেইগুলা স্টক কইর্যা রাখনের লাইগ্যা নতুন গুদাম বানাইতে হইতাছে। মাছের তেল দিয়াই মাছ ভাজতে হইবো।

লন্ডনের অবজারভার কাগজে কইছে যে বাংলাদেশের হচপচ মার্কা রাস্তার মাইন্ডে ইয়াহিয়ার সোলজাররা যাতায়াতের ব্যাপারে মহা-মুছিবতে পড়ছে। যে কয়ডা ধুচা-মারা হেলিকপ্টার আছে হেইগুলোও বিশেষ কামে আইতছে না। 'সিলেট-চিটাগাং, কুমিল্লা-নোয়াখালী, রংপুর-দিনাজপুর আর যশোর-কুষ্টিয়ার বিরাট এলাকা অহন বিচ্ছুগো কন্ট্রোলের মাইন্ডে আইছে। আর খোদ ঢাকা শহরের মতিঝিলে পর্যন্ত দালাল হত্যা গুরু হইছে। রাস্তার পোলাপানে পর্যন্ত দালালগো কয়, 'ঠিক মতন খাওয়া-দাওয়া কইরা লন, কবে না কারবার হইয়া যায়?' কি হইলো হরলিক্সের বোতল? মানে কিনা ছহি আজাদ কাগজের সম্পাদক হৈয়দ ছাহাদৎ হোছেন সা'ব- আর কত দালালী করবেন? জামাতে ইসলামীর কাগজ সংগ্রাম-সম্পাদক বরিশাল নিবাসী আখতার ফারুক ফর্ ফর্ কইরা বেশি উড়াল দিয়েন না- হ্যাশে কিন্তুক পংখী হইয়া যাইবেন। আপনার ওস্তাদ গোলাম আজম কি হিসাব দিছে হোনছেন তো- নাকি হেইটুক বুঝবারও জ্ঞান নাইক্যা। ইসলামের যম গোলাম আজম কইছুইন- সাতাশ এর মধ্যেই জামাতে ইসলামীর সাতশ' রাজাকার ব্র্যাকেটে গুণ্ডা অহন আজরাইল ফেরেশতার লগে দোস্তালী করতাছে। ফারুক সা'ব ডক্টর হাছান জামান আপনারে বাঁচাইবো কেমতে? হের তাই ডক্টর মুনিরুজ্জামানের মারছে মেলেটারিরা কিন্তুক হেরে ধওয়াইতাছে আজরাইল।

দেখছেন নি কারবারডা- আপনাগো লগে একটা কথাবার্তা কইতাছি আর ফাঁকের মাইন্ডে সেনাপতি ইয়াহিয়ার জব্বর কথা কইছে। কোরে কি কচ্ছ? 'হামি কচ্ছি আওয়ামী লীগ না হিন্দুর ভোটে জিতছে। হেগুলার ভোট দেওয়ার কতা ছিল না। 'রাইট' লাগালেই হলো। হামাগোর মুসলমানরা একশ' জনের মধ্যে মাত্র বিশজন আওয়ামী লীগকা ভোট দিছে। তাও শেখ মুজিব ভয় দেখায়া ভোট লিছেরে! হামি কইল অনেক চিন্তা কইরা ইডা বার করছি।

ক্যামন বুঝতাছেন? ক্রিস্টিং অফিসার আলতাফ গহর আবার ময়দানে নামছে। এই আলতাফাইরে চিনলেন না? লন্ডনে কমনওয়েলথ Prime Minister's সম্মেলনে আইয়ুব খান একদিন Rest পাইছিল। হেইদিন এই আলতাফিয়া আটান্ন-ষাট বছরের বুড়া ইয়াহিয়ার ওস্তাদ আইয়ুব খানরে পুষ্করিনীর মাইন্ডে গোসল করাইতে লইয়া গেল। এইডারে তেলস্মাতি গোসল কয়। হেই পুষ্করিনীতে বিশ বছরের মেমসাহেব কস্বি ক্রিস্টিয়ান কিলার খালি নেংটি পিন্ডা কেলী করতাছিল। এই না দেইখ্যা আইয়ুব সাবে 'ই চিস্তি উ নাখুরি বুদাম' কইয়া কিলারের ঠ্যাং ধইর্যা টান দিছিলো। তারপর বুঝতেই পারতাছেন- আংরেজী খবরের কাগজের মাইন্ডে- কি লজ্জা! কি লজ্জা! আলতাফ গহর সা'ব দৌড়াইয়া আইস্যা করাচী, লাহোর, পিন্ডি, ঢাকার কাগজগুলারে কইলো, 'খবরদার ইসলামী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সম্পর্কে এর একটা কথা যেন বের না হয়।'

সেই আলতাফ গহর আবার ময়দানে নামছে। হের বুদ্ধিতেই সেনাপতি ইয়াহিয়া লেজ তুইল্যা পর্যন্ত দেখলো না 'এইডা খাসী না পাডা।' ভড় ভড় কইরা তেহরানের কায়হান কাগজে Statement দিলো। কিন্তু ব্যাডায় একবারও চিন্তা করলো না যে গেল

ডিসেম্বরে হের মেলেটারিই Election-এ ভোট হওনের টাইমে খাড়াইয়া আছিলো। এরপর ব্যাডায় তার মেলেটারির জোয়ান গো Congratulate করছে। আর Result বাইর্যাইনের পর দেখলো প্রতি একশ' জনের ৮৫টা ভোট আওয়ামী লীগে পাইছে। মাইন্ডে ১২ডা ভোট হিন্দুর, বাকি ৭৩ ডা সব বাঙালি মুসলমানের। অন্যদিকে যে ১৫ডা ভোট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গেছে, তার মাইন্ডে Independent তিনডা, দুই ন্যাপে পাঁচডা আর তিন মুসলিম লীগ, পি.ডি.পি. জামাত, নেজাম আর ওলামা মিল্ল্যা সাতডা পাইছে। তবুও আলতাফ গহরের Advising-এর ঠ্যালায় সেনাপতি ইয়াহিয়া কইলো, 'আওয়ামী লীগ হিন্দুর ভোটে আর ডর দেকাইয়া জিতছে।'

ক্যামন বুঝতাছেন? হেগো চান্দি কি রকম গরম হইছে!

হের লাইগ্যাই কইছিলাম, 'এঃ হেঃ, হেইদিকে বিসমিল্লাহ হইয়া গেছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন খালি কাবুলিওয়ালার মতো কইতাছে, 'হো গিয়া ভাই- হো গিয়া।' আপনারাই আস্তাজ করতে পারেন কি হইয়া গেছে।

৬৪

৬ আগস্ট ১৯৭১

মহব্বত করকে ভি দেখা মহব্বত মে ধোকা হ্যায়! দালালী করকে দেখা দালালী মে ভি ধোকা হ্যায়! যা ভেবেছিলাম তাই-ই হইয়েছে। ইসলামাবাদ থেকে লন্ডন আর ওয়াশিংটনে ভয়ানক দুঃসংবাদ যেয়ে পৌছেছে। জঙ্গী সরকার লন্ডন আর ওয়াশিংটন থেকে তাদের দুই দালাল মহারাজকে ডেকে পাঠিয়েছে। এ দুজন হচ্ছে রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী আর ছলেমান আলী। দালালীর পর দালালী কইর্যাও এই দুই ব্যাডায় রক্ষা পাইলো না। হেগো টাইম হইয়া গেছেগো। ফেরৎ আহনের লগে লগে এই দুইডারে গুদামে তুইল্যা রাখা হইবো। আগা সা'ব আমেরিকায় আর ছলেমান সা'ব ইংলন্ডে খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশনগুলো কন্ট্রোলের মাইন্ডে আনতে পারে নাইক্যা। এইসব খবরের কাগজ রেডিও আর টেলিভিশনে কসাই যেমতে কইর্যা খাসীর চাম ছিলে, হেমতে কইর্যা সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের উপর কারবার করতাছে। সকাল-দুপুর-বিকাল-রাইত খবরের কাগজ খোলেন, রেডিও শোনে কিংবা টেলিভিশন দেখেন- এ কারবার জঙ্গী সরকারেরে তুলা ধোনা করতাছে। মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুব্ধতার খবর ফটো দিয়া ছাপাইতাছে। আর ইংরাজিতে যে গালাগালি করতাছে হেইগুলোরে একত্র করলে নতুন কিছিমের কেতাব তৈরী হইবো।

এছাড়া ছৈয়দ বজ্জাত হোসেন, ডাঃ হাসান জামান থাইক্যা শুরু কইর্যা হাজব্যান্ড ওয়াইফ His second, Her first মানে কিনা ইপিআইডিসির ছামছুল হুদা চৌধুরী, লায়লা আর্জুমান্দ বানু পর্যন্ত যে চিডিটার মাইন্ডে দস্তখত করছিল, সেই চিডিটা বিলাত-আমেরিকার একটা খবরের কাগজেও ছাপা না হওনের গতিকেই আগা হিলালী আর

ছলেমান সা'বের কপাল পুড়ছে। এর মাইন্ডে আবার একটা সিংহাতিক কারবার হইয়া গেল। লন্ডন, ওয়াশিংটন আর নিউইয়র্কে জঙ্গী সরকারের দূতাবাস থেকে দলে দলে বাঙালি অফিসাররা বেরিয়ে এসে সেখানকার মার্কেট গরম করে ফেললো। এই ব্যাপারেও আগা হিলালী আর ছলেমান সা'বের গুনাহ-এ-কবিরী হইয়া গেল। কেন হেতনরা বাঙালি অফিসারগো ঠাকাইয়া রাখতে পারলো না?

ব্যস্, লেঃ জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফের ডাক পড়লো। সেনাপতি ইয়াহিয়া এইবার লন্ডনে ইউসুফ সা'বেরে পাড়াইবো বইলা ঠিক করছুইন। আহ্ হাঃ। ইউসুইপ্যারে চিনলেন না? হেই যে মেম সা'ব কসবি ক্রিস্টিয়ান কিলারের দালাল ইউসুফ, এইডা হেই ইউসুইপ্যা। হেতনে আগেও একবার লন্ডনে হাইকমিশনার আছিলো হেই সময় ইয়াহিয়ার ওস্তাদ আইয়ুব খানরে আলতাফ গহরের লগে বুদ্ধি কইর্যা একটা পুকুরের মাইন্ডে কিলারের লিগ জলকেলী (থুকু) পানিকেলী করতে দিছিলো। ক্যামন বুঝতাছেন? সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন কি ধরনের কারবার করণের লাইগ্যা রাস্তা করতাছে।

দালালের বহুত রকম-ফের রইছে। একেক রকমের দালাল একেক কামে লাগে। কিন্তুক, কাম শ্যাম হওনের লগে লগে দালালরা নারিকেলের ছিবড়ার মতো রাস্তা আর নালার মাইন্ডে পইড়্যা থাকে। না হইলে বিচ্ছুরা হেইকায় কইর্যা দেয়। দালাল কত রকমের আছে জানেন। পরায় তেইশ রকমের দালাল রইছে। এইগুলারে আনি দুয়ানি খুচরা কইতে পারেন। এর মাইন্ডে কাডুয়া-দালাল, নিম-দালাল, আতি-দালাল, পাতি-দালাল, যেটুদালাল, চাম্চা-দালাল, উপ-দালাল, এছলামী-দালাল, রাজাকার-দালাল, ইউ.জি. দালাল, আর ফুককে দালাল বোম্বাই আইজ-কাইল একটুক বেশি রকম চিরকিং হইছে। এছাড়াও রইছে দালাল সম্রাট আর দালাল মহারাজ। অহন কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। যেমন জয়নুজ্জোব্বা যেটু-দালাল- রংপুরে আবুল কাশেম। আদি বাড়ী আসামের মাইনকার চরে। চাট্চা দালাল-জয়পুর হাটের আক্বাস আলী। আদি বাড়ী পঃ বাংলায়। রাজাকার-দালাল- পাবনার ক্যান্টেন জায়েদী। ইন্ডিয়ান রিফিউজি। ইউ জী-দালাল- এগো পরায় সবাই খবরের কাগজে কাম করে। কিন্তু বেনামীতে লিইখ্যা মাল-পানি কামাইতাছে- যাউকগ্যা আইজ আর হেগো নাম কইলাম না।

এসলামী দালাল- ইসলামের যম, গোলাম আজম। চাম্চা-দালাল- আলহাজ্ব জহির উদ্দিন- আদিবাড়ী কলিকাতায়। ফুককে-দালাল- ভেরবের এস.বি. জামান- ব্যাডায় কি জানি একটা খ্যাডামেডা কারবারের মাইন্ডে পইড়্যা Arrest হইয়া গেল নাকি? নিম-দালাল- হরলিক্সের বোতল ছেঁয়দ ছামাদ হোসেন। বাড়ী আসামের হেই দিকে। কাডুয়া-দালাল-পাকিস্তান অবজার্টারর মাহবুবুল হক, চোষ পাজামা মাহমুদ আলী। আর দালাল সম্রাট ফকা-ফরিদ, খাজা খায়ের, সবুর গয়রহ্ ওহ্ হো দালাল মহারাজগো কথা কই নাই। নাঃ। হেইডার মাইন্ডে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের টাকা মারুইন্যা গোপালগঞ্জের ঠাণ্ডা মিয়া আর এ্যালেন বেরীর ড্রাম হরিবল হকের মতো লোক রইছে।

এই দিকে আর একটা কারবার হুনছেন নি? ঢাকার রমনায় বেইলী রোড ধইর্যা

যাইতে থাকলে আত্মকা দেখবেন একটা বাড়িতে কোনো নম্বর নাইক্যা। এই লাল-দোতলা এগারো নম্বর বাড়িতে আইজ-কাইল তেলসমাতি কারবার হইত। এইখানেই দুইডা হেই জিনিষের অফিস- একজন হইত। এই মুখতার সাইয়িদ, আর একজন মেজর নাসের। মনে পড়ছে? মনে পড়ছে? এই দুইজনাই ভোগাচ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষী তৈরী করছিল। এইবারও মেলেটারি ইনটেলিজেন্সের এই দুই ব্যাডায় বঙ্গবন্ধুর মামলার জন্য ১১ নম্বর বেইলী রোডে বইস্যা বিলাফ সাক্ষী বানাইত। হেইখানে খবরের কাগজের একেক জন রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারের লইয়া যাইয়া পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠা টাইপ-করা কাগজের মাইন্ডে সি.আর.পি.সি.-র ১৬৪ ধারা মতো দস্তখত লইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করত। ঢাকার খবরের কাগজের এডিটররা এই অফিসে বইস্যা কাড়িয়া-দালালী করত। হেরা কইয়া দিত। যে পেরতেকটা Statement-এর মাইন্ডে ফলসিং কইর্যা হইলেও কইতে হইবো আওয়ামী লীগওয়ালারা পয়লা মার্চ থাইক্যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত খুবই অত্যাচার করছে- না হইলে কেইসটা ঠিক মতন সাজানো যাইবো না। ক্যামন বুঝত। হেগো কারবার-সারবার?

হ-অ-অ-অ। এই দিকে বিচ্ছুগো কারবার হনছেন নি? সিলেট টাউনে ১৪ই আগস্ট ডেপুটি কমিশনারের অফিসের উপর পতপত কইর্যা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়ত। সুনামগঞ্জ টাউনেও হেই কারবার। কেইসডা কি? বিচ্ছুগলার ডেরে আইজ-কাইল রিস্তার টায়ার ফাটলে পর্যন্ত আওয়াজের চোটে মছুরাঙলার হাতের মেশিনগান মাড়িতে খুইয়া দুই হাত উপরে তুইল্যা খাড়াইয়া পড়ে। Host to surrender? মানে কিনা কেমতে মাফ চাই মহারাজ কইতে হয়, এর একটা শিশি ট্রেনিং হওনের পর এই রকম কারবার শুরু হইছে। পরায় সাড়ে চাইর মাস খইর্যা টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলের আশেপাশে যাওনের জন্য যত্নবান মছুরাঙলা টেরাই করছে, ততবারই বিচ্ছুগলার গাবুর মাইরের মুখে ফাতাফাতা হইয়া অহন আসমান দিয়া যাইয়া জঙ্গলে খামুখা বধিৎ করত। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাগুলা বাংকারের মাইন্ডে বইস্যা হাসত।

আর ঢাকা টাউনে বিচ্ছুগলার টেস্টিং কারবারে টিকা সা'ব ১৪ই আগস্ট পুলিশ-মেলেটারির প্যারেড বাদ দিয়া গুণ্ডা সমাবেশ থুঝু রাজাকার সমাবেশের ব্যবস্থা করছেন। এই দিকে বিচ্ছুগলা যেভাবে মালীবাগ আর সিদ্দিরগঞ্জের পাওয়ার স্টেশন ডাবিশ্ করছে, হেইডা যাতে মাইষে টের না পায় তার জন্যে নয়া মামু-শ্যাম চাচাগো কাছ থনে পাওয়া জেনারেটর ট্রাকের উপর বহাইয়া ঢাকা-কুর্মিটোলায় ঠাাকা কাম চালাইত। হেইদিন তো ঢাকার Hotel Intercontinental-এ একটা ছেরাবেরা কারবার হইছে। জেনারেল পিয়াজীর Prestige অকরে ঢিলা হইয়া গেছে। মেলেটারি ঘেরাও করা হোডেলডাতে হাত বোমার ঠাালায় একজন আমেরিকান ছাড়াও ১৯জন মছুরা জখমি হইছে। আমেরিকার টাইম ম্যাগাজিনের মিঃ ডেভিড গ্রীণওয়ে বিচ্ছুগলার এইরকম কারবার না দেইখ্যা অকরে তাজ্জব বইন্যা গেছেন। ভিয়েতনামের সাফান আর ঢাকা টাউনের মাইন্ডে কোনোই ফারাক নাইক্যা। ছুঃ মন্তর ছুঃ। দিনে সোলজার রাইতে বিচ্ছু।

বাঘইর। বাঘইর। নাম শুইন্যা ডরাইয়েন না। এমতেই একটা আওয়াজ করলাম আর কি? বছর কয়েক আগেকার কথা। একদিন সকালে ঢাকার আলুর বাজারে খাসীর গোস্তু কিনতে গেছিলাম। আমার ওয়াইপ আবার এই আলুর বাজার আর মৌলবী বাজার ছাড়া আর কোনো বাজারের গোস্তু Like করে না। বাজারে যাইতেই সিদ্দিক বাজারের মোড়ের দেয়ালডায় একটা বিজ্ঞাপন নজরে আইলো— লাহোরের একটা উর্দু বায়স্কোপের বিজ্ঞাপন। সাবিহা-সস্তোষ অভিনীত ‘বাপ-কা-গুনাহ্।’ বার দু’ পড়লাম— না ঠিকই ল্যাহা আছে ‘বাপ-কা-গুনাহ্।’ তহন চিন্তা করলাম ডাহিনা মুড়া দিয়া লেখইন্যা ব্যাডাগুলো ‘বাপ-কা-গুনাহ্’র মাইন্দে যহন তাহজীব ও তমুদ্দুনের মানে কিনা সংস্কৃতির গন্ধ পাইছে, তহন এর পরের ছবিডার নাম তো ‘মা-কা-বদমাইশি’ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কেমন সুন্দর মিল রইছে ‘বাপ-কা-গুনাহ্’ আর ‘মা-কা-বদমাইশি’র মধ্যে। কিন্তু পরে এই কারবারের মাজমাডা বুঝতে পারলাম। আসলে এইডা হইতাছে ‘আইয়ুব-কা-গুনাহ্’ আর ‘ইয়াহিয়া-কা-বদমাইশি।’

এই ব্যাডায় বদমায়েশ না হইলে পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা বইরা ছাপার অক্ষরে মিছা কথা লিখতে পারে? আবার এই পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার চিড়ির সঙ্গে সাতান্তর পৃষ্ঠা ব্যাখ্যা দিছে মানে কিনা মাইনখে চিডি লেখনের পর যেমতে পত্র কইয়া এক আধডা লাইন লেখে, হেই রকম সেনাপতি ইয়াহিয়া পুনঃ-র কারবার হইছে সাতান্তর পৃষ্ঠা। এইডারেই কয় বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

খত মানে চিডি— মানে পত্র। কত রকমের চিডি-পত্র আছে জানেন? একত্রিশ রকমের। সবগুলার নাম কণ্ডক সম্ভব না। এর মাইন্দে পিতার পত্র, মাতার চিডি, দোস্তের খত, বসের লেটার ছাড়াও আবেদনপত্র, নিয়োগ পত্র, ছাড়পত্র, গোপন চিঠি, হুমকি চিঠি, খোলা চিঠি রইছে। এছাড়াও রইছে— প্রেমপত্র আর শ্বেতপত্র। কিন্তু হগ্গলের শেষে রইছে বিদ্রূপত্র। এই যে একত্রিশ রকমের খত, চিঠি আর পত্র রইছে এইগুলো স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে, রং বদলায়। যেমন ধরেন পিতার পত্র।

‘স্নেহের ফকা, তুমি আজ-কাল পড়াশুনায় ফাঁকি দিতেছো জানিতে পারিয়া খুবই মর্মাহত হইয়াছি। এই ভাবে বাবা-মাকে কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত হইবে না। ডট্ ডট্। যাহা ভালো বুঝো তাহা করিবা। এইবার অনেক কষ্টে টাকা পাঠাইলাম। ইতি—আশীর্ব্বাদক ‘আব্বা’।

এবার দোস্তের খত। ‘প্রিয় মাহবুব, জববর কারবার করেছিস। রেলওয়ে স্ট্রাইকটা বানচালের তদবির করে জেলে যাওয়ার ব্যাপারে তোর বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। তাতে তোর নেতৃত্বও থাকলো আবার রেলওয়ে স্ট্রাইকটাও বানচাল হলো। এক টিলে দুই পাখি। কিন্তু ভাই, তুই ইলেকশনটা না করলেও পারতিস্। যাগ্গে, দোস্ত আজ-কাল তো

খুবই চালাচ্ছিস না। খালি একটু পাহারা নিয়ে ঘুরতে হয় এই যা। ইতি- আজিজুর রহমান বিহারী। প্রযত্নে দৈনিক ব্ল্যাক মেইল।’

আর বিষ্ণু পত্র। ‘ঠাণ্ডা মিয়া দশ টাকা পাড়াইলাম। ঠিক মতন খাওয়া-দাওয়া কইরা লন। যে কোনো টাইমে কারবার হইতে পারে। আপনার নাম কিন্তুক লিষ্ট্র মাইন্ডে উড্ছে।’

ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের শ্বেতপত্র আবার অদ্ভুত আর অপূর্ব ব্যাপার। মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর ধইর্যা ছাড়া ছাড়া ভাবে যেসব মিছা কথা কওয়া হইছে, আর নিজেগো দোষ ঢাকনের লাইগ্যা যেসব মিছা কথা কওন লাগবো হেইগুলো সোন্দর কইর্যা ছাপাইয়া দলিল তৈরী করণের নাম শ্বেতপত্র। ক্যামন বুঝতাছেন হেগো কারবার-সারবার?

ভোমা ভোমা মছুয়া মেলেটারি গো খাড়া কইরা থুইয়া ইয়াহিয়া সা’বের অফিসাররা ইলেকশন করলো। ইলেকশনের টাইমে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হইলো না দেইখ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া তাঁর মেলেটারি জোয়ানগো শাবাশ কইলো। ছদর ইয়াহিয়া বাংলাদেশের ১৬৯টা সিটের মাইন্ডে ১৬৭টা দখল করণের গতিকে আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুরে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বইল্যা ডাক দিলো আর তেসরা মার্চ পার্লামেন্টের সেশন ডাকলো। এই টাইমের মধ্যে ব্যাডায় হিন্দুস্তানের কারসাজী, হিন্দুর ভোট আর ছয় দফার দেশ ভাঙ্গনের ষড়যন্ত্র কিছুই দেখতে পাইলেন না। তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া খালি বঙ্গবন্ধুরে- আরে তেল-রে-তেল। যদি শেখ সা’বেরে পেরধান মন্ত্রীর টোপ ফালাইয়া বড়শিতে গাথা যায়। মানে কিনা ছয় দফার একটুক বদলানো যায়।

কিন্তু বহু রকমের চেষ্টা চরিত কইরাও যখন দেখলো হাড্ডি। শেরে বাংলা আর সোহরাওয়ার্দী সাব যে চরকি-বাইল মাইন্ডে পড়ছিল এইডা বড্ড শক্ত এইডা তার ধার কাছ দিয়াও নাইক্যা, তখন লরকানায় আল মোরতাজায় বইস্যা ইয়াহিয়া-হামিদ-ভুট্টো এক ঘরে রাইত কাটাইয়া ষড়যন্ত্র করলো। ব্যস, কথা নাই, বার্তা নাই, পহেলা মার্চ ইয়াহিয়া সাব পার্লামেন্টের অধিবেশন অনির্দিষ্ট টাইমের জন্য পিছিয়ে দিলো। বাংলাদেশের মানুষ অক্সরে ‘থ’ মাইরা গেল। কেইসটা কি? শেখ সাহেবের আওয়াজে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন ওরা মার্চ থাইক্যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত। বাংলাদেশে নতুন History হইলো। বাঙালিরা দেখাইয়া দিলো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কারে কয়।

১৩ই মার্চ সেনাপতি ইয়াহিয়া ঢাকায় আইলেন। আওয়ামী লীগ আর বাঙালিগো তিনি কোনো কসুরই দেখতে পাইলেন না। আইজ যারে ‘রাষ্ট্রদোহী’ কইতাছেন তার লগে দিনের পর দিন ধইর্যা আলাপ করলেন। পরায় দিনই আলাপের শেষে শেখ সা’বের ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউসের গেট পর্যন্ত আউগাইয়া দিলেন। মওলবী সা’ব কোনোই গড়বড় কারবার দেখতে পাইলেন না। হেই সময়কার পাকিস্তান অবজার্টার-মর্নিং নিউজ খুললেই প্রমাণ হইবো। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর একটা Statement-এও অবাঙালি হত্যার কথা নাইক্যা। হেরপর হেতনরা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকার বুকে বইস্যা মুরগির রান খাইলেন

আর বাঙালি হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন।

২৫শা'র রাত থাইক্যা আত্কা হামলা দিয়া দশ লাখ বাঙালি মার্ডার করনের পর অহন শ্বেত-পত্রে কইতাছে পহেলা মার্চ থাইক্যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অনেক অবাঙালি হত্যা করণের গতিকেই নাকি মেলেটারি নামাইছে। ক্যামন বুঝতাছেন? মিছা কথা কইতে কইতে যহন দেখছে যে, মহিমের মুখের মধ্যে যেই রকম ফেনা উঠে হেগো মুখের গাইলস্যার মাইন্ডে হেই রকম ফেনা উঠছে তখন হেইগুলো অকরে ঝকঝকে অক্ষরে ছাপাইয়া ফেলাইছে।

কিন্তু বিবিসির ইস্টার্ন সার্ভিসের মিঃ মার্ক টালী তার বেতার ভাষ্যে সেনাপতি ইয়াহিয়া'রে আহা-রে হেকিম কবিরাজেরা যেমতে কইরা হামান দিস্তার মধ্যে অমুখ বানায় হেমতে কইর্যা খেতলাইছে। হেতনে দুইডা মাত্র কথা কইছুইন- পয়লা 'এই শ্বেতপত্রের মাইন্ডে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের মেলেটারিগো বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কোনোই কথা নাইক্যা- অথচ এইডাই হইতাছে মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যা। আর ইয়াহিয়া সা'ব যখন ১৯৬৭ সাল থাইক্যাই জানতেনই যে শেখ মুজিবুর রহমান ইন্ডিয়া'র লগে ষড়যন্ত্র করতাছে, তখন হেরে ইলেকশনই বা করতে দিলো কেন আর পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বইল্যা ডাক দিয়া মার্চ মাসে দিস্তার পর দিন ধইর্যা গুফতাগু মানে কিনা বাতচিতই বা করলো কেন? আংরেজের সাক্ষ্য ঠিক মছুয়াগো রগ চিইন্যা ফেলাইছে। এইডাতো শ্বেতপত্র না, এইডা হইতাছে ভোগাচ-পত্র- ফল্‌স কারবার।

হেইর লাইগ্যাই চিল্লাইছিলাম- বাঘইর! বাঘইর! সেনাপতি ইয়াহিয়া'রে অহন বাঘইরে পাইছে।

৬৬

AMARBOI.COM

৮ আগস্ট ১৯৭১

আমি যাই বঙ্গে, মরণ যায় সঙ্গে। লন্ডনের সান্ডে টাইমস কাগজে আবার এই রকম একটা খবর ছাপিয়ে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের কুফা অবস্থাটা সব্বাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইউরোপের জেনিভা থেকে খবরটা বেরিয়েছে। এই জেনিভাতে অবসরপ্রাপ্ত জনাকয়েক পশ্চিম পাকিস্তানী বুড়া সামরিক অফিসার গল্‌ফ খেলে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সেনাপতি ইয়াহিয়া'র জামানায় সেটি হবার যো নেই। এই সব বুড়ো বুড়ো অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারগো দেশে ডাক পড়ছে।

আপনারা ভাবতাছেন কেইসটা কি? কেইস ঠিকই আছে। লন্ডনের সোহো ক্লোয়ার, নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়ে আর ইস্তাম্বুলের নাইল বারের মতো নানান দেশের নানান, নাইট কিলাবে যেসব চাম খুইলা যাওইন্যা রিটার্ডার্মি অফিসার ন্যাংটা কসবিগো ড্যানসিং দেখতাছিল- রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক ছাউনিতে এইসব বুড়ার ডাক পড়ছে। ক্যামন ঠাওর করতাছেন? এই সব বুড়া অফিসারগো আবার ঢল-ঢলা খাকী ডিরেস্ পরাইয়া

পশ্চিম পাকিস্তানের বর্জারের মাইন্ডে খাড়া করাইয়া থুইবো।

কারণ ইয়াহিয়া সাব তাঁর তেল-তেলা খাসীগুলোতে Sorry অফিসার-গুলোতে যাদু-এ-বঙ্গালে পাঠাইছেন। স-অ-অ-ব One way traffic মানে বঙ্গাল মুলুকে যাগেই পাড়াইতাছেন তাগেই আর কোনে খবর পাওয়া যাইতাছে না। হেই যে ক্যাদো আর প্যাকের কথা কইছিলাম হের মাইন্ডে বিচ্ছুগুলা কি জানি সব কারবার করতাছে। লন্ডনের সান্ডে টাইমস কাগজের খবরটার মাইন্ডে আরও কইছুইন ১১ই আগস্ট রোজ বুধবার থাইক্যা পেরতেক্ দিন পি.আই.এ.-র দুইটা Flight-এ কইর্যা আর একটা পুরা ডিভিশন বঙ্গাল মুলুকে ঢওয়ানো শুরু হইছে।

‘হ্যালো, হ্যালো নিয়াজী, ইয়ে লে-কে তোম্‌হারা পাঁচ ডিভিশন পুরা হয় তো?’ আভি ইয়া আলী বোল্‌কে জোর Fight চালাও।’ ঢাকার থনে জওয়াব আইলো, ‘হ্যালো, হ্যালো, স্যার, ইয়ে লে-কে চার ডিভিশন হয়-পুরা এক ডিভিশন তো Missing List মে হয়।’ তবুও ব্যাডায় কইবো না যে, হেইগুলা আখেরী দম ছাড়ছে। আর আজরাইল ফেরেশতার লিষ্টের লগে টিক্কা-সা’বের Missing লিষ্ট অঙ্করে কাপে-কাপ মিইল্যা গেছে।

অহন বুঝছেন শুভংকরের ফাঁকি কারে কয়? শুভংকরের ফাঁকি চারের থেকে এক গেলে চার থাকে বাকী।’ Internal ব্যাপার বইল্যা বিচ্ছুগুলা পাখি মাইর্যা অঙ্করে সাবাড় কইর্যা ফেলাইল। হেইর লাইগ্যাই পিণ্ডি-লাভোস, শুজরাট-মুলতান, মনশেরা-নওশেরা, আটক-নাথিয়াগলি, গিরগিট-স্কাউট আর ডেরা ইসমাইল খান-ডেরা গাঁজী খানে সেনাপতি ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীতে বন্ধ লোক লইতাছে। মওলবী সা’বে অহন পশ্চিম পাকিস্তানের বেকার সমস্যার সোদর লমাধান করতাছে। হাতের কাছে যারেই পাইতাছে তারেই খালি বঙ্গাল মুলুকে পাড়াইতাছে। নর্দান স্কাউট, গিলগিট স্কাউট, লাহোর রেজার্শ, আর্মড পুলিশ স-অ-অব হিসাবের বাইরে। বড় ভাইগো পথ ধইর্যা বঙ্গাল মুলুকে আইস্যা হাজির হইছুইন। আর লগে লগে বিচ্ছুগুলার গাবুর কোবানী। এইগুলা না দেইখ্যা হেইদিন আমাগো ছক্কু মিয়া কাউলারে কয় কি ‘আবে এই কাউলা, রোজ রোজ এই মছুয়াগুলা ডেরেস বদলায় কেমতে?’ কাউলায় কইলো, ‘আরে ধূর-তোর দেমাগে আর বুদ্ধি হইবো না- এইগুলা হইতাছে নানান পদের মাল। এক এক দলের এক এক রকরেম টুপী হইলে কি অইবো- আসলে হগ্‌গলেই হেই জিনিষ। ক্যাদো আর প্যাকের মাইন্ডে বেশমার মারা যাওনের গতিকেই নতুন কিসিমের আমদানী হইতাছে।’

হায় আল্লাহ্‌। এই দিককার কারবার হনছেন নি? পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি খান ওয়ালী খান পেশোয়ার থেকে গায়েব হয়েছেন। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার কিছু অন্দাজ করনের আগেই ওয়ালী খান সাহেব অঙ্করে কাবুলে যেয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের দুধের কলসী এখন ভেঙ্গে গেছে। আর সেই ভাঙ্গা দুধের কলসির চারো মুড়া বইস্যা মেলেটারি জেনারেলগুলা ঘাউ ঘাউ কইরা কানতাছে। আমেরিকার মতো দেশ যখন ভিয়েতনামরে

কন্ট্রোলের মাইন্ডে আনতে পারেনি তখন বাংলাদেশ কন্ট্রোলের ব্যাপারে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার তো কোন ছার!’

এই দিকে ঢাকার খবর জব্বর খবর আইছে। হেইখানে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরা ধনা-ধন সহায় সম্পত্তি বেচন শুরু করেছে। ঢাকার টুণ্ড-মার্কা খবরের কাগজের মাইন্ডে এইসব ব্যাডাগুলো বিজ্ঞাপন দিতাছে। পাঁচ মাস ধইরা পাঁচ ডিভিশন সোলজার দিয়া লড়াই কইরাও যহন ফরমান-নিয়াজীর দল হালে পানি পাইতাছে না, তখন কুয়াতে হালুয়া খাওইন্যা ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরা ঠাহর করতে পারছেন যে হেগো টাইম হইয়া গেছে। কেননা এরা হাড়ে হাড়ে বুঝতাছেন যে বিদ্রুগনার কায়-কারবার যে পরিমাণে হইতাছে তার ছ’আনি খবরও বাইরাইতাছে না। কিন্তু এইদিকে শাবাশ বাংলার মানুষ। হেরা আইজ-কাইল পোড়া কাঠ-কয়লা না হইলে ছাই আর নিমের ডাল দিয়া দাঁত মাজতাছে তবুও পশ্চিম পাকিস্তানের পেট-মাজন পর্যন্ত কিনতাছে না।

এইডারেই কয় কড়া ডোজ। খেয়াল কইরেন- হেগো এইসব ফাটাফাটি সব কিছুই কিন্তুক বাংলাদেশের খনে মাল-পানি কামানোর জন্যি। হেইডার আর কোনো চাপিং নাই দেইখ্যাই এইগুলো অহন ভাগতাছে। হেইর লাইগ্যা কইতাছি পানির দাম দিলেও হেগো টেলিভিশন, ফ্রিজ, খাট, পালং কেননডা হারাম। এর উপর আবার বিদ্রুগলা হগ্গল কিছুই খবর লইতাছে। পটটস কইর্যা কেইস পটটস হইয়া যাইতে পারে। মুক্তি বাহিনীর বিদ্রুগলা অহন যে আপনাগো আশে-পাশেই আছে হেইডা তো আর কণ্ডন লাগবো না। ঢাকা টাউনে তো এইগুলো ইচ্ছামতো ইলেকট্রিক বাস্তি নিবাইতাছে। আর মফস্বল? কোন এলাকা থুইয়া কোন এলাকার কথা কমু? বাকি আছিলো সেরাজগঞ্জ। হেইখানেও বিদ্রুগা শোভাপুর বাঁশটো কাইট্যা ফেলাইছে। হেইখানে কয়েকটা ফড়িং ফরফর করতাছিল। হেইগুলোই ডট ডট ডট কইরা দিছে। এই না দেইখ্যা চোরা মতিন আর লেবু মিয়া ‘ও মাই গড’ কইয়া অকরে ভাগোয়াট।

তিন টাকা রোজের রাজাকারগুলো বলির পাঠার মতো অহন খালি থরথু থর কইর্যা কাঁপতাছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম- আমি যাই বঙ্গে তো মরণ যায় সঙ্গে। আরও এক ডিভিশন মছুয়া সোলজার কি সোন্দর পি.আই.এ. পেলেন কইরা সো-ও-জা আজরাইলের কোলে বওনের লাইগ্যা উইড়্যা আইতাছে। কিন্তু পালের গোদা আসল মছুয়াডা আর এই দিকে আহনের নামও লইতাছে না।

৬৭

৯ আগস্ট ১৯৭১

ট্রিক্স করছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার ট্রিক্স করছে। ইসলামাবাদ থাইক্যা জঙ্গী সরকারের জব্বর ট্রিক্স করণের খবর আইছে। আঃ হাঃ আগেই যদি আপনারা হাইস্যা দেন তয় তো’ হেগো এই কারবারডা ঠিক মতন শুছাইয়া কইতে পারুম না- সব কিন্তুক

১৮৩

গুলাইয়া ফালামু। রোগীর মরণের আগে যেমতে একটার পর একটা উপসর্গ দেখা দেয়— এই যেমন ধরেন যাই-ই খাইতাছে, তাই-ই Return মানে কিনা ফেরৎ আইতাছে— নাড়ীর আওয়াজ উন্ডা-পাশ্চা হইতাছে, কিংবা ধরেন হেই জিনিষ অকুরে বন্ধ হইয়া গেছে— তখন ডাক্তারে কি করে? আস্তে কইর্যা ব্যাগ বন্ধ কইর্যা আত্মীয়স্বজনরে ডাকতে কয়। এর মানে বুঝছেন? হইয়া গেছে— শেষ দমড়া ছাড়নের টাইম হইয়া গেছে। এইটারেই Gentleman রা ডাক্তারের জওয়াব কয়, এলায় বুঝছেন।

ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের অহন হেই টাইম আইস্যা গেছে। ইরান থাইক্যা চাচাতো ভাই, সৌদী আরব থাইক্যা খালু, বাহরায়েন থাইক্যা হাউড়ী, কুয়েত থাইক্যা ফুপা, টার্কি থাইক্যা ভায়রা, জর্দান থাইক্যা শালী আর ওয়াশিংটন থাইক্যা শ্যামু চাচা ছাড়াও পুবের থনে নতুন মামু আইস্যা ব্যাডার মাথার কাছে খাড়াইয়া হাওয়া দিতাছে। ডাক্তার কইছে, সাড়ে চাইর মাস ধইর্যা বহুত ইঞ্জিশন-ফিজিশন আর দাওয়াই করছি— কিন্তু কোনোডাই কামে আইলো না। এই বিমারের লগে ভিয়েতনাম আর কম্বোডিয়ার বিমারের খুবই মিল দেখতে পাইতাছি। আমাগো ডাক্তারি কেতাবে এইডার আর কোনো ওষুধ নাইক্যা। একমাত্র উপায় ট্রিক্স। আমার পেসেন্ট ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার— এর মাইন্ডে বহুত ট্রিক্স করছে।

পয়লা শেখ মুজিবরের বাবা-সোনা মনি মানে কিনা ভাবী প্রধামনত্বী হিসেবে ডাক দিলো— কাম হইলো না। হেরপর বেগমার বাঙালি মার্ডার কইরা বাহান্তর ঘণ্টার মাইন্ডে কারবার খতম করতে চাইলো— কিন্তু কেন্দ্র চাচা হইয়া গেলগা— হেগো আশি হাজার মছুরা সোলজার আইস্যা বাংলাদেশের কাঁদো আর প্যাকের মাইন্ডে হান্দাইয়া গেল। এইবার হারু পাট্টির নেতা হরিবল হক, খান সবুর, খাজা খয়ের, মাহমুদ আলী, আজম-ফরিদ, ফকাগো লইয়া খুবই খাল পাড়ালো— হেগো চাচা আর মামুরা পর্যন্ত হাইস্যা দিলো। লগে লগে আলহাজ্ব জহির উদ্দিনরে ময়দানে নামাইলো— ব্যাডায় কি খুশি? ১৬৭ডা আওয়ামী লীগ মেম্বারের দশটা জোগাড় করতেই হাজী সা'বের কাপড় বাসন্তী রং হইলো। ৯৬৭ টাকার টিকিট কিনিয়া পি.আই.এ. বিমানে বেগম আখতার সোলেমানরে করাচীর থনে ঢাকায় পাড়াইলো। বেগম সাহেবা ঢাকায় বাকরখানি খাইয়া অকুরে লভনে পাড়ি জমাইলেন। আচ্ছা দেখাইতাছি, কইয়া, সেনাপতি ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের বিচার কইর্যা ফেলাইলো— কার বিচার কে করে? ইয়াহিয়া সা'ব সব চৌদ্দ বছরের ফাঁসি দিলো আর সম্পত্তি নিলাম করলো। লগে লগে খোদ ঢাকা টাউনেই বিচ্ছুগো কারবার শুরু হইলো। গাবুর মাইরের চোটে কুষ্টিয়া-যশোর, রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর-রংপুর, সিলেট-ময়মনসিংহ আর কুমিল্লা-নোয়াখালীর বিরাট এলাকার থনে মুছয়াগুলা ভাগোয়াট হইলো।

ইয়াহিয়া-হামিদ-টিক্কার দল আবার ট্রিক্স করলো। বাঙালি রিফিউজি ফেরৎ আননের লাইগ্যা Reception center খুইল্যা বইলো। রেডিও রিপোর্টার, টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান, এ.পি.পি.-র সংবাদদাতারা সব ভীথের কাউয়ার মতো Reception

centre-এ বইস্যা মাছি মাইর্যা পাহাড় কইরা ফেলাইলো। হ্যাঁষে দেহে কি, পাঁচটা হেই জিনিষ আইস্যা হাজির হইলো। লগে লগে বাংলাদেশের গেরামের মাইন্দে জ্যান্ত মানুষ ধইর্যা Reception center-এ আননের লাইগ্যা ছ্যাল-কুৎ-কুৎ ছ্যাল-কুৎ-কুৎ- মানে কিনা হা-ডু-ডু খেলা শুরু হইলো। এই খেইলের মাইন্দেও যখন হাইর্যা গেল, তখন কিছু শিক কাবাব খাওয়াইন্যা মানুষরে ধুতি পরাইয়া Reception Centre-এ আইন্যা কডো তুললো। নাহ্ এইডাও কোনো কামে আইলো না-এলায় করি কি? প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানরে দিয়া ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহাবার প্রস্তাব দিলো। যদি ইন্ডিয়া টোপটা গেলে। এক ঝাপটে সদরুদ্দিন সা'বে কইলো, 'বাংলাদেশে শরণার্থীরা ফেরত গেলে হেগো লাইফের Risk নিতে পারি না।' এর পর ২৮শে জুনের বেতার বক্তৃতা মাঠে মারা গেল।

এইবার খান সাহেব তার রক্তমাখা হাত দুইটা গামছা দিয়া মুইছ্যা ইন্ডিয়ার লগে বাতচিৎ করণের প্রস্তাব দিলো। ক্যামন বুঝতাছন হেগো ট্রিক্স-এর মাইর পাঁচ? লড়াই হইতাছে জঙ্গী সরকার আর বাংলাদেশের মাইন্দে কিন্তুক মওলবী সা'ব আলাপ করতে চান শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর লগে। যদি রাজী হয় তয়তো লগে লগে চিল্লাইতে শুরু করবাম, এইডা তো ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের ব্যাপার। কিন্তুক শ্রীমতি ইন্দিরা 'নো' কওনের গতিকে ব্যাডায় কি রাগ? বাংলাদেশের হেইসটা ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের ব্যাপার বইল্যা প্রমাণ করণের লাইগ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার ট্রিক্স কইরা কইলো, 'আমি কিন্তু ইন্ডিয়ার লগে লড়াই করমু, আমার লগে মামু আছে।'

'ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরসি পদীর।' কিন্তুক চোটপাট আর ট্রিক্সের অন্ত নাইক্যা। বাইছ্যা বাইছ্যা বাঙালি দাশুদল সম্রাট হরিবল হক, চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী, বজ্জাত হোসেন আর মোহর আলীকে ফরিনে পাড়াইলো। লভনে নয়া History হইলো। হেইখানে ২৫ হাজার লোক জঙ্গী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাইলো। লগে লগে পিন্ডির থনে অর্ডার আইলো রেডিওর Propaganda-র মাইন্দে কইয়া দাও 'বাঙালি রিফিউজিরা খুবই কষ্ট পাইতাছে।' রিফিউজিরা কইলো মরণ ভালো না কষ্ট ভালো। আবার রেডিও গায়েবী আওয়াজ চিল্লাইয়া উঠলো, 'দুশমনগো মাইন্দে Division হইছে।

বকশি বাজারের ছক্কু মিয়ার থনে শুরু কইর্যা দিনাজপুরের গুদরি বাজারের সের কাটু মোহাম্মদ পর্যন্ত হাইস্যা ফেলাইলো। এরপর যখন ইসলামাবাদে রিপোর্ট আইলো যে, বাংলাদেশের হানাদার সোলজারগো বাংকারগুলো পানিতে ভইর্যা পুকুর হইছে, আর যেগুলো ভিতরে আছিলো হেইগুলো ভিজা বুট আর কাপড় লইয়া উপরে উঠতে পারতাছে না। আর তখন ঘলঘলাইয়া বন্যার পানি কেবল বাংলাদেশে আইতে শুরু করছে- তখন হেরা মরণ কামড় দিয়া লাষ্ট চাপিঙা করছুইন। হাতের কাছে থাউক আর না থাউক ১৬৭ জন আওয়ামী লীগ মেম্বারের ৭৯ জনের ইলেকশন কেনচেলের অর্ডার দিলো- এই সব জায়গায় উপ-নির্বাচন হইবো। আর ৮৮ জনের নাম ঘোষণা করে বলেছেন, 'এদের মেম্বারশিপ বহাল রইলো।' কি রকম ব্যাডা একখান। যেমন লাগে এই অর্ডারেই ১৬৭

জনের মাইন্ডে দুইডা ভাগ হইয়া গেল আর কি?

এরেই কয় বুদ্ধির টেকি। What is called টেকি? Two man থাপুর ধুপুর One man clearing, that is called টেকী। ক্যামন বুঝতাহেন? হেগো ট্রিক্সডা কোন স্টেজে যাইয়া হাজির হইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার এই order-এর চোটে অঙ্করে ৮৮ জন আওয়ামী লীগের মেম্বার মুক্ত এলাকার থনে দৌড়াইয়া যাইয়া হেগো কোলে বইবো আর কি? কেইসটা খেয়াল কইরেন। এখনো কিন্তু মণ্ডলবী সা'বের পার্লামেন্টের পয়লা সেশনডাই হয় নাইক্যা। এই সেশন বহনের আগেই ব্যাডায় দশ লাখ মানুষ Marder করছে। সেশন বইলে না জানি কি হইতো? কিন্তু বাঙালিগো একতার চোটে মরণ হেচকি উড়াইতাছে। চিল্লাইয়া কইতাছে, 'আজিমপুরও চিনি- নামাজ ঘরও চিনি।' খালি বিক্ষুগো মাইরের চোটে অহন অঙ্করে ছেরাবেয়া হইয়া গেছেগা। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম হইয়া গেছে- হেগো শেষ দমডা ছাড়নের টাইমে হইয়া গেছে। এইডারেই Gentleman বা ডাক্তরের জওয়াব কয়- এলায় বুঝছেন?

৬৮

১০ আগস্ট ১৯৭১

কুড়িজন। আইজ-কাইল ২০ জনের বেশি পার্শ্ব আর বালুচ সৈন্য কুর্মিটোলার থেকে বাইরাতে দিতাছে না। আরে নাঃ নাঃ এইম তো ...

আঃ হাঃ, এইডা কি গুনলাম? কেলেকারিয়াস ব্যাপার। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের সাতজন সেনাপতি এতদিন ধইর্যা যে সামরিক জাল্লা চালাইতাছিল, হেগো মাইন্ডে এক কেলেকারিয়াস ব্যাপার হইয়া গেছে। হেইখনে অহন ফাটাফাটি কারবার চলতাছে। এই ব্যাপারটা আমার আগেই আন্তাজ করা উচিত ছিল। যখনই রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা নতুন Propaganda লাইনে বাঙালিগো মাইন্ডে Division হইছে বইলা চ্যাচাইতে আরম্ভ করলো, তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, হেগো নিজেগো মাইন্ডেই এই রকম একটা দলাদলি হইছে। জুলাই মাসে করাচীতে গভর্নর সম্মেলনে যহন পাঁচজন গভর্নরের চাইর জন হাজির হইলো আর বাংলাদেশের হানাদার দখলীকৃত এলাকার গভর্নর টিকিয়া খান গরহাজির রইলেন, তখনই খেয়াল করা উচিত ছিল যে হেগো মাইন্ডে হেই কাম Begin হইয়া গেছে। সেনাপতি টিকিয়া খান একদিকে মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুণ্ডলার গাবুর মাইর আর অন্য দিকে গভর্নরের গদী হারাইবার ডরে ঢাকার থনে নড়তে সাহস পাইলো না।-যদি ফিইর্যা আইস্য গদী ফেরৎ না পায়?

কী হইলো? কী হইলো? পুরা কারবারডাই ছনবার চান নাকি? তয় গোড়ার থনে কইতাছি হোনেন- অঙ্করে ডেইনগারাস কারবার। এইডা তো'আর কওন লাগবো না যে সেনাপতি ইয়াতিয়া হইতাছেন 'খাউড় সম্রাট'। হেতোনে করলো কি বাঙালি মার্ভার করণের ষড়যন্ত্র Complete কইর্যা মার্চ মাসে আৎকা ভদ্রলোক গবর্নর আহসান সা'বের

জায়গায় জেনারেল টিক্কারে নয়া গবর্ণর বানাইলো। লগে লগে দুনিয়ার মাইন্ডে একটা নতুন History হইলো। ঢাকা হাইকোর্টের একজন জজ সাহেবও টিক্কারে নয়া গবর্ণর হিসেবে শপথ নিতে দিলো না। কেইসটা কি? ব্যাডারে চিনলো কেমনে? ভামাম দুনিয়ার অক্সরে হাসাহাসি পইড়্যা গেল। হেগো আব্বাজান ইয়াহিয়া তখন Prestige টিলা হওনের গতিকে টিকিয়া খানরে কেবলমাত্র মার্শাল ল' Administrator বানাইলো। পঁচিশে মার্চ থাইক্যা দশ লাখ নিরীহ বাঙালি মাইর্যা টিকিয়া খান যখন রক্ত দিয়া গোহুল করলো, তখন জঙ্গী সরকার তারে দখলীকৃত এলাকার গবর্ণর বানাইলো। কিন্তুক মওলবী সা'বরা একটুক্ ট্রিক্স করলো। টিকিয়া খানের জানী-দুশমন লেঃ জেনারেল নিয়াজীরে ঢাকায় ইস্টার্ন কম্যান্ডের এক নম্বর কইর্যা পাডাইলো আর রাও ফরমান আলীরে Civil Administrator বানাইলো— এইডারেই কয় Balancing এলায় বুঝছেন, কারবারডা কোনহান খনে শুরু হইছে?

এইদিকে ঘাউয়া গবর্ণর টিক্কা খান যখন বুঝলো যে, বেগুমার বাঙালি মার্ডার করা সত্ত্বেও বাহাত্তর ঘণ্টায় কেন বাহাত্তর দিনেও বাংলাদেশ কন্ট্রোল হইলো না— বরং দিন কা দিন বিচ্ছুগুলা তুফান জোরদার হইয়া উডনের গতিকে হানাদার সোলজারগো অবস্থা অক্সরে কেরাসিন হইয়া গেছে, তখন ব্যাডায় খালি চিন্তিত্তে শুরু করলো, 'বাংলাদেশ কন্ট্রোলার মাইন্ডে আইস্যা গেছে— সব কিছু Normal আর হাজারে হাজারে বাঙালি রিফিউজি পাকিস্তান পা-পা-পায়েন্দাবাদ কইতে কইতে ফেরৎ আইতাছে।' এইসব কথা না শুইন্যা ইসলামাবাদে সেনাপতি ইয়াহিয়া পক্ পক্ কইর্যা বগল বাজাইয়া বিদেশী সাংবাদিক, World Bank-এর মেম্বর আর নানান দেশের পার্লামেন্টের সদস্যদের দাওয়াত দিয়া বইলো। 'আপনুয়া যে কেউই আইস্যা বাংলাদেশের অবস্থা দেইখ্যা যাইতে পারেন।' মওলবী সা'বর বুঝতেই পারলো না যে, হেতোনে টিক্কার বোগাচ কথাবার্তায় খাল কাইট্যা কুমির আনলো। অস্ট্রেলিয়ার সিড্নী থাইক্যা শুরু কইরা কানাডার অটোয়া পর্যন্ত ভামাম দুনিয়ার খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশনে দিনের পর দিন ধইর্যা খালি বাংলাদেশের খবরে ভইর্যা গেল। ইয়াহিয়া-টিক্কার নতুন নতুন উপাধি হইলো।

কেউ তারে দ্বিতীয় হিটলার কইলো— কেউ কইলো তৈমুর লং, নাদির শাহ, চেঙ্গিস খান এগো কাছে শিশু। আমেরিকার CBS টেলিভিশনে কয়েক কোটি লোক বাংলাদেশের ছবি দেখলো। কানাডা, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, সুইডেন, হল্যান্ডের পার্লামেন্ট বাংলাদেশের ব্যাপারে ছা-ছা কইর্যা জঙ্গী সরকারের গতরে থুক দিলো। World ব্যাংকের মেম্বররা তাগো রিপোর্টে সেনাপতি ইয়াহিয়ার গবর্ণমেন্টরে অক্সরে হোতাইয়া ফেলাইলো। Aid Pakistan Consortium-এর সমস্ত সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল। খোদ আমেরিকায় New York Times, ওয়াশিংটন পোস্ট, সাপ্তাহিক Times, News Week কাগজে এর লগে লগে মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা কার্য কারবারের রিপোর্ট ছাপাইতে শুরু করলো। লন্ডন শহরে একটার পর একটা বিক্ষোভ আরম্ভ হইলো। এইসব

খবর ইসলামাবাদের ছদর ইয়াহিয়ার কাছে আইতেই ঠাস্ কইরা একটা আওয়াজ হইলো— ব্যাডায় চিত্তর হইয়া শানের মধ্যে পইড়া গেছিলো। মাথায় কলসি কলসি পানি ঢাইল্যা ঠিক হওনের লগে লগে মওলবীসা'ব চিল্লাইয়া কইলো, 'তামাম দুনিয়া ঝুট হায়।' ব্যাস আইয়ুব খানের চালা বুট মহারাজ আলতাফ গহওর ময়দানে নামলো। পয়লা শ্বেতপত্র ছাপাইলো। আমরা কিছু কওনের আগেই BBC আর New York Times হেই শ্বেতপত্র অকরে ছেরাবেরা কইর্যা ফেলাইলো।

এই দিকে ছদর ইয়াহিয়া একটুক্ ট্রিক্স করলো— জেনারেল হামিদ, এয়ার মার্শাল এ. রহিম খান আর ভাইস প্রাডমিরাল হাছন সা'বরে আসল রিপোর্ট আননের লাইগ্যা বাংলাদেশে পাড়াইলো। হেগো রিপোর্ট না পাইয়া গেরাম দেশে যেমতে কইরা পোলাপানে চোতরা পাতা ঘষা খাইলে লাফায় সেনাপতি ইয়াহিয়া হেই রকম ফাল পাড়তে শুরু করলো আর খালি চিল্লাইয়া কইলো, 'এলায় করি কী, ও হামিদ এলায় করি কী? জেনারেল হামিদ ফুক্ কইর্যা হাইস্যা দিয়া কইলো, 'আমি নিরপেক্ষ।' ক্যামন বুঝতাছেন? হেগো খেইলডা কি রকম জিওট বাঁধতাছে।

এইবার ইয়াহিয়া সা'ব তার ভেড়ুয়া সেনাপতি জেনারেল পীরজাদারে ঢাকায় পাড়াইলো। কানে কানে কইলো, বদমাইশ টিক্কাবে সরাইতে পারলে তুমি কিন্তু হেইখানকার গভর্নর।' সেনাপতি পীরজাদা জবাব দিলো, 'হায় আল্লাহ, ম্যায় ইস্কো অন্দর নেহী হঁ। তব আপকা Order পে ম্যায় দ্যাক্ বাউজা।' পীরজাদা হেই যে আইস্যা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ঢুকলো জবাবে তাই বাইরাইনের নাম করে না। ব্যাডায় হানাদার সোলজারগো কুফা অবস্থা দেইয়া অকরে থ' মাইরা গেছে। 'World-এর Best সোলজারগো এইডা কি অবস্থা? সাজার তিরিশেকের উপর খুন-জখমি হইয়া গেছে? যারেই জিগায় এক জবাব, 'ব্যাডা বিচ্ছুলোগ, হামলোগকা ইয়ে হাল কিয়া।' এইরকম একটা ক্যাডাবেরাস অবস্থায় সেনাপতি ইয়াহিয়া লেঃ জেনারেল আজররে হানাদার দখলীকৃত এলাকায় নয়া গবর্নর কইরা পাঠাইলেন। তিন দিন তিন রাইত ধইর্যা আজর সা'ব পাওয়ার লওনের লাইগ্যা বইয়া থাকলো কিন্তু দুধ কলা দিয়ে যে কাল সাপ পুষছিলো, হেতোনে 'নো' কইর্যা দিছে।

জেনারেল টিক্কা ছদর ইয়াহিয়ার চিঠি ছিইড্যা ফেলাইছে— ব্যাডায় গবর্নরের পোস্ট ছাড়বো না। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের সাত-সেনাপতির তিনজন টিক্কার পিছনে আছে। হেই খুঁটির জোরে টিক্কা সা'ব 'কোৎ' পাড়তাছে। এই খবর না পাইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়া পুরা ব্যাপারডারে চাপিস্ করনের লাইগ্যা অকরে পাগলা হইয়া গেছে। চাচা আর মামুরা এইডা টের পাইলে যদি আবার ডট্ ডট্ ডট্ কারবার হইয়া যায়।

এরপর ছদর ইয়াহিয়া ১০ই আগস্ট বঙ্গাল মুলুক Tour করণের প্রোগ্রাম কেনচেল করছেন। হেইখানকার কারবার কিছুই বোঝা যাইতাছে না। হের মাইন্দে আবার মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুলা আইজ-কাইল খোদ ঢাকা টাউনেই ইচ্ছামতো কারবার শুরু করছে। আর মফস্বল এলাকায় মাইর-রে মাইর। ইয়াহিয়া সা'ব অহন নিজের জালে নিজেই

জড়াইয়া পড়ছেন। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম কেলংকারিয়াস ব্যাপার। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মাইন্দে অহন কেলংকারিয়াস ব্যাপার হইছে।

হেইখানে আইজ-কাইল ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। ছাগা ডরায় বাঘারে, বাঘা ডরায় ছাগারে...

৬৯

১১ আগষ্ট ১৯৭১

আপদ, বিপদ, মুছিবত। ইসলামাবাদে জঙ্গী সরকার এখন এক লগে এই তিনডার পাল্লায় পড়ছে। আপদ হইতাছে পশ্চিম পাকিস্তানের মাইর পিট, অর্থনৈতিক দূরবস্থা আর বাংলাদেশের মারা যাওয়াইন্যা মুছিয়াগুলার বিবি, বাল-বাচ্চার কান্দাকাটি; বিপদ হইতাছে তামাম দুনিয়ার মাইনষে যে জঙ্গী সরকারের গতরের মাইন্দে থুক মারতাছে হেইডা; আর মুছিবত? হেইডা মনে করলেই সেনাপতি ইয়াহিয়ার বুকের মাইন্দে খালি ঢেকীর পাড় দেওনের মতো শুমশুম আওয়াজ হয়। ওঃ হোঃ এখনো বুঝলেন না-মওলবী সা'বের মুছিবত কোনটা? বাংলাদেশের বিদ্রোহী হইতাছে ব্যাডার আসলি মুছিবত। এলায় বুঝছেন? আপদ, বিপদ আর মুছিবত এই তিনডা জিনিষ কীভাবে আইস্যা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের উপর আকর করছে।

একদিন-দুইদিন, এক হণ্ডা-দুই হণ্ডা, এক মাস-দুই মাস এমতে কইর্যা সাড়ে পাঁচ মাস গেছেগা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আপদ দিনকা দিন বাইড়াই চলতাছে। হেইখানকার শিল্পপতিরা বাংলাদেশের পৌনে আট কোটি লোকের বাজার হাতছাড়া হওনের গতিকে সিনা চাপড়াইয়া অকরে মহর্রমের মাতম শুরু কইর্যা দিছে, ইয়া আল্লাহ, ইয়ে কেয়া হো গিয়া।' পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের কলগুলা বেশির ভাগই তখন বন্ধ হওনের পথে। শুদামগুলাতে মাল অকরে পাহাড় হইয়া আছে। আমদানী লাইসেন্স না থাকনে আর বাজার গড়বড় হওনের গতিকে বহু কলকারখানা বন্ধ হইয়া গেছে।

এর মাইন্দে আবার বোরকাওয়ালীগো মিছিল বাইরাইতাছে। এই মাতারীগুলো চিল্লাইতাছে, 'হামলোগ কা শওহর ওয়াপস লাও, ইসিওরেন্স কা রুপেয়া দেও।' কিন্তু এই বোরকাওয়ালীগো অনেকেই জানেন না যে হেগো সোয়ামী মানে হাসবেদগুলা হয় বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাকের মাইন্দে হইত্যা আছে, না হয় গতরের মাইন্দে ব্যাভেজ বাঁধছে। এইদিকে আবার ইয়াহিয়া-নিয়াজীর দল কোনোরকম ঘোষণা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করণের লাইগ্যা ফউৎ হওয়া মুছিয়াগুলার জন্যি হেগো বিবির ইন্স্যুরেন্সের কোনো টাকা পাইবো না। মওলবী সা'বগো অবস্থা অকরে কাদা কাদা হইয়া গেছে। এর মাইন্দে আবার এক গিলাসের দোস্তু ভুট্টোর লগে খান সা'বের আইজ-কাইল ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। পিপল্‌স পার্টির নেতারা বলছেন, তারা ছদর-ইয়াহিয়ার ২৮শা জুন

১৮৯

তারিখের বক্তৃতা Like করতে পারে নাইক্যা। ইয়াহিয়া সা'বে কইছুইন, 'ক্যাচকার মাইন্ডে পইড়াই ২৮শা জুনের বেতার ভাষণ দিতে হইছিল। আসলে তার অন্য মতলব আছিলো।' ভুট্টো সা'বে কি রাগ? এর মাইন্ডে ইয়াহিয়া সা'বে নাকি পিপলস পার্টির ভাঙ্গনের কোশেশ করতাহেন। পাঞ্জাবের কাসুরী আর ডাক্তার মোবাস্থার তলে তলে ইয়াহিয়ার লগে হাত মিলাইছে। ভুট্টোও কম যায় না। লগে লগে সীমান্ত প্রদেশে ন্যাপওয়ালী আর জামাতুল উলেমা পার্টির লগে ভুট্টো সা'বে পার্টি বানাইছে। এই দিকে আবার জঙ্গী সরকারের ছয় জেনারেলের জনা দুই ছাড়াও খোদ পশ্চিম পাকিস্তানের মেলেটারির মাইন্ডে মদার ভুট্টোর লোকজন রইছে। হেগো মাইন্ডে খেইলটা এখন সোন্দর জইম্যা উঠছে। এলায় বুঝছেন? জঙ্গী সরকারের আপদ কারে কয়।

এইবার হইতাছে বিপদ। কলিকাতা-দিল্লি, লন্ডন-ওয়াশিংটন আর হংকং থাইক্যা দলে দলে বাঙালি কূটনীতিবিদরা 'জয় বাংলা' কইয়া চইলা আসনের গতিকে জঙ্গী সরকার অকরে ধাক্কা মাইরা গেছে। যা' থাকে কপালে কইয়া হগল বাঙালির পাসপোর্ট আটক করছে। কিন্তু কলিমুদ্দিন সা'বে বহুত লেইট কইয়া পেলাইছেন। এর মাইন্ডে ইংল্যান্ড, আমেরিকার খবরের কাগজ, টেলিভিশন আর রেডিওতে জঙ্গী সরকারের অকরে ধুনকরে যেমতে কইয়া তুলা ধোনে তেমাতে কইরা ধুনতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার খচা-মারা গবর্নমেন্ট অকরে পাগলা হইয়া প্রটেনের কাছে Protest করছে। এইডা খুবই খারাপ কথা- ইংলন্ডের খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশন কন্ট্রোল করতে হইবো। না হইলে ইসলামাবাদের লগে ইংলন্ডের মহকমে খুবই গ্যানজাম হইবো। ব্যাডা একখান। এরই কয় শব্দের নাম মারানি। লগে লগে ইংলন্ডের কাগজে খবর বাইরাইলো, বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর বিজুল গাবুর মাইর গুরু করছে। যে কোনো টাইমে যে কোনো জমজম এইসব কারবার হইতাছে। চট্টগ্রাম-চালনা বন্দরে বিজুলার ইচ্ছামতো কারবার চলতাছে। এর মধ্যে আবার আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া থাইক্যা এক জব্বর খবর আইছে। হেইখানকার গবর্নর মিল্টন শার্প বন্দরের শ্রমিকদের সাবাস বলেছেন। এইসব মাজদুররা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো জাহাজ থাইক্যা মাল উঠা-নামা করবো না। হেইদিন এই মার্কিনী শ্রমিকরা জঙ্গী সরকারের একটা জাহাজে 'পত্রপাঠ বিদায়' করেছেন। হেতোনরা কইছুইন বাংলাদেশ থেকে হানাদার সোলজার ফেরৎ না যাওন পর্যন্ত এই রকম 'বয়কট' চলবোই। এই দিকে প্যারিসে অক্টোবর মাসে যে পাকিস্তান Aid Consortium বৈঠক বইবো হেই ব্যাপারে মহা গ্যানজাম শুরু হইয়া গেছে। এই Consortium এ ১১টা দেশ একত্রে বইস্য জঙ্গী সরকারের টেকা ধার দেওনের কেইসটা ঠিক করবো। কিন্তুক ইয়াহিয়া খানের গবর্নমেন্ট আগের কিস্তির ৩৯ কোটি টাকা শোধ না দেওনেই গ্যানজাম হইছে।

গত বিশ বছরে এই ব্যাডারা প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ধার কইয়া বইছে। আন্তর্জাতিক Expert রা হিসাব কইরা দেখছে এই দেশটার লাল বাস্তি জ্বালানোর Time হইছে। আমেরিকার নিকসন সরকার নানা রকম ভাইল-পটকি মাইর্যা ইয়াহিয়া সা'বরে

টেকা দিলেও বাঁচাইতে পারবো না- এইটার আখের দম ছাড়নের আর বেশি দেরি নাইক্যা। এক মাসের হিসাব খনেই দেখা যাইতাছে যে, গত বছরের এপ্রিল মাসে যেখানে বাংলাদেশ থাইক্যা চৌদ্দ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রফতানী হইছিলো হেইখানে এই বছর এপ্রিল মাসে লুটপাট আর জোর-জবরদস্তি কইর্যা হানাদার সোলজাররা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার খনে মাত্র ৩৫ লাখ টাকার পাটজাতদ্রব্য বিদেশে কোনো রকম কাগজপত্র ছাড়া পাডাইতে পারছে। এরপর আবার চট্টগ্রাম-চালনা বন্দরে বিষ্ণুগুলার হেই কাম হইছে। গোটা বারো বিদেশী জাহাজ অকরে ছেরাবেরা হইয়া গেছে। বাকিগুলা 'ও মাই God' কইয়া ভাগছে। তবুও ইয়াহিয়া সা'বে একটা ভান্সা ডুঙ্গি হাতে নান্সা হইয়া প্যারিসে Consortium-এর বৈঠকে হাজির হওনের লাইগ্যা গতরের মাইন্দে কাড়ুয়ার তেল মাখতাছে। এতোসব বিপদের মাইন্দে মওলবী সা'ব বাংলাদেশের বদলে আবার চালিং করনের লাইগ্যা ইরান সফর করনের বুদ্ধি করছে। যদি-ই কোনোমতে ইসলাম ভাই ভাই কইয়া কিছু মালপানি জোগাড় করা যায়। হের পররষ্ট্র সেক্রেটারি ছোলতাইন্যা মস্কোর থাইক্যা ধাওয়া খাওনে ইয়াহিয়া সা'বে এখন নতুন ট্রিক্সের মতলবে আছেন। কিন্তু বিশ্ব শান্তি কাউন্সিল, পোপের ভ্যাটিকান, আন্তর্জাতিক জুরিস্ট হগ্গলে খান ছা'বের রক্ত মাখা গতরের মাইন্দে ঝুঁক দিতাছে। এইটাই হইতাছে জঙ্গী সরকারের বিপদ।

এইবার মুছিবতের কথা কয়। মুক্তি বাহিনীর হাজারে হাজারে বিষ্ণুগুলাই জঙ্গী সরকারের মুছিবত। মুছিবত আর আজরাইল ফেরেশতা এক লগে জঙ্গী সরকারের উপর আছর করছে। ভোমা ভোমা মছুয়া সোলজারগুলার হাজার চল্লিশেক এর মাইন্দেই হয় ফউত হইছে, না হয় হাসপাতালে হইতা থাইক্যা আল্লাহ-বিল্লাহ করতাছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার মানুষগুলা এখন বুঝছে পারছে 'মুক্তি বাহিনী আপনাদের আশেপাশেই রয়েছে।' হগ্গল বাঙালিই এখন মুক্তিসেনা। এর মাইন্দে আবার হানাদার সোলজারগো বহু কামান-মেসিনগান-ডিনামাইট-মাইন মুক্তি বাহিনীর কজায় আইছে। তাই অহন ক্যাদো-পানির মাইন্দে গুরু হইছে মছুয়া মারনের উৎসব। শীঘ্রি বলে আরো হাজার হাজার বিষ্ণু ময়দানে আইতাছে। তাই আজরাইল ফেরেশতা এখন হানাদার সোলজারগো জান কবজের পর নাম ঠিকানা লেখনের লাইগ্যা নতুন কেতার বানাইছে। এতো কইরা কইলাম এক মাঘে শীত যায় না। না, শুনলো না। তখন ব্যাডাগো কি চোটপাটি। এখন গাবুর বাড়ির চোটে হানাদার সোলজারগো মোথাডা মানে কিনা টিক্কা সা'ব হারু পাট্রির নেতা হইয়া রাওয়ালপিন্ডিতে ভাগছে। আর পিছনে মছুয়াগুলার 'মউত তুঝে পুকারতা'। বাঙালির মাইর দুনিয়ার বাইর। এর মাইন্দে আবার মওলানা ভাসানী, মনোরঞ্জন ধর, মনি সিং, মুজাফফর আহম্মদের হগ্গল পার্টি মিইল্যা বঙ্গবন্ধুর দোয়া-খায়ের পাওয়া নজরুল ইসলাম-তাজউদ্দিনের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পুরা সমর্থন কইর্যা বিবৃতি দিছে। শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই-এর প্রতি সব্বাই এক কথায় Support দিছে। এখন বাঙালিগো সামনে একটাই মাত্র কাম- হেইডা হইতাছে ধনা-ধন ডবল আপ কারবার করণের টাইম।

মালেক্যা পিয়াজী-ফিয়াজীৰ কোনো তেলসমাতি কাৰৱাৰই আৰ চলবো না। বঙ্গবন্ধুৰ এক কথাত উপৰই পুৰা Fight হই আছে।- এবাৰেৰ সঞ্ছাম স্বাধীনতাৰ সঞ্ছাম।

৭০

২৭ আগষ্ট ১৯৭১

দিনা কয়েক আছিলাম না। এয়াৰ মাইন্দেই ঢাকাত রেডিও গায়েবী আওয়াজ কি খুশি। মিছা কথা কহিতে কহিতে মাইক্ৰোফোনগুলা অন্ধৰে থুথু দিয়া ভৰাইয়া ফেলাইছে। ওহু হোঃ কেন আছিলাম না হেই কথাডা তো কহি নাই, না! আমি বিচ্ছুগুলাৰ কাৰৱাৰ দেখতে গেলিলাম। হেৰা আমাৰে ড্যাং দোলা কহিয়া লইয়া গেল। কোন কোন জায়গায় গেলিলাম হেইগুলা কমু কিনা ভাবতাছি। থাউক- এই কামডা রেডিও গায়েবী আওয়াজ হাইদ্যা লইছে। কি হইলো? কি হইলো? বুঝলেন না? তয় কহিতাছি- যখনই হুনবেন যে রেডিও গায়েবী আওয়াজ কহিতাছে অমুক অমুক জায়গাৰ থনে হেগো মছুয়া সালজাৱাৰা ভাসুৱদেৱ একেবাৰে হটিয়ে দিয়েছে, তখনই বুঝবেন সেই সব জায়গা আৰ আশে-পাশেৰ বিৱাট এলাকায় বিচ্ছুগুলাৰ তুফান কাৰৱাৰ হইছে আৰ ভোমা ভোমা জিনিষগুলা লেজ তুইল্যা দৌড়াই আছে।

ওঃ হোঃ বুঝছি, বুঝছি, বুঝছি- মুখটা ত্যাৰ কহিৱেইন না, মুখটা ত্যাৰা কহিৱেইন না। আপনাৰা যে রেডিও গায়েবী আওয়াজ শোনা একেবাৰে বাদ দিয়েছেন সেটা আমাৰ খেয়াল ছিল না। আমাৰে মাফ কহিয়া দিয়োন। কেইসটা আমি খুইল্যাই কহিতাছি।

ক্যাৰে হা-কৰা, ক্যাৰে আউয়াল? আও কৰিচ্চু না ক্যা? আ'লু, আ'লু, আ'লু- ক্যাচাল লিয়া আ'লু।' বছৰ কমেই আগেৰ কথা- আমি ট্ৰেনে বোনাৰ পাড়া থেকে বণ্ডা যাচ্ছিলাম। কমপাৰ্টমেন্টে একদল কলেজেৰ ছেলে W.T. মানে কিনা Without Ticket- এ যাচ্ছিল। এদেৰ মধ্যে একটা ছেলে নিষেধ কৰা সত্ত্বেও পেৰতেকটা ষ্টেশনে নাইম্যা প্যাট ফৰমে ঘুইৰ্যা ঘুইৰ্যা চেকাৰ লক্ষ্য কহিয়া Running টেৰেনে উঠতাছিল। সোনাতলা থাইক্যা টেৰেনডা ছাড়নেৰ পৰ হেই পোলাডা দৌড়াইয়া উড়লো। কিন্তু হেৰ পিছনে লগে লগে সাদা পোষাক পৰা আৰ একটা ব্যাডায় অইলো। পোলায় কিন্তুক বুঝতেই পাৰলো না যে হেতনে কি জিনিষ লগে আনছে। খালি কমপাৰ্টমেন্টেৰ হেই মূৰা থাইক্যা হেৰ এক দোস্ত চিল্লাইয়া উড়লো, 'ক্যাৰে হা-কৰা ক্যাৰে আউয়াল! আও কৰিচ্চু না ক্যা! আ'লু আ'লু, আ'লু- ক্যাচাল লিয়া আ'লু।' মানে কিনা সেইতো এলি খালি সঙ্গে কৰে 'মুৰ্ত্তিমান ঝগড়া' নিয়ে এলি আৰ কি? এৰ পৰ বুঝতেই পাৰতাছেন চেকাৰ আৰ পোলাগুলাৰ মাইন্দে কি ৰকম একটা গ্যানজম কাৰৱাৰ শুরু হইলো।

হেইদিন খুলনা জেলাৰ বসন্তপুৰ, কালীগঞ্জ, শ্যামপুৰ, মণ্ডতলা, ঈশ্বৰপুৰ, পাইকগাছা এলাকায় এইৰকম গ্যানজাম কাৰৱাৰ দেখছি। বিচ্ছুগুলা দিনা কয়েক আগে World-এৰ বেষ্ট পাইটিং পোৰ্চেৰ কাছ থনে যে সব হামান দিস্তা আৰ টেকিৰ মতো

যন্ত্রপাতি দখল করছিল, হেইগুলা লইয়া রওয়ানা হইলো। যাইতে যাইতে এঃ হেঃ পাখি,-
মানে কিনা রাজাকার পাইলো। এইগুলারে ধরা আর মারা তো অকরে পানি পানি।
বিকুগুলা করলো কি ধাওয়াইয়া সবগুলারে Clear কইর্যা ফেলাইলো। কিন্তু দুইডারে
পলাইতে দিয়া বাইনাকুলার ফিটিং কইর্যা দেখলো কোন মুহি যায়? আর মানে বুঝছেন?

ভোমা ভোমা মছুয়াগুলা কোন জায়গায় বইস্যা চা পার্টি-শিক কাবাব খাইতাছে,
হেইডা আন্দাজ করণ আর কি? এর মাইন্দে গেরামের মাইনষে কইল মালগুলা হেইমুহি
আছে। এর পরের কারবার আর কইতে পারমুনা- আহা রে মছুয়াগুলার দুগুখে আমার
বুকটা ফাইট্যা যাইতাছে। বিকুগুলা দুই তিন ভাগে যাইয়া হেই কারবার কইর্যা দিলো।
এলায় বুঝছেন- আল্লাহর দুনিয়ায় কেমন সুন্দর কারবার চলতাছে। জঙ্গলের মাইন্দে যেই
রকম ফেউ-এর চিৎকার শুনলে শিকারি বুঝতে পারে যে মানুষ খেকো জিনিষটা
কোনদিকে আছে- হেইরকম ধাওয়া খাইলে, রাজাকারগুলা যেইদিকে দৌড়ায়
হেইদিকেই ধচা-মারা মাল রইছে।’

এইদিকে বিকুগুলার কারবার হওনের পর দেহি কি-একটা মছুয়া ব্যাডায় খালি
চিল্লাইতাছে, ‘ইয়ে রাজাকার লোগ্ দুশমনকো রাস্তা দেখলায়া।’ ইতনা ট্রেনিং দিয়া কে
হামলোগ্কা তরফ দৌড়ো মত- দূসরা তরফ দৌড়ো হুকুতি ইয়ে লোগ্ হামারা তরফ
মুসিবত লেকে আ গিয়া।’ লগে লগে আমার মনে পড়িয়া গেল হেই বগুড়ার সোনাতলার
কথা ‘ক্যারে হা-করা, ক্যারে আউয়্যাল, আ’লু-অ’লু, আ’লু- ক্যাচাল লিয়া আ’লু।

হ-অ-অ-অ। এইদিককার কারবার বুঝছেন নি? অকরে তেলেসমাতি ব্যাপার।
বাংলাদেশের বাহাদুরাবাদ ঘাট দিয়া যারা সাতায়াত করছুন তাগো মনে থাকনের কথা।
ঢাকার থনে ট্রেনডা ঘাটে যাইয়া হাজির হওনের লগে লগে খালি হৈচৈ আর চিৎকার।
হের মাইন্দে সবচেয়ে বড় আশঙ্কাটা হইতাছে ‘জাহাজ ছাড়নের বহু দেবী আছে, এই
যে কলিমুদ্দিনের হোটেল- খাবেন ভালো পাকা পায়খানা আছে। প্যাসেঞ্জার যাইয়া
খাইতে বইয়া খালি বিসমিল্লাহ কইর্যা লোকমা মুখে দেওনের লগে লগে মালিকের
লোকজন চিল্লাইয়া উঠলো ‘তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করেন ফুলহড়ির জাহাজে সিটি
মারছে।’ এরপর বুঝতেই পারতাছেন- প্যাসেঞ্জারগো মাইন্দে কি রকম একটা
ক্যাডাভেরাস অবস্থা হইলো। হেরা কলিমুদ্দিনের পাল্লায় পড়ছিল।

আইজ-কইল নয়া কলিমুদ্দিন বাইরাইছে। হের হাতে, মুখে, গতরে খালি রক্তের
দাগ। এই নয়া কলিমুদ্দিনের নাম হইতাছে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। ব্যাডার
Advisor রা কইছে ‘হপনের মাইন্দেই যখন খাইতাছেন, তখন ছ্যার রসগোল্লা খাইতে
দোষটা কি?’ তাই হাতের কাছে নাই জাইন্যাও মণ্ডলবীসা’বে আওয়ামী লীগ মেম্বারগো
মাইন্দে ভাগাভাগি করণের লাইগ্যা কেমন সোন্দর ট্রিক্স কইর্যা ৮৮ জনকে বেআইনী
৭৯ জনরে আইনী কইয়া ফাল পাড়তাছে। আর কলিম উদ্দিনের মতো চিল্লাইতাছে ‘আ
যাও, আ যাও, সব কই আ যাও। সব Normal হো গিয়া।’

ঢং.. কি হইলো? কি হইলো? ঢাকা টাউনে আবার বোম ফুটছে। ঘেটাঘ্যাট,

ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট। কি হইলো? কি হইলো? চালনা আর চট্টগ্রাম বন্দরে মার্কিনি, চীনা, জাপানি আর পশ্চিম পাকিস্তানী জাহাজ বিক্ষুব্ধতার গাবুর বাড়ির চোটে ফাতা-ফাতা হইয়া গেছে। ইয়াহিয়া সা'বে ফুটি মাইর্যা দ্যাছে কি? খুলনার দক্ষিণমুরা বাংলাদেশের ফ্লাগ পত্ পত্ কইর্যা উড়তাছে।

রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, কুষ্টিয়াতেও একই কারবার। এই রকম একটা অবস্থায় লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার জানিয়েছেন, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে ইয়াহিয়া সা'বরে আর উপ-নির্বাচন করতে হবে না। আইজ-কাইল Candidate পাওনই মুশ্কিল। দালালরাও কেইসটা বুঝতে পারছে। হের মাইন্দে আবার বিক্ষুব্ধতা তুফান হেইকাম করতাছে। তবুও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমাগো কলিমউদ্দিন থুরি ইয়াহিয়া খান এখনও আওয়াজ করতাছে, 'আইস্যা পড়েন, আইস্যা পড়েন।' ব্যাডা একখান!

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, 'দিনা কয়েক আছিলাম না। এর মাইন্দে নয়া কলিমউদ্দিন ইয়াহিয়া খান সাব চাপিং করছুইন- কিন্তু হেই গুড়ে বালি।

৭১

২৮ আগস্ট ১৯৭১

ইসলামাবাদে ভয়ংকর দুঃসংবাদ যেয়ে পৌঁছাছে। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী সরকার এখন চারিদিকে সরিষার ফুল ফোটে গুরু করছে। আল্লাহর রাইত পোহাইলেই খালি খারাপ খবর আইস্যা হাজির হইতাছে। বহু তেল পানি খরচ কইর্যা বিদেশী জাহাজ ভাড়া কইর্যা জঙ্গী সরকার কুমারীর খনে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে লাড়াই-এর মালপত্র পাড়াইবার যে ব্যবস্থা করছিলেন, এলায় হেইডার বারোটা বাজছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা এইসব মাল বোঝাই জাহাজগুলোতে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে ডাবিশ করছে। টিক্কা-নিয়াজীর দল এই কুফা খবরডারে চাপিস করণের লাইগ্যা বহুত ট্রিক্স করছিল। কিন্তু ঢাকায় যেসব সাদা চামড়ার খবরের কাগজের রিপোর্টার বইস্যা রইছে, হেরাই খবরটারে আরো মজবুত কইর্যা পাড়ানোর গতিকেই আন্তর্জাতিক জাহাজ কোম্পানিগুলো 'ও মাই গড' কইয়া চিল্লাইয়া উঠছে। হেতোনরা আর পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশে জাহাজ পাড়াইবো না বইল্যা ঠিক করছে। অথচ জঙ্গী সরকার এইসব বিদেশী জাহাজ ভাড়া করণের লাইগ্যা কত কষ্ট কইর্যা সাইক্লোন আর দুর্ভিক্ষের নামে আমেরিকার খনে পাঁচাত্তর লাখ ডলার হাতাইছিল। আর বাংলাদেশে হানাদার সোলজারগো বুঝাইছিল যে তোমাগো Supply ঠিক মতনই যাইবো। কিন্তুক মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুব্ধতা ইয়াহিয়া-টিক্কার সমস্ত হিসাব গড়বড় কইর্যা দিছে। এলায় উপায় কি! যদি মুছিয়াগুলো টের পায় যে হেগো Supply-এর অবস্থা অন্ধরে ছেরাবেরা হইয়া গেছে আর বাংলাদেশের গেরামের মানুষ যেমতে কইর্যা চৈতমাসে দল বাইন্দা পলো, ল্যাজা, কুঁচা দিয়া বিলের

মাইন্ডে মাছ ধরে, মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুব্ধতা ক্যাদো আর প্যাকের মাইন্ডে হেইরকম একটা কারবার এর মাইন্ডেই শুরু করেছে তা' হইলে উপায়ডা কি?

লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজের ক্রেয়ার হরিংওয়ার্থ তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যাতে করে মুক্তি বাহিনীর সাফল্যজনক হামলাগুলো জানতে না পারে সেজন্য জঙ্গী সরকার আশ্রয় চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তুক এইসব বিক্ষুব্ধতা চট্টগ্রাম ও চালনার কারবার ছাড়াও এর মাইন্ডেই ১৫৭টা বড় রকমের ব্রিজ ও এক হাজারের উপর ছোট ব্রিজ এবং কালভার্ট গুড়া কইরা ফালাইছে। পয়লা দিকে একটা সৌন্দর্য competition চলছিল। বিক্ষুব্ধতা ব্রিজ আর কালভার্ট ভাঙ্গে, হানাদার সোলজাররা হেইগুলো মেরামত করে। কিন্তুক ব্রিজ কালভার্ট ভাঙনের সংখ্যা এই রকম বাইড়া গেল যে মছুয়াগুলো আর মেরামত কইর্যা সারতে পারলো না। এর মাইন্ডে নিউইয়র্ক টাইমসের ম্যালকম ব্রাউন ঢাকার খবর তার রিপোর্টে কইছুইন, প্রতি রাইতে গেরিলাদের বোমা, গুলি আর ধ্বংসাত্মক কাজ একটা নিয়মিত কারবারে দাঁড়াইছে। ঢাকা টাউনে গেরিলারা দিকি প্রচারপত্র বিলি করতাছে— এমনকি দেয়ালের মধ্যে পোস্টার পর্যন্ত পড়তাছে। তাই ঢাকা টাউন অন্ধরে জনশূন্য হইয়া পড়তাছে। গেরিলাদের হামলায় হোটেল Intercontinental-এর নিচের তিনটা তলার অবস্থা যথেষ্ট হইয়ে গেছে। বিদেশীরা ঢাকায় বাইর হওন এক রকম বন্ধ করছে।

এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান এক ছফর কাম করছে। ব্যাডায় লাহোরে ডাক্তারগো এক সেমিনারে চমৎকার একটা বাদী পাঠিয়েছেন। হেতোনে কইছুইন, 'বহ মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য রক্ত প্রস্ফুটন। আপনারা রক্ত সংগ্রহ করুন।' ক্যামন বুঝতাছেন? এইসব মূল্যবান জীবন কোনগুলো? হেই যে কইছিলাম বিক্ষুব্ধতার গাবুর বাড়ির চোটে বাংলাদেশে এক ডিভিশনের মতো হানাদার সোলজার 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্' কইয়া কাতরাইতাছে— এই মূল্যবান জীবন হইতাছে হেইগুলো। এলায় বুঝছেন গ্যানজাম কি পরিমাণ শুরু হইছে।

এর মাইন্ডে ইসলামাবাদে আবার একটা কুফা সংবাদ যাইয়া হাজির হইছে। ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, লন্ডন, হংকং, দিল্লী, কলকাতায় দলে দলে বাঙালি কূটনীতিবিদরা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের লগে যোগ দেওনের গতিককে জঙ্গী সরকার আর কোনো রকম বাঙালিগো বিশ্বাস করতে পারতাছে না। এসোসিয়েটেড প্রেস আর আমেরিকার এক খবরে বলা হইয়েছে, জঙ্গী সরকার হেগো এয়ার ফোর্সের হগ্গল বাঙালি অফিসারগো আর ডিউটি দিবো না বইল্যা ঠিক করছেন। এতে কইর্যা পশ্চিম পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের মাইন্ডে একটা ক্যাডাবেরাস অবস্থার সৃষ্টি হইছে। কোনো পেলেনের পাইলট আছে তো নেভিগেটর নাইক্যা আবার কোনো পেলেনের নেভিগেটর আছে তো পাইলট নাইক্যা। এয়ার ভাইস মার্শাল রহিম খানের এখন চান্দি গরম হইয়া গেছে। কেননা হেগো এয়ার ফোর্সের প্রতি একশ' জনের ৩৫ জনই হইতাছে বঙ্গভাষী।

আঃ হাঃ একটুকু পশ্চিম পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের History কইতাছি, এর মাইন্ডেই

অন্ধরে অস্তির হইয় পড়লেন। তয় কইতাছি হোনেন, ১৯৬৫ সালে যখন এই মছুয়াগুলার ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করণের যে চিরকিৎ হইছিল হেই সময় হেগো যত অফিসার মরছিল, এইবার বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইন্দে তার থাইক্যাও অনেক বেশি অফিসার পডল তুলছে। এই সব অফিসারের নম্বর ছয়শোর উপরে উডছে।

দুই চারডা নাম ছনলেই বুঝতে পারবেন— কি ধরনের মালগো বিক্ষুরা খাতির জমা করছে। সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর লেঃ জেনারেল অজরের পোলা ক্যাপ্টেন সারোয়ার, কুমিল্লায় মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের রিজভি সা'বের জামাই ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস, ময়মনসিংহে নৌবাহিনীর কমোডোর কামাল খানের ভাই মেজর আজিম কামাল খান, টাঙ্গাইলে লেঃ জেনারেল রেজার জামাই ক্যাপ্টেন হাশেম খান, সিলেটে আজরাইল ফেরেশতারে 'ইয়েচ ছ্যার' কইয়া অন্ধরে গায়েব হইয়া গ্যাছেগা। এইসব খবর ইসলামাবাদে যাইয়া পৌছানোর লগে লগে হেইখানে খালি আওয়াজ উঠছে, 'হ্যায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া?'

মওলবী সা'বে কিছু কওনের আগেই আর একটা খারাপ খবর ওয়শিংটন থাইক্যা আইস্যা হাজির হইছে। আমেরিকার আইনে রইছে কোনো দেশ ট্যাকা ধার লইয়া কিস্তি শোধ দ্যাওনের টাইমের পর ছয়মাস গেলোগা, হেই দেশের আমেরিকা আর নতুন ধার দিতে পারে না। এম.এম. আহম্মক আস্তে কইর্যা, হেই ইয়াহিয়ারে কইছে, আমেরিকার খনে এইরকম ধারের পরিমাণ এলায় ৪০০ কোটি ডলারে দাঁড়াইছে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম— ইসলামাবাদে অহন একটার পর একটা দুঃসংবাদ যাইয়া পৌছাইতাছে। আর জঙ্গী সরকার চারদিকে সরিষার ফুল ফোটে পাইতাছেন। ক্যামন বুঝতাছেন!

৭২

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

গ্যাড়াকল। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন জব্বর গ্যাড়াকলে পড়েছেন। যে কামের মাইন্দেই হাত দিতাছেন, হেই কামই গড়বড় হইয়া যাইতাছে। কেইসটা কি? পয়লা নিজের মেলেটারি খাড়া কইর্যা ইলেকশন করাইলো। ব্যাডায় ভাবছিল এক টিলে দুই পাখি মারবো। দুনিয়ার মাইনষেরে বুঝাইবো জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেওনের লাইগ্যা হের দিলডা খালি জারে জার করতাছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যখন তার পকেটের মাইন্দেই রইছে তখন বাংলাদেশ খনে তিনডা মুছলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, পি.ডি.পি নেজামে ইসলাম জমিয়তে ইসলামের ফকা, ফরিদ, ছবুর-ঠাণ্ডা, আলিম-কাদের, খাজা-আজম, কাসেম, শফিকুল, চুষ পাজামা—এরা মিইল্যা ধর্মের জিগির আর মাল-পানি খরচ কইর্যা কিছু সিট পাইলেই তো' কেল্লা ফতে। কিন্তুক ইলেকশনের মাইন্দে হগ্গল দালাল মহারাজই হইত্যা পড়লে এলায় উপায় কি? আওয়ামী লীগ ১৬৯টা সিটের ১৬৭টা সিট দখল করণের গতিকে মওলবী সা'ব নতুন ট্রিক্স করলো। এই ট্রিক্স-এর নাম

১৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘মাখ্বনবাজী’। সেনাপতি ইয়াহিয়া তার গলার আওয়াজ খু-উ-ব নরম কইর্যা শেখ মুজিবরে পাকিস্তানের ভারী প্রধানমন্ত্রী বইল্যা ডাক দিলো। কিন্তু ডাইল গল্‌লো না।

এইবার ইয়াহিয়া ছা’ব ভুট্টোর লগে গুফতাগু কইর্যা আংকা পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ করলো। উনি Think কইর্যা দেখলেন, এমতে কইর্যা চাপ দিলে যদি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ কাইত হয়। কিন্তু জবাবে শেখ সাহেব শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। এইবার ব্যাডায় আলাপ-আলোচনা শুরু কইর্যা তলে তলে পশ্চিম পাকিস্তান থাইক্যা আরো সৈন্য আনলেন। হের পর কথা নাই বার্ত নাই Internal Affair কইরা বেগুমার মানুষ মার্ভার কইর্যা বাহাত্তুর ঘণ্টার মাইন্দে বাংলাদেশ কন্ট্রোল করণের লাইগ্যা হের চিরকিং হইলো। কিন্তু বাহাত্তুর ঘণ্টা কেন বাহাত্তুর দিনেও কিছুই হইলো না। বছরের পর বছর ধইর্যা ভইম্যা ঘি আর ডালডার পরাটা খাইয়া যে সোলজারগুলার গতরের মাইন্দে জেল্লা দিতাছিল বিদ্রুগুলার কোবানীর চোটে হের পরায় দুই ডিভিশন হয় বাংলাদেশের কাদেয়ার মাইন্দে ছইত্যা পড়তাছে, না হয় গতরের মাইন্দে ব্যাভেজ বাইন্দা কাতরাইতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া তার Prestige টিলা হওনের গতিকে লাহোর রেঞ্জার্স, নর্দান রেঞ্জার্স, সশস্ত্র পুলিশ, গিলগিট কাউন্ট, গায়ের এলাকার ফৌজ, যারেই হাতের কাছে পাইলো সব বঙ্গাল মুলুকে গুড়াইলো। কিন্তু ক Position আরো খতরনাক হইয়া পড়লো। এই টাইমের মাইন্দে হাজারে হাজার গেরিলা ট্রেনিং লাইয়া বাংলাদেশে ছড়াইয়া আরে মাইর-রে মাইর।

এইবার ছদর ইয়াহিয়া তার দালাল ফকরুদ্দিন-হরিবল, ছবুর, ঠাণ্ডা-আজমগো লইয়া ঘেট-সরকার বানাইতে চাইলো। তার জালি দোস্তরা পর্যন্ত কইলো, এইগুলো তো হারু পার্টির দল- এইগুলো দিয়া কাম হইলো। কইলকান্তার আদি নিবাসী উর্দুভাষী আলহাজে জহির উদ্দিন ময়দানে নামলো। যদি কিছু আওয়ামী লীগ মেম্বাররে জালে ধরা যায়। চেহারাডারে বাংলা অংকের পার্টির মতো কইর্যা হাজী সা’বে বায়তুল মোকাররমে জুম্মার নামাজ আদায়ের পর কুর্মিটোলায় যাইয়া ‘ইয়া আল্লাহ তুমি কি করলা’ কইয়া দম ফালাইলো। লগে লগে বহু চোটপাট কইর্যা বেগম আখতার সোলেমান স্পিশাল মিশনে করাচীর থনে ঢাকায় আইলো। চারদিকে খালি হারু পাট্রির নেতা ছাড়া আর কাউরেই বেগম সাহেবানের নজরে আইলো না। বহুত টেরাই করণের পর মহিলা অক্সরে লন্ডনে ভাগোয়াট।

এলায় খান সাহেবে ২৭শা জুন এক বেতার বক্তৃতা দিয়া কইলো, “আওয়ামী লীগরে বেআইনী ঘোষণা করছি বটে, কিন্তু Individual Capacy তে হেরা মেম্বার রইছে। আমি শিখী ইনকোয়্যারি কইরা কিছু মেম্বাররে ভালো লোক বইল্যা সার্টিফিকেট দিলে হেগো মেম্বারশিপ থাকবো- বাকিগুলার কাছ থনে কৈফিয়ত লইয়া উপনির্বাচন কইর্যা পার্লামেন্ট বানামু।’ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

এর মাইন্দে আবার পশ্চিমী দেশগুলার চাপে মওলবী সা’ব রিফিউজি ফেরত লওনের লাইগ্যা Reception centre খুইল্যা রেডিওর মাইন্দে কি কান্দন! মনে লয় লায়লী-মজনু আর শিরি-ফরহাদের পালা শুরু হইছে। দিনা দুইয়ের মাইন্দে ঘোষণা কইর্যা বইলো হাজারে হাজার রিফিউজি ফেরৎ আইতাছে। কিন্তু একজন সাদা চামড়ার রিপোর্টার

Reception Centre শুলা ঘুইয়া রিপোর্ট দিলো, 'একটা সেন্টারে মাত্র গোটা ছয়েক খেঁকি কুত্তা ছাড়া অর কিছুই দেখতে পাই নাইক্যা।' জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান কইলো, 'রিফিউজি ফেরৎ গেলে হেগো লাইফের Risk নিতে পারি না।' বাইস জঙ্গী সরকারের হগ্গল কেরামতি ফাঁস হইয়া গেল। দুনিয়ার মাইনবে হাড়ে হাড়ে বুঝলো বাংলাদেশে Normal হওয়া তো দূরের কথা হেইখানে দারুণ গ্যানজাম চলতাছে। আর এর মাইন্দে শুরু হইছে বিচ্ছুগুলার ক্যাচকা মাইর।

এইবার সেনাপতি ইয়াহিয়া নতুন ট্রিক্স করলো। ব্যাডায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লগে আলোচনার প্রস্তাব দিলো। যদি কোনোমতে ইন্ডিয়ারে এই আলোচনার টোপ গেলানো যায়, তা' হইলে লগে লগে চিল্লাইয়া উঠবো, 'কেইসটা পশ্চিম পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মাইন্দে না, কেইসটা হইতাছে দিল্লী আর ইসলামাবাদের মাইন্দে। শ্রীমতী গান্ধী 'নো' কওনের লগে লগে ইয়াহিয়া খান চোঁচাইয়া উঠলো, 'আমি ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করমু- আমার লগে নতুন মামু আছে।' তবুও ব্যাডায় পুরা ব্যাপারটারে দিল্লী-ইসলামাবাদের ব্যাপার বইল্যা প্রমাণ করতে চায়। অ্যাঃ অ্যাঃ ক্যাডা যেনো ব্যাডার কানের মাইন্দে কইলো, 'বেশি ফাল পাড়িস না।' অমতেই খান সা'বে কাউঠ্যার মতো মাথাডারে ভিতরে ঢুকাইয়া লইলো। কিন্তু ব্যাডার ট্রিক্সের শ্যাম নাই। আওয়ামী লীগ নেতাদের সম্পত্তি নীলাম করলো।

এরপর আওয়ামী লীগের মাইন্দে ভান্ডাভান্ডি করণের দূরশায় ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর দল ৮৮ জন আওয়ামী লীগ মেম্বারের আইনী আর ৭০ জন বেআইনী ঘোষণা করলো। মনে লয় হেগো এই এলানে আওয়ামী লীগ মেম্বারেরা অকরে দৌড়াইয়া যাইয়া মউতের দরবারে হাজির হইবো অর কি? কিন্তু তাগো Propaganda র শেষ নাই। হেগো ঘোষণায় বেআইনী আওয়ামী লীগ মেম্বারগো ২৬শে আগস্ট কুর্মিটোলায় হাজির হইতে কইছিল কিন্তু একজনও খায় নাই বইল্যা ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টাইম বাড়াইছে।

ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর মাথায় বুদ্ধি অকরে গিজগিজ করতাছে। এইদিকে আওয়ামী লীগের হগ্গল মেম্বাররা মুক্ত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে शामिल হইছেন। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের গাবুর মাইরের চোটে যখন চট্টগ্রাম চালনা বন্দরে দশটা জাহাজ ঘায়েল হওনে বাকীগুলো ভাগছে, সিলেট এলাকায় হানাদারদের স্টিমার, লঞ্চ, গাধা বোট গেরিলারা দখল করছে। খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লায় বিরাট এলাকা মুক্ত হইছে, পেরতেক রাত্রি ঢাকা টাউনে বিচ্ছুগুলার হেইকাম চলতাছে, বাড়ির চোটে জঙ্গী সরকার আদম শুমারী পর্যন্ত এক বছরের লাইগ্যা পাউছাইয়া দিছে। পিআইএর আরো সোলজার মউতের মুখে ঢওয়াইতাছে আর ইয়াহিয়া খান নিজেই পশ্চিম পাকিস্তানে রক্ত সংগ্রহের আবেদন করছে, তখনও ব্যাডায় ট্রিক্সের পর ট্রিক্স করতাছে। হগ্গলের শ্যামে মরা গবর্ণর বহাইয়া আবার ট্রিক্স।

কিন্তু কইছিলাম না গ্যাঁড়াকল। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন জবর গ্যাঁড়াকলে পড়ছেন। যে কামের মাইন্দেই হাত দিতাছেন, হেই কামই গড়বড় হইয়া যাইতাছে। ইয়ে কেয়া মুসিবত?

খুলেছেন। সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার খুলেছেন। সেনাপতি ইয়াহিয়ার আবার মুখ খুলেছেন। প্যারিসের দৈনিক 'লা ফিগারো'র এক সংবাদদাতার কাছে ইয়াহিয়া সা'বে বলেছেন যে, তার সৈন্য বাহিনী বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা একেবারে কন্ট্রলের মধ্যে এনেছেন, তবে....। আঃ হাঃ আমাগো ছক্কু মিয়া ইয়াহিয়া সা'বের লেকচার শেষ হওনের আগেই চিল্লাইয়া উঠলো, 'বুছছি, বুছছি। পাকিস্তানের পয়লা জামানায় নুরুল আমীন সা'বও এইরকম একটা কারবার করছিল। ছক্কুর আংক্যা চিল্লানীতে ঠাটারী বাজারের কাউল্যা একটু ডরাইয়া গেছিলো। গলাটার মাইন্দে দুইতিন বার জোর খ্যাকরানি মাইরা ধমক দিয়া কইলো, 'আবে এই ছক্কু, কেইসটা ঠিকমতো বুঝতে দে। আগেই চিল্লাইলে বুঝমু কেমনে?' ছক্কু একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিয়া কইলো, 'তয় কইতাছি হোন।' 'আমরা যেমন পাকিস্তানের পয়লা জামানায় ঢাকার মাইন্দে রোজার টাইমে বিড়ি মুখে দিয়া রাস্তাঘাটে বে-রোজদারগো ধাওয়াইয়া বেড়াইয়া ইসলাম রক্ষা করতাম, হেইরকম আমাগো শরাব খাওইন্য অফিসারগুলা হেই মিয়া ইসলামের ইজ্জত রক্ষার জন্য নুরুল আমীন সা'বেরে দিয়া একটা আইন বানাতিছিল। হেই আইনের যে কেতাব হেই কেতাবের পয়লা পাতায় লেখা আছিলে 'সব মদ বঙ্গাল মলুকে মদ খাওয়া হারাম ও বেআইনী।' তবে দুই নাষার পাতার মাইন্দে কয়েকটা 'কিন্তুক' রইছিল। মানে কিনা এইসব অবস্থায় রঙীন পানি খাওয়া হইবো। পক্ষৎ কইর্যা একগাদা পানের পিক ফেলাইয়া ছক্কু একটুক কাউলার দিছে Angle কইর্যা নজর মাইরা আবার বাইতে গুরু করলো। বুঝলি কাউল্যা, 'এই কিন্তুকের পয়লাডা হইতাছে, আগের থাইক্যা অভ্যাস থাকলে, হেই ব্যাডায় মাল আসিতে পারবো। দুই নম্বরে হইতাছে, ডাক্তারে যদি লিইখ্যা দেয়, তয় যে কোনো ব্যাডায় মদ খাইতে পারবো। আর তিন নম্বরে রইছে, যারা মুসলমান না, তাগো মদ খাওনের ব্যাপারে কোনোই নিষেধ নাইক্যা। মানে তুমি যদি কোনো হিন্দু দোস্তরে লইয়া বারে যাও, তয় কেউই তোমারে না করতে পারবো না, আর পারমিটেরও দরকার হইবো না। ক্যামন বুঝতাছস্।

কাউলা কইলো, ভালোই বুঝতাছি। এলায় ক' এইডার লগে ইয়াহিয়া সা'বের কথাবার্তার মিলডা কোনহানে পাইলি? তয় তুমি বুঝছো নট্কা। দুইডা কারবারের মিল হইতাছে 'কিন্তুকের মাইন্দে'। বুঝলি। মদ বেআইনী করণের আইনডার মাইন্দে যেমন কিন্তুক দিয়া মাতালগো সব মুকিল আসান কইর্যা দিছে। হেই রকম ইয়াহিয়া ছা'বের 'কিন্তুকের' মাইন্দে হগ্গল কিছুই রইছে। মণ্ডলবী সা'বে কি সোন্দর কইছেন, 'সব কন্ট্রলের মাইন্দে— কিন্তুক....।' বুঝলি কাউল্যা এই কিন্তুকের মাইন্দে কি রইছে জানস্? এই কিন্তুকের মাইন্দে রইছে, মুক্তি বাহিনীর বিষ্ণুগুলা চিটাগাং-চলনায় দেশী-বিদেশী জাহাজ ডুবাইছে, সিলেটে লাইন কইর্যা লঞ্চ গাধাবোট দখল করছে, কুমিল্লা-

নোয়াখালীতে বাড়ির চোটে মছুয়াগুলো তক্তা বানাইছে, খুলনার দক্ষিণ মুড়া মুক্ত করছে, কুষ্টিয়া যশোর, রাজশাহী চাপাইনওয়াবগঞ্জ, রংপুর-দিনাজপুর ডট ডট ডট কারবার করছে। এর লগে লগে শুরু হইছে খালি নাইক্যার কারবার। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার রেল-লাইন- নাইক্যা, রাস্তাঘাট-নাইক্যা, ব্রিজ-কালভার্ট- নাইক্যা, গবর্ণমন্টের শাসন- নাইক্যা, স্কুল-কলেজ- নাইক্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য- নাইক্যা, কলকারখানার কাম- নাইক্যা, খাবার-দাবার- নাইক্যা। চারদিকে যহন খালি গুম গুম কইর্য নাইক্যার আওয়াজ উঠতাত্তে তখন সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান খালি একটা কিত্তুক জুইড়্যা দিয়া চোপাবাজি করতাত্তে 'সব কিছু কন্ট্রোলের মাইন্দে। কিত্তুক...।'

'আবে এই কাউল্যা, এলায় বুঝহুস্ এই কিত্তুকের মজমাডা।' এর মাইন্দে আবার ইয়াহিয়া খান সা'বে একটুক্ কইর্যা বইলো, টিক্কা চা'বের কাছে হিসাব চাইলো। তাই বইল্যা ভাববেন না যে গরু-মোষের হিসাব। মছুয়া মানে কিনা সোলজারের হিসাব চাইলো। জেনারেল পীরজাদা জমা-খরচের খাতা দেইখ্যা ছদর ইয়াহিয়াকে বলেছে, 'ছ্যার টিক্কার নামে পাঁচ ডিভিশন সোলজার আছে। কিত্তুক ব্যাডায় খরচের হিসাব দিতাত্তে না। তবে জেনারেল পিরাজীর টেলিগ্রামে ডেইনখাস খবর রইছে। পাঁচ মাসের লাড়াইয়ে পুরা এক ডিভিশন গায়েব, হাসপাতালে আর Missing লিষ্টিতে আরও এক ডিভিশন রইছে। এইগুলো স--ব 'কিত্তুকে'র কারবার। খান সা'বে Think কইর্যা দেখলো ঠিকই তো ব্যাটা টিক্কা তো খালি চোপাবাজি কইর্যাই চলতাত্তে। আর এই দিকে World-এর বেস্ট সোলজারগুলো অকস্মিক হওনের পথে, কেইসডা কি?

পাঁচ মাসের মাইন্দে এতবার টিক্কাই নিলাম বাংলাদেশ ট্যুর করতে পারলাম না। ব্যাডায় খালি কয় সব ঠিক আছে কিত্তুক আপ বঙ্গাল মুলুকমে মত্ আইয়ে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার হানাদার বাহিনীর সমস্ত সেক্টর কম্যাণ্ডারগো হাতের মাইন্দে আইন্যা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার টিক্কা খানের টিকি ধইর্যা টান দিছে। 'খেইল খতম, পয়সা হজম। ১৪৭ দিন বাদ টিক্কা খানের গবর্ণরগিরি গেছেগা। ফ, কা, ফরিদ-হরিবল-খাজা-আজম-সবুরগো মতো এই ব্যাডাও একজন হারু মিয়া হইলো। রক্ত দিয়া গোছল কইর্যাও টিক্কা মিয়া হইর্যা গেছে।

গোয়েরিং, আইখম্যানের লগে টিক্কার নামও খুনী হিসাবে History-তে লেখা থাকবো। কিত্তু কেইসটা কি? টিক্কা খানের ডিসমিস্ আর দাঁতের ডাক্তার আব্দুল মোস্তালেব মালেক্যারে নয়া গবর্ণর করণের কোথাও কোনো আলোচনা পর্যন্ত ছনতাই না কেন? ও' বুঝছি, এইডারেই কয় নতুন বোতলে পুরনো মদ। এইডা হইতাত্তে ছদর ইয়াহিয়ার Internal ব্যাপার। ব্যাডায় টিক্কারে নতুন হ্যাংগা করলো কি করলো না, তাতে মাইনষের কি আসে যায়? খালি জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচীতে মিডাই-এর দোকানের সামনে চাম-উঠা মালগুলার মতো ঘেউ ঘেউ কইরা উঠছে ঠকাইছে, ঠকাইছে। ছদর ইয়াহিয়া ঠকাইছে। মালেক্যারে নয়া গবর্ণর করার মানে কিত্তুক জনপ্রতিনিধিদের হাতে

ক্ষেমতা দেওন না। ইয়াহিয়া সা'বে হারু পাণ্ডিগুলাৰে দিয়া নতুন নতুন ষড়যন্ত্ৰ কৰতাইছে। ইয়াহিয়া সা'বে তিন মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামাতৰে ঘেড়ি ধইয়া মহাজাতীয় সংস্থা- গ্ৰাণ্ড ন্যাশনাল অৰ্গানাইজেশন- মানে কিনা মহা গ্যানজাম পাৰ্টি তৈৰী কইয়া ভুট্টো সা'বেৰ পিপল্‌স পাৰ্টিৰে ল্যাং মারণেৰ তাল তুলছে।

এই দিকে অক্ৰমে ফাতাফাতা কৰাবাৰ। হেইদিন বিচ্ছুগুলাৰ গাবুৰ বাড়িৰ চোটে United Nations Children Emergency Fund-এৰ সিল মাৰা এক গাদা গাড়ি মছুয়াগুলাৰ কাছ খনে লইয়া আইছে। তাৰপৰ ভোমা ভোমা লাশগুলাৰ কোমৰেৰ মাইদে দ্যাখে কি- জাতিসংঘ থাইক্যা ভুখা বাঙালি পোলাপানগো লাইগ্যা টিনেৰ মাইদে কইরা যেসব খাবাৰ পাডাইতাছে, হেইসব খাবাৰ রইছে। এই প্ৰমাণ পাইয়া অহন জাতিসংঘেৰ অফিসগুলা মুখ চাওয়া-চাওয়ি কৰতাইছে। ইউৰোপেৰ তিনডা দেশ নাকি এই ব্যাপাৰে উথান্ট সা'বেৰ লগে ফাটাফাটি কৰণেৰ লাইগ্যা তৈৰী হইতাছে। হেইৰ লাইগ্যা ছক্কু মিয়া কইছে, হেগো সব ব্যাপাৰেৰ মাইদেই কিন্তুক রইছে।

৭৪

৭ সেপ্টেম্বৰ ১৯৭১

আইজ কেন জানি না বার বার কইয়া মেৰহামত মিয়াৰ কথা মনে পড়তাইছে। বছৰ চব্বিশ আগেৰ কথা। মেৰহামত মিয়া বহন কিন্তুক আইজগাৰ মতন এতো চালু হয় নাইক্যা। আমাগো বকশি বাজাৰেৰ ছক্কু মিয়াৰ পাল্লায় পইড়্যাই তো' এই মেৰহামত মিয়া সংসাৰেৰ হগ্গল তেলেসমাজি কৰাবাৰ হিচ্কা ফেলাইছে। চব্বিশ বছৰ আগে মেৰহামত মিয়া যেদিন নরসিংদীৰ খনে পয়লা চক বাজাৰেৰ আলহামরা হোডেলডাৰ মাইদে খাইতে আইলো, হেইদিন ছক্কু হেৰ পেৰেমে পড়লো, মানে কিনা দুইজনেৰ মাইদে দোস্তালী হইলো। উৰ্দু রোডেৰ ধূলা ভাইক্স আলহামরায় আইস্যা ছক্কু মিয়া একটা সিঙ্গেল চা খাইতাছিল। এমন সময় একজন গেৰামেৰ পোলা নীল তফন পিইন্দ্যা পাশেৰ খালি টেবিলডাৰ মাইদে বইলো। ব্যাডায় বয়ৰে ডাইক্যা জিগাইলো, 'খাওনেৰ কি আছে', লগে লগে বিয়ান্লিশ বছৰেৰ বয়ডা হড় হড় কইয়া খাওয়ার লিষ্টি কইলো, গেৰামেৰ ব্যাডায় একটু Think কইয়া কইলো 'ঠিক আছে, ভাতের লগে কি কয় পটাটো ইসম্যাশ, অমলেট, কাৰী আৰ সালাত দাও।'

টেবিলেৰ মধ্যে খাবাৰগুলা সাজাইয়া দেওয়ার পর ছক্কু দ্যাখে কি? গেৰামেৰ পোলাডা গামছা দিয়া গতৰেৰ ঘাম মুইছ্যা টেবিলেৰ ভাত তৰকাৰীৰ দিকে তাকাইয়া নিজে নিজেই কথা কইতাছে। ছক্কু মিয়া কানডা একটু খাড়া কইয়া হোনে কি? ব্যাডায় কইতাছে- বুঝছি, দুনিয়াডা নামেৰ মাইদেই চলতাইছে। নামে বহুত কিছু আসে যায়। ব্যাডা তৰকাৰী- তুমি ঢাকা টাউনে আইস্যা Short cut-এ কাৰী হইয়া গেছো। ও-ও-বাব্বা আমাগো পিয়াজ শহৰে তোমাৰ নতুন নাম হইছে স্যা-স্যা-স্যালাত- আল্লাহুৰে

২০১

এইটা কি? আলু ভরতা- তোমার দেখতাহি ডবল প্রমোশন- তুমি এলায় পট্যাটো ইসম্যাশ হইছো।

ছকু মিয়া একটা গুঠিয়া বিড়ি ধরাইয়া আস্তে কইর্যা আইস্যা এই টেবিলে বইলো। মুখ দিয়া একগাদা ধূয়া বাইর কইর্যা কইলো, 'মনে হইতাছে নতুন আমদানী। রংবাজীর দেখছেন কি? পাকিস্তান হওনে চাইরদিকে খালি ম্যাজিক কারবার চলতাছে। বুঝছেন, হেইদিন উয়ারীতে গেছিলাম। দেহি কি দশ নম্বর র্যাংকিন স্ট্রীটের মাইন্ডে বহুত গ্যানজাম। শোলায় হ্যাট মাথায় এক ল্যাড় ল্যাড়া বুড়া চিল্লাইতাছে, 'এইখানে কি কুন্স্টের মল্লিক ডাক্তার আছে?' পান চিবাইতে চিবাইতে একজন লেংডা জেনটেলম্যান কইলো- 'না-এখানে মল্লিক ডাক্তার বলে কেউ থাকেন না।' লগে লগে ল্যাড় ল্যাড়া বুড়া কি রাগ? চিল্লাইয়া কইলো, 'আমার নাম ব্রিটিশ, আমি মিনসের চৌদ্দ পুরুষকে চিনি। বেটার ছেলে কি আবার নাম বদলিয়েছে নাকি? আমার টাকা চাই-ই, চাই। আমি ওকে খুঁজে বের করবোই।'

এইবার লেংডা জেনটেলম্যান-এ ফক্ষু কইর্যা হাইস্যা কইলো, 'তা' হলে ঠিক ধরেছেন। উনাকে এখানে সবাই মালেক ডাক্তার বলে জানে।' কথা নাই, বার্তা নাই, হেই ল্যাড় লেড়া বুড়ায় রাস্তার পাশে বইস্যা পড়লো। চাইরদিক বহু লোক জইম্যা গেল। এলায় ব্রিটিশ করলে কি- এই দ্যাখেন বইল্যা হাঁ কইলো হগগলরে দেখাইলো, তার মুখে একটাও দাঁত লাইক্যা। পয়লা ভালো বাংলা ডাক্তার সা'বের চৌদ্দ পুরুষ Upward আর downward ধোলাই কইর্যা যা' কইলো, হের থাইক্যা বুঝলাম কারবার খুবই খতরনাক হইয়া গেছে। এই বুড়ার মুখেইটা মাত্র দাঁত আছিলো একটা শক্ত, আরেকটা তিন বছর ধইর্যা ল্যাড় ল্যাড় করতছিল।

বুড়ার কপাল খারাপ বইল্যা কুটুম্বার থনে কইলকাতায় যাইয়া এই মল্লিক ডাক্তারের পাল্লায় পড়ছিল। ল্যাললেড়া দাঁতটাতে খুবই বিষ হওনের গতিকে এই ডাক্তারেরে দেখাইলো। ডাক্তার সা'বে কইলো, এই দাঁত ফালাইতে হইবো- বিশ টেকা লাগবো।

ব্রিটিশ টেকা দিয়া দাঁত ফালাইবার জন্যি চেয়ারের মধ্যে বইলো। যহন কারবার শ্যাম হইলো তহন বুড়ায় দ্যাছে কি মুখের মাইন্ডে ল্যাড় লেড়া দাঁতটাই রইয়া গেছে আর মল্লিক ডাক্তার শক্ত দাঁতটারেই উড়াইয়া ফালাইছে। তারপর এই ব্যাপারে একটা ফাটাফাটি কারবার হওনের আগেই পাকিস্তান হইয়া গেছেগা। আর পাখি উড়াল দিয়া কইলকাতা থাইক্যা নাম বদলাইয়া ঢাকার দশ নম্বর র্যাংকিন স্ট্রীটে মেচের মাইন্ডে উঠছে। এইদিকে বুড়াও ছাড়ইন্যা পাত্র না। বহু খোঁজ-খবর কইর্যা এই পাশকা ডাক্তারের খবর পাওনের আগেই বুড়ার লড়বড় করা দাঁতটা এমতেই পইড়া গেছে। বুড়ায় অন্ধরে পুরা ফোকলা হইয় গেছেগা। এলায় বুঝছেন? চাইরদিকে কেমন ম্যাজিক কারবার চলতাছে? অবশ্যি হেই ডাক্তার মালেইক্যা আর ডাক্তারি করে নাইক্যা।

হ-অ-অ ঠিক দিক্কার কারবার হনছেন নি? সা'বে কইছে কিসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। ইয়াহিয়া খান সা'বের চাচা মানে কিনা শ্যাম চাচা নাকি বলেছেন,

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার শাসন ব্যবস্থা বেসামরিক কর্তৃক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, এই রকম একটা ভোগাচ কারবার না করতে পারলে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আগামী বৈঠকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জঙ্গী সরকারেরে অন্ধরে তক্তা বানাইবো। মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুব্ধতা দখলীকৃত এলাকায় ইচ্ছামতো কারবার চালাইলেও একটা পুরা Risk লইয়া রক্তমাখা বালিশটারে একটা ছাফ গিলাপের মাইন্দে ঢুকাইয়া দুনিয়ার মাইনষেরে ভোগা মারণ লাগবো। ময়মনসিংহের কাচারীর বটতলার থনে যেমতে আইয়ুব খান মোনাইম্যারে খুঁইজ্যা বাইর করছিলো, হেই রকম ইয়াহিয়া সা'ব বহু হাউ কাউ কইর্যা ডাক্তার মল্লিকরে খুরি ডাক্তার মালেক্যারে আবিষ্কার কইর্যা ফাল পাড়তাছে। 'মিল গিয়া, মিল গিয়া, উম্মা দালাল মিল গিয়া- ইয়ে চিজ চণ্ডবিশ সালকা আন্দার কই ইলেকশনতি নেই কিয়া। ইয়ে হরিবল হক সে ভি আচ্ছা মাল হয়।'

ক্যামন বুঝতাছেন হেগো কারবার-সারবার? কিসে নাই চাম- রাধা কেষ্ট নাম। বিবিসির সংবাদদাতা মার্টিন বেল যখন বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা সফর কইর্যা বিবিসি টেলিভিশনে পিকচার দেখাইতাছে যে মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুব্ধতার গাবুর মাইরের চোটে ভোমা ভোমা মছুয়া সোলজারগুলা খালি আন্ধা গোন্ধা ভাগতাছে আর মুক্ত এলাকায় দিক্বি বাজার হাট চলতাছে, তখন একই দিনে আর একই মুক্ত এলাকায় কলিম উদ্দিন সা'বে সরি ইয়াহিয়া সা'বে কি-ই-ই সোন্দর চতুর্থবার ঘোষণা করছুইন, জনা কয়েক ছাড়া আমি হগ্গল বাঙালিরেই মাফ কইর্যা দিছি। ব্যাডা এক্ষান। রাজাকার তৈরী করণের লাইগ্যা, চোর-ডাকাত-ছ্যাচোড় হগ্গলরে জেলখানায় থাইক্যা ছাইড়া দিয়া ব্যাডা কইতাছে সব ছাইড়া দিছি, কিন্তু আসল গুলারে আটকইয়া থুইয়া হেতোনে ভাবতাছে- তার এই ঘোষণায় দুনিয়ার মাইনষে ভাববে যে বাংলাদেশের অবস্থা অন্ধরে কন্ট্রোলের মাইন্দে আইস্যা গেছে আর কি? হ্যাঃ আঃ অ্যাঃ কন্ট্রোলের মাইন্দে আইতাছে ঠিকই- তবে এই কন্ট্রোলগুলা নাম হইতাছে ইচ্ছা অন্ধরে ফাল পাইড়া উঠলো- আমি কমু? আমি কমু? এইগুলা নাম হইতাছে বিক্ষু-মুক্তি বাহিনীর বিক্ষু ভাগছে, ভাগছে। এইগুলা গাবুর মাইরের চোটে টিকা সা'বে তার ধ্বংসা মারা সোলজারগুলা বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইন্দে হান্দাইয়া দিয়া ভাগছে।

আর দখলীকৃত এলাকা সফরের কথা হনলেই সেনাপতি ইয়াহিয়ার কাপড় অন্ধরে বাসন্তী Colour হইয়া যাইতাছে। পাঁচ মাসেও ব্যাডায় একবার...। তবুও ব্যাডায় ট্রিক্সের পর ট্রিক্স করতাছে। আগার বদলে আগা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামাবাদের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর বদলে এইবার মেজর জেনারেল নবাবজাদা আগা মোহাম্মদ রাজারে পাঠাইতাছেন। এই দিকে ব্যাডায় করছে কি? বাঙালি কূটনীতিবিদরা যাতে কইর্যা বাংলাদেশ সরকারের লগে আর যোগ দিতে না পারে, হের লাইগ্যা বাকি হগ্গলের পাসপোর্ট আটকাইছে।

বিক্ষুব্ধতার কারবার যতই বাড়তাছে, ততই ইয়াহিয়া সা'বে পাগলা হইয়া উঠতাছে। হেই লাইগ্যা ইংলন্ডের মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান কাগজ মন্তব্য করছে, 'ইয়াহিয়া খানের

একটাই মাত্র কৃতিত্ব— পাকিস্তান নামে দেশটারে ধ্বংস করা।' কিন্তু আমি কই কি? ব্যাডার আরেকটা Credit রইছে। হেইডা হইতাছে বহুত তেল-পানি খরচ কইর্যা পিআইএ বিমানে তিন হাজার মাইল ঘুইর্যা লাখ খানেক মুছ্যা সোলজাররে অক্সরে বিক্ষুণ্ডলার কোলে আইন্যা বহাইছে। তারপর আরে মাইর-রে-মাইর।

৭৫

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

খাইছে রে খাইছে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে— এই কতাদার মানে অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারি নাইক্যা। অখন বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার অবস্থা দেইখ্যা এই কথাডা হাড়ে হাড়ে বুঝতাছি। আমাগো শ্রীহট্ট নিবাসী হারু পাট্টির নেতা চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী যখন ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে ওয়াইপ আর সেয়ানা মাইয়ারে মছুয়া মেলেটারিগো হেফাজতে রাইখ্যা জাতিসংঘে চাম উঠা মালের মতো ঘেউ ঘেউ করতাছে বঙ্গাল মুলুক অক্সরে Normal হইয়া গেছে, ঠিক তখনই ঢাকা আর চালনা বন্দরে বিক্ষুণ্ডলার কারবার হইছে। ঠ্যাটা মালেক্যার একজন হেই জিনিষ বোমা খাইয়া মেডিকেলে গেছে, আমেরিকান একটা জাহাজ উকল হইয়া পানির মাইন্দে হান্দাইছে। আর World Bank-এর একজন মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার Architect Stanely Tigerman সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের অক্সরে হোতায়া ফেলাইছে। ধোপায় যেমতে কইর্যা কাপড় বাইড়ায় Stanely সা'বে হেইরকম একটা কারবার করছে। বচ্ছর পাঁচ আগে ইসলামাবাদের গবর্নমেন্ট বঙলা, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, সিলেট এই সব জায়গায় পলিটেকনিক স্কুলের বকশা বানাইবার জন্য World Bank-এর মারফত এই সাদা চামড়ার সা'বের লগে একটা চুক্তি করছিল, এই কামের লাইগ্যা Stanely সা'বে এর মাইন্দে ষোলবার বঙ্গাল মুলুকে যাতায়াত করছে। এই বার বাংলা মুলুকে লড়াই শুরু হওনের পর আৎকা ইসলামাবাদ থাইক্যা খবর আইলো 'বঙগাল মুলুক Normal হইয়া গেছে। এলায় আপনে আবার কামে হাত দেন।' Stanely সা'বে কি খুশি? অক্সরে হাওয়াই জাহাজে উড়াল দিয়া ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় আইছিলো। হের পর দ্যাহে কী? কেইস খুবই খারাপ। খোদ ঢাকা টাউনের মাইন্দেই বিক্ষুণ্ডলা ফুটফাট কারবার চলাইতাছে। মফস্বলে যাওন আর মউতের লগে মোলাকাত একই কথা।

Stanely সা'বে নিজেই কি কইছে হোনের। ঢাকা এয়ারপোর্টে কান্টমস-ওয়ালারা নাইক্যা। মছুয়া মেলেটারিরা হেই কাম করতাছে। আর সার্চিং মানে সার্চিং। ফুল প্যান্টের পকেটের মাইন্দে পর্যন্ত হাত দিয়া মালপত্র দেখতাছে। এয়ারপোর্টের চাইরো মুড়া বিমান বিধ্বংসী কামান আর বাংকারগুলার মাইন্দে মছুয়াগুলা থর থর কইরা কাঁপতাছে। ঢাকা টাউনে সার্চিং, ডর দেখান, চেক পোস্টে পাঞ্জাবি পুলিশ, রাজাকার, মেলেটারি হগ্গল কিছু মিইল্যা একটা ক্যাডাবেরাস অবস্থার সৃষ্টি হইছে। Stanely সা'বে আরো কইছে

রেল লাইন নাইক্যা, ঢাকার বস্তিগুলা সাফ, শহীদ মিনার গায়েব, মন্দির হাওয়া, মসজিদ গুড়া। টাউনের মাইন্ডে কাগো ডরে যেনো পাঞ্জাবি পুলিশ বেয়নেটওয়ালা জিনিষপত্র লইয়া ঘুরতাছে, বড় গাড়িতে মেলেটারিরা টহল দিতাছে, বহু বাংকার তৈরী করছে, সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাট ধলী— মাইনষে কথা কইতে ডরায়। এইডাতো Normal কারবারের নমুনা হইতে পারে না।

এই আমেরিকান সা'বে ঢাকার অবস্থা দেইখ্যা ঠিকই আন্দাজ করছে, বিচ্ছুগুলার নমুনা কারবারেই যখন মছুয়াগুলার কাপড় বাসন্তী Colour হইছে তখন আসল কাম শুরু হইলে না জানি কি অবস্থা হয়? এর থাইক্যা আগে কাইট্যা পড়নই ভালো। এরপর এই মার্কিনী সা'বে বাংলাদেশ অধিকৃত এলাকার খনে ভাইগ্যা যাইয়া ট্রাংককলে Resign করছে। খালি কইছে, বাংলাদেশ পুরা স্বাধীন হইলে আবার আমু— তার আগে আগে না। ও মাই গড।

ছক্কু মিয়া ফাল দিয়া কইলো, ভাইসা'ব এই আমেরিকান সা'বে একটা জায়গায় মিছা কথা কইছে। আইজ ছয়মাস ধইর্যা ঢাকা টাউনে যে অবস্থা দেখতাছি তার একটুকুও Change হয় নাইক্যা। মানুষ মার্ডার, বলাৎকার, মেলেটারির টহল, রাজাকারগো লুটপাটে আর বিচ্ছুগুলার কায়কারবার এইগুলাই তো ঢাকা টাউনে Normal ব্যাপার। আসলে আমেরিকান সা'বে Normal ঢাকারে দেইখ্যা ডরাইছে।

এই দিক্কার কারবার হনছেন নি? ছয়মাস Time হাতে পাওনের গতিকে এর মাইন্ডেই হাজারে হাজার বিচ্ছুর ট্রেনিং complete হওনের খবরে মছুয়াগুলা অকরে পাগলা হইয়া উঠছে। ইসলামাবাদের স্মারক জাভা একটা মাষ্টার প্ল্যান বানাইছে। এই প্ল্যানে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকারে চাইর ভাগে ভাগ করছে। কারণ? বিচ্ছুগুলার লগে পাইট করনের চিরকিডেনু লাইগ্যা রাস্তাঘাট বানাইতে হইবো— রেল লাইন বহাইতে হইবো— মেরামতির কারবার করতে হইবো। বিচ্ছুগুলার হাতে গাবুর মাইর খাইয়া ভাগনের টাইমে এইসব মেরামত করা রাস্তাঘাট আর রেল দিয়া অইস্যা বাঙালি Public মার্ডার করন লাগবো। একদিকে বাঙালি আরেক দিকে জাতিসংঘ ও মার্কিনীগো মাইন্ডে ধাক্কা লাগনের লাইগ্যা কইতে হইবো এই রাস্তাঘাট দিয়া ভুখা বাঙালিগো লাইগ্যা খাবার পাঠামু। কি সোন্দর আরো বাঙালি মারণের লাইগ্যা ঠ্যাটা মালেক্য-পিয়াজীর বুদ্ধি। আবার গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। রাস্তা মেরামতের আগেই পশ্চিম পাকিস্তান বিদেশ থাইক্যা ট্রাক আনতাছে।

আগের ট্রাকগুলা বিচ্ছুরা গায়েব কইরা ফেলাইছে। নতুন আমদানী ট্রাকে কইরাই মছুয়াগুলা গেরামের মাইন্ডে ঢোকনের বুদ্ধি করছে। টাই-ই-ই কি হইলো, কি হইলো? আরো দুই চাইর খান যে ব্রিজ-কালভার্ট আছিলো বিচ্ছুগুলা হেইসব উড়াইয়া দিল। একটা কথা খেয়াল রাইখেন— যেসব গেরামে যাওনের লাইগ্যা রাস্তাঘাট, রেললাইন নাইক্যা, হেইসব গেরামের লোক একটুকু শান্তিতে থাকবেন। মছুয়াগুলা হেই দিকে আইতে পারবো না— আর কামটুকু করণের লাইগ্যা তো বিচ্ছুরাই রইছে। ছয়মাস ধইর্যা

বিষ্ণুগুণার টেবিলিং কারবারেই পঁচিশ হাজার মছুয়া আজরাইল ফেরেশতার দরবারে গেছেগা। বাকিগুণার উপর আজরাইল আছর করছে।

ঐদিকে হুন্ছেন তো। বাঙ্গালা মুলুকের ক্যাডাবেরাচ অবস্থার ছিক্রেট রিপোর্ট পাইয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো আইবো না বইল্যা ঠিক করছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার একই অবস্থা। ব্যাডায় অখন শরাবন তুহরায় মাইন্দে সাঁতার কাটতাছে। এর মাইন্দে মওলবী সা'বে আবার একটা ট্রিক্স করছে। জোট নিরপেক্ষ দেশগুণার যে সম্মেলন শুরু হইতাছে, হেই সম্মেলনে join করণের লাইগ্যা কি কান্দন! আমরা সিয়াটো, সেন্টো, আর.সি.ডি.-র মেম্বার হইলে কি হইবো? আমরা বহুরূপী। আমাগো দেশে সামরিক জাস্তা থাকলে কি হইবো- আমরা ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া গণতন্ত্র বানাইছি। ইয়াহিয়া-পিয়াজী খালি গার্জিয়ান হইয়া আছে। বঙগাল মুলুকের গণতন্ত্র অন্ধরে গেন্দা পোলা কিনা খালি হারু পাট্রি দিয়াই চলে- হেইখানে Election-এ জেতইন্যা ব্যাডারা দেশের দুশমন। খালি বিষ্ণুগুলাই মহা গ্যানজাম কারবার শুরু করছে।

হারু পাট্রির লোকজনগুলা এইভাবে মন্ত্রী হইতাছে দেইখ্যা আমাগো চাঁটিগার ফ.কা, চৌধুরীর মুখ দিয়া অন্ধরে লالا পড়তে শুরু করছে। ব্যাডায় ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কইছে সেন্টারের মাইন্দে ন্যাশনাল গবর্নমেন্ট জানাইতে হইবো- হেইখানে হেতোনে হইবো সেন্টার ফরোয়ার্ড। ক্যামন বুঝতাকম? কি জিনিষরে লাই দিলে মাখায় উড়ে। বিষ্ণুগুলা আবার এর মাইন্দে ফ.কা, চৌধুরীর পোলারে একটুক ঘইষা দিছে। মওলবী সা'ব হাসপাতালে আন্লাবিলা করুয়াছে। ওবায়দুল্লাহ মীরজাফর-খুরি মজুমদার নোয়াখালী থাইক্যা ঠ্যাটা মালেক্যারে মন্ত্রীর মন্ত্রী। হেইদিন ইস্টার্ন কম্যান্ডের হেড কোয়ার্টার ছেকেও ক্যাপিটালে ফাইন জেনারেল পিয়াজীরে কইলো কি? 'চ্যার আই একটা Statement দিউমা।' ব্যাডায় মেজর সালেকের এপিপির খনে একটা পোলায় তার কাছে দৌড়াইয়া গেল। ব্যাডায় কইছে কি জানেন?- কিছুই কয় নাইক্যা। মেজর সালেক যে কাগজডা লেইখ্যা দিছে হেইডার মাইন্দে দস্তখত কইর্যা দিছে। পরদিন মীরজাফর সা'বে খবরের কাগজের মাইন্দে দেখলো ব্যাডায় নাকি মাস দুই-এর জন্য ইন্ডিয়াতে গেছিল। এইডারেই কয় নিজ কলের তৈরী সুতায় প্রস্তুত কাপড়।

অহনই কি মীরজাফর সা'ব? জেনারেল পিয়াজী যেভাবে আপনাগো ঘেডি ধরবো ঠিক হেইভাবেই ঘেউ ঘেউ আওয়াজ দেওন লাগলো। এয়ার মাইন্দেই পিয়াজী সা'ব হারে কইছে, 'কেয়া মেজর কা বাচ্চা, দুশমন লোককো যে Surrender করণের কো Time দিয়া থা কমসে কম উসকো এক বুট হিসাব তো দে দেও?' আমাগো মেরহামত মিয়া অন্ধর ফাল পাইড়া উডলো, 'বুঝছি, বুঝছি, ঠ্যাটা মালেক্যা যেমতে কইর্যা গবর্নর হওনের আগে রিফিউজি ফেরৎ আননের টেরাই কইর্যা পাঁচটা খেঁকী কুস্তা ফেরৎ পাইছিল। হেইরকম একটা কারবার হইছে- না!

ধুঃ- ও ঘাউয়া- এইবার তাও-ও হয় নাইক্যা। হেইর লাইগ্যাই তো' জেনারেল পিয়াজী কি রাগ! মেজর ছালেক একটা মেলেটারি জিপে কইর্যা সোজা ঢাকার পুরানা

পল্টনের চৌ মাথায় এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের দফতরে যাইয়া হাজির হইলো। কইলো হাশিম সা'ব আজ টেলিপ্রিন্টার মে এক খবর দে দিজিয়ে। গিয়া তিন হফতাকা আন্দর দো হাজার দোশ' বিশ আওয়ামী লীগ Worker, Bengal Regiment, ইপিআর, Government officer সব Surrender কিয়া। গবর্নর মালক সাহাবকো হাম দরকীকে লিয়ে ইয়ে হোতা হয়। ইয়ে লোককো বকেয়া তনখা ভি মিল রাহা হয়।' ব্যাস টেলিপ্রিন্টারে খটখট কইর্যা মিছা কথা খবর যাইতে শুরু করলো। মেজর সালেকের কি বুদ্ধি! হপনের মাইন্দেই যখন খাইতাছেন তহন রসগোল্লা খাইতে দোষটা কি? আওয়ামী লীগ Worker খনে শুরু কইরা Government Officer ফেরৎ আইন্যা বেতন পর্যন্ত দিয়া ফেলাইছে।

আঃ হাঃ কি পোলারে বাঘে খাইলো। এই ফলসিং কারবারটা অল্পের জন্য গড়বড় হইয়া গেছে। হেগো ফেরৎ আইন্যা আত্মীয়-স্বজনের লগে দেখাডা না করাইলেও পারতো। কেননা আত্মীয় স্বজনগো এখন তো' মাটির নিচে, কয়েকটা হাড়ি ছাড়া আর কিছুই নাইক্যা। হেগো তো' মছুয়াগুলো আগেই মার্ডার করছে। আসলে যদি-ই টোপ গিল্ল্যা দুই-চাইর জন আইস্যা পিঁয়াজীর ফাঁদে পা দেয়- তা' হইলেই তো' হেই কাম করণের কী সুবিধা? এই বুদ্ধিরেই গাঁড়োল-বুদ্ধি কয়। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম খাইছে রে খাইছে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

৭৬

আগষ্ট ১৯৭১

শাটল ট্রেন। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন শাটল ট্রেন হয়েছেন। আমাগো ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ আর খুলনা-দৌলতপুরের মাইন্দে যেমন একসময় শাটল ট্রেন আছিলো, সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন হেইরকম শাটল ট্রেন হইয়া রাওয়ালপিণ্ডি আর ইসলামাবাদ দৌড়াদৌড়ি করতাছেন। গেল সপ্তাহে মওলবী সা'ব খুবই চোটপাট কইর্যা একটা টেলিভিশন টিমের কাছে ফুটানী মাইরা কইছিল, 'আগামী দুইতিন দিনের মাইন্দে আমি বঙ্গালমূলুকে যাইতে পারি। আপনাগো যদি আমার লগে যাওনের খায়েশ থাকে, তয় ইসলামাবাদের একটুক ঘোরাফেরা করতে থাকেন।' টেলিভিশন টিমের সাদাচামড়ার সাহেবগুলো সেনাপতি ইয়াহিয়ার এই ভোগাচ্ কথাটা বিশ্বাস করছিল। ব্যাস্ হেগো কামড়া সারা হইলো। রাওয়ালপিণ্ডি আর ইসলামাবাদ ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে জুতার সুকতলি, হেরপর পায়ের চাম পর্যন্ত খোয়াইয়া ফেলাইলো। কিন্তুক হুদর ইয়াহিয়া টিকিডার পর্যন্ত লাগাল পাইলো না। আর কেহই হেগো মওলবী সা'বের বঙ্গাল মূলুকের ট্যুর প্রোথ্রামের কথা কইতে পারলো না। যারেই জিগায়, হের চেহারাডাই বাংলা অংকের পাঁচের মতো হইয়া যাইতাছে। কেইসডা কি?

সাদা চামের সা'বগুলো ছাড়োইন্যা পাত্র না- হেরা জীবনভর দক্ষিণ আমেরিকা

থাইক্যা দক্ষিণ ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া পর্যন্ত এই রকম বহু মালরে Tackle করছে— এইডা তো কোন ছার। একটুক Think কইরা হেরা আবার কামে লাইগ্যা পড়লে। মাগো-মা এইডা তো' ডেইনগারাস্ ব্যাপার! রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক ছাউনী আর ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের অফিসগুলো টিক্কা-নিয়াজী-ফরমানের টেলিগ্রাম আর অয়্যারলেস মেসেজে পাহাড় হইয়া গেছেগা। কোনটার মাইন্ডে কইছে Position খুবই খতরনাক— ২৬শা জুলাই ঢাকা টাউনের মাইল খানিকের মাইন্ডে যাত্রাবাড়ীতে চল্লিশ জন জওয়ান হতাহত হইছে। হের আগের দিন কুর্মিটোলার নাকের ডগায় টঙ্গি জংশনে কারবার হইছে।' আবার কোনটার মাইন্ডে কইছে 'রাজশাহীর থনে বিষ্ণুগুলার কোবনীর মুখে জওয়ানরা সাফল্যজনকভাবে পশ্চাদপসরণ করছে। কিন্তু হেইখানে প্রায় দুইশ' বর্গমাইল এলাকায় বিষ্ণুগুলার নিজেগো শাসন কায়েম কইরা হাট বাজার চলাইতাছে। এইদিকে আবার দিনাজপুর-সৈয়দপুর এলাকায় বিজলীর Supply গড়বড় হইছে। আর করাচী-লাহোর এলাকার সব ব্যবসায়ীরা ঢাকা-চিটাগাং থনে ভাগছে।' কোনটার মাইন্ডে খবর আইছে সিলেট এলাকা অন্ধরে Lost কেইস, আর কুমিল্লা নোয়াখালীর অবস্থা? হেইডা বয়ান করতে পুরা কেতাবের প্রয়োজন হইবো। আর পেরতেকটা টেলিগ্রাম-অয়্যারলেস মেসেজের শ্যামের কথাডা হইতাছে হেই জিনিস। কি বুঝলেন? আঃ হাঃ একটু জিরাইবার দেন। জিরাইয়া কইতাছি।— এতদে আস্তুর হইলে চলবো কেমতে? হেই শেষের কথাডা হইতাছে, শেষের সেদিন কি শুক্কুর ভাইসব! পাডাও পাডাও, আরো সোলজার পাডাও। সাদা চামড়ার সা'বস্ত্র মুখ চাওয়া চাওয়া করলো। Therefore এইরকম একটা কুফা আর ক্যাডাবেরা হইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়ার পক্ষে খালি শরাবন তহরার উপর ভর কইর্যা যাদুই-এ বাকালে যাওয়া সম্ভব না।

মেঘে মেঘে বেলা অনেক হুস গেল। বাংলাদেশে সাড়ে চাইর মাসের যুদ্ধে কয়েক হাজার হানাদার সৈন্য কেদে আর প্যাকের মাইন্ডে হাতনের গতিকে পঞ্চনদের দেশে অহন গুম গুম আওয়াজ হইতাছে। সালোয়ার কামিজ আর ওড়না পরা জিনিসগুলো ভেউ ভেউ কইর্যা কানতাছে আর কইতাছে, 'হায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তোম্নে কেয়া কিয়া? মেরি শওহরকো ওয়াপস লাও।' এলায় ক্যামন বুঝতাছেন? হেই শওহরগুলো মানে কিনা হাসবেস্তগুলো বাংলাদেশের ঘুমাইয়া আছে— আ এই ঘুম কোনোদিনই ভাঙ্গবো না। মুক্তিবাহিনীর বিষ্ণুগা হেইগুলারে কেচ্চি মাইর্যা ঘুম পাড়াইয়া দিছে। কিন্তুক লাহোর, পিণ্ডি, লায়ালপুর, সারগোদা, শিয়ালকোট, মন্টগামারীতে যে কোনো টাইমেই 'মাতারী-মিছিল' হইতে পারে আশংকায় রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা খালি এলান হইতাছে— 'মিছিলবিক্ষোভ করলে সাত বছর।' এলায় বুঝছেন, কোথাকার Water কোথায় গেছে?

এইদিকে এইডা কি হুনলাম? অ্যাঃ কি শুনলাম? ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মধ্যেই নাকি অহন চোরাগোণ্ডা মাইর গুরু হইছে। কয়েকজন সেনাপতি তাগো ঘেটুগো লগে শলাপরামর্শ করতাছে, সেনাপতি ইয়াহিয়ারে পটকানো যায় কেমতে? মানে কিনা নতুন বোতলে পুরনো মদ। এই ছিফ্রেট খবরডা না পাইয়া ছদর ইয়াহিয়া রাওয়ালপিণ্ডি-

ইসলামাবাদ থনে অক্সরে 'নট নড়ন, নট চড়ন।' বুঝি, বুঝি— ভেতরের কারবারডা আপনাগো খুইল্যা কইতে হইবো, না হইলে তো ছাড়বেন না।

ইসলামাবাদে জঙ্গী সরকারের মাতববর গোষ্ঠী মানে কিনা ইয়াহিয়া-টিক্কা-হামিদের দল সাড়ে চাইর মাস ধইর্যা বাংলাদেশের লড়াইয়ের শ্যাম না হওনের গভিকে আর World-এর Best সোলজাররা বিষ্ণুগুলার গাবুর মাইরের মুখে লা-পাত্তা হওনের জন্যি ওমর-আকবরের দল খুবই গোসসা করছেন। হেরা তলে তলে হেই কাম Begin কইর্যা দিছেন। মানে কিনা সেনাপতি ইয়াহিয়া-গেদির থনে পটকানোর জন্যি ষড়যন্ত্র করতাহেন। এর মাইন্দে আবার করাচী, লাহোর, পিন্ডির বাইশ পরিবার— ওমর-আকবরের দলরে তলে তলে চেতাইয়া দিছে। কেননা বাংলাদেশে হেগো ব্যবসা বাণিজ্যের বারোটা বাজছে। হেগো চব্বিশ বছরের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে।

এইসব গ্যানজাম কারবারের হদিশ পাইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়া একটুক ট্রিক্স কইর্যা কইয়া ফেলাইছেন, 'আমার আরো এক Term প্রেসিডেন্ট থাকনের ইচ্ছা আছে।' কেমন আন্দাজ করতাহেন? এইডা এগো জাতের দোষ। যদি হেগো গেডী ধইর্যা টাইন্যা নামানো না যায়, আর দম্ দম্ কইর্যা হেই কারবার না করা যায়, তয় এগো মাইন্দে স্বেচ্ছায় গদী ছাড়নের নজীর নাইক্যা। ভুট্টো সা'ব এ'ক ব্যাপারডা এতদিনে টের পাইছুইন। কিন্তু ব্রাদার ভুট্টো, অনেক Late কইরা ফেলাইছেন।

মাত্র ছয় হাজার। বাংলাদেশে কারবার শুরু হওনের পর মাসে দেড় হাজার কইর্যা গেল চাইর মাসেই পাকিস্তানের ছয় হাজার লোক গ্রেফতার হইছে। জামাতে ইসলামীর ছেক্রেটারি জেনারেল চৌধুরী রহমান এম'লী এর মাইন্দে সেনাপতি ওমর আর সেনাপতি আকবরের ইশারায় এক কেলেকারিয়াস Statement দিছেন। হেতোনে কইছুইন 'বাংলাদেশে যেই রকম কারবার হইছে, সেনাপতি ইয়াহিয়া হেইরকম একটা কারবার যেকোনো টাইমে খোদ পাকিস্তানে কইর্যা ফেলাইতে পারে। লেংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কী? 'ছাগা ডরায় বাঘারে, বাঘা ডরায় ঘাগারে।' পাকিস্তানে অহন হেইরকম কারবার শুরু হইছে।

একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। বছর কয়েক আগে একবার নিখিল পাকিস্তান গুল Competition হইছিল। ফাইনাল রাউন্ডে ঢাকা আর রাওয়ালপিণ্ডি আইস্যা হাজির। খেলটার আইন হইতাছে একটা কইরা গল্প কইতে হইবো— আর গল্প শ্যাম হওনের পর হগ্গলে টের পাইবো যে গল্পটা অক্সরে ভোগাচ্— মনে কিনা গুল। ফাইনাল খেলায় অনেক তাল বাহানার পর রাওয়ালপিণ্ডির ভোমা মছুয়া লোকটা তার কেছা শুরু করলো। 'হামলোগকা পিন্ডিমে এক আচ্ছা আদমী থা।' এইটুকু কওনের লগে লগে অক্সরে আচম্বিত্ ব্যাপার। ঢাকার ছক্কু মিয়া, কথা নাই বার্তা নাই স্টেজের উপর দৌড়াইয়া হুমড়ি খাইয়া মছুয়ার পায়ে পইড়্যা চিলাইতে শুরু করলো, 'শোনা জী শোনা-শোনা জী শোনা। ম্যায় হার গিয়া।' রেফারি-পাবলিক হগ্গলে অবাক। অনেক ধনস্তাধনস্তির পর আমাগো ছক্কু মিয়ারে যহন খাড়া করা হইলো, তখন হে কইলো, 'আমাগো মেছালের

হ্যাঁ টের পাওন যায় যে মেছালডা গুল। কিন্তু আমার রাওয়াল পিন্ডির ভাইয়া তো মেচালের পয়লা লাইনেই গুল মারছে! রাওয়ালপিন্ডিমে আচ্চা আদামী- এইডা কেমনে হয়?

এলায় বুঝলেন, কারবারডা। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, শাটল ট্রেন। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন শাটল ট্রেন হইছেন।

৭৭

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

ধুনবাজি। আইজ কাইল অক্সরে ধুনবাজির কারবার চলতাছে। আমাগো বকশী বাজারের হেইয়ুড়া ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বগল দিয়া একটুকু আঙুলেই পাকিস্তানের পয়লা জামানার পয়লা রিফিউজি মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সা'বের মুফতে পাওয়া ছহি আজাদ অফিস। হেইখানে মেলেটারি ইনটেলিজেন্সের ইনফরমার শ্রীহট্ট নিবাসী সৈয়দ শাহাদত হোসেন, কেমনে জানি অক্সরে এডিটর বইন্যা গেছে। অবিশ্যি বেডার নাম কিন্তু কাগজের মাইন্ডে ছাপা হয় না। ভর দুপুর যদি আজাদ শ্রীহট্ট অফিসে কেউ যায় তয় দেখতে পাইবেন, বাইশ বছরের পুরানা গাবুয়া সাইজের টেবিল চেয়ারের মাইন্ডে একটা ডোমা সাইজের হরলিকসের বোতল বইস্যা আছে। চোখ কচলাইয়া ভালো কইর্যা দেখলে বুঝতে পাবেন এইটা বোতল না- এইটা হইতাছে একজন উম্মদা দালাল। মাঝে-সাজে লড়লে চড়লে বোঝা যায়, এইজিহাদ শরীলের মাইন্ডে জান রইছে। কিন্তু বোতল সা'বের লগে দেখা করণের আগেই দেখবেন আর একজন বেডায় খালি পুচ্‌পুচ্‌ কইর্যা পানের পিক ফালাইতেছে, মাঝে-মুঠে খরচপাতি লেখতাছে। আসলে বেডায় একজন তাহজীব ও তমদুন মার্কী করি। নাম জগলু হায়দার আফ্রিক। ডরায়েন না, ডরায়েন না। এই নামেই বেডায় কী জানি একটা জিনিষ নকল কইর্যা দাউদ পুরস্কার পাইছে। কিন্তু মওলবীসা'বের তমদুন মার্কী একটা কবিতার পয়লা লাইনের জন্যই এতোক্ষণ কইর্যা বকবক করলাম। হেই লাইনটা হইতাছে 'চুলের উর্দু পড়তে গেলে কুলবধুরা হাসে।' এলায় বুঝতে পারছেন, হেগো কারবার-সারবার আইজ-কাইল কোন্‌ ধাপাবাজীতে চলতে শুরু করছে।

অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। এইদিকে অবস্থা অক্সরে ছেরাবেরা দেইখ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া খান এখন গুণ্‌গুণ্‌ কইর্যা গান গাইতাছে। 'এক দিলকে টুক্রে হাজার হুঁয়ে, কই ইঁহা গিরা, কই উঁহা গিরা'। আমাগো ছকুমিয়া আবার এই পানটার ইংলিশ শিক্‌খ্যা ফেলাইছে। My heart is broken thousand pieces, some fallen here, some fallen there. আমি কাউল্যারে জিগাইলাম কী হইলো, এই গনডার মাজমাডা কিছু বুঝতে পারলা? ওঃ হোঃ লেখাপড়ায় তো তুমি আবার পূর্ব দেশের এডিটর মাহবুবুল হকের মতো। তাই কেউ না বুঝাইয়া দিলে তো আর তোমার

ঘেলুতে ঢুকবো না। তয় কইতাছি হোনো। ছদর ইয়াহিয়া সা'বে অনেক Think কইর্যা দেখলো, সামনে জাতিসংঘের অধিবেশন, Consortium-এর বৈঠক, সব আইতাছে। তাই এইসব কারবার শুরু হওনের আগেই বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা Normal হইছে বইল্যা একটা শেষ চেষ্টা করণ লাগবো। পট্ কইরা বেডায় চিল্লাইয়া উঠলো, আমি হগ্গলরে মাফ্ কইর্যা দিলাম। দেশ-বিদেশে মাইনষে অকরে ভিম্বী খাওনের জোগাড়। কেইসটা কী? মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মাইন্দে ঢাকার থনে UPI খবর দিলো প্রাক্তন পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ পার্লামেন্টের বাহাদুর জন আওয়ামী লীগ মেম্বারের মেলেটারি কোর্টে বিচার হইবো। সর্বোচ্চ সাজা চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

কিন্তু আর একটা কারবার হুনছেন নি? পিভির Order-এ লুটপাট, খুন-জখম, নারী ধর্ষণের পর হানাদারগুলা আইজ-কাইল কইতাছে, 'ভাইসব সবকুছ Normal হো গিয়া, আব্লাগ দোকান-পাট সব খুলিয়ে।' চাঁই-ই। কী হইলো, কী হইলো?— বিষ্ণুগুলার বোমা ফাটলো। রাওয়ালপিণ্ডির থনে হুমায়ুন ফয়েজ রসুল নামে একটা হেই জিনিষ অখন Information ছেক্রেটারি হইয়া "বাংলাদেশ Normal দেখাও" পরিকল্পনায় হাত দিছে। লগে লগে চট্টগ্রাম-চালনা বন্দরে কী জানি সব ঘাউয়া কারবার হইয়া গেল। দুনিয়ার মাইনসে অকরে বিষ্ণুগুলার কারবারে তাক্সি বইন্যা গেছে। পাকিস্তানে বিসমিল্লাহ্ বইল্যা কেবল টেস্টিং হিসাবে খবরের কাগজের উপর থাইক্যা Censorship উডাইছিল। পয়লা দিনই করাচীর খবরের কাগজে ছাপা হইলো 'আইতে শাল যাইতে শাল, হের নাম বরিশাল'। মানে কিনা বরিশাল স্টিমারের উপর বিষ্ণুগুলা কারবার কইরা ফালাইছে। বরিশাল-গোপালগঞ্জের খেয়াঘাটের ভিতরে বিষ্ণুগুলা মছুয়া মাইরা সুখ করলো রে?

খুলনার আশেপাশে যে কারবার চলতাছে, হেইগুলা— খাউক আর একদিন কমু। পুরা রিপোর্ট পাইয়া লই। আর এইদিকে পাকিস্তান থাইক্যা আমদানী করা পনেরো হাজার পুলিশের বলে 'ট্যটিকা গড়বড় হয়'। কুলীর মাথায় ছুটির দরখাস্ত আইছে। লেঃ জেনারেল পিয়াজী এই ব্যাপারে স্পিসিল Enquiry করছে। ঢাকার Second Capital-এ Eastern Command Head Quarter আইজ-কাইল রংপুর-দিনাজপুর, রাজশাহী-পাবনা, যশোর-কুষ্টিয়া, সিলেট-ময়মনসিংহ-এর খতরনাক্ খবর পাইলেও চাপিস্ করতাছে। তবুও Normal অবস্থা দেখানোর লাইগ্যা খোয়াড়ের মাইন্দে থাইক্যা চুম্বপাজামা মাহমুদ অলীয়ে জাতিসংঘের আগামী বৈঠকে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা বানাইছে। বেডা একখান! এইবারে সাধারণ নির্বাচনে যাচ্ছেতাইভাবে হারনের পর দালালী করতে করতে বেডায় এই মেডেলটা পাইছে। এইদিক্কার কারবার হুনছেন নি? মালেক্যারে গভর্ণর করণের গতিকে ফকা-ফরিদ, খাজা-সবুর, ঠাণ্ডা-আজমের কী রাগ? এই বেডার মছুয়াগুলার জন্য এতো কষ্ট কইরা Election-এ হারলাম, লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া জোর দালালী করলাম; আর ক্ষেমতাহীন গবর্ণর হওনের সময় Election না কইরাই মালেক্যায় গবর্ণর? আল্লায় এর বিচার করবো।

ওঃ হোঃ করাচী ইসলামবাদের গ্যাঞ্জাম হনছেন? অকরে মহব্বত কী পাছড়া-পাছড়ি। ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর মাইন্দে জোর পাছড়া-পাছড়ি চলতাছে। ১০০ ঘণ্টার আগে Result পাওয়া যাইবো না। এর মাইন্দে আবার খবর আইছে ইসলামাবাদের পররাষ্ট্র ছেক্রেটারী ছুলতান মোহাম্মদ খান আচমবিত্ সব তেলের ড্রাম কাঁধে ফেরত আইতাছে। বেডায় মস্কোর খনে ধাওয়া খাইছে। উপরের দিকে কেউই নাকি এই ছুলতাইন্যার লগে দেখা করে নাইক্যা। তয় বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় মালেক্যায় একটা কাম করছে। ঢাকা-চিটাগাং-এর মাইন্দে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত করছে। হেইডা হইতাছে রিক্সা-cum-Steamer-cum-Motor-cum-Walking-cum Boat-cum-হামাণ্ডি-Cum দৌড়-cum-Jeep. এইবার বুঝছেন ঢাকা-চাঁদপুর, ফেনী-চিটাগাং-এর যোগাযোগটা? তবুও ইয়াহিয়া সা'বে চিল্লাইতাছে, বঙ্গাল মুলুকমে সব Normal হো গিয়া। মানে নতুন দাওয়াই দে দিয়া- এক দিল্কে টুকরে হাজার হুঁয়ে কই ইয়া গিরা কই উহা গিরা'। কিন্তু ব্রিটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী পিটার সা'ব বলেছেন, ইয়াহিয়ার সব হিসাব ভুল হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারটাই এখন ইয়াহিয়ার জন্য বড় সমস্যা।

৭৮

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

'হাতি ঘোড়া গেল তল, মালেক্যা বলে কই জল?' ছক্কু অকরে ফাল্ পইড়া উঠলো। আঃ হাঃ কাউলা, তোর Brain যেমন বাপে আইজ-কাইল খুইল্যা গেছেগা। এটা কাথা যা' কইছস না? অকরে লাখ টাকার মামার কাথা কইছোস'। কাউল্যায় একটা গুয়ামুরী হাসি দিয়া কইলো, 'মালেক্যায় মিছা কাথা কওনের ব্যাপারে আমাগো মেরহামত মিয়ারে Defeat দিয়া দিছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া বহুত খোঁজ খবর কইরা এই ঠেটা মালেক্যারে বাইর করছে।'

ছক্কু কইলো, 'কী হইলো? কী হইলো? এই বেডারে আবার 'ঠেটা' কইলি কীর লাইগ্যা?'

'বুঝলি ছক্কু, আমাগো ঢাকার মাইন্দে তো বহুত মালেক রইচে- এর মাইন্দে আবার একটা বাড়লো। তাই ঠিক মতন ঠাওর করণের লাইগ্যা এইডার নাম থুইছি ঠ্যাটা মালেক্যা- এলায় বুঝছোস!'

ছক্কু গলার মাইন্দে একটা খ্যাকরানী মাইরা কইলো, 'ঠিকই কইছোস এই বেডা ঠ্যাটা মালেক্যা বিসমিল্লাহর খনেই মিছা কাথা কইয়া বউনী করছে। চব্বিশ বছরের মাইন্দে দুইডাই তো ইলেকশন হইলো। একটা গেল বকর আর একটা চুয়ান্ন সালে। এইবার তো' মুহলিম লীগ পাইছে গোলা। আর চুয়ান্ন ছালে ৩০৯ জন মেম্বারের মাইন্দে মুহলিম লীগের যে নয়জন কোত্ পাইড়া জিতছিলো, হের মধ্যে তো ঠ্যাটা মালেক্যার

নাম পাতি পাতি কইরা খুঁজাও বাইর করতে পারলাম না। বেডায় কড়া কিছিমের ভোগাচ মারছে। আবার কইছে, আমি জানি হগ্গলে আমারে দালাল কয়। কিন্তু আমি ছদর ইয়াহিয়ার দালাল না। আরে হনছোস্ নি কারবারটা?

কাউল্যায় হাতের আংগুল দিয়া দেখাইয়া কইলো, যার হোননের, হে ঠিকই হনছে। ওই-ই দেখ্ সেরকাটু মোহাম্মদের চামণ্ডা ঘোড়াটা পর্যন্ত হাস্তাসে। আমি কই, ইয়াহিয়া সা'বে এই বেডাডারে চিনলো কেমতে? দিকি ঠ্যাটা মহারাজ কইয়া দিলো, আওয়ামী লীগওয়ালারা টিক্কা সা'বরেই গবর্ণর চাইছিলেন। বেডায় নিজের দাম বাড়াইবার জন্যি অক্করে চোখ-মুখে মিছাকাথা কইতে শুরু করছে। আবার কইছে, শীত্রি আওয়ামী লীগের লগে হেতোনের দেখা হইবো। অবশ্যি হেই টাইম এখনও আহে নাইক্যা।

ছকু কইলো, ঠ্যাটা মালেক্যা এই কাথাডা একেবারে খরাপ কয় নাই। ঠিকই তো' খুলনা-যশোর, কুষ্টিয়া-রাজশাহী, রংপুর-দিনাজপুর, সিলেট-চিটাগাং আর কুমিল্লা-নোয়াখালীর কারবার শেষ হওনের লগে লগেই বিচ্ছুগুলা মালেক্যার লগে মোলাকাতের ব্যবস্থা করতাছে। শ্যাম্বের সেদিন কি ভয়ংকর ভাইসব- শ্যাম্বের সেদিন কি ভয়ংকর!

হ-অ-অ-অ এই দিক্কার কারবার হনছেননি? হুঁআরে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' রয়টারের খবরে বলা হয়েছে, খোদা চিটাগাং টাউনের মাইন্ডেই আবার বিচ্ছুগুলা কারবার হইছে। চিটাগাং-এর কোর্ট সিস্টেং-এ টাইম বোম ফাটনের গতিকে দুইজন মছুয়া সোলজারের হেই কাম হইয়া গৈছে আর ১৭ জন গতরের মাইন্ডে ব্যান্ডেজ বাঁধছে। এরই মাইন্ডে আবার টাংগাইলের ব্লুভবাড়ির ভাটিতে ধলেশ্বরী নদীতে বিচ্ছুগুলা একটা ডেইনগারাস্ কাম করছে। জুলা চল্লিশেক মছুয়া মিইল্যা এক স্টিমার বোঝাই মেশিনগান, কামান, গোলা, মাইন আর ডিনামাইট লইয়া ফুলছড়ি ঘাটের দিকে রওয়ানা হইছিলো। ব্লুভবাড়ির কাছে কাদেদিয়া বাহিনীর এলাকায় আইতেই বিচ্ছুগুলা একটা মর্টারের আওয়াজ হইলো টাই-ইই। নদীর মাইন্ডে লগে লগে কয়েকটা স্পিড বোটের আরে কী দৌড়। মনে লয় অলিম্পিকে পাডাইলে এই বেডারা অক্করে ফাস্ট হইয়া যাইতো। এরপর- বুঝতেই পারতাছেন, সতেরোটা গয়না নৌকা ভইরা বিচ্ছুগুলা মেশিনগান, গোলাগুলি, মাইন, ডিনামাইট লইয়া অক্করে গায়েব। সবই মার্কিন আর চীন দেশের তৈরী সমরাস্ত্র। হেরপর জাহাজে খাতির জমা কইরা আগুন লাগাইলো। এখনও যদি কেউ ব্লুভবাড়ির ভাটিতে যান, তয় দেখতে পাইবেন একটা ভোমা সাইজের স্টিমারের খালি মাথাটা পানির উপর জাইগ্যা রইছে।

আরে এইডা আবার কী? এইডা হইতাছে, সিরাজগঞ্জের চোরা মতিনের সোহাগপুর ট্রান্সপোর্টের একটা লঞ্চ। পাট লইয়া রওয়ানা হইছিলো। কিন্তুক বিচ্ছুগুলা কারবার কইর্যা ফেলাইলো। বেডা চোরা মতিন এখন ভাগছে। কিন্তু বগুড়ার চান্দাইকোনা-শেরপুরে প্রাক্তন গবর্ণর মোনেম খাঁর সাগরেদ সালাম রক্বানীরে কারা জানি ধাওয়াইয়া বেড়াইতাছে। এইদিকে চাপাই নবাবগঞ্জ-রাজশাহী এলাকায় বিচ্ছুগুলা ডবল-আপ

কারবারে মছুয়াগুলো ভাগতাছে আর চিল্লাইতাছে, 'হামি ক্যা নানীর বাড়ীত আছিঁনুরে, হামি ক্যা নানীর বাড়ীত আছিঁনু।'

ওঃ হোঃ বেশি হাউকাউ কইরেইন না; হাউকাউ কইরেইন না। পাকিস্তানে অখন কীরকম কারবার চলতাছে, তা' কইতাছি- একটুক দম লইতে দেন। হেইদিন লন্ডন থাইক্যা বাঙালি পোলাপানরা কইছে যে, চাপ্স পাইলেই পি.আই.এ. বিমানে কী জানি কারবার হইবো। ব্যাস্ আর যায় কোথায়? পাকিস্তানে আইজ-কাইল সাজ সাজ রব পইড়্যা গেছে। পেরতেকটা পি.আই.এ. বিমানে মেলেটারি গার্ড বইবার ব্যবস্থা হইতাছে। এলায় কেমন বুঝতাছেন? মছুয়াগুলার গুদার মাইদে কী রকম ডর লাগছে।

এইদিকে আবার নয়া বায়েক্সোপের গুটিং শুরু হইছে। হিরু হইতাছে ইয়াহিয়া সা'ব আর হিরুয়িন? হেইডাও পোলা- নাম জুলফিকার আলী ভুট্টো। হিসাব কইরা দেখছি এর ম্যাইদে নয় দফায় দুই বেডার মাইদে বত্রিশ ঘণ্টা ধইর্যা গুফতাগু হইছে। কিন্তু অখন? ছাগা ডরায় বাঘারে, আর বঘা ডরায় ছাগারে। ভুট্টো সা'বে শরীলডা ম্যাজ ম্যাজ করতাছে কইয়া দশ নম্বর বেঠেকে যায় নাইক্যা। আর ইয়াহিয়া সা'বে ভুট্টো-টিক্কার ডরে রাওয়ালপিন্ডির খনে কোনো ট্যারে যাইতে সাহস পাইতাছে না। এইডারেই কয় তেলেসমাতী কারবার। হেইর লাইগ্যা ডক্টর কিসিংগারের পর US ASSTT. SECY. মিঃ এ্যাবলায়ার ঢাকা-ইসলামাবাদ সফর করছে। হেরা ছাফ কইছে, যেভাবে পারো বাংলাদেশে অন্ততঃ দখলীকৃত এলাকা বেসামরিক শাসনে শান্ত ও ঠাণ্ডা রইছে বইল্যা প্রমাণ করতে হইবে। না হইলে কিছুক আর মাল-পানি দেওয়া মুকিল হইবো। হেই জাঁতির চোটেই বিচ্ছুগুলার ছেরাবেরা কইর্যা চলা সত্ত্বেও হদর আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান চাপাবাজি চালাইয়া যাইতাছে। হামি হগ্গলে মাফ কইর্যা দিছি, টিক্কারে সরাইয়া মালেক্যারে বহাইছি। বঙ্গাল মালেক আমি মন্ত্রীসভা বানামু- কত কিছু। কিন্তু খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া। কেন্দ্র আর প্রদেশ মিইল্যা ৪৫৫ জন আওয়ামী মেম্বারের মাইদে ১২ জনের সমর্থনও জোগাইতে পারে নাইক্যা? ব্রিটেনের খবরের কাগজের মাইদে কইছে, 'কী রকম তাজ্জব কারবার? ইয়াহিয়া খান লাখ লাখ মানুষ মার্ডার করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ মেম্বারগুলো কীভাবে সব মুক্ত এলাকায় হাজির হইয়া গবর্নমেন্ট বানাইছে? আর কেমনেই বা একটার পর একটা এলাকা মুক্তিবহিনীর কন্ট্রোলের মাইদে চইল্যা যাইতাছে। এইসব মুক্ত এলাকায় আবার বাংলাদেশ সরকার নিজেদের অফিসারও বহাইতাছে।

কিন্তু বাচ্চা পোলাপান যেমতে কইর্যা আগুনের গরম না বুইঝাই হাত দিয়া বহে, আমাগো ঠ্যাটা মালেক্যা হেই রকম কিছু আস্তাজ না কইরাই গবর্ণর হইছুইন। বেডা একখান! দালালীর Compitition-এ ফকা-ফরিদ আর হরিবল হকরে হারাইয়া ঠ্যাটা মালেক্যা ফাল পাড়তাছে। একবারও চিন্তা কইর্যা দেখে নাই, যেখানে টিক্কার মতো জেনারেল হাজারে হাজার মছুয়ারে আজরাইল ফেরেশতার দরবার আর ১৮ হাজার মছুয়ারে হাসপাতালে পাঠাইয়া ভাগছে, সেখানে কুঠের ঠ্যাটা মালেক্যায় ময়দানে

আইছে। হেইদিন হেলিকপ্টারে চইড়া বেড়ায় ফরিদপুর ঘুইয়া আইস্যা কী খুশি!
হেরই লাইগ্যাই কইছিলাম, 'হাতি ঘোড়া গেল তল, মালেক্যা বলে কত জল?'

৭৯

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

'কাপে কাপ।' বাংলাদেশে এখন 'কাপে-কাপ' ব্যাপার শুরু হয়েছে। আইজ কেন জানি না মরা পাকিস্তানের পয়লা জামানা মানে কিনা আটচল্লিশ সালের কথা মনে পড়তাছে। আমার এক খুবই জানি-দোস্ত হেই সময় জেলে গেছিল। অদ্রলোক চুরি, চামারি, জোচ্চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, বাটপারি কিছুই করে নাইক্যা। কিন্তু মরা পাকিস্তানের জব্বর জব্বর আইন-কানুন আছিলো। তার একটা হইতাছে হেই জিনিষ- মানে কিনা হুলিয়ার দরকার নাই- বিচারের দরকার নাই। যে কেনো থানার দারোগা যে কোনো টাইমে যে কোনো লোকেরে এমতেই আটকাইতে পারে। এই রকম একটা গ্যাড়া-কলের মাইন্দে আমার জানি-দোস্ত আটকা পড়ছিল। কারণ হেতোনে পত্নীতলা থানার দারোগার শালীয়ে হাংগা করতে চায় নাই। ব্যাস, স্পিশল আইনে আমার দোস্ত আটকা পড়লো। এই আইনে যা ইচ্ছা তাই করণ যাইতো। মাস দুয়েক পরে যখন বেড়ায় জেল থনে বাইরাইলো, তখন হেরে চেনাই মুকিল। হেরে জিনিসইলাম, কেইসটা কী? দোস্তে কইলো, 'হয় মাসের পাঁচ মাসেই জেল হাসপাতালে আছিলাম। যখন কেইসডা আত্তাজ করলাম তখন খুবই লেইট হইয়া গেছে। বৃচ্ছাস, পাকিস্তান হওনের পর হিন্দু ডাক্তার সব ভাগোয়াট্ হওনের গতিকে ঢাকার মনে ডাক্তারগো লিষ্টি বানাইবার একটা ছিক্রেট Order আইছিলো। কিন্তু এই লিষ্টি যারা বানাইলো তারা একবারও চিন্তা কইরা দেখলো না যে, গরু-ছাগলের আবার আলাদা ডাক্তার আছে। তাই হেই লিষ্টির মাইন্দে মানুষের ডাক্তারের লগে গরু-ছাগলের ডাক্তারদেরও নাম একেকার হইয়া গেল।' আমি কইলাম, 'তাতে তোর কী?' আমার দোস্ত হাঁউমাঁউ কইয়া কাঁইন্দা কইলো, 'দোস্ত, এই জেল হাসপাতালে যে ডাক্তারের পাল্লায় পড়ছিলাম, হেই বেড়ায় আসলে গরুর ডাক্তার আছিলো- হেতোনে আমারে গরুর ওষুধ খাওয়াইয়া আমার এই অবস্থা করছে। এলায় বুঝছোস্।'

আমি কইলাম তয় হুইন্যা ল; আমাগো এইদিকে আর একটা কারবার হইছিল। তা' হইলেই বুঝবি মাদারীর খেইল কারে কয়। দোস্ত আমার চিল্লাইয়া উঠলো, 'কইয়া ফেলাও, কইয়া ফেলাও'। আমি শুরু করলাম, 'বচ্ছর কয়েক আগেকার কথা। হেই দিন ঘুরতে ঘুরতে করাচীতে গেছিলাম- দেহি কী বটতলার মাইন্দে মহা হৈ চৈ। আমাগো সেরকাটু মোহাম্মদ তার গরু চুরির মামলায় উকিল ছাড়াই কোর্টে যাইয়া হাকিম সা'বরে কইলো, 'হুজুর আমার লগে মাত্রক পাঁচসিহা পহা আছে, এইডা দিয়া তো' আর উকিল পামু না। হের লাইগ্যা আমার কোনো উকিল নাইক্যা।'

হাকিম তার চশমাডা কপালের উপর তুলিয়া কইলো, 'যাও যাও মিয়া বটতলায় এমতেই অনেক উকিল ঘুরতছে, হেইগুলার একটারে পাঁচসিহা দিয়া লইয়া আহো।'

এই কথা না হইল্যা সেরকাটু মোহাম্মদ বটতলায় আইয়া বাইছ্যা বাইছ্যা এক মোড়া-গাটা উকিলরে ধইর্যা কেইসডা খুইল্যা কওনের লগে লগে উকিল সা'ব মহা খাপচুরিয়াস্ হইয়া উডলো। এর মাইন্দে আরও উকিল, মোজার, মক্কেল আইয়া জুটলো। হগ্গলে মিইল্যা এই হাকিম সা'বের কোর্ট বয়কট করবো কী করবো না এইরকম গেন্জাম শুরু কইর্যা দিলো। এমন এক টাইমে উকিল চিল্লাইয়া কইলো, 'এই মিয়া যাও যাও, হাকিম সা'বেরে যাইয়া কও, পাকিস্তান হওনের আগে এই বটতলায় বহু পাঁচ সিকার উকিল আছিলো—হেইগুলো বেবাক আইজ-কাইল হাকিম হইয়া গেছেগা।' এলায় ক্যামন বুঝতাছেন?

এর মাইন্দে কখন যে আমাগো বাবু মিয়া আইস্যা এইসব কথাবার্তা হুনতাছে তা' টেরই পাই নাইক্যা। আমার কথা শেষ হওনের লগে লগে বাবু কইলো, 'আঃ হাঃ তয় তো আমার কথা হুনলে ভিমুরী খাইবি। আমি কইলাম, 'আবে রাখ্ রাখ্ যেরকম চরকিবাজী দেখ্তাছি, তাতে এইডা কী ফাঁকিস্তানে পড়লাম নাকি?' বাবু কইলো, 'কীসের মাইন্দে পড়ছোস্ আমারডা হুনলেই টের পাইবি। আমি তো আমার জানিদোস্ত এক লগে চিল্লাইয়া উডলাম, কইয়া ফালা, কইয়া ফালা। সাব মোচড়া-মুচড়ি করিস না। হোন, মুসলিম লীগ জামানার কথা। হেইদিন করাচীতে এক জব্বর ডিনার আছিলো। হেইখানে মিনিষ্টার খাজা শাহাবুদ্দীন আর ফজলুর রহমান সা'ব ভি হাজির। টেবিলের উপর রুপার চামুচ না দেইখ্যা রহমান সা'বের একটা রুপার চামুচ গোড়া মারণের খুবই সখ হইলো। যখন দেখলো হগ্গলে কাটা চামুচ খুইয়া হাত দিয়াই মুরগির রান খাইতে খুবই ব্যস্ত, তখন আস্তে কইরা একটা রুপার চামুচ পাকিস্তানের ন্যাশনাল ড্রেস আচকানের পকেটের মাইন্দে হান্দাইয়া দিলো। কিছুক আমাগো খাজা সাহেব যে একদিকে তাকাইলে আর একদিকে দেখে—মানে কিনা হেই জিনিষ, এইডা ফজলুর রহমান সা'ব অক্সরে ভুইল্যাই গেছিলো। তাই পট্ কইর্যা কারবার কইর্যা ফেলাইলো। এলায় খাজা সাহেব তহন অক্সরে পাগলা হইয়া উঠলো—ফজলু যদি দিব্যা রুপার চামুচ মাইর্যা এই ডিনার টেবিল থনে ভদ্রলোকের মতো বাইরাইয়া যাইতে পারে, তয় আমি পারুম না কেন? না হইলে মুসলিম লীগের পলিটিকস্ শেখাটাই আমার মাঠে মারা যাইবো। তাই যখন হগ্গলের খাওয়া শেষ হইলো, তখন খাজা সা'বে কইলো, 'হাজেরানে মজলিস,—বেরেদারানে ইসলাম, আমি আপনাগো একটা মেজিক দেখামু।' শেরোয়ানী আচকান আর চুষ-পাজামা পরা গাবুর সাইজের বেড়াগুলো অক্সরে লাফাইয়া উডলো। খাজা সা'বে একটা বেয়ারারে কইলো, 'দেখো, একটা রুপার চামুচ ভালো কইরা ধুইয়া আনো।' হের পর হগ্গলরে চামুচডা দুই তিন বার কইরা দেখাইয়া দিব্বি চামুচডারে আচকানের পকেটে খুইয়া কইলো, 'বেয়ারা টেবিলকা উস্ কোনাম যো ফজলুর রহমান সাহাব বৈঠা হ্যায়, উনকো পকেটেছে ইয়ে রুপাকা চামুচে নিকালো।' বেয়ারা রহমান সা'বের কাছে যওনের

আগেই রহমান সা'ব চিল্লাইয়া উঠলো, 'দিতাছি, দিতাছি! আমার পকেটেই রইছে।' এলায় বুঝছোস্ কো' কিসিমের লুটপাট কমিটির পাল্লায় পড়ছোস্?

চব্বিশ বছর- চব্বিশ বছর ধইর্যা এই লুটপাট হওনের পর শেখ মুজিব ইলেকশনের পয়লা চালেই করাচী-লাহোর-পিন্ডির সরাবন তহুরা খাওয়াইন্যা বেড়াগুলো ধান্দা লাগাইয়া দিলো। 'সোনারের টুক টাক্, কামারের এক গুতা'। কেইস্টা খেয়াল কইরা দেইখেইন। ইয়াহিয়া সা'ব তার মেলেটারি খাড়া কইর্যা ইলেকশন করাইলেন। সমস্ত দুনিয়ারে চিৎকার করে বললেন যে, নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে। রেজাল্ট জামাতে ইসলামী-শূন্য, কনভেনশন মুসলিম লীগ- গোন্না, নেজামে ইসলাম- জিরো, কাইয়ুম লীগ- একটাও না, কাউন্সিল মুসলিম লীগ- ছেরাবেরা, দুই ন্যাপ-খামুশ। ইয়াহিয়া সা'বের সমস্ত হিসাব গড়বড় হয়ে গেল। এলায় উপায়? বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি দেইখ্যা এই রকম একচেটিয়াভাবে ভোট দিলে তো আর গণতন্ত্র হয় না! তা'ইইলে Internal Affair কইরা আত্কা বাঙালিগো মার্ডার করলেই তো হয়! পরে একটা বাহানা ঠিক করা যাইবো। যেমন চিন্তা হেইরকম কারবার। কেচ্কায়ে পড়লে তো' শ্যাম চাচা আর নতুন মামু আছেই। কিন্তুক মছুয়াগুলো হেই কেচ্কাতেই পড়ছে। বাংলাদেশের ৫৫,১২৬ বর্গমাইল এলাকার কেন্দ্র আর পাকিস্তানের মাইন্ডে লাখ খানেক হেই জিনিষ আটকা পড়ছে। এগো এখন কীভাবে বিচ্ছুগোলা মেরামত করতাছে, তা' আল্লাহুতা'লা ছাড়া কেউই কইতে পারে না।

এই হস্তার রিপোর্টই হইতাছে পিডানীর চোটে কুড়িগ্রাম ছাড়াও গাইবান্ধা টাউনের হেই মুড়া থাইক্যা ফুলছড়ি পর্যন্ত এলাকা জব্বরে ছাফা। ব্রহ্মপুত্র নদ বরাবর জামালপুর, টাঙ্গাইল আর পূর্ব বগুড়ায় বিরাট এলাকা থনে মছুয়ারা লা-পাত্তা হইছে। আর সিলেটের উত্তরাঞ্চলের মুক্ত এলাকায় ভেঁট আবার নতুন কইর্যা হাট-বাজার চলতাছে।

হ-অ-অ-অ হনছেন নি বিচ্ছুগোলার নয়া কারবার? আঃ হাঃ পানির মাইন্ডে মাইন লাগাইছে। হেইডার পয়লা কারবার সামালিয়ার একটা জাহাজ এমএস. লাইটানিং-এর উপর পড়ছে। এতো কইরা না করলাম- যাইস্ না, যাইস্ না। বাংলাদেশে যখন বিচ্ছুগোলার ট্রেনিং কারবার চলতাছে, তখন মাতব্বরী দেখাইতে যাইস্ না। নাহ্, পাকিস্তানী মেলেটারির 'বিলাফে'র মাইন্ডে পইড়া এই জাহাজডা চালনা বন্দরে মাল লইয়া গেছিলো। ব্যাস্, বিচ্ছুগোলার কারবার হইয়া গেল। ওয়্যারলেসের মাইন্ডে ইংরাজিতে আওয়াজ ভাইস্যা আইলো 'বাঁচাও বাঁচাও- ঘল্ ঘল্ কইরা পানি জাহাজের মাইন্ডে ঢুকতাছে।' কিন্তু কে কারে বাঁচায়? এর মাইন্ডে আবার পেরতেক সপ্তাহেই হাজারে হাজার ট্রেনিং লইয়াও বিচ্ছু ময়াদনে নামতাছে। মছুয়াগুলো কয়দিক সামলাইবো।

আমাগো ছক্কু মিয়া হেইদিন দেখে কী, কুর্মিটোলা থাইক্যা অনেক কষ্টে চাইর স্টেশন পর্যন্ত যে ট্রেনডা চালু করছে, হেইডার ইঞ্জিনের সামনে তিনডা ফল্স বগী লাগাইছে। কারণ! বিচ্ছুগোলার মাইন। এইদিকে আবার মছুয়াগুলো বিচ্ছুগো ডরে ফল্স বগীর মতো রাজাকার সামনে রাইখ্যা নিজেরা পিছনে থাইক্যা পাইট করতাছে। আহারে! রাজাকার

মারতে কী আরাম রে। এইগুলোই কয় কামানের খোরাক। টিক্কা-নিয়াজী নতুন মামুর বুদ্ধিতে নতুন টিরিক্স করতাকে। কিন্তু হেগো মরণের যখন ডাক দিচ্ছে, তখন টিরিক্স কইর্যা আর কোনই ফায়দা হইবো না। খালি আজরাইল ফেরেশতা ওভার-টাইম ডিউটি কইরা অহন হেলপার চাইতাকে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। ‘কাপে-কাপ’ বাংলাদেশে কেদো আর প্যাকের মাইন্দে অহন ‘কাপে-কাপ’ কারবার চলতাকে।

৮০

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

‘এরি ও ছইরুন্দীর বাপ- গাড়ি ছইত্ করছে’। কী কইলেন? বুঝতে পারেন নাইক্যা? আমাগো নোয়াখালীর কথা মনে কইর্যা এমতেই একটা আওয়াজ দিছিলাম আর কী? হেই নোয়াখালীতে আইজ-কাইল আচমবিত্ কারবার শুরু হইছে। পিডানী কারে কয়? নোয়াখালীর হেই মুড়া একটুক ফুচি মারলেই বুঝতে পারবেন। আহারে, রাস্তা-ঘাটের নাম নিশানা নাই- এইরকম এলাকায় মছুয়া আর রাজাকারগুলো পাইয়া বিচ্ছুগুলা মাইরা সুখ করতাকে রে! সব একেবারে চুপ-চাপ কারবার। এর মাইন্দেও চর বাটার মওলানা টেপু মিয়া চরের থনে ভাইগ্যা আইস্যা মাইজদী কোর্টে মদিনা হোটেলে বইস্যা পরটা গোস্ত খাইয়া মছুয়াগুলার দালালী করবেক চেষ্টা করতাকে। ব্যাস, বেডার নাম লিষ্টির মাইন্দে উইঠ্যা গেল। মরণে ডাক দিলে মাইনমের এইরকম ভীমরুতিই ধরে। মাইজদী কোর্টের দক্ষিণে বেড়ি বাঁধের ঊষর মওলানা টেপু মিয়ার লাস পাওয়া গেল।

পিডানী জিনিষটার অপারিসীম মহিম্যা রয়েছে। যুক্তিতর্ক আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থ হলে পিডানীই হচ্ছে একমাত্র ওষুধ। কলি খইলে ঘুমি, থাপ্পর, লাথি-এইগুলোই হইতাকে মোক্ষম দাওয়াই। তাই বাংলাদেশের খাল-খন্দক, নদী-নালা, ঝোপ-জঙ্গল আর কেদো-প্যাকের মাইন্দে যখন বিচ্ছুগুলার গাবুর কেচকা আর আত্কা মাইর শুরু হইছে, তখন আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সা’ব খবর লইয়া দেহে কী? মছুয়াগুলার একটা পুরা ডিভিশনই গায়েব। আরও এক ডিভিশনের মতো ব্যাভেজ বাইন্দা কাতরাইতাকে। মুজিবাহিনীর গেরিলারা এইজন্য খুবই দুঃখ প্রকাশ করছে। পয়লা দিকে পোলাপানের আন্দাগোন্ধা গুলি করণেই হানাদারগো জখমীর সংখ্যাটা একটুক বেশি হইছে। অহন বিচ্ছুগুলার পুরা ট্রেনিং হওনের গতিকে হাতের নিশানা অন্ধরে পইট কারবার। জুইত মতো পাইলেই একেবারে ঝামেলা Gone। মানে কিনা বছর পঁচিশ-তিরিশ আগে যে গেন্দা পোলাডা লাহোর-পিভিতে ওঁয়া ওঁয়া কইরা এই দুনিয়াতে আইছিলো, কুমিল্লার চান্দিনায় বেডায় ঘঁ-অত কইরা আখেরী দমডা ছাড়লো। এইরকম দম ছাড়নের নম্বর খুবই বাইড়া যাওনের গতিকে পাকিস্তানে আইজ-কাইল ঘরে ঘরে কান্দনের হিড়িক পইড়া গেছে। ভিয়েতনাম আর আলজেরিয়াতেও ফরাসিগো এইরকমই কেডাবেরাস্ অবস্থা হই- অনেক কষ্টে মার্কিনীগো ভিয়েতনামের কেদোর মাইন্দে নামাইয়া আর

আলজেরিয়াতে এমতেই ছাইড়া দিয়া ফরাসিরা দেশে ফেরত আইস্যা হাঁপাইতাছে। কিন্তুক বাংলাদেশের যেরকম অবস্থা দেখতাছি, তাতে এইসব মছুয়াগো একটাও আর দেশে ফিরতে পারবো কিনা সন্দেহ। পয়লা দিকে ইয়াহিয়া সা'বের কি চোটপাট- বেডায় নাকি বাংলাদেশে 'মঙ্গড়' মারতাছে। অহন কেমন লাগে? বিক্ষুব্ধ যে কইতাছে, 'হেরা চেউটা মারতাছে, মানে কিনা পিপড়া মারতাছে।'

হ-অ-অ-অ। এইদিকে করাচী রেডিয়ো হেইদিন অক্করে ঘং ঘং কইরা কাইন্দা উঠছে। খালি কইতাছে আ গিয়া, আ গিয়া বঙ্গাল মুলুকমে ছয়লাব আ গিয়া। ও-অ ছয়লাব অর্থ তো' আবার কওন লাগবো। ছয়লাব মানে বন্যা- হেই বন্যার পানি অহন ঘল ঘল কইর্যা কুমিল্লা, ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা আর কুষ্টিয়ার মাইন্দে ঢুকতাছে। ফরিদপুরেও দরিয়ার পানি বাড়তাছে। এর লগে লগে ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পানিও বিপদ সীমা পার হয়েছে। এর অর্থ বুঝতে পারতাছেন? অর্থ হইতাছে পানির মাইন্দে নতুন কিসিমের খেইল। আহা, এই পানিতে না-জানি আবার কতো মছুয়া চুবানীর চোটে পডল তোলে কে জানে! বাংলাদেশে এর মাইন্দেই আট হাজার বর্গমাইল এলাকা পানির নিচে গেছে গা। এইটুকু তো' পদ্মা নদীর চোটেই হইছে। অহন আবার ব্রহ্মপুত্র চেততাছে। কেমন বুঝতাছেন, খেইলটা কেমন জিওট বাঁধতাছে। হেইদিন হইছে কি, যমুনা নদী দিয়া এক জাহাজ হানাদার সোলজার উজানীর মুহে যাইতাছিল। খালি কেডা যেনো কইলো 'জাহাজমে দুশমন লোগ চুপাকে হ্যায় মালুম হোতা হ্যায়।' ব্যাস্ ম্যাজিক কারবার শুরু হইলো। ষ্টিমারের ডেকের উপর মহা গেন্ডার্ম লাইগ্যা গেল। মছুয়াগুলার দৌড়াদৌড়ির ঠেলায় আসলি কারবার হইয়া গেল। দুশমন দেড়শ জন হানাদার সৈন্যের সলিল সমাধি হইলো। এই খবর না পাইয়া সেনাপতি নিয়াজী একটা হেলিকপ্টারে কইর্যা কেইসডা দেখতে গেছিল। ফিইর্যা কইলো, 'বঙ্গাল মুলুক মে,ইয়ে সব দরিয়া হ্যায় না সমুন্দর হ্যায়? ইয়ে তো খালি পানি আর পানি। Field Intelligence-এর অফিসার জওয়াব দিলো, 'স্যার ছয়লাব আওর ভি হোগা। ইয়ে সাল মালুম হোতা হ্যায় খোদ ঢাকা কা রাস্তামে কিসতি চলগা।'

এই রিপোর্ট ইসলামাবাদে যাওনের লগে লগে হেইকানে তেলসমাতি কারবার শুরু হইছে। চারদিকে খালি আওয়াজ হইতাছে, 'আব্ কেয়া করু! আব্ কেয়া করু!' এইডারেই কয় শাল। 'আইতে শাল যাইতে শাল, হের নাম বরিশাল।' এর মাইন্দে আবার মস্কো থাইক্যা নাকি ইয়াহিয়া সা'বেরে একটু ঘষা মাইরা দিছে। খামুকা ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করণের খায়েশের লাইগ্যা ফাল্ পাড়তে না করছে। ব্যাস্ খান সা'বে তার ফরিন সেক্রেটারিরে টিন ভর্তি তেল দিয়া তেহরান আর মস্কো রওয়ানা কইর্যা দিছে। বেডায় তেহরানে যাইয়া খুবই গোপনে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরদেশী জাহেদীর লগে গুফতাগু করছুন। কিন্তু লভনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজের রিপোর্টার ক্রয়ার হলিংওয়ার্থ এই গোপন আলোচনার ব্যাপারটা ফাঁস করে বলেছেন, 'সেনাপতি ইয়াহিয়া আমেরিকা আর চীনের সাথে পরামর্শ কইরা বাংলাদেশের লগে আপোষ করতে

চাইতাম। এইডারেই মোছ নামোনা কয় বুঝছেন। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাগো মাইরের চোটে বাংলাদেশের হানাদার সোলজরগো অবস্থা ফাতাহ ফাতাহ হওনের গতিকেই ইরানের শাহেন শা'রে দিয়া একটা জোড়াতালি কারবাররের জন্য টেরাই করতাম। কিন্তু খান সা'বে অনেক লেইট কইর্যা ফেলাইছেন। মোছ নামোনা কেন, মোচ কামাইলে কিছু হইবো না। হাজারে হাজারে বিক্ষুব্ধ অহন ট্রেনিং Complete কইর্যা বাংলাদেশের পানি, কেদো আর প্যাকের মাইন্দে মছুয়াওলারে ধাওয়াইয়া বেড়াইতাম। মছুয়া কোবাইতে আরাম রে, মছুয়া কোবাইতে কী আরাম!

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, পিডানীর অপারিসীম মহিমা রয়েছে। বিক্ষুব্ধ পিডানী হবায় শুরু হইছে- এর মাইন্দেই ইয়াহিয়া সা'ব আপোমের দেন-দরবার শুরু করছইন। বিক্ষুব্ধ ডোজ আর একটুক কড়া হইলেই কিছু বেডায় আসল ব্যাপারটা কবুল কইয়া ভাগোয়াট হইবো। না হইলে গাবুর, কেচ্কা আর আত্কা মাইরে হগ্গল 'চেউটী' পটল তুলবো। কলি খাইলে ঘুঘি, থাঙ্গুর খাইলে লাখি-এইগুলাই হইতাছে ইয়াহিয়া-টিকা-নিয়াজীর মোক্ষম দাওয়াই। বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল অগিয়া কথাই কইছন 'সেনাপতি ইয়াহিয়ার জবাব রণক্ষেত্রেই দেওয়া হবে। এই জবাবের চোটে নয়া History তৈরী হইতাছে। খুনকা বদলা খুন-সব কছার শেষ কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

৮১

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

যা ভাবছিলাম তাই-ই হইছে। পাকিস্তান আর তার দোস্ত ইরানের মাইন্দে যাতায়াত করণের লাইগ্যা এখন আবার ভিসার দরকার হইবো। কেইসটা কি? এই দুইডা দ্যাশের মাইন্দে তো খুবই দোস্তালী। পরানের পরাণ, জানের জান, শাহেন শাহ-এর লগে ইয়াহিয়া খান।

আমাপো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া আর পাতলা খানের গল্পির মেরহামত মিয়া হেইদিন আমারে পাকিস্তান ইরানের মাইন্দে আবার ভিসা চালু হওনের কেইসটা জিগাইছিল। আমি দিনা দুই-এর টাইম লইছিলাম। কেইসটা Think কইর্যা দেখন লাগবো। আমিও পয়লা একটু ভিমুরি খাইছিলাম। হ্যাশে ল্যাজ তুলিয়া দেখি কী? এইটা বকরি ঠিকই আছে- মানে কিনা দুই জনার মাইন্দে কড়া মহব্বতের কোনোই গড়বড় হয় নাইক্যা। এই মহব্বতের লাইগ্যাই তো আইজ মরা পাকিস্তানের মীরজাফর সেকেন্দার মির্জার কবর তেহরানের মাইন্দেই রইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার দাদাও বলে এই ইরান থাইক্যাই পাকিস্তানের হিজরত করছিল। আর ইয়াহিয়ার ওস্তাদ বুড়া আইয়ুব খান যখন ক্ষেমতায় আছিলো, তখন শ্যাম চাচার দোয়াখায়ের লইয়া পাকিস্তান, ইরান আর তুরস্কের এক দড়িতে গাঁইথ্যা ফালাইছিল- হেইডার নাম আরসিডি। আর মহব্বতের পেরমাণ

দিবার লাইগ্যা ভিসার System উডাইয়া ফেলাইছিল। এছাড়া ইরান থাইক্যা যেসব মাতারী নার্স লাহোর-রাওয়ালপিন্ডি আইছিলো, হেই বেবাকগুলোরে পাকিস্তানীরা হাংগা কইরা থুইয়া দিছে। এই রকম যেখানে মহব্বত, হেইখানে আত্কা ইরান আর পাকিস্তানের মাইন্দে আবার ভিসা System টা চালু হওনে হগ্গরেই ভিম্রি খাইছে। তাই-না? কিন্তুক এর মাইন্দে সেনাপতি ইয়াহিয়া বহুত টিরিক্স করছে। একদিনের লাইগ্যা বাপের বাড়ি তেহরানের যাইয়া এই ব্যবস্থা কইরা আইছে- কারণ? মাল-পানি!

আঃ হাঃ! খৌচা মাইরেইন না, খৌচা মাইরেইন না। কইতাছি, কইতাছি। মওলবী সা'বে তেহরান যাইয়া দেখে কী! পাকিস্তানী ব্যবসায়ী আর শিল্পপতির দল অক্করে গিজ্ গিজ্ করতাছে-কেইসডা কী? বঙ্গাল মুলুকের বিকুণ্ডলার গাবুর বাইড়ানের চোটে আর ছয় মাস ধইরা পাইট্ কইরা কোনো হেস্তুনেস্ত না হওনের গতিকে ডাহিনা মুড়া দিয়া লেখুইন্যা ব্যবসায়ী-শিল্পপতির দল অক্করে ভাগোয়াট্। যে যেমতে পারতাছে, কাইটা পড়তাছে। চিটাগাং থাইক্যা আগা খানের দল, বগুড়া থাইক্যা জামিল উদ্দিনের পরিবার, ঢাকার দোসানী, খুলনার রেশুন স্টোর্স হগ্গলরেই ভাগোয়াটের বিমারে ধরছে। কিন্তু ব্যাডারা পাকিস্তানের যাইয়া দ্যাখে হেইখানেও কেইস খুবই খরাপ। মিল ফ্যাক্টরি সব বন্ধ হইয়া বইস্যা আছে। মালিক আর ম্যানেজাররা লাপাড়া হইয়া গেছে। এ্যার মাইন্দে আবার ভুটো-ইয়াহিয়ার ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। চাইর দিকে খালি বেকার আর বেকার। ব্যাস্ মাল-পানিওয়ালা ব্যাডারা হেইখান থাইক্যাও ভাগোয়াট্ হইতে শুরু করছে। হেরা ঠিকই আন্তাজ করতে পারছে, বঙ্গাল মুলুকে প্যাক আর ক্যাদোর মাইন্দে সেনাপতি ইয়াহিয়ার যে ঠ্যাং হান্দাইছে ওই ঠ্যাং আর বাইর করণ লাগবো না। তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। খুঁটায় ক্যামন বুঝতাছেন?

হেইর লাইগ্য কেউ গ্যাছে পূর্ব আফ্রিকা, কেউ পাড়ি জমাইছে বাহরায়েন, কুয়েত; কেউ গ্যাছে কুয়ালালামপুর আর বেশির ভাগ ভাগোয়াট্ হইছে ভিসা লাগে না হেই ইরানে। হেইর লাইগ্যাই লাগছে মহা গেনজাম। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এই মাল-পানিওয়ালা ব্যাডাগুলোরে পাকিস্তানের মাইন্দে আটকায়ে রাখতে চায়। আন্তে কইর্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া তার দোস্ত ইরানের শাহেন শাহরে কইয়া দিলে, 'দোস্ত, হে-ই-কাম Begin।' ব্যাস্, আবার ভিসা চালু হইয়া গেল। এলায় বুঝছেন? মহব্বতের কারবারডা কেমন কড়া ডোজের হইছে? ওই ছক্কু মিয়া। ইয়াহিয়া সা'বের টিরিক্সের কথা হইন্যা যে অক্করে ইঁ কইর্যা রইল্যা। মুখ বন্ধ করো- না হইলে কিন্তুক মাছি হান্দাইবো।

বাঘইর! কি হইলো? কি হইলো? ছক্কু মিয়া আওয়াজ দিলো কীর লইগ্যা? ও-ও-ও বুঝছি। বিকুণ্ডলার কারবার কওয়া হয় নাই-তাই না? তয় কইতাছি হোনো। হেইদিন একদল মছুয়া আর রাজাকার মিইল্যা ঠ্যাটা মালেক্যার অর্ডারে ময়মনসিংহে পাবলিকগো ধন-সম্পত্তি লুটপাট করতাছিল, আর ডর দেখাইয়া মাল-পানি কামাইতাছিল। একবার ঘুণাক্ষরেও চিন্তা কইর্যা দেখলো না যে বিকুণ্ডলা আশেপাশেই রইছে। ব্যাস্, যা হওনের তা হইলো। আহারে! আলাদা না পাইয়া পালের গোদাগুলোরে হেই কারবার কইর্যা

দিলো। আর বাকিগুলোকে কান কাইটা ছাইড়া দিলো। ময়মনসিংহ হাসপাতালে হেইগুলো অহন খালি গোস্লাইতাছে।

এইদিক্কার কারবার হনছেন নি? টাঙ্গাইল-মির্জাপুরের নূরুল হুদার চিরকিৎ হইছিল। বেড়ায় মোনাইম্যা গবর্ণরের আমলে মেধর আছিলো। আইজ-কাইল ঠ্যাটা মালেকার লগে Connection কইর্যা লুটপাট সমিতির সভাপতি হইয়াছিল। ঘট্যাং-কি হইলো, আওয়াজ কিসের লাইগ্যা? মির্জাপুরের নূরুল হুদা এই দুনিয়ার থনে সাক্ষ হইয়া গেল। রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা কি কান্দন! আমাগো মির্জাপুরে নূরুল হুদারে কে বা কাহারো হেইকাম করিয়া দিয়াছে।

এইদিকে আমাগো ঢাকার মাইন্দে মুসলিম লীগের মার্কসিস্ট Fraction-এর ছলাহ উদ্দিন বিহারী, আনোয়ার জাহিদ বাঙালি আর দৈনিক পাকিস্তানের হাসান আহমদ আশ্ক সা'বের খুবই বাড় বাড়ছে। আশ্ক সা'ব বাঙালি হইলে কি হইবো, হেতোনে উর্দুতে শায়ের মানে কিনা কবিতা লিখতাছেন। আইয়ুব খানর টাইমে ব্যাডায় টেলিভিশনে একটা কবিতা পড়ছিলো, 'মুখে শরম মালুম হোতা হ্যায়, মুখে শরম মালুম হোতা হ্যায়, ম্যায় বাঙালি হোকে উর্দুমে শায়ের লিখ রাহি হ্যায়।' কান্দন বুঝতাছেন?

এই মাল বাঙালি কবিগো পক্ষ থাইক্যা বছর দুই আগে মক্কো সফরে গেছিলেন। তারপর বুঝতেই পারতাছেন? রাশিয়ানরা অক্সফোর্ড-বাংলায় 'ক' অক্ষর গোমাংস এই আশ্ক সা'ব কেমনে কইর্যা বাঙালি কবি কিসের মক্কো আইলো? একটুকু খোঁজ-খবর করতেই হেরা বুঝতে পারলো ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার কবি, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকগো দিয়া নতুন কিসিমের গোয়েন্দা বিভাগ খুলছে- হেইডার অনেক নাম। রাইটার্স গিল্ড, ন্যাশনাল ব্যুরো অব Reconstruction, আর্টস কাউন্সিল, নজরুল একাডেমী, বাফা, ফিচার সিক্রিট, পাকিস্তান কাউন্সিল- কতগুলো। হগ্গল জায়গার মাতব্বরগো আসল কাম গোয়েন্দাগিরি। অস্তির হইয়েন না, আস্তে আস্তে হগ্গল নাম কইয়া দিমু। ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর পাল্লায় পইড়্যা কেডা-কেডা ফাল পাড়তাছে হেইগুলি একটু ঠাহর করতে দেন। এই দিকে তো, বিচ্ছুগুলো যেকোনো টাইমে যে কোনো জায়গায় কারবার করতে পারতাছে। দেখলেন না হেইদিন মালেক্যার নয়া মন্ত্রী কাউন্ট্রা মওলানা ইসহাকরে কেমনে মেরামত করছে?

এর মাইন্দে বিচ্ছুগুলার Air Force আর Navy তৈরী হইতাছে। এখনও টাইম আছে। শ্যামের সেদিন কি ভয়ংকর, ভাইসব- শ্যামের সেদিন কি ভয়ংকর! হাজার হইলেও ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। হের আগেই আস্তাজ কইর্যা ভাগতে শুরু করছে। এইডারে কয় রাম ভাগোয়াট। এই মুড়া থাইক্যা হেই মুড়া আর হেই মুড়া থাইক্যা যেইদিকে দুই চোখ যায়। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, 'যা ভাবছিলাম তাই-ই-হইছে।' সেনপতি ইয়াহিয়া এখন মাল-পানিওয়ালা বেড়াগুলো লোহার শিকল দিয়া পাকিস্তানের মাইন্দে বাইন্দ্যা থোওনের লাইগ্যা ইরানের লগে আবার তিসা System চালু করছে।

অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। ইয়াহিয়া যেইমুড়া চায়, গেন্জাম লাইগ্যা যায়। আঃ হাঃ অস্থির হইয়েন না, অস্থির হইয়েন না- সবই খুইল্লা কইতাছি। সেনাপতি ইয়াহিয়ার কপালডাই কুফা। আইজ পর্যন্ত যতগুলো কামে ট্রিক্স করলো হগ্গলগুলোই ধরা পইড়্যা গেল। ব্যাডায় বহুত চোটপাট কইর্যা মেলেটারি গার্ড দিয়া একটা Election দিছিলো। পরানে খুবই আশা আছিলো এসলাম পছন্দওয়লা পার্টি কিছু না হইলেও তো গোটা কুড়ি Seat পাইবো। কিন্তু কেইস খুবই খারাপ হইয়া গেল। শেখ সা'বের আওয়ামী লীগ হগ্গল Seat জিইত্যা ফেলাইলো। এলায় করি কী? ঠিক আছে বাঙালি মার্ভার।

টিকা খানরে দিয়া বাহান্নুর ঘন্টার মাইন্ডে কাম খতম করতে চাইলো। কিন্তুক গেন্জাম বাইন্দ্যা গেল। বাঙালি Public Murder করতে যাইয়া কইথনে সব বিক্ষুব্ধ তৈরী হইলো। প্যাদানীর চোটে টিকা খান পর্যন্ত ভাগোয়াট হইলো। ব্যাস্ মওলবী সা'বের হাজার হাজার মছুয়া বাংলাদেশের ক্যানো আর প্যাঁকের মাইন্ডে হইত্যা পড়লো। ব্যাডায় হাঁউ মাঁউ কইরা কাইন্দা উঠলো, 'ইয়ে সব Internal Affair হ্যায়।' কিন্তু হে আমেরিকা, হে জাতিসংঘ আমারে বাঁচাও। বিক্ষুব্ধ আমাগো একলা পাইয়া কোবায়া তক্তা বানাইয়া ফেলাইলো। এরপর ব্যাডায় টিকা খানে শুরু করলো, বঙ্গালা মুলুকে স-অ-ব অক্সরে Normal. লগে লগে দুইমাস মাইনবে ইয়াহিয়া সা'বের গতরের মাইন্ডে থুক্ দিয়া কইলো, 'তা হইলে ইতিমধ্যে লাখ লাখ রিফিউজি চইল্যা গেল ক্যানো? হেইগুলোরে ফেরত আনো। সেনাপতি ইয়াহিয়া কি কান্দন।- 'ভাইসব আইস্যা পড়েন। আইস্যা পড়েন।' হের কান্দনের চোটে মছুয়াগুলো আত্কা দ্যাছে কী? রিফিউজী Reception centre-এ কই থনে যেনো গোটা পাঁচেক খেঁকী কুস্তা আইস্যা হাজির হইছে।

ব্যাডায় কি রাগ? লগে লগে কইলো, আ-চ্ছা ঠিক আছে। ওঃ হোঃ আমরা টেরই পাই নাইক্যা- রিফিউজিরা সব ছিক্রেট, মানে কিনা গোপন পথে ফেরৎ আইতাছে। এই কাথা হইন্যা আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া পর্যন্ত হাইস্যা ফেলাইছে এইবার খান সা'বে কইয়া বইলো, আমি হগ্গলরে মাফ কইর্যা দিছি। আমাগো পাতলাখান গল্পির মেরুহামত মিয়া অক্সরে ফাল পাইড়া উঠলো, 'ইয়াহিয়া সা'বে মার্ভার, বলাৎকার, আগুন লাগাইন্যা হগ্গল দোষ করলো, কী সোন্দর হেই বেডায় কয় আমি বাঙালিগো মাফ কইরা দিলাম। কীর লাইগ্যা- বিক্ষুব্ধ গাবুর মাইরে অখন বুঝি ছেরাবেরা অবস্থা হইছে?' একটু দম লইয়া ব্যাডায় মাল-পানি জোগাইবার জন্যি এম.এম. আহম্মকরে পাড়াইয়া Pakistan Aid Consortium-এর কাছে হাত পাতলো। হেই গুড়ে বালি। এক পহাও পাইলো না।

এইবার মণ্ডলী সা'বে ড্রাম ভর্তি তেল দিয়া পররাষ্ট্র সেক্রেটারী ছেলতাইন্যারে মাখখন বাজীর লাইগ্যা মস্কো পাডাইলো। ব্যাডায় ধাওয়া খাইয়া ফেরত আইলো। লগে লগে নোয়াখালীর হরিবল হক আর চুষ পাজামা মাহমুদ আলীরে বিলাত, আমেরিকয় পাডাইলো। ডাইল গল্লো না। এইদিকে লন্ডন, দিল্লী, কলিকাতা, হংকং, ম্যানিলার পাকিস্তানী দূতাবাস থাইক্যা সব বাঙালিরা দলে দলে বাংলাদেশ গবর্নমেন্টের লগে যোগ দিলো। কেইসটা কি? সেনাপতি ইয়াহিয়া ঠ্যাটা মালেক্যারে গবর্নর বানাইয়া ভ্যা ভ্যা কইরা উঠলো, 'হইছে, হইছে, বেসামরিক গবর্নমেন্ট হইছে— সব অক্সরে কন্ট্রোলের মাইন্দে। ঘেটাঘ্যাট ঘেটাঘ্যাট। কী হইলো? কী হইলো? ঢাকা টাউনের মাইন্দে বিষ্ণুগুনার কারবার হইয়া গেল। কী মজা, কী মজা ঠ্যাটা মালেক্যা মন্ত্রীসভা বানাইছে! টাই-ই। কি হইলো? কি হইলো? মন্ত্রী মাওলানা ইছাহাক বোমা খাইয়া মেডিকেল গেল।

ইয়াহিয়া সা'বে চুষ পাজামা মাহমুদ আলীরে কইলো, যাও বেটা জাতিসংঘে যাইয়া কইয়া দাও বঙ্গাল মুলুক ঠাণ্ড। টাই-ই, টাই-ই। কী হইলো? কী হইলো? চালনা, চিটাগাং বন্দরে বিষ্ণুগুলা একগাদা বিদেশী আর পাকিস্তানী জাহাজের উপর কারবার কইর্যা ফেলাইলো। এই গাবুর বাড়ির চোটে পোল্যান্ডের দুইডা আর ব্রিটেনের একটা জাহাজ কোম্পানি কইছে— বঙ্গাল মুলুকে বহত গেনজাম। বিষ্ণুগুলা ইচ্ছামতো কারবার চালাইতাছে। আর চালনা-চিটাগাং বন্দরে জাহাজ পায় না। এলায় ক্যামন বুঝাতছেন? এইবার ইয়াহিয়া সা'বে Declare দিলো 'এরিন্টেনছেন নি, আমরা হগ্গলরে জেলের থনে ছাইড্যা দিছি।' বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা অক্সরে চোর, ডাকাত, ছ্যাছোড়ে ভইর্যা গেল। এরা সব যাইয়া রাজাকারের সান্নিধ্য লেখাইলো। কেউ কেউ বাপ-দাদার পেশা ডাকাতি শুরু করলো। নদীর মাইন্দে পাবলিকের নাও লুটের আগে চিল্লাইয়া কইলো 'ভাই সা'বেরা, ডরায়েন না, ডরায়েন না আমরা মেলেটারি না আমরা ডাকাত। আমরা বেশুমার মানুষ মার্ডার করি না— আমরা খালি মাল-পানি নিমু।'

এইদিকে রাজাকাররা যাইয়া ঠ্যাটা মালেকা-পিয়াজীরে কইলো, 'বঙ্গাল মুলুকের Public-রে মেলেটারিরা আগেই ছিবড়া কইরা ফেলাইছে— অখন লুটপাট কইরা কিছুই পাইতাছি না, দিনে তিন টাকা পোষাইতাছে না—একটা কিছু বিহিত করেন।' ব্যাস লগে লগে ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী অর্ডার দিলো, রাজাকারেরা ইচ্ছামতো লোক Arrest করতে পারবো। Murder-এর কথাডা আর লিইখ্যা দিলো না। এরপরেও রাজাকাররা যখন মুখ ভ্যাড়া কইর্যা রইলো, তখন ঠ্যাটা মালেক্যায় কইলো কি? সবুর-সবুর; নতুন বাঙালি ব্যবস্থা কইরা দিতাছি। এরপর রেডিও গায়েবী আওয়াজ থনে রিফিউজিগো লাইগ্যা ঠ্যাটা মালেক্যায় কি কান্দন! 'আপনারা সব ফেরৎ আইস্যা পড়েন— আপনাগো লাইগ্যা নতুন কিসিমের খাদেম বানাইছি— এইগুলারে রাজাকার কয়। এরা আপনাগো দেখাশুনা করবো।' ঠ্যাটা মালেক্যার কান্দনের চোটে রেডিও গায়েবী আওয়াজের জিল্লার সা'ব National ব্যুরো অব Reconstruction-এর ডাঃ হাসান জামান, ডাঃ বজ্জাত হোসেন, সংগ্রাম কাগজের মওলানা আখতার ফারুক, পূর্বদেশের মাহবুবুল হক, ব্র্যাক

মেইলের আজিজুর রহমান বিহারী, মনিং নিউজের বদরুদ্দিন, দৈনিক পাকিস্তানের আশুক সা'ব আর ছহি আজাদের হরলিকসের বোতল থুতুঃ ছৈয়দ ছাহাদত হোসেন হগ্গলেই কাইন্দ্যা গতরের সার্ট ভিজাইয়া ফেলাইলো। কিন্তুক Result? দিনে আরো ৩০ হাজার কইরা নতুন রিফিউজি ইন্ডিয়াতে যাইতে শুরু করলো। এইবার ইয়াহিয়া সা'বে ভুটোর লগে বাতচিং শুরু করলো। লগে লগে দুইজনের মাইন্ডে Silent Fighting বায়ক্ষোপ শুরু হইয়া গেল। মওলবী সা'ব দৌড়াইয়া বাপের বাড়ি ইরানে যাইয়া শাহেন শাহরে কইলো, 'পাকিস্তান থাইক্যা যাতে কইরা ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা ভাগতে না পারে- হের লাইগ্যা আবার ভিসা System চালু কইরা দেন। আর তো' পারি না কোনোমতে বঙ্গাল মুলুকের একটা মীমাংসা কইরা দেন।' চব্বিশ ঘণ্টার মইন্ডে ইসলামাবাদ থাইক্যা তেহরানে কি যেনো একটা খবর গেল। ইয়াহিয়া সা'বে, আরে দৌড়রে-দৌড়। দৌড়ে আইস্যা আবার গদীর মাইন্ডে বইয়া পড়লো। আল্লায় সারাইছে! এর মাইন্ডেই দুইজন মছুয়া জেনারেল ব্যাডারে ল্যাং মারতে চাইছিল।

দেশে ফেরত আহনের পর ইয়াহিয়া সা'বে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির রোশন আলী ভিমজী সা'বের চিডি পাইলো- 'পুরা যুদ্ধ Declare না করণের গতিকে বঙ্গাল মুলুকে যে হাজারে হাজার মছুয়া সোলজার এস্তেকাল করছে, হইগুলার ক্ষতিপূরণ হিসাবে কোনো টেকা দেওন সম্ভব না।' ঠাস্ কইর্যা একটা আওয়াজ হইলো। সেনাপতি ইয়াহিয়া চেয়ার থনে পইড়্যা গেছিলো। 'আচ্ছা দেখাইআছি কইরা ইয়াহিয়া অন্ধরে পাগলা হইয়া উঠলো। বঙ্গবন্ধুর বিচার থনে শুরু কইরা আওয়ামী লীগ নেতাগো ঘরবাড়ি নীলাম। এমনকি ৮৮ জনের মেম্বারশিপ পর্যন্ত বাহিনী কইরা ফেলাইলো। ভাবলো বাকিগুলো বোধ হয় আইস্যা পড়বো।

হ্যায় আল্লাহ! বেবাকে বিক্ষুব্ধতার লগে মিইল্যা ফাইট করতে শুরু করছে। এলায় উপায়? পিআইএ'র তিন হাজার বাঙালি স্টাফ ছাঁটাই কইরা ফেলাও। কোনোই Reaction নাইক্যা। তা-হইলে কইরা দেও দুই হাজার দুইশ' কুড়ি জন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কার, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট সারেভার করছে। লগে লগে দুনিয়ার মাইনসে জাইন্দ্যা ফেলাইলো খুলনা, সাতক্ষীরা, রাজশাহী নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, সিলেট, চিটাগাং, কুমিল্লা, নোয়াখালীতে এলাকার পর এলাকা মুক্ত হইছে। লগে লগে আবার সৈয়দ নজরুল ইসলাম সা'বে Disclose করছে, মুক্তি বাহিনীর নৌ ও বিমান বাহিনী পরায় তৈরী হইয়া গেছে, আর হাজারে হাজার বিক্ষুব্ধ ট্রেনিং Complete হইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া-জেনারেল পিয়াজী কি রাগ? ঠিক আছে- ইন্ডিয়াতে গাইলাইতে শুরু করলো ছক্ক কইলো, কীর লাইগ্যা? গাইলাইলে তো' মুজিবনগরের বাংলাদেশ গবর্নমেন্টরে গাইলাইতে হয়। কই থনে সেরকাটু মোহাম্মদ আইয়া কইলো, ছক্ক, বুঝছোস্? মছুয়াগুলোতো আবার ছোট ভাইয়ের ওয়াইপ কিনা? তাই ভাতারের বড় ভাই-এর নাম মুখে আনতে পারে না। অবশ্যি ঠিক মতন বিক্ষুব্ধতার আসল কোবানি শুরু হইলে নাম-ধাম-ঠিকানা, সবই কইরা ফেলাইবো।

জাঁতির চোটে ইয়াহিয়া খান এইবার কইলো, আমি মেলেটারি এক্সপার্ট দিয়া শাসনতত্ত্ব বানামু। ব্যাস্, পঞ্চাশটা জোট নিরপেক্ষ দ্যাশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা নিউইয়র্কে এক মিটিং-এ বইস্যা যে প্রস্তাব পাশ করছে, হেইটাতে ধূণকররা যেমতে তুলা ধোনে, হেইরকম ধুইন্যা দিছে। এই না দেইখ্যা মিঠাই-এর দোকানের সামনে যেমতে কইর্যা এক ধরনের চাম উঠা মাল কেঁউ কেঁউ করে, চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী আর আগাশাহী জাতিসংঘে হেইরকম করতাছে। দুনিয়ার মাইনষে অক্বরে থ'। কেইসটা কি?

বিষ্কুগুলা ছয়মাস ধইরা লাড়াই কইরা World-এর বেস্ট পাইটিং পোর্সগো অক্বরে হোতাইয়া ফেলাইয়া এখন আবার আসল লাড়াই-এর জন্যি কোমর বানতাছে। এই খবর না পাইয়া ভুট্টো সা'বে ট্যার কেনছেল করছে। কইছে হেতোনে আর বঙ্গাল মুলুকে আইবো না। এদিকে এম.এম. আহম্মক চাকু খাওনের গতিকে পালের গোদা ইয়াহিয়া সা'ব বঙ্গাল মুলুক আইতে ডরাইতাছে। ব্যাডার ঠ্যাং খালি কাঁপতাছে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়'।

৮৩

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

'খাক বরখাক, চুল্লিকা খাক, বান্দাকা নাম হরিবল হাক।' কী হইলো কী হইলো? বুঝতে পারলেন না? তয় আর একবার কইতাছি। এরপরে কিছু আর কমুনা। খেয়াল কইর্যা হইনেইন। 'খাক বরখাক, চুল্লিকা খাক, বান্দাকা নাম হরিবল হাক।' ব্যাডা একখান! হেতোনে জীবনে তিনডা কাম করতাইন-এক নম্বর সত্তর বছর বয়স হইলে কি হইবো, আইজ পর্যন্ত কোনোদিন নামাজ পড়েন নাইক্যা। আর তিন নম্বর, চব্বিশ বছর ধইর্যা মছুয়াগো দালালী কইর্যা দালাল মহারাজ টাইটেল পাইছেন। এহেনো হরিবল হাক যখন চুষ-পাজামা মাহমুদ আলীরে বগলদাবা কইরা ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, অটোয়া, লন্ডন, ট্যার করণের লগে লগে আন্দাজ করতে পারলেন যে, সাদা চামড়ার পাবলিকগুলা পর্যন্ত সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের উপর তুফান চেইত্যা গেছে। তখন তাড়াতাড়ি আব্বাজানরে টেলিফোন কইর্যা কইলো, 'আমেরিকান সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডীরে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় ট্যার করতে দিলে, আমাগো অবস্থা অক্বরে ছেরাবেরা কইর্যা ফেলাইবো। এই ভদ্রলোক বাংলাদেশ সফর করনের আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাগো হোতাইয়া ফেলাইছে। এরপর বাংলাদেশের আইস্যা আসল অবস্থা দেখলে না জানি কি করে? যেভাবেই হোক কেনেডী সাবের ট্যার কেনচেল করতে হইবো।'।

ব্যাস্, তেলসমাতি কারবার হইয়া গেল। তামাম দুনিয়া আরেক দফা তাজ্জব বইন্যা গেল। এসোসিয়েটে প্রেস অব পাকিস্তান লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া একটা নিউজ দিলো 'কেনেডী সাব বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার ট্যার কেনচেল করছেন।' এলায় কেমন বুঝতাছেন? ভদ্রলোক সাত সমুদ্রের তেরে নদী পার হইয়া ঢাকায় আহনের লাইগ্যা

কলিকাতায় আইস্যা হাজির হইলেন। লগে লগে টের পাইলেন, হের দুইজন সঙ্গীকে জগুগী সরকার ভিসা দেয় নাইক্যা। তারপরেও কেনেডী সাব একাই দখলীকৃত এলাকা সফর করবেন বইল্যা ঠিক করলেন। কিন্তু! ‘হুম্ হুম্ ইন্দুর মারা কল’ হইয়া গেল। ইয়াহিয়া সা’ব হেতানের ভিসা কেনচেল কইর্যা এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের কইলো, ‘ভিসা কেনচেলের খবরডা চাপিস করো- খালি কইর্যা দাও এডোয়ার্ড কেনেডী নিজেই আইলো না।’ কি সোন্দর হেগো Propaganda লাইনের ব্যাপার-সাপার।

এই খবর না পাইয়া আমাগে বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া এক জবর কাম কইরা বইলো। হেতানে আত্কা একটা হ্যাণ্ডবিল পাইছিল। হেইডার মাইন্দে লেখা কি? ‘শহরবাসী ঢাকা ছাড়ো।’ ছক্কু মিয়া অনেক Think কইরা দেখলো- আইজ-কাইল বিকুণ্ডলা রাইতের বেলায় খোদ ঢাকা টাউনের মাইন্দেই যে রকম টেষ্টিং কারবার হিসাবে ফুটফাট করতাছে, কবে না জানি আসল কারবারটাই শুরু হইয়া যায়? তাই খুব জলদি যখন ঢাকা ছাড়নই লাগবো, তখন টাউনডা ঘুইর্যা দেখনের লাইগ্যা ছক্কু মিয়ার খুবই শখ হইলো। পয়লা গেল শহীদ মিনারে। সমান। হেইডারে কামানের গোলা মাইরা সমান কইর্যা ডাহিনা মুড়া দিয়া লিইখ্যা থুইছে ‘মসজিদ’। কিন্তু কেউই হেইখানে নামাজ পড়ে না। ছক্কু মিয়া নিজে নিজেই ফুক্ কইর্যা হাইস্যা দিলো। হেতানে ভাবলো এই ঢাকা টাউনের মাইন্দেই তো সাড়ে আটশো মসজিদ মুইছে তবুও যখন ইসলামের নামে চিল্লাইয়া হেরা এইখানে বেগমার মানুষ মার্ডার করলো, তখন হেগো ইসলামডা কি পদের এইডা আর কণ্ডন লাগবো না!

এরপর আমাগো ছক্কু মিয়া University এলাকায় যেয়ে হাজির হইলো। দ্যাহে কী? বিরাট বটগাছটা মছুয়াগুলা অকুবে পায়েব কইর্যা ফেলাইছে। এই বটগাছের তলায় পোলাপানরা মিডিং করতো বইলো ব্যাডারা বটগাছডাই হাওয়া করছে। আল্লাহ্-বিলাহ্ কইর্যা ছক্কু আস্তে কইর্যা University-র কেলাসের মধ্যে ফুটি মারলো। সব ধলি। কেলাসের পর কেলাস খালি। তেরোজন প্রফেসর মার্ডার হওনের পরও বাকিগুলা খালি কেলাসের মধ্যে বইস্যা আছে। কী মজা, কী মজা? বজ্জাত হোসেন হেগো নয়া ভাইস-চ্যান্সেলর হইছে। আত্কা ছক্কু মিয়া থরথর কইর্যা কাঁইপ্যা উডলো- দ্যাহে কি একটা কোরবানীর খাসী লাক্স সাবান দিয়া গোসল কইর্যা পলিটিক্যাল সাইন্সের কেলাসে একাই বইস্যা আছে। অনেক কষ্টে জানতে পারলো এই খাসী হইতাছে ইসলামী ছাত্র সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংখ্যা হইতাছে ৭৪০৭ জন। এর মাইন্দে কেলাসে হাজির হইছেন একজন। লগে লগে রেডিও গায়েবী আওয়াজ আর ঢাকার খবরের কাগজের মহলে আনন্দের হিল্লোল পড়ে গেল। ‘এসেছে, এসেছে, ছাত্র এসেছে।’ আজাদ, সংগ্রাম, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তানে হেডিং বাইরাইলো ‘ছাত্রদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি।’ কিন্তু কেউই খবরের কাগজ কিনলো না। তহন ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক খালি কইলো, ‘ঠিক হ্যায়, হামলোগ হর পরচা আড়াই হাজার করকে খরিদেসে।’ কেমন আন্দাজ করতাছেন হেগো কারবার-সারবার?

ছক্কু মিয়া দুই হাতের তাউলা দিয়া চক্ষু দুইডারে ভালো কইর্যা কচলাইয়া নিজের গতরেই একটা চিমটি কাডলো- ‘এগুলো হাঁচাইটি দেখতাছি তো? নাকি মিছা দেখতাছি? ঠিক আছে। তা হইলে ঢাকা ছাড়নের আগে একটা ম্যাটিনী শো বায়োস্কোপ দেইখ্যা লই। সিনেমা হলের সামনে যইয়া দ্যাছে কী একটার মইন্দে চলতাছে ‘ঘোড়কি মোচ’-অর একটার মইন্দে ‘জুতা কী হাফসোল’। আর একডাতে চলতাছে ‘মহব্বথকি পাছড়া-পাছড়ি’। এইগুলো নাকি লাহোরী ইসলামী তাহজীব আর তমদ্দুন মার্কী পিকচার। আংকা ছক্কু চিল্লাইয়া উঠলো, ‘বুঝছি, বুঝছি- এরপর বিকুণ্ডলার নতুন বায়োস্কোপ আইতাছে- হেইডার নাম হইতাছে ‘বাপ কা বাপ’।’

হ-অ-অ-অ এইদিকার কারবারডা দেখছেন নি? আপনাগো লগে একটুক্ ছক্কুর কথা কইতাছি আর এর মইন্দেই-থাক্ কমু না। আরে আরে, কইতাছি, কইতাছি লুঙ্গি ধইর্যা টানাটানি কইচেরেইন না। নর সুন্দর মানে কিনা নাপিতে যেমতে কইর্যা গেরামের হাটে তার গ্রাহকেদের দশ ইঞ্চি ইটের উপর বহাইয়া কোলের মইন্দে মাথাডারে লইয়া ক্ষুর দিয়া চাঁইচা ফেলায়-সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী আর কুষ্টিয়াতে মুক্তি বাহিনীর বিকুণ্ডলা হেইরকম একটা কারবার কইর্যা ফেলাইছে। সিলেটের সুরমা, রংপুরের তিস্তা, ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র, রাজশাহীতে পদ্মা আর কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে আরে চুবানীরে চুবানী। বিকুণ্ডলার তুফান বাড়িব চোটে ভোমা ভোমা সাইজের সোলজারগুলো হেইদিন আন্দাগোন্দা দৌড়ায়ে দৌড়াইতে রংপুর জেলার জলঢাকায় যাইয়া হাজির। এক বুড়া বেটারে দেইখু মইন্দেই গুলো হাঁফাইতে হাঁফাইতে কইলো কি? এই বুঢ়া ঢাকা কেধার হায়? হুঁ হুঁ হুঁ জেমরা লা ঢাকায় যাবার যাচ্ছেন- তাহলেতো জলোচ্ কাটি দেন, ইডাই ঢাকা ইয়ে যাবি? মুই কচ্ছনু জলঢাকার ‘জল’ কাইটা দিলেইতো’ ঢাকা হয়। এলায় জেমরা বুঝতাছেন?’

এই রকম একটা কুফল অবস্থায় ‘যা থাকে ডুঙ্গির কপালে’ কইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডীর ভিসা কেনচেল কইরা অহন গাপ্টি মাইরা বইস্যা আছে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, ‘থাক্ বরথাক্, চুল্লিকা থাক্, বান্দাকা নাম হরিবল হাক’।

৮৪

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

হামাম দিস্তা। আমাগো দেশী হেকিম কবিরাজ যেমতে কইর্যা হামাম দিস্তার মইন্দে গাছ-গাছড়া খেতলাইয়া দাওয়াই বানায়, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল মুক্তিবাহিনীর বিকুণ্ডলা রাজাকার আর মচুয়াগুলারে পাইয়া- আহারে, হেইরকম একটা কারবার চালাইতাছে। একটুক্ কওনের লগে লগে ছক্কু মিয়া আর কাউল্যায় আমারে আস্‌সালামো আলাইকুম্ কইয়া ঠাটারী বাজারের মুহী রওনা হইলো। আমার অন্ধরে

ধান্দা লাইগা গেল। চিল্লাইয়া কইলাম, 'আবে এই ছক্কু, আবে এই কাউল্যা- আইজ আবার কি হইলো? দিন দুনিয়ার কারবার হনছোস্নি?' ছক্কু একটা তেরছি নজর দিয়া কইলো, 'ভাই সা'ব। আইজ তো মেছাল কওনের কথা আছিল। যেমন দেখতাছি আপনেও আইজ-কাইল ট্রিক্স করতাছন। কেইসটা কি? মেছাল দিয়া না কইলে আর হনুম-টুনুম না।'

ছক্কু মিমার হাত ধইর্যা কইলাম, 'ভাইডা ভালো, গোসসা কইরো না, আইজ তোমাগো কড়া জিনিষ হনামু, আমাগা উয়ারীর র্যাংকিন স্ট্রিট দিয়া যাইতে থাকলে সেইখানে যুগীনগর লেনের মাথাডা আইসা মিলছে, হেইখানে কলেজের মাইয়াগো থাকুন্যা একটা হোস্টেল আছিল- নাম 'বিদ্যার্থী ভবন'। কিন্তু অহন হেইখানে গেলে কোনো লেডী দেখতে পাইবেন না- সব দাড়িওয়ালা বেডারা বইস্যা আছে। এইডাই হইতাছে ইয়াহিয়া সা'বের দোস্ত মওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামীর পত্রিকা 'সংগ্রাম' কাগজের অফিস। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। কলিকাল পড়ছে, হেই জন্যে পাবলিকরে ভোগা মারনের লাইগ্যা জামাতে ইসলামীর কাগজের নাম হইছে 'সংগ্রাম' আর মুছলিম লীগের কাগজের নাম 'বিপ্লব'। এলায় ক্যামন বুঝতাছন? হেই দৈনিকে সংগ্রাম কাগজের এডিটর সা'বের নাম হইতাছে মওলানা আখতার ফারুক- বাড়ী বরিশাল। অনেক কষ্টে তার হল্কম্ দিয়া বাংলায় কণ্ঠস্বার্থ কন্। আইজ-কাইল আবার রেডিও গায়েবী আওয়াজে এই ব্যাডায় প্রোপাগান্ডা Script লেখতাছে। যে ব্যাডাগুলো মওলবী সা'বের লেখা পড়তাছে, হেরা আবার পড়নের আগে অরে মাখখন বাজী! আইজ যা লিখছেন- হগ্গলে অক্করে ট্যারা হইয়া খাইবো। লগে লগে ফারুক সা'বে কি খুশি।

এই ফারুক্যায় বরিশালে থাকলের টাইমে এক জবরদস্ত পীর সা'বের সাগরেদ আছিল। হেই পীর সা'বে একদিন তার সাগরেদগো একটা ফতোয়া দিলো। মাইয়া মানুষের ছেড়া-ফাটা কাপড় দিয়া কাঁথা বানাইলে, হেই কাঁথা গায়ে দিলে নাপাক্ কারবার হইবো। এই ফতোয়া না হইন্যা আমাগো পাতি মওলবী ফারুক সা'ব মাঘ মাসের টাইমে মুরিদানগো হাল হকিকত্ দেখনের লাইগ্যা গলাচিপায় যাইয়া হাজির হইলো। সন্ধ্যার পর হ্যাজাক লাইট জ্বলাইয়া ফারুক্যায় এক বিরাট ওয়াজ মহফিলে লেকচার দিলো। হেতোনে ওস্তাদের কথা মনে কইর্যা কইলো, 'আইজ থাইক্যা কেউ যেন মাইয়া মানুষের ছেড়া ফাটা শাড়ি দিয়া বানানো কাঁথা গতরের মাইন্দে না দেয়। এইগুলো নাপাক।'

রাইতের বেলায় ফারুক মওলবী মুরগির রান, খাসীর কলিজা আর গরুর মগজ ভাজা খাইয়া এক মুরিদানের বাসায় হইত্যা পড়লো। এর পরেই শুরু হইলো মহা গেনজাম। মাঘ মাসের রাইত। বুজতেই পারতাছন। মুরিদের নাম শেখ মেঘু। বেডায় অক্করে হাত কচ্লাইতে কচ্লাইতে কইলো, 'হজুর এই পুরা গেরামের মাইন্দে এমন কোনো কাঁথা নাই যে, আপনেরে দেওন যায়। এলায় করি কি?' ফারুক্যায় কি রাগ? কইলো, 'নাজায়েজ কাম করা শুনাহ-এ কবির। আমার কোনো কাঁথা লাগবো নাইক্যা।' তবুও শেখ মেঘু একটা নাপাক কাঁথা আইন্যা ঘরের একটা কোণার মাইন্দে থুইয়া গেল।

তারপর বুঝতেই পারতাম না মাঘ মাসের রাইতে গলাচিপায় অন্ধরে কাঁপন দ্যাওয়াইন্যা শীত। তুফান শীতের চোটে ফারুক্যার আর রাইতে ঘুম আইলো না। এইদিকে গুরু হইছে শিয়ালের ডাক। অনেক চিন্তা করণের পর মওলবী সা'ব সেই না-পাক কাঁথাডা আইন্যা গতরে দিয়া ঘুমাইয়া পড়লো। খালি ভাবলো, বড় হুজুরের এই রকম একটা গেনজামওয়ালা ফতোয়া কিসের লাইগ্যা দিছিলো? সকালে কাউয়াগুলো কা-কা-কইর্যা ডাকনের লগে লগে শেখ মেঘু মওলবী সা'বের অবস্থা দেখতে গেল। যাইয়া দ্যাছে কি? সিংহাতিক কারবার। বেয়াদব কাঁথাডা ক্যামতে জানি যাইয়া অন্ধরে হুজুরে গায়ের উপরে রইছে। ব্যাডায় হাতে আছিল গুরু কোবাইন্যা একটা পানটি। ব্যাস, আৎকা শেখ মেঘু কাঁথাডারে ধুম পিড়াইতে শুরু করলো, আর চিল্লাইয়া কইলো, 'নালায়েক, বেয়াদব কাঁথা, তুমি এলায় আমাগো হুজুরের গতরের মাইন্দে উইঠ্যা হুজুরে না-পাক কইর্যা দিছো। কিন্তুক শেখ মেঘু একবারও চিন্তা করলো না যে, কাঁথা পিড়াইতে যাইয়া ব্যাডায় কাঁথার নিচে হুইত্যা থাকুন্না হুজুরেও পানটি দিয়া গাবুর পিডানী পিড়াইতাছে। শেখ মেঘু এই কারবার কইর্যা হুজুরে অন্ধরে চ্যাংদোলা কইর্যা লইয়া পকুরের মাইন্দে গোসল করাইয়া পাক-সাফ কইর্যা দিলো। এই রকম একটা কুফা অবস্থা হওনের পর মওলানা ফারুক্যার অন্ধরে সোজা দৌড়াইয়া নাও-এর মাইন্দে উইঠ্যা বড় হুজুরের কাছে যাই হাজির হইলো। কুলুকদানের মাইন্দে গলুৎ কইর্যা এক গান্দা পানের পিক্ ফালাইয়া বড় হুজুর কইলো, 'আবে নাদান, বুদ্ধ কাঁহেকা, তোমায়ে আমি কাঁথার ব্যাপারে যে ফতোয়াটা দিছিলাম, হেইডা হইতাছে চৈইত-বৈশাখ মাসের ফতোয়া। আর তুমি কিনা হেই ফতোয়া যাইয়া কড়া শীত-এই মাঘ মাসে কাইয়া হইছে। হেইর লাইগ্যাই তো' এই রকম একটা ক্যাডাভেরাছ অবস্থার মাইন্দে পড়লো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন মওলানা ফারুক্যার অবস্থা হইছে। মুক্তিবাহিনীর গাবুর মাইরের চোটে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার হাজার হাজার মছুয়া সোলজার হতাহত হওনের গতিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া যখন শ্যাম-চাচা মানে কিনা নিকসন সরকারের খবর পাড়াইছে- 'হামলোগকা হালৎ বঙ্গাল মুলুকমে বহুৎ খতরনাক হো গিয়া, টিক্কা খান ভাগ কর্কে ওয়াপস আ গিয়া'। তখন আমেরিকা হেরে কইছে, 'বুড়বক্, তোমায়ে এত কইর্যা শিখাইলাম ইলেকশন করলে, অন্য কিসিমের ভোগা মারতে হইবো। আর ইলেকশন না কইর্যা বেগুমার মার্ভারটা বায়াফ্রার মতো হজম করা সম্ভব। না, তুমি মোছে তা দিয়া ইলেকশনের পর বাঙালি মারনের লাইগ্যা গেলো। আর এখন বিচ্ছুগুলার গাবুর মাইরের চোটে মোছ নামাইয়া ফেরত আইলো। যাইগ্যা, অহন নতুন ট্রিক্‌সে কাম চালাও।

ব্যাস, ঠ্যাটা মালেক্যার কপাল খুললো। বেডায় হরিবল হক, ফ,কা, ফরিদ, ঠাঞ্জা, হগ্গলে কনুই দিয়া গুঁতা মাইর্যা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার গবর্ণর হইলেন। বেডায় কি খুশি? ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাইনি। ঠেটা মালেক্যার পয়লাই কইলো- 'ইয়াহিয়া আমার আব্বাজান হইতে পারে, আমি কিন্তু ইয়াহিয়ার দালাল না।' এর মাইন্দেই খবর আইলো মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা এখন থাইক্যা কামান ব্যবহার

করতাকে আর মছুয়াগুলা খালি ‘মামু আগে আইল’ কইয়া ঢাকার দিকে ভাগতাকে। রাস্তাঘাট সব কিছুই অন্ধরে গায়েব হইয়া গেছে। তবুও ঠ্যাটা মালেইক্যায় চাপিস করতাকে। যদি কোনোমতে জোড়াতালি মারন যায়। কিন্তু বিচ্ছুগুলার ক্যাচকা, গাবুর আর ফাতাফাতা মাইরের মুখে কোনো ট্রিকসেই আর কাম চলতাকে না। ম্যালেইক্যা-নিয়াজী অন্ধরে ঘাইম্যা উডছে। মছুয়াগুলার পডল তোলনের খবর আর কত চাপিস করবো। ওইদিকে আবার ভুট্টো-ইয়াহিয়ার পাছড়া-পাছড়ির কারবার শুরু হইছে।

৮৫

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

চামচিকাও আবার পাখি, ঠ্যাটা মালেক্যাও গবর্ণর। আমাগো বখশি বাজারের ছক্কু মিয়া অন্ধরে ফাল পাইড়া উঠলো, ‘হ-অ-অ বুঝছি বুঝছি, বড় বড় বটগাছের মাইন্দে সন্ধ্যা লাগলেই যে জিনিষগুলো উবতা হইয়া ঝুলতে থাকে, হেই গুলাইতো চামচিকা-না?’ অন্ধরে কাপে কাপ। কুষ্টের ঠ্যাটা মালেক্যা ঠিক হেমতে কইর্যা মছুয়াগো লগে উবতা হইয়া ঝুলতাকে। দিনা কয়েক হয় ওস্তাদ-সাগরেদ মানে কিনা ইয়াহিয়া-মালেক্যা দুইজনেই ড্রাম ভর্তি তেল লইয়া ঘুরতাকে। আপেক্ষিক ভাবতছেন কেইসটা কি? কেইস হইতাকে হেই মাখুনবাজী আর ট্রিক্স। যদি—কোনোমতে ডাইল গলে। এখনও বঝলেন না? তয় খুইল্যা কইতছি।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার লাইফাই তো ছয় মাস পার হইলো। এর মাইন্দে পাকিস্তান থাইক্যা ছয় ডিভিশন সোলজার ছাড়াও পরায় হাজার চল্লিশেক প্যারা মিলিশিয়া-পুলিশ আইছে। প্যারার আর সোলজার পাঠানো খুবই অসুবিধা। নতুন সাহেবের পয়লা মোছ গজাইল নাকি আয়না দিয়া দাহে। ঠ্যাটা মালেক্যাও তাই মছুয়া সোলজারগো হিসাব দেখতছিল। ব্যাডা ল্যাডলেড়া বুড়ায় দ্যাহে কি? এক ডিভিশনের উপর মছুয়া বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাকের মাইন্দে ছইত্যা রইছে। আর এক ডিভিশনের মতো আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাওনের লাইগ্যা Waiting লিষ্টিতে রইছে। পাকিস্তানী পুলিশ আর প্যারামিলিশিয়ার দল টাঙ্গাইল, ময়নমনসিংহে কাদেরিয়া বাহিনীর বিচ্ছুগুলার হাতে গাবুর মাইর খাওনের গতিকে আর ঢাকা-কুর্মিটোলার বাইরে যাইতে চাইতাকে না। আইজ-কাইল দলে দলে সব ছুটির দরখাস্ত করতাকে। মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলার নমুনা কায়-করবার দেখনের পর এগো এই অবস্থা হইছে। লগে লগে ঠ্যাটা মালেক্যায় আব্বাজান ইয়হিয়ার কাছে এই কুফা অবস্থার কথা জানাইছে। এলায় উপায়? ইয়াহিয়া সা’বে ইরান যাওনের আগে মালেক্যারে অর্ডার দিছে, মুক্তি বাহিনীর কামানের খোরাকের জন্যে চোর, ছ্যাচ্চোর, বদমাইশ, ডাকুগো লইয়া রাজাকারের নম্বর বাড়ান। আসলি মছুয়াগুলো আর নষ্ট করা যাইবো না।

জার্মানিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের টাইমে এই রকম একটা কারবার হইছিল। ব্যাস্ তিন

টাকা রোজ আর লুটপাটের ঢালাও হুকুম লইয়া মওলবী সা'বগো রাজাকার বাহিনী নতুন চেহারা ময়দানে আইতাছে। তারপর বুঝতেই পারতাছেন, বিষ্ণুগুлар কোবানী। এই রকম এটা ক্যাডাভেরাস অবস্থায় সেনাপতি ইয়াহিয়া একটা পুরানা ট্রিক্স লইয়া, মানে কিনা বাংলাদেশের গেনজাম্‌টা পাকিস্তান আর ইন্ডিয়ার মাইন্ডে গেনজাম্‌ বইল্যা চালু করণের লাইগ্যা ইরান গেছিলো।

আংকা ইসলামাবাদ থাইক্যা কি জানি একটা ছিক্রেট খবর আইলো। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আরে দৌড়-রে-দৌড়। অঙ্করে খুঁটি তুলিয়া দৌড়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মাথায় বেডায় তেহরান থাইক্যা দ্যাশে ফিইর্যা আঃ-আঃ-আঃ হাঁপাইতে শুরু করলো। কেইসটা কি? আঃ হাঃ বারবার বিরক্ত করলে তো কথা কওনের Flow নষ্ট হয়ে যায়। সেনাপতি ইয়াহিয়ারে খাকী পোষাক পরুইন্যা একটা ভোমা সাইজের জেনারেল নাকি লাং মারণের বুদ্ধি করছিল। হেই খবর পাইয়া আগা সা'বের এই অবস্থা হইছে।

এইদিকে আমাগো ঠ্যাটা মালেক্যা করছে কী? হেইদিন রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইকা বাঙালি রিফিউজিগো লাইগ্যা কি কান্দন! 'আপনারা যে যেখানেই থাকেন ফেরত আইস্যা পড়েন। আপনাগো জমি-জিরাত, ঘর-বাড়ি ফেরত দিমু। এর মাইন্ডে আমাগো লোকজনের মাইন্ডে এইসব ঘর-বাড়ি জমিজিরাত নিশ্চয় করলে কি হইবো, আপনারা মেহেরবানী কইর্যা আইলেই সব ফেরত পাইবেন' হুকু আর মেরামত মিয়া অঙ্করে এক লগে ফাল্ পাইড়া উডলো, 'আমি কমু আমি কমু' হেগো চিল্লা-চিল্লিতে মেজাজটা খুবই খারাপ হইয়া গেল। ধমক দিয়া কইলা 'চোপ'। দুইজনেই খামুশ। হ্যাঁ ঠিক আছে আইজ হুকুর কওনের চাপ দিলাম। আমাগো হুকু মিয়া গলার মাইন্ডে একটা জোর খ্যাকরানি মাইরা কইলো 'বুছছি বুছছি 'ছিবড়া' Left'. মেরহামত মিয়া আস্তে কইর্যা কইলো, 'আবে এই হুকু, এইবে কইলি ছিবড়া Left- এই কথাডা একটু খুলিয়া ক'। হুকু একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি Angle কইরা মাইর্যা কইলো, 'মাইনষে যেমতে কইর্যা বুনা নারিকেল খাওনের পর নারিকেলের ছোবড়া ফেলাইয়া দেয়, হেমতে কইর্যা মছুয়া সোলজার আর রাজাকারের দল বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বেণ্ডমার মানুষ মার্ডার আর বাকিগুলারে লুটপাট কইর্যা অঙ্করে ছিবড়া বানাইয়া ফালাইছে। এলায় বুঝছেন ছিবড়া Left কারে কয়?

আমি আবার হুকুরে থামাইয়া দিয়া শুরু করলাম। রাজাকারের মাইন্ডে যারা নতুন নাম লেখাইছে, তারা ঠ্যাটা মালেক্যারে কইছে, 'হ্যার তিন ট্যাকা রোজে তো' আর পোষাইতাছে না। লুটপাট করবার পারমিশন দিছেন বটে- কিন্তু এখন তো ছিবড়া Left, কোনো ব্যাডার কাছে কিছু নাইক্যা, আমরা এলায় করি কি?' এইদিকে বিষ্ণুগুлар কোবানীর চোটে পেরতেক দিন আমাগো বহুত দোস্ত পটল তুলতাছে। যেমতে কইর্যা পোষায় হেইরকম একটা ব্যবস্থা কইর্যা দেন।' লগে লগে ঠ্যাটা মালেক্যার রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা গলার সুর কি সোন্দর নরম কইর্যা রিফিউজিগো দ্যাশে

ফেরনের ডাক দিচ্ছে। যদি নতুন রাজাকাররা রিফিউজি বাঙালিগো কাছ থনে কিছু মাল-পানি বানাইতে পারে। ক্যামন বুঝতাহেন? মালেক্যার কারবার-সারবার। মনে লয় কেউই হের ট্রিক্স বুঝতে পারতাহে না। ব্যাডায় আবার বুড়বকের মতো কইছে, 'রাস্তাঘাট আর রেললাইন গড়বড় হওনের গতিকে মছুয়াগুলা দরিয়ার মাইন্দে দিয়া যাতায়াত করনের টেরাই করতাহে।'

কিন্তু হেই যে কইছিলাম বিচ্ছু- হেই বিচ্ছুগো যন্ত্রণা খুবই বাইড়া গেছে। আইজ-কাইল বিচ্ছুগুলা আবার কামান লইয়া ধুরতাহে। হেইদিন রাজশাহীর বগলে মছুয়াগুলারে পাইয়া আরে কোবানী রে কোবানী। এইদিকে আবার আইতে শাল যাইতে শালের কারবার হইয়া গেছে। পেরতেক দিন বরিশালে গাং-এর মাইন্দে মহা গেনজাম কারবার চলতাহে। চাইর দিক থনে খালি চুবানীর খবর পাইয়া জেনারেল পিয়াজী কি রাগ! এর মাইন্দে আবার কেমতে জানি খবর পাইছে এই বর্ষার টাইমে বলে হাজার হাজার মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং চলতাহে! এই খবর না পাইয়া জেনারেল পিয়াজীর হাঁটু অক্করে থর থর কইরা কাঁপতাহে।

এলায় করি কি? ঠিক আছে মছুয়া সোলজারগো Morale মানে কিনা মনের জোর ঠিক করনের লাইগ্যা কইয়া দেই বর্ষার মাইন্দে বিচ্ছুগো হাতে মাইর খাইলে কি হইবো- শীতকালে আমরা দেখাইয়া দিমু। বিচ্ছুগো মাথায় বুদ্ধি অক্করে গজ্গজ্জ করতাহে। মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলার পুরা ট্রেনিং-এর খবরেই পিয়াজী সা'বে ঘন ঘন মালেক্যারে কইতাহে, 'কড়া ডোজকা' জিগাছ লাগাইয়ে, নেহি তো, বাকি জওয়ান লোগকা মউৎ ইয়ে বঙ্গাল মুলুকমে হেই য়ায়েগা।' এই অর্ডার না পাইয়া ঠ্যাটা মালেকা পয়লা থনেই উল্ড়া-পাল্ড়া কইতে শুরু করছে।

হায় হায়! এদিককার খবর ছনছেন নি? পাকিস্তানে কারবার শুরু হইয়া গেছে। Voice of America কইছে ছদর ইয়াহিয়ার Advisor এম.এম. আহাম্মকরে শিয়াল কোটের মোহাম্মদ আসলাম কোরেশী নামে এক হেই জিনিষ ছোরা মারছে। এম.এম. আহাম্মক অক্করে ঘোং কইর্যা উঠছে। রাওয়ালপিন্ডির মেলেটারি হাসপাতালে ব্যাডায় অখন আজরাইল ফেরেশতার লগে তুফান ফাইট করতাহে। এইদিকে আবার জেনারেল নিয়াজীর জাঁতির চোটে ঠ্যাটা মালেক্যায় আবার আরেক টিরিক্স করছে। বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ লাগছে, কইয়া আমেরিকার থনে খাবার চাইছে। কিন্তু আস্তে কইর্যা কইছে, 'চাইলের বিশেষ দরকার নাইক্যা, আটা গম পাঠাইলেই চলবো।' এলায় বুঝছেন কিয়ের লাইগ্যা এই কারবারডা করছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল মছুয়াগুলার দানাপানি Short পড়ছে। হেইর লাইগ্যা একদিকে কইতাহে দুর্ভিক্ষ লাগছে, আরেক দিকে চাউল পাঠাইতে না করতাহে। কিন্তুক শ্যাম চাচায় নাকি কেইসটা ধইর্যা ফালাইছে। তবুও ঠেটা খালি হ্যাঃ হ্যাঃ কইর্যা দাঁত বাইর কইর্যা রইছে। হের লাইগ্যাই কইছিলাম চামচিকাও আবার পাখি, ঠ্যাটা মালেক্যাও গবর্গর।

দিনা দুয়েক আছিলাম না। ঠাণ্ডা লাগনের গতিকে শরীলডা একটু ম্যাজম্যাজ করতছিল। কই থনে আমাগো বকশি বাজারে ছকুমিয়া আইস্যা আমারে হড় হড় কইর্যা টান দিয়া আনলো। আমি কইলাম, ‘ছকু, পেরতেক দিনে আমিই তো কথা কইতাছি, আইজ তুমিই একটা হনাও দেখি। পশ্চৎ কইর্যা একগাদা পানের পিক্ ফালাইয়া ছকু অক্করে ফাল্ পাইড়া উঠলো। হেইদিন আমাগো কালু মিয়া আঃ হাঃ কালু মিয়া কইলে তো আবার চিনবেন না- আমাগো কাউলা এক মহা মুছিবতের মাইন্দে পড়ছিল। হের দুই ভাইজত্যা, বাপ মরণের পর থাইক্যা রোজ দিনেই সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা লইয়া চিল্লা-চিল্লি ঝগড়া-ফ্যাসাদ করতছিল। মহল্লার মাইনবে অক্করে অস্থির হইয়া উঠলো। হ্যাশে একদিন রাইত দুপুরে যখন হগ্গলে বিকুগুলার ফুটফাট আওয়াজ হোননের লাইগ্যা কান খাড়া কইর্যা রইছে, তখন দুই ভাইয়ের মাইন্দে বেদম মাইর শুরু হইয়া গেছে। মহল্লার মাইষে অনেক কষ্টে দুইজনরে থামাইয়া মোছলমান লীগের হারু মাল খাজা খয়েরদ্দিনের কাছে লইয়া গেল। খাজা সা’বে আবার আইজ-কাইল বিকুগো তুই কয়েক শুভারে রাজাকারের খাতায় নাম লেখাইয়া গার্ড বানাইছে। খাজা সা’বে ইঙ্গিত কিছু হননের লাইগ্যা সাক্ষী হিসাবে এই কাউল্যারে ডাক দিলো। কাউল্যায় কইলো, ‘কত কইর্যা পোলা দুইডারে না করলাম, চিল্লা-চিল্লি মাইর-পিট করিস্ না, কিসিস্ না, জমানা খারাপ।’ লগে লগে খাজা সা’বে কি রাগ। অক্করে উর্দুতে চিকুর হইয়া উঠলো, ‘খায়ের ও দো ল্যাড়কা কো তো ছোড় দিয়া, আভি কাউল্যা কো মুচিকত হ্যায়- কেঁউ বাতাইস্- জমানা খারা? ছদর ইয়াহিয়াকা জমানা কভি খারাপ বাতাই হ্যায়? হের পর কাউল্যায় এক মহা গেনাজমের মাইন্দে পইড়া গেল। শেষ পর্যন্ত আর কি হইবো? বুঝতেই পারতাহেন- মাল-পানি জিন্দাবাদের কারবার হইলো।

হ-অ-অ-অ এদিককার কেইসটা হনছেন নি? সাদা চামড়ার সা’বগুলারে এতো কইর্যা Warning দিতাছি ‘বঙ্গাল মুলুকে ব্যবসা করণের ব্যাপারটা আপাততঃ ফ্যাস্ত দাও আর বেড়ানী বন্ধ কর। বিকুগুলা এখন যেভাবে মছুয়া কোবাইতে শুরু করছে, তাতে সামনে যা কিছু পাইবো সব শ্যাম। কিন্তু নাহ্ আমার কথা শুনলো না। হেইদিন কি সোন্দর একটা আংরেজ জাহাজ কিছু বাণিজ্য করণের আশায় চালনা বন্দরে যাওনের পর কি রকম একটা ক্যাডাভেরাস্ অবস্থা হইছিল। হেই কথা তো আগেই কইছি। তবুও সাদা চামড়ার মালগুলার শিক্ষা হয় নাই। ঢাকার জার্মান কনস্যুলেটের দুইজন সা’ব মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীরে জিগাইলো, অনেকদিন পর্যন্ত ঢাকা টাউনে থাকতে থাকতে অক্করে ফাঁপর মনে হইতেছে, ঢাকার আশে পাশে একটু বেড়াইতে চাই- আপনে কেমন মনে করেন? Prestige ঢিলা হওনের আশংকায় লগে লগে ফরমাইন্যা কইয়া বইলো ‘না, না, ভয় ডরের ি নাইক্যা। দূশমনগো আমার সোলজাররা Finish কইরা ফেলাইছে।

আপনারা ইচ্ছামতো বেড়াইতে পারেন। রাস্তার মাইন্ডেও আমাগো বহুত Camp আছে।' ব্যাস্ ফরমান আলীর ভোগাচ্ কথাবার্তায় দুইজন জার্মান সা'বরে মউতে Call করলো। ঢাকার খনে যে রাস্তাটা ডেমরার উপর দিয়া শীতলক্ষ্যা, ছোট মেঘনা, বড় মেঘনার ফেরী পার হইয়া কুমিল্লা মুহী গেছে, গেল এতোয়ারের দিন জার্মান কনসুলেটের দুইজন সা'ব হেই রাস্তা দিয়া বেড়াইতে বাইরাইলো। ব্যাডারা একবারও চিন্তা কইর্যা দেখলো না যে, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় অখন দিনে মছুয়া, রাইতে বিচ্ছু। আবার কোনো কোনো জায়গায় অক্করে চুপচাপ। 'রাইতে বিচ্ছু-দিনেও বিচ্ছুর কারবার।'

ঢাকার খনে এই দুই সা'বে ফরমান আলীর আশ্বাসে গুনগুন স্বরে গান গাইতে গাইতে রওয়ানা হইলো। শীতলক্ষ্যা নদীর মাঝিরা পর্যন্ত অবাক হইয়া গেল। এই সাদা চামড়াগুলার কি মরনের ভয়-ডর নাই নাকি? মেঘনা-শীতলক্ষ্যর চরের মাইন্ডে আলাদা পাইয়া এর মাইন্ডে তো বিচ্ছুরা, আহারে! বেবাক মছুয়া সাবাড় কইর্যা থুইছে। আবার ঢাকার খনে নতুন মছুয়া যাতে অইতে না পারে হের লাইগ্যা যেখানে সেখানে মাইন বহাইছে।

হ্যাঃ হ্যাঃ যা হইবার তাই-ই হইলো। ব্যাটা মালেক্যার গবর্ণমেন্ট হাউস থাইক্যা মাত্রক মাইল বাইশেক দূরে সোনার গাঁয়ে যেইখানে এক সময় স্বাধীন বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া ঈশা খাঁর রাজধানী আছিলো, হেইখানে মাইন Burst করণের গতিকে দুইজন জার্মান সা'বে হালাক হইলো। রেডিও গায়েবী হাওয়াজ আবার গাড়োলের মতো কইয়া বইছে, হিন্দুস্তানী এজেডারা এই কাম করছে। যদি এই রকম Publicity কইর্যা পাবলিক-এর মাইন্ডে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায়। বাংলাদেশের গেরামের সইরদ্দি-গয়েরদ্দির পোলাপানরা যখন খোদা মকসম খাইয়া রক্তের বদলে রক্ত লইতে শুরু করছে, তখন সেনাপতি ইয়াহিয়ার সামরিক জাস্তা কত রকমের ভাইল পট্‌কিই না দেখাইলো! যাউকগা সাদা চামড়ার মানুষগুলো কইয়া দিতাছি, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বিচ্ছুরা অখন মছুয়া আর রাজাকার দালাল মারতে মারতে অক্করে পাগলা হইয়া উঠছে। তাই মফস্বলের দিকে বেড়ানী অক্করে বন্ধ কইর্যা ফেলান। আপাততঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের আশা ছাড়ান দেন। আর মছুয়া জেনারেলগো ভোগাচ্ কথাবার্তায় বিশ্বাস করবেন না। তলে তলে এইসব জেনারেলরা কিছুকি নিজেরাই সুট্যাকেস গুছাইয়া থুইছে আর বিচ্ছুগো ডরে হাওয়াই জাহাজ-হেলিকপ্টার ছাড়া মফস্বলের দিকে যাতায়াত বন্ধ করছে।

অ্যাঃ অ্যাঃ। টাঙ্গাইলের খবর হুনছেন নি? হেইদিকে বলে তুফান কাদেরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। টাঙ্গাইল টাউন, ঘাটাইল, কালিহাতি আর মির্জাপুর থানা হেড কোয়ার্টার ছাড়া বে-বা-ক জায়গা খনে মছুয়া Clear- ব্যাডাগো নাম ঠিকানা পর্যন্ত নাইক্যা। টাঙ্গাইলের বিচ্ছুগো দূসরা নাম হইলো কাদেরিয়া বাহিনী। মছুয়াগো সামনে খালি কাদেরিয়া বাহিনীর নাম কইয়া দেইখেন- আস্তে কইর্যা সব খাকী ফুলপ্যান্ট বাসন্তী Colour হইয়া যাইবো। হেইদিন চাড়াবাড়ী, বল্লা, ভূয়াপুর, এইসব জায়গায় মছুয়াগো আলাদা না পাইয়া আরে মাইর-রে-মাইর। মছুয়াগো খালি Wireless-এর মাইন্ডে

চিল্লাইতাছে Help Help- আজরাইল ফেরেশতা অঙ্করে খাতা কলম লইয়া দৌড়াইয়া আইছে। এইতো Help করতে আইছি। আয় মেরি লাল, ঘৎ কইর্যা আখেরি দমড়া ছাড়লেই খাতায় নামড়া লেইখ্যা লইতাছি। টাঙ্গাইল টাউনের মছুয়ারা কাদেরিয়া মাইরের খবর না পাইয়া কি কাঁপন? খালি খাতার মাইন্দে লেইখ্যা খুইলো Wireless out of order. টাউনের থনে বাইরাইলেই তো মউত খাড়াইয়া আছে। চাড়াবাড়ী-বল্লা-ভূয়াপুরের মছুয়াগো Help করণের আগে নিজেগোই তো Help-এর দরকার হইবো। এই দিকে ঢাকা- টাঙ্গাইলের রাস্তাও তো একেবারে ছেরাবেরা হইয়া আছে।

এই রকম একটা ক্যাডাভেরাস্ অবস্থায় মুরগির আগার যেই রকম হালি হয়, হেইরকম হালি হালি হিসাবে চাড়াবাড়ী-বল্লা-ভূয়াপুরে মছুয়ারা স.অ.ব কেন্দ্র আর পাকের মাইন্দে হান্দায়া গেল। এইডারেই কয় কাদের বাহিনীর কাদেরিয়া মাইর। নদীর চর, গাং-এর পানি, গেরাম, মাঠ, রাস্তা-ঘাট, জঙ্গল, পাহাড়, টাঙ্গাইলের হগগল এলাকাই মুক্ত হইয়া গেছে। এইসব জায়গায় বাংলাদেশ সরকারের অফিসাররা কাজ কাম শুরু করছে আর কাদেরিয়া বাহিনীর বিক্ষুরা টাঙ্গাইল টাউন, কালিহাতি, ঘাটাইল, মির্জাপুর থানা ঘেরাও দিয়া বইয়া রইছে। দেখি দানাপানি ছাড়া মছুয়া মহারাজরা আর কতদিন থাকতে পারে। বাইরাইলেই মাইর। বাইরাইলেই মাইর।

কি হইলো? কি হইলো? সেনাপতি ইয়াহিয়া ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজীর দল আপনাগো চোটপাট আইজ-কাইল আর হনতুছি সো কেন? কইছিলাম না- এক মাঘে শীত যাইবো না? এখন বিক্ষুগো মাঘ মাস হইয়া গেছে। মাইরের দেখছেন কি? আরো হাজার হাজার বিক্ষুর ট্রেনিং Complete হইয়া গেছে। এইগুলো আপনাগো এক একজনের কইর্যা গতরের চাম খুইলো লইবো। টাঙ্গাইলের হিসাব পাইচেন তো? দুই হাজার মছুয়া সোলজার প্যাকের জায় হাড্ডি হইয়া আছে। ৮০০ রাজাকার Where is your leg কইয়া ছারেনডার করছে আর ১৩৭ জন দালাল মীর জাফররে বিক্ষুরা খাতির জমা কারবার কইর্যা দিছে। ছলু মিয়ারে জিগাইয়েন। আঃ হাঃ ছলুরে চিনলেন না? One man Party। ঠ্যাটা মালেক্যার মিনিষ্টার হেই ছলু মিয়ার টাঙ্গাইলে মিডিং করণের চিরকিং হইছিলো। আৎতা কই থনে টাঙ্গাইলের আসলি খবর পাইয়া খট্ খট্ খট্ খট্ আওয়াজ হইতে শুরু করলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। ছলু মিয়ার হাঁটুতে হাঁটুতে বাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে। এর পর বুঝতেই পারতাছেন। জরুরি কাজে আটকা পড়নের গতিকে নেতার মিডিং ক্যানচেল হইলো।

কিন্তুক ছলু মিয়ার নিজের এলাকা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বিক্ষুরা সোনা ফলাইতে শুরু করছে।

তখন খালি একটা বোর্ড লাগাইতে হইবো, ‘অতীতে কোনো এক টাইমে এইখানে মছুয়া নামক এক প্রকার হানাদার সোলজার আসিয়াছিল। উহাদের সকলেই অকালে এইসব চরের মাইন্দে চিরনিদ্রায় শায়িত রহিয়াছে। ইহাদের সেনাপতি ইয়াহিয়া স্থানীয় পোলাপানদের বিক্ষু নামক বাহিনীর ভয়ে দেড় হাজার মাইল দূরে রাওয়ালপিণ্ডিতে বসিয়া

বসিয়া যুদ্ধ শেষে পরাজয় বরণ করিয়াছে। কিন্তু ৮০ হাজার মছুয়া হানাদার বাহিনীর কেহই আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। ঐতিহাসিকদের মতে চাচা আর মামুরা Help না করায় বিকুরা মহা আনন্দে এইসব মছুয়াদের বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাকের মাইন্ডে সাবাড় করিয়াছে।' হের লাইগ্যাই কইছিলাম ছুঃ মন্তর ছুঃ- এখন দিনেও বিকু রাইতেও বিকু।

৮৭

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

দিনা কয়েক আছিলাম না। বিকুগুলার কারবার দেখতে গেছিলাম। যেখানেই গেলাম হেইখানেই অকরে হেরাবেরা কারবার। বাহাস্তর ঘণ্টার জায়গায় ১৭৯ দিন ধইর্যা লাড়াই-এর পরও জেনারেল পিয়াজী বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় টেরেন আর রাস্তা দিয়া যাতায়াতের আশা ছাইড়া দিছেন। বিকুগুলার তুফান কারবারেই মছুয়াগুলার এই অবস্থা হইচে। পয়লা দিকে পিয়াজী আর টিক্কা সা'বে রেল-লাইন-রাস্তাঘাট মেরামতের কামে হাত দিছিলো। কি সোন্দর একটা Competition শুরু হইলো। বিকুগুলা ভাগতাছে, মছুয়াগুলা মেরামত করতাছে। শ্যাম পক্ষ টিক্কা-পিয়াজী হাইর্যা গেল। খালি পিভির কাছে রিপোর্ট পাডাইলো যে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার ম্যাপের লগে কিছুই আর মিল খাইতাছে না।

এইবার আইলো ঠ্যাটা মালেইক্যাব শ্যাডায় জেনারেল পিয়াজীকে সাজিশন করলো টেরেন আর রাস্তাঘাট থুইয়া দরিয়া দিয়া যাতায়াত শুরু করলে কেমন হয়? লগে লগে ঢাকার সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীর কাঁটাতার দিয়া ঘেরাও কইর্যা চেক পোস্ট বহানো হইলো। সমস্ত নৌকা, লঞ্চ সার্টিং শুরু হইলো। নারায়ণগঞ্জের হেইমুড়াও একই কারবার হইলো। কিন্তু চাঁদপুর? হেইখানে যাওনের পর আমাগো পিয়াজী সা'বে আত্কা কইর্যা বইলো, 'ইয়ে কিনা দরিয়া হ্যায় না সমুন্দের হ্যায়?' এমুড়া, হেইমুড়া মাইল বারোর মতো। এলায় উপায়? ভুড়িওয়ালা জেনারেল কইলো, 'ঠিক হ্যায় এক তরফ গার্ড লাগাও দূসরা তরফ আল্লাহ হ্যায়।'

ছক্কু মিয়া অকরে ফাল্ পাইড়া উঠলো, 'আল্লাহ তো আছেই, লগে লগে তার বান্দা বিকুগুলাও রইছে।' জেনারেল পিয়াজী চাঁদপুর খনে ঢাকায় সেকেন্ড ক্যাপিটালে ফেরৎ আইয়া দ্যাছে কি? মফঃস্বল খনে Field Intelligence-এর রিপোর্ট অকরে পাহাড় হইয়া রইছে। বিসমিল্লাহ বইল্যা পয়লা রিপোর্টটার মাইন্ডে নজর লাগাইলো। চক্কু দুইডা কচলাইয়া পিয়াজী সা'বে দেখলো- না রিপোর্ট ঠিকই লেখা আছে, 'সিলেট এলাকায় বিকুগুলা অনেকগুলো মাল বোঝাই লঞ্চ, স্টিমার আর গাদাবোট মুক্ত এলাকায় লইয়া গেছে। বিকুগুলার আগুনের ভাঁজ না পাইয়া মছুয়াগুলা ভাগোয়াট হওনের গতিকেই এই অবস্থা হইছে।'

খুলনার এইদিকে একই অবস্থা। মুক্তি বাহিনী দুইটা লঞ্চ খাতির জমা কইর্যা লইয়া গেছে। রাজশাহীর পদ্মায় জোর চুবানীর কারবার চলতাছে। আর টাঙ্গাইলের চাড়াবাড়ীর ভাটিতে অস্ত্র বোঝাই একটা তিন-তলা স্টিমারে বিষ্ণুগুলা যা-ইচ্ছা-তাই কারবার করছে। সতেরোটো গয়না নৌকা ভইর্যা কাদেদিয়া বাহিনীর পোলাপান অস্ত্রপাতি লইয়া গেছে। আইজ-কাইল কুমিল্লা-নোয়াখালী ছাড়াও বরিশাল-গোপালগঞ্জেও বিষ্ণুগুলার কায়-কারবার অকুরে জিওট বাঁধছে। বিষ্ণুগুলা মানুষ না আর কিছু?

হেইদিন এইগুলা বরিশালের বানোয়ারী থানায় মছুয়াগুলারে তজ্জা বানাইছে। পিয়াজী সাবে কি রাগ! বাকী রিপোর্টগুলা দেখনের আগেই চিল্লাইয়া কইলো, ‘কই হ্যায়? বঙ্গাল মুলুকমে কেতনে মাইল দরিয়া হ্যায়, উসকা রিপোর্ট লাও।’ মওলবী সা’বে যখন দেখলো শীতের মাইন্ডে চাইর হাজার মাইল আর বারিষের সময় পাঁচ হাজার মাইল নদীপথ রইছে, তখন আত্কা ঠাস্ কইর্যা আওয়াজ হইলো। পিয়াজী সা’বে চেয়ার খনে পইড়া গেছিলেন।

ওহ্ হোঃ! আসল কথা তো কই-ই নাই। হেইদিন বিষ্ণুগুলার লগে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীতে গেছিলাম। আত্কা দেহি কি, একটা ছিপ নৌকা সল্ সল্ কইর্যা আমাগো গয়না নৌকার নজদিগ্ আইয়া পড়লো। কয়েকটা জোয়ান ব্যাডায় ছিপ নাও খনে চিল্লাইয়া উঠলো, ‘ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না, আমরা মেলেটারিগো না— আমরা ডাকাত— আমরা মানুষ মারি না, খালি মাল-কড়ি লমু’। কেমন মুখতাছেন, আইজ-কাইল দখলীকৃত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা! আমি অকুরে তজ্জব বইন্যা গেলাম। এরপর বুঝতেই পারতাছেন। বিষ্ণুগুলা জনা চারি ডাকাতরে হেই কারবার কইর্যা দিলো। বাকীগুলা পানির মাইন্ডে ফাল্ দিয়া পড়লো।

আরো কয়েক মাইল ভাটিতে আইস্যা নদীর পাড়ে একটা গেরামের মাইন্ডে গেলাম। আমাগো পাইয়া গেরামের আইনিষে বোরখা পরা একটা মাইয়া গেরিলারে লইয়া আইলো। পয়লা এর মাজ্‌মাডা বুঝতে পারি নাইক্যা। হেরপর একটা ছ্যাড়ায় বোরখার নেকাবটা মানে কিনা মুখের পর্দাটা তুললো। দেহি কি, একটা বোমা সাইজের দাড়িওয়ালা ব্যাডায় খালি কাঁদতাছে। বিষ্ণুগুলা ব্যাডারে প্যাদানী দেওনের লগে লগে ব্যাডায় ভর ভর কইর্যা কইর্যা ফেলাইলো ‘মছুয়া মেলেটারিগো রাস্তা দেখানোর লাইগ্যা এই বোরখা পরছি। পাবলিকে হেরে ছইরুদ্দি বইল্যা চিন্‌য়া ফেলাইবো গতিকেই এই কারবার করছে। কিন্তু গেরামের পোলাপান তাড়িঙ্গা লম্বা সাইজের বোরখাওয়ালী দেইখ্যা Doubt কইর্যা এরে ধইর্যা ফেলাইছে। এলায় বুঝছেন মছুয়াগুলার কারবার আইজ-কাইল কোন স্টেজে গেছে?

হ-অ-অ-অ এই দিক্‌কার কারবার হনছেন নি? দিনা কয়েক আছিলাম না। এর মাইন্ডে ঠ্যাটা মালেইক্যা চান্‌িং করছুইন। ব্যাডা ঠেকা কাম চালাইবার জন্যি আর দুনিয়ার মাইনষের কড়া ডোজের ভোগা মারনের লাইগ্যা জনাদশ পাতি দালাল লইয়া ১৭ই সেপ্টেম্বর হের উজির সভা বানাইছে। সা’বে কইছে কিসের ভাই আহল্লাদের আর

সীমা নাই। শ্যাম চাচা সেনাপতি ইয়াহিয়া খানকে বলেছেন, অক্টোবরে Pakistan Aid Consortium-এর বৈঠক আর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের আগে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় এমন ট্রিক্স করতে হইবো- যাতে কইর্যা দুনিয়ার মাইনমেরে বুঝানো যায় যে, অবস্থা অন্ধরে Normal হইয়া গেছে। আর বেসামরিক লেভারা কি সোন্দর গবর্ণমেন্ট চলাইতাছে।

যেই রকম বুদ্ধি হেই রকম কাম। ঠ্যাটা মালেইক্যা অন্ধরে গরু খোঁজা শুরু করলো। হারু পার্টির গাবুর সাইজের মানে কিনা ফ-কা, ফরিদ, ঠাণ্ডা সবুর, খাজা-আজমের সাইজের মাল লইলে হাতে নাতে ধরা পড়বো ভাইব্যা হারু পার্টির 'ব' টিমের মালপত্র খুঁজিয়া বাইর করছে। বাঙালি পাবলিকগো উপরে তাগো খুব কট্টোল। হেগো দেখনের লাইগ্যা মানইষেগো দিল অন্ধরে জারু জারু করতাছে। কিন্তুক মওলবী সা'বরা একটুক হিসাব কইরা চইলেন। বিদ্যুতুলার নোট বইয়ের মাইন্ডে আপনাগো নাম-ঠিকানা চেহারা-মোবারক দেখছি। যেকোনো টাইমে, যেকোনো জায়গায় কারবার হইয়া যাইতে পারে। ঠেটা মালেইক্যায় যেসব মালপত্র যোগাইছে হেগো দুই চাইরটা মালের নমুনা কইলেই বুঝতে পারবেন। এইগুলো কোন পদের জিনিষ।

এই ধরেন খুলনার মওলানা ইউসুফ। ব্যাডায় খবরের কাগজের হকার-এজেন্ট। হঠাৎ পলিটিক্স করণের সখ হইলো। লগে লগে জামাতে ইসলামের মাইন্ডে নাম লেখাইলো। মওলানার সবচেয়ে বড় ফ্রেন্ড-এইবার Election অন্ধরে হইত্যা পড়ছিল- মানে কিনা হারু মওলানা। এরপর ব্যাডায় খুলনাতে মছুয়াগুলার লগে মিইল্যা বাঙালি মার্ভার করছে।

দুই নম্বরে ছলু মিয়া। আদায় ছলু মিয়ারে চিনলেন না? হেই যে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের কেরানী আছিলো। কি সব মালপত্র চুরি করণে চাকরি গেছিলো। এখনও চিনলেন না 'কিসে নাই চাম স্রীধা-কৃষ্ণ নাম'। উনি হইতাছেন One man party মানে কিনা উনার একটা পৃথক দল রইছে। হেইডার প্রেসিডেন্ট থাইক্যা পিওন পর্যন্ত হগ্গল কিছুই এই ছলু মিয়া। ব্যাডা একখান! এইবার Election-এ Contest করণের চিরকিৎ হইছিল। কিন্তুক হাওয়া বুঝতে পাইর্যা ব্যাডায় লেজ গুটাইছিল। এইবার চিনছেন। ইনি হইতাছেন ঢাকায় পাকিস্তানের দাউদ গ্রুপের মাইনে করা দালাল কৃষক-শ্রমিক পার্টির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ছোলায়মান- Short cut-এ ছলু মিয়া।

তিন নম্বরে জয়পুরহাটের আব্বাস আলী মওলানা। রাজশাহী বিভাগের জামাতের নাজমে। ব্যাডায় খুবই পপুলার কিনা। তাই এবারের ইলেকশানে গাবা মারছে। তিন জনের মাইন্ডে থার্ড হইছিলেন। ক্যামন কড়া কিসিমের মাল, বুঝছেন?

হ-অ-অ-অ পালের গোদাড়ার নাম কই নাই নাঃ। ইনি হইতাছেন আসামের মাইনকার চরের আবুল কাসেম। হের একটা সাপ্তাহিক কাগজ আছিলো। নাম 'বিপ্লব'। কিন্তু মাত্র একটা কাপড়ের মিল বহাইছে। এই মওলবী সা'বে বচ্ছর বাইশেক আগে মরা পাকিস্তানের পার্লামেন্টে কইছিল, বিশ বছরের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিরে বেআইনী

ঘোষণা কইরা খালি মুসলিম লীগেরে জিন্দা রাখলে কেমন হয়? এই প্রস্তাবে মরহুম লিয়াকত আলী খান পর্যন্ত হাইস্যা ফেলাইছিল। কিন্তুক ব্যাডার লজ্জা-শরম, কিছুই নাইক্যা। এইবার রংপুরের দুই জায়গার থনে Election-এ Luck টেরাই করছিলেন। কি সোন্দর Result? দুই জায়গার থনেই ডাব্বা। ঠ্যাটা মালেইক্যায় এই Record দেইখ্যা লগে লগে Apointment দিয়া দিছে।

আমাগো ছক্কু মিয়া অক্করে ফাল্ পাইড্যা উঠলো, ‘তা হইলে কাউলা, মেরুহামত মিয়া, সেরকাটু মোহাম্মদ— এরা কি দোষ করলো?’

আমি কইলাম আবে এই ছক্কু, তগো দোস্তগুলাই তো মন্ত্রী হইছে। একই কথা। মাজেসাঝে যাইয়া গুলগুল্লা খাইয়া অহিস্ আর কি?

আইজ আর টাইম নাইক্যা। বাকীগুলার History পরে কমু আহুহা তপন্ ধইর্যা টাইনেন না— তপন ধইর্যা টাইনেন না। কিরা কাটতাছি। কোন ব্যাডায় কিভাবে টাকা মারছে, আর কয়বার Election-এ ডাব্বা খাইছে, সব কমু। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম— দিনা কয়েক আছিলাম না— এর মাইন্দেই ঠেটা মালেইক্যায় চাপিং করছুইন। ব্যাডা একথান। কি সোন্দর মন্ত্রীসভা বানাইছুইন। এরেই কয় ‘ঢাল নাই, তলোয়ার নাই নির্ধিরাম সর্দার।’ সবই ইয়াহিয়া-পিয়াজীর কেরামতি।

৮৮

অক্টোবর ১৯৭১

‘আইতে শাল, যাইতে শাল হের নাম বরিশাল।’ এতো কইরা না করলাম, যাইস না, গাংগের মাইন্দে যাইস্ না। নাহ আমার কথা হুনলো না। মছুয়াগুলার লাগছে মরণ। আমার কথা হুনবো কীর লাইগ্যা? রিয়ার এডমিরাল ছরিফ সা’বের ভোগাচ্ কথাবার্তায় মছুয়াগুলা কী খুশি! গেডমেড কইর্যা বরিশাল-পউট্টাখালি রওয়ানা হইলো। পাবলিকে টের পাইবো গতিকে জাতিসংঘ থাইক্যা পাকিস্তানী খয়রাতি লঞ্চ আর স্পিড বোটগুলার রং পাল্টাইয়া লইলো। চাঁদপুর পার হওনের লগে লগেই ঠাস্ ঠাস্ কইর্যা সব আওয়াজ হইতে শুরু করলো। ডরাইয়েন ন, ডরাইয়েন না— এই সব গুলির আওয়াজ না। এমতেই মছুয়ারা ভিমরী খাইয়া চিত্তোর হইয়া পড়ছিল। চাঁদপুর পার হওনের পর মেঘনা নদীর সাইজ দেইখ্যা মছুয়াগুলার এই অবস্থা হইছে। এইমুড়া-হেইমুড়া বারো মাইল। কেইসডা কী! এইডা কি দরিয়া, না সমুন্দর? সবুর সবুর আর একটুক আগুগুয়া লউন দেখবেন, আসল বঙ্গাল মলুক কারে কয়? মাদারীপুর, বরিশাল, পউট্টাখালি, সন্দিপ, হাতিয়া আ-হাঃ এইসব জায়গায় কোনো রেল লাইন নাইক্যা। দুইশ’ বছর আংরেজ রাজত্বে হেতাইনরা এক ইঞ্চি রেল লাইন বহাইতে পারে নাই। আর চব্বিশ বছর মছুয়া রাজত্বে বেড়াগুলা এইসব এলাকায় রেল লাইন বহাইবার কোনো কোশেশই করে নাইক্যা। হেই টেকা খরচ কইর্যা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার থনে হাওয়াই জাহাজে ঘাস আইনা

তারবেলা বাঁধের উপর লাগাইয়া সবুজ করছে। তখন মণ্ডলবী সা'বরা ভাবছিল, 'খালি মুছলমান মুছলমান ভাই ভাই' কইয়া বাঙালিগো উপর ডাডাবাজিতে রাজত্ব চালাইবো। আর মাল-পানি কামাইবো। বঙ্গালমুলুকের কোনো উন্নতি না করলেও চলবো। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নাই যে বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর পঁয়াকের মাইন্দে তাদের মউত তৈরী হইতাছে। ইলেকশনের পর বেডারা বেশি চালাকি করেই বাঙালি Murder কইয়া নিজেগো রাজত্ব চালু রাখতে চাইছিল। 'মুছলমান-মুছলমান ভাই-ভাই 23 Kill করি আপত্তি নাই'— এইসব শ্রোগানে আর কোনোই কাম হইলো না। বহুত লেইট কইরা ফালাইছেন। এর মাইন্দেই মছুয়াগো আক্রমণে বাংলাদেশের হগ্গল ফ্যামিলির একভাবে না একভাবে লোকশান হইছে। কারো বাপ-মা, কারো ভাই-বোন, আবার কারো নিকট আত্মীয় মার্ডার হইছে।

নেংটার আর বাটপারের ভয় কী? এখন বাটপার মারনের টাইম। পাকিস্তানী হানাদার সোলজার আর বাটপারের মাইন্দে কোনোই ফারাক নাইক্যা। ভাইসব বাটপার-বদমাইসগো কোবায়ে আরাম কইয়া লন। এই বেডারাই হইতাছে ইসলামের সব চাইতে বড় দুশমন। হাতে মেশিনগান লইয়া বেডারা আমাগো মসজিদ-মন্দির ধংস করছে; মাইয়াগো উপর অত্যাচার করছে, ভাই-বেরাদারগো Murder করছে; পালাপানগো বেয়োনেট দিয়া খোঁচাইছে। এখন বিচ্ছুগো পাল্টা পাকিস্তানীর চোটে 'মুসলমান-মুছলমান ভাই ভাই' কইয়া বুক ভাসাইতাছে। 'অরির শেষ রাখিতে নাই'। এইগুলো সাপের জাত। একটা সাপ আর মছুয়ার মাইন্দে পয়লা মছুয়া মাইর্যা পরে সাপ মারতে হইবো। লাখো শহীদেদের আত্মার খোদার কসম খাইয়া মছুয়া-রাজাকার-দালাল, Murder করণ লাগবো। এইদিকে বিচ্ছুগো আপনাগো মছুয়া-খায়ের লইয়া তুফান কেচকা মাইর শুরু কইরা দিছে। চাইর দিন চাইর রাইত মইর্যা সিলেটের ছাতকে মুছুয়াগুলো খালি ইয়ানফসি, ইয়ানফসি করতাছে। লাশের পাহাড় হইছে গতিকে জেনারেল গিয়াজী এখন এয়ার পোর্সরে আরো বোম্বিং করতে পাঠাইছে। রিয়াল এডমিরাল ছরিফ সা'বে স্পিড বোড আর লঞ্জে মছুয়া পাঠাইছে। ইজ্জতের ছাওয়াল কিন্তু স-অ-ব One way Traffic। যেই-ই যায় বঙ্গে মউত যায় সঙ্গে।

এইদিকে Associaed Press of America রাওয়ালপিঞ্জির খনে কইছে বিচ্ছুগলার কারবারে এখন মছুয়াগো এয়ার পোর্স কুমিল্লা সেক্টরেও Action করতাছে। বঙ্গাল মুলুকের কারবারই আলাদা। বোম্বিং করনের মতো খাস কইরা কোনো জায়গাই নাইক্যা। খালি কেঁদো আর পানি। বোমা ফালাইলেও বেশির ভাগই মাটির মাইন্দে হান্দাইয়া যায়। মছুয়াগো কেইস খুবই খতরনাক। এদিকে বেটা মালেক্যা সিলেটে বিচ্ছুগো কারবারের নমুনা না পাইয়া অকরে ময়মনসিংহে ভাগোয়াট হইছিলেন। হ-অ-অ রংপুর-দিনাজপুর এলাকার খবর হুনছেন নি? হেইখানে সাড়ে ছয়মাস ধইর্যা হানাদার সোলজাররা বাংকারের মাইন্দে থাকতে থাকতে আইজ-কাইলপাগলা হইয়া উঠছে। এক একজনের আধ হাতের মতো দাঁড়ি বাইর হইছে। Identity কার্ডের ফটোর লগে বেডাগো চেহারা

মোবারকের আর মিল লাইক্যা। বিদু আর পাবলিকে মিইল্যা হেগো ঘেরাও কইর্যা থুইছে। আত্কা আমাগো বকশী বাজারের ছক্কু মিয়া 'বাঘইর' কইয়া এক একটা চিক্কুর দিয়া বইলো।

কী হইলো ছক্কু মিয়া চিল্লাইয়া উঠলা কির লাইগ্যা?

ভাইসব বরিশালের কারবার কইতাছিলেন, অখন যে অক্করে রংপুরের মাইদে যাইয়া হাজির হইছেন, কেইসডা কী?

আমি জিব্লার মাইদে একটা কামড়া দিয়া কইলাম, 'কইতাছি, কইতাছি।' ঢাকার খনে আমেরিকান News Agency UPI একটা খবরে কইছে, 'ঠ্যাটা মালেক্যার অফিসাররা এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করেছে যে, গত ৮ই অক্টোবর তারিখে বাঙালি গেরিলারা বরিশাল এলাকায় গাংয়ের মাইদে মছুয়া সোলজার ও পাকিস্তানী পুলিশগো একটা দলরে পাইয়া বারো জনরে হলাক করছে। ঠ্যাটা মালেক্যার অফিসাররা আরও বলেছেন যে, বিদুগুলা একজন এস.ডি.ও. সা'বরে পর্যন্ত শেষ কইর্যা ফালাইছে।' UPI আরো জানিয়েছে যে, হরিবল হকের পাকিস্তান অবজারভার কাগজের মতে এইসব হানাদার সোলজার আর লাহোর-রাওয়ালপিন্ডির পুলিশরা এস.ডি.ও. সা'বের লগে গৌরনদী থানা এলাকায় বিদুগুলার গাবুর বাড়ির চোটে যখন 'বরিশাল কেধার হ্যায়, বরিশাল কেধার হ্যায়', কইয়া, ভাগতাছিল, তখন ছিপ নাও লইয়া বাঙালি গেরিলারা কারবার কইরা ফালাইছে। পাকিস্তান অবজারভার কাগজ ঘং ঘং কইর্যা কাইন্দা আরো খবর ছাপাইছে। বিদুরা আমেরিকান আর চাইনিজ Automatic হেই জিনিষ দিয়া একটা লঞ্চ ডুবাইছে। ঠেটা মালেক্যা-পিন্ডিয়ার এই বিরাট দলটার মাত্র এগারো জন কোনোমতে গতরের মাইদে গুলির জখমী লইয়া বরিশাল টাউনে ফেরত আইছে।

ছক্কু কইলো, ভাইসা'ব হেইসবেরা যখন কইছে যে বারোজন খতম হইছে, তখন ডাহিনা মুড়া খালি একটা শূন্য বহাইয়া দেন, তা' হইলেই আসল লম্বরডা ধরা পড়বো। আইজ-কাইল ঢাকায় চাইরো মুড়ার খনে এতো কুফা খবর আইতাছে যে, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খালি একটা কইর্যা অংক কমাইয়া হানাদার সোলজারদের মউতের খবর কইতাছে।

এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান আবার ট্রিকস্ করছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বিদুগুলায় কোদালিয়া মাইর যখন জইম্যা উঠছে, তখন আস্তে কইর্যা প্যারিসের একটা খবরের কাগজরে কইছে, 'আমি ইন্ডিয়ার লগে বাত্‌চিৎ কইর্যা হগ্‌গল কেচাল মিটাইয়া ফেলামু।' বেডা একখান! মাথার মাইদে বুদ্ধি অক্করে গজগজ করতাছে। মাইর চলতাছে বঙ্গাল মুলুকে। তোমার Order-এ হানাদার সোলজাররা বাঙালি মার্ডার করণের গতিকে বাঙালি বিদুরা অখন বদলা লইতে শুরু করছে। বেসুমার মছুয়া-রাজাকার-দালাল কোবাইতাছে। তোমার কাপড়া যহন বাসন্তী Colour হইছে, তোমার অবস্থা যহন কেরাসিন হইছে, তোমার Fighting পোর্স যহন বঙ্গালমুলুকের কেদোর মাইদে গাইড়া গেছে, তখন যতোই মুখ খিন্তি করা কেন, মুজিবনগর

গবর্ণমেন্টের কাছে Appeal করতেই হইবো। এইটাই দুনিয়ার নিয়ম। আর যদি তোমারে আজরাইলে জাবড়াইয়া বইয়া থাকে, তাইলে তো' তোমার হগ্গল মছুরার মউত এই জাদুয়ে বঙ্গালের মাইন্দেই রইছে। তুমি কমলি ছাড়াইবার লাইগ্যা টিরিক্স করলে কী হইবো, কমলি তোমারে ছাড়বো না। তোমাগো ল্যাং মারনের হগ্গল কায়দা-কানুনই বিচ্ছুগুলা হিইক্যা ফেলাইছে। এখনই তো' তোমার হানাদার সোলজারগো রাইতে বাইরাইন বন্ধ হইছে। হগ্গল সেষ্টরে এইসব মুছ্যাগো খালি ঠ্যাং কাঁপতাছে। হেইদিকে আরও বলে হাজারে হাজারে বিচ্ছু তৈরী হইয়া গেছে। এগো নিশানা কী রকম পইট হের আন্দাজ তোমার পেয়ারা জেনারেল টিক্কা খান আর পিঁয়াজীরে জিগাও। গাছের গুড়ির মাইন্দে যেমন গেরামের মানুষরা কুড়াল দিয়া কোবায়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠাওরই করা যায় না যে, এই গাছটা কাইত হইবো। হেরপর পয়লা আস্তে, তারপর গড় মড় আওয়াজ কইর্যা জমিনের মাইন্দে হইত্যা পড়ে- শেষের দিকে কুড়ালের কোবানী আর লাগে না। তোমাগোও হেই অবস্থা। বিচ্ছুরা কুড়াল দিয়া কোবাইতাছে- এখন গড় মড় আওয়াজের টাইম আইস্যা গেছে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, 'আইতে শাল, যাইতে শাল, হের নাম বরিশাল'।

৮৯

অক্টোবর ১৯৭১

গাছে কাঁঠাল গৌফে তেল। এদিন ধইরা এই কথাটার অর্থ ঠিক মতন বুঝতে পারি নাইক্যা। কিন্তু ঠেটা মালেক্যার কায়দারবারে এখন বুঝতে পারছি 'গাছে কাঁঠাল গৌফে তেল'- এই কথার অর্থটা কী। জঙ্গল কামের সংগে দেকা নাইক্যা, আগেই ভাগ-বকরা করা সার। আঃ হাঃ কাপড় ধইর্যা টাইনেন না, কাপড় ধইরা টাইনেন না-কইতাছি, কইতাছি। 'সা'বে কইছে কিসের ভাই আল্লাদের আর সীমা নেই।' সেনাপতি ইয়াহিয়া খান কলমের এক খোঁচায় ৭৮ জন আওয়ামী লীগ মেম্বারের সদস্য পদ Cancell করণের লগে লগে হগ্গল হারু পার্টির মুখ দিয়া অকরে লالا পড়তে শুরু করছে। গেল ডিসেম্বরে সেনাপতি ইয়াহিয়া মেলেটারি খাড়া কইর্যা যে Election করছিল, হেই Election-এর মাইন্দে এই সব হারু পার্টির ফাস্ট কেলাস রেজাল্ট হইছে। খুনী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলাম শূন্য। শয়তানে আজম দৌলতনার কাউন্সিল মুহলমান লীগ গোলা। খ্রিষ্টান কিলারের লাভার আইয়ুব খানের কনভেনশন মুহলমান লীগ আউগ্যা সিটও না। আগায় খান পাছায় খান 'খান আব্দুল কাউয়ুম খানের' কাইয়ুম মুহলমান লীগ জিরো। মিচকি শয়তান চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেজামে ইসলাম অশ্ব ডিঙ্গ। লরকানায় লাকড়া ভুট্টো সা'বের পি পি পি'র- খেয়ালই আছিলো না যে বঙ্গাল মুলুকে Election হইতাছে। মাওলানা হাজারভীর জমিয়তে ইসলাম DO। ছলু মিয়র কে.এস.পি. ধাওয়া।

আত্কা মেরহামত মিয়া অকরে ফাল পাইড়া উঠলো, পাইছে, পাইছে হুকা

নসরুল্লার পি.ডি.পি অউগ্গ্যা সিট পাইছে। কী সোন্দর নয়টা Pakistan পাট্রি মিল্যা বঙ্গাল মুলুকে ১৬৯টা সিটের মাইধ্যে অউগ্গ্যা সিট পাইছে। জোশের মাথায় সেনাপতি ইয়াহিয়া খান সার্টিফিকেট দিয়া দিলো, আমার মছুয়া সোলজাররা খাড়া থাইক্যা গার্ড দেওনের গতিকে Election নিরপেক্ষ হইছে। Election Commissioner জাষ্টিস্ ছত্তার গেজেটে জেতোন্যা আওয়ামী লীগ মেম্বারগো নাম ছাপাইয়া দিলো। কিন্তু তা' হইলে কী হইবো? সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে মেজিক খেলার ডুগডুগি রইছে। বেডায় গদি হারাবার ডরে জাষ্টিস্ ছত্তারের ঘেটিতে হাত দিলো। বুড়া ছত্তার জীবনে পাকিস্তানে বহুত কেলামতী দেখছে। লগে লগে লোটিশ দিলো ৭৮ জন আওয়ামী লীগারের মেম্বারশিপ নাইক্যা। ব্যাস্, হারু পাট্রির লেভাগো মাইন্দে ঠ্যাটা মালেক্যারে তেল দেওনের একটা Competition শুরু হইয়া গেল। হেরা আগেই বুইঝ্যা ফেলাইছে যে বঙ্গাল মুলুকের মফস্বল এলাকায় যেতবে বিচ্ছুগুলার কারবার শুরু হইছে, তাতে কইর্যা ঢাকার গবর্নমেন্ট হাউসের মাইন্দেই এই Bye-Election এর মার্শাল আসগর খান ঢাকা ট্যুর কইর্যা করাচীতে ফেরত যাইয়াই কইছে, ঠ্যাটা মালেক্যার রাজত্বে আমার পাট্রি Electon-এ Contest করবো না। কইর্যা কোনো ফায়দা নাইক্যা-সবই Under Hand কারবার চলতাছে।- ঠ্যাটা মালেক্যা তুফান মালেক্যারি খাইতাছে। চাঁই-ই-কী হইলো? কী হইলো? ঢাকা মেডিকলের সামনে তিনডা মছুয়া রাজাকারের বিচ্ছুগুলা হেই কারবার কইর্যা দিলো। বায়তুল মোকাররমে ছিট বেডার এক লগে জানাজা হইলো। খবরের কাগজের মাইন্দেও ফাটা-ছাপা হইলো।

মেরহামত মিয়া একটা বাইশ হাজ্জের টাকা দামের হাসি দিয়া কইলো, 'এই তিনডা দাগী রাজাকারের বড্ড বাড় বাড়াইলো- হেই লাইগ্যাই বিচ্ছুগুলা একটু ঘষাঘষির কারবার কইর্যা দিছে। এ্যাং অ্যাং কুমিল্লা আবার Normal হইয়া গেছে দিনা কয়েক এইখানে লাড়াই বন্ধ থাকনের গতিকে Abnormal মনে হইতাছিল। মছুয়াগুলা কী খুশি! ময়নামতি ক্যানটনমেন্ট থাইক্যা মাঝে মাঝে হাঁটি হাঁটি পা পা কইর্যা শরৎকালের হাওয়া খাইতে শুরু করছিল। ব্যাস্, বিচ্ছুগুলা গেল জুম্মার দিন জনা কয়েক ভোমা সাইজের মছুয়ারে হালাক করছে। আর জনা চল্লিশেক গতরের মাইন্দে ব্যাভেজ বাঁধছে। এই খবর ঢাকার সেকেন্ড কেপিটালের ইস্টার্ন হেড কোয়ার্টার্সে আহনের লগে লগে মেজর জেনারেল পিয়াজী সা'বে কী রাগ! অকরে চিলুইয়া উঠছে। পাবলিছিটির ইনচার্জ মেজর সালেক একটা জিপ লইয়া পুরানা পল্টনের এ.পি.পি. আপিসে দৌড়াইলো। ফোনের মাইন্দে পূর্বদেশের হারু মাল মাহবুবুল হকের লগে কী জানি সব বাত্চিৎ হইলো। মেজর সা'ব ফোন থুইয়া একটা গুয়ামুরি হাসি দিয়া এ.পি.পি.র হাশিম সা'বরে কইলো, 'দেখো হাশিম, কুমিল্লামে যো গড়বড় হয় না, উস্ খবরমে বোল দেও ইয়ে ইন্ডিয়ান এজেন্ট লোগ কিয়া। হামলোগকা পাঁচ জোয়ান খতম হয় অউর উন-তাল্লিশ জখ্মী। ইস, বারে মে শিখ্ দেও বাঙ্গালি পাবলিক খতম হয়। নেই-নেই-নেই, বাঙ্গালি আওরত আউর বাচ্চো লোক মার্ভার হয়, আউর পাবলিককো ভারী লোকসান পৌছায়।' ব্যাস্,

টেলিপ্রিন্টারের মাইন্ডে খটা খট। সব মিছা কথার খবর যাইতে শুরু করলো- আর রেডিও গায়েবী আওয়াজ ভ্যা ভ্যা কইর্যা চিল্লাইয়া উঠলো। মেরহামত মিয়া কইলো, এইনা বলে ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজীর ছোলজাররা সব বর্ডার সিল কইর্যা ফেলাইছে। তা' হইলে সিরাজগঞ্জের চর, কাগমারীর গ্রাম, ময়মনসিংহের পাটক্ষেত, কুমিল্লা টাউন, গোপালগঞ্জের বিল, বরিশালের গাঁও-গেরাম, এইসব জায়গায় Action কেমুতে হইতাছে? বুঝছি, বুঝছি, রেডিও গায়েবী আওয়াজ 'ইন্ডিয়ান এজেন্ট' কইলেই হেই জায়গায় বুঝতে হইবো বিচ্ছুগো কারবার হইছে। পাবলিক মরলে ধরতে হইবো মছুয়া Gone- ভারী লোকসান কইলে আন্তাজ করতে হইবো হেগো অন্ত্রপাতি ডাবিশ হইছে। মেরহামত মিয়ার Brain খোলতাই হইতাছে দেইখ্যা আমি অকরে থ'।

হ-অ-অ-অ হেই দিককার খবর হনছেন নি? পাঞ্জাব আর সিন্ধুতে আইজ-কাইল খালের পানির ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্নর লেঃ জেনারেল আতিকুর রহমান আর সিন্ধুর গবর্নর লেঃ জেনারেল রাহমান গুল হেইদিন খালের পানি ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে ছয় ঘণ্টা ধইর্যা বৈঠক করণের পর Shut-up আর Raskel কইয়া একজন আরেক জনরে গালাগালি করণের পর কাইট্যা পড়ছে। লারকানার লাড়কা জুলফিকার আলী ভুট্টো সিংহাসিতক চেইত্যা গেছে। বেডায় পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্নর লেঃ জেনারেল আতিকুর রহমান করণের দাবি করছে। কিন্তুক মুখে যতই কউক 'মুছলমান মুছলমান ভাই ভাই' পিপলস পার্টির পাঞ্জাবী মেম্বাররা তাগো গবর্নর আতিক্যারে সাপোর্ট কইর্যা বইছে।

এই দিককার কেইসটা কী? হেই কইছিলাম, তিনটেকা রুজের রাজাকাররা আইজ-কাইল বাঙালি পাবলিক লুটপাট কইর্যা কিছু না পাইয়া ঠ্যাটা-মালেক্যারে পাগল কইর্যা ফেলাইছে। খালি কইতাম, ছিবড়া Left ঠ্যাটা ভাই একটা কিছু বিহিত করেন। আমরা রাজাকার হওনের আশেই মছুয়াগুলা লুটপাট কইর্যা বাঙালিগো কাছ থনে হগ্গল মালকড়ি লইয়া গেছে। ব্যাস্, ঠ্যাটা মালেক্যা একটা জব্বর প্যুান বাইর করছে। আস্তে কইর্যা New York Time-এর রিপোর্টাররে কইছে, 'আমি ইন্ডিয়ার থনে হাওয়াই জাহাজে কইর্যা বাঙালি রিফিউজী ফেরত আনমু।' কী রকম বেড়া একখান! নব্বুই লাখ রিফিউজি প্লেনে কইর্যা ফেরত আনবো। তবুও রাজাকারগো লুটপাট আর Murder-এর সুবিধা কইর্যা দিতে হইবো। এলায় ক্যামন বুঝতাছেন! মনে লয় মুরগি অকরে ঠোঁটের মাইন্ডে চাকু লইয়া পঞ্চাশ সালে বরিশাল Riot করুন্ধ্যা বারিস্টার আর ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী আখতার উদ্দীনের কাছে যাইয়া কইবো, 'গলার ফউর্যা সরাইয়া হেই কাম কইর্যা দেও- তোমাগো কষ্ট দেইখ্যা আমরা আর থাকতে না পাইর্যা আইস্যা পড়ছি।' সবুর সবুর, ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী তোমাগো আর কাঁদতে হইবো না। তোমাগো আজরাইল, হেই যে বিচ্ছুগুলা এখন তোমাগো আশেপাশেই আইস্যা পড়ছে- হেগো ট্রেনিং Complete হইয়া গেছে। আর ডিসেম্বর পর্যন্ত Wait কইর্যা গবর্নমেন্ট হাউসের মাইন্ডে বইস্যা Bye-Election-এর Result ভাগ করতে হইবো না। তার আগেই আসল

কিসিমের গাবুর, কেচকা আর গাজুরিয়া মাইর শুরু হইবো। এইডা হইবো কামানের লগে কামানের টঙ্কর, মর্টারের লগে মর্টারের বাইড়াবাইড়ি, LMG-র লগে LMG-র ফাটাফাটি। এদিন খইর্যা ঘুঘু দেখছো, এইবার ফাঁদও দেখবা। হের লাইগ্যাই কইছিলাম, 'গাছে কাঁঠাল গৌফে তেল। আসল কামের লগে দেখা নাই— এইদিকে ভাগ-বখরা করা সারা। ঠেটা মালেক্য আর গাড়লের মাইদে কোনোই ফারাক নাইক্যা।

৯০

অক্টোবর ১৯৭১

বছর পাঁচেক অগেকার কথা। আমাগো বকশী বাজারের ছক্কু মিয়া একবার 'ফরিনে'— মানে কিনা পশ্চিম পাকিস্তানে গেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানডা যে 'ফরিন' এইডা অনেক আগেই টের পাওয়া গেছিলো। ছক্কু মিয়া পয়লা গেল লাহোরে, হেইখানে যাইয়া দেহে কী? বাঙালিগো যেই রকম জ্বর বিমারী হইলে রুটী খায়— বাপ মায়ে পোলাপানগো ভাত দেয় না— হেই রকম হেগো জ্বর-বিমারী হইলে, ভাত দেয়, আর রুটী খাইতে দেয় না। ছক্কু অক্করে খঃ— কেইস্‌ডা কী? একটুকু খোঁজ লইয়া দেহে কী, বাঙালিরা পেরত্যেক দিন গোসল করলে কী হইবো— মছুয়াগুলা টাইম নই কই দেইখ্যা এই গোসলের কারবার সারবার অক্করে বাদ দিয়া ফেলাইছে। আত্মীয়-স্বজন আইলে বাঙালিরা বাড়িতে রান্নাবাড়ী কইর্যা খাওয়ায়— কিন্তু পাকিস্তানীগো কারবারই আলাদা। হেরা আত্মীয়-স্বজন আইলে হোডেলে যাইয়া খাওয়ায়। বাঙালিরা রোজা রাইখ্যা সন্ধ্যার সময় লেমবু সরবত খাইয়া রোজা ভাঙ্গে— কিন্তু লাহর এলাকার বেড়াগুলা মারীর তৈরী বোতলের পানি খাইয়া রোজা ভাঙ্গে। ছক্কু অনেক Think কইর্যা বাদশাহী মসজিদে গেল। ওমা অক্করে ধলী। এশিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদটার মাইদে দুইচারজন ছাড়া নামাজি পাইলো না। কেইস্‌ডা কী? হেঘে হুনলে কী! আইজ ঘোড়ার রেইচ খেলা থাকনের গতিকেই নামাজীরা মাঠের মাইদেই রইছে আগো কাছে নামাজের থনেই হেই কাম বলে বেশি Important। ছক্কু মিয়ার মন খুবই খারাপ হইয়া গেল। কেননা এদিন হইন্যা আইছে, এগো কাথাবার্তা না বোঝা গেলে কী হইবো— এরা বলে আমাগো 'ভাই'। ছক্কু বাদশাহী মসজিদে নামাজ আদায় কইর্যা বারাতেই দেখলো ডাইন দিকে পারসী কবি একবালের মাজার শরীফ। আমাগো ছক্কু মাজার জিয়ারতের পর আত্কা ধাক্কা মাইর্যা গেল। ইকবালের মাজারের পিছা মুড়া দিয়া যে রাস্তাডা গেছে, হেই রাস্তাডা অক্করে ইলেকট্রিক লাইট নিওন বাতিতে জ্বলমল করতে শুরু করছে। বড় বড় গাড়ি আইস্যা থামতাছে, আর ভোমা ভোমা সাইজের বেড়াগুলা স্যুট-পেন্ট, সেরোয়ানী-আচকান পিইন্দা হাতে ফুলের মালা লইয়া হড় হড় কইর্যা দালানগুলার মাইদে ঢুকতাছে। দুই কদম আগুয়াইতেই ছক্কুর কানে নাচনেওয়ালীগো নুপুরের Sound আইলো। রাস্তার পাশে পানের দোকানে যাইয়া জিগাইলো। জবাব পাইলো এই জায়গারেই 'হীরামণি' কয়। রোজার মাইদে এইখানে

বলে ছিরিয়াল শো'চলে। করাচী, লারকানা, রাওয়ালপিন্ডির অনেক নেতাই লাহর অইলে হোডেলের বদলে হীরামন্ডিতেই আইস্যা উড়ে। এতে বলে একবাল সা'বের কবর জিয়ারত, বাদশাহী মসজিদে নামাজ পড়ন ছাড়াও এখি ওখি কাজের খুবই সুবিধা হয়।

ছকু লাহরের মল-এ আইস্যা হাজির হইলো। বেডায় বড়লুক মাতারীগুলো দেইখ্যা বার দুই চক্ষু কছলাইয়া গতরের মাইন্দে চিম্ভী কাটলো- নাঃ এইডা তো হপন না- হাঁচাহাঁচিই দেখতাছি। মাইয়ারা দশহাত শাড়ি দিয়া গতর চাইক্যা থুইলে কী হইবো, এইখানকার মাতারীগুলো গতর খালি করণের competition করতাছে। এইখানকার যে দুই চাইরজন মাইয়া সেন্টিফিন লাগাইয়া শাড়ি পরতাছে, তারা কী সোন্দর এক গজের মাইন্দে দুইডা কইর্যা বিলাউস বানাইয়া পেটের চর্বি, আর পিঠের জুইল্যা পড়ন্যা গোস্তু দেখাইতাছে। হেরা হাস্বেন্ডের পয়সা বাঁচাইতাছে। এরপর ছকু মিয়া হুনলো কী? আমরা যেমন মন্ডব-মাদাসা, স্কুল-কলেজে পোলাপান পাডাই- হেরা লেড়কা-লেড়কীগো তাহজ্জিব-তমুদ্দন, মানে কিনা আদব-কায়দা শেখানোর লাইগ্যা 'হীরামন্ডি'তে পাডায়। এলায় কেমন বুঝতাছেন! হেরা ছোটবেলার খনেই কী সুন্দর ট্রেনিং পাইতাছে। কিন্তুক চাপাবাজীতে অক্করে ফাস্ট। চোখে-মুখে খালি ইসলাম, মুসলমান-মুসলমান ভাই-ভাই- এইসব কয়। কিন্তুক কামের বেলায়? ইসলামের কামের বাজানো সারা। এইবার বাঙালিগো রক্ত দিয়া কুলি কইরা এখনও হেরা ভাই ভাই-এর শ্লোগান চলাইয়া যাইতাছে। ছকু হিসাব কইর্যা দেখলো বাঙালিগো লগে হেগো কোনোখাই তো মিল নাইক্যা। এমন কী লেখনের টাইমেও বাঙালিগো যেখানে বাঁ দিক দিয়া লেখে, হেইখানে হেতাইনরা ডাহিন মুড়া থাইকা লেখে, বাঙালিরা ভাত খাইলে, হেরা রুটি খায়। বাঙালিরা বনভোজনে গেলে, হেরা লাইট কেলাবে যায়। বাঙালিরা মন্ডব-মাদাসায়, স্কুল-কলেজে গেলে, হেরা হীরামন্ডিতে যায়। বাঙালিরা গণতন্ত্র চাইলে, হেরা মেলেটারি ডিস্ট্রিক্টশিপ পাইয়া ফাল পাড়ে। বাঙালিরা মনিপুরী সাপুড়ে নাচ দেখলে, হেরা কস্‌বীগো খেমটা নাচ দেহে। বাঙালিরা ভাটিয়ালী-রবীন্দ্রসংগীত শুনেলে হেরা কাওয়ালী-গজল হোনে। বাঙালিরা পূর্ব, হেরা পশ্চিম। হেই থাইক্যাই ছকুমিয়া হেগো হাড়ে হাড়ে চিইন্যা ফেলাইছে। বাঙালিগো ভোগা মারণের লাইগ্যাই হেরা খালি মুছলমান-মুছলমান কইর্যা চিল্লায় আর পবিত্র ইসলামের ভুলমানে বাইর করে। আসলে হেরা 'ফরিন'-মানে বিদেশ। ইরান, বাহরান, জর্দান, কুয়েতের মতোই বিদেশ। হেগো আর আমাগো মাইন্দে কোনোই Connection নাইক্যা। আমরা, আমরা। তোমরা, তোমরা। এলায় তোমরা রাস্তা মাপবার পারেন। আর যাওনের টাইমে বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা আপনাগো দালালগোও লগে লইয়া যাইয়েন। না অইলে কিন্তুক বিচ্ছুগুলা যে কোনো টাইমে কাবার কইর্যা ফেলাইবো।

হ-অ-অ-অ ছকু মিয়ার কথা কইতে কইতে আসল কথাই কই নাইক্যা। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজে হেইদিন অক্করে ভাংডা ফুট কইর্যা ফেলাইছে। ডেইলি টেলিগ্রামের এক সাদা চামড়ার আংরেজ রিপোর্টার বহুত কষ্টে ঢাকার খনে মোটর গাড়ি

লইয়া বাইরাইছিল। মাইল তিরিশেক যাওনের পরেই বেডায় দেহে কী, একটার পর একটা গেরামে খালি বাংলাদেশের ফ্লাগ উড়তাছে। আংরেজের বাচ্চায় বুঝলো মিছা কথা কওনের Competition-এ সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার হের হিটলারেরও Defeat দিছে। আর একজন আংরেজ রিপোর্টার Clare Hollingworth ওয়ার্ল্ড-এর Best পাইটিং পোস-এই মছুয়াগুলারে অকরে হোতায় ফেলাইছে। Clare লিখখিস্ 'বঙ্গাল মুলুকে রেললাইন রাস্তাঘাট নাইক্যা। ইয়াহিয়ার সোলজাররা খুবই খতরনাক অবস্থার মাইন্দে পড়ছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাগো কারবার দিনদিন জোরদার হইছে। পাকিস্তানী মেলেটারিগো সংখ্যা কইম্যা গেছে। বিচ্ছুগো মাইর ঠেকাইবার বুদ্ধি পাইতেছে না। এই রিপোর্টার বেশি খুইল্যা কয় নাইক্যা। আপনারাই আন্তাজ কইর্যা লন। গেল ছয় মাসের মাইন্দে কত হাজার মছুয়া বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাকের মাইন্দে হাড্ডি হইয়া আছে। খালি সেন্টেম্বর মাসের হিসাবেই ষোলশ' মছুয়া হানাদার আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাইয়া 'ইয়েচ ছ্যার' কইছে। ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজীর কী বুদ্ধি! এইসব খবর চাপিস করণের লাইগ্যা রেডিও গাইবী আওয়াজরে অর্ডার দিছে, সমানে এলান করো-গজবের খবরে কান দিয়েন না, থুকুঃ গুজবের খবরে কান দিয়েন না।

আরে কী মজা কী মজা! ঠেকা কাম চালাইবার জন্য এইদিকে তিনটেকা রুজ রাজাকার বানাইতাছে। মছুয়াগুলার কামান বিচ্ছুগো হাতে পড়নের গতিকেই ঠ্যাটা মালেক্যা কামানের খোরাক হিসাবে রাজাকার বানাইতাছে। হায়রে! রাজাকার কোবাইয়া কী সুখরে! বিচ্ছুগো কোবায়ে সুখ করুলো। হেইদিন খুলনার দক্ষিণমুড়া ৬০জন রাজাকারের এক লেতা বিচ্ছুগুলার কাছে চিঠি লিখছে। 'আপনাদের আহনের খবরেই আমাদের অবস্থা অকরে কেরাসিন। আমরা Surrender করতে চাই।' এলায় কেমন বুঝতাছেন! রাজাকারগো মাইন্দে হেই কাম Begin হইয়া গেছে। মুক্ত এলাকায় মওলবী সা'বরা আহনের পর হেরা Fall-in হইলো। হেগো ছুবেদার কেমতে কইর্যা পেরেড করায় হেইডা হোনের, 'য-খ-ন বাঁশি- বা-ইজ-বে, ত-খ-ন আপনারা পেরতেকে লাইন করি করি দাড়াইবেন। পু-উ-উ। আপনাগো দাঁড়ানো হয় নাই। এইভাবে দাঁড়াইবেন।' একদল বিচ্ছু এই মাজামাদার পেরেড দেখতাছিল। হেরা ফুক্ কইর্যা হাইস্যা ফেলাইলো। খালি কইলো, 'এইগুলো তো চুটিয়া-মানে পিঁপড়া। গেরামের পোলাপানরাই তো' এইগুলার জন্যি যথেষ্ট। রাজাকারগুলো ভড় ভড় কইর্যা দুইডা খবর কইয়া ফেলাইলো। মছুয়াগুলো মুক্তি বাহিনীর আওয়াজ পাইলেই ক্যাম্পের মাইন্দে বইস্যা খালি অর্ডার দেয়, 'এই রাজাকার লোক, তোমলোগ যাও, হামলোগ পিছে জায়েঙ্গা।' আসলে কিন্তু পিছে জায়েঙ্গা না-পিছে ভাগেংগা। মছুয়াগুলো বিচ্ছুগো ডরে রাইতে বাইরান একদম বন্ধ কইর্যা ফেলাইছে। তাই-ই রোজ রাইতে বিচ্ছুগুলার কারবার চলতাছে। এইদিকে আর এক কারবার হনছেন নি? সাতক্ষীরা, চাপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁ, সুমানগঞ্জ, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল-মধুপুর, এসব জায়গায় বাংলাদেশ গবর্নমেন্টের শাসন কায়েম হইছে। লোকজনের মাইন্দে ওষুধপত্র, ম্যাচ বাতি ও কাপড়-এইসব মালপত্র

দেয়া হইত। এই খবরনা পাইয়া ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী নদীর মাইন্ডে দিয়া যাতায়াতের রাস্তা ঠিক রাখনের লাইগ্যা নদীর উপরে কারফিউ দিত। কিন্তু কোনোমতেই আর সামলাইতে পারত। আর মাইন্ডে আবার মছুয়া সোলজাররা কেমতে জানি জানতে পারছে, মুক্তি বাহিনীর নৌ আর বিমান বাহিনী Complete হওনের পথে। আর এই ছয়মাস ধইর্যা যে লাড়াই হইত। হেইডা নাকি টেস্টিং কারবার। আসল কাম বলে শীঘ্রি শুরু হইবো। ব্যাস, পাকিস্তানের সশস্ত্র পুলিশ দল কাইন্দা কইছে, ‘হামলোগ তো’ লড়াইকো লিয়ে নেহী আয়া, হাম লোগ ল এ্যান্ড আর্ডার কী লিয়ে আয়া। আমরা লাড়াই করুম না। এইখানে লাড়াই করা আর আজরাইলের লগে পাইট করা একই কথা। আমাগো বড় ভাই মছুয়া গুলারই যখন ওই জিনিষ টাইট হইছে, আমরা তো কোন ছার? ঠ্যাটা মালেক্যা কী রাগ! লগে লগে রেডিও গায়েবী আওয়াজরে Order দিলো, ‘কইয়া দেন আমরা জিততাছি, আমাগো ঠ্যাং কাঁপে না, কাপড় বাসন্তী Colour হয় না, আমরা ভাগোয়াট হই না’। ব্যাস লগে লগে রেডিওতে কোরাস শুরু হইয়া গেল। আর থাইক্যা থাইক্যাই জিগির উঠত। ‘মুসলমান-মুসলমান ভাই ভাই।’ কেবা কাহারো দশ লাখ বাঙালি মার্ডার কইর্যা থুইয়া গেছে।’ কিন্তু ভাই ঠ্যাটা, বহুত Late কইর্যা ফেলাইছেন। হেরই লাইগ্যা কইছিল। ভাগো আর আমাগো মাইন্ডে কোনোই Connection নাইক্যা। আমরা, আমরা, আমরা, তোমরা। আমরা বাঙালি-তোমরা মছুয়া। এলায় আপনারা রাস্তা মাপকরা পারেন। এখনও টাইম আছে ফুইট্যা পড়েন।

৯১

AMARBOI.COM

অক্টোবর ১৯৭১

কামের বেলায় কাজি, কাম ফুরাইলে পাজি। জুনাগড় রাজ্য থাইক্যা ভাইগ্যা যাওইন্যা পেরধান মন্ত্রী স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর কেতাবী পোলা, আইয়ুব খানের পোষাপুত্র আর সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের এক গিলাসের দোস্ত জুলফিকার আলী ভুট্টো সা’বে এদিনে আন্তাজ করতে পারছেন যে, ইসলামাবাদের সামরিক জাস্তা তার লগে হাত মিলাইয়া বাঙালি মার্ডার শুরু করলে কী হইবো, ভিতরে ভিতরে তারে ল্যাং মারনের তালে আছে। তাই জুলফিকার আলী ভুট্টো সা’বে তাঁর বোতলের দোস্ত ইয়াহিয়া খানের উপর খুবই চেইত্যা গেছেন। ভুট্টো সা’বের মনে বহুত আশা আছিল, বাঙালি মার্ডার আর আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষণার পর দোস্ত ইয়াহিয়া তার হাতে ক্ষেমতা দিয়া ফেলাইবো। কিন্তু হেই গুড়ে বালি। বাঘে একবার মাইন্ডের রক্তের গন্ধ পাইলে যেমতে ধান ক্ষেতে নাইম্যা আসে, ইসলামাবাদের সামরিক জাস্তার এখন হেই অবস্থা। দুনিয়ার মাইন্ডেরে ভোগা মারনের লাইগ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া বঙ্গাল মুলুকের দখলীকৃত এলাকায় ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া এখন কী সোন্দর বেসামরিক শাসন কায়েমের বায়োঙ্কোপ

দেখাইতাছে। গরু খোঁজা কইর্যা সব হারু পাড়ীর লেতাগো খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা মিনিষ্টার বানাইতাছে। ইয়াহিয়া সা'বে ঠিকই বুঝতে পারছেন, এইগুলো উঠ কইলে উঠবো, বইট কইলে বইবো। ছাগলের দুই বাচ্চায় দুধ খায় বাকিগুলো এমতেই ফাল পাড়ে। এইগুলো হেই রকম ফাল পাড়ইন্যা ছাগলের বাচ্চা। এরা হইতাছে হারু পাড়ি। পাবলিকে এগো গতরের মাইন্ডে থুক্ দিয়া ভরাইয়া থুইছে। এর পরেও খান সা'বে আরও ট্রিকস্ করছে। পিপিপি মানে কিনা ভুট্টো সা'বের পাকিস্তান পিপল্‌স পাট্রি পাঞ্জাব গুরুপের লেতা মাওলানা কাওসার নিয়াজী আর মাহমুদ আলী কাসুরীয়ে হাত করনের লাইগ্যা টেরাই করতাছে। পাকিস্তানে একাশিজন পিপিপির মেম্বর election-এ জেতনের পর বেকার হইয়া বইস্যা বইস্যা অক্করে ক্ষেমতা পাওনের লাইগ্যা খেঁকী মাল হইয়া উডনের গতিকেই সেনাপতি ইয়াহিয়া চাঙ্গিং করছুইন। 'তু' কইর্যা ডাকনের লগে লগে হেইগুলো ইয়াহিয়া সা'বের চাইরো মুড়ার গন্ধ হুংতে শুরু করছে। এই খবর না পাইয়া, লারকানার লাক্‌ড়া ভুট্টো সা'বে কী রাগ! বেডায় অক্করে চিল্লায়ে উঠছে, 'এই রকম টিরিক্স করলে খারাপ কারবার কইর্যা ফেলামু- আমার লগে মামু আছে। ঠ্যাটা মালেক্যা বঙ্গাল মুলুকে পিপল্‌স পাট্রি লোকরে কোনো মিনিষ্টার না বানাইয়া 'কবিরা শুনাহ' করছে। এর পর সদর ইয়াহিয়া পাকিস্তানে আমার ভুখা মেম্বরগো ভাগ্যবান তাল তুলছে- এইডা খুবই খারাপ কাথা। মেলেটারির মাইন্ডে আমারও লোক রইছে।' আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র ভুট্টো সা'বে আউর ভী কাহিস্ 'ইয়াহিয়া সা'বে মানুষের লাশ রাখুন্না একটা কফিনে তিনটা মরা মুসলিম লীগের লাশ ঢুকাইয়া টেরাই করতাছে।' - মানে কিনা তিনটা মুসলিম লীগের একত্র করণের কোশে করতাছে। ব্যাস্, ইসলামাবাদের সামরিক জাভা ভুট্টো ছা'বের খবরের কাগজ 'মুসাওয়াৎ'-রে ট্রেন্ডিং কারবার হিসাবে সাতদিনের জন্যি বেআইনী কইরা থুইলো। জব্বার আলী ভুট্টো চিল্লাইয়া উঠলো, ঠিক আছে আমার বাড়িতে আর গার্ড লাগবো না। হারু পাট্রির লেতাগো মতো আমার বাড়িতেই যেসব রাইফেল হাতে গার্ড রইছে হেইগুলার আর দরকার নাইক্যা। আমি কী হারু পাট্রি নাকি? এইদিকে পিপল্‌স পাট্রির মেরাজ মোহাম্মদ জব্বার কাথা কইছে। হেতনে ভাগা ফুট কইরা এলান করছে ঠ্যাটা মালেকোর under-এ যে বাই ইলেকশন হইতাছে, হেইডা অক্করে বোগাচ্। এর মাইন্ডে আবার কে বা কাহারো ইয়াহিয়া সা'বের Advisor এম এম আহম্মকরে চাকু মারনের গতিকে ছদর ইয়াহিয়ার হগ্‌গল Advisor-এর লাইগ্যা মেলেটারি গার্ড বাহাইছে।

পাকিস্তানে যখন এই রকম একটা ফাটাফাটি কারবার চলতাছে, তখন এইদিককার কারবার ছনছেন নি? ঠ্যাটা মালেকোর মন্ত্রী খুলনার খবরের কাগজের হকার-এজেন্ট জামাতে ইসলামীর মওলানা ইউসুফা একটা জব্বার কাম কইর্যা বইছে। বছরের পর বছর ধইরা খুলনায় যেসব বাড়িতে খবরের কাগজ দিয়া বিল হাতে টেকার লাইগ্যা ঘোরাঘুরী করতো, এইবার বেডায় মিনিষ্টার হওনের লগে লগে খুলনায় যাইয়া হেইসব

• বিশিষ্ট নাগরিক সানে কিনা জেন্টেলম্যানগো মিডিং Call করছে। একদল নাগরিক

মছুয়াগো লগে মহব্বতের লাইগ্যা, আর একদল মছুয়াগো ডরে হেই মিটিং-এ হাজির হইলো। তারপর বুঝতেই পারতাম। খুলনার খবরের কাগজের হকার এজেন্ট জামাতে ইসলামীর হারু মাল ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী মাওলানা ইউসুফ্য একটা লেকচার দিলো। হেই লেকচারের মাইন্ডে বেড়ায় কী কান্দন! আমরা এমন এক গণতন্ত্র বানাইছি, যেখানে Election-এ হারলে মিনিষ্টার হওয়া যায়। আপনারা এর পর থাইক্যা ইয়াহিয়া-মালেক্যার গণতন্ত্র Election-এ হারনের লাইগ্যা কোশেশ করবেন। আর থাইক্যা থাইক্যা ‘মুহলমান মুহলমান ভাই ভাই’ কইর্যা চিল্লাইবেন। চাপ পাইলেই বাঙালি Murder করবেন। তা হইলেই মিনিষ্টার হইতে পারবেন। এলায় কেমন বুঝতাম।

আত্কা মেরহামত মিয়া অকরে ফাল্ পাইড়া উঠলো। আমি কইলাম, আমাগো ছকুরে আইজ দেখতাছি না কেন? মেরহামত মিয়া একটু Angle কইর্যা চোখ মাইর্যা কইলো, ‘ভাই সা’ব ছকু U.G.গেছে, মানে কিনা Under ground-এ গেছে- আঃ হাঃ ভাগছে, ভাগছে! ঠ্যাটা মালেক্যা ঢাকার থনে মিনিষ্টার বানাইবার জন্য বলে ছকুরে খোঁজাখুঁজি করতাছে। মিনিষ্টার মাওলানা ইসাহাক হেইদিন বোমা খাওনের পর থাইক্যাই ছকু গায়েব হইয়া গেছে। হ-অ-অ-অ এইদিকে রেডিও গাইবী আওয়াজ এক জব্বর কাথা এলান কইর্যা বইছে। কইছে, ‘৩১শা অক্টোবরের মাইন্ডে যাগো কাছে যত শিশু খাদ্য মানে হরলিকস, ওভালটিন, গ্লুকোজ স্টক আছে স-অ-অ গবর্নমেন্টের জানাইয়া ওদামের ঠিকানা পর্যন্ত লিখ্যা দিতে হইবে।’ ঢাকা টাউনের মাইল তিরিশেকের মাইন্ডে ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, ডেমরা, কাঁচপুর, কৈলাশ বাজার, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ, আড়াই হাজার, মির্জাপুর- এইসব জায়গার বেসল দিয়া বিদ্যুতুলার কারবার শুরু হওনের গতিকেই গবর্নমেন্ট এই অর্ডার দিছে। এর মাইন্ডেই আড়াই হাজার Power station গুড়া হইছে, তিতাস গ্যাসের পাইপ লাইন গায়েব, ভায়া কালীগঞ্জ হইয়া সিদ্দিরগঞ্জ থাইক্যা ঘোড়াশাল পর্যন্ত যেন লাইনে বিজলী যাইতো, হেইডা ছেরাবেরা হইছে। তাই গবর্নমেন্ট অফিসার আর দালালরা চিন্তা করতাছে- এরপর শীতের মাইন্ডে বিদ্যুতলা গাবুর মাইর শুরু হইলে তো ঢাকার হগ্গল supply বন্ধ হইবো- তখন গেদা পোলাপানগো বাঁচামু কেমতে? হেইর লাইগ্যা আগের থনেই শিশু খাদ্য জোগাড় করণের লাইগ্যা এই নতুন কিসিমের অর্ডার দিছে। বেডারা এখন চাল, ডাইল, লবণ, কেরাসিন তেল, ম্যাচ বাতি, কাড়ুয়ার তেল, শিশু খাদ্য স্টক করণের বুদ্ধি করছে।

এই দিককার খবর হুনছেন নি? কইছিলাম না, বিদ্যুতুলার Regular সোলজারের ট্রেনিং পরায় Complete হইয়া গেছে। শীতের মাইন্ডেই গাজুরিয়া মাইর শুরু হইবো। এখন হেই খবর আইছে। শনিবার দিন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্ত এলাকায় কয়েকশ’ Commissioned অফিসারগো ট্রেনিং Complete হওনের পর সার্টিফিকেট দিছে। ‘খাইছে রে খাইছে, এদিন ধইর্যা বিদ্যুতুলার গেরিলা মাইরেই হাজার হাজার মছুয়া খতম হইছে। এইবার কামান লইয়া মুক্তি বাহিনীর Regular সোলজাররা বাইড়াইন শুরু করলে না জানি কী অবস্থা হয়।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার খাল-খন্দক, নদী-নালা, ঝোপ-জঙ্গল সবই তো এগো অকরে মুখস্থ- আর লগে রইছে গেরামের হগ্গল মানুষ। বুঝছি, বুঝছি, বাঙালিরা আবার একটা রেকর্ড কইরা বইবো। এইবার সবেরাতে আন্লায় বেবাক মছুয়াগো মউত এই বঙ্গাল মুলুকের কেন্দো আর প্যাঁকের মাইন্দে লিইখ্যা থুইছে। এই খবর না পাইয়া জেনারেল হামিদ খান, মেজর জেনারেল আকবর খান, মেজর জেনারেল গুল হাসান, লেঃ জেনারেল টিক্কা খান আর সি.এস.পি. রোয়াদাদ খান- এম এম আহম্মকের দল সেনাপতি ইয়াহিয়ারে দিয়া কাশ্মীর বর্ডার থাইক্যা হায়দ্রাবাদ সিঙ্কু পর্যন্ত আড়াই লাখ মছুয়া সোলজার খাড়া কইর্যা খালি চিল্লাইতাছে, 'হে আমেরিকা, হে জাতিসংঘ আমারে আটকাও, আমি খুব চেইত্যা গেছি। আমি ইন্ডিয়া Attack করমু। কী সোন্দর বুদ্ধি করছে! ইন্ডিয়া Attack করলেই তো দুনিয়ার হগ্গলে আইস্যা সালিশ করবো। কিন্তুক মওলবী সা'ব ইন্ডিয়ার ব্যবস্থা ইন্ডিয়াই করবো- এই দিকে বঙ্গাল মুলুক সামলাও। চীনে যেই রকম আমেরিকান মাল-পানি আর অস্ত্রপাতি লইয়াও চিয়াং-এর দল মাও বাহিনীর বাড়ির চোটে গাঙ পার হইয়া ফরমোজাতে ভাগছিল, বঙ্গাল মুলুকেও হেইরকম মুক্তি বাহিনীর গাবুর মাইরের চোটে আপনাগো ভাগতে হইবো। কিন্তুক বঙ্গালমুলুক থাইক্যা আজরাইল ফেরেশতার কোল ছাড়া আর তো ভাগনের জায়গা নাইক্যা? হেরপর বুঝতেই পারতাছেন, আইজ যেমন চীনের লগে মহব্বত করপের লাইগ্যা আমেরিকা দিল জারে জার কইর্যা দিতাছে; বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা মছুয়া Clear হওনের লগে লগেই আবার আমেরিকা বাঙালিগো লগে সম্পর্ক করণের চাইগা কাউ কাউ কইর্যা উঠবো। সেনাপতি ইয়াহিয়া তখন কইবো, 'কেঁউ ইয়াদ আনিসে হায়, গুজরে হয়ে জামানা।' হের লাইগ্যাই কইছিলাম, 'কামের বেলায় কাজি কাম ফুরাইলে পাজি।'

৯২

অক্টোবর ১৯৭১

ফলসিং কারবার। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় ঠ্যাটা মালেক্যার রাজত্বে হগ্গল কারবারেই কড়া কিসিমের ফলসিং চলতাছে। কী হইলো ছক্কু মিয়া, এতো চিল্লাইতাছে কীর লাইগ্যা?

ছক্কু আরও বেশি কইর্যা চিক্কুর দিয়া উঠলো। কইতাছি, ভাইসা'ব কইতাছি। দিনা কয়েক ইউ.জি. মানে কিনা Under Ground-এর মাইন্দে যাইয়া মছুয়াগো হগ্গল করবার দেইখ্যা আইছি। পাবলিকরে ভোগা মারনের লাইগ্য সেনাপতি ইয়াহিয়া খান অকরে জব্বর টিরিক্স কইর্যা বইছে। বাইর খনে দেইখ্যা মনে হইতাছে ইসলামাবাদের সামরিক জাস্তা তাগো দালাল- মীরজাফরগো গদীর মাইন্দে বহাইয়া কাম চলাইতাছে। আসলে এই দালাল- মীরজাফরগোও মওলবীসা'বরা বিশ্বাস করতে পারতাছে না। খাতা-কলমেই ঠ্যাটা মালেক্যা আর তার তেরোজন উজির রইছে। কামের বেলায় এক

গাদা বোমা সাইজের মছুরা পিছন থাইক্যা হাসতাকে। এইগুলার হিসাব দিতাছি। পয়লা হইতাকে পালের গোধা লেঃ জেনারেল পিয়াজী- বেড়ায় ঠেঁটা মালেক্যার উপর দিয়া বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার মেলেটারি শাসনকর্তা। এরপর দালাল মিনিষ্টারগো মেরামত করণের লাইগ্যা রইছে, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী আর মেজর জেনারেল রহিম খান। আবার এই দুইজন ঠ্যাং কাপুন্যা মেজর জেনারেলের লগে ব্রিগেডিয়ার আতা আর ব্রিগেডিয়ার ফকির মোহাম্মদ। আঃ হাঃ অস্তির হইয়েন না। এইসব মছুরার ঘেটুগো নামও কইতাই। ঢাকা জেলার মেলেটারি এ্যাডমিনিস্ট্রের হইতাকে ব্রিগেডিয়ার বাশির। বেড়ায় তেজগাঁয়ে এম.পি.এ. হাউসে আস্তানা গাড়েছে। হের লগে পশ্চিম পাঞ্জাব থাইক্যা পুলিশের আই.জি. আর পুলিশের এস.পি. আমদানী করছে। খাইছে রে, খাইছে। আসল কথা কওয়াই হয় নাই। গেল সাড়ে ছয়মাস ধইর্যা পাইট করণের পর মছুরারা বুইজ্যা ফেলাইছে বিষ্ণুগুলার যন্ত্রণায় রাস্তাঘাট আর রেললাইন দিয়া যাতায়াত সুবিধা হইবো না। হেইর লাইগ্যা দরিয়া দিয়া যাতায়াত করণের টেরাই করতাকে। বাংলাদেশের বর্ষাকালে পাঁচ হাজার মাইল আর শীতের মাইন্ডে চাইর হাজার মাইল নদী পথের খবর পাইয়াই ইসলামাবাদ থাইক্যা নতুন কিসিমের অর্ডার আইছে। ব্যাস্, লগে লগে ভোমা সাইজের মছুরাগুলা পুকুরে মাইন্ডে সাঁতার শিখতে লাইগ্যা পড়লো। একবারও চিন্তা কইয়া দেখলো না যে, বঙ্গাল মুলুকের পুকুর আর দরিয়ার মাইন্ডে আসমান-জমিন ফালক রইছে। বিষ্ণুগুলা এই চান্স না পাইয়া দেখে কী, কোনোমতে স্তীমার-লঞ্চ ফুডা কুয়েত পারলেই কেলা ফতে। মছুরাগুলা অন্ধরে ছড়মুড় কইর্যা দরিয়ার মাইন্ডে ফালক মরণের লগে কোলাকুলি করণের লাইগ্যা Competition করতাকে। সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বঙ্গাল মুলুকের দরিয়ার মাইন্ডে পাইট করণের লাইগ্যা Flag Officer Commanding রিয়ার এ্যাডমিরাল শরিফের ঢাকায় পাড়াইলো। বেড়ায় ঢাকা-কুর্মিটোলার মাইন্ডে বনানী উপ-শহরে তার Forcep-এর আফিস বহাইলো। এই আফিসের বগল দিয়া প্রাক্তন গবর্নর মোনায়েম্যার বাড়ি। বুধবার সন্ধ্যার সময় দুইজন বিষ্ণু যাইয়া মোনায়েম্যার উপর কারবার কইরা বহাল তবিয়েতে হাওয়া হইয়া গেছে। হেই গুলির আওয়াজ পাইয়া পাকিস্তান নেভীর মোছুরাগুলার কী কাঁপন! আচ্ছা দেখাইয়া দিমু। রাইতে তো' সার্টিং-এর অর্ডার নাইক্যা-কাইল সকলে দেখাইয়া দিমু। এলায় কেমন বুঝতাহেন! রিয়ার এ্যাডমিরাল শরিফ সা'বের কারবার সারবার। বেড়ার এ্যাসিসন্টান হইতাকে ক্যান্টেন জমির। ওঃ হোঃ এই বেডারে চিনলেন না? হেই যে একবার বিলাতে বিনা টিকিটে ট্রেনে যাওনের সময় ধরা পড়ছিল। পরে পাকিস্তান হাই কমিশনের লোক যাইয়া বেডার জামিন আনছিল। আদি বাড়ি ভারতের ইউ.পি. হইলে কী হইবো, জমিরিয়ায় আসল কামে পাকা। মওলবীসা'বে এক মেম মাতারীর লগে লটমট কারবার কইর্যা বাইজ্যা পড়ছিল। হেঘে হেই মেম সা'বের হাংগা কইর্যা বিবি বানাইছে। অখন জঙ্গী সরকার এই ক্যান্টেন জমিরেই ঢাকায় পাড়াইছে।

ছক্কু মিয়া হাতের বক ছিক্রেটটার মাইন্ডে শেষ সুখ টানডা দিয়া কইলো, 'ভাই সা'ব সেনাপতি ইয়াহিয়ার আরও তেলসমাতী কারবার রইছে। একটু দম লইয়া কইতাছি।'

আমি মেরহামত মিয়া'রে কইলাম, 'এই মিয়া ছক্কু কথা হুনতে হুনতে হা' কইর্যা রইলি কীর লাইগ্যা? মুখ বন্ধ কর- না হইলে মাছি হাক্কাইবো কিছুক।

ছক্কু গলার মাইন্ডে একটা জোর খ্যাকরানী মাইরা আবার শুরু করলো। ইয়াহিয়া সা'বে এর মাইন্ডে দালাল চিফ সেক্রেটারি শফিউল আজমের বাদ দিয়া রাওয়ালপিন্ডির থনে মোজাফফর হোসেনের আন্ছে। আর এর মছুয়া হুমাউন ফয়েজ রসুলরে Information Secretary বানাইছে। ঢাকা ডিভিশনের বাঙালি কমিশনার আলাউদ্দীনরে ধাওইয়া হেই জিনিষ আন্ছে। বেডার নাম আলমদার রাজা কাওয়াল। বেডায় কাওয়ালী গান খুবই লাইক করে বইল্যা হের নাম হইছে আলমদার রাজা কাওয়াল। মেঘার প্ল্যানিং থনে সুলতানজ্জামানরে খেদাইয়া হাসান জহিররে আমদানী করছে। আর চিটাগাং পোর্টে বিষ্ণুশুলার তুফান কারবার শুরু হইছে দেইখ্যা, হেইখানে কমডোর হোসেনরে খালি চিটাগাং পোর্টের লাইগ্যা আলাদা কইর্যা মেলেটারি এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বানাইছে। তলে তলে এইসব কইর্যা মাইর দিয়া কী সোন্দর ঠ্যাটা ম্যালেক্যারে গবর্নর আর কাসেম্যা, ইউসুপ্যা, ইসহাকিয়া, ছক্কু মিয়া এইগুলারে মিনিটার বানাইয়া বইস্যা আছে। হেরা কোন কথা কইছে নগেলেই মছুয়া অফিসাররা কয় 'চাপ, তোমলোগ সব হারু পাট্টি হয়, জো টীজ দেউঙ্গে উছিমে দস্তখত লাগাও।'

হ-অ-অ-অ আংরেজী অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে কি না জানি হইয়াছিল। আমাগো মেরহামত মিয়া অক্করে খাদি পাইড়া উডলো আইজ আমার দোস্ত ছক্কু অনেক টাইম লাইয়া ফেলাইছে, এলুয়া আমারে কিছু কইবার দেন। আমি ইশারা করণের লগে লগে মেরামত মিয়া শুরু কইয়া দিলো।

ভাইসা'ব অনেক Think কইরা দেখছি মরা পাকিস্তানের History টাই খালি মানুষ মার্ভারের History। পয়লা শিয়া মুহলমান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পুনজীরে- করাচীর থনে হাওয়া খাওয়াইবার লাইগ্যা জিয়ারতে লইয়া বিষ খাওয়াইয়া মারলো। হিন্দুস্থানের ইউপি'র লোক লিয়াকত আলী খান তখন পাকিস্তানের পেরধান মন্ত্রী। বেডায় কী চোটপাট- পাকিস্তানের হগ্গল মানুষ নেংটা থাকতে পারে সেটাও আমি দেখতে পারুম- ডট্ ডট্ ডট্ ডট্ আমি গদী ছাড়তে পারমু না। রিফিউজি পেরধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী রাওয়ালপিন্ডিতে পাঞ্জাবিগো পাবলিক মিটিং-এ লেকচার দেওনের চিরকিং হইলো। ঘটনা- মন আড়াই ওজনের পেরধান মন্ত্রী লিয়াকত শ্যেখ। এরপর সীমান্ত প্রদেশের চরসান্দার থনে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের জনিয়া ডাঃ খান সাহেবের মুখ্য মন্ত্রীর গদীতে বহাইলো। হেই পাঞ্জাবের লাহরে এক বেডায় যাইয়া বুড়া খান সাহেবেরে ছোরা মাইর্যা শেষ করলো। এইদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পুনজীর বইন ফাতেমা জিন্না একবার আইয়ুব খানের লগে Contest করছিল গতিকে বিষ খাওয়াইয়া মারা হইলো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ওস্তাদ খ্রিষ্টান কিলারের লাভার আইয়ুব খানের তিনডা পেয়ারা লোক আছিলো। এক নম্বরে ইয়াহিয়া খান। আইয়ুব সা'ব এক হাজার কোটি টাকা খরচ কইর্যা যখন করাচীর থনে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে হরাইবার বুদ্ধি করলো, তখন ইয়াহিয়া খানরে এই কারবারের চার্জে দিয়া মাল-পানি কামাইবার চান্স দিলো। বেড়াও ইচ্ছামতো টেকা বানাইলো। দুই নম্বরে পাঞ্জাবের কলাবাগের নবাব সা'ব। আইয়ুব খান এই নবাব সা'বরে পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিটের গবর্ণর বানাইলো। নবাব সা'বে শুগামী-বদমাইশী করে কয় দেখাইয়া দিলো। ঠাস্ ঠাস্। নবাব সা'বের পোলায় নবাব সা'বরে রিভলবারের গুলিতে মার্ডার করলো। তিন নম্বরে ময়মনিংহের নূরুল আমীন সা'বের লাঠি বটতলার উকিল আব্দুল মোনেম খান। সাত বছর ধইর্যা বঙ্গাল মুলুকে ছদর আইয়ুবের হুকুমে নমরুদ-ফেরাউনের রাজ কায়েম করলো। গুলি, লাঠি, চার্জ, টিয়ার গ্যাস, বেয়োনেট চার্জের কত বাঙালিরে যে মারলো তার হিসাব নাইক্যা। হেমে বনানীতে বাড়ি বানাইয়া আইজ-কাইল ঠেটা মালক্যার লগে ছিক্রেটে বাতচিত্ করতাইল আর শয়তানী বুদ্ধি জোগাইতাইল। ব্যাস্ বিকুণ্ডলা কারবার কইর্যা ফলাইলো! এলায় বুঝছেন- আইয়ুবের তিনমালের দুইডা শ্যাম বাকি আছে একটা- হেইডাই হইতাছে পালের গোদা- ইয়াহিয়া খান। বেড়া দশ লাখ বাঙালি Murder কইর্যা তৈমুর লং, চেঙ্গিস খান, হিটলার, মুসোলিনী তোজোরে Defeat কইরা ফলাইছে।

এই দিককার কারবার ছনছেন নি? হুগা ম্যালেক্যা পিয়াজীর অর্ডারে সিলেটে গেছে। বেডায় কী রাগ! মছুয়া সোলকসে আর যুদ্ধের যন্ত্রপাতি ভরা লঞ্চ-স্টিমারগুলা বিকুরা দরিয়ার মাইন্দে ডুবাইয়া দিছে। খবর পাইয়া পাবলিকগো ভেগা মারণের লাইগ্যা কইছে- এই সব লঞ্চ স্টিমারের কইন্দে চাইল-ডাইল আছিলো।' আবার, বেডায় জীবনে নামাজ না পড়লে কী হইবো, মেমসা'ব বিবিরে লইয়া হারা জীবন ঘর কইর্যা ফুলপ্যান্ট পিন্ধ্যা হযরত শাহ জালালের মাজার শরীফ জিয়ারত কইর্যা বুঝাইতে চাইতাছেন যে, হেতোন ইসলামের পায়েরবন্দ। হারা জীবন ধইর্যাই ঠ্যাটায় ফলসিং কারবার কইর্যা গেল। হের লাইগ্যাই কইছিলাম ফলসিং কারবার। বাংলাদেশের অখন ফলসিং কারবার চলতাছে।

৯৩

অক্টোবর ১৯৭১

হাসবাম্ না কাঁদবাম্। খুনী মাওলানা মাওদুদীর জামাতে ইসলামীর মাইনা করা বরিশাল্যা মাওলানা আখতার ফারুক ৩১ নম্বর র্যাংকিন স্ট্রিট থনে 'সংগ্রাম' নামে ২৪২০টা ছাকুলেশনওয়ালা যে পরচা মানে কিনা খবরের কাগজটা পেরত্যাগ দিন সুবেহ সাদেকের টাইমে পয়দা করতাছে, আর মোহাম্মদ সাখি মিয়া যেইডারে ছাপাইয়া দিতাছে এতো

কইর্যা কইলাম এই পরচার মাইদে একটুক হিসাব কইর্যা লিখিস্। বাংলা ভাষাটা যখন তোমাগো কাছে ফরিন ল্যাংগুয়েজ, তখন লাহর খনে পাঠানো মালগুলা তর্জমা করণের টাইমে খেয়াল কইর্যা তর্জমা করলেই তো' হয়। না, রাইভের বেলায় বিচ্ছুগুলার ডরে তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরনের লাইগ্যা এইডা কী লিইখ্যা থুইছো? কেউ যদি তোমাগো জামাতে ইসলামীর ওয়ার্কিং কমিটি থুক্কু-মজলিসে সুরুয়ারে এইসব দেখাইয়া দেয়, তখন তোমাগো চাকরিটা নট্ হইলে পোলাপানগো খাওয়াইবো কেডা? একমাত্র মাদ্রাসায় মাস্টারি করা ছাড়া তো' হে ফারুক্যা, তোমার আর কোনো গতিই দেকতাছি না। কিন্তুক বঙ্গাল মুলুকের দখলীকৃত এলাকার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার অবস্থা কীরকম হইছে, তোমার সংগ্রাম কাগজে ১১ই অক্টোবর জামাতে ইসলামীর মজলিসে সুরুয়ার যে প্রস্তাব ছাপাইছো, হেইডার মাইদেই তো রইছে। ও-অ-অ খেয়ালই আছিলো না যে, তুমি আবার মছুয়াগো নেক্ নজরে আহনের লাইগ্যা বহুত কোশেশ কইর্যা বাংলা ভাষা ভুলতে শুরু করছো। তোমাগো মজলিসে সুরুয়ার প্রস্তাবে কইছে, “গত ৬/৭ মাস পরেও স্কুল-কলেজে-মাদ্রাসায় ক্লাস হচ্ছে না এবং তহবিল নিঃশেষ হয়ে গেছে। গত কয়েক মাস থেকে সকল সূত্র থেকে আয় বন্ধ থাকার ফলে দরিদ্র মাদ্রাসা শিক্ষকরা অনাহারের সম্মুখীন হয়েছেন। মসলিস এই মর্মে অভিমত পোষণ করে যে, দরিদ্র এবং বঞ্চিত মাদ্রাসা শিক্ষকদের সরকার পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা না করলে দ্বীন প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।”

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই জামাতে ইসলামীর মজলিসে সুরুয়ার প্রস্তাবে কী সোন্দর কইয়া কইছে- বঙ্গাল মুলুকের দখলীকৃত এলাকার কোথাও আইজ পর্যন্ত স্কুল-কলেজ-মজব-মাদ্রাসা ঠ্যাটা মালেকদের চালু করতে পারে নাইক্যা। এই কথাডা কী জামাতে ইসলাম টিরিক্স কইয়া কইলো, নাকি অর্থ না বুইঝ্যা কইলো, ঠিক আন্তাজ করতে পারলাম না। আমাগো ছক্কু মিয়া অত্কা ফাল্ পাইড়া উডলো, ‘ভাইসা’ব, ফারুক্যার ‘সংগ্রাম পরচামে কেয়া লিখিস্ হেইডা কওন লাগবো।’

কইতাছি, কইতাছি, হাউকাউ কইরেইন না। এই খবরের কাগজের মাইদে লিখছে সাতই অক্টোবর ঢাকার বকশী বাজারের মেডিকেল হোস্টেলের গেটে বিচ্ছুগুলা স্টেনগান দিয়া তিনজন রাজাকারকে Clear কইর্যা কাইট্যা পড়ছে। রাস্তার পাবলিকরা বিচ্ছুগুলারে ধরনের কোশেশ করে নাই দেইখ্যা সংগ্রাম কাগজে কী কান্দন? মনে হয় মওলানা আখতার ফারুক্যা হেইখানে থাকলে বিচ্ছুগো ধরতে পারতো আর কী? সংগ্রামে কইছে, ‘আরও যেসব তথ্য জানা গেছে তা’ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দুষ্কৃতিকারীদের অবস্থান অকুস্থল থেকে বিশেষ দূরে নয় বরং অতি নিকটেই তারা অবস্থান করে।’ মওলবী সা’বরা এন্ধিনে বুঝতে পারছে যে, বিচ্ছুগুলা বঙ্গাল মুলুকেই থাকে, আশে পাশেই রইছে। বাইর খনে আহনের কথাবার্তা অন্ধরে ভোগাচ্। তয় কইয়া দিতাছি, বিচ্ছুগো ধরা মছুয়াগো কাম না- খামুখা নিরীহ পাবলিকের উপর অত্যাচার কইরেইন না- ভালো হইবো না।

কাউট্টা মাওলানা ফারুক্যার সংগ্রাম কাগজে আরও লিখছে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

হোস্টেলের গেটে যেসব রাজাকার পডল তুললো এবং আগেও যারা পডল তুলছে আর ভবিষ্যতে যেসব রাজাকার পডল তুলবে, তাগো ওয়াইপ-পোলাপানগো মাল-পানি দেওয়া দরকার। কিন্তু ঠ্যাটা মালেক্যার তহবিল শূন্য। যেইটুকু মাল-পানি আইতাছে সবই মছুয়াগুলার জন্যি রিজার্ভ হইয়া রইছে। জাতিসংঘের সাহায্যে পর্যন্ত ঠ্যাটা মালেক্যার হাত দেওনের ক্ষেমতা নাইক্যা। জেনারেল পিয়াজী সব মাল-পানি বগলদাবা কইর্যা বইছে। হ-অ-অ-অ আর এক খবর হুনছেন নি? বাংলাদেশের ইস্যুটারে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের মাইন্ডে গেনজাম বইল্যা চালু করণের লাইগ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া লাড়াইয়ের হুমকী দিতাছে। হেইর লাইগ্যা পাকিস্তানের বর্ডার বরাবর মছুয়া সোলজার খাড়া করণের লগে লগে লাহুর-শিয়ালকোটে হেই কাম Begin হইয়া গেছে। মানে কিনা তুফান ভাগোয়াট কারবার শুরু হইছে। এর মাইন্ডে আবার ইসলামাবাদের সামরিক জাভা লাহুর-রাওয়ালপিন্ডিতে বেলেক আউটের মহড়া দিতাছে। ব্যাস্, লেজ তুইল্যা তোমা তোমা সাইজের বেড়াগুলো মাতারীগুলো পিছনে ফলাইয়া সব ভাগতাছে। তেরো ডিভিশন মছুয়া সোলজারের পাঁচ ডিভিশনের মতো বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাঁকের মাইন্ডে বিকুগো কোবানীর চোটে হেই জিনিষ টাইট হইয়া চিকুর পাড়তাছে। আর এইদিকে পাকিস্তান খাইক্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া কপালের জ্র কোঁচকাইয়া লাড়াইয়ের হুমকী দিতাছে। আবার তেহরানে যাইয়া বিদেশী রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে নম্রা ধরনের কাথাবার্তা কইছুইন।

‘কারে কইতাছেন? আমারে? কই না জো? না, না না, আমার এই রকম কোনো চিরকিং নাইক্যা। কিন্তুক সেনাপতি ইয়াহিয়া আনের খেটু প্রাক্তন এয়ার মার্শাল নূর খান, তামাম কাথা কইয়া বইছেন। হেতু কইছুইন, ‘পয়লা আক্রমণেই লাড়াইয়ের পরিসমাপ্তি হয়ে যাবে। আরব-ইসরাইলের লাড়াইয়ের সময় এইডাই হইছে’। এইদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাভদা কথাজে কইছে, ইসলামাবাদের সামরিক জাভাই ইন্ডিয়ার লগে লাড়াইয়ের উছিলা খুঁজতাছে। বাংলাদেশের গেরিলাদের কায়কারবার বাইড়া যাওনের গতিকেই সেনাপতি ইয়াহিয়ার এই অবস্থা হইছে। ইউ পি আই এক খবরে কইছে, ঢাকার থেকে মাত্রক পাঁচিশ মাইল দূরে হানাদার মছুয়ারা টেরেন চালানোর কোশেশ করছিল। টাই-ই-ই-ই। কী হইলো! কী হইলো! বিকুগো মাইন বহাইয়া আর গ্রেনেড চার্জ কইর্যা ঝিনারদিতে হানাদার সোলজারভরা একটা টেরেনরে উড়াইয়া দিছে। এতো কইর্যা কইলাম ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী তোমরা হাজার কোশেশ করলেও মছুয়া সোলজারগো যাতায়াত করার সুবিধার জন্য দখলীকৃত এলাকায় টেরেন ব্যবহার করতে পারবা না। কিন্তু না; আমার কথা হুনলো না। ঘুইরা ফিইর্যাই এই টেরেন চালানোর টেরাই করতাছে আর দলে দলে মছুয়ারা গাবুরমাইরের চোটে আখেরী দমড়া ছাড়তাছে। ইউ.পি.আই. খবরের মাইন্ডে আরও কইছে ঝিনারাদিতে তিনডা বগী অক্করে ছেরাবেয়া হইয়া গেছে। আর ঢাকা চিটাগাং-এর মাইন্ডে রেল-যোগাযোগ মেরামত হওনের কোনো চান্স নাইক্যা। মছুয়ারা অখন রেললাইন, রেলস্টেশন আর ব্রিজ গার্ড দেওনের চার্জ লইছে। কিন্তুক সেই গুড়ে বালি। দখলীকৃত এলাকার যেইখান দিয়া রেল

লাইন-ব্রিজ মেরামত কইর্যা টেরেন চালানোর কোশেশ করতাছে, হেইখান দিয়াই বিকুণ্ডলা একটা না একটা কুফা কারবার কইর্যা দিতাছে।

মরনে Call করণের গতিকে হেইদিন রাজশাহী-আমনূরায় মছুয়া সোলজারগো একটা স্পিশল টেরেন যাইতাছিল- আহারে বিকুণ্ডলা মনের সুখে কারবার করছে। ব্যাস্, জনা তিরিশ মছুয়া মাল অক্করে কেদোর মাইন্দে হইত্যা বাচ্চা মুরগির মতো দাপাদাপি কইর্যা আখেরী দমডা ছাড়লো। তবুও নাকি শিক্ষা হয়? ঠ্যাটা মালেক্যার জেলা কুষ্টিয়ার উথলীতে আবার মছুয়ারা ব্রিজ মেরামত কইর্যা কী খুশি। কিন্তু যেই মাত্র সোলজার ভর্তি টেরেনডা একটু স্পিড লইছে লগে লগে দুম-দুমা-দুম-দুম। বিকুণ্ডলা ডিনামাইট দিয়া টেরেনডারে ডাবিশ করছে। এরপর বুঝতেই পারতাছেন। বিকুণ্ডলা জংগল থনে বাইরাইয়া অক্করে ছেরাবেরা কারবার কইর্যা ফেলাইলো। আমেরিকান নিউজ এজেন্সি ইউ. পি. আই-এর রিপোর্টে আরও কইছে, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার মোট ছয়শ' ফেরির মাইন্দে চার ফেরি বিকুরা গায়েব কইর্যা ফেলাইছে। বাকিগুলার মাইন্দে পরায়ই ফাটাফাটি কারবার চলতাছে। দরিয়া দিয়া যাতায়াত খুবই খতনরাক হইয়া পড়ছে।

এ্যাঃ এ্যাঃ। ঠ্যাটা মালেক্যায় ছিলেট সফর করণের খবর পাইয়া বিকুণ্ডলা ছাতক এলাকায় বাংলাদেশের ফ্লাগ উড়াইয়া দিছে। সুরমা নদীর উত্তর মুড়া থনে মছুয়া সোলজার অক্করে সাফ হইয়া গেছে। ছাতক এলাকায় লগে তখন বাইর দুনিয়ার হগ্গল Connection কাড়িং হইয়া গেছে। এইদিকে জেমারেল পিয়াজী পাগলা হইয়া কুমিল্লায় ঘুরতাছে। মাঝে মাঝে বর্ডারে হেইমুড়া কুমিল্লার গোলা ছাড়তাছে। এইদিকে হনছেন নি? সেনাপতি ইয়াহিয়ার ধামাধরা কক্সবাজারে পাকিস্তান অবজারভারের মাইন্দে লেখছে, 'বঙ্গাল মুলুকের চা বাগানগুলোতে বর্জাবিক জীবন-যাত্রার কোনো নাম-নিশানা নাইক্যা। এ অবস্থার এতোই খতব্বনা হইছে, যে পাকিস্তান এক সময় বিদেশে চা Export করতো, হেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুদ্রা খরচ কইর্যা ৫০ কোটি টাকার চা Import করতে হইবো। অবজারভার কগজের মালিক পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিষ্টার হরিবল হক চৌধুরীর একটা চা-বাগান রইছে বইল্যাই এই রকম কান্দাকাটি শুরু হইছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, হসবাম্ না কান্দবাম্-বিচুণ্ডলা আপনাগো আশেপাশেই রইছে। যেকোনো টাইমে কারবার হইতে পারে। আপনাগো মউতের খবরে কান্দাকাটি করণের লাইগ্যা কাক-পক্ষীও পাইবেন না। খালি পাইবেন গতরের মাইন্দে থুক। কিসে নাই চাম্, ঠ্যাটা মালেক্যা নাম।

৯৪

১৫ অক্টোবর ১৯৭১

ঢাকা শহরে আবার পইট কারবার হইছে। খবর পাইয়া গবর্নর ঠ্যাটা মালেক্যার কি কাঁপুনি? বেডার ফুলপ্যান্ট অক্করে ভিইজ্যা গ্যাছে। এই বিকুণ্ডলা মানুষ না আর কিছু?

এরা আইয়ুব খানের পেয়ারা প্রাক্তন গবর্নর মোনায়েম খাঁ-রে মার্ডার করছুইন। বুধবার রাইতে মাত্র দুইজন বিষ্ণু এই কারবার করছে। সাত বছরের গবর্নর মোনাইম্যারে বিষ্ণুগুলা খোদ ঢাকা টাউনে মেরামত কইর্যা ফেলাইছে। লগে লগে মছুয়ারা বেডারে মেডিকলে আনছিলো। হারা রাইত ধইর্যা দম খিচ্তে খিচ্তে বৃসসুদবার আল্লার রাইত পোহানের লগে লগে মোনাইম্যায় অক্সরে ফ্যাল্ পাইড়া আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাইয়া 'ইয়েচ ছ্যার' কইছুইন।

এতো কইর্যা কইলাম, 'তোমাগো বধিবে যারা, বাংলাদেশে বাড়িছে তারা।' তাই, হে বাঙালি মীরজাফর দালালগণ, আপনারা চিরকিৎ কমাইয়া ফালান-না হইলে হগলরেই মোনাইম্যার রাস্তা ধরণ লাগবো। বিষ্ণুগো লোট বইয়ের মাইন্দে সমস্ত নাম-ধাম উইঠ্যা গেছে। মেরহামত মিয়া পচৎকইর্যা এক গাদা গানের পিক ফালাইয়া কইলো, 'বিষ্ণুগো কারবার যেমন দেখতাছি, তাতে মনে হয় মেডিকলের বেড আর খালি যাইতে দিবো না। কি সোন্দর দিনা দুই আগে রেডিয়ো গায়েরী আওয়াজ থনে খবর দিলো ঠেটা মালেক্যার মিনিটার মাওলানা ইসাহাকরে বিচ্ছুরা বোমা মাইর্যা জখমী করছিলো, হেই মাওলানা মেডিকল থনে মেরামত হইয়া ফেরত আইছে। লগে লগে ঘেটাঘ্যাটটট ঘেটাঘ্যাট ঘেটাঘ্যাট ঘেটাঘ্যাট। ব্যাস্ বিষ্ণুগো বড় কিসিমের কারবার হইলো। মছুয়াগো আস্তানা কুর্মিটোলার বগলে হইতাছে বনানী উপশহর- হেইখানে হানাদার নৌ-বাহিনীর Flag Officer Commanding রিয়ার এ্যাডমিরাল শেরীফ সা'বের দফতর। হের লগে লাগা দোতলা বাড়িতে Action কইর্যা বিচ্ছুরা মোনাইম্যার উপর আখেরী কারবার কইরা দিলো। এখন মনে পড়তাছে। সাত বছর গবর্নর থাকনের টাইমে এই মোনাইম্যার অর্ডারে নড়াইল, সিলেট, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, জয়পুরহাট, ঢাকা প্রভৃতি জায়গায় কত বাঙালি মার্ডার হইছে, তার কোনো হিসাব নাইক্যা। ভাবছিলো, এমতেই দিন যাইবো আর কি। কিন্তু বাঙালির মাইর দুনিয়ার বাইর। ১৯৬৯ সালের কথা। তুমি আর তোমার গুস্তাদ আইয়ুব খানরে ক্ষেমতা থাইক্যা ঘেটি ধইরা নামানো হইলো। হেরপর তোমার চিরকিৎ হইলো। তুমি ট্রিক্স কইরা কুর্মিটোলার বগলে বনানীতে বাড়িবানাইলো। ভাবছিলো, এতেই তুমি রক্ষা পাইবা। কই, এলায় তো' তোমারে ইয়াহিয়া খানের মছুয়া সোলজাররা বাঁচাইতে পারলো না? গোটা চারি মেলেটারি চেকপোস্ট পার হইয়াই তো' বিষ্ণুগুলা অক্সরে তোমার ড্রইং রুমে যাইয়া হাজির হইলো। জীবনে বহুত কুকাম আর গেনজাম করছিলো। এলায় তার ফল পাইলো। ঘটনার এই খানে শেষ নয়। মুজিবনগরে খবর আইছে, বনানী গোরস্থান থাইক্যা নাকি তোমার লাশটাও গায়েব হইয়া গেছে।

আত্কা আমাগো ঢাকার গবর্নমেন্ট হাউসে ঠাস্ কইর্যা একটি আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। ব্রিগেডিয়ার বশীরের কাছ থাইক্যা টেলিফোনে মোনাইম্যার মার্ডার হওনের খবর পাইয়া ঠ্যাটা মালেক্যা চেয়ার থনে চিত্তর হইয়া পইড়া গেছিলেন। আর একটা চেয়ারে নুরুল আমীন সা'বে বইস্যা ছিলেন। তিনি মালেক্যারে সান্ত্বনা

দিলেন। কইলেন, ‘ডাক্তার সা’ব আর কাইন্দা ফায়দা হইবো না। নাচতে যহন নামছেন, তহন ঘোমটা দিয়া লাভ কি? এলায় সিনার মাইন্দে হিম্মত আনেন।’ ঠ্যাটা মালেক্যা Riot Minister বরিশালের ব্যারিস্টার আখতার উদ্দীনের কাঁধে ভর দিয়া ফুলপ্যান্ট বদলাইবার জন্য ছোট ঘরে গেলো।

আত্কা একটা হৈ চে আওয়াজ শুইন্যা আমি অকরে থ’। দেহী কি? আমাগো খাজা দেওয়ান সেকেন্দ লেন খনে নাইড়া মাথা হইয়া ছক্কু মিয়া দৌড়াইয়া আইতেছে। আমি ছক্কুরে অকরে জড়াইয়া ধরলাম। কইলাম, ‘তুমি কয়দিন কই আছিলো? কী হইছিলো? কই গেছিলো? ছক্কু একটু দম লইয়া কইলো, ‘ভাই সাব কইতাছি, কইতাছি— হগ্গল কথাই কইতাছি। হেইদিন আমাগো মহল্লার মাইন্দে খাজা খয়রুদ্দীন আর বংশালের শামসুল হুদা সা’বে আইছিল। হেশে শুনলাম আমারে বলে ঠ্যাটা মালেক্যা মিনিষ্টার বানানোর লাইগ্যা খুঁজতাছে? লগে লগে ভাগোয়াট হইলাম। পহেলা মাথা নাইড়া করলাম, হেরপর U.G. মানে কিনা কম্যুনিষ্ট পার্টির কমরেডগো মতন আভার গ্রাউন্ড এ গেলাম।’ আমি ছক্কুরে কইলাম, ‘অহন একটু চুপ করো, অন্য টাইমে খাতির জমা শুনুম।’

হ-অ-অ-অ এই দিক্কার কারবার হনছেন নি? কোচকানার লাড়ুকা ক্ষেমতা না পাওনের গতিকে, আরে গাইল রে গাইল। সেনাপতি ইয়াহিয়াব বেআইনী কারবারের এ্যাডভাইসর জাস্টিস কর্ণেলিয়াসের চৌদ্ধ গুন্টি জুইল্যা গাইল। এই কর্ণেলিয়াস সাব-এর লগে আগে ভুট্টোর কি খাতির! দুইজনে গিল্যাসে গিল্যাসে ঠোকাঠুকি কইর্যা সরাবন তহরা খাইতো। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাইডে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান যহন বেগুমার বাঙালি মার্ভারের অর্ডার দিলো, তখন এই দুই বেডায় ‘ইয়েচ ছ্যার’ কইয়া কি খুশি। আর অহন? হেরা হেরাই ফাটাফাটি কইতাছে। ভুট্টো সা’বে গাইল দেওনের টাইমে জাস্টিস কর্ণেলিয়াস সা’বরে দেশের দুশ্মন আর খ্রিস্টান কাফের কইয়া বইছে। বুড়া কর্ণেলিয়াস হাঁউমাউ কইর্যা কাইন্দা Resign দিছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া এই ব্যাপারে অকরে খামুশ রইছে। কোনো দিকেই support দেয় নাই।

এই দিকে করাচি-লাহুর-পিভিতে আইজ-কাইল মাতম্ গুরু হইছে। হাজার হাজার অবাঙালি ব্যবসায়ী হেই যে, একশ’ আর পাঁচশ’ টাকার নোট গভর্নমেন্টের কাছে জমা থুইছিলো, তারা হেই টাকা একবারে ফেরত চাইছে। অবশ্য বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা লুটপাট করুন্যা বহু মাল-পানি এর মাইন্দে রইছে। কিন্তুক ইসলামাবাদের সামরিক জাস্তা এলায় মাথায় হাত দিয়া বইছে। তহবিল শূন্য— মালপানি নাইক্যা। এক দফায় ১৪২ কোটি টাকা ফেরত দেয়া সম্ভব নয়। তা’হলে উপায়? সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ওয়াজির-এ-খাজানা এক জব্বর ফর্মুলা বাইর করছুইন। বেডা আবার কাদিয়ানী মুসলমান। তাই জামাতে ইসলাম পার্টির এক গুন্ডা এই মন্ত্রীকে চাকু মারছিল। বেডায় অল্পের জন্য বাঁচ্যা গেছেন। এহেনো এম.এম. আহম্মক সা’বে কইছুইন, ‘যারা টাকা জমা দিয়েছেন তা’ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জমা দেয়ন্যা টাকা হালাল-না হারাম। অবশ্য এজন্য একটা

টিম বানানো হয়েছে।' ওয়াকিবহাল মহলের মতে এগো কাম শ্যাষ হইতে বেশি না, মাত্র বছর দুই সময় লাগবো আর কী? ছক্কু অকরে ফাল্ পাইড়া কইলো, 'বুঝছি, বুঝছি, আহম্মক সা'বে গা মুচ্ড়া-মুচ্ড়ি কইরা টাইম লইতাছে। আসলে এই টেকাগুলো মছুরারা গেড়া মাইর্যা দিছে।'

বঙ্গাল মুলুকের খবর হুন্ছেন নি? লেঃ জেনারেল পিয়াজী সা'বে আইজ-কাইল বহুত ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। বেডায় সকাল-বিকাল খেপ মারতে শুরু করছে। হাওয়াই জাহাজে চিটাগাং-এ যাইয়া পিয়াজী সা'বে মছুরা সোলজারগো Morale এসট্রং করণের কোশেশ করছে। এই এলাকায় বিচ্ছুরা প্রায়ই মছুরাগো বিরক্ত করতাছে। এছাড়া পাকিস্তান থাইক্যা আমদানী করা পুলিশের দল গেরামে যাইতে খুবই ডরাইতাছে। সন্ধ্যা হওনের আগেই জেনারেল পিয়াজী সা'বে ঢাকার সেকেন্ড ক্যাপিট্যাে ফেরত আইলেন। কিন্তু খবর বহুত খতব্রনাক। কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট-এর একবারে নাকের ডগায় বিচ্ছুরা আত্কা হামলায় এক প্র্যাটুন মছুরা প্যারামিলিশিয়া অকরে ছেরাবেরা কইরা ফ্যালাইছে। ক্যান্টনমেন্ট থাইক্যা কোনো সাহায্য আসেনি। এইবার জেনারেল পিয়াজী মহাগরম হইয়া ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট সফর করলেন। এ্যাঃ এ্যাঃ! সেই রাতেই ঢাকার বনানীতে বিচ্ছুরা কারবার হইলো। হেরা নৌবাহিনী কমান্ডিং অফিসের বগলে বনানীতে প্রাক্তন গবর্নর মোনায়েম খারে Clear করলো। আইজ-কাইল নাকি প্রায়ই ঠেটা মালেক্যা, নুরুল আমীন আর মোনাইম্যার লগে সিক্রেট বাত্চিৎ হইতাছিল। ঠেটা মালেক্যা নাকি প্রায়ই মোনাইম্যার কাছ থাইক্যা বুদ্ধি লইতাছিল। একটা Action-এ সব শেষ।

কী কইলেন? কী কইলেন? পাকিস্তান থাইক্যা নতুন আমদানী করা কিছু অফিসার ঢাকার কাকরাইলে সার্কিট ক্যাম্প অফিস বানাইছে। হেগো রাইতদিন মছুরা সোলজাররা পাহারা দিতাছে, কিন্তু তা হইলে কি হইবো? একটুক হিসাব কইরা ঘুমাইয়েন। যেকোনো টাইমে বিচ্ছুরা কারবার হইতে পারে। করাচী, লাহর, পিণ্ডিতে যে বউ-পোলাপান থুইয়া আইছেন, হেগো লগে আর মূল্যাকাত নাও হইতে পারে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, ঢাকা টাউনে আবার পইট্ কারবার শুরু হইছে। ময়মনসিংহের মোনাইম্যা বিচ্ছুরা ঘষাঘষিতে সোজা আজরাইল ফেরেশতার কাছে যাইয়া 'ইয়েচ ছ্যার, কইছুইন।

৯৫

অক্টোবর ১৯৭১

ভাইল পটকি। সেনাপতি ইয়াহিয়া খান অখনও পর্যন্ত ভাইল-পটকি মাইর্যাই চলতাছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বিচ্ছুরার কায়কারবার যতই বাড়তাছে, হের ডাইল-পটকি ততই বাড়তাছে। খান সা'বে আবার বাঙালি রিফিউজি ফেরত আওনের দাওয়াৎ

দিছে। আইজ-কাইল ব্যাডায় রিফিউজিগো নাম-ধাম ধইর্যা ডাকতে শুরু করছে। শ্যাম চাচায় তারে বুদ্ধি দিছে— পেরতেক মাসেই একবার গলার আওয়াজ খু-উ-ব নরম কইর্যা ডাক দিবা। যদি কোনোমতে কিছু রিফিউজি ফেরত আসে, তা' হইলেই তো রাজাকারগো লুট করার চান্সিং হইবো। না হইলে যেরকম অবস্থা চলতাছে, তাতে কইর্যা বিষ্ণুগলার গাবুর কোবানীর মুখে তিন টেকা রোজের রাজাকারগো কন্ট্রোল রাখা খুবই মুকিলের ব্যাপার।

আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া আংকা ফাল্ পাইড়া উঠলো, 'ভাই সা'ব আইজ পর্যন্ত রেডিও গায়েবী আওয়াজ আর ঠ্যাটা মালেক্য মিইল্যা রিফিউজি ফেরত আহনের যে হিসাব দিছে, তাতে তো পশ্চিম বাংলায় আর রিফিউজি বাকী নাইক্যা। তা' হইলে কীর লাইগ্যা মছুয়া সম্রাট ইয়াহিয়া মাসে একবার কইর্যা ভ্যা ভ্যা করতাছে? ছক্কুর কথা হইন্যা তো আমি অক্করে থ'। ব্যাডায় তো বাইশ হাজার টাকা দামের কথা জিগাইয়া বইছে। আমি কইলাম, 'আবে ছক্কু— এলায় বুঝবার পারছোস্ যে, গবর্ণরের চাকরি ঠিক রাখনের লাইগ্যা ঠ্যাটা মালেক্য কি রকম ভোগাচ্ মারতাছে। বেড়া চোখে মুখে মিছা কথা কয় দেইখ্যাই হের নাম ঠ্যাটা হইছে। এই দিকে বিষ্ণুগলার ডরে পালের গোদা সেনাপতি ইয়াহিয়া গেল সাত মাসের মাইন্দেও বঙ্গাল মুলুকে আইতে পারে নাই। গতিকে মালেক্য মছুয়া সোলজার দিয়া ঘেরাও করা গবর্ণমেন্ট হাউসের মাইন্দে বইস্যা ইচ্ছামতো কারবার করতাছে। ময়দানে না খেতাইয়াই পঞ্চাশ আর ছেচল্লিশ এই ছিয়ানবই জন হারু মালরে খাতা কলমে বিদ্যা প্রতিদ্বিতায় Elect কইর্যা কি খুশি! খুশী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামের আমীর গোলাম আজম জীবনে টাঙ্গাইলে না যাইয়া ঢাকায় বইস্যাই Elect হইছে। মওলবী ছা'বরা World-এর মাইন্দে আর একটা রেকর্ড কইর্যা বইলেন।

হ-অ-অ-অ এই দিক্কার কারবার হনছেন নি? লন্ডনের সানডে টাইম্‌স মতিঝিলে বিষ্ণুগলা যে বোমাবাজী করছে তার ফডো ছাপাইয়া দিছে। ছদর ইয়াহিয়া কি রাগ! ঢাকার গবর্ণমেন্ট হাউসের পোয়া মাইলের মাইন্দে এই রকম কারবার কেমনে হইলো? জেনারেল গিয়াজী, ঠ্যাটা মালেক্য কি বইস্যা বইস্যা গাব দিতাছে নাকি? Sunday Times-এর এক সাদা চামড়ার আংরেজ রিপোর্টার বঙ্গাল মুলুকের হগ্‌গল রিপোর্ট আর পিকচার বগলদাবা কইর্যা অক্করে লন্ডনে যাইয়া হাজির। ব্যাডায় লিখছে, খোদ ঢাকা টাউন আর তার আশেপাশে বিষ্ণুগলার বেগমার কারবার চলতাছে। পরায় আটশ' বিষ্ণু এই কামের মধ্যে লাইগ্যা পড়ছে। দিন্কা দিন হেইগলার লম্বর বাইড়্যা যাইতাছে।

সাদা চামড়া দেইখ্যা জেনারেল রাও ফরমান আলী অক্করে খুশিতে গুলগুলা! ব্যাডায় একটুক ঘোরাঘুরি করবার পারমিশন দিছিলো। ব্যাস্ উল্ভা কারবার হইয়া গেছে। আংরেজের বাচ্চায় লিখখিস্, ঢাকায় মছুয়ারা কতকগুলো কাঠের মিত্রী ধইর্যা নিয়া রাইত দিন লম্বা লম্বা সাইজের বাক্স বানাইতাছে। হানাদার অফিসাররা পটল তোলনের লগে লগে এইসব বাক্সের মাইন্দে কইর্যা সব লাশ পাকিস্তানে পাডাইতাছে। পি.আই.এ.

লাশ-চওয়াইন্যা খেপ মারতে মারতে অস্তির হইয়া উঠছে। Sunday Times-এর রিপোর্টার আর একটা জব্বর কথা কইছে। বঙ্গালা মুলুকে এখন এক লাখ বিচ্ছু ইচ্ছামতো কারবার কইর্যা চলতাছে। যেকোনো টাইমে যেকোনো জায়গায় বিচ্ছুরা ঘুরিয়া বেড়াইতাছে। আর মছুয়ারা বাংকারের মধ্যে বইস্যা খালি ইয়া নফসি, ইয়া নফসি করতাছে। এই দিকে গেল এতোয়ারের রাইতে রেডিও গায়েরী আওয়াজ অক্করে কাপে-কাপের কারবার কইরা বইছে। এক ব্যাডায় লেকচার দেওনের টাইমে কইছে, 'হানাদার সোলজারগো শ্যাম পর্যন্ত পালাইতেই হইবো। এগো Mind খুবই দুব্লা। এরা হগ্গলেই ভেড়ুয়া মার্কী। কেইসডা কি?

রাও ফরমান আলী এই রিপোর্ট পাইলে জিলুর সা'বের গতরের চাম খুইল্যা ফেলাইবো। হাজার মাখুনবাজী করলেও আর বাঁচতে পারবো না। এইডারে কয়, কি পোনারে বাঘে খাইলো। অ্যাঃ অ্যাঃ! এইদিকে ছদর ইয়াহিয়া বঙ্গাল মুলুকের ছিক্রেট রিপোর্ট পাইয়া অক্করে পাগলা হইয়া উঠছে। ঠাস্ কইরা একটা আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না ছদর সা'বে চেয়ার থনে কাইত্ হইছিলো। আন্ডায় সারাইছে। জেনারেল পীরজাদা ব্যাডারে ধইরা বহাইছে। আন্তে কইর্যা ফাইল খুইল্যা দ্যাছে কি? রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট ও কুমিল্লা সেক্টরে কমান বাইড়া-বাইড়ি কারবার শুরু হইয়া গেছে। মছুয়া সোলজার ভাগোয়াট্ হইয়া গতরের কাপড় খুইল্যা কইতাছে—কভি নেহী ম্যায় পাকিস্তান Army কা জওয়াম সা। ম্যায় তো' Businessman হাঁ।' এইসব ভাগোয়াট্ সোলজারগো ধরনের লাইসেন্স জেনারেল পিয়াজী আবার একটা ছিক্রেট Department খুলছে। কেমন বুঝাইছে? হেগো কায়কারবার এখন কোন স্টেজে যাইয়া খাড়াইছে।

এদিকে ঢাকা টাউনের মাঝিদি অবিরাম বোমাবাজির কারবার শুরু হইয়া গেছে। বিসমিল্লাহ বইল্যা ভোটের ছাড় তেলসমাতি মার্কী Election-এর রিপোর্ট বাইরাইনের লগে লগে শান্তিনগরের Election অফিসে কি যেন একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হইয়া গেছে। বিচ্ছুরা একটু ঘষাঘষি কইরা দিছে। একজন খতম হওন ছাড়াও অফিসের কাগজপত্র শ্যাম। পোলাপানরা জেনারেল পিয়াজীর লগে আইজ-কাইল জোর গোলাছুট খেলা খেলতাছে।

টাই-ই-ই-ই। কিছু না, কিছু না। স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং-এ বোমা ফাটলো আর একটা জুট মিল-এ কি জানি কি হইলো। টাই-ই-ই-ই। গবর্ণর হাউস থনে টিল মারলে লাগ পাওন যায়, হেই টেলিভিশন স্টেশনে বিচ্ছুরা একটা Normal কারবার করলো। ২৮শে অক্টোবর মনিং নিউজ কাগজে এই খবর না ছাপাইয়া S.G.M. বদরুদ্দিনের কি কান্দন। টাই-ই-ই-ই। কি হইলো? কি হইলো? ২৭শে অক্টোবর পোলাপানরা গবর্ণমেন্ট হাউসের বগলের পেট্রোল পাম্পডা ডাবিস্ করলো। ঠ্যাটা মালেক্যার কি কাঁপন? মনে লয় আজরাইল ফেরেশতা হের দিকে হাত বাড়াইছে। আঃ হঃ আবার কি হইলো? হরিবল হক চৌধুরীর পাকিস্তান অবজার্ভার পরচার মাইদে ২৭শে তারিখে ছাপাইছে জুরাইনের

ম্যাচ ফ্যান্টিরি গুড়া হইয়া গেছে।

হ-অ-অ-অ একই টাইমে কম্যান্ডাররা স্টোভ ফ্যান্টিরি Burst করছে। বিকুণ্ডলা মানুষ না জ্বীন? এইগুলো ঠ্যাটা মালেক্যা আর পিয়াজীর জিব্বা বাইর কইরা ছাড়ছে। এ'ছাড়া মোনাইম্যা Murder, মেডিকেল হোস্টেলের সামনে তিনজন রাজাকার Murder, হরিবলের প্যাকেজেস ইন্ডাস্ট্রি শ্যাষ করণের কথা তো কওয়াই হয় নাইক্যা। হের লাইগ্যাই কইছিলাম ডাইল-পট্কি। একটার পর একটা কুফা খবর পাওনের গতিকেই সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ডাইল-পট্কি মারতাকে।

৯৬

২৬ অক্টোবর ১৯৭১

চোর-চোটা-খাজুরি গুড়, তিন জিনিষ মালেক্যা চুর। আঃ হাঃ! অস্তির হইয়েন না, অস্তির হইয়েন না। আমগো গবর্ণর ব্যাটা মালেক্যার হগ্গল দিকেই নজর রইছে। এর মাইন্দে ব্যাডায় এক জব্বর কাম কইর্যা বইছে। ঢাকার রমনা থানার উলটা দিকে আর আদামজীর বাড়ির বগলে একুশ বছর ধইর্যা যিশু খ্রিষ্টের মত চিহ্নওয়ালা হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল আছিলো। ক্যাথলিক মিশনের ওয়ার্কাররা এই হাসপাতাল জানের জান কইরা চলাইতছিল। কিন্তু গবর্ণর ঠ্যাটা মালেকা হেই ফ্যামিলি হাসপাতালডারে গ্যাড়া মাইরা বইছে। এর পিছনে একটুক ইতিহাস বইছে। ঢাকা মেডিকল হোস্টেলের গেটে তিনজন জামাতে ইসলামির গুণ্ডা, থুক রাষ্ট্রদ্রোহের বিকুরা মার্ডার করণের গতিকে আর মেডিকলের সামনে নয়া মিনিষ্টার ইউসুফা বোমা খাওনের পর চিফ সেক্রেটারি মোজাফফর হোসেন, Information ছেক্রেটারি হুমাউন ফয়েজ রসুল, জয়েন্ট সেক্রেটারি আখলাক হোসেন, মেম্বর প্যানিং হাসান জহিরের মতো ডাহিনা মুড়া দিয়া লিখন্যা অফিসাররা ছাড়াও ডাঃ হাসান জামান পয়গাম কাগজের মুজিবুর রহমান খাঁর মতো বাঙালি দালালরা অসুখ-বিসুখে মেডিকলে যাইতে ডরাইতাকে বইল্যাই মালেক্যায় দিনে দুপুরে পুকুর চুরি কইর্যা বইছে। মানে কিনা, কোনো রকম মাল-পানি না দিয়াই ক্যাথলিক মিশনের তৈরি করা হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালডা দখল কইরা বইছে। কিন্তু এমতেই হাসপাতালডা দখল কইর্যা সাদা চামড়ার ডাক্তার নার্সগো খেদাইয়া দিলে, দুনিয়ার মাইনষে গতরের মাইন্দে আরো থুক দিবো চিন্তা কইর্যা ঠ্যাটা মালেক্যায় এক জব্বর প্যান করছে।

গেরামের মাইন্দে টাউট মাতব্বেরো যেমত কইর্যা বিধবার জমিজমা হাত করণের টাইমে ডাইল-পট্কি মাইরা আর ডর দেখাইয়া দলিলে মাইন্দে টিপসই-দন্তুখত আদায় করে, ঠ্যাটা মালেক্যায় হেইরকম একটা কারবার করছুইন। ঢাকার ক্যাথলিক মিশনের লিডাররা ১১ই অক্টোবর তারিখে যখন এইদিকে ওইদিকে তাকাইয়া দেখলো, ব্রিগেডিয়ার বসির তার জিনিসপত্র লইয়া খাড়াইয়া আছে, তখন আস্তে কইর্যা দলিলে দন্তুখত কইর্যা

দিছে। তা'না হইলে তো' ডট ডট ডট কারবার হইবো। হরিবল হক চৌধুরীর পূর্বদেশ পরচামে লিখিখিস্ 'সুদীর্ঘ একুশ বছর প্রদেশের জনগণের সেবা করে হোলি ফ্যামিলি সোসাইটি বিদায় নিচ্ছে আমাদের এখন থেকে গুনে হঠাৎ খারাপ লাগলো। ছুটে গেলাম জানার জন্য। বেচা কেনা নয়।' ব্যাস্ লগে লগে হাসপাতালের নাম Change হইয়া গেল। ঠ্যাটা মালেক্যার বুদ্ধিতে ১৮২ বেডওয়ালা এই মিশন হাসপাতাল হাতানো সম্ভব হইলো। মালেক্যায় আবার তার অফিসার দিয়া সাহেব মেম সা'ব ডাক্তার নার্সগো অঙ্করে হাওয়াই জাহাজে তুলিয়া দিছে। জেনারেল পিয়াজী এই খবর হইল্যা কুমিল্লা থানে নিজে আইস্যা ঠ্যাটা মালেক্যার পিঠ খাবড়াইয়া সাবাশ দিছে— বেডা একখান! কেমন সোন্দর ট্রিক্‌সে কাম হইলো।

হোলি ফ্যামিলি যখন মুহলমান ফ্যামিলি হইতছিল, তখন ঠ্যাটা মালেক্যার রাজত্বে আরেকটা হাসপাতালের কথা কইতাছি। পূর্বদেশ কাগজের পয়লা পাতায় কইছে নরায়ণগঞ্জের দেওভেগে তিরিশ বেডওয়ালা যক্ষ্মা সমিতির যে হাসপাতালটা আছিলো, আইজ পয়ায় সাড়ে ছয়মাস ধইর্যা হেইডা বন্ধ রইছে। ১৯৭০ সালে পহেলা নভেম্বর গবর্নর ভাইস এডমিরাল এস.এম. আহসান এই হাসপাতাল চালু করছিল। কিন্তু মাত্র চাইর মাস আট দিনের মাথায় হাসপাতাল বন্ধ। কেইস খতম, পয়সা হজম। এই হাসপাতাল চালু রাইখ্যা তো' মছুয়াগো কোনো কাম লাগবো না।

এছাড়া বাঙালি মারণের লাইগ্যা যেখানে ব্রাহ্মণ সোলজাররা বঙ্গাল মুলুকে অইছে, হেইখানে বাঙালিগো অসুখ সারাইন্যা হাসপাতাল চালু রাখার কোনো অর্থই নাইক্যা। দেওভেগ যক্ষ্মা হাসপাতালের পহা দিখি আরো কিছু মেসিনগান-ট্যাংক কেনন দরকার। ক্যামন বুঝতাছেন হেগো কারবার সারবার! ঠ্যাটা মালেইক্যা আইজ-কাইল অঙ্করে Top ফর্মে চলতাছে। খালি বিচ্ছুগুলা কারবার খতরনাক্ কইর্যা দিতাছে। যেকোনো টাইমে যেকোনো জায়গায় কারবার করতাছে। 'ইসলাম আর মুহলমান, মুহলমান ভাই ভাই' কত রকম পানি পড়া দিয়াও কাম হইতছে না। World-এর Best পাইটিং পোর্স আইজ-কাইল নয়া Tactics-এর গতিকে রাইতে বাইর্যায় না বইল্যা বিচ্ছুগুলা মহা আনন্দে কারবার করতাছে।

হাতি ঘোড়া গেল তল, মালেক্যায় বলে কত জল? জেনারেল ওমর, জেনারেল মিঠঠা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল টিক্কার মতো ব্যাডারা থুড়ি মাইরা বাহান্নুর ঘণ্টার মাইন্দে বঙ্গাল মুলুক দখল করবো বইল্যা যে চাপাবাজী করছিল হেই ওমর, মিঠঠা, পীরজাদা-টিক্কা হগ্গলেই লেজ গুটাইয়া রাওয়ালপিণ্ডিতে ভাগছে। সব মওলবী সা'বেই এখন বঙ্গাল মুলুকের বেলায় Deaf & Dumb স্কুলের হেডমাষ্টার হইছে। এলায় ভোদাই ঠ্যাটা মালেক্যারে সামনে দিয়া জেনারেল পিয়াজী, জেনারেল ফরম্যান, জেনারেল রহিম, ব্রিগেডিয়ার ফকিরমোহাম্মদ, ব্রিগেডিয়ার আতা, রিয়ার এডমিরাল শরীফ মাঠে নামছে। লগে লগে ছল্লাৎ কইর্যা খালি আওয়াজ হইতাছে। মাঠ খুবই পিছলা কিনা— তাই ব্যাডারা খালি আছাড় খাইতাছে। আর মেজর সিদ্দিক সালেক সমানে

Hand Out আর Press Note ছাড়তাকে। বিক্ষুব্ধতার কারবারের খবর আইলেই হিন্দুস্তানীরা করছে কইতে হইবো। আইজ-কাইল আবার নয়া ভাস ধরছে। Publicity দেওনের টাইমে কইতাকে ইন্ডিয়া আর বিক্ষুরা মিইল্যা কারবার করতাকে। মছুরাওলা আখেরি দম ছাড়নের খবর আইলেই বাঙালি মাইয়া আর গেদা পোলা মারতাকে কইয়া বোগাচ Publicity দিতাকে। কিন্তুক কোনোডাই আর কামে আইতাকে না। সকাল-দুপুর-বিকাল-রাইত রেডিও গায়েবী আওয়াজে খালি কান্দাকাটির আওয়াজ। গেছি-গেছি, বিক্ষুরা কোবাইয়া মারলোরে, কোবাইয়া মারলো। নোয়াখালী-ফেনী, কুমিল্লা-ময়নামতী, আখাউড়া-শালদিয়া ছাতক-সুনামগঞ্জ এলাকায় দিনা কয়েক ধইর্যা বিক্ষুব্ধতার গাজুরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। মছুরাওলার ভাগনের রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ। অনেক জায়গায় বিক্ষুরা মছুরাগো ঘেরাও দিয়া বইয়া আছে— দেখি দানাপানি ছাড়া কয়দিন চিরকিৎ রাখতে পারো।

এই দিকে রাজাকারগো 'হোগিয়া ভাই'— এর অবস্থা। ফাস্ট চাপেই ছারেভার। শও হিসাবে রাজাকার এই করবার করতাকে। আর এইগুলার এক একটার চেহারা সুরৎ একেক রকম। কেউ গেঞ্জী গায়ে লুঙ্গিপিনদ্যা চাইনিজ মেসিনগান লইয়া ছারেভার করতাকে আবার কেউ ঢলঢল ফুলপ্যান্ট পরনে আমেরিকান রাইফেল গ্রেনেড লইয়া ধরা দিতাকে। আবার কেউ কেউ খালি চিল্লাইতাকে 'সামিও বিক্ষু হমু, আমিও বিক্ষু হমু।' মহাচীনে চিয়াং কাইশেকের কুয়ামিনটাং বাহিনীকে ডাবিশ করণের টাইমেও এই রকম কারবারই হইছিল। বঙ্গাল মুলুকের এই মুলুক একটা কুফা অবস্থায় সিলেটের চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী ছুটি লইয়া জাহাঙ্গীর থাইক্যা ঢাকায় কুমিটোলায় বউ মাইয়ার লগে মোলাকাত করতে আইছিল। রেভায় আবার নিউইয়র্কের পথে পাকিস্তানে গেছে। চুষ-পাজামা করাচীতে সাংবাদিকগো কাছে কইছে— না থাউক আইজ কমুনা— যদি ঘোড়ায় হাইস্যা দেয়। 'কইতাহি, কইতাহি তপন ধইর্যা টান দিয়েন না। মাহমুদ আলী সা'ব কইছুইন 'বঙ্গাল মুলুক অকরে Normal, এমন Normal যে হাজারে হাজার রিকিউজি 'চুষ-পাজামা কই? চুষ-পাজামা কই?'— চিল্লাইয়া ফেরত আইতাকে।'

খালি হের আব্বাজান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ২১০ দিন ধইর্যা ফাইট করণের পর হালে পানি না পাইয়া সোমবার দিন হাউ হাউ কইর্যা কাইন্দা ভরাইছে। বেডার আগে তো খুবই চোটপাট আছিলো। জোর গলায় কইছিল আমারে আটকাও, না হইলে India Attack করমু— আমার লগে নতুন মামু আছে, কত কি? আর অখন? হে-এ-এ, উথান্ট তুমি আইস্যা দেইখ্যা যাও বিক্ষুব্ধতা আমার Best সোলজারগো কিভাবে কোবাইতাকে, আমি অখন চাইর দিকে খালি হইলদ্যা দেখতাছি। ৭২ ঘণ্টায় যে লাড়াই শ্যাম করমু ভাবছিলাম, হেই লাড়াই ৭২ ঘণ্টার জায়গায় সাত মাস পার হইয়া আট মাসে পা দিছে—কিন্তুক কোনো কুল-কিনারা তো পাইতাছি না।

আমি পয়লা Internal Affair কইয়া রেড ক্রসের পেলেন পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুকে যাইতে দেই নাই। ৩৩ জন ফরিন Journalist ঢাকার থনে খেদাইছিলাম। কিন্তু অখন

রেডক্রস, জাতিসংঘ, CIA, আমেরিকা, চায়না, ইরান, ইন্দোনেশিয়া তোমরা হগ্গলে বঙ্গাল মুলুক আইলেও আপত্তি নাই। একটার পর একটা এলাকা বঙ্গাল মুলুকে বিচ্ছুরা দখল করতাকে। বর্ষার পর ভাবছিলাম আমরা জোর Attack করমু। অখন বর্ষার বলে বিচ্ছুরাই উল্টা আমাগো Attack করছে। জেনারেল পিয়াজী ভাগোয়াট কারবারের মাইন্দে পড়ছে, এলায় করি কি? হে উথান্ট, হে আমেরিকা, হে অমুক, হে তমুক এইডা কি গ্যাডাকলে পড়লাম? আমি বঙ্গাল মুলুক O.G.L. কইর্যা দিলাম। এইদিকে নুরুল আমীনের বুদ্ধিতে ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া হারু পার্টির মালভর্তি মন্ত্রীসভা বানাইলাম। কিন্তু কিছুই হইলো না। মধ্যে থাইক্যা ঠ্যাটা মালেক্যায় তুফান মাল-পানি কামাইতাছে। আমি ডরের চোটে ঢাকায় যাইতে পারি না গতিকেই মালেক্যায় এই মাহে রমজানের মাইন্দে মাল-পানি খাওনের রেইট বাড়াইয়া দিছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, 'চোর চোটা খাজুরের গুড়, তিন জিনিষ মালেক্যা চুর।'

৯৭

অক্টোবর ১৯৭১

তেলসমাতি কারবার। ঢাকার ছেক্রেটারিয়েটে অকস্মিক তেলসমাতি কারবার শুরু হইছে। আমাগো খুলনার খবরের কাগজের হকার-এজেন্ট মওলানা ইউসুপ্যা ঠ্যাটা-মালেক্যার নয়া মন্ত্রী হইয়া কি খুশি। পয়লা দিন ইজেক্ট-বিডিং-এর চেয়ারের মাইন্দে বইস্যা চিন্তা করতছিল 'হে খোদাবনতলা, বঙ্গাল হুকুমের অবস্থাটা যেন এইরকম ক্যাডাবেরোসাই থাইক্যা যায়। ত হইলেই আমার মন্ত্রীত্ব কোনো ব্যাডায়ও গড়বড় করতে পারবো না। হেইর লাইগ্যাই আমার কান্দে ইয়াহিয়া সা'বের গণতন্ত্রডা খুব ভালো লাগে। কেমন সোন্দর ইলেকশনে গাবুর কাড়ি খাইয়াও মন্ত্রী হওন যায়। Election-এ জেতইন্যা ব্যাডাঙলারে দূশমন কওয়া যায়। আংকা মওলানার মুখ থাইক্যা গললং কইর্যা এক থাবা লাল টেবিলের ফইলডার উপর পড়লো। ব্যাডায় এইদিকে ওইদিকে ফুটি মাইরা যখন দেখলো যে কেউই নাইক্যা, তখন আস্তে কইর্যা সেরোয়ানীর হাতা দিয়া জিনিষডারে মুইছ্যা ফালাইলো। আন্লায় সারাইছে, অহন মন্ত্রী হওনের গতিকে ঢাকার কোনো খবরের কাগজ থাইক্যাই আর বিলের বকেয়া টাকার জন্যি তাগিদ দিতে পারবো না। না হইলে এই খবরের কাগজের হকার-এজেন্ট থাকনের লাইগ্যা বছরের পর বছর ধইর্যা মর্নিং নিউজের বদরুদ্দিন, আজাদের খান সাহেব, পাকিস্তান অবজারভার-পূর্বদেশের মাহবুবুল হক আর দৈনিক পাকিস্তানের আহসান আহমদ আশফাক সা'বেরে কত মাল-পানি খাওয়াইলাম আর মাখনবাজী করলাম। এলাই ব্যাডারা করবো কি? উল্টা আমারেই মাল-পানি খাওয়াইতে হইবো। অহন আমি ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী হইছি। হাঃ হাঃ হাঃ।

ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড়া উডলো। 'কী হইলো, খালি যে ইউসুপ্যার কথা কইবার লাগছেন? রাজশাহী বিভাগের জামাতে ইসলামী নাজেম মওলানা আব্বাস আলীর কথা

কইবেন না? আঃ হাঃ! একটু সবুর করো। এ্যাডায় নতুন আমদানী কিনা তাই কইবার আগে একটু Time লইতাছি। হেইদিন ঠ্যাটা মের্হামত মিয়া একটা আধমন ওজনের হাঁচি মাইর্যা বইলো। আমি অক্সরে থ' বইন্যা গেলাম। মের্হামত মিয়া পরনের তপন দিয়া মুখ মুইছ্যা কইলো 'হ' এলায় কন।' আমি আবার শুরু করলাম। পয়লা দিন মন্ত্রী হওনের পর মওলবী সা'বে মুখের খারটি টু মানে কিনা বত্রিশ পাটি দাঁত বাইর কইর্যা ছেক্রেটারিয়েটে আইলো। দুপুরে বেলি গড়নের সময় ব্যাডার লাগালো ভুক। এইদিকে কেমতে জানি হেই সময় বিজলী নাইক্যা। তাই বেল বাজাইয়া একটা চাপরাশীরেও পাওয়া গেল না। এহন করে কী? উপর তলা থাইক্যা নাইম্যা নিজের ড্রাইভার খুঁজতে বাইর হইলো। এইদিকে উর্দুওয়াল্লা ড্রাইভারের নাম চেহারা দুইডাই ভুইল্যা গেছে। হ্যাশে খুঁজতে খুঁজতে মন্ত্রীগো গাড়ির আস্তাবল, থুরি গ্যারেজে যাইয়া হাজির হইলো। মছুরা ড্রাইভার হেইখানে বইস্যা রাজা উজীর মারতাছিল। তারা মার্কী আধা ছিকরেটটার মাইন্দে একটা কড়া কিসিমের দম দিয়া নাক মুখে ধুমা ছাড়তে ছাড়তে ছ্যারের কাছে হাজির হইলো। মওলানা ড্রাইভারের কইলো, 'হাম যাকে কামরামে বেইঠাতা হ্যায়। তোম মেরা পাস আকে বলেগা, ছ্যার লঞ্চকা টাইম হুয়া। ব্যাস ম্যায় খানা খানেকে লিয়ে আ যাউঙ্গে। আব্ সম্ঝা।' যেই রকম বুদ্ধি, হেইরকম কাম। এলায় কেমন বুঝতাছেন নয়া মন্ত্রী মওলানা আব্বাস আলীর কারবার সারবার।

এইদিক্কার কারবার হুনছেন নি? দুইজন মাইনষের তিন পার্টি। কী হইলো ছক্কু মিয়া, মাথা খাউজাইলে কি হইবো, এই প্রশ্নারও জওয়াব দেওন লাগবো কিন্তুক! আমাগো ছক্কু Think করতে শুরু করলো। আংকা চিল্লাইয়া উঠলো 'পাইছি, পাইছি— আমি জওয়াব পাইছি। ছ্যার লেখাপড়া না শিখলে কি হইবো— ঠেকতে ঠেকতে শিইখ্যা ফেলাইছি। এলায় কমু?' লেখাপড়া, মিয়া আর গা মোচড়া-মুচড়ি কইর্যা কি হইবো? কইয়া ফেলাও।' ছক্কু মিয়া তার খয়েরি রংগের দাঁতগুলো বাইর কইর্যা পয়লা একটা হাসি দিয়া কইলো কাউন্সিল মুছলিম লীগ হইতাছে দুইজনে তিন পার্টি। খুইল্যা কইতাছি। মাইনকা চরের আবুল কাসেম আর কুমিল্লার শফিকুল ইসলাম— এই দুইজন হারু মাল মিইল্যা হেগো কাউন্সিল মুসলিম লীগ পার্টি। এর মাইন্দে আবার তিনডা ফ্রপ রইছে। কাসেম্যার একটা ফ্রপ। শফিকুলের একটা। আর কাসেম্যা শফিকুল দুইজনে মিইল্যা আরো একটা ফ্রপ— কেমন সোন্দর পার্টি হইয়া গেল গা। এরই কয় দুইজন মাইনষের তিনডা পার্টি— বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। আমি চিল্লাইয়া উঠলাম, 'অক্সরে কাপে কাপ। ছক্কু মিয়া অংক পরীক্ষায় পাশ কইর্যা ফেলাইছে। এর মাইন্দে একটা কিন্তুক রইছে। দুইজনের পার্টি কাউন্সিল মুসলিম লীগে আবার ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। মাইনক্যার চরের ক্যাসেম্যা তার পার্টি মানে কিনা শফিকুলের লগে গুফতাও না কইরাই ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী হইছে। ব্যাস্, শফিকুল কি রাগ?

বেডায় একা একাই প্রস্তাব পাশ কইর্যা Protest করছে আর খালি হাতের গোস্ত কামড়াইয়া রাগে গর্গর্গ করতাছে। Election-এর মাইন্দে তো দুইজনেই আওয়ামী

লীগের হাতে কুফা পিড়ানী খাইছি। কাসেম্যা দুই জায়গা থনে হারছে বলে হের দাবীডা আগে হইলো? একটা শূন্য আর দুইটা শূন্যর তো একই দাম— নাকি হের মাইন্ডেও তফাৎ রইছে? মালেক্যারে যে ঠ্যাটা কয় এমতে কয় না। এইদিকে পয়লা দিন ছেক্রেটারিয়েটে গদিতে বইয়্যাই আমাগো ছল্লু মিয়া মানে কিনা মোহাম্মদ সোলেমান ফোন কইর্যা শফিকুলরে কইলো, ‘ভাইসাব’ আমি আগেই জানতাম কাসেম্যা এই রকম কারবারই করবো। হেইর লাইগ্যা তো’ কেমন সোন্দর একজনের একটা পাট্টি ‘কৃষক শ্রমিক পাট্টি’ কইর্যা থুইছি। এই পাট্টির থাইক্যা প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, পিওন, চাপরাসী যারেই মন্ত্রী করবো, ওই ঘুইর্যা-ফিইর্যা এই বান্দা সোলায়মান। কেমন বুঝতাছেন? গোস্ট খাওনের পর মাইনষে যেমতে কইর্যা সাবান দিয়া হাত ধোয়, তেমতে কইর্যা সাবান দিয়া হাতের থনে মার্ভার করা বাঙালির রক্ত ধুইয়া কল্পবাজারের ফরিদ আহমদ সা’ব এলায় নতুন টিরিক্স করচে। হারু-পাট্টির নেতাগো মাইন্ডে যে পাইট চলতাছে, হেই পাইটে হাইর্যা মাইয়া মণ্ডলবী সা’বে আবার চান্সিং করতে শুরু করছেন। কি সোন্দর একটা পাট্টি বানাইছে, ‘শান্তি ও কল্যাণ পরিষদ।’ উদ্দেশ্য হইতাছে অশান্তি ও অকল্যাণ। ফরিদ সা’ব কিস্তুক ছল্লু মিয়ার মতো নিজেই এই পাট্টির প্রেসিডেন্ট হইছুইন। হুগার মাইন্ডে ছয়দিন হইতাছে বাঙালি মার্ভার, জমি দখল, বাড়ি লুট এই সব difficult কাম আর একদিন হইতাছে বিবৃতি মানে কিনা Statement দেওন। এই বিবৃতির একটাই কাম— সেনাপতি ইয়াহিয়ারে মাখ্বনবাজী। বেড়া একখান।

হেইদিকে ইয়াহিয়া সা’বের পররাষ্ট্র সেক্রেটারি ছলতাইন্যা তুরস্কের পরিবার পরিকল্পনার এক প্রতিনিধিদলের লগে জল্পা নিয়ন্ত্রণের বদলে Politics আলাপ করছে। কি রকম অবস্থাডা দাঁড়াইছে বুঝতেই পারতাছেন। তুরস্কের জল্পা নিয়ন্ত্রণওয়ালাগো ইয়াহিয়া সাবের ফরিন সেক্রেটারি ছলতাইন্যা কইছে, ‘ইয়ে সব Internal Problem হ্যায়— সব ঠিক হো যায়েগা’ ক্যামন বুঝতাছেন? সোভিয়েট রাশিয়ার থনে ধাওয়া খাইয়া ফেরৎ আহনের পরথাইকাই এই ব্যাডায় এই রকম উল্ভাপান্ডা কথাবার্তা কইতাছে।

এইদিকে আর এক খবর হুনছেন নি? যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়াতে ডিউটি করুইন্যা মছুয়াগুলার জন্যি গম, ডালডা আর সয়াবিনের তেল লইয়া একটা আমেরিকান জাহাজ গেল জুয়ার দিন চালনা বন্দরে আইছিল। আইজ-কাইল ঢাকার থনে খাবার পাড়ানো যাইতাছে না বইল্যাই জঙ্গী সরকার এই টিরিক্স করছিল। লগে লগে বিক্ষুণ্ডলা জাহাজডারে হেই কারবার কইর্যা দিলো। ঢাকার গবর্ণর হাউসে এই খবর আহনের পর ঠ্যাটা মালেক্যা আর পিয়াজী সা’বে অনেক Think কইর্যা দেখলো যে আমেরিকান জাহাজ হুগনের গতিকে এই খবরডা চাপিস্ করন খুবই মুকিল হইবো। তাই ঢাকার খবরের কাগজের এডিটরগে লগে গুফতাগু কইর্যা একটা ভোগাচ নিউজ তৈরী করলো। কইতে হইব, এই আমেরিকান জাহাজের মাইন্ডে বাঙালিগো লাইগ্যা খাবার আইতাছিল। তা’ হইলেই তো পাবলিকরে ভোগা মারনের সুবিধা হইবো। যেই রকম বুদ্ধি, হেই রকম

কাম। ব্যাডায় তো' আবার ভাসুরের নাম মুখে আনতে পারে না। তাই কইয়া হেলাইছে, হিন্দুস্থানী এজেন্টরা পরায় একশ' মাইল ভিতরে চালনা বন্দরে কারবার কইর্যা আবার বহাল তবিয়েতে ফেরত চইল্যা গেছে। মালেক্যা-পিয়াজীর মাথায় কি বুদ্ধি! মাথা দুইডা ঝাঁকি দিলে অকুরে নারিকেলের মতো ঘৎ ঘৎ কইর্যা আওয়াজ হয়।

এতো কইরা না করলাম, মাতব্বরী মারাইছ না। ঢাকা টাউন Normal হইছে বইল্যা ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী যে সব কথা কইতাছে— সেই সব ভোগাচ্ বার্তা হুনিস না। নাঃ আমার কথা হুনলো না। আমাগো মাওলানা ইছাহাক মন্ত্রী হইয়া কি খুশি! মোটর গাড়ি কইর্যা বেডাকাউঠ্যা মাওলানা ঢাকা টাউন দেখতে বারাইছিল। মেডিকলের কাছে ঘ্যাটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট— কি হইলো, কি হইলো? বিকুণ্ডলা কেইস খুবই খারাপ কইরা ফেলাইছে। মন্ত্রী মাওলানা ইছাহাকের গাড়ির মাইন্ডে বোমা মারছে। মাওলানা ইছাহাকের উপর ইচ্ছামতো কারবার হইছে। গাড়ি শ্যাষ। বেডায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বেডের মাইন্ডে হইত্যা অখন খালি দম ঝিচতাছে। আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাওনের লাইগ্যা মওলবী সা'ব সিংহাতিকভাবে টিরাই করতাছে। হেই যে কইছিলাম— ঠ্যাটামালেক্যার মন্ত্রীরা সব— একটুক্ হিসাব কইর্যা চইলেন। বিকুণ্ডলার লোট বই-এর মাইন্ডে আপনাগো নাম-ঠিকানা চেহারা মোবারকের লিষ্টি দেখছি। এলায় বুজছেন কীর লাইগ্যা কইছিলাম আমাগো ছক্কু কি খুশি! আল্লায় সারাইছে। হেরে তো ঢাকার থনে মন্ত্রী বানাইছে পারতো? ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া কিছুই বিশ্বাস নাইক্যা। হেইদিন তো Radin মাইন্ডে Student গো ডাক দিছে। ব্যাডায় ছাত্রগো লাইগ্যা কী কান্দন! আপনারা কইলেই দৌড়াইয়া আইস্যা স্কুল-কলেজে Join কইর্যা ফলান। বিকুণ্ডলার গাবুর মাইন্ডে গতিকেই গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা আপনাগো Call করতাছি। আপনারা না আইলে কিছুক আমাগো চাকরি not হইয়া যাইবো।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম। তেলেসমাতি কারবার। ঢাকার ছেক্রেটারিয়েটে অখন তেলেসমাতি কারবার শুরু হইছে।

৯৮

২৮ অক্টোবর ১৯৭১

লাহুর-ঢাকার থনে আবার কড়া কিসিমের খবর আইছে। অখন হেগো মাইন্ডে তুফান মাইর পিট লাইগ্যা গ্যাছে। কনভেনশন মুহলমান লীগের বঙ্গাল মুলকের পেরধান শামছুল হুদারে পাকিস্তান মুহলমান লীগের পাঞ্জাবি ছেক্রেটারি মালিক মোহাম্মদ কাশেম্যায় আৎকা ডিশ্মিশ্ কইরা বইছে। শামছুল হুদাও কম যায় নাইক্যা। ব্যাডায় কইছে যেইখানে মুহলমান লীগের কাউন্সিলরা আমারে Elect করছে, হেইখানে Working Committee-র ডিশ্মিশ্ করনের কোনো ক্ষেমতাই নাইক্যা। এই কথা না কইয়া হুদা সা'বে ঢাকায় খাওয়াজা হাছন আসকারী সা'বের শাহবাগের জমিনের উপর

তৈরি করা মুসলমান লীগের বিক্টিং আর অফিস দখল কইর্যা বইছে। মাইর খাওনের চালিং হওনের গতিকে মালিক মোহাম্মদ কাশেম্যায় তার লিডার ফকা, চৌধুরীর লগে চুপচাপ একটা হোটেলের মাইন্ডে মিডিং করছে। হেরপর ফকায় কইছে শামছুল হুদার মেম্বারশিপ পর্যন্ত কেনচেল কইর্যা দিলাম। আমাগো পাতলা খান গল্লীর মের্হামত মিয়া খস্ খস্ কইর্যা ঠ্যাং খাউজাইয়া কইলো, ‘ভাইসা’ব, বাঙালিরা তো’ চুয়ান্ন সালের Election-এর টাইমেই মুছলমান লীগরে ঘাউয়া বানাইয়া থুইছে। তা’ হইলে হগ্গল Election-এ ডাব্বা মাইরাও এই ব্যাডারা চলতাছে কেমতে? আর এই মুসলমান লীগের মাইন্ডে এতোগুলো ভাগাভাগি হইলো কেমতে?

মের্হামত মিয়ার Brain আইজ কইল খুবই খোল্‌তাই হইতাছে। বেডায় অখন History জানবার চাইতাছে। তয় কইতাছি। খেয়াল কইরা হুনিস্। ‘সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ওস্তাদ আইয়ুব খান আটান্ন সালে মেসিনগান-কামান দেখাইয়া ক্ষেমতা দখল করণের পর হগ্গল পাট্টি বেআইনী কইরা থুইলো। বছর কয়েক বাদে মওলবী সা’বে খাতির জমা কইরা Power-এর থাকনের লাইগ্যা করাচীতে সমুন্দরের পাড়ে শরাবন তহরার ফোয়ারা দিয়া মুছলমান লীগরে জিন্দা কইরা নিজেই এইডার পেরধান হইয়া বইলো। এইডারই নাম হইতছে কনভেনশন মুছলমান লীগ। কিন্তু পাঞ্জাবের মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, মাইনকাচের আবুল কাসেম্যা আর কুমিল্লার দাড়িকুল ইসলামে মিয়া দুই লম্বর কাউন্সিল মুছলমান লীগ বানাইয়া বইলো। আগায় খান পাছায় খান পেশোয়ারের খান আব্দুল কাইয়ুম খান দেখলো হেরে কেউ পোস্ট দেয় নাইক্যা। তাই অন্য কেউ যাতে কইর্যা হেরে হের পাট্টিডারে কইড়্যা নিতে না পারে, হেইর লাইগ্যা নিজের নামেই একটা মুছলমান লীগ খুইল্যা বইলো। এইডা এই যেমন লাগে ফুলবাড়িয়া হাটের মাইন্ডে হালা পাইত্যা একটা আদা-রওনের দোকান খুইল্যা বইলো আর কি? এই তিন লম্বরের নাম হইতাছে ‘কাইয়ুম মুছলমান লীগ’।

কনভেনশন মুসলমান লীগের ফাটাফাটি কাথা তো আগেই কইছি। এলায় কাউন্সিল মুছলমান লীগের ক্যাচকা মারামারির History কইতাছি। আসলে এইডা হইতাছে দুইজনে তিনডা পাট্টি। আঃ হাঃ! আগেও একদিন কইছিলাম। আইজ Reference আইলো বইল্যা কইতাছি। ঠ্যাটা মালেক্যার মিনিষ্টার ছলু মিয়ার হইতাছে One Man পাট্টি। হেতোনেই গোল কিপার আবার হেতোনেই সেন্টার ফরোয়ার্ড। কিন্তুক কাউন্সিল মুসলমান লীগের কাসেম্যায় একজন পাট্টি আবার দাড়িকুল ইসলাম একজন পাট্টি। দুইজন একলগে বইলেই Number থিরি পাট্টি। কাসেম্যা ভোগাচ্ মাইরা ঠ্যাটা মালেক্যার মিনিষ্টার হওনের পর দাড়িকুল ইসলাম কি রাগ? হেশে গেনজাম করবো দেইখ্যা দাড়িকুলরে আমেরিকা সফরে পাডাইছে। এইদিকে কাইয়ুম মুসলমান লীগের মহা কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হইয়া গেছে। রংপুরের ‘ন্যাশ’ কাদের, ময়মনসিংহের হাসিম উদ্দিনের লগে মিইল্যা আৎকা কাইয়ুম খানরে ধুম গাইল। এইসব গাইল পশতুতে তর্জমা হওনের লগে লগে ‘ইচিশতে উ না খুরী বুদামের’ কারবার হইয়া গেছে। কাজী

কাদের আর হাশিম উদ্দিন তিন লব্বর মুছলমান লীগ খনে অকরে গেট আউট হইয়া গেছে। আমাগো ঢাকার নবাব ফেমেলির থুড়ি হাটখোলা রোডের 'ন্যাশ' কাদের অখন টের পাইছে যে খুলনার ছবুর সা'বে পর্দার পিছন থাইক্যা জব্বর খেইল করছে।

বেডায় কাদের আর হাশিম উদ্দিনের তোপের মুখে ঠেইল্যা দিয়া পিছন খনে কাড়িং করছে। কাদেরয়ায় কি রাগ? একটা লাখ Statement দিয়া কইছুইন, খান ছবুর অনেক দিন থাইক্যাই 'ডাবল গেম' খেলতাছে। এই বারের Election-এ আওয়ামী লীগ জেতনের পর ছবুর সা'বে একটুক লাইন করণের টেরাই নিছিলো। কিন্তুক হেরে আওয়ামী লীগওয়ালারা অকরে ধাওয়াইয়া খেদাইছে। 'ন্যাশ' কাদের আর হাশিমউদ্দিন পানিতে পড়ছে দেইখ্যা, ভুট্টো সা'বের পিপিপি পাট্রির মাওলানা কাওসার নিয়াজী দুই ব্যাডারে Certificate দিয়া কইছে, 'বঙ্গালমুলুকের এই দুইজন লেতাই হইতাছে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী- হেরা ppp তে Join করবো। খবরের কাগজে এই রিপোর্ট দেইখ্যা দুই মিয়ার চক্ষু অকরে টেরা হইয়া গেছে। চিল্লাইয়া উঠছে না-না-না; আমরা সমাজতন্ত্রী নই, আমরা চাইর লব্বর মুছলমান লীগ বানাইতাছি। ছক্কু আত্কা গলার মাইন্দে খ্যকরানী মাইর্যা কইলো, 'যেমন মনে লইতাছে ঈদুল ফেতরের আগেই হালি দুয়েক মুছলমান লীগ তৈরী হইবো। কিন্তু Election-এর Result তো খোজার লগে গোলা যুগ করলে গোলাই থাকে।

হ-অ-অ-অ এই দিকে ভুট্টো সা'বে আকর একটা ডেইনগারাস্ কাথা কইছে। জুলফিকার আলী ভুট্টো কইছে, 'ইলেকশনের টাইমে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান দল ভারী করণের লাইগ্যা কইয়ুম খানে বিশ লব্বর লিকা দিছিলো।' লগে লগে কইয়ুম খানের পাঠান ঘেটু লুন্দখোর, লাহরের হীকুমতিতে সাংবাদিক সম্মেলনে চিল্লাইয়া উঠছে, 'এইডা অকরে বানোয়াট মিছা কাথা কই বাত।' ভুট্টো সা'বে Drink কইরা উন্ডা পান্ডা করতাছে। অল্প পানিতে পুঁটিমুছ খুব ফরফর করে। খুনী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামীর গোলাম আজম বায়তুল মোকাররমের সামনে চাইরশ' জনের একটা বি-রা-ট Public মিডিং-একইয়া বইছে, 'পিপল্‌স পাট্রির চেয়ারম্যান ভুট্টো আসলে Anti Pakistani। ক্ষেমতায় যাওনের লাইগ্যা এই বেডায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেকোনো কাম পর্যন্ত করতে পারে।'

ব্যাস্ কেইস খুবই খারাপ। পিপল্‌স পাট্রির কাওসার নিয়াজী তারিখে ইন্তেকলাল পাট্রির এয়ার মার্শাল আসগর খানের লগে সুর মিলাইয়া কইছুইন, 'বঙ্গাল মুলুকে রাজাকাররা স-অ-ব হইতাছে গুণ্ডা, বদমাইশ আর খুনীর দল। জামাতে ইসলামওয়ালারা এগো দলের মেম্বর কইরা রাজাকার বানাইছে।' হেইদিকে ডেরা ইসমাইল খানের ১৭জন পিপিপি লেতা এক Statement দিছে, 'দলে দলে বুড়া আইয়ুব খানের Supporter বা পিপল্‌স পাট্রিতে চুইক্যা পড়ছে। এগো লাত্থাইয়া খেদাইতে হইবো।'

এ্যাঃ এ্যাঃ! এইদিকে জমিয়তে ওলেমার মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরানী সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে দরবার দিছে, 'এই মুহূর্তে কাদিয়ানী এম.এম. আহম্মদকে

খেদাইতে হইবো। আর কাফের কর্ণেলিয়াসেরে দিয়া শাসনতন্ত্র বানানো না জায়েয কারবার হইবো।’ এইসব মহা গেনজাম কারবারের মাইন্দে হগগলের উপর টেকা মারছে লাড়কানার লাক্ড়া ভুট্টো। বেডায় ফরিনে যাওনের আগে এক মিডিং-এ Declare করছে ‘২৭শা ডিসেম্বরের মাইন্দে পার্লামেন্ট না ডাকলে কেইস খুবই খারাপের দিকে যাইব।’ কেমন বেড়া একখান!

এই ছক্কু হেগো মাইন্দে ফাটাফাটি আর গেনজামের কথা হইন্যা হা কইর্যা রইছো কীর লাইগ্যা? বুঝছোস্ সেনাপতি ইয়াহিয়া এই হগগল পাট্রিরে এক কইর্যা বিকুগো লগে পাইট করণের হপন দেখতাছে।

হেইদিকে তো’ নরায়ণগঞ্জের কালীরবাজার আর মুন্সীগঞ্জের গাজুরিয়ায় বিকুগুলার গাজুরিয়া মাইর আরম্ভ হইয়া গেছে। পশ্চিম দিকে সাতক্ষীরা, সুন্দরবন, গোপালগঞ্জ, গৌরনদী, বানারীপাড়া এইসব এলাকায় বিকুরা গরু খোঁজা কইর্যাও আইজ-কাইল আর মছুরা পাইতাছে না। অকরে ধলি। সব মছুরাই এখন ভাগোয়াট্ কারবারের মাইন্দে পড়ছে। কসবা, শালদিয়া, কুমিল্লা, ফেনী, চৌদ্দগ্রাম, ময়নামতির হেইমুড়া খালি কারবারের পর কারবার চলতাছে। মছুরা কিল মারতে আইলেই বিকুগো হাতে গাবুর সাইজের থাপ্পড় খাইতাছে। গুতাইতে আইলেই লাথি খাইতাছে, চিরকিত্ হইলেই মেরামত হইতাছে। সিলেটের হাওড় এলাকায় মছুরা গেলেই হাওয়া হইয়া যাইতাছে। রংপুর-দিনাজপুরের একই কারবার চলতাছে। অজুইল ফেরেশতা এখন নতুন কেতাব বানাইয়া তুফান দৌড়াদৌড়ি করতাছে। খালি অমুক খান, তমুক খান, ডট্ ডট্ খান গয়রহ শিয়ালকোট, লাহর, মন্টগোমেরী পতি লিইখ্যা থুইতাছে। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া সোবেহ্ সাদেকের টাইমে আজানের সুরে খালি তার ফরিন গার্জিয়ানগো ডাকতাছে।

কিস্কুক বিকুগুলার গাবুর আড়ি যখন একবার শুরু হইছে তহন এউগুলারে থামাইবো কেডায়। হে মছুরা সম্রাট ইয়াহিয়া, সাতমাস ধইর্যা বহুত ট্রিক্স করছিলো- Internal-External কত কিছু? এখন তাড়াতাড়ি কইর্যা পোলার হাংগা দিয়া মক্কায যাওনের বুদ্ধি করলে কি হইবো? বঙ্গাল মুলুকের ক্যানো আর প্যাঁকের মাইন্দে যে সব মছুরা ঠ্যাং হান্দাইছে তাগো বাঁচাইবো কেডায়? হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, লাহর আর ঢাকার তনে আবার কড়া কিসিমের খবর আইছে।

৯৯

অক্টোবর ১৯৭১

কুফা। পাকিস্তান থাইক্যা আবার কুফা খবর আইতাছে। বঙ্গাল মুলুকে গড়বড় হওনের গতিকে পাকিস্তানের কলকারখানায় লাল বাণ্ডি জ্বলতে শুরু করছে। ন্যাশনাল টায়ার এ্যান্ড রবার কোম্পানিতে হেই কারবার হইয়া গেছে। মানে কিনা হেইখানে আইজ-কাইল

ভোমা সাইজের তাল ঝুলছে। পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানি- যেখানে ছিকরেট বানায়, হেই কোম্পানিতেও মাত্র একদিনেই এক হাজার মজদুরের আস্‌সলামালাইকুম কইছে। মানে কিনা মাফ চাই মহারাজ- এলায় রাস্তা মাপবার পারেন। পজিশন অক্সরে আমাগো ক্ষেমতার বাইরে গ্যাছেগা। করাচীর মিল-ফ্যাক্টরির খনে এ্যার মাইন্ডেই হাজার হাজার মজদুর বেকার হইয়া পড়ছে। বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা যেই সব ডাহিনা মুড়া দিয়া লিখইন্যা ব্যবসায়ী শিল্পপতি বিদ্রুপ্তলার খতির জমা কারবারে ভাগোয়াট হইয়া আছিলো, হেরা অখন পাকিস্তানের ক্যাডাবেরাস্ অবস্থা দেইখ্যা পূর্বআফ্রিকা, বাহরায়েন, কুয়েত ভাগ্‌বার তাল তুলছে।

লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, লায়ালপুর, শিয়ালকোট, এলাকার মিল ফ্যাক্টরিগুলোতেও মালিকরা ধেনাধন্ Lock-out শুরু করছে। ভোমা ভোমা সাইজের মালিকগুলো মজদুরগো গাবুয়া পিডানীর ডরে মিলের দরজায় তাল দিয়া ভাগতাছে। মালপত্রের বিক্রি-পাট্টা বন্ধ হওনের গতিকেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইছে। পাকিস্তান আইজ-কাইল অক্সরে বেকারস্থান হইয়া গ্যাছে। এই রকম একটা অবস্থায় কোরেশী নামের এক পাঞ্জাবি বেকার পোলায় হেইদিন করছে কী? রাওয়ালপিন্ডিতে যাইয়া- আমার কান্দন আইতাছে, কমু না, কমু না?— কইতাছি, কইতাছি, কইতাছি। কাশ্মীর ধইর্যা টাইনন না, কাপড় ধইর্যা টাইনন না। হেই বেডায় ঠিক বাইছ্যা বাইছ্যা এম.এম. আহম্মকের ঘরে ঢুইক্যা ইয়া আলীর কারবার কইর্যা দিলো। একটা হুজুর ছোরা আহম্মকের পেটের মাইন্ডে হান্দাইয়া দিলো।

ছকু মিয়া হাতের আঙ্গুলের খনে বেকার চুনা একবারে মুখের মাইন্ডে দিয়া কোঁত কইরা মুখের পানের পিকগুলো খিইল্যা খাইয়া আন্তে কইর্যা কইলো, ‘এই কোরেশী ব্যাডায় আহম্মকরে চিনলো কেহু? সাইডের খনে মেরামত মিয়া অক্সরে ফাল্ পাইড়া উডলো, ‘আরে এই ছলু মিয়া, থুঙ্কঃ- হেইডা তো আবার ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী হইয়া গ্যাছেগা। এই ছকু মিয়া, লেখাপড়া তো’ আবার শিখিস্ নাই- মানচিত্র বুছছোস্- মানচিত্র থাইক্যা নিছে।’ ছকু তখনো হা কইর্যা রইছে। আমি কইলাম, ‘আবে এই ছকু, মুখ বন্ধ কর- মাছি হান্দাইবো। মানচিত্রের Meaning ডা আমি কইয়া দিতাছি। মানচিত্র মানে হইতাছে তসবির- মানে ফটো। লাহোরের ইমরোজ কাগজের মাইন্ডে আহম্মক সা’বের ফটো বারাইছিল। হেই ফডোওয়ালা কাগজটা বগলে লইয়া এই কোরেশী রাওয়ালপিন্ডিতে গেছিলো। তারপরে বুঝতেই পারতাছোস্! খতির জমা কারবার হইয়া গেল। ব্যাডায় আহম্মক এখনো নাকি মেলেটারি হাসপাতালে ফলসিং দম লইয়া বাঁইচ্যা আছে। করাচীর খনে ফিইর্যা আইস্যাই হেইদিন সেনাপতি ইয়াহিয়া আহম্মকটারে দেখতে গেছিলো।

হ-অ-অ-অ এইদিক্‌কার কারবার হনছেন নি? ছকু অক্সরে ফাল্ পাইড়া উডলো- ‘হনছি, হনছি এইদিক্‌কার কারবার হনছি। এইদিকে স-অ-ব অক্সরে Normal। ‘ছকুর কথায় আমি অক্সরে থ’ বইন্যা গেলাম। তয় কি ঠ্যাটা মালেক্যায় আবার নতুন ট্রিক্স

করলো নাকি? ছকু তার খয়েরী রং-এর দাঁতগুলো বাইর কইর্যা একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিয়া কইলো, 'ছ্যার, আপনারেও কেমন ভোগা মারলাম। ছয়মাস ধইর্যা যা' দেখতাছি তাতে মনে হইতাছে, বঙ্গাল মুলুকে বিক্ষুণ্ডলার কায়কারবার মানে কিনা ডিনামাইট, Hand granade দিয়া রাস্তাঘাট, রেল লাইন, ব্রিজকালভার্ট উড়ানো, মাইন দিয়া জাহাজ-স্টিমার ডুবানো, বেগুমার মছুয়া-রাজাকার হত্যা আর একটার পর একটা এলাকা মুক্ত করাটাই তো' Normal কারবার। ক্যামন বুঝতাছেন? বঙ্গাল মুলুকে অঙ্করে Normal হওনের অবস্থার মানেটা কী? তাই কইছিলাম বঙ্গাল মুলুকে বিক্ষুণ্ডলাও Normal কারবার করতে চায়, ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজীও Normal করতে চায়। এখন দুই Normal-এর মাইন্ডে তুফান পাইট চলতাছে।' ছকুর বুদ্ধি দেইখ্যা আমি অঙ্করে অবাক হইয়া গেলাম।

দিন দিন বেডার Brain টা খোলতাই হইতাছে। এইদিকে দুইডা খবর এক লগে আইছে। কোনটা থুইয়া কোনটা কই? বিক্ষুণ্ডলা একটা খুবই খারাপ কারবার করছে। দিনা কয়েক একটা ছেরাবেরা কারবারের খবর চাপিস কইর্যা থুইছিল। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন বহনের লগে লগে এই খবরডা 'তওফা' মানে কিনা উপহার দিছে। মুক্তি বাহিনীর বিক্ষুণ্ডলা ঠিক হিসাব কইর্যা এর মাইন্ডে হলনা জেলার মঙ্গলা পোর্টে-আহারে- একটা Normal কারবার করছে। বাইছ্যা বাইছ্যা মার্কিনী জাহাজ ইউ.এস.এস. নাইটিঙ্গেল'রে মাইন দিয়া উড়ছে আর পাকিস্তানী জাহাজ 'আল মুরতাজা'রে অঙ্করে হোড়ল কইর্যা দিছে। হেইডার মাইন্ডে ঘল ঘল কইর্যা পানি হান্দাইতাছে। হেই-ই যে ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী সা'বরে সাজিশন করছিল, রাস্তাঘাট আর রেল লাইনের ছেছেরা অবস্থা হওনের গতিকে দরিয়া দিয়া যাতায়াত শুরু করলে কেমন হয়? এইডা তারই জবাব। আত্কা আমাগো সেরকাটু মোহাম্মদ তপন ঝাঁড়া খাড়ায়া পড়লো। কইলো, 'ভাইসা'ব মনে হইতাছে, এই বিক্ষুণ্ডলা ইচ্ছামতো কারবার করতাছে। আমার বিশ্বাস আল্লায় হগ্গল রাজাকার আর মছুয়োগো মউত এই বঙ্গাল মুলুকে হইবো বইল্যা লিইখ্যা থুইছে। না হইলে যতই দিন যাইতাছে, ততই এই বিক্ষুণ্ডলার ক্ষেমতা বাড়তাছে কেমতে? এর মাইন্ডে আবার কইছে মুক্তি বাহিনীর জন্য অফিসার রিক্রুটমেন্ট শুরু হইছে। তয় কি আসল মাইর এখনও শুরু হয় নাইক্যা? এদিন ধইর্যা বিক্ষুণ্ডলার নমুনা কায়কারবারেই মুছুয়াগুলো হইত্যা পড়ছে। আসল জিনিষ শুরু হইলে না জানি কী হয়? হেইদিকে বলে মুক্ত এলাকায় আরো হাজারে হাজারে বিক্ষু তৈরী হইতছে।' সেরকাটু মোহাম্মদ গলার মাইন্ডে একটা জোর খ্যাকারানী মাইর্যা কইলো, 'ভাইসা'ব, আর একটা খবর তো' কইলেন না?'

আঃ হাঃ! চেইতেন না, চেইতেন না। কইতাছি। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জঙ্গী সরকার একটা জব্বর টিম পাঠাইছে। পয়লা নম্বরেই হইতাছে চুষ-পাজামা ছিরিহুট নিবাসী মাহমুদ আলী। এই বারের ইলেকশনে বঙ্গাল মুলুকে হারু মেস্বারগো মাইন্ডে ফাস্ট। মানে কিনা সেনাপতি ইয়াহিয়া যখন Order দিলো সবচেয়ে কম ভোট

পাওয়াইন্যা বেডারে আমার দরকার। ব্যাস চুষ-পাজামার কপাল খুললো। Progress রিপোর্ট লইয়া আব্বাজানের অঙ্করে গোদের মাইন্ডে যাইয়া বইয়া পড়লো। দূসরা লম্বরে হারু পাট্রির নেতা শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। বাড়িতে উর্দু কথা কয়। মালখান কী রকম বুঝতে পারতাহেন তো'। ইলেকশনে আওয়ামী লীগের হাতে কাঁচকা মাইর খাইয়া বেডায় বাংলা নেশনাল লীগের তরফ থাইক্যা বাজীমাত্ করণের লাইগ্যা ফেক্রয়ারি মাস থাইক্যা বাংলাদেশ আজাদী করণের ডাক দিছিলো। কিন্তু ২৭শা মার্চ যখন হের তোপখানা রোডের বাড়িতে মছুয়ারা খামুখা দুইজনরে মার্ভার করলো, তখন লেজ গুটাইয়া শাহ সা'বে পিয়াজীরে কইলো, 'ছ্যার ম্যায় তো বিহারী হুঁ, যো বোলা থা উতো Political Stunt থা।' তিসরা নম্বরে 'খাউপস্টা' সাদী। বগুড়ায় 'খাইপস্টা' কয়। যমুনা নদীর দক্ষিণে কয় 'খাচ্চোর'। এ হেনো সাদীরে চিনা খুবই মুঞ্চিল। মুখে দাড়ি- মাথায় টুপি কিছুই নাইক্যা, ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কোনোই জ্ঞান তার হয় নাই। দুনিয়াতে বদমাইশী কাম এমন নাই যা করে নাই। কিন্তুক এইবার বগুড়ার থনে ইসলামের দোহাই পাইড়া ইলেকশনে চালিং করছিল। Result as usual. মানে কিনা যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। এ.টি.সাদী ব্রাকেটে দরদী সংঘ সাহেব 'সসম্মানে' জামানত বাজেয়াগুসহ পরাজিত হইয়াছেন। এই ব্যাপারে সাদী সাহেবের অতীত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তা এইবার Election-এর Result আগে হইতেই আন্তাজ করিতে পারিয়া ভদ্রলোক ইসলাম পছন্দওয়ালাদের নিকটে হইতে যে মাল-পানি পাইয়াছিলেন তাহার দশভাগের এক ভাগ খরচ করিয়া বাকী পকেটস্থ করিয়াছেন। ঢাকার ছলিমুল্লাহ মুছলিম হলের ছাত্র থাকার সময় ছুটির মাইন্ডে বেডায় একবার বারান্দার হগগল ইলেকট্রিক বাল্ব চুরি, থুড়ি গুঁদা মাইয়া বেইচা দিছিলো। এখনও পর্যন্ত বেডায় এইভাবেই সংসার চলাইতাহে। এই মালরে খুঁইজ্যা বাইর করণের লাইগ্যা ঠ্যাটা মালেক্যার কোনোই কষ্ট হয় নাইক্যা। কেননা মাল্‌ডা বগুড়ার বদলে ঢাকাতে বইস্যাই মালেক্যার লগে Connection রাখছিল। এরপর রইছে রিফিউজি রাজিয়া ফয়েজ। হের আব্বাজান সৈয়দ বদরুদ্দোজা ইন্ডিয়াতে Spying-এর ব্যাপারে আটকা পড়ছে। লগে লগে ইয়াহিয়া দোজ্জা সা'বের মাইয়ারে জাতিসংঘ ডেলিগেশনের মেম্বর বানাইছে। এলায় বুঝছেন, ঠ্যাটা মালেক্যায় চা-পাট-চামড়ার অভাবে কি ধরণের মালপত্র Export করছে। আমাগো চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী লন্ডনে যাইয়া কইছে, 'বঙ্গাল মুলুকের অবস্থা অঙ্করে Normal।' এইদিকে বকশী বাজারের ছক্কুও কইতাছে 'অবস্থা অঙ্করে Normal'-বিচ্ছুণ্ডলার তুফান কারবার চলনেই অবস্থা Normal রইছে। এলায় ক্যামন বুঝতাহেন?

হ-অ-অ-অ হেইদিক্কার কারবার হনছেন নি? হেইদিন ঠ্যাটা মালেক্যায় একটা কাম করছিল। হবু চন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীগো শপথ লওনের পর গভর্নমেন্ট হাউসের একটা কামরার মাইন্ডে লইয়া কইলো, 'আপনাগো মাইন্ডে যারা যারা বিচ্ছুগো ডরান হেইগুলা এই মুড়া আলাদা হইয়া বসেন। পালের গোদা মাইনক্যাচরের আবুল কাসেম যাইয়া বহনের লগে লগে বাকীগুলা সুড় সুড় কইর্যা যাইয়া বইলো। কিন্তু একী? একটা

মাল আর গেল না। হেইডা হইতাছে ছলু মিয়া, মানে কিনা মোহাম্মদ ছোলায়মান। বেডায় কইলো কি জানেন? হেতোনের ওয়াইপ, মানে কিনা বিবি সা'বে হেরে কইয়া দিছে, 'হগ্গল টাইমে খেয়াল রাখবা, যেইদিকে লোকজন কম থাকে হেইদিকে থাকবা।' ছ্যার হেইর লাইগ্যাই আলগা হইয়া বইস্যা আছি। আসলে বিচ্ছুগুলার ডরেইতো মন্ত্রী হইছি। যেখানেই যামু হেইখানেই তো গার্ড থাকবো। কেমন বুঝতাছেন? ছুলুর কারবার সারবার।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম কুফা। ঢাকা-করাচী-ইসলামাবাদের হগ্গল জায়গাতেই আইজ-কাইল কুফা অবস্থা চলতাছে।

১০০

অক্টোবর ১৯৭১

ক্যারে হা করা আও করিছু না ক্যা? ক্যারে মগরা চোখা, লোক করে আছু ক্যা। কবু না? সূর্যের উপকারিতা কি?

হামি কমু, হামি কমু? 'সূর্যের উপকারিতা স্যার? সূর্যের আগুন দিয়া না, বেড়ি ধরান যাবি।'

কি কলু? সূর্যের আগুন দিয়া বেড়ি ধরাব? শুভা ক্যাংকা করে হয়রে?

আসামের মাইনক্যাচরের আবুল কাসেম আল সাং প্রযত্নে ঠ্যাটা মালেক্যা, এই রকম একটা কারবার কইর্যা ফেলাইছে। কইর্যা দুইজন মাইনষের তিনডা গুরুপের পাট্রি কাউন্সিল মুসলমান লীগের মাইন্ডে ল্যাং মাইর্যা দারিকুল ইসলামেরে চিৎ কইর্যা ফালাইয়া মন্ত্রী হওনের পর শুভা ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওনের টেরাই নিতাছে। হাজার হইলেও পুরানা হাড্ডি। মরা পাকিস্তানের পয়লা জামানার বেডায় একবার পার্লামেন্টে প্রস্তাব করছিল, বিশ বছরের লাইগ্যা হগ্গল Opposition পাট্রিরে বেআইনী ঘোষণা করলে ক্যামন হয়?

এইবার মন্ত্রী হওনের লগে লগে ব্যাডায় সেনাপতি ইয়াহিয়া খানরে মাখখনবাজী করণের লাইগ্যা পুরানা বোতলের বটিকা বাইর করছে। এইটার নাম 'ছত্রিশ মহাশক্তি জীবন রক্ষক বটিকা।' আর নিজে পেরতেক দিন সকালে 'তাল মাখনা' খাইতে গুরু করছে। গুস্তাদে কইছে, 'তেল তিসি তাল মাখনা— খায় জানানো হয় মরদানা'। কাসেম্যায় ইয়াহিয়া সা'বের কাছে দিলের মাইন্ডে থাইক্যা আরজ করছে, 'হুজুরে আলা, পাকিস্তানের মাইন্ডে আল্লাহর ওয়াস্তে এক পাট্রির শাসন ক্যয়েম কইর্যা ফেলান। বাকী হগ্গল পাট্রিরে বেআইনী কইর্যা দেন।' কাসেম্যায় অনেক Think কইর্যা দেখছে, এক পাট্রির কারবার হইয়া গেলে তো' নমিনেশন পাইলেই যথেষ্ট। কী মজা! কী মজা! Election-এ হারনের ব্যাপার থাকবো না। আল্লায় সারাইছে। ভ্যাগিস্ এইবার আব্বাজান ইয়াহিয়া সা'ব ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া হগ্গল হারু পাট্রির মালগো খুঁইজ্যা বাইর কইর্যা মন্ত্রী বানাইয়া World

Record করছে। হেইর লাইগ্যাই তো এই রকম একটা চাপিং হইছে। এখন এলাকার মাইনবেরে কওন যাইবো। No, No, No, এলাকায় না, এলাকায় না। অংপুর এলাকায় তো আবার বিচ্ছুগলার গাবুর মাইর চলতাছে। বিবি সা'ব পোলাপান গো কওন যাইবো, মছুয়াগো জামানায় Election-এ হারু ব্যাডারাই কেমন সোন্দর মস্তী হয়। কিন্তুক কাসেম্যায় এক পাট্রির ব্যাপারটার মাইন্দে বুঝতে ভুল কইর্যা ফেলাইছেন। পাকিস্তানের তো ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস খনেই এক পাট্রির রাজত্ব চলতাছে। খ্রিষ্টান কিলারের Lover বুড়া আইয়ুব খানের টাইম থাইক্যাই তো' মছুয়া পাট্রির শাসন কায়েম হইছে।

আমাগো মেরহামত মিয়া আংকা খক্ খক্ কইরা কাইস্যা উডলো। ম্যাচ্ বাস্তির কাডি দিয়া কান খাউজ্যাইয়া কইলো, 'বুঝছি, বুঝছি, পাকিস্তানের মাইন্দেই তো' চাইডা মাত্র পাট্রি আছে না? পয়লা মছুয়া পাট্রি-মানে মেলেটারি; দুসরা অফিসার পাট্রি মানে এম.এম. আহম্মকের দল; তিসরা শিল্পপতিগো পাট্রি মানে আদমজী-ইস্পাহানী-ফ্যাসী-দাউদ-সায়গল আর চাইর নম্বরে হইতাছে ব্যবসায়ী পাট্রি মানে দাদা-আব্দুর রহমান-আব্দুল গনির দল। আমাগো ছক্ মিয়া পচৎ কইরা একগাদা পানের পিক ফালাইয়া কইলো, 'তা হইলে যে দেখতাছি, তিনডা মুসলমান লীগ, হক্কা নছরুল্লার পিডিপি, ছলু মিয়ার কে. এস.পি. খুনী মওদুদীর জামাত, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর লেজামে ইসলাম, মওলানা হাজারভির জমিয়তে উলামা, লাড়কানার ভূট্টার পিপিপি- এইগুলো সব ঘেটু পাট্রি নাকি? বড় বড় গয়না নাওয়ার পিছনে যেমন কইর্যা একটা ছুডো নাও বান্ধা থাকে, হেইরকম একটা ব্যাপার নাকি? আমি দু'জনের বুঝবার ক্ষমতা দেইখ্যা অক্করে থ' বইন্যা গেলাম। দিনে দিনে ছক্ আমা মেরহামত মিয়ার Brain অক্করে খোলতাই হইতাছে।

আইজ-কাইলকার দুনিয়ার মাইন্দে একটা আবিষ্কার খুবই জব্বার হইছে। হেইডা হইতাছে, যখনই কোনো নেতা আন্তাজ করতে পারে যে পাবলিকে তারে বেশি ভালোবাসইস্যা ফেলাইছে, মানে কিনা যেকোনো টাইমে একটুক্ ঘষাঘষির কারবার কইরা ফেলাইতে পারে, তখন ব্যাডায় আর পাবলিক মিডিং করে না। মোক্ষম দাওয়াই রইছে- যার নাম সাংবাদিক সম্মেলন। হেই কাম শুরু কইর্যা দেয়। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় গেল সাড়ে ছয় মাসের মাইন্দে কোনো Public Meeting হয় নাইক্যা। কারণ হেইখানকার হগ্গল হারু পাট্রির নেতারা পাবলিকের ঘষাঘষির ব্যাপারে খুবই ডরাইতাছে। এর উপর আবার রইছে বিচ্ছু। তাই হারু পাট্রির নেতারা এখন খালি সাংবাদিক সম্মেলন করতাছে। এইসব নেতাগো মাইন্দেও আবার এই রকম মাল রইছে যারা সাংবাদিক সম্মেলনরেও ডরাইতাছে- ঠ্যাং কাঁপে। তাই ইসলামাবাদের সামরিক জাস্তা আর একটা দাওয়াই বার করছে- হেইডার নাম বিশেষ সাক্ষাৎকার।

মানে মেজর সালেক গবর্ণমেন্টের মাইনা করা এ.পি.পির খনে না হইলে রেডিও গায়েবী আওয়াজ খনে একটা পোলারে হেই নেতার কাছে পাডাইয়া দেয়। ব্যাস্, হারু পাট্রির নেতায় জাতির উদ্দেশ্যে কতকগুলো মিছা কথা হড় হড় কইরা ফেলাইলো। লগে

লগে ঢাকার সোয়া তিন হাজার সার্কুলেশনওয়ালা পাকিস্তান অবজার্ভার, মনিং নিউজ, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম, আজাদ- এইসব কাগজ ভোমা ভোমা সাইজের হেডিং দিয়া ছাপাইয়া দিলো। হেইদিন খাসীর গুদার গুরুয়া দিয়া তন্দুর রুটি খাইয়া পাকিস্তান অবজারভারের মাহবুবুল হক যাইয়া মেজর সালেকরে কইলো কি 'স্যার কিছু রাইফেল, মেশিনগান, Hand granade গোটা দুই টেবিলে সাজাইয়া ফডো তুইল্যা খবরের কাগজে ছাপাইলে কেমন হয়? আমরা কমু এইগুলার নাম মুখে আনা যায় না- হেগো কাছ থনে দখল করছি। তা' হইলেই তো' আমাগো সোলজার আর রাজাকারগো Morale Strong হইবো। যেমন বুদ্ধি, হেমন কাম।

পরদিন সকালে ঢাকার খবরের কাগজের মাইন্ডে কী সোন্দর এই ফডো বাইরাইলো। কিন্তু মাহবুব সা'ব আপনার ওস্তাদ হরিবল হক তো কায়দা কইরা ফরিনে ভাগছে। আপনে Election-এ হারনের পর এতো তেল মালিশ কইর্যাও তো ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজীর নেক নজরে পড়তে পারলেন না? আপনার কপালডাই কুফা। আম- ছালা দুইডাই হারাইলেন। এইডারেই কয় Mango Gunny Bag, Both Gone.

এর মাইন্ডে কারাবর হনছেন নি? এয়ার মার্শাল আসগর খানের চিনছুইন। হেই যে ব্যাডায় আইয়ুব খানের টাইমে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান আছিলো। হেতোনে ঢাকায় একটা সাংবাদিক সম্মেলন করছে। মার্শাল সা'বের কথাবার্তায় ঠ্যাটা মালেক্যা-জেনারেল পিয়াজীর কি রাগ? লগে লগে মেজর সালেক কয়েকটা খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশন অফিসে টেলিফোন কইর্যা দিলো। ব্যাস্ এয়ার মার্শাল আসগর খানের খারাপ কথাবার্তাগুলো আর কেউই জানহু পারলো না।

ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড্যা উঠলো, 'কী কথা কইছে হেইডা কঙন লাগবো।' কইতাছি, কইতাছি। তাই কইখ্যা পাজামার বন ধইর্যা টাইনেইন না। আসগর সা'বে কইছে, মালেক্যা-পিয়াজী মিইল্যা যেসব শান্তি কমিটি বানাইছে, হেরা Riot কইর্যা বেড়াইতাছে আর মালেক্যার মন্ত্রীসভা অক্করে কুফা-পাবলিকে সেইগুলার গতরের মাইন্ডে থুক দেয়। হেইগুলারে ডেরেনের মাইন্ডে থাইক্যা তুইল্যা আনছে। আপনারাই কন? এইসব কথাবার্তা চাপিস্ করণ ছাড়া আর কোনো রাস্তাই নাইক্যা।

হ-অ-অ-অ এইদিক্কার কারবার কই নাই, না? বিকুঙলা দিনা কয়েক হইলো গাইবান্ধা মহকুমায় অক্করে ছেরাবেরা কাম কইর্যা ফেলাইছে। গেরামের মাইন্ডে যেমনে কইর্যা টেকির মাইন্ডে পাড় দিয়া ধানর থনে চাইল বাইর করে, বিকুঙলা রাজাকার আর মছুয়াগুলারে হেইরকম এটা কারবার কইর্যা ফেলাইছে। আরে দৌড়-রে দৌড়। কিন্তু দৌড়াইয়া যাইবো কোন মুড়া- অ্যাঃ! ব্রহ্মপুত্র নদীর দুইদিকেই তুফান কারবার শুরু হইয়া গেছে। ময়মনসিংহ-সিলেটের উত্তর মুড়া থাইক্যা গাইবান্ধা-কুড়িগ্রাম-ঠাকুরগাঁ অক্করে মছুয়াগুলার গোরস্থান হইয়া গেছে। এর মাইন্ডে আবার চাপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, নোয়াখালীর থনের মাজমাডার খবর আইতাছে। জেনারেল পিয়াজীর একটাই অর্ডার, 'রাজাকার লোককো মরণে দেও, মগর মছুয়া বাঁচাও' কিন্তুক

মরণে যাগো ডাক দিছে তাগো বাঁচাইবো কেডা? আগেই কইছিলাম এক মাঘে শীত
যাইবো না! অখন কাঁদলে কি হইবো?

১০১

অক্টোবর ১৯৭১

আইজ একটা ঘটনার কথা মনে পইড়্যা গেল। বছর দশেক আগেকার কথা। আমাগো
ছক্কু ঠ্যাটা মালেক্যার জেলা কুন্টে আর যশোর বেড়াইবার গেছিলো। দিনা পনেরো বান
ছক্কু মিয়া টেরনে কইর্যা ঢাকায় ফেরত আইলো। তখন সিদ্দিক বাজারের বগল দিয়া
ফুলবাড়িয়া স্টিশনে নামন লাগতো। ছক্কু কুন্টে আর যশোরের মাইদে দেখছে হেইখানে
কেতাবের বাংলায় Public-এ কথা কয়। অনেক কষ্ট কইর্যা ছক্কু এই কেতাবী বাংলা রপ্ত
করছিল। টেরনের থনে ফুলবাড়িয়া স্টিশনে নাইম্যা ভাবলো এখন থাইক্যা কুন্টে-
যশোরের ভালো বাংলা কইতে হইবো। ইস্টিশন থাইক্যা বাইর হইয়াই একটা চক্চকা
দেইখ্যা রিকসাওয়ালারে বোলাইলো। ‘ওহে রিকসাওয়ালা ভাড়া যাবে?’ ‘যামু না কীর
লাইগ্যা- কই যাইবেন? আহেন, আহেন’। ‘সদরঘাট মোড় কত নিবে?’- ‘আরে কন
কি? আপনার কাছ থনে তো আর বেশি লমু কী? বারো আনা পহা দিয়েন আর কী?’
আমাগো ছক্কু অন্ধর ভেড়া হইয়া গেল। এলায় কুন্টে কী? কেতাবী বাংলা কওনের ঠ্যালায়
চাইর আনা ভাড়া বারো আনা হইয়া গেল। কইসটা কি? ছক্কু একটুক Think কইর্যাই
বুঝলো ট্রিক্স কইর্যা বুঝাইতে হইলো যে হেতানে ঢাকার মাল। তাই আত্কা কথা
কওনের আসল ভাঁজটা বাইর কইর্যা ফেলাইলো। কি হইলো মিয়া বারো আনা কীর
লাইগ্যা? টেকা অউগ্যা পুরাই কইয়েন। কিন্তুক গাং পার কইর্যা থুইয়া আহন লাগবো।
হেই যে বুড়িগঙ্গা হেইডার হেইপার যাওন লাগবো কিন্তুক।’ ছক্কুর গলার ভাঁজ থনেই
রিকসাওয়ালা বুইখ্যা ফেলাইলো- মাল কোন্ খানকার। ব্যাডায় জিবলার মাইদে একটা
কামড় দিয়া কইলো ‘আহেন, আহেন সা’ব- এটু চাপিং কারবার টেরাই নিছিলাম। মাফ
কইর্যা দিয়েন। চাইর আনা পহা দিয়েন আর কি? কেমন বুঝতাছেন? আমাগো ঠ্যাটা
মালেক্যায় রিকসাওয়ালা হইয়া গেছে। খালি চাপিং কারবার চায়। আর বিচ্ছুগলার ভাঁজ
পাইলেই ল্যাজ গুটাইতাছে।

এইদিকে চেইত্যা গেছেন। সেনাপতি ইয়াহিয়া সা’বে চেইত্যা গেছেন।
ইসলামাবাদের সামরিক জাহার পররাষ্ট্র ছেফ্রেটারি ছোলতাইন্যা মস্কো থাইক্যা ধাওয়া
খাইয়া ফেরৎ আহনের গতিকে খান সা’বে হের উপর চেইত্যা গেছেন। বেডার লগে
এতো ড্রাম তেল আর মাখখন পাডাইলাম- তবুও কিছু করতে পারলো না। উল্ড়া ধাওয়া
খাইলো। সোভিয়েট রাশিয়া অখন কইতে শুরু করছে, বাঙালিগো যে রায়- হেই মতোই
সমস্যার সমাধান হইবো। আমাগো মেরহামাত মিয়া একটা টুলের মাইদে
ঝিমাইতেছিল। আত্কা একটা গুয়ামারি হাসি দিয়া কইলো, বাঙালিগো রায় তো আগেই

দিয়া দিছে। ১৬৯-এর মাইন্ডে ১৬৭টা শেখ সা'বের আওয়ামী লীগে। অকরে World Record কইর্যা বইয়া আছে। এর মাইন্ডে শুরু হইছে বিকুণ্ডলার গাবুর মাইর। আইজ সাড়ে ছয়মাস ধইরা মছুয়াগুলা খালি কোবানী খাইতাছে। অখন বলে আবার বিকুণ্ডলার আসল মাইর শুরু হওনের টাইম আইছে। এক লগে হাজার হাজার বিকুর ট্রেনিং পরায় Complete, এই রকম একটা গেনজাম কারবার দেইখ্যা ইয়াহিয়া সা'বে শ্রীহট্ট নিবাসী চুষ-পাজামা মাহমুদ আলীরে জাতিসংঘে পাড়াইছে। বেডায় কী কান্দন। থাইক্যা থাইক্যা আংরেজিতে হিচকি পর্যন্ত তুলছে। পররাষ্ট্র ছেক্রেটারি ছোলতাইন্যা যা লেইখ্যা দিছে, চুষ-পাজামা খালি ঘুইর্যা ফিইর্যা পুরানা কথাবার্তাই কইতাছে। মুহলমান-মুহলমান ভাই ভাই, Murder করি আপত্তি নাই। বঙ্গাল মলুকে দশ লাখ মানুষ মার্ডার করণের পর চুষ-পাজামা কি সোন্দর ভুল ইংরাজি উচ্চারণে কইছে এইডাও ইন্ডিয়ার কারসাজি। মাইনষে বুড়বক্ হইলে এই রকমের কথা বার্তাই কয়। ব্যাডায় বিয়া করইন্যা মাতারিরে কুমারি বানাইবার টেরাই করতাছে।

২৬শে মার্চ যেইখানে ইয়াহিয়া সা'বে করাচীতে ভাইগ্যা যাইয়া রেডিওতে কইলো, 'আমি বাঙালি Murder-এর Order দিছি, হেইখানে অহন চুষ-পাজামারে দিয়া কড়া কিসিমের ফলসিং কারবার চালাইতাছে। মনে লয় দুনিয়ার মাইনষে কিছুই বোঝে না। এজন্যই নিউইয়র্কে পঞ্চাশটা জোট নিরপেক্ষ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগো সম্মেলনে ইসলামাবাদের সামরিক জাস্তার কোনো বেডাওই টুকতে দেয় নাইক্যা। এছাড়া আবার প্রস্তাব পাশ কইর্যা ইয়াহিয়া গবর্নমেন্টের মাইন্ডে থুক্ দিছে। এই খবর পাইয়া খান সা'বে ছোলতাইন্যার উপর কি রাষ্ট্র আমাগো চুষ-পাজামা মাহমুদ আলীর আবার জাতিসংঘের আপিসে সাংবাদিক সম্মেলন করণের চিরকিং হইলো। ব্যাস সাংবাদিকগো প্রশ্নের ঠালায় বেডার কি কাঁপতে শেষে হো গিয়া ভাই-মানে কিনা সাদা রং-এর চুষ পাজামা বাসন্তী Colour হইয়া গেল। এক সাদা চামড়ার রিপোর্টার জিগাইলো, 'আপনে এইবারের Election-এ ডাক্তা মারা সত্ত্বেও কেমনে কইর্যা প্রতিনিধি দলের নেতা হইলেন?' চাইর পাঁচবার ঢোক গিলিয়া মাহমুদ আলী কইলো, 'খালি Election-এ জিতইন্যা বেডারাই দেশের প্রতিনিধি দলে আইবো এমন কোনো ব্যবস্থা থাকতে পারে না। আমরাও তো মানুষ। আমাগো আক্বাজান মানে কিনা ইয়াহিয়া সা'বে পাড়াইছে।' এলায় কেমন বুঝতাছেন হেগো কারবার সারবার! আবার প্রশ্ন হইলো, 'আপনাগো দ্যাশে কি সংখ্যাগুরু সরকার না সংখ্যা লঘুর সরকার? চুষ-পাজামায় বনটা টিলা কইরা কাঁপতে কাঁপতে কইলো, আমাগো দ্যাশে Election-এ জেতইন্যা বেডাগো ক্ষেমতা দেওয়া হয় নাইক্যা।' আর একজন রিপোর্টার কইলো, 'আপনি তো' ইন্ডিয়ার কথা খুবই কইলেন- এলায় আপনারা বঙ্গাল মলুকে যে মানুষ মার্কন্য কারবার করতাছেন, তার একটুক কাথা কন? চুষ-পাজামা খালি বারবার কইর্যা কুমালে মুখ মুইচ্ছা হের Local গার্জিয়ান পাকিস্তানের আগা শাহীর দিকে তাকাইলো। তারপর বাইশ হাজার টাকা দামের একটা হাসি দিয়া কইলো, 'সব ইন্ডিয়ার দুশ।'

মের্হামত মিয়া অকরে ফাল্ পাইডা উঠলো, 'তয় কি জেনারেল টিক্কা ইন্ডিয়ান জেনারেল আছিলো নাকি- না মছুরা পাঁচ ডিভিশন সোলজার মার্চ মাসে ইন্ডিয়াই পাডাইছিল? কিন্তু চুষ-পাজামা অকরে হিজড়া। বেডায় আরো কইলো, 'বঙ্গাল মুলুকে আগা থাইক্যা গোড়া পর্যন্ত হগ্গললেই বেসামরিক লুক।' খালি বেডায় নিউইয়র্ক আহনের টাইমে কেন জানি না ওয়াইপ আর মাইয়ারে কুর্মিটোলায় মছুরাগো হেফাজতে রাইখ্যা আইছে। আর হেই কুর্মিটোলার সেকেন্ড ক্যাপিট্যালে একটা ভোমা সাইজের মছুরা জেনারেল পিয়াজী বইস্যা খালি ডান্ডা ঘুরাইতাছে। ঠ্যাটা মালেক্যা থাইক্যা শুরু কইর্যা মন্ত্রী ছলু মিয়া, কাসেম্যা, ওবায়দুল্লাহ, মওলানা ইউসুফ্যা হগ্গলে দুইবেলা তারে সেলাম ঠুকতাছে। ঠ্যাটা করিছে রাজ্য শাসন, ঠ্যাটারে শাসিছে কে? নাম তার জেনারেল পিয়াজী।

এই দিককার কারবার হুনছেন নি? জেনারেল টিক্কা খান পিভিতে ফেরৎ যাইয়া আইজ-কাইল আবার নাকি ট্রিক্স করতে শুরু করছে। হেতানে কইছে, জেনারেল পিয়াজী কোনোই কামের না। বিচ্ছুগুলার ডরে মছুরাগুলারে মউতের হাতের থনে বাঁচাইবার জন্য খালি ভাগতাছে। আর বিচ্ছুগুলা এই ফাঁকে রাজাকার মাইর্যা শেষ করলো। জেনারেল পিয়াজী অকরে Good for Nothing- আরও কত কিছু। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার একুশটা Reception centre-এ এখন নাকি খালি খেকী কুত্তা আর হাড্ডি বাইর করা গরু ঘুমাইতাছে। বেডায় পিয়াজী একটা রিফিউজিও ফেরত আনতে পারে নাই। এইদিকে আরো সোলজারগো Supply খুবই গড়বড় হইয়া গেছে। বিচ্ছুগুলা ঢাকা Town-এর নাকের ডগায় মাওলানা ইছাহাকরে তক্তা বানাইছে। তাই টিক্কা কইছে, আমারে তো' জগৎ সরাইছিলো, এলায় পিয়াজীরেও সরোও। পাকিস্তানী মছুরাগুলার মাইন্দে কী সোন্দর ভুলন কিসিমের খেইল জইম্যা উঠছে।

১০২

অক্টোবর ১৯৭১

চইত্ কারবার। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল অকরে চইত্ কারবার শুরু হইয়া গেছে। আবে ওই ছলু মিয়া হুনছেনি? কি হইলো, কিম ধইর্যা রইছো কীর লাইগ্যা? কিমাইবার আর জায়গা পাইলা না? এ্যাঃ, হারা রাইত বিচ্ছুগুলার ফুটফাট আওয়াজ পাইছিলো নাকি? এক হাপ্তা-দুই হাপ্তা, এক মাস, দুই মাস-এমতে কইর্যা সাত মাসের পর আটাত্তর বছর বয়সের একটা বুড়া বিল্লী ছালার মাইন্দে থাইক্যা ফুটি মারতাছে। আঃ হাঃ এখনও আন্তাজ করতে পারলা না? হেই যে বায়ান্ন সালে ঢাকায় গুলি কইর্যা ছাত্রগো রক্ত দিয়া গোসল করছিল। আর হেই যে চুহান্ন সালের ইলেকশনের মাইন্দে ডাক্তা মারছিল- হেই খুনী নুরুল আমীনের আবার চিরকিং হইছে। মওলবী সা'বে আজিমু'রে আজরাইল ফেরেশতার লগে মোলাকাৎ করণের আগে একবারে জনি

হইলেও সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পেয়াদা, মানে কিনা পেরধান মন্ত্রী হইতে চায়। এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার এক রিপোর্টারের কানের মাইন্ডে আস্তে কইর্যা কইছে, সেনাপতি ইয়াহিয়ার গেনজাম মার্কা গণভক্তে যেমন কইরা সব Bye-Election হইতাহে, হগ্গল হারু পাটি মিইল্যা গবর্ণমেন্ট হাইসে বইস্যা সিট ভাগাভাগি করতাহে—তাতে কইর্যা আমার পেরধান মন্ত্রী হওনের খায়েশ হইছে।

বেডারে মরনে Call করছে। হেইর লাইগ্যাই বেডায় পেরধান মন্ত্রীর গদিতে বহনের লাইগ্যা খুউব হিসাব কইর্যা কাম করতাহে। এই বারের ইলেকশানে সমস্ত বঙ্গাল মুলুকের মাইন্ডে নান্দাইলে একটা জায়গা খনে খুনী নুরুল আমীন জেতনের পর একবারও চিন্তা কইর্যা দেখলো না যে আগের ঘুনে ধরা মালগুলার চেহারা সুরৎ কেমন আছিলো। কিন্তুক বেডায় অনেক দিন থাইক্যাই পর্দার পিছনে খেলতে শুরু করছে। অখন বোরখার নেকাব তুইল্য বাতওয়ালা ঠ্যাংডারে লেস্ড়াইতে লেস্ড়াইতে অক্করে স্টেজের উপর ত্রিভঙ্গমুরারী হইয়া খাড়াইয়া পড়ছে। রেডিও গায়েবী আওয়াজ খনে যখন কইছে যে বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাকের মাইন্ডে না যাইয়াও ৭৮টার ৫০টা সিটে স-অ-ব হারু মালগো কামিয়াবী হইছে, তখন বুড়া চাপাবাজী শুরু করছে।

What is called টেকী? Two Man ধাপুর ধাপুর One man clearing, that is called টেকী। বিচ্ছুগো হেই টেকীর মাইন্ডে পাক খাওনের লাইগ্যা খুনী আমীনেরও চিরকিং হইছে। মোনাইম্যার নতীজা দেইখাও বেডার কোনো শিক্ষা হইলো না। মোনাইম্যায় তবুও গুলি খাইয়া Gone হইছে। আর এই মাল? এইটার সামনে বিচ্ছুগোলা এমতে খাড়াইলেই তো এইটাই আখেরী দম খিচ্তে শুরু করবো।

হ-অ-অ-অ এই দিককার খবর তো কওয়াই হয় নাই। এতো কইর্যা না করলাম। যাইস্ না, যাইস্ না। কুমিল্লা-ময়নামতী, কসবা-শালদিয়া, ফেনী-নোয়াখালীর হেইমুড়া যাইস্ না। অইজ-কাইল। বিচ্ছুগোলা মছুয়া মারতে মারতে অক্করে পাগলা হইয়া উঠছে। আরে মাইর রে মাইর। নাহ, হনবো না। দিনা দুই এয়ার ফোর্সরে দিয়া বোম্বিং কইরাই ভাবছে বাজী মাং কইর্যা ফেলাইছে। তারপর। আহারে গেরামের মাইনষে হেমতে কইর্যা মুরগির বাচ্চারে আধার খাওয়াইয়া 'ঘুইনটা'র মাইন্ডে তোলে— বিচ্ছুগোলা হেইরকম একটা কড়া কিসিমের ডোজওয়ালা কারবার কইর্যা বইছে। কুমিল্লা টাউন আগেই ধুয়া। Public আর নাইক্যা। এই খবরের লগে লগে মাইনষে যেমতে পানটি দিয়া গরু কোবায়, বিচ্ছুগোলা হেমতে কইর্যা মছুয়া কোবাইতাহে। আংরেজ-আমেরিকান রিপোর্টাররা খবর পাড়াইছে, কুমিল্লা টাউনের আশেপাশে বাংকার— ক্যাম্প খনে মছুয়ারা কোনোমতে বাইয়াই অক্করে দা-দা-দাউদকান্দির মুহি দৌড়। অখন ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বিচ্ছুগোলার তুফান মেরামতি কারবার চলতাহে। গেলো বুধবার দিন এই ময়নামতীতে হানাদার সোলজারগো লাশ অক্করে পাহাড় হইয়া গেছে। এই খবরের গতিকেই নাকি তেলসমাতিওয়ালা বাই-ইলেকশান গুলাতে দালাল বনাম দালাল আর Contest হইবো না। আল্লায় সারাইছে! গেরামে গেলেই তো' Candidate-Polling

Officer হগ্গলেই গায়েব হইয়া যাইবো। অখন কেমন সোন্দর গবর্ণমেন্ট হাউসের মাইন্ডেই Election হইতাছে। ঠ্যাটায় মাল-পানি কামাইতাছে আর নুরুল আমীন গুয়ামারি হাসি দিতাছে।

এইদিককার কারবার হনছেন নি? মেরিন কমান্ডো মানে কিনা নয়া কিসিমের বিক্ষু। এইগুলো পানির তলা দিয়া সল্ সল্ কইর্যা যাতায়াত করতাছে। সাতক্ষীরা, খুলনা, বরিশালের দক্ষিণমুড়া, গোপালগঞ্জের নদী, বিল হাওড়ের মাইন্ডে অকরে হোড়ল কারবার শুরু কইর্যা দিছে। খুচরা আনি দুয়ানির মতো মছুয়া-রাজাকার এইদিক-ওইদিক যা আছিলো Clear হইয়া গেছে। বরিশালের এক জায়গায় তো' বারো দিন বারো রাইত ধইর্যা বিক্ষুগুলো মছুয়াগো ঘেরাও দিয়া থুইছে। কাছিমের মতো মাথা বাইর করলেই টাই-ই-ই। বিক্ষুগুলো কইতেছে, দেখি মছুয়াগুলো কদিন দানা পানি ছাড়া থাকতে পারে? বরিশালের দক্ষিণ মুড়া একজন এসডিওসহ একদল হানাদার সোলজার গায়েব হওনের পর হেগো মাইন্ডে মহরুরমের মাতম্ পইড়া গেছে। খালি চিল্লাইতাছে, 'হায় ইয়াহিয়া ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া? হামলোক কেন্দো আউর প্যাককো অন্দর আকে মর্ গিয়া।'

রাস্তাঘাট আর রেল লাইন তো' আগেই ডাবিশ হইছে— এলায় দরিয়ার মাইন্ডে তুফান কারবার শুরু হইছে। যাহাতক্ মছুয়ারা টের পাউছে যে, বিক্ষুগুলো বেত্তমার রকেট লাঞ্চার, মর্টার দখল করছে, লগে লগে বেডারা খালি কান খাড়া কইর্যা থোয়— খালি একটুক আওয়াজের দরকার। তারপর অকরে সেকজিক কারবার। ব্যাংকার ধলি, খালি ৪৪০ রেস। ঢাকা জিমখানার ডাইমন্ড কুইন্স পল্লব বাহাদুরের মতো ঘোড়া পর্যন্ত দৌড়ের মাইন্ডে Defeat খাইয়া যাইবো।

হেইদিককার কারবার হনছেন নি? সেনাপতি ইয়াহিয়া সমানে ট্রিক্সের পর ট্রিক্স চলাইতাছে। যদি কোনোমতে একটারে বাজাইতে পারা যায়। বেডায় সাত মাসের মাইন্ডে একুশ রকমের ট্রিক্স করছে। এক একটা ট্রিক্স করে আর খুশিতে গুলগুল্লা হইয়া যায়। তারপর যখন দেহে ট্রিক্সের জন্য গেনজাম আরও বাইড়া গেছে, তখন আস্তে কইর্যা আরেক নম্বর ছাড়ে। পয়লা ২৫শে মার্চ বাঙালি Murder-এর Order দিয়া কি চোটপাট আর চাপাবাজী। রেডক্রসের পেলেন ঢাকায় যাইতে দিমু না, ৩৩ জন ফরিন journalist খেদাইয়া দিলাম; বঙগাল মুলুককে Internal Affair চলতাছে। হেরপর বিদেশ থনে মাল-পানি হাতাইবার জন্য মালেক্যারে Advisor কইর্যা রিফিউজী Reception সেন্টার বানাইলাম। গ্রিন্স হুদরুদ্দিনের দাওয়াত কইরা দেখাইলাম কি সোন্দর খেকী কুত্তাগুলো Reception সেন্টারে বইয়া আছে।

আচ্ছা ছু মন্তর ছু কইয়া পঁচশ' আর একশ' টাকার লুট বেআইনী করলাম। এতেও কাম হইলো না দেইখ্যা বেগম আখতার ছোলায়মান আর আলহাজ্জ জহিরুদ্দিনের ময়দানে নামাইলাম। কি এত বড় কাথা! আমার সোলজার মরতাছে? চোর-গুন্ডা-বদমাইশ দিয়া রাজাকার বানাইলাম। কেইসডা কি? রাজাকাররা সব বিক্ষুগো কামানের খোরাক হইতাছে আর দুনিয়ার মাইনষে সামরিক জান্তার গতরের মাইন্ডে থুক্ মারতাছে।

তা' হইলে আওয়ামী লীগ নেতাকো সম্পত্তি নীলাম করলাম আর ৭৮ জনের Election বাতিল করলাম এতেও হইলো না। টিকারে ঘেড়ি ধইর্যা ফেরৎ আনলাম আর নুরুল আমীনের বুদ্ধিতে ঠ্যাটা মালেক্যারে গভর্ণর, চুষপাজামারে জাতিসংঘে পাড়াইলাম। মহা গেনজাম দেখতাহি- এই ট্রিক্সেও কাম হইল না। তা' হইলে India র লগে বাত্‌চিৎ করবাম। কিন্তুক আমারে Consult না কইর্যা India Insult করলো। বাত্‌চিৎ করবো না। তা'হইলে হে আমেরিকা, হে জাতিসংঘ, হে নয়া মামু, আমারে আটকাও। নইলে আমি India Attack করমু। কী হইলো India আমার চিরক্‌কিৎ ঠাণ্ডা করবো। কিন্তু তার আগেই যে বিকৃতলাই আমাগো হামাম দিস্তা করতাহে।

অখন করি কী? অখন করি কী? হে উখান্ট, হে শ্যাম চাচা, হে নয়া চীনা মামু বঙ্গল মুলুকের পুরা কেইস External হইয়া গেছে। তোমাগো কি একটুক্‌ দয়া রহম নাই? শীঘ্রি আইস্যা একটা কিছু করো। তখন এই ক্যাদোর খনে ঠ্যাং তুলি কেমতে? ছক্কু পক্ষৎ কইর্যা একগাদা পানের পিক ফেলাইয়া কইলো, 'ভাই সা'ব কইছিলাম না- এক মাঘে শীত যায় না। আমাগো টাইমও অইবো। অখন কাঁদলে কি হইবো?'

১০৩

২২ অক্টোবর ১৯৭১

অইজ একটা 'শ্যায়ের' মানে কিনা একটা কবিতার কথা মনে পইড়্যা গেল। 'খেলো বাবা লেজে খেলো, কত শা' খেইল্যা গেল আমায় বাবা বেলপাতা, কত আর মুড়াবা মাথা।' বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল খেইল খুবই জইম্যা উঠছে। পয়লা ঠ্যাটা মালেক্যার মিনিষ্টার মাওলানা ইসাহাক্য ঢাকা মেডিকলের সামনে বোমা খাইয়া মেডিকলেই যাইয়া দিনা কতক হইত্যা থাকলো। অনেক কষ্টে আজরাইল ফেরেশতার কোল খনে বাঁচিয়া অইছে। বেডায় হাসপাতাল খনে মেরামত হনের পর আইজ-কাইল দালালী কাম করণের লাইগ্যা আর শরীরের মাইন্দে বল পাইতাছে না। খালি দমডা, কেন জানি না উপরের মুহি খেঁচতাছে। এর পরই বকশী বাজারে মেডিকল হোস্টেলের গেটে জনা চারি বিচ্ছু তিন্‌ডা রাজাকাররে হেই কাম কইর্যা দিছে। ঠ্যাটা মালেক্যায় এইসব তিন টেকা রুজের রেজাকারগো ওয়াইপ-পোলাপানরে কোনো টেকা-পহা না দেওনের গতিকে দৈনিক সংগ্রাম কাগজে কী কান্দন! এই তিনডা রাজাকার খুনী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামের গুণ্ডা বাহিনীর মেম্বার আছিলো বইল্যাই 'সংগ্রাম' পরচার মাইন্দে এই সব কান্দাকাটি।

টাই-ই-ই; কি হইলো, ও ঠ্যাটা ভাই কি হইলো? ওঃ ওঃ। নুরুল আমিন সা'বের লগে মিইল্যা আইয়ুব খানের ঘেটু যে মোনাইম্যায় ঠ্যাটা মালেক্যারে এ্যাডভাইসিং করতাহিল, হেই মোনাইম্যায় পডল তুললো বুঝি। ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট; ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট। হায় হায় ঠ্যাটা আবার কি হইলো? অ্যাঃ অ্যাঃ! গেল মঙ্গলবার দিন দুপুরে

২৮৫

বিষ্ণুগুলা ঢাকার মতিঝিলে পাঁচজন বাঙালি দালাল আর পাকিস্তানীয়ে মেরামত কইর্যা দিছে। জখমীগুলা অখন মেডিকলে লাইন কইর্যা হইত্যা রইছে। বোমার খবর পাইয়া অবজার্ডার হাউসের মাইন্ডে মাহবুবুল হক ওবায়দুল হক, মর্নিং নিউজ অফিসে এইচ. জি. এম. বদরুদ্দিন, সালাউদ্দিন মোহাম্মদ, পুরানা পল্টনে বিলেক মেইলের আজিজুর রহমান বিহারী, নেশেনাল ব্যুরো অব Reconstruction-এর ডাঃ হাছান জামান, ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নুরুল মোমিন, ইপিআইডিসিতে ছামছুল হুদা চৌধুরী, রেডিওতে জিলুর সা'বের কী কাঁপন! অক্সরে দুই হাটুর মাইন্ডে খট্ খট্ আওয়াজ হইতে শুরু করছে। এই বিষ্ণুগুলা মানুষ না আর কিছু?

১৮ই অক্টোবর তারিখে হরিবল হাক্ চৌধুরীর পূর্বদেশ কাগজের পয়লা পাতায় লিখ্বিস্, চিটাগাং-এ ফকা চৌধুরীর যেটু কনভেনশন মুসলমান লীগের নেতা এ্যাডভোকেট ফ, করিমের আসাদগঞ্জের বাসায় যখন চাইরজন রাজাকার গুপ্ত বইস্যা বাঙালি Murder আর লুটপাট করণের বুদ্ধি করতছিল, তখন অক্সরে মেজিক কারবার হইয়া গেল। যমদূতের মতো বিষ্ণুরা হেইখানে যাইয়া হাজির। এরপর বুঝতেই পরতাহেন। দুইজন সাবাড়- বাকী দুইজন জখমি। বিষ্ণুগুলা আরামসে কাইট্যা পড়লো।

হে ঠ্যাটা, হে পিয়াজী, অখন বুঝছো যে, বিষ্ণুগুলা অংশেপাশেই থাকে। যেকোনো টাইম, যেকোনো জায়গায় কারবার হইয়া যাইতে পারে। বিষ্ণুগুলা বাইর থনে আছে বইল্যা যেসব কথাবার্তা হইতাহে। হেইগুলা ঈ-জ-ব বোগাচ্। তাই পাকিস্তানী দালাল আর মছুয়াগুলার আর একটু হিসাব কইর্যা চলতে কইও।

হ-অ-অ এই দিককার কারবার কইর্যা নি? সকাল বেলায় গেরামের মাইন্ডে গৃহস্থরে দেখনের পর খেঁকশিয়াল যেমন্তে কইর্যা মুরগির ঘুনটিয়ার পাশ থনে আন্দাগোন্দা দৌড়ায়, ঠ্যাটা মালেক্যা-জেনারেল পিয়াজি তাগো দলবল লইয়া হেমাতে কইর্যা দৌড়াইতে শুরু করছে। মালেক্যায় আইজ-কাইল সিলেট-ময়মনসিংহ, পরশু ঢাকা, এই রকম দৌড়াদৌড়ি করতাহে। পিয়াজী সা'বে শাটল ট্রেনের মতো খালি ঢাকা-চিটাগাং, ঢাকা-কুমিল্লা-ঢাকা-রাজশাহীতে স্কেপ মারতাহে। আর মিনিষ্টাররা খুবই Popular কিনা, হের লাইগ্যা নিজের নিজের ডিস্ট্রিক্টের Tour কইর্যা মাল-পানি কামাইবার ব্যবস্থা করতাহে।

এইদিকে বিষ্ণুগুলার গাবুর বাড়ীর চোটে মছুয়াগুলা খালি আল্লাহ-বিলাহ করতাহে। কুমিল্লা সেক্টরে জেনারেল পিয়াজীর আর্ডারে চাইরটা এয়ার পোর্সের পেলেন বোম্বিং করতাহে। সিলেট-ময়মনসিংহ, রংপুর-দিনাজপুর, রাজশাহী-কুষ্টিয়া, যশোর-খুলনার খবর দিনকা-দিন মছুয়াগুলার জন্যি খতবনাক্ হইয়া পড়ছে। এই অবস্থার ছিক্রেট রিপোর্ট না পাইয়া জাতিসংঘের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল পামার হেনরী জেনেভাতে রয়টারকে কইছুইন, বঙ্গাল মুলুকে রাস্তাঘাট না থাকনের গতিকে একটা সিংহাতিক অবস্থার সৃষ্টি হইছে। গেরিলাগো কায়কারবারেই এই রকম কেইস হইছে। তবে বিষ্ণুগুলা এখনও পর্যন্ত জাতিসংঘের অফিসারগো গতরে হাত দেয়নি। এর লগে

লগে ব্যাটা মালেক্যার ওস্তাদ যে বুড়াটা আইজ-কাইল পর্দার পিছনে থাইক্যা খুবই খেলতাছে, হেই খুনী নুরুল আমীন আচঞ্চিৎ একটা মাজমাদার কথা বলেছেন। মওলবীসা'বে ফরিন Journalist মানে কিনা বিদেশী খবরের কাগজের লোকদের কাছে কইয়া বইছে, 'ভোটরদের মনে ডর দেখতাছি, কিন্তুক Candidate গো মনে কোনোই ডর ভয় দেখতাছি না।' কী সোন্দর কথা! Candidate রা ডরাইবো কেন? হেই যে কইছিলাম মওলবী সা'বরা গবর্ণমেন্ট হাউসে বইস্যা আসন বাটোয়ারা কইর্যা Elect হইয়া যাইবো। আমার হেই কথা অকরে Right হইয়া গেছে। ১৮ই অক্টোবর তারিখ পূর্বদেশ কাগজের পয়লা পাতায় ছাপাইছে 'বিভিন্ন দলের মাইন্ডে জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শূন্য আসন বন্টন। এই ব্যবস্থায় পাজ্রাবের ছক্কা নসরুল্লার পি.ডি.পি. ২৩টা, লাহরের খুনী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামী ১৯টা, হীরামন্ডির মিয়া মোহাম্মদ মোমতাজ দৌলতানার কাউন্সিল মুসলমান লীগ ১০টা, রাওয়ালপিন্ডির আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলমান লীগ ৯টা, পেশোয়ারের কাইয়ুম মুসলমান লীগ ৯টা আর পঞ্চনদের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেজামে ইসলাম ৮টা সিট পাইবো।

মাখ্বনবাজীর Competiton-এ মাইর খাইয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'বের পিপিরি মাওলানা কাওসার নিয়াজী কইছে যে, হের পাটি বঙ্গাল মুলুকের এইরকম গেন্জামওয়ালা Election বয়কট করবো। জমিয়াতুল উলেমা-এ-ইছলামের মাওলানা মুফতি মাহমুদ মুলতান খাইক্যা কইছে যে হের পাটি এইসব গঁড়াকলের মাইন্ডে নাইক্যা। জমিয়াতুল উলেমা অখন পাকিস্তানের অবস্থা দিন দিন কেরাসিন হইতাছে দেইখ্যা খুবই অস্থির হইয়া উঠছে। পিঞ্জাংস পাটির আর দুই নেতা কামাল রিজভি আর সোহেল ঢাকায় একটা বিবৃতি দিয়া কইছে যে, 'জামাতে ইসলামী বঙ্গাল মুলুকে ঘোলা পানিতে মাছ ধরতাছে।' এলাম বরাছেন! সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের গণতন্ত্রের অবস্থাটা।

আর পালের গোদা আগম খান পাছায় খান, খান আব্দুল কাউয়ুম খান পেশোয়ারে জব্বর কথা কইছে। অবশ্যি কাইয়ুম খান ট্রিক্স কইর্যা ছদর ইয়াহিয়ার নামডা মুখে আনতে সাহস পায় নাইক্যা। জনাব ভুট্টো জানের ডরে বঙ্গাল মুলুকে যাইতাছে না। হেই যে ২৫শে মার্চ? রাইতের বেলায় দুই দোস্তে গিলাস থুইয়া ঢাকার থনে ভাগলো আর বঙ্গাল মুলুকে যাওনের নাম করে না। ঠ্যাং খালি কাঁপে। যদি বিচ্ছুরা ডট ডট কারবার কইর্যা দেয়। খোদ্ ঢাকা-চিটাগাং টাউনে বিচ্ছুলার কায়কারবার বাইড়া যাওনের গতিকে Civil Administrator মেজর জেনারেল রহিম খান আর তার হেলপার ব্রিগেডিয়ার ফকির মোহাম্মদ- ব্রিগেডিয়ার বসিরের অবস্থা খুবই কুফা হইয়া উঠছে। জেনারেল পিয়াজী হেগো উপর কি রাগ?

এইদিকে মোনায়েম খাঁর Murder-এর খবর পাইয়া রংপুরের কাজী কাদের আন্তে কইর্যা কাইয়ুম মুসলমান লীগ থনে Resign কইর্যা বইছে। এর লগে মওলবী সা'বে রংপুরে বিচ্ছুলার কারবারের খবর পাইয়া অকরে থ'। আল্লাহরে ইডা হামি কি করিছিনুরে? হামি ক্যা গাড়ার মধ্যে পাও দিচ্ছিনু রে? অ্যাঃ-এ্যাঃ! আর একটা জব্বর

জিনিস ফরিন ট্যুর কইর্যা জেনারেল পিঁয়াজীর কোলে ফেরৎ আইছে। ওঃ হোঃ এখনও চিনলেন না? নূরুল আমীন সা'বে টেলিগ্রাম করছে গতিকে সিলেটের চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী ফেরত আইছে। কিন্তুক ফরিন তো' আর খালি যাইতে পারে না। হের লাইগ্যা কাউন্সিল মুসলমান লীগের হারু নেতা দারিকুল ইসলাম আমেরিকায় যাইয়া হাজির হইছে। কি হইলো ছক্কু মিয়া-এক একটা মালের নমুনা দেখছো তো? স-অ-ব হারু পাট্টিই কিন্তুক সেনাপতি ইয়াহিয়ার স্পিশাল গণতন্ত্রের হগ্গলই নেতা। খালি দুনিয়ার মাইনষে এগো চিনলো না? আর যাগো দরকার নাই হেই বিচ্ছুঙলা এঙলো চিইন্যা থুইছে। কি মুছিবত। যখন তখন হেগো কারবার হইতাছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম-

'খেলো বাবা লেজে খেলো,
কতশা'- খেলে গেলো;
আমি বাবা বেল পাতা,
কত আর মোড়াবা মাথা ৷'

১০৪

অক্টোবর ১৯৭১

খুঁটির জোরে বকরি কোঁদে। বেড়া ছোলতাইন্যা এখন কোঁদ পাড়তাছে। আঃ হাঃ ছোলতাইন্যারে চিনতে পারলেন না? ইসলামাবাদের সামরিক জাহাঙ্গীর ফরিন ছেক্রেটারি ছোলতান মোহাম্মদ। হেইই যে পয়লা দিলের ডেরাম লইয়া মাখখন বাজীর লাইগ্যা মস্কো গেছিলো আর ধাওয়া খাইয়া লগে ওয়াপস্ আইছিল। এরপর সেনাপতি ইয়াহিয়া খান তার গিলাসের দোহা বাড়িকানার লাড়কা জুলফিকার আলী ভুট্টোরে পিকিং-এ পাড়ানোর সময় ছোলতাইন্যার ফর্দি হাতে লগে দিছিলো আর ব্যাডারা সব খালি হাতে মাথা নিচু কইর্যা ফেরৎ আইলো- হেই ছোলতাইন্যায় কথা কইতাছি।

কী হইলো? কী হইলো? ঠাস্ কইর্যা আওয়াজ হইলো কীর লাইগ্যা? পিকিং-এর আসল রিপোর্ট পাইয়া ছদর ইয়াহিয়া চিত্তর হইয়া পইড়্যা গেছিলো। লগে লগে ছোলতাইন্যা আইস্যা কইলো, 'ছ্যার, দুইডা কড়া কিসিমের কাম করতাছি। নতুন মামু আমাগো Help দিবো কইয়া জোর প্রোপাগান্ডা করণের অর্ডার দিতাছি। রেডিও গায়েবী আওয়াজ, খবরের কাগজ ছাড়াও আমাগো নেতার পর্বন্ত এয়ার মাইন্ডেই ভ্যা ভ্যা করতে শুরু করছে। দুস্রা, আল্লায় দিলে আমারে একবার আমেরিকা সফর করতে দেন। মস্কো-পিকিং-এর Progress রিপোর্ট দেখলে যদি নিক্সন সা'বের দিলের মাইন্ডে কিছু রহম পয়দা হয়। ব্যাস, সেনাপতি ইয়াহিয়ার মোটা মোটা লোমওয়ালা হাতের মাইন্ডে চুমা খাইয়া ফরিন ছেক্রেটারি ছোলতাইন্যা সাদা চামড়া কসবীগো কথা চিন্তা করতে করতে অক্সরে নিউইয়র্ক যাইয়া হাজির। মণ্ডলবী সা'বে পয়লাই যাইয়া তোপের মুখে পড়ছে। মার্টিনি খাইয়া ছোলতাইন্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে আরে তোতলামীরে তোতলামী। আৎকা ঘৎ ঘৎ কইর্যা কইন্যা ভরাইলো। এইডা কি কথা?

বাঙালি রিফিউজিরা ইয়াহিয়ার পাকিস্তানে ফেরত আইবো না- হেরা বলে শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরত আইবো? আমরা কত ডাকাডাকি করতামি- কত রিফিউজী Recepton সেন্টার খুলতামি, তবু কী রিফিউজিরা ফেরত আইবো না? এদিকে যে রাজাকাররা লুট পাটের আশায় দিন গুনতে গুনতে অকরে ক্ষেইপ্যা উঠছে। থুতুঃ। না-না-না এই রাজাকারের লুটপাটের অংশটা কাইট্যা দেন। এইটুকু আমি কই নাইক্যা। এরপর ছোলতাইন্যায় গিলাসের খনে ঢক্ ঢক্ কইর্যা কি জানি খাইয়া আবার শুরু করলো, “সাংবাদিক দোস্তরা আমার, আপনাই বিচার কইর্যা দেখেন ছদর ইয়াহিয়া বার বার কইর্যা কইতাছে যে পাবলিকের হাতে ক্ষেমতা হস্তান্তর করবো, আর হের লাইগ্যা অখন বঙ্গাল মুলুকে ইলেকশন চলতাছে। কিন্তু তবুও কিসের লাইগ্যা দুনিয়ার মাইনষে সামরিক জান্তারে বিশ্বাস করতে পারতাছে না। আগের ইলেকশনডা আমরা ভুলে কইর্যা ফালাইছিলাম। হেই জনাই অখন দোবারা কারবার করতাছি। কেমন সোন্দর আমাগো জিনিষপত্র সব বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় Elect হইতাছে। ভোটের গেনজাম নাই, পোলিং অফিসের বালাই নাই, গেরামে গেরামে ঘোরাঘুরি নাই, ভোটের লিস্টির পর্যন্ত দরকার নাই। আমাগো মালেরা খুবই Popular কিনা। তাই এই রকম একটা কারবার হইতাছে। খালি বিচ্ছুরাই আমাগো কদর বুঝলো না। খালি ফুটফাট কারবার করতাছে। এর মাইন্ডেই কয়েকটা মালেরে সাবাড় করছে। আঃ হাঃ আপনারা খুব বেশি হাসাহাসি করতাছেন। এই জায়গায়ই সাংবাদিক সম্মেলন খতম কইর্যা দিলাম।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার তেলসমাতি মাঝে মাঝে গণতন্ত্রে বঙ্গাল মুলুকে যে ভোগাচ্ ইলেকশন হইতাছে, হেইডার ব্যাপারে একটা ক্যাডাবেরাচ্ খবর আইছে। বি বি সি সংবাদদাতা রবসন ঢাকার খনে এক জুকের খবর পাডাইছে। ভোটভুটি ছাড়া হগ্গল সিটেই কাইনঠামো কইর্যা বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় Elect হইয়া যাইতাছে দেইখ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া খান পর্যন্ত ভিমরি খাইয়া বইছে। হেইর লাইগ্যা আস্তে কইর্যা অর্ডার দিছে বাকী মালগুলার Elect হওনের এলান বন্ধ কইর্যা দাও। আর মণ্ডলবী সা’বে বুড়া বিল্লী নুরুল আমীন সা’বের উপর কি রাগ? কী পরিমান মালপানি খাইছো যে, বঙ্গাল মুলুকে পিপল্‌স পার্টির কোনো অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও হেতেনরা হয় ছয়ডা সিট্ কেমতে কিনলো? ঠিক আছে আমি জেনারেল রাও ফরমান আলীরে দিয়া Enquiry করাইতাছি। তখন বুঝবা ঠেলাডা।

এইদিকে ঢাকায় বইস্যা মেজর সালেক নিজ কলের সূতায় প্রস্তুত কাপড়ের কারবার কইর্যা বইছে। নোয়াখালীর আওয়ামী লীগ নেতা মালেক উকিলের নাম দিয়া করাচীতে ভোগাচ্ সাংবাদিক সম্মেলন করাইয়া লাহরের ‘ইমরোজ’ কাগজে ফল্‌স রিপোর্ট ছাপাইছে। এরপর হেই খবরটা মাওলানা আখতার ফারুক্যার ‘সংগ্রাম’ কাগজের মাইন্ডে ১৬ই ভাদ্র তারিখে বাংলায় ছাপাইবার ব্যবস্থা করছুন। নোয়াখালীর অশান্তি কমিটির সেক্রেটারি হৈয়দ শামসুল আলম কী খুশি? বেডায় এই রিপোর্টডা আবার হ্যান্ড বিল কইর্যা বিলি করছে। আর এইদিকে মালেক উকিল সা’বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নানান দেশে ঘুরিয়া আবার মুজিবনগরে আইস্যা বিচ্ছুরো শামিল হইছে।

হ-অ-অ-অ এইদিককার কারবার হনছেন নি? বিকুণ্ডলা আইজ-কাইল 'দমাদম মস্ত কা লান্দর' কাম শুরু কইর্যা দিছে। এতো কইর্যা আংরেজ গো না করলাম বঙ্গালা মুলুকে ব্যবসা বাণিজ্যডা দুই চাইর মাস একটু ক্ষ্যান্ত দাও। নাঃ- তাগো চিরকিং হইছিল। 'সিটি অব সেন্ট আলবান্স' নামে আংরেজগো একটা জাহাজ হাঁটি হাঁটি পা-পা কইর্যা যেই চালনা বন্দরের কাছে গেছে, অমনেই শুরু হইলো গুম্ গুমা গুম্। কি হইলো? কী হইলো? এই বন্দরের বগল দিয়া না মছুয়ারা আছিলো? তা হইলে বিকুরা আইলো কই থাইক্যা? ও মাই গড! পোলাপানে তা' হইলে মছুয়া মাইর্যা সাবাড় করতাছে। এইডা ভিয়েতনাম থাইক্যাও ডেইনগারাস্। খবর নাই, পাতি নাই খালি কোবায়া যাইতাছে। এই না কইর্যা আংরেজ জাহাজটা লেংড়াইতে লেংড়াইতে কোনো মতে কইলকাতার দিকে গ্যাছেগা।

অ্যাঃ অ্যাঃ। ঢাকা টাউনে বিকুণ্ডলার কুফা কারবার সামনে চলতাছে। রেডিও গায়েবী আওয়াজের একজন মছুয়া ইঞ্জিনিয়ার পটল তুলছে। বায়তুল মোকাররমের সামনে বোমা মাইর্যা পাঁচজন দালাল হালাক হইছে। ঠ্যাটা মালেক্যায় ভয়ে অক্করে থব্ থব্ কইর্যা কাঁপতে শুরু করছে। গবর্ণমেন্ট পাবলিসিটির কবি আবুল হোসেন সা'ব, একটুক্ হিসাব কইর্যা চইলেন। আপনে যেমন লাগে আইজ-কাইল দৌড়াদৌড়ি বেশি করতাছেন।

এরেই কয় ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। ঢাকা টাউনে এর মাইন্ডেই ট্রেক কাডনের অর্ডার হইছে আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারগো বিদেশ সফর বন্ধ হইছে। আল্লাহরে, ইডা কি হলো রে? আইয়ুব মোনেমের দালাল কতড়ার খোরশেদ আলমের বলে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে নারে? উই কুটি মরলো?

হ-অ-অ-অ টাঙ্গাইলে মছুয়ারা আক্কর বলে লাল বাস্তি জ্বালাইছে। মধুপুরের জঙ্গল থনে দলে দলে কাদেরিয়া বিকুণ্ডলা আসে বাড়ি-রে-বাড়ি। গাবুর বাড়ির চোটে 'মামু আগে আইল কইয়া, মছুয়াওলা মিজাপুর কালিয়াকৈরের রাস্তা দিয়া দৌড়। পাশাপাশি আজরাইল ফেরেশতাও দৌড়াইতাছে। লাশ পড়লেই নাম ঠিকানা Short Hand-এ লিইখ্যা লইতাছে। অক্করে মেজিক্ কারাবার। গেরামের পোলাপানে পর্যন্ত মছুয়া খুঁইজ্যা বেড়াইতাছে। সাত মাস আগে বাঙালিগো লাশ শকুন চিলরে খাওয়াইছিলো- এলায় মছুয়াগো লাশ কুত্তা-শিয়ালে খাইতাছে।

সাতক্ষীরা-খুলনা, যশোর-কুষ্টিয়া, রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর-রংপুর, সিলেট-সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা-নোয়াখালী, ঢাকা-কুমিল্লা হগ্গল জায়গায় একই কারবার শুরু হইয়া গেছে। আমেরিকার 'নিউজ উইক' কাগজে ছাপাইছে যে, বঙ্গাল মুলুকের ৪১২ থানার শতকরা ২৫ ভাগ মানে কিনা একশ'র উপর থানা বিকুণ্ডা হাতে আইস্যা পড়ছে। অত্কা ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড্যা উডলো- এইনা বলে বর্ষার পর মছুয়ারা একহাত দেখায়া দিবো। অহন তো' দেখি উল্টা কারবার চলতাছে। যেকোনো টাইমে যেকোনো জায়গায় বিকুরা ইচ্ছামতো কারবার চালাইতাছে। হবায় তো হাজার পঞ্চাশেক বিকু ময়দানে নামছে, আরও বলে হাজারে হাজার হাতের গুল্লী বানাইতাছে। পাকিস্তানী হানাদার সোলজারগো যখন বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাকের মাইন্ডে হেই জিনিষ

করতেই হইবো, তখন তাড়াতাড়ি করাই ভালো। ভাই সা'ব যেমন দেখতাহি ঢাকার ধনে কাইট্যা পড়নই ভালো। বিক্ষুণ্ণা যেই রকম পাগলা হইয়া উঠছে, তাতে মনে লয় দালাল-মছুয়া-রাজাকার এইগুলো মউতের খত পকেটের মাইন্দে লইয়া খলি উদ্ভামুহি একদুই গুণতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কোনো ট্রিক্সই আর খাটতাছে না। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম- খুটির জোরে বকরি কোঁদে। অঃ হঃ অঃ হঃ হেই খুটি অখন ভাইসা গেছে। মস্কো ধনে ধাওয়া, পিকিং ধনে খালি হাত- ওয়াশিংটনে ফক্কা।

১০৫

২৩ অক্টোবর ১৯৭১

শেষের সে দিন কী ভয়ংকর ভাইসব- শেষের সেদিন কী ভয়ংকর। স্কুরূপ অক্সরে টাইট। বাংলাদেশের বিক্ষুণ্ণা আইজ-কাইল খোদ ঢাকা টাউন আর তার আশপাশেই স্কুরূপ টাইটের কারবার শুরু করছে। ঠ্যাটা মালেক্যার ছিক্রেট এ্যাডভাইসার মোনাইম্যার খতম তারা বীর করণের পর অখন পাকিস্তানের ফরিন মিনিষ্টার এ্যালেন বেরী ড্রাম ফ্যাক্টরি হরিবল হক চৌধুরীর স্কুরূপ টাইট করতাছে। মণ্ডলবী সা'বে ব্যারিস্টার হইলে কি হইবো, আসলে একজন কড়া কিছিমের ব্যবসায়ী। আইজ থানে তেইশ বছর আগে যখন এই হরিবল হক চৌধুরী বঙ্গাল মুলুকের উজিরে খাজনা আছিলো, তখন এমন মাল-পানি বানাইলো যে বেডারে খুনী নুরুল আমীনের মতো মানুষও উজির সভার ধনে লাখাইয়া খেদাইলো। আর পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট সীনিতির জন্যি EBDO কইর্যা থুইলো। পেরধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানে কইলো 'আমরাও তো' মাল-পানি কামাইতাছি, কই কেউ তো আন্তাজ করতে পারে না। আর তুমি হরিবল হক চৌধুরী ঢাক-টোল পিডাইয়া হরির লুট করতাছো? যাও তোমারে EBDO কইর্যা থুইলাম।'

হেই চৌধুরী সা'বে মন্ত্রী থাকনের টাইমে মাইনষেরে লাইসেন্স দেওনের নামে আল-হেলাল প্রিন্টিং প্রেসের শেয়ার বেচইন্যা পয়সা দিয়া সদর ঘাটে এই সাদা চামড়ার সা'বের লগে একটা চুক্তি করছিল, এই কামের লাইগ্যা Stanely সা'বে এর মাইন্দে ষোলবার বঙ্গাল মুলুকে যাতায়াত করছে। এই বার বাংলা মুলুকে লড়াই শুরু হওনের পর আংকা ইসলামাবাদ থাইক্যা খবর আইলো 'বঙ্গাল মুলুক Normal হইয়া গেছে। এলায় আপনে আবার কামে হাত দেন।' Stanely সা'বে কি খুশি? অক্সরে হাওয়াই জাহাজে উড়াল দিয়া ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় আইছিলো। হের পর দ্যাছে কী? কেইস খুবই খারাপ। খোদ ঢাকা টাউনের মাইন্দেই বিক্ষুণ্ণা ফুটফাট কারবার চালাইতাছে। মফস্বলে যাওন আর মউতের লগে মোলাকাত একই কথা।

Stanely সা'বে নিজেই কি কইছে হোনের। ঢাকা এয়ারপোর্টে কান্টম্স-ওয়ালারা নাইক্যা। মছুয়া মেলেরারিরা হেই কাম করতাছে। আর সার্টিং মানে সার্টিং। ফুল প্যান্টের মাইন্দে পর্যন্ত হাত দিয়া মালপত্র দেখতাছে। এয়ারপোর্টের চাইরো মুড়া বিমান বিংসী কামান আর বাংকারগুলার মাইন্দে মছুয়াগুলো থর থর কইরা কাঁপতাছে। ঢাকা টাউনে

২৯১

সার্টিং, ডর দেখান, চেক পোস্টে পাঞ্জাবি পুলিশ, রাজাকার, মেলেটারি হগ্গল কিছু মিলিয়া একটা ক্যাডাবেরাস অবস্থার সৃষ্টি হইছে। Stanely সা'বে আরো কইছে রেল লাইন নাইক্যা, ঢাকার বস্তিগুলা সাফ, শহীদ মিনার গায়েব, মন্দির হাওয়া, মসজিদ গুড়া। টাউনের মাইন্ডে কাগো ডরে যেনো পাঞ্জাবি পুলিশ বেয়নেটওয়ালা জিনিষপত্র লইয়া ঘুরতাছে, বড় গাড়িতে মেলেটারিরা টহল দিতাছে, বহু বাংকার তৈরী করছে, সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাট ধলী- মাইনবে কথা কইতে ডরায়। এইডাতো Normal কারবারের নমুনা হইতে পারে না।

এই আমেরিকান সা'বে ঢাকার অবস্থা দেইখ্যা ঠিকই আন্দাজ করছে, বিচ্ছুগুলার নমুনা কারবারেই যখন মছুয়াগুলার কাপড় বাসন্তী Colour হইছে তখন আসল কাম শুরু হইলে না জানি কি অবস্থা হয়? এর খাইক্যা আগে কইট্যা পড়নই ভালো। এরপর এই মার্কিনী সা'বে বাংলাদেশ অধিকৃত এলাকার খনে ভাইগ্যা যাইয়া ট্রাংককলে Resign করছে। খালি কইছে, বাংলাদেশ পুরা স্বাধীন হইলে আবার আয়ু- তার আগে আগে না। ও মাই গড।

ছক্কু মিয়া ফাল দিয়া কইলো, ভাইসা'ব এই আমেরিকান সা'বে একটা জায়গায় মিছা কথা কইছে। আইজ ছয়মাস ধইর্যা ঢাকা টাউনে যে অবস্থা দেখতাছি তার একটুও Change হয় নাইক্যা। মানুষ মার্ভার, বলাৎকার, মেলেটারির টহল, রাজাকারগো লুটপাটে আর বিচ্ছুগুলার কায়কারবার এইগুলাই ভেদে ঢাকা টাউনে Normal ব্যাপার। আসলে আমেরিকান সা'বে Normal ঢাকা দেইখ্যাই ডরাইছে।

এই দিক্কার কারবার হুনছেন নিঃস্বয়মাস Time হাতে পাওনের গতিকে এর মাইন্ডেই হাজারে হাজার বিচ্চুর ট্রেনিং Complete হওনের খবরে মছুয়াগুলো অকরে পাগলা হইয়া উঠছে। ইসলামাবাদের সামরিক জাস্তা একটা মাষ্টার প্ল্যান বানাইছে। এই প্ল্যানে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকারে চাইর ভাগে ভাগ করছে। কারণ? বিচ্ছুগুলার লগে পাইট করনের চিরকিতের লাইগ্যা রাস্তাঘাট বানাইতে হইবো- রেল লাইন বহাইতে হইবো- মেরামতির কারবার করতে হইবো। বিচ্ছুগুলার হাতে গাবুর মাইর খাইয়া ভাগনের টাইমে এইসব মেরামত করা রাস্তাঘাট আর রেল দিয়া আইস্যা বাঙালি Public মার্ভার করণ লাগবো। একদিকে বাঙালি আরেক দিকে জাতিসংঘ ও মার্কিনীগো মাইন্ডে ধাক্কা লাগনের লাইগ্যা কইতে হইবো এই রাস্তাঘাট দিয়া ভূখা বাঙালিগো লাইগ্যা খাবার পাঠামু। কি সোন্দর আরো বাঙালি মারণের লাইগ্যা ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর বুদ্ধি। আবার গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। রাস্তা মেরামতের আগেই পশ্চিম পাকিস্তান বিদেশ খাইকা ট্রাক আনতাছে।

আগের ট্রাকগুলো বিচ্চুরা গায়েব কইরা ফেলাইছে। নতুন আমদানী ট্রাকে কইরাই মছুয়াগুলো গেরামের মাইন্ডে ঢোকনের বুদ্ধি করছে। ঢাই-ই-ই কি হইলা, কি হইলো? আরো দুই চাইর খান যে ব্রিজ-কালভার্ট আজিলো বিচ্ছুগুলো হেইসব উড়াইয়া দিলো। একটা কথা খেয়াল রাইখেন- যেসব গেরামে যাওনের লাইগ্যা রাস্তাঘাট, রেললাইন নাইক্যা, হেইসব গেরামের লোক একটুকু শান্তিতে থাকবেন। মছুয়াগুলো হেই দিকে

আইতে পারবো না- আর কামটুকু করনের লাইগ্যা তো বিচ্ছুরাই রইছে। ছয়মাস ধইর্যা বিচ্ছুলার টেস্টিং কারবারেই পঁচিশ হাজার মছুয়া আজরাইল ফেরেশতার দরবারে গেছেগা। বাকিগুলার উপর আজরাইল আছর করছে।

ঐ দিকে হুনছেন তো। বঙ্গাল মুলুকের ক্যাডাবেরাচ অবস্থার ছিক্রেট রিপোর্ট পাইয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো আইবো না বইল্যা ঠিক করছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার একই অবস্থা। ব্যাডায় অখন শরাবন তুল্লার মাইন্দে সাঁতার কাটতাছে। এর মাইন্দে মওলবী সা'বে আবার একটা ট্রিক্স করছে। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলার যে সম্মেলন শুরু হইতাছে, হেই সম্মেলনে join করণের লাইগ্যা কি কান্দন! আমরা সিয়াটো, সেন্টো, আর.সি.ডি.-র মেম্বার হইলে কি হইবো? আমরা বহুরূপী। আমাগো দেশে সামরিক জাস্তা থাকলে কি হইবো- আমরা ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া গণতন্ত্র বানাইছি। ইয়াহিয়া-পিয়াজী খালি গার্জিয়ান হইয়া আছে। বঙ্গাল মুলুকের গণতন্ত্র অকরে গেন্দা পোলা কিনা খালি হারু পাট্রি দিয়াই চলে- হেইখানে Election-এ জেতইন্যা ব্যাডারা দেশের দুশমন। খালি বিচ্ছুলাই মহা গ্যানজাম কারবার শুরু করছে।

হারু পাট্রির লোকজনগুলো এইভাবে মন্ত্রী হইতাছে দেইখ্যা আমাগো চাঁটিগার ফ.কা. চৌধুরীর মুখ দিয়া অকরে লালা পড়তে শুরু করছে। বেডায় ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কইছে সেন্টারের মাইন্দে ন্যাশনাল বেটোই রাস্তা নাইক্যা। মিঠাই-এর দোকানের সামনে চাম উঠা জীবগুলারে লাখাইবেঙে যেমন কেঁউ কেঁউ আওয়াজ কইর্যা বার বার আরো লাখি খাওনের লাইগ্যা ফিইর্যা আসে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর হেই রকম অবস্থা হইছে। বেডায় আবার সেনাপতি ইয়াহিয়ার লগে মহক্বত করতে শুরু করছে। এইবার খুনী ইয়াহিয়া ভুট্টোর কায়রো-প্যারিস-লন্ডনে যাওনের Order দিছে। লগে লগে মওলবী সা'বে তার পাট্রির পথে বহাইয়া গ্যাছেগা।

হ-অ-অ-অ এইদিকে বঙ্গাল মুলনার সবুরের Boy Friend আমজাইদ্যা হেইদিন অল্পের জন্যি বাইচ্যা গেছে। যেইদিন বিচ্ছুরা মোনাইম্যারে শেষ করলো, হেইদিন মোনাইম্যার বাড়িতেই আছিলো। কিন্তুকি বিচ্ছুলা হ্যারে ঠিকমতো চিনবার পারে নাইক্যা।

আল্লায় সারাইছে! One man party মানে কিনা একজনের পার্টি কে. এস.পি. আর করাচীর দাউদ গ্রুপ ইন্ডাস্ট্রিজের দালাল ছল্লু মিয়া- জেরাছে চুট গিয়া- অল্পির জন্যি হায়াত পাইছে। রয়টারের এক খবরে কইছে মিনিষ্টার মোহাম্মদ ছল্লু মিয়া যখন হাওয়া গাড়িতে যাইতেছিল, তখন আতকা রাস্তার মাইন্দে দুইডা মাইন ফাটলো। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের জন্যি ছল্লু মিয়া বাইচ্যা গেছে। শেষে মওলবী সা'বে অকরে টাঙ্গাইল যাইয়া হাজির। বেডায় কি কাঁপন! বুকের মাইন্দে অকরে টেকির আওয়াজ।

হ-অ-অ-অ এই দিকের খবর হুনছেন নি? পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা আর সিলেট সেষ্টরে আইজ-কাইল গাজুরিয়া বাড়ি শুরু হইয়া গেছে। কসবা-শালদিয়া মুক্তিবাহিনীর কব্জায়। কুমিল্লা টাউন ধুয়া। বাড়ির চোটে মছুয়াগুলার কাপড় হেই জিনিষ হওনের গতিকে নিজেরই এয়ারফোর্স আইন্যা বোম্বিং করছে। মুক্তিবাহিনীর হামলায় ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে অখন মহররমের মাতম্ পইড়্যা গেছে। জেনারেল পিয়াজী নিজে হাজির

থাইক্যা লাড়াই চালাইয়াও অবস্থা কুফা দেইখ্যা ঢাকায় ভাইগ্যা গেছে। এঃ এঃ! কেইসডা কি? বিকুণ্ডলার কোবানীর মুখে কয়েক হাজার রাজাকার এর মাইন্ডেই বর্ডার পার হইয়া আরে দৌড় রে দৌড়। 'মাফ্ চাই' মহারাজ কইয়া ফরিনে যাইয়া ছারেভার করছে। খালি কইতাছে বিকুণ্ডলা ডেইনুগারাস, তোমরা Arrest করলে জানে বাঁচমু। আমরা তো লাড়াই করতে চাই না- মছুয়াগুলার ডরের চোটে খালি আমাগো সামনে ঠেলতাছে। একটা সিংহাতিক গ্যাড়াকলের মাইন্ডে পইড়্যাই আমাগো এই অবস্থা হইছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম- দালাল রাজাকার মছুয়ারা এখনও টাইম আছে। না হইলে 'শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর ভাইসাব, শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর।'

১০৬

নভেম্বর ১৯৭১

কেইসডা কী? আগায় খান পাছায় খান, খান আব্দুল কাইয়ুম খান, স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর কেতাবী পোলা লাড়কানার লাড়কা জুলফিকার আলী ভুট্টো, আর ৭৮ বছরের বুড়া বিল্লী ময়মনসিংহের খুনী নুরুল আমীন এই তিনজন মিইকিয়া পাকিস্তানে জোর পাবলিক মিটিং শুরু করছে। বঙ্গাল মলুকে World এর Best সাইটিং ফোর্সের হাজার হাজার মছুয়া পটল তোলনের খবরে এখন পাকিস্তানে মহা প্যানজাম কারবার শুরু হইয়া গেছে। হেইখানরকার পাবলিকরা রেডিও গায়েবী সাউন্সজের ভোগাচ্ কথাবার্তা আর হুনবার চাইতাছে না। একদিন-দুইদিন, এক হামু(৩) দুই হফতা, একমাস-দুইমাস এমতে কইর্যা সাড়ে সাত মাস পার হইয়া গেছে। কিন্তু পাকিস্তান থাইক্যা রাইফেল-মেসিনগান কান্ধে কইর্যা ভোমা ভোমা সাইজের খোদাওলা মোছে তা'দিয়া হেই যে যাদু-এ বঙ্গালে গেল, হেইওলা তো আর ফেরত আনুলের নাম করে না। হায় খোদাবনতলা, তয় কী বিকুণ্ডলা কেদো আর প্যাঁকের মাইন্ডে আইয়া সব সাবাড় কইরা ফেলাইলো নাকি? এই রকম একটা ক্যাডাব্যারাচ্ অবস্থায় পাকিস্তানের লোকদের মনের জোর ইস্ট্রিং করণের লাইগ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়ার অর্ডারে ভুট্টো-কাইয়ুম-আমিন এই তিন ব্যাডায় আম জলসা করতাছে।

গেল বুধবার ভুট্টো লাহরে, কাইয়ুম করাচীতে আর পালের গোদা নুরুল আমীন লায়ালপুরে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াইয়া মিছা কাতার ফোয়ারা ছুটাইছে। কিন্তু মক্কাপিকিং থনে ধু-হ-অ চিৎকার হওনের পর আর ওয়াশিংটনের গা মোচড়-মুচড়ি দেইখ্যা মওলবী সা'বগো গলার আওয়াজ খুবই মিন্‌মিন্‌ করতাছে। পিকিং থনে ধাওয়া খাওনের পর ভুট্টো সা'বে রাওয়ালপিণ্ডিতে ফেরত আইস্যা কইছুইন, 'বড় বড় Country গো সন্ধুন্ডে উল্ডা-পাল্ডা কাথা কওন ঠিক নয়। আর নুরুল আমিন, কাইয়ুম খান অঙ্করে ঘং ঘং কইর্যা কাইন্দা দিছে। হেতনরা কইছুইন, টাইম আইলেই সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ক্ষেমতা হাত বদল করবোই।'

কত কষ্ট কইর্যা ইয়াহিয়া সা'বের তেলসমাতি মার্কী মেলেটারি গণতন্ত্রে ১৮৩টা

উপনির্বাচনের ১২৮টাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারবার করাইছি। অকরে মেজিক্ খেইল। সত্তর সালের নির্বাচনে যেইখানে বঙ্গাল মুলুকে ছয় পাণ্ডি মিইল্যা ৪৬৯টা সিডের মাইন্দে মাত্র চাইরটা সিট পাইছিলো; হেইখানে ভোটের গেনজামের মাইন্দে না যাইয়াই হারু পাণ্ডিগুলা ১২৮ ডা সিট পাইয়া বইছে। এর পরেও কী ক্ষেমতা পাওন যাইবো না?

‘গাছে কাঁঠাল, গৌফে তেল।’ বাঘে একবার রক্তের গন্ধ পাইলে ধানক্ষেতে নাইম্যা আসে। মছুয়া সম্রাট যখন একবার গদীতে বইতে পারছে, তখন বেডারে ছ্যাচড়াইয়া না নামানো পর্যন্ত এইডার শেষ নাই। এরপর তো আবার আর একটা বুড়ায় রইছে। হেইডারে চিনবার পারেন না? মছুয়া মহারাজ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান। হেই বেডারও একবারের জন্যি ইসলামাবাদের গদীতে বহনের চিরকিং হইছে। খালি বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বিক্ষুরা সমস্ত হিসাবপত্র গড়বড় কইর্যা দিতাছে।

হ-অ-অ-অ এই দিককার কারবার হুনছেন নি? অংপুর জেলার বোনারপাড়া-ভরতখালিতে বিক্ষুগুলা ৯০ জন মছুয়াকে তর্তা বানাইছে রে। এগুলা কুট থাকা আলোরে? অ্যাঃ চেংড়া-পেংড়ারা না বেবাক মছুয়া শুড়া কইর্যা ফেলাইয়া দিলোরে! ক্যারে হা-করা, ক্যারে আওয়াল, উটি গেছলু ক্যা? জেনারেল পিয়াজী অর্ডার দিছলো? ওক্ই আইসব্যার ক’রে- ওক্ই আইসব্যার ক’। উই এনা আইস্যা দেইখ্যাক-কোবানী কাক্ কয়?

এইদিকে ঢাকার থনে সাদা চামড়ার রিপোর্টার (Pine Hollingworth) জবর খবর পাড়াইছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল চল্লিশ হাজারের উপর বিক্ষু নিজেগো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কইর্যা আশ্রয় কারবার চলাইতাছে। এইগুলা ঠাণ্ডর করা হানাদার সোলজারগো কাম না। এই দিন দিনে-দুপুরে চিটাগাং টাউনে বিক্ষুগুলা দিকি আইস্যা দুইজন মছুয়া অর একজন পাঞ্জাবি পুলিশরে খতম করছে। এই পয়লা বার গেরিলারা Street Fight কয়ছে।

এদিন পর্যন্ত বিক্ষুরা খালি রাইতেই কারবার করতো। এখন দিনের বেলাতেও কাম শুরু হইয়া গেছে। Hollingworth তার রিপোর্টের মাইন্দে আরো লিখ্বিস্, ঢাকার কথা আর কওন যায় না। পেরতেক রাইতেই বিক্ষুগুলার তিনচাইর জায়গায় কারবার চলাইতাছে। পুরানা ঢাকারথনে রাইতে জোর গুলির আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে। পেরতেক দিন সকালে কয়েকটা কইর্যা দালালগো লাশ বাইরাইতাছে। এইতো হেইদিন একটা মোটর মেরামতির কারখানা আর পেট্রোল পাম্পের বোমাবাজীর কারবার হইলো। এর মাইন্দেই টাকা টেলিভিশন বিন্ডিং-এও বোমা ফাটছে। এই সাদা চামড়ার রিপোর্টাররে এককজন মেলেটারি অফিসার কইছে, ‘সমুন্দর থাইক্যা যেমতে কইর্যা বান আহে, গেল দুইমাসে বাঙালি আদমী লোগ হেইরকম কইরা মুক্তি বাহিনীরে Support দিতাছে?’ এর মানে বুঝতাছেন। বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো অবস্থা অকরে ছেরাবেরা হইয়া পড়ছে। হেগো আখেরী ভাগনের টাইম খুবই নজ্দিক। বিক্ষুগুলা খুবই একটা মজার কারবার পাইছে। বর্ডারের জেলাগুলোতে সোলজার পাড়াইলে ভিতর বাড়িতে গাং করতাছে আর ঢাকা এলাকায় সোলজার রাখলে বাইর বাড়ি Clear করতাছে। তাই অহন একটার পর একটা এলাকা মছুয়া গো হাত ছাড়া হইতাছে। Hollingworth কইছুইন,

মুক্তি বাহিনীর কারবার এখনকার রেইটে চলতে থাকলে অবস্থা Control করার মতো ক্ষেমতা সামরিক জান্তার নাইক্যা। মাইনসে খাজনা পাতি দেয় না, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ। অনেক স্থলে বিচ্ছুগো বোমাবাজীর গতিকে দালালগো পোলাপানও আর যায় না। বহু ব্যাংক ডাকাতি হইতাকে। গেরিলারা এইরকম ডেইনগারাস্ হইয়া উঠছে যে, হেইদিন বরিশাল স্টিমার ঘাটের কাছে এক হাজারের মতো গেরিলা স্বাধীন বাংলাদেশের ফ্লাগ উড়াইয়া মিডিং করছে। এই খবর না পাইয়া মাত্র তিন মাইল দূরে মেলেটারি ক্যাম্পের মাইন্ডে বইয়া মছুয়াগুলার কি কাঁপন! খালি আল্লাহ-বিলাহ করতাইছিল; কখন না জানি বিচ্ছুগো Attack কইর্যা বসে। জেনারেল পিয়াজী মহাগরম। বরিশাল সেক্টর কম্যান্ডারের কাছে কৈফিয়ত চাইয়া বইছে। বেডায় জবাব দিছে, ‘পরলা খতরনাক দরিয়া। দুস্রা হামলোগ তো’ কমলি ছোড় দিয়া— মগর কমলি তো হামলোগকো ছোড়তা নেহী?

আরে এইটা কি? এইটা কি? আমাগো বকশি বাজারের নাড়ুয়া ছক্কু মিয়া কাঁদতাকে কীর লাইগ্যা? কী হইছে? আমাগো ছক্কুরে মারলো কেডা? পরনের তপন দিয়া নাক চোখের পানি মুইছ্যা ছক্কু কইলো, ‘ভাই সা’ব, বিচ্ছুরা এর মাইন্ডেই ঠ্যাটা মালেক্যার পেয়ারা আল সাম্‌স আল আলবদরের কোবায়া তকড়া খুনাইছে। মওলবী বাজারের কসাইরা যেমতে কইর্যা খাসীর চাম খোলে, বিচ্ছুরা কোম্পানি বদরের হেইরকম কারবার কইরা ফেলাইছে। লাশের অন্ধরে পাহাড় হইয়া হইছে।’ আমি কইলাম আবে এই ছক্কু— কেইসডা একটুক খুইল্যা ক’। আমি তো আল সাম্‌স আর আলবদরের চিনতে পারলাম না। এইগুলো কি জিনিষ?

ছক্কু গলার মাইন্ডে একটা জোর ক্যাকরানি দিয়া কইলো, ‘ভাইসা’ব আপনে এখনও আন্ধারের মাইন্ডে রইছেন। ঠাট্টা মালেক্যায় রাজাকারগো ঠিক মতন ঠাহর করণের লাইগ্যা একেক জেলায় একেক নাম দিতাকে। সাম্‌স আর বদর হইতাকে জামাতে ইসলামীর ট্রেনিং দেওয়া রাজাকার কোম্পানির নাম। ঢাকার গভর্নমেন্ট হাউসের বিলেক বোর্ডের মাইন্ডে এই সব নাম লেখা রইছে। বিচ্ছুগুলার ঘমাঘমির কারবার হইলে চক দিয়া বোর্ডের মাইন্ডে লিইখ্যা থোয় ৮ই নভেম্বর আল-শাম্‌সের ২৬২ জন কইম্যা গেল। ৯ই নভেম্বর আল বদরের ১৯২ জন ছারেভার করলো। পাবলিকেরে ভোগা মারনের লাইগ্যা রাজাকারগো ইসলামী নাম দিয়া গোলাম আজম ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী কি খুশি? কিন্তুক এখন বোর্ডের মাইন্ডে চক দিয়া লম্বর লেখতে লেখতে মওলবীসা’বগো হাত খড়ি মাটির গুড়ায় সাদা হইয়া গ্যাছে। অ্যাঃ অ্যাঃ! চুষ-পাজামার জেলা সিলেটে হাসপাতালের মাইন্ডে জখমি মছুয়াগো আর জায়গা হইতাকে না। এইদিকে কুমিল্লা সেক্টরে বিচ্ছুগো গ্রামের পর গ্রাম মুক্ত করতাকে। গ্রাম-শহর, নগর-বন্দর, নদী-নালা হগ্গল জায়গায় হাজারে হাজারে বিচ্ছু খালি মছুয়াগো ধাওয়াইয়া বেড়াইতাকে। পাইলেই মাইর, পাইলেই মাইর। চাইর দিকে আওয়াজ উঠছে ‘জিন্মা মিয়ার পাকিস্তান-আজিমপুরের গোরস্থান’। হের লাইগ্যাই কইছিলাম কেইসটা কি? আল্লাহর মাইর দুনিয়ার বাইর।

খাইছে রে খাইছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় হাজার হাজার বিকু এখন মছুয়াগো মুখামুখি বাইড়া বাইড়ি শুরু কইরা সমানে অউগাইয়া যাইতাছে। একদিন-দুইদিন, এক হাঙা-দুই হাঙা, এক মাস-দুই মাস এমতে কইরা সাতমাস পার হইয়া লাড়াই এখন আট মাসে পা দিছে। চব্বিশ বছর ধইর্যা আটার পরাটা আর ভইস্যা ঘি খাইয়া গতরের মাইন্দে জেল্লা বানাইয়া বিদেশী অল্পপাতি লইয়া যে মছুয়া বাহিনী তৈরী হইছিল, তাগো একটুক্ ব্যস্ত আর পাগলা রাখনের লাইগ্যা যেসব বাঙালি বিকু গেরিলারা ময়দানে নামছিল, তারা World-এর মাইন্দে রেকর্ড কইর্যা বইছে। যেখানেই মছুয়া হেইখানেই বিকু। এগো চোরাগুণ্ডা আর আত্কা মাইরের মুখে হানাদার সোলজারগো গ্রাহি মধুসূদন ডাক শুরু হইছে।

চিটাগাং চালনার বন্দর আর ঢাকা টাউন থাইক্যা শুরু কইর্যা যশোরের মাঠ, রংপুরের পাঁথার, সিরাজগঞ্জ-গোপালগঞ্জের চর, সিলেট-কিশোরগঞ্জের হাওড়, শ্রীপুর-মধুপুরের জঙ্গল, এমন কি পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদী হগুগল জায়গায় যেকোনো টাইমে এই বাঙালি বিকুরা ইচ্ছামতো কারবার চালাইতাছে। খালি কুৎ কুৎ, ছেল কুৎকুৎ, ছেল কুৎ কুৎ, টাই-ই-ই। এরকম হা ডা-ডু-ডু-ডু খেইব চলতাছে। আর এরি মাইন্দেই বিকুরা রেললাইন গায়েব করতাছে; লঞ্চ ইন্টিমার ডুইতাছে; ব্রিজ-কালভার্ট উড়াইতাছে, পোর্ট ডাবিস্ করতাছে; দালাল মহারাজগো মেরুপ্ত করতাছে? হাজারে হাজার রাজাকার শ্যাম করতাছে, আর মছুয়াগো আলগা পাইলাই আজরাইল ফেরেশতার দরবারে পাঠাইয়া দিতাছে। হানাদার সোলজারগো Supply Line নাইক্যা। এইসব ক্যাচকা মাইরের নমুনা না পাইয়াই টিক্কা খানি কুইট্যা পড়ছে। লাড়কানার লাকড়া আর মছুয়া সম্রাট সেনাপতি ইয়াহিয়া বঙ্গাল মুলুকে আহনের নাম হুনলেই বলির জোড়া পাঁঠার মতো থব্ থব্ কইর্যা কাঁপতাছে। খালি কইতাছে কেইস্‌ডা কী?

এই রকম তো কথা আছিলো না। আমাগো পাতলা খান গল্পির মেরুহামত মিয়া বগা সিকরেটডার মাইন্দে শেষ সুখ টানডা দিয়া আত্কা ফাল্ পাইড়া উঠলো, 'ভাইসাব আপনার হাতের মাইন্দে একটা খত্ দেখতাছি, এইডার মাইন্দে কেয়া লিখ্‌খিস্?' কইতাছি, কইতাছি। তপন ধইর্যা টান দিয়েন না, তপন ধইর্যা টান দিয়েন না। চিটাগাং থাইক্যা অউগা পুয়ার হাতে আর কাছে এই চিডি আইছে। তাই সা'ব আমার সালাম নিবেন। এইখানকার অবস্থা Normal. হইছে। চট্টগ্রামের পটিয়া, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান সব বিকুগো নিজস্ব এলাকা। হোতইনরা প্রকাশ্যে মার্চ করতাছে, বাংলাদেশের পতাকা উড়াইতাছে। মছুয়ারা যাইবার টেরাই করলেই বেধড়ক মাইর খাইতাছে। হেইদিন তো দিনের বেলায় New market-এর মতো জায়গায় বিকুরা একটা স্টেট বাসের সব Passenger নামাইয়া বোমা মাইর্যা দিব্ব স্টেনগান চালাইলো।

তাজ্জবের ব্যাপার মাত্রক তিন-চারশ' গজ দূরে Head post office-এ মছুয়া থাকা

সত্ত্বেও মাইরের ডরে বাইরায় নাই। এছাড়া টেরেন উড়তাছে, জাহাজ ডুবতাছে। চিটাগাং-এ এইসব অখন Normal ব্যাপার। এইতো হেইদিন লালদিঘীর পাড়ে জাতিসংঘের গাড়িগুলো যেইখানে ছিল, হেইখানে বিক্ষুগো জোর বোমাবাজি হইছে। কুমিল্লাতে Army বোকাই টেরেন ধ্বংস হইছে। চিটাগাং-এর মাইন্নে যতোগুলো Electric sub station রইছে, সব গুলাতেই বোম ফাটছে। কাণ্ডাই লাইনের বহুতগুলো খাষা নষ্ট হইছে। মদিনা ঘাটের Electric sub station বিক্ষুরা গুড়া করনের গতিকে চিটাগাং টাউন প্রায় দুই মাস আন্ধার আছিলো। চিটাগাং Steel Mill এর গ্যাস টারবাইন দিয়া কোনোমতে Radio ইন্টিশন ও টাউনে আলো Supply কইর্যা বেটারা ইজ্জত বাঁচাইবার চেষ্টা করছে। বিক্ষুরা জাহাজ ডুবায় বইল্যা কোনো জাহাজই আর Port- এ আহে না। ফ্রিগেটে কইর্যা আনে। বিক্ষুরা এইসব ফ্রিগেটও ডুবাইতাছে। ব্যবসা-বাণিজ্য পরায় বন্ধ। বেচাকেনা নাই। ফ.কা. চৌধুরীর ঘেটুরা খুবই অত্যাচার করতছিল। তাই বিক্ষুরা মওলবী সা'বরে একটু ঘইম্যা দিছে। হাসপাতালে ফ, কার একটা ঘেটুআখেরি দম ছাড়ছে। চিটাগাং-এ বইস্যা যেইসব ব্যাডারা MNA-MPA-এ হওনের চিরকিতে নমিনেশন পেপার দাখিল করছিল, বিক্ষুরা তাগো লগে মশ্করা করতাছে। দুইজন হবু MNA- এর এয়ার মাইন্নেই বিক্ষুরা রাস্তায় গুলি কইর্যা মিরছে। এ'ছাড়া পোলাপানরা স্টেনগান ধইর্যা Bank খনে টাকা লইয়া গেছে। এইসব টাকা লাড়াইয়ের খরচ। হেই কাম তো অখন Easy matter-হেরা ইচ্ছামতো খেলতাছে। সিনেমা হলে প্রায়ই বোমা ফাটতাছে- মার্কেটেও একই অবস্থা। রাইতের বেলায় খালি গুলির আওয়াজ। দলে দলে বিহারীরা জাহাজ আইলেই ভাগতাছে। পক্ষীর পর মছুয়ারা আর টাউনে বাইরায় না। কোনহান খনে যে গুলি আহে, ঠাণ্ডু করা মুকিল। শুধু মছুয়োগো লাশ পইড়্যা থাকে- অস্ত্র গায়েব। দুষমনগো অস্ত্রই মার্কে গেরিলাগো অস্ত্র। হেইদিন নেভীর গেটে মাইন ফাটছে। আওয়াজ হইন্যাই মছুয়ারা কি দৌড়। আমাদের মিলে মেলেটারি বহাইছে। ওরা বেলুচ আর পাঠান। খুবই দইম্যা গেছে। সব সময়ই অস্ত্র নিয়া ঘোরাকিরা করে। তবে মিলের বাইরে যায় না। বলে কী 'ইয়ে তো' আপকো মুলুক হ্যায়। হামতো দো' দিনকা মেহমান হ্যায়। হিন্দুস্থানী এজেন্ট কো সাথ লাড়াই চলতা- হামলোগ আয়া উস্কা সাথ মোকাবেলা কর্গে কি লিয়ে। আভি দেখতা হ্যায় ইয়ে তো' দূসরা চীজ হ্যায়।'

চিটাগাং-এ যুদ্ধের পায়তারা চলতাছে। চাইর দিকে খালি কামান। মনে হইতাছে খুব শীঘ্রি সামনা-সামনি লাড়াই লাগবো। হেইদিন এক কাণ্ড হইছে। একটা বিদেশী জাহাজ জয় বাংলা পতাকা উড়াইয়া চিটাগাং পোর্টে আইস্যা হাজির। মছুয়ারা তো মহারাগ- কিছু কইবারও পারে না, সইবারও পারে না। জাহাজের ক্যাপ্টেন ভাস্কাভাস্কা ইংরেজিতে কইলো 'জাহাজের নিরাপত্তার জন্য এইরকম কারবার করা হইছে। পাকিস্তানী পতাকা দেখলেই গেরিলারা জাহাজ ডুবাইতাছে। তোমরা এইসব জাহাজের একটাও রক্ষা করতে পার নাই।' পোর্টের ইনচার্জ কইলো, 'ঠিক আছে, জাহাজের লোকসান হইলে ক্ষতিপূরণ দিমু। তবুও দুষমনগো ফ্ল্যাগ উড়াইতে পারবা না। এরপর খাইক্যা হগ্গল জাহাজই মছুয়োগো কাছ খনে ক্ষতি পূরণের লিখিত দলিল লইতাছে।

হেইদিন একটা গ্রিক জাহাজ এইরকম লিখিত দলিল বগলে কইর্যা পোর্টে জাহাজ ভিড়ানো। তাজ্জব ব্যাপার দলিল সই করার এক ঘণ্টার মাইন্ডে গ্রিক জাহাজটা ডুইব্যা গেল। একেবারে মেজিক কারবার। এইতো হাল। আর কি সুনবেন? এর কি শেষ আছে? দিন রাইত খালি ফুটফাটের কারবার বাইড়াই চলতাছে। এই রকম Normal অবস্থার মাইন্ডে চিটাগাং-এ দিন কাটাইতাছি। ইতি...

হ-অ-অ-অ চিটির কাথা কইতে কইতে টাইম গেছে গা। এদিককার কারবার ছনছেন নি? কইছিলাম না কিছু টাইমের দরকার আছিলো। হেই টাইমের মাইন্ডে কামান মর্টার লইয়া হাজারে হাজারে আসল বাঙালি সোলজার তৈরী হইয়া গ্যাছেগা। একদিকে বিক্ষুণে চোরাগুপ্তা, আংকা আর ক্যাচকা মাইর- আর একদিকে গুরু হইছে বাঙালি সোলজারগো মুখামুখি বাইড়া-বাইড়ি। এখন থাইক্যা মছুয়ারা বুঝতে গুরু করছে মাসে কয়দিন যায়। পবিত্র ঈদুল ফেতর থাইক্যাই এই নয়া কিছিমের লাড়াই গুরু হইছে। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মাইন্ডে মছুয়ারা দশটা ঘাঁটির থাইক্যা লাশ ফালাইয়া ভাগোয়াট হইছে।

রেডিও গায়েবী আওয়াজে খালি কান্দাকাটির আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে। গেছিরে, গেছি, গেছি- ঘট। জাতিসংঘে আগা শাহী, প্যারিস-বনে ফরিন সেক্রেটারি সোলতাইন্যা, খালি চিক্কুর পাড়তাছে Help Help.

খুলনার কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, রাজশাহীর ইসলামাবাদ, রংপুরের রায়গঞ্জ ও বড়খাদা, সিলেটের জাকিগঞ্জ ও হাওড় এলাকা, যশোরের সোমরা, নোয়াখালীর পরশুরাম-ফেনীতে আরে বাড়ি-রে বাড়ি। বাড়ির চোটে মছুয়ারা দুইডা পেলেন ডাবিস্ হইছে। একটা ট্যাংক পাইয়া বিক্ষুরা মহা খুশি। এইবার হেই ট্যাংক লইয়া খালি মছুয়া খুঁজিয়া বেড়াইতাছে। সিলেট, রংপুর, রাজশাহী, যশোর, খুলনায় বিক্ষুগো মাইন্ডে Competition গুরু হইছে। খালি শোগান হইতাছে 'চলো চলো, ঢাকা চলো। সামনে বিক্ষু পিছনে বিক্ষু। এরা মাইর লাড়া জানে না আর কিছু।' হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, 'খাইছে রে খাইছে।'

১০৮

নভেম্বর ১৯৭১

জাতে মাতাল তালে ঠিক। সেনাপতি ইয়াহিয়া খান জাতে মাতাল হইলে কি হইবো? আসল কামে জ্ঞান অন্ধরে টন্টনা। চাইরো মুড়ার থনে মাইর খাইয়া গিলাস হাতে কাইত হইয়া হইত্যা পড়লে কি হইবে? এখনও ট্রিক্সের পর ট্রিক্স কইরাই যাইতাছে। রাওয়ালপিন্ডির সামরিক জান্তার হেড কোয়ার্টারে একটার পর একটা খতবনাক খবর আইতাছে, আর মওলবী সা'বে চিক্কুর পাড়তাছে 'ঠিক আছে, হ্যালো আমরিকান Ambassador ফারল্যান্ড, এলায় করি কী? অ্যাঃ 'বায়াক্সার' প্যাচ? হেইডা তো' পয়লাই করছি- কোনোই কামে আহে নাইক্যা। কি কইলেন, কি কইলেন? Internal Affair কইয়া ইন্ডোনেশিয়ান মাইর?— হেইডা তো করছিলাম। Intenational Red Cross- এর

২৯৯

পেলেন আইতে দেই নাই- হগ্গল ফরিন Journalist ধাওয়াইছিলাম- বাহাদুর ঘণ্টার মাইন্ডে টিকারে দিয়া কারবার শ্যাম করমু বইল্যা হাতের অঙ্গুল দিয়া ভুড়ি বাজাইছিলাম । কেইস্ Control হওয়া তো দূরের কথা Decontrol হইয়া গেছে ।

এ্যাঃ কি কইলেন? Refugee reception centre খুইল্যা গলার আওয়াজ নরম কইর্যা বাঙালিগো ডাকাডাকি করমু? হেইডা করছিলাম । কিন্তুক জাতিসংঘের পেরতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিনও Tour-এ আইলো আর কই খনে গোটা কয়েক খেঁকী কুস্তাও Reception centre-এ আইস্যা হাজির হইলো । কী? সম্পত্তি নীলাম? হেইডাও বাকী খুই নাই । হ্যালো ফারল্যান্ড! কি হইলো? বুদ্ধি দেন- এলায় করি কী? নামকা ওয়ন্তে Civil Governor? আঃ হাঃ অনেক দিন আগেই তো ঠ্যাটা মালেক্যারে গবর্ণর করছি । ব্যাডায় বাংলাদেশে কয়ডা জেলা হেইগুলার নাম পর্যন্ত জানে না । গুলির আওয়াজ হুনলে খালি কান্দে, খালি কান্দে । Bye Election? হেইডারও ব্যবস্থা করছিলাম । কোনো ভোটাভুটির কারবার নাই । হারু পাট্রির মালেরা ঢাকায় বইস্যা সিট ভাগাভাগি করতাছে দেইখ্যা বন্ধ কইর্যা দিছি ।

এ্যাঃ, কি কইলেন? মিসেস গান্ধীর লগে বাত্‌চিৎ? Proposal দিছিলাম । Lady না কইয়া দিছে । ভালো কথা চিন্তা কইর্যা India Attack করমু বইল্যা খালি ধমক না- বর্ডারে পর্যন্ত Soldier সাজাইলাম । কিন্তু এইডা কি? এইডা কি? India ও বর্ডারে Soldier খাড়া করছে । আমি তো মুছিবতে পড়লাম । বঙ্গাল মুলুকে চিড়া চ্যাপ্টা হইয়া জেনারেল পিয়াজী চিল্লাইতাছে- বাঁচাও-বাঁচাও! আমি তো আর Soldier পাডাইতে পারতাছি না । হেইদিকে বিক্ষুরা আমার জেঁদানিগো মাইর্যা সাবাড় কইর্যা ফ্যালাইলো । হায় ফারল্যান্ড, এই কি বুদ্ধি দিলা? কই কি কইল্যা? কি কইল্যা?

আগারতলা, বালুরঘাট, পেট্রোল কামানের গোলা মারলেই বিশ্বের হগ্গল দেশ India-Pakistan যুদ্ধের কথা চিন্তা কইর্যা দৌড়াইয়া আইবো । তোমার বুদ্ধিতে হেইডাও করছিলাম- আমার তিনটা স্যাবা জেট পেলেন আর গোটা কয়েক ট্যাংক গ্যাছেগা । কিছুই বুঝতাছি না । কি করি, কি করি? আরে ধুর্‌ বহুত আগেই পরনের দোস্ত উথান্টরে দিয়া India-Pakistan-এ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহাইবার বুদ্ধি করছিলাম । কিন্তু নয়দিল্লী বিরোধিতা করলো । Lady কয় কি? মানুষ যা Marder করার তা পাকিস্তানীরাই করতাছে । India এই গেনজামের মাইন্ডে নাইক্যা । এলায় হে মার্কিনী Ambassador আমারে নুতন কিছু বুদ্ধি দাও । এ্যা, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই কইয়া চিল্লামু- আরে এইডাই তো আমাগো আসল তাবিজ । পয়লা থাইক্যাই এই কারবার করতাছি । কিন্তু কিছুই আর কামে আইতাছে না । পাকিস্তানী সোলজাররা দুশ্মন খতম করতে যাইয়া মসজিদ গুড়া করতাছে, খাড়াইয়া পেসাব করতাছে, মাইয়া লোকের ইজ্জত নষ্ট আর মুসল্লি বাঙালিগো মার্ডার করণের গতিকেই ইসলাম ইসলাম চিল্লাইয়াও আর কোনো কাম হইতাছে না ।

হ্যালো, হ্যালো ফারল্যান্ড, বঙ্গাল মুলুকের বর্ডার এলাকায় সোলজার পাঠানোর পর যে হাজারে হাজারে বিক্ষু ভিতর এলাকা অন্ধরে গাং কইর্যা ফেলাইলো; হেইডার কি

করি? রাস্তা-ঘাট নাই, রেল লাইন গায়েব, পোর্ট বন্ধ, লঞ্চ-স্টিমার ডাবিস, এয়ারপোর্ট শুড়া, বড় বড় দালাল নেতা ভাগোয়াট্, পাকিস্তানী ব্যবসায়ী শিল্পপতি উধাও, কারখানা মিল-ফ্যাক্টরি বন্ধ। এলায় করি কী? ভাই ফারল্যান্ড, চাচা নিকসন, এলায় করি কী? এ্যাঃ কি কইলেন? অখন বঙ্গাল মুলুকের গেনজাম International Affair কইয়া চিল্লামু! ঠিক আছে তাই করতাছি। কিন্তু কই, কেউ তো মাতে না- কেইসডা কী? এ্যাঃ এইডা আবার কি সাজিশন করলা? ওঃ ওঃ ঠিকই তো' বর্ডার এলাকায় পাকিস্তানী সোলজার খাড়া থাকলে, বঙ্গাল মুলুকের ভিতর এলাকা তো' বিচ্ছুগুলার হাতে চইল্যা যাইতাছে আর বিচ্ছুরা অখন এক তরফা, কারবার কইর্যা যাইতাছে।

আরে ওই পিয়াজীকা বাচ্চা, তাড়াতাড়ি সোলজার বর্ডার থনে উডাইয়া টাউনগুলারে বাঁচা। কাউঠ্যা যেমতে কইর্যা গতরের মাইদে মাথা হান্দায়া থোয়, তোমরাও হেমতে কইর্যা কংক্রিটের বাংকারের মাইদে হান্দায়া থাকবা। যদি এর মাইদে জাতিসংঘ আর চাচা-মামু- এগো মাইদে কেউ নতুন ট্রিক্স-এ আইস্যা হাজির হয়। এ্যাঃ এইডা আবার কি কাথা? ঠিক আছে, হে দোস্ত উথান্ট India তে লাগবো না, খালি বঙ্গাল মুলুকের বর্ডারেই জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহাও।

আরে কেইসডা কি? ছক্কু তুমি আত্কা ভেউ ভেউ কইর্যা কাইন্দা ভরাইলা কীর লাইগ্যা? কান্দিস্ না ছক্কু, কান্দিস্ না। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কান্দনের আওয়াজ যদি ছনতা খালি, তা'হইলে মরনের আগ পর্যন্ত তোমরা কান্দাকাটি অক্করে ইস্টপ্ হইয়া যাইতো। আত্কা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো 'ভাইসব, জাতিসংঘের কিছু মালপত্র তো' উথান্ট সা'বে ট্রিক্স কইর্যা ঢাকায় পাঠাইছিল। হেরপর বিচ্ছুগো কারবারের একটুক্ নমুনা পাইয়াই হেইগুলা ব্যাঙ্কে ভাঙলো। পশ্চিম জার্মান দূতাবাসের দুই সা'ব জেনারেল ফরমানের ভোগাচ্ কতায় নারসিংপুরের সোনারগাঁয়ে হাওয়া খাইতে গিছিলো- হেই দুইজন আর জিন্দা ফেরৎ অইলো না। অখন তো অবস্থা আরও খতরনাক হইছে।

হগ্গল জায়গাতেই তো' বিচ্ছুরাই হেই কাম কইর্যা যাইতাছে। দালাল-মচুয়া, রাজাকাররা সব দলে দলে ঘঁওত্ কইর্যা আখেরী দম্ ছাড়তাছে। এই অবস্থায় যখন মউৎ Call করছে, তখন জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকরা একটুক্ ময়দানে অইয়া দেখুক না- ধান কেমতে ফুটলে শৈ হয়।

হ-অ--অ এইদিকে কায়-কারবার ছনছেন নি? কোন্ডা থুইয়া কোন্ডা কই? যখনই ছনবেন যে রেডিও গায়েবী আওয়াজ কইতাছে 'আখেরী খবর আনে তক্, ইয়াপার ধুমাশান লাড়াই হো রাহা হ্যায়।' তখনই বুঝবেন, হেই খানে লাশ ফালাইয়া মচুয়ারা সব ভাগোয়াট্। খেইল খতম, পয়সা হজম। আরে এইডা কি? এইডা কি? দর্শনার থনে ঝাইড়া দৌড়াইবার সময় জিন্দা মচুয়াগো কদম উল্ডা- পাল্ডা হইতাছে কেন? আমাগো পাতলা খান গল্লির মেরহামত মিয়া একটা বাইশ হাজার টাকা দামের গুয়ামারি হাসি দিলো। কইলো, 'ভাইসা'ব, মওলবী সা'বরা এদিন ধইর্যা দর্শনার কেব্ব এ্যাড কোম্পানির শরাবন তহরা মানে কিনা জিন, রাম, হুইস্কি এইসব গুদাম ভাইঙ্গা খাইতাছিল। আত্কা কই থনে বিচ্ছুরা আইস্যা আরে বাড়িরে বাড়ি। তারপর বুঝতেই

পারতাহেন, খালি উল্টা-পাল্টা দৌড়। কদমগুলা তখন লেড় লেড় করতছিল। এইদিকে এইডা কি? সিলেট এলাকায় বিদ্যুত অকুরে পানি পানি কারবার কইর্যা ফেলাইছে। হাওর এলাকার থনে সব মুছুরা সাফ হইয়া গেছে। অখন শমশেরনগর হাওয়াই আডডায় খালি ইয়া আলীর কারবার চলতাছে।

অংপুরের কারবার কই নাই, না? হেইখানকার বিদ্যুত নাগেশ্বরী মুক্ত কইর্যা অখন কুড়িগ্রাম টাউনের উপর সমানে কোবানী চালাইতাছে। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী বরাবর মুছুরা গায়েব হইয়া গেছে।

এ্যাঃ, এ্যাঃ। সাতক্ষীরা-সুন্দরবন এলাকায় বাঙালি লোকজন বাংলাদেশের ফুগাং উড়াইয়া বাড়িঘর Repair করতাছে। কেইসডা কি? আজরাইল ফেরেশতা মুছুরাগো নাম-ধাম লিইখ্যা খাতা ভরাইয়া যশোর মুড়া গ্যাছেগা। কইছিলাম না 'কারো পৌষ মাস- কারো সর্বনাশ।'

এলায় সেনাপতি ইয়াহিয়া-ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী কি করবা? One Man পাটির লীডার ছলু মিয়ারে দিয়া নারায়ণগঞ্জে Under Ground-এ ২৭২ লুকের মিটিং করলে কোনোই ফায়দা হইবো না। হেইদিন তো' ঢাকায় ইন্ডিয়ান বিরুদ্ধে Strike কইর্যা মাত্রক তিন হাজার হেই জিনিসের ঠ্যাং কাপুইন্যা মিছিল কইর করাইছিল। কই, ঢাকা টাউনে তো' ফুটফাট দিনকা দিন বাইড়াই যাইতাছে।

কি হইলো? ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী বিদ্যুত কারবার ক্যামন বুঝতাছেন? হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম- জাতে মাতাল তালে কই।

১০৯

নভেম্বর ১৯৭১

মরছে পাগলায় মরছে। নুরুল আমীন ঠ্যাটা মালেক্যারে মরণে ডাক দিছে। দুই বুড়ায় মিলুয়া কি সোন্দর ঢাকার গবর্নমেন্ট হাউসের মাইন্ডে বইস্যা হারু পাট্রিগো মাইন্ডে সিট ভাগাভাগি করতাছে। মাত্রক সাত মাস আগে ভোটের টাইমে পাবলিক যেইসব মালের গতরের মাইন্ডে থুক দিছিলো, নুরুল আমীন-ঠ্যাটা মালেক্যায় মিইলুয়া হেইসব মালপত্র খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা বাইর করছে। কোরবাণীর খাসী যেইরকম আড়াই পোচের কারবার করণের আগে গোসল করায়- এইসব হারু মালগা হেইরকম ইয়াহিয়া সা'বের তেলসমাতি মার্কা গণতন্ত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect করাইয়া আহা-রেঃ বিদ্যুগো লাইগ্যা অকুরে Ready রাখছে। শেরোয়ানী-পাজামা পরা এইসব জিনিষপত্রের তেলতেলা গতরের থাইক্যা জেল্লা মারতাছে। বিদ্যুগো লুট বই-এর পাতা লিষ্টিতে ভইর্যা গেছে। আইজরাইল ফেরেশতা আবার গোপনে এইসব লিষ্টির কার্বন কপি বানাইছে।

টাই-ই-ই-ই। কি হইলো? কি হইলো? ঢাকার থনে মাত্র দশ মাইল দূরে একটা হেই জিনিষের উপর বিদ্যুগো কারবার হইলো। মুছলমান লীগের সুলতান উদ্দিন খান।

মওলবী সা'বে ঠ্যাটা মালেক্যারে মাল-পানি দিয়া খুনী নুরুল আমীনরে হেই মাল-পানির ছিলিপ দেখাইয়া প্রাদেশিক পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect হইছিলো। ব্যাস্-আজরাইল ফেরেশতায় তারে জাবড়াইয়া ধরলো। আত্কা আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া ফাল্ দিয়া উঠলো। ভাইসা'ব, নুরুল আমীন-ঠ্যাটা মালেইক্যার খুব বুদ্ধি দেখতাছি। একটা ভোগাচ্ Election-এর উছিলা কইর্যা পেরতেক জেলার দালাল মহারাজগো হিসাব ঠিক কইর্যা দিতাছে। বিষ্কুরাও বগল বাজাইয়া ঘষাঘষি অর ফুটফাট কারবার চলাইতাছে। ছক্কুর কাথাবার্তায় আমি অক্করে থ'। বেডায় নাইড়া মাথা হওনের পর থাইক্যাই দামী দামী বাত্চিত্ করতাছে।

এইবার হারু মালগো নমুনা দিলেই বুঝতে পারবেন। পাবনার চোরা মতিন। আহাঃ হাঃ। মতিন তো বহুত লোকের নাম আছে। কিন্তু চোরা মতিন কইলেই অক্করে চক্কু বন্ধ কইর্যা সোহাগপুর ট্রান্সপোর্টের চোরা মতিনরে চিন্তে কোনোই কষ্ট নাইক্যা। মওলবীসা'বে সন্তর সালের Election-এ আওয়ামী লীগের আব্দুল মোমেন তালুকদারের ৯৬ হাজার ভোটের মোকাবেলায় ৪,৪২০ ভোট পাইছিল। কিন্তুক সাত মাসের মাথায় হেই চোরা মতিন কেমন সোন্দর ঢাকায় বইস্যাই 'তেলেস্মাতি গণতন্ত্রে' বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect হইছে। বিষ্কুগো লুট বই-এর মাইন্ডে মাম লেখাইতে কি কষ্ট?

বঙ্গাল মুলুক সিট ভাগাভাগি হওনের খবরে লারকানার লাড়কা স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর কেতাবী পোলা জুলফিকার আলী ভুট্টো বাইশ লাখ টাকা দিয়া ছয়টা সিট কিইন্যা বইছে। লাহোরের কোহিস্তান কাগজে এই খবর ছাপাইয়া কড়া কিছিমের গাইল দিছে। আর পালের গোদা নুরুল আমীন সা'বে খবর কেইসডারেই চাপিস্ করণের লাইগ্যা টেরাই করতোছে। কই না তো? আমি কিছুই জানি না তো? বুড়ায় অক্করে সেয়ানা পাগল।

এইরকম একটা অবস্থায় জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'বে ছদর ইয়াহিয়ার হাতে চুমা খাইয়া পিকিং সফর কইর্যা আইছে। ডাইল গলে নাই। দুই দ্যাশের মাইন্ডে বাত্চিত্ হওনের পর নিয়ম মাসিক যুক্ত বিবৃতি দেওনের যে নিয়ম আছিলো, এইবার হেই বিবৃতি পর্যন্ত বাইরায় নাই। কিছু থাকলে তো বারাইবো। মনে লয় চীন সরাসরি যুদ্ধে জড়াইবার প্রশ্নে 'হ্যাঃ-না' কিছুই কয় নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়ার বোতলের দোস্ত ভুট্টো সা'ব অক্করে নাস্তা হইয়া ওয়াপস্ হইছুইন।

রাওয়ালপিণ্ডি হাওয়াই আড্ডায় খবরের কাগজে রিপোর্টাররা তাইনরে জিগাইলো, 'স্যার, কেইসডা কি? ক্যামন বুঝতাছেন? মাল-পানির লিফ্টি কন? সোলজার কবে আইতাছে?' ভুট্টো সা'ব অক্করে Deaf & Dumb স্কুলের হেড মাস্টার। আমি হগ্গল রিপোর্ট পয়লা ছদর ইয়াহিয়ার কাছে দিয়ু। একই টাইমে ইয়াহিয়া ইসলামাবাদ থইক্যা চিল্লাইতাছিলো, 'বেয়াদারানে ইসলাম; ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না, আমরা Attack করণের লগে লগে নতুন মামু আইবো'- আরো কত কিছু। আর রেডিও গায়েবী আওয়াজ ইচ্ছামতো মিছা কথা কইতে কইতে গাইলস্যার মাইন্ডে ফেনা তুইল্যা ফেলাইছে। কিন্তু বিবিসি সামরিক জান্তার ভাণ্ড ফুটা কইর্যা ফেলাইছে। আসল খবর বাইর কইর্যা দিছে। খবরটা হইতাছে, জুলফিকার আলী ভুট্টো পিকিং থানে খালি হাতে ফেরত আইছে।

ঢং-ঢং-ঢং। কি খবর? কি খবর? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র- সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের সামরিক জাঙ্কারে আর অস্ত্রপাতি দিবো না বইল্যা ঘোষণা করছে।

হ-অ-অ-অ এই দিক্কার কারবার হনছেন নি? যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর মুড়া সমানে Silent কারবার চলতাছে। কোনোরকম যোগাযোগ না থাকনের গতিকে এইসব খবর দেৱীতে Disclose হইতাছে। অংপুর জেলার সৈয়দপুর থানার মধুপুর ইউনিয়নে বিষ্ণুগুলা ডাংগুলীৰ কারবার চলাইছে। মোছলমান লীগ আর অশান্তি কমিটির তিন মাল আজিজুল হক চৌধুরী, আব্দুল জব্বার আমীন আর ছোলায়মান পাইকাররে বিষ্ণুরা ঘইষ্যা দিছে। তিন ব্যাডায় এক লগে আজরাইল ফেরেশতার খাতায় নাম লেখাইছে। এই খবর না পাইয়া বদরগঞ্জের রাজাকাররা দলে দলে সারেভার কইর্যা বইছে।

এঃ হেঃ! তেসরা নভেস্বরে ডিমলা থানার কলোনীর হাটে আহা রে একটা ডেইনগ্যারাস্ কারবার হইছে। চল্লিশজন মছুয়া-রাজাকার দৌড়াইয়া আইস্যা মরণ-ফাঁদে পা দিয়া বইলো। দুইজন রাজাকার যাইয়া মছুয়াগো খবর দিছিলো ‘দুশমন লোক কলোনীর হাট মে হ্যায়’। আগা-মাথা চিন্তা না কইর্যাই তোমা তোমা সাইজের বেড়াগুলা ফল্‌স-তাম্বু ক্যাম্পের উপর ফল্‌ দিয়া পড়লো। আল্লাহরে, পরের টুক আর কওন যায় না। কইতাছি, কইতাছি, আমারে আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect করানোর ডর দেখাইয়েন না-তাইলে আমি গেছি। আধা ঘণ্টা বাদে মছুয়াগুলা দ্যাছে কি? মউত তগো পিছনে খাড়াইয়া আছে। গেরামের বউরা যেমতে কইয়া বটি দিয়া কাডনের আগে বত্তা কই মাছের গতরের মাইন্দে ছাই লাগাইয়া মাইন্দে বাইড়ায়, বিষ্ণুগুলা হেইরকম একটা কারবার করলো। চল্লিশজন মছুয়া-রাজাকার খতম হইলো।

এতো কইর্যা না করলাম, যাইব না- যাইস্ না, ভুরুঙ্গামারীর দিকে যাইস্ না। ঐ দিক্কার বাহে বিষ্ণুগুলা খালি Silent কারবার করতাছে। নাঃ যেইডা না করলাম, হেইডাই করলো। তোমরা না এলায় বোঝেছেন? প্যাদানি চিনবার পারছেন? বিষ্ণুগো নায়েব সুবাদার মজহারুল হক ভুরুঙ্গামারীর জওমুনির হাটে মছুয়াগো কোম্পানি কম্যান্ডার পাঞ্জাবের মেজর আকবর খানরে Clear কইর্যা ফেলাইলো। আরে এইটা কি? এইটা কি? ম্যাজিক কারবার। এই বদরগঞ্জ-পাবতীপুরের মাইন্দে না যমুনেশ্বরী নদীর ব্রিজ আছিলো? আমাগো কাল্লা মিয়া যারে ভালোবাইস্যা মহল্লার মাইনমে কাউলা কইর্যা ডাকে, আস্তে কইর্যা কইলো, বিষ্ণুরা এইডারে গায়েব কইর্যা ফেলাইছে।

হ-অ-অ-অ আসল কাথাডাই কওয়া হয় নাইক্যা। বে-ধড়ক মাইর খাইতে খাইতে মছুয়ারা এর মাইন্দে ট্রিকসের কারবার করছিল। মানিকগঞ্জের তরার ঘাট থনে গোটা দশেক গয়না নৌকা বোঝাই কইর্যা কিছু অস্ত্রপাতি ছাড়াও লাখ দেড়েক টাকার আটা, ময়দা, ডালডা, ঘি নিয়া গাইবান্ধার মছুয়াগো লাইগ্যা রওয়ানা করছিল। কালি গঙ্গার থনে যমুনা নদী দিয়া নাওগুলা আস্তে আস্তে কইর্যা আস্তইয়া যাইতেছিল। গাইবান্ধা এলাকায় আহনের লগে লগে বিষ্ণুগুলার মুখ দিয়া অন্ধরে লালা পড়তে শুরু করলো। গেরামের গৃহস্থ যেমতে কইর্যা খুদ ছিটায় আঃ আঃ আঃ কইর্যা বাচ্চা সমেত বুড়ানি মুরগিরে ডাক দেয় হেইরকম একটা কারবার হইলো।

হেরপর ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট। কেইস খতম্ মছুয়া হজম। এই খবর না পাইয়া আর সব ক্যাম্পের বিচ্ছুলা অখন ডবল আপ কারবার শুরু কইয়া দিছে। হিলি-ফুলবাড়ী, তেতুলিয়া-পঁচাগড়, ঠাকুরগাঁও-কুহিয়া, পাটগ্রাম-ডিমলা, রৌমারি-চিলমারি, পীরগঞ্জ-মিঠাপুকুর, গাইবান্ধা-বোনারপাড়া, ভরতখালী-ফুলছড়ি, যমুনা-ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা-করতোয়া এইসব এলাকায় কতি ঘোড়াকা আগে গাড়ি, কতি গাড়ি কা আগে ঘোড়ার কারবার চলতাছে। এক সময় মছুরারা বিচ্ছুগো খুঁইজ্যা বেড়াইতো-আর অখন! বিচ্ছুরাই মছুয়া খুঁইজ্যা বেড়াইতাছে। পাইলেই মাইর, পাইলেই মাইর-আরে মাইর রে মাইর।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, মরছে। পাগলায় মরছে।

১১০

নভেম্বর ১৯৭১

চিনলো কেমতে? হেরা সেনাপতি ইয়াহিয়ারে চিনলো কেমতে? আঃ হাঃ অস্থির হইয়েন না অস্থির হইয়েন না, সবই খুঁইল্যা কইতাছি। করাচীর কিনে রয়টার এক জব্বর খবর দিছে। গেল জুম্মার দিন সন্ধ্যা বেলায় হারা রাইত মুসলমান হওনের গতিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদের প্রেসিডেন্ট হাউসের বাগানের মাইন্ডে হাওয়া খাইতে বাইরাইছিল। মারী পাহাড়ের হেইমুড়া খাইক্যার মির মির কইয়া একটা সোন্দর বাতাস অইতাছিল। খান সা'বের হাতের মাইন্ডে বাঙাল মলুক খাইক্যা জেনারেল পিয়াজীর একটা খতবনাক টেলিগ্রাম। এই টেলিগ্রামে খারাপ খবর রইছে। খুলনার সাতক্ষীরা, রাজশাহীর চাপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লার কুড়িগ্রাম, দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ, সিলেটের সুনামগঞ্জ, টাঙ্গাইলের কালিহাতি থানার উত্তরমুড়া, নোয়াখালী রেল ইন্টিশনের দক্ষিণমুড়া ছাড়াও বরিশালের নদীর মাইন্ডে, গোপালগঞ্জের বিল, সিরাজগঞ্জের চর এমন কি গাইবান্ধা আর চাঁদপুরের বগল দিয়া দুশমনগো রাজ্য কায়েম হইয়া গেছে।

এইসব জায়গায় অফিসার পাডাইলে লা-পাত্তা হইয়া যায়। সোলজার পাডাইলে ভাগোয়াট হয়। রাজাকার পাডাইলে সারেগুর করে। এর মাইন্ডে আবার ছিক্রেট রিপোর্ট আইছে যে, দুশমনগো হাজারে হাজার রেগুলার সোলজার বলে তৈরী হইয়া গেছে। এইদিকে বিচ্ছুলাও আইজ-কাইল মর্টার আর রকেট লাঞ্চার লইয়া আক্রমণ করতাছে। বঙ্গাল মলুকে আমাগো পাঁচ ডিভিশন সোলজারের এক ডিভিশন আগেই খতম হইছে, এক ডিভিশনের মতো মিসিং লিস্টি আর হাসপাতালে রইছে। মাত্রক তিন ডিভিশন দিয়া শীতের টাইমে পাইট করা 'ইমপস'- মানে কিনা অসম্ভব কারবার।

এইদিকে ঠ্যাটা মালেক্যা মাল-কড়ি খাইয়া মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াইয়া তেরো বানাইয়া ফেলাইছে। এলায় করি কি? যেমন মনে হয় আমাগো ফুইট্যা পড়নের টাইম অইস্যা গেছে। জেনারেল পিয়াজীর টেলিগ্রামটা হাতে লইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়া বাগানের মাইন্ডে Walking করতাছিল আর ভাবতাছিল মাসের পর মাস ধইর্যা এতো বাইল-

পট্‌কি লাগাইলাম তবুও কিছুই করতে পারলাম না?

আচ্ছা পাকিস্তানীদের কইয়া দেই, বঙ্গাল মুলুক হতছাড়া হইলে কি হইবো, আমরা কাশ্মীর দখল কইর্যা ফেলায়। লগে লগে হিস্‌ হিস্‌ আওয়াজ হইল্যা মণ্ডলবী সা'বে দ্যাছে কি? তার বাগানের মাইন্দে তিনডা গাবুর সাইজের গখ্‌খুর সাপ ঝির ঝির হাওয়া পাইয়া কি সোন্দর খেলতাছে! ছদর ইয়াহিয়া অকরে চিল্লাইয়া উড়লো 'ইয়ে তো শয়তান হ্যায়।' শয়তান কা নজর মেরা উপর কেইসে গিয়া?' একদল মছুয়া গার্ড দৌড়াইয়া আইস্যা আরে গুলি রে গুলি, বাগানের বারোটো বাজানো সারা। কিন্তুক সাপ মারলো না। শ্যাঘে কখাইও মেলেটারি হাসপাতালর বেডের থনে এম.এম. আহম্মক এ্যাডভাইসিং পাডাইলো। 'স্যার, সাপুড়ে দিয়া টেরাই করলে কেমন হয়? এইদিকে বেগম ইয়াহিয়া খান কি রাগ! চব্বিশ ঘণ্টা পরেই এই বাগানে তার লাড়কার হাংগা হইবো। হাংগার পরেই আম জলসা মানে কিনা পার্টি- এইদিকে এটা কি গেনজাম্‌।

হ-অ-অ-অ এই দিক্‌কার করবার হনছেন নি? এতো কইরা না করলাম যাইস্‌ না যাইস্‌ না। চুষ পাজামা মাহমুদ আলীর বাড়ি সিলেট জেলায় যাইস্‌ না। হেইদিকে বিচ্‌গুলা খুবই গরম হইয়া আছে। রাস্তাঘাট গায়েব। যেখান-সেখানে মাইন বইছে। নাহ্‌ আজরাইলে Call করণের লগে লগে মছুয়াগুলা সিলেট হাউসের থনে অকরে ট্রাক ভর্তি হইয়া রওয়ানা হইলো। আহা রে মাইল কয়েক যাত্রায় পরেই খালি একটা আওয়াজ হইলো। ট্রাক ভর্তি মছুয়াগুলার হেই কারবার হইয়া গেল। এই রিপোর্ট পাইয়া ঢাকার সেকেন্ড ক্যাপিটালে জেনারেল পিয়াজী খান খাপচুরিয়াস্‌ হইয়া উঠলো। মেজর সালেকের ডাক পড়লো। বেডায় হইতাহে পাবলিসিটির চার্জে। খট্টাস কইর্যা একটা স্যালুট দিয়া কইলো, 'স্যার, ইয়ে কিছুটকা ম্যায় দূসরা তরিকাসে Publicity দুঙ্গা।' ব্যাস্‌, মেজর সালেক তার ঘোঁষা খবর দিলো।

ঢাকেশ্বরী রোডের ছহি সুলতান অফিস থাইক্যা হরলিকসের বোতল ছৈয়দ ছাহাদত হোসেন আইলো, পূর্বদেশ থাইক্যা ইলেকশনে হারু পাট্টির নেতা মাহবুবুল হক ঢিলা ফুলপ্যান্ট উপরের মুহি টানতে টানতে দৌড়াইলো, পুরানা পল্টনের ব্ল্যাক মেইল কাগজের আজিজুর রহমান বিহারী বোতল হাতে হাজির হইলো, মাল খাইতে খাইতে নিচের ঠোঁট বুলাইয়া মর্নিং নিউজের এস.জি.এম. বদরুদ্দিন ইয়েচ চ্যার কইলো। খালি দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন সা'ব মেটেনী শো সিনেমা 'ঘোড়া কা-মোচ' দেইখ্যা লেটে আইলো। সংগ্রাম কাগজের মাওলানা ফারুক্যা আগের থনেই মেজর সালেকের লগেই আছিলো। এইবার এগারো নম্বর বেইলী রোডে মিটিং বইলো।

শেষে ঠিক হইলো সিলেটের এই খবরডা খবরের কাগজে ছাপাইতে হইবো; তবে একটুক এথি-উথি করণ লাগবো। ট্রাকের বদলে বাস কইতে হইবো, সোলজারের বদলে চা-শ্রমিক বইল্যা ছাপাইতে হইবো। আর বিচ্‌গুলার কারবার না কইয়া হিন্দস্থানী এজেন্টের ব্যাপার লিখতে হইবো। তা হইলেই তো বাঙালিগো ভোগ মারণের সুবিধা হইবো। নিজেগো বুদ্ধিতে নিজেরাই তাজ্জব বইন্যা গেল। যেইরকম বুদ্ধি হেইরকম চাম। ক্যামন আন্তাজ করতাছেন, হেগো কারবার সারবার?

এইদিকে কেইসটা কি? ঢাকা University র নয়া মাতব্বর বজ্জাত হোসেনের কোনো খবর পাওয়া যাইতাছে না ক্যান? এই বেডারে বিকুণ্ডলা মেরামত করলো নাকি? নাকি Under Ground-এ ভাগলো?

এ্যার মাইন্ডে চুয়াডাঙ্গায় জেনারেল পিঁয়াজীর অর্ডারে আর একটা কারবার হইয়া গেছে। মছুয়াগুলার Morale এসট্রিং করণের লাইগ্যা ফল্‌সিং মাইর্যা ঢোল দিছে, 'বিকুণ্ডলার কম্যাভার যে মেজর মঞ্জুরের ডরে আপনারা তাম্বু থাইক্যা বইরাইতে চাইতেন না, হেরে Arrest করা হইছে।' চুয়াডাঙ্গার মাইল কয়েক দূরে একদল বিকুর লগে মেজর মঞ্জুর বইস্যা, এই খবর পাইয়া হাইস্যা দিছে। এরপর বুঝতেই পারতাছেন মছুয়াগুলার হাঁটি হাঁটি পা পা কইরা তাম্বুর খনে বাইরাইনের লগে লগে গাবুর মাইর। চাঁই-ই। হেই কারবার হইয়া গেল।

আহ্‌ হাঃ! চিটাগাং পোর্টের মাইন্ডে একটা গ্রিক জাহাজ আবার মছুয়াগো লাইগ্যা তেল লইয়া আহনের লগে লগে বিকুণ্ডলা ডাবিশ্‌ করছে। বঙ্গাল মুলুকের দখলীকৃত এলাকায় এখন একটা ক্যাডাভ্যারাস্‌ অবস্থা চলতাছে। পাট-চা-চামড়ার এক্সপোর্ট Stop. পাবলিকে মার্চ মাসের খনেই ট্যাক্স দেওন বন্ধ করছে। মফঃস্বলের টাউনগুলার মাইন্ডে কোনো ভদ্রলোক নাইক্যা। বিকুণ্ডলা গেরামে দালাল দুকিগাগো মাইর্যা ছাফ্‌ করছে। মুসলমান লীগ, জামাতে ইসলামী, পি.ডি.পি'র দালালরা ওয়াইফ-পোলাপান স-অব ঢাকায় পাড়াইয়া মাল-পানি কামানের তাল করতাছে। এর মাইন্ডে মাসের পর মাস ধইরা কেদো আর প্যাকের মাইন্ডে বিকুরা অহন হেই দালালগো খুইজ্যা বেড়াইতাছে।

আহ্‌ হঃ! এই দিক্‌কার কেইস কখুই হই নাই, না? আমেরিকা Declare দিছে, ইসলামাবাদের সামরিক জাহাজে আর সন্ত্রাস্তি দিব না। বৃটেনের লেবার পার্টি অকুরে সাফ্‌ জবানে সেনাপতি ইয়াহিয়া পতরে থুক্‌ মাইরা বাঙালিগো দিকে রায় দিছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে বাঙালিগো সমর্থনে জনসভা হইতাছে। পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, পাকিস্তানকে এক পহাও দিব না বইল্যা ঠিক করছে। একদিকে বাঙালি Marder আর একদিকে বাকীর কিস্তি শোধ না দেওনেই এইসব দেশ মাল-পানি বন্ধ করছে। বাঙ্গাল মুলুকের খতরনাক খবর আর লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস থাইক্যা এইসব খবর পাইয়া সদর ইয়াহিয়া রাগে অগ্নিশর্মা হইছেন।

নদীর চরে বক্‌, চখা এইসব পাখি ফান্দের মাইন্ডে পইড়্যা যেম্‌তে চিল্লায় মওলবী সা'বে হেম্‌তেই চিল্লাইয়া উঠছে, 'হে আমেরিকা, হে নিকসন, হে আব্বাজান আর মাইর সহ্য করতে পারতাছি না। হে নতুন মামু, আমি কিন্তু ইন্ডিয়ার লগে লাড়াই লাগাইয়া দিমু।' আমাগো ছক্কু মিয়া একটা গুয়ামুরি হাসি দিয়া কইলো, 'বেডা মাইর খাইতাছোস্‌ বাঙালি বিকুর হাতে- আর লাড়াই করতে চাস্‌ ইন্ডিয়ার লগে। হেই-ই পুরানা ট্রিক্স। তা'এইবার তো ফায়দা হওনের কোনো চালিং নাইক্যা। যতই ট্রিক্স করো, 'তোমারে বধিবে যে বাংলাদেশে বাড়িছে সে।' ভাসুরের নাম মুখে লও আর না লও, মাইর যহন গুরু হইছে, তহন এই হাটুরিয়া মাইর দিয়াই তগো ভাগোয়াট্‌ করমু।

এই দিকে এক মেমসা'বের হাসব্যান্ড কুষ্টের ঠ্যাটা মালেক্যারে হফতা দুই গরু

খোঁজা কইর্যা আরও তিনডা কড়া কিসিমের ভেড়ুয়া মালের খবর বাইর করছে। আবার রেডিও গায়েবী আওয়াজ এইগুলার আসল খবর চাপিস্ করছে। এই তিনডা মন্তীর লম্বর হইতাছে একের পিটে এক এগার এ.কে.এম. মুশাররফ। একের পিঠে দুই বারো পাউট্টা জসিম। একের পিঠে তিন তেরো পাগলা রহমান।

ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড্যা উঠলো— ‘ঠ্যাটা মালেক্যার যেমন লাগে Brain খেলতাই হইতাছে? বেডায় কি সোন্দর সোন্দর মাল বাইর করতাছে। এইগুলারে চিনলো কেমতে? হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, চিনলো কেমতে? রাওয়ালপিণ্ডিতে গাবুর গখ্খুর সাপগুলা সেনাপতি ইয়াহিয়া খানরে চিনলো কেমনে?

১১১

নভেম্বর ১৯৭১

কাউয়া ডাকে কা-কা- আগে অ, পরে আ। খোকা হাসে হি-হি-হুস-ই, দীর্ঘ-ঈ। কি হইলো মেরহামত্ মিয়া? এইডা কি করতাছো? এই বুড়া বয়সে আবার লেখাপড়া হিকতাছো নাকি? খয়েরী রং-এর দাঁতগুলা বাইর কইর্যা আমাগো মেরহামত্ মিয়া কইলো, ‘ভাইসা’ব একটা নতুন কিসিমের কেতাব হাতে আইছে। এই দেখেন, এই দেখেন? এইডার মাইন্দে লেখা রইছে ক-তে কেচুকা মাইর, খ-তে খাজা খয়ের, গ-তে গাবুর বাড়ি, ঘ-তে ঘাউয়া। এই যে আরো নইছে চ-তে চান্দি গরম, ছ-তে ছ্যাল কুত্ কুত্, ঠ-তে ঠতে কি? ঠ্যাটা মালেক্যা। ম-তে মাঘইর, ম-তে মছুয়া। ‘আমি অক্করে থ’।

গ্যান্দা পোলাপানরা মিলুয়া এইডা কি করছে? এগো কি ডার ভয় নাইক্যা? মেরহামত্ মিয়া আমার হাত ধইর্যা একটা মামা দিলো। ‘ভাই সা’ব অখন উল্ডা কারবার শুরু হইছে— এদিন ধইর্যা পোলাপানরা মছুয়া ডরাইতো আর অখন মছুয়ারাই পোলাপানরে ডরাইতাছে। বিচ্ছুগো গাবুর বাড়ির চোটে মছুয়ারা অখন চোখে মুখে আন্ধার দেখতাছে। এ্যার মাইন্দে আবার খবর পাইতাছি মছুয়া জেনারেলরা পাকিস্তানে ভাগোয়াট্ হওনের লাইগ্যা স্যুটকেস গোছাইতাছে। কখন ফুইট্যা পড়ে তার ঠিক নাইক্যা।

কিছুক বিচ্ছুগো যেইরকম কুইক কারবার চলতাছে, তাতে মনে হয়, মছুয়া জেনারেলরা ফুইট্যা পড়নের টাইম পাইবো না। ভিয়েতনামের দিয়েন বিয়েন ফু’তে যেইরকম হেইখানকার বিচ্ছুরা জেনারেল গিয়াপের অর্ডারে হানাদার ফরাসিগো এমন মাইর দিছিলো যে, এক বাড়ির চোটে ফরাসি সোলজাররা ‘ও মাই গড’ কইয়া ভাইগ্যা গেছিল। হের পর ফরাসি গবর্নমেন্ট জেনিভাতে বইস্যা খস্ খস্ কইর্যা সমস্ত দলিলপত্রো দস্তখত কইর্যা দিলে। মনে লয় বঙ্গাল মুলুকে হেইরকম কারবার হইবো।

আরে এইটা কি? এইটা কী? অংপুরের ভুরুঙ্গামারী-পাটেশ্বরীতে ছ্যাল কুত্ কুত্ খেলা চলতাছে কির লাইগ্যা? একদিকে বিচ্ছু— একদিকে মছুয়া। ছ্যাল কুত্ কুত্, ছ্যাল কুত্ কুত, ছ্যাল কুত্ কুত— চাঁই-ই-ই-ই। হইলো? কি হইলো? আরে ইটি না, বেবাক মছুয়াক্ গুড়া কইর্যা ফেলছে রে? একশ’র মতো ভোমা ভোমা সাইজের লাশ ফালাইয়া

বাকী মছুয়ারা ঝাইড়্যা দৌড়।

কই যাও? কই যাও? ওই দিকেও বিচ্ছু আছে। ডাইনে বিচ্ছু, বাঁয়ে বিচ্ছু, ওরা কোবানি ছাড়া জানে না কিছু। হ-অ-অ-অ জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে হেইদিন বাবা জগন্নাথের কারবার হইছে। রিয়ার এডমিরাল শরীফ সা'বের পেয়ারা জাহাজ 'শের আফগান' ঘাটের মাইন্ডে ঝিমাইতছিল। দক্ষিণে কাদেরিয়া বাহিনী, উত্তরে বাহে বিচ্ছু, এলায় করি কি? এরপর ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট। আরে বাড়ি রে বাড়ি। গাবুর বাড়ির চোটে খেইল খতম মছুয়া হজম।

হ-অ-অ-অ নোয়াখালীর কেইসডা কি? এরি ও ছইরুদ্দির বাপ, গাড়ি হইত্ কইচ্ছে। নোয়াখালীতে আচম্বত্ ইয়া আলীর কারবার হইছে। জাঁতি কারে কয়? পরশুরাম-বেলোনিয়ার থাইক্যা মছুয়া অক্করে Clear.

এইদিকে ঠ্যাটা মালেক্যার কারবার ছনছেন নি? বিচ্ছুগুলার কামানের খোরাকির জন্য মুছলমানী নাম দিয়া যে রাজাকার বাহিনী বানাইছিল, হেইডাতে কাম হইতাছে না দেইখ্যা, ঠাটা মালেইক্যায় পাবলিকগো নতুন কিসিমের ভোগা মারনের টেরাই নিছে। হেতনে কয়েক হাজার গুণ্ডা যোগাড় কইর্যা এটা অশান্তি বাহিনী বানাইবার বুদ্ধি করছে। পাঞ্জাব থাইক্যা যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আমদানী করছিল, হেগো আর্ধেকের মতো বঙ্গাল মুলুকের ক্যাদো আর প্যাকের মাইন্ডে গাইড়া যাওনের ঘাটিকে বাকীগুলো টাইম থাকতে দেশে ফেরত যাইতছে বইল্যাই ঠ্যাটা মালেইক্যায় এত্তি বুদ্ধি করছে।

এই খবর না পাইয়া বিচ্ছুগো মুখ দিয়া খালি লাগা পড়তে শুরু করছে। কোরবানীর আগে দুর্বী ঘাস খাওয়াইয়া খাসী যেমতে কইর্যা তেলতেলা করে— ঠ্যাটা মালেইক্যায় হেইরকম তেলতেলা খাসী বাহিনী থুত্ অশান্তি বাহিনী তৈরী করতাছে।

এ্যাঃ এ্যাঃ-এ! কক্সবাজারের বিচ্ছুরা মারি তো হাতি-লুটি তো ভাঙারের কারবার কইর্যা বইছে। টাটিগা থাইক্যা কক্সবাজারে মাইল দক্ষিণে সমুন্দর পাড়ে কক্সবাজার। যেইখানে কাথাবার্তা হয়, 'তাই হারেলা- হারেলা। কি ছান্মাদারে? হ্যাংলে ছারে, লারে ছার।' হেই কক্সবাজারে জাঙ্গালিয়া বিচ্ছুরা হেইদিন অক্করে হাত পাইটের কারবার কইর্যা বইছে। গুড্ডি যেমতে গোস্তা খায়, বিচ্ছুগো ফুটফাটে মছুয়া এয়ার ফোর্সের একটা পেলেন হেইরকম গোস্তা খাইয়া বইলো।

জেনারেল পিয়াজী কি রাগ? ঘাড় তাড়া কইর্যা দ্যাছে কি? টেবিলের উপর Wireless-এর অক্করে পাহাড় হইয়া রইছে। ময়নামতী Cantonment কা খবর বহুত খতরনাক হয়। চিটাগাং পোর্টে বিচ্ছুগো ফুটফাট কারবার চলতাছে। সিলেট-সুনামগঞ্জের কথা ছনলেই World-এর বেষ্ট পাইটিং ফোর্সরা থর্ থর্ কইর্যা কাঁপতে শুরু করতাছে। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, ধলেশ্বরী নদীর পাড়ের এলাকা বাঙালিগো কজায় গ্যাছেগা। কুড়িগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের কাজ কাম শুরু হইয়া গেছে। পাঁচগড় তেতুলিয়া, রুহিয়ার আশেপাশে যাওন সম্ভব হইতাছে না। হিলি-ফুলবাড়ী, চরকাইতে তুফান বাইড়া-বাইড়ি শুরু হইছে। চাপাইনবাবগঞ্জে গেরামের পর গেরাম মুক্ত হইতাছে। দর্শনায় বিচ্ছুরা মছুয়া বোঝাই টেরেন ডাবিশ করছে। কুষ্টিয়াতে শও মাইল এলাকা হাতছাড়া হইছে। যশোরে সামনে বিচ্ছু-পিছনে বিচ্ছু। সাতক্ষীরায় মছুয়ারা ভাগোয়াট্ হইছে। সুন্দরবনের মুহি সোলজারগো যাওয়া সম্ভব হয় নাইক্যা। বরিশাল-

পাউটাখালি, গোপালগঞ্জে চুবানির কারবার চলত। টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনী পাগলা হইয়া বাইড়াইয়া কিছু থুইত। বেবাক মছুয়া গায়েব হইয়া গেছে।

নারায়ণগঞ্জের চরে Silent কাম চলত। কাজলা-ডেমরায় দিনে মছুয়া, রাইতে বিদ্যুৎ। মানিকগঞ্জের খবর নাইক্যা। জেনারেল পিয়াজী আর একটা ফাইলের মাইন্ডে দেখলো লেখা রইছে 'যেভাবে বিদ্যুৎ আমার দেশ, তোমার দেশ- দালালমুক্ত বাংলাদেশ করত।' তাতে কইর্যা খতম হওয়া দালালগো নাম-ঠিকানা আর রেকর্ড করা সম্ভব হইত। আত্মকাঢ়াকার সেকেন্ড ক্যাপিটালের ইস্টার্ন কম্যান্ডের হেড কোয়ার্টার্সে একটা বোমা ফাটনের আওয়াজ হইলো। লগে লগে পিয়াজী সা'বে জেনারেল ফরমানেরে ডাইক্যা পাঠাইলো। ব্যাস্ বুধবার সকাল থাইক্যা ঢাকায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারফিউ জারী হইলো। রেডিও গায়েবী আওয়াজ কি খুশী! এলান কইর্যা বইলো, আইজ সকাল থাইক্যা সোলজাররা বাড়ি বাড়ি সার্চিং কইর্যা দৃষ্টিকারী পাকড়াও করবো। গাছে কাঁঠাল গৌফে তেল। দৈনিক আজাদ পত্রিকার হরলিকসের বোতল ছৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, মর্নিং নিউজের এস.জি. বদরুদ্দিন, দৈনিক পাকিস্তানের আহসান আহমদ আশুক, বিলেক মেইলের আজিজুর রহমান বিহারী, সংগ্রামের কাউন্সিল মাওলানা আকতার ফারুক আর পাকিস্তান অবজার্ভারের খাসীর গুদার গুরুয়া খাওইন্যা মাহবুবুল হাক্ মছুয়া জেনারেলগো Support দিলো।

কাম শুরু হইলো। ছেহেরী খনে এফতার পর্যন্ত রক্তসিঁরাহ বাঙালি মার্ভার আর arrest করলো। কিন্তু আন্ধার হওনের লগে লগে জেনারেল পিয়াজীর কাছে খবর আইলো, জনা ছয়েক মছুয়া সোলজার কেম্বে জানি গায়েব হইয়া গ্যাছে। বাকী মছুয়ারা রাইতের বেলায় আর Action চলাইতে নারাজ। কি করি? এখন তো Prestige টিলা হইয়া যাইবো। আন্ধারের মাইন্ডে পাইয়া বিদ্যুৎ আমার সোলজারগো তো শেষ কইর্যা ফেলাইত। যেমন মনে লইত। বিদ্যুতই কারবার কমায়ে লাইগ্যা রাইতের কারফিউ চাইত। ব্যাস্ মওলবী সা'বে অনির্দিষ্টকালের কারফিউ রহিত আটটার সময় তুইল্যা ফেলাইল।

এইডরেই কয় ঠ্যালার নাম জশ্মত আলী মোল্লা। হবায় তো ঢাকায় ছয় থানায় ছয়জন ব্রিগেডিয়ার বহাইছে। কিন্তুক তবু কইতে হইবো এইটাই হইত। ঠ্যাটা মালেইক্যা-নুরুল আমীনের Civil Administration-এর নমুনা। মনে লয় দিনা কয়েকের মাইন্ডে ঢাকা টাউনের মেসিন গান কাঁধে মছুয়া জেনারেলরা রাস্তা পাহারা দিতে নাম্বো।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, কাউয়া ডাকে কা-কা, আগে অ পরে আ।

ঠ্যাটা-ভুট্টো-ইয়াহিয়া

ইয় তুমনে কেয়া কিয়া।

১১২

ডিসেম্বর ১৯৭১

ছেরাবেরা। অন্ধরে ছেরাবেরা। বঙ্গাল মুলুকে হানাদার সোলজারগো অবস্থা অন্ধরে ছেরাবেরা হইয়া গ্যাছে। এক রামে রক্ষা নাই, সুগ্রিব দোসর। হাজারে হাজার বাঙালি

বিচ্ছুগো গাবুর মাইরের চোটে যখন সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগো হালুয়া অকরে টাইট হয় গ্যাছে, ঠিক হেই টাইমে মিত্র বাহিনী আইস্যা, আরে মাইর রে মাইর! ওয়াস্ট-এর বেট মছুয়া এয়ার ফোর্স পয়লা দিনা দুই কুচকাচ্ কইর্যা অকরে জমিনের মাইন্ডে হমান হয় গ্যাছে। এয়ার মাইন্ডে আবার বিচ্ছুগো এয়ার ফোর্স চিটাগাং, ভৈরব আর নারায়ণগঞ্জের মাইন্ডে কড়া কিছিমের কারবার কইর্যা হানাদার সোলজারগো মেরামত করছে।

গরিবের কাথা বাসী হইলে ফলে। এতো কইর্যা কইলাম, হে ইয়াহিয়া-নিয়াজ-ঠ্যাটা মালেক্যা তোমাগো যে চুলকানি উঠছে, হেই চুলকানি খুইব শীঘ্রি মাইর্যা দেয়া হইতাছে। এখনও টাইম আছে। কিন্তু নাহ- মওলবী সা'বগো তখন কী চোটপাট! আমাগো লগে শ্যাম চাচা রইছে নতুন মামু আছে- আরও কত কী!

কি হইলো তোমাগো? হগ্গল চাচা-মামুর দল যে খালি চাপাবাজী কইর্যা অখন আস্তে কইর্যা খামুশ হইয়া যাইতাছে বুঝছি, বুঝছি। সোভিয়েট রাশিয়া বুঝি কইছে 'চা-আ-প'। ইসলামাবাদের সামরিক জাস্তা বঙ্গাল মুলুকে যে গেনজাম করছে, হেইডার মাইন্ডে কোনো বেডায় যেনো আর মাথা না ঘামায়। ব্যাস, সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের দোস্তরা অকরে Deaf & Dump কুলের হেড মাস্টার হইয়া গেছে। আর জাতিসংঘের স্টেজের মাইন্ডে এইসব দোস্তরা 'ধা-ধিন-ধিন-না-না-ভিন-শতন না, ধায় ধিনা ধা', কইর্যা নাচতাছিল, সব খামুশ হইয়া গেছে। ওইখানেই ফুলস্টপ- নট নড়ন-চড়ন। আর বাড়াবাড়ি করণের ক্ষেমতা নাইক্যা।

এই দিক্কার কারবার হনছেন নি? নুরুল আমীন, মাহমুদ আলী, গোলাম আজমের মতো মালগুলা তাগো বঙ্গাল মুলুকের 'জাপোর্টারগো' পথে বহাইয়া, হেই যে পাকিস্তানে পাড়ি জমাইছে, আর তো আফগান নাম করে না। সেনাপতি ইয়াহিয়া খান এইসব মওলবী সাবগো অকরে কোণের মাইন্ডে লইয়া বইয়া আছে আর ঠ্যাটা মালেক্যায় এর মাইন্ডে আবার টিরিক্স করছে। হেতনে গবর্নর হাউসে বইস্যা একটা লেকচার রেকর্ড কইর্যা ঢাকা রেডিওর দালাল মহারাজ জিলুর সা'বের কাছে পাঠাইছে। আর জিলুর মিয়া ঠ্যাটা মালেক্যার হেই রেকর্ড করা লেকচার রেডিও গায়েবী আওয়াজের মাইন্ডে বাজাইছে। দালাল, রাজাকার আর মছুয়াগো দিলের মাইন্ডে হিম্মত পয়দা করণের লাইগ্যাই নাকি মাঝে মধ্যে এরকম লেকচার কামে দেয়। কিন্তুক হেই গুড়ে বালি। হগ্গল মিয়াই অখন বিচ্ছুগো ডরে অকরে লেডুলেডু করতাছে।

এইদিকে 'ছত্রিশ মহাশক্তি জীবন রক্ষক বটিকা' আর কুয়াতে-হালুয়া খাইয়া ছিয়াস্তর বচ্ছরের বুড়া বিল্লী বেতো রুগী খুনী নুরুল আমীন আবার সিনা টান কইর্যা খাড়াইছে। বেডা একখান! সেনাপতি ইয়াহিয়া খান লগে লগে তারে মরা পাকিস্তানের নয়া পেরধান মন্ত্রী প্রস্তাব কইর্যা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বানাইছে। বঙ্গাল মুলুকের ১৬৯ টা সিটের মাইন্ডে নুরুল আমীনের পি.ডি.পি. মানে কিনা পাঞ্জাব ডেমোক্র্যাটিক পাট্রি অউগ্যা মাত্র সিট পাইছিলো। ব্যাস, হুন্দর ইয়াহিয়া হেই 'ওয়ান ম্যান' পাট্রির নেতা নুরুল আমীনের নয়া পেরধান মন্ত্রীর প্রস্তাব করছে।

আরে এইডা কি? এইডা কি? ফরিন মিনিষ্টার হওনের শপথ না লইয়াই স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর Doubtful পোলা পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টো 'মামু আগে আইল' কইয়া রাওয়ালপিন্ডির থনে কাবুল হইয়া ভাগোয়াট্ হইছে।

এইরকম একটা ক্যাডাভেরাস্ অবস্থার মাইন্দে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান একটা জব্বর কাম কইয়া বইছে। মওলবী সা'বে মছুরা সোলজারগো Morale Strong করণের লাইগ্যা, বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা ৯৯ জন ভাগোয়াট্ মছুরা অফিসার আর জেনারেল 'খামুখায়ে পাকিস্তান', 'বিদ্বীয়ে পাকিস্তান', 'চুটিয়ায়ে পাকিস্তান' 'লেডুলেডা-এ পাকিস্তান', 'কাউলায়ে পাকিস্তান', 'ঘাউয়ায়ে পাকিস্তান'— এইসব তমঘা দিয়া বইছে।

আরে এই মের্হামত মিয়া, হা কইয়া রইছো কার লাইগ্যা? মুখের মাইন্দে মাছি হান্দাইবো কিন্তুক! কী হইলো। কী হইলো? মনে লইতাছে আমাগো মের্হামত মিয়া কিছু কাখা কইবার চাইতাছে?

ভাইসাব, আমি ভাবতাছি, যখন কড়া কিছিমের মাইরের মুখে মছুরা খালি ঝাইড়া দৌড়াইতাছে, আর তাগো জেনারেলেরা ট্রিক্স কইয়া পাকিস্তানে ফুইট্যা পড়তাছে; তখন সেনাপাতি ইয়াহিয়া কী সোন্দর ভাগোয়াট্ জেনারেলগো তমঘা দিতাছে। হেইর লাইগ্যাই তো হা কইয়া রইছি। ইলেকশনে হারলে মিনিষ্টার হওন যায়; জংগের ময়দানে থাইক্যা ভাগোয়াট্ হইলে তমঘা পাওন যায়; মাইয়া মানুষের ইচ্ছাত নষ্ট আর মসজিদ নাপাক করলে মসলী হওন যায়? কেইসডা কী?

তমঘা পাউয়াইন্যা মওলবী সা'বগো লম্বরে রইছে বঙ্গাল মুলুক থাকা ভাগোয়াট্ জেনারেল টিকা খান। হেতোনে লাইছুইন 'শয়তানে পাকিস্তান'। দূশরা লম্বরে জেনারেল শিয়াজী। বেডার কপালে হইছে 'লেডুলেডা-এ পাকিস্তান'। তিসরা লম্বরে জেনারেল মিঠঠা। মওলবী সা'বের মুখে বুলতাছে 'ঘাউয়ায়ে পাকিস্তান'।

এইডা কী? এইডা কি? গাইবান্ধার এইমুড়া এই লুকগুলো প্যান্ট আর গেঞ্জি পিন্ধ্যা দৌড়াইতেছেন ক্যান? এইগুলার সাইজ তো বাঙালি না? এইগুলো তো উন্ডা-পান্ডা সাইজ বইল্যা মনে হইতাছে। কী খবর বাল্যবন্ধু? কই যাও? এইতো আমরা বইস্যা রইছি। আইসেয়া, তোমাগো উপর ঘষাঘষি কারবার করণের লাইগ্যাই তো' আমরা Wait করতাছি। তোমাগো অন্যান্য দোস্তরা কী সোন্দর, এ্যার আগেই 'হ্যালো, আজরাইল' কইয়া আসল কারবার কইয়া বইছে। রাওয়ালপিন্ডি হনুস্ দূর আস্ত। বঙ্গাল মুলুকের কেন্দো আর প্যাক বহুত নজদিগ্।

এ্যাঃ এ্যাঃ। সামরিক জান্তার ৯১ নম্বর ট্রিক্স ধরা খাইছে। আটটা জাহাজ কী সোন্দর 'জাতিসংঘের উদ্যোগে 'ত্রাণ সামগ্রী' এই সাইন বোর্ড লাগাইয়া বঙ্গোপসাগর থনে দুই ভাগ হইয়া চিটাগাং আর চালনার দিকে আশুয়াইতাছিল। কিন্তুক হেই জাহাজগুলার মাইন্দে রইছে অস্ত্রপাতি। আবার ফেরত যাইবার টাইম-এ বলে ভাগোয়াট্ মছুরা সোলজারগো লইয়া যাইবো। ব্যাস্, হিন্দুস্থানের নৌ বাহিনী হেইগুলার ঘেটি ধইয়া কইলকাতায় লইয়া গেল।

দম্ মওলা-কাদের মওলা। ঢাকার রেডিও গায়েবী আওয়াজ গায়েব হইয়া গেছে

গা। বোমার ঠেলায় দাঁড়ি নাই মওলানা ডঃ হাসান জামান, হরলিকস-এর বোতল আজাদ সম্পাদক হৈয়দ ছাহাদত হোসেন, সংগ্রামের মওলানা অখতার ফারুক্যা, মর্নিং নিউজের এস.জি.এম. বদরুদ্দীন-ছালাউদ্দিন মাহমুদ আর বিলেক মেইলের আজিজুর রহমান বিহহারীর চাপাবাজী বন্ধ হইছে।

এতো কইর্যা না করলাম, হে মছুরা মালেরা তোমরা বঙ্গাল মুলুকের গাংয়ের পাড়ে যাইয়ো না। হেইখানে আজরাইল ফেরেশতা Short Hand-এর খাতা আর পিসিল লইয়া বইয়া আছে। নাহ, আমার কথা হুনলো না! ঘুইর্যা ফিইর্যা হেই চুবানী খাওনের লাইগ্যা খুনীর দল কী সোন্দর পদ্মা-মেঘনা, যমুনা-ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা-শীতলক্ষ্যার গাঙ-এর পাড় ধইর্যা দৌড়াইতাছে। আর বিচ্চুরা আরামসে দে বাড়ি, দে বাড়ি। বহুত গেন্জাম করছিল। এলায় বিচ্চুগো চুবানী আর কোবানী কারে কয় হেইডা বুইঝা লও।

History-তে লেখা থাকবো বঙ্গাল মুলুকের গোলাপান বিচ্চুরা ১৯৭১ সালের নয় মাসে World-এর Best পাইটিং পোর্স-এর হাজার হাজার মছুরারে কেন্দো আর প্যাঁকের মাইন্দে হাড্ডি কইর্যা থুইছে। অবশি হাড্ডি করনের আগে মওলবী বাজারে কসাইরা যেমতে কইর্যা খাসীর গোসের কিমা বানায়, ভোমা ভোমা সাইজের মছুরাগুলোরে হেইরকম কিমা বানাইছে।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, ছেরাবেরা। অকরে ছেরাবেরা। বঙ্গাল মুলুকে হানাদার সোলজারগো অবস্থা অকরে ছেরাবেরা হয়। গ্যাছে।

১১৩

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

ঠ্যালার নাম জশমত আলী সেনাপতি। সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বিচ্চুগো গাবুর মাইর আর ঠ্যালার চোটে হাতে শরাবন তহরার গিলাস লইয়া সমানে আল্লাহ-বিলাহ্ 'আর নারা-এ তকবির আল্লাহ-আকবর' কইতে শুরু করছে। হারাজীবন ধইর্যা খাড়াইয়া পেসাব আর বাইশ হাজার গ্যালন Born in 1820 খাওনের পর বঙ্গাল মুলুকের হাজার হাজার মসজিদ না পাকের অর্ডার দিয়া মওলবী সা'বে অখন আরবীতে কাঁদতে শুরু করছে। শয়তানে আজম হুদর ইয়াহিয়া জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ না পইড়্যা দশ লাখ বাঙালি মার্ভার কইর্যা অখন কি সোন্দর মুছল্লীর ভ্যাশ ধরছে।

আবার লারকানার লাডুকা জুলফিকার আলী ভুট্টোরে কইতাছে, 'হে আমার গিলাসের দোস্তু ভুট্টো, আর লাল পানি খাইওনা ভুট্টো- তোমারে আমি ঝাপসা দেখতাছি।' সেনাপতি ইয়াহিয়া অখন কোদালিয়া মাইর খাইয়্যা তামাম দুনিয়ারে ঝাপসা দেখতাছে।

আমাগো বক্শি বাজারের ছক্কু মিয়া আত্কা ফাল্ পাইড়্যা উঠলো, 'ভাইসব আইজ একটা কড়া কিসিমের মেছালের কথা মনে পড়ছে। আমাগো কাউলাগো গেরামে দাড়ি নাই মওলানা ডা. হাসান জামানের মতো একজন মহা ত্যাঁদোড় আদমি আছিলো। মাইনষে বেডারে ঘাউয়া জামান কইয়া ডাক্তো। বিধবার জমি গ্যাঁড়া মারা, গৃহস্থের গরু

চুরি, সুন্দরী মাইয়ারে নিকাহ, ডাকাতি মামলার মিথ্যা সাক্ষী, এইসব কারবারের মাইন্ডে ঘাউয়া জামান Expert আছিলো। কিন্তু বেডায় সব সময় তস্বি টিপ্তো। এই ঘাউয়া জামান বুড়া বয়সে শূলের ব্যারাম আর বাতের বিষে বিছানায় কাইত হইয়া পড়লো। তখন একদিন পোলাগো ডাইক্যা কইলো, ‘দ্যাখ, হারা জীবন আমি মাইনিষের ক্ষেতি করছি। দুনিয়ার এমন খারাপ কাম নাই, যা করি নাইক্যা। এলায় আমি তওবা কইর্যা কাফ্ফারা দিতে চাই।’ পোলারা একজনে আরেকজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কেইসডা কি? তয় কি আব্বাজান ভুল বুঝতে পারছে? গলার মাইন্ডে একটা জোর খ্যাকরানি মাইর্যা হামান দিস্তা দিয়া থ্যাতলা করন্ধ্যা একটা পান ঘাউয়া জামানের মুখের মাইন্ডে ফালাইয়া কইলো, ‘দ্যাখ আমি যখন মইর্যা যামু তখন আমার পিছন মুড়ায় জায়গামতো একটা বাঁশ দিয়া চৌরাস্তায় খাড়া কইর্যা থুইব্যা। মাইনষে বুঝবো জীবনভর খারাপ কাম করলে এইরকমই নতিজা হয়।’

দিন কয়েক বাদ ঘাউয়া জামান আখেরী দম ছাড়লে হের পোলাগুলা আব্বাজানের কথামতো কাম কইর্যা বইলো। গেরামের রাস্তার চৌমাথায় আব্বার লাশ খাড়া কইর্যা থুইলো। খালি পিছন মুড়া কয়েকটা তল্লা বাঁশের ঠ্যাকা রইছে। হেরপর এই খবর যখন থানায় গেল দারোগা পুলিশ আইস্যা হগ্গল কিছু হইন্যা ঘাউয়া জামানের পোলাগুলারে কোমরে দড়ি লাগাইয়া বাইক্যা লইয়া গেল। গেরামের সেনাপতি অঙ্করে থ’। খালি ঘাউয়া জামানের বড় পোলায় চিল্লায়া কইলো, ‘ভাইসব, আমার আব্বা হইলে কি হইবো, হারা জীবন মাইনিষের সর্বনাশ কইর্যা অখন পট্টা তোলনের পর পোলাগো সর্বনাশ কইর্যা থুইলো।’ এলায় বুঝছেন, সেনাপতি ইয়াহিয়া খান হেই ঘাউয়া জামান হইছে। ব্যাডারে মরণে Call করলে কি হইবো, জেনারেল হামিদ-ভুট্টো-কাইউম-মওদুদী, নুরুল আমীন-ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজীর কোমরে দড়ি লাগাইবার ব্যবস্থা কইর্যা থুইয়া যাইতাছে।

হ-অ-অ-অ এই দিককাধি কারবার হনছেন নি? সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হানাদার সোলজাররা বঙ্গাল মুলুকের প্যাক আর ক্যাদোর মাইন্ডে গাইড্যা যাওনের গতিকে শ্যাম চাচা, নতুন মামু আর চাচাতো-ফুফাতো ভাই বেরাদরের দল, মওলবী সা’বরে টিরিক্সের পর টিরিক্স হিকাইতাছে। কিন্তু কিছুই আর কামে আইতাছে না। খুটির জোরে মেড়া কোঁদে। তবুও খুনী ইয়াহিয়া তার কথামতো তিস্রা ডিসেধর যা’ আছে ডুঙ্গির কপালে কইর্যা ভীমরুলের চাকে হাত দিয়া বইছে— মানে কিনা India Attack কইরা বইছে।

আবার রেডিও গায়েবী আওয়াজ থনে সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান গলার মাইন্ডে হলকুম লাগাইয়া ডাইনের মুড়া দিয়া লেখইন্যা জবানে লেকচার দিছে। হেতনে কইছন, ‘ইয়ে হামারা আখেরী লাড়াই হ্যায়।’ বেডা একখান। কিসে নাই চাম রাধা কৃষ্ণ নাম।

পক্ষ কইর্যা একগাদা পানের পিক্ ফালাইয়া মেরহামত মিয়া আত্কা চিল্লাইয়া উঠলো, ‘বুঝছি, বুঝছি সেনাপতি ইয়াহিয়া কড়া কিসিমের ট্রিক্স করছে। সারেভার যখন করতেই হইবো, তখন বঙ্গাল মুলুকের পোলাপান বিচ্ছুগো কাছে সারেভার করতে কি লজ্জা, কি লজ্জা! India Attack কইর্যা হেগো কাছে সারেভার করলে Prestige টিলা হওনের হাত থাইক্যা কিছুটা রক্ষা পাওন যাইবো।’

ব্যাস্, যেমন চিন্তা হেইরকম কাম। মওলবী সা'বে অজু না কইর্যাই 'নারা-এ-তকবির আল্লাহ্-আকবর' কইয়া নয়া কিসিমের ধোকা দেওনের লাইগ্যা India Attack করছে। আর হুড়মুড় কইর্যা জাতিসংঘের Security council- এর হাটু চাইপ্যা ধরছে Help, Help, শ্যামচাচা, নতুন মামু, খুনী ইয়াহিয়ারে কান্ধে কইর্যা Security কাউন্সিলে হ্লাহপ্ ড্যান্সিং শুরু করছে। ঠাস্ কইর্যা একটা আওয়াজ হইলো। কি হইলো? কি হইলো? এই রকম আওয়াজ হইলো কির লাইগ্যা?

ও-অ-অ-অ- সোভিয়েত রাশিয়া হগ্গল কয়টারে এক লগে ভাপড়া মারছে। ফাইজলামি করার আর জায়গা পাও না, না? নয় মাস ধইর্যা বঙ্গাল মুলুকে বহুত গেন্জাম করছে। ইলেকশনে জেতইন্যা শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের ক্ষামতা দেও নাই, বেসুমার মানুষ Murder করছো, মাইয়া মাইনষের ইজ্জত নষ্ট করছো, ঘর-বাড়ি সম্পত্তি গুড়া করছো, এক কোটি বাঙালিরে ঘরছাড়া কইর্যা অহন India Attack কইর্যা ভ্যাশ ধরছো। আমি Warning দিতাছি, কেউ যেনো হেইখানে তেড়ি-বেড়ি করতে না যায়। হগ্গলরেই কইয়া দিতাছি, 'যদি শান্তি চাও, তয় স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকার কইর্যা পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করো।'

এঃ হেঃ! এইদিকে বঙ্গাল মুলুকের বিক্ষুরা ধনাধার কারবার কইর্যা যাইতাছে। ঠাকুরগাঁও দখল কইর্যা মুক্তি বাহিনী সৈয়দপুরের দিকে আগুয়াইয়া যাইতাছে। ফরিদপুর, বরিশাল, পটুখালি থানে বিক্ষুগো কোছলিয়া মাইরের মুখে হানাদার মছুয়ারা Competition কইর্যা আজরাইল ফেরেশতাবাদে হাত ধইর্যা 'মোহুসাবা' করতাছে।

আরে এইডা কি? এইডা কি? টাঙ্গাইল, সাতক্ষীরা, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ- এইসব জায়গায় মছুয়া পাওয়া যাইতাছে না কিসের লাইগ্যা? ও-অ-অ হগ্গলেই বুঝি How to Surrender আর How to ভাগোয়াটের কারবার করছে না? সারছে রে সারছে। সোনারেকি কষ্টাক্ কামারের এক ঘা। টাই-ই-ই।

বঙ্গাল মুলুকের আস্মানে India আর মছুয়া Airfoce-এর পাইট হইছিল ব্যাস্, খেইল খতম পয়সা হজম। মছুয়া Air পোর্সের আর কোনো আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে না।

এতো কইর্যা কইলাম, যাইস্ না যাইস্ না। হে সাদা চামড়ার মালেরা Situation Normal কইর্যা ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী যতই চাপাবাজি করুক, তোমরা ঢাকায় প্যাট মারবার বুদ্ধিতে যাইও না- যাইও না। বিক্ষুরা অকরে পাগ্লা হইয়া রইছে। নাঃ আমার কাথা হনলো না। অখন কেমন লাগে? টেরেঞ্জের মাইন্দে হান্দাইয়া খালি যিও খ্রিষ্টের নাম লইতাছো ক্যান? বুঝছি, বুঝছি, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট সাবের ঘুম ভাঙছে। বেডায় অখন ভেউ ভেউ কইর্যা কাইন্দা কইতাছে, মাত্রক্ দুই ঘণ্টার টাইম দাও। আমার সাদা মালগুলো ব্যাংককে ভাগোয়াট হওনের চান্স দাও।

এই দিককার কারবার হনছেন নি? হাতি যেমতে কইর্যা খেদার মাইন্দে আটকা পড়ে, হেইরকম ভোমা ভোমা সাইজের হানাদার মছুয়াগুলো অখন বঙ্গাল মুলুকে কেরোর মাইন্দে আটকা পড়ছে। কেইসটা কি?

হগ্গল এয়ারপোর্ট ডাবিশ হইছে, চালনা বন্দর বিক্ষুগো দখলে, চিটাগাং পোর্ট-এ

হেই কারবার চলতাছে। এই রকম একটা অবস্থায় পোলাপানে চিনি ছিটাইয়া যেমতে কইর্যা চিঁউটি মানে কিনা পিপড়া হাত দিয়া ডইল্যা মারে, হেই রকম মছুরা ডইল্যা মারছে। হাঁই-ই রে ইডা কিরে? বিছুরা মছুরা কোবাইয়্যা সুখ করলো রে, বিছুরা মছুরা কোবাইয়্যা সুখ করলো! খুনকা বদলা খুনের কারবার চলতাছে।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা।' বিচ্ গলেমে আটকি হ্যায় দম, নাই ইধারকা রহে, না উধারকা রহে।'

১১৪

ডিসেম্বর ১৯৭১

খাইছে রে খাইছে। আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া একটা জব্বর কাথা কইছে। হেরে জিগাইলাম, 'আবে এই ছক্কু মিয়া, একদিন না একদিন তোমারে মরতে হইবোই। তা আমারে কইবার পারো মরণের পর তুমি কি বেহেশতে যাইবার চাও, না দোজখে যাইবার চাও?

ছক্কু একটা ম্যাচ বাস্তির কাঠি দিয়া দাঁত খোঁচাইতে খোঁচাইতে কইলো, 'ভাইসা'ব আপনার কথার জওয়াব দেওনের আগে আমার একটুকু কথা আছিলো। আচ্ছা কইবার পারেন মরনের পর লাহোরের ফিলিম ইষ্টার নূরজাহান বেগম কোন্‌হানে যাইবো?

আমি কইলাম, 'কীর লাইগ্যা- দোজখেই যাইবো।'

'ছবিহা কোন হানে যাইবো?'

'মনে লয় এইডাও দোজখেই যাইবো।'

ছক্কু আমার দিকে Angle মাইয়া জিগাইলো, 'ভাইছা'ব এলায় কন্‌ দেহি আমাগো ঢাকার ডট্‌ ডট্‌ ডট্‌ বেগম কোন্‌হানে যাইবো?'

এইডায় যেইরকম ইথি ওথি কারবার করতাছে আর মহব্বতের গান গাইতাছে তাতে আন্দাজ করণ যায় যে, দোজখের মাইন্দে বেগমের সিট্‌ অকরে রিজার্ভ হইয়া আছে।'

ছক্কু মিয়া আমার জবাব হোননের পর একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিলো, 'ভাইসা'ব লাহোরের নূরজাহান-ছবিহা আর ঢাকার বেগম যখন দোজখে যাইবো তখন দোজখই তো বেহেশত হইবো- আর বেহেশত তো পরহেজগার মানুষে ভইর্যা যাইবো- কেমন কিনা? তা হইলে আল্লায় দিলে আমিও দোজখে যামু। নূরজাহান-ছবিহা-শাহনাজ ছাড়া আমি থাকতে পারুম না।' ছক্কুর কথা হইন্যা আমি অকরে থ'। সেনাপতি ইয়াহিয়ার কথাবার্তার লগে অকরে 'কাপে-কাপ'- কি সোন্দর মিল খাইছে।

আমাগো মেরহামত মিয়া গালার মাইন্দে একটা খ্যাকরানি মাইর্যা কইলো, 'মনে লইতাছে মছুরা সম্রাট ইয়াহিয়ার খুব খায়েশ হইছে হেতনে দোজখে যাইবো। চেঙ্গিস খান-তৈমুর লঙ্গ, নাদির শাহ-হিটলার-মুসোলিনী-তোজের মতো মালগুলা যখন মানুষের রক্তের শরবত খাইয়া দোজখে যাইয়া বইয়া আছে; তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া খানও

হাবিয়া দোজখে যাইবো।’

হ-অ-অ-অ আপনাগো লগে গল্প করতাছি আর এইদিক্কার কাবার হনছেন নি? ছালার মাইদে খনে আটাতুর বছর বয়সের বুড়া বিল্লি বাইরাইছে। আহ্‌হা, খুনী নুরুল আমীন সা’বের কথা কইতাছি। মওলবী আইস্যা পড়ছে। আইজ ঢাকা, কাইল করাচী, পরন্তু লাহোর এই কারবার শুরু করছে। বেডায় করাচীতে বয়ান দিছে, ‘ঠ্যাটা মালেক্যার রাজত্ব বঙ্গাল মুলুকে আনন্দের হিল্লোল চলতাছে- ঢাকা অক্করে Normal.’

টাই-ই-ই কি হইলো? কি হইলো? ঢাকা-তেজগাঁ, ডেমরা-কাজলা, পাগলা-নারায়ণগঞ্জ এইসব এলাকায় বিক্ষুব্ধতার বেগমার কারবার শুরু হইয়া গেছে। করাচীর ডন, জঙ্গ প্রভৃতি খবরের কাগজওয়ালারা এখন চরকি বাজীর মাইদে পড়ছে। নুরুল আমীন সা’বে যখন করাচীতে লেকচার দিতাছে- ‘ঢাকা অক্করে Normal,’ ঠিক এই টাইমে টেলিপ্রিন্টারের মাইদে খালি খটাখট খটাখট আওয়াজ কইর্যা খবর আইতাছে, ঢাকায় হেই কারবার Begin হইয়া গেছে তিন হস্তা ধইর্যা বিক্ষুরা আর দম লইতাছে না- ইচ্ছামতো বোমাবাজী চলাইতাছে।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রেললাইন গড়বড় হইয়া গেছে। খোদ ঢাকা টাউনে একটা দালাল ফ্যামিলি খতম- ঠ্যাটা মালেক্যার দোস্ত চিরকুমারি খান ছবুর খানের বাড়িতে বোমা ফাটাইছে। University তে টাইম বোমা Burst করছে। তেজগাঁও-এ পাঁচ মছুয়া খতম হইছে। সিদ্ধিরগঞ্জের Electric Supply-এর মাইদে একটা বিতিকিচ্ছি কারবার হইছে।

এঃ হেঃ! আবার পীলখানায় বিক্ষুব্ধতারামসে চাইরজন মছুয়ারে একটুক ঘইষ্যা দিছে। অবশ্যি অসুবিধা হয় নাইক্য, এই ব্যাডাগুলো আজিমপুর গোরস্তানের লগে লাগা পীলখানায় খাটিয়ার মাইদে হইত্যা, আর এখন একশ’ হাত দূরে খোদ গোরস্তানের মাইদে হইত্যা আছে। আগে ডাক দিলে ঘুম ভাঙ্গতো। অহন আর হেই কারবার নাইক্যা। হাজার ডাকলেও আওয়াজ দেয় না। এইসব খবর দেইখ্যা করাচীর ডন-জঙ্গ কাগজওয়ালারা এদিনে বুঝতে পারছে বুড়া নুরুল আমীন কীর লাইগ্যা কইতাছে যে, ঢাকা অক্করে Normal.’ বিক্ষুব্ধতার বোমাবাজী, মছুয়াগুলার মরণ, মিল-ফ্যাক্টরি ডাবিশ, রেললাইন গায়েব- এইগুলাই হইতাছে ঢাকা শহর Normal থাকনের নমুনা। ঢাকার মাইন্ষে কইতাছে, ‘রাইতের বেলায় ফুটফাট আওয়াজ না ছনলে খুবই খারাপ লাগে। মনে হয় এই রকম তো কথা আছিলো না।

এইদিক্কার কারবার হনছেন নি? সকাল-দুপুর-বিকাল-রাইত। রেডিও গায়েবী আওয়াজ খালি দলে দলে হারু মালগো Elect হওনের খবর দিতাছে। সা’বে কইছে কিসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। পালের গোদা সেনাপতি ইয়াহিয়া কলমের এক খোঁচায় ৭৮ জনের Election বাতিল করণের লগে লগে হারু মালপত্রের মাইদে কি দৌড়াদৌড়ি। ক্যানভাসিং-এর দরকার নাই, ভোটরগো ভোষামুদীর প্রয়োজন নাই। গেরামে গেরামে ঘোরণের কষ্ট নাই। খালি একটুক মাল-পানি ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া ছিলিপটা খুনী নুরুল আমীনরে দেখাইলেই কেপ্লা ফতেহ্। কি হইলো? আপনেই তো

ঢাকা টাউনের হারু মাল? কই ছিলিপ কই? এ্যাঃ এ্যাঃ! সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এই যে পাইছি! টাঙ্গাইলে খালি আছে একটা। আপনার টুপী, দাড়ি সবই আছে যখন তখন আপনারে টাঙ্গাইল খনে Elect হওনের ব্যবস্থা কইর্যা দিলাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার বীরগাঁও গেরমের গোলাম কবীর-এর পোলা জামাতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আজম কী সুন্দর টাঙ্গাইল আসন থাইক্যা Elect হইলেন।

এলায় ক্যামন বুঝতাছেন? ঠ্যাটা মালেইক্যার তেলসমাতি-মার্কী গণতন্ত্রের মাজ্জামাডা? এইডারেই কয়- 'ঘরের মাইন্দে ঘর, চিস্তর হইয়া পড়।' নিউইয়র্ক টাইমস কাগজের মাইন্দে ইয়াহিয়া-ঠেটার এই ভোগচ্ Elecion রে অকরে তুলাধুনা কইর্যা ফেলাইছে। কিন্তুক মালেক্যার কাথা হইতাছে, আমাগো 'মেলেটারি গণতন্ত্রে' কোনোই ভেজাল নাইক্যা। আব্বাজান ইয়াহিয়া যেইরকম কইছে, আমরা হেই রকম কাম করতাছি।

আরে অই ছইরুদ্দির বাপ গাড়ি হইত করছে। কি হইলো? ভুট্টো আবার তার বোতলের দোস্ত ইয়াহিয়া খানের নেক নজরে পড়ছে। মছুয়া সম্রাট গাড়ার মাইন্দে আটকা পইড়া, তু কইর্যা ডাকনের লগে লগে বেডায় খুশিতে গুলগুলুয়া হইয়া ইসলামাবাদে যাইয়া হাজির হইছে। শরাবের গেলান্দে গেলান্দে ঠোকাঠুকি কইর্যা সেনাপতি ইয়াহিয়ার পয়লা অর্ডার 'আয় মেরে লাল জম্ম কায়রো-প্যারিস-জেনিভামে যাও।' ডাইল গল্লে না। ভুট্টো সা'বে হগ্গল জম্মে খনে ধাওয়া খাইয়া আস্তে কইর্যা ফেরত আইলো। এইদিকে 'হো গিয়া ভাই-এক' কারবার হয়ে গেছে। ছদর ইয়াহিয়া এলায় নিজেই ময়দানে নামছে। বেডায় হইল খনে খবরের পর খবর পাইয়া লাহোরে আইস্যা আস্তানা গাড়ছে।

অখন বঙ্গাল মুলুকের কেইস সঙ্গে উঠছে। মাতব্বরী মাইরা পাকিস্তানের বর্ডারে সোলজার নামাইয়াই মওলবী স্মার্ট বুদ্ধ বনছে। এলায় করি কি? এলায় করি কি? 'হামার ইডা কি চিরকিং হছলো রে? হামি ক্যা যুদ্ধের ভয় দেখাছুনরে? উঃ হঃ ইডা কি গ্যাডাকলের মাইন্দে পড়নু রে?'

সেনাপতি ইয়াহিয়া খান আসল কাম শুরু হওনের আগে অখন নিজের গতরের কাপড় বাসন্তী Colour কইর্যা পাকিস্তানের বর্ডারে ঘুইর্যা বেড়াইতাছে। মছুয়া সোলজারগো Morale Strong করণের লাইগ্যা বেডায় একটা আবেদী চাপিং করতাছে। আর এইদিকে লারকানার লাডকা ভুট্টোরে পিকিং রওনা করছে। লগে লেঃ জেনারেল গুল হাছন, এয়ার পোর্সের রহিম খান, রিয়ার এডমিরাল রইস্যা আর মক্কো থাইক্যা ধাওয়া খাওইন্যা ফরিন সেক্রেটারি সুলতাইনারে পাডাইছে। কেইসডা কি? পিকিং, এয়ারপোর্টে লাখ লাখ লোকের Reception নাইক্যা। মাত্রক দুই হাজার স্কুলের পোলাপান খাড়াইয়া আছে।

হ-অ-অ-অ। এইদিকে বঙ্গাল মুলুকে ফাটাফাটির কারবার শুরু হইয়া গেছে। এইবার কিশোরগঞ্জের পালা। হোসেনপুর, কাটিয়াদী, ইটনা, অষ্টগ্রাম, করিমগঞ্জ, বাজিতপুর- এইসব এলাকা খনে মছুয়ারা অকরে Clear হইয়া গেছে। আরে বাড়িরে

বাড়ি। গাবুর বাড়ির চোটে মছুয়াগো লগে রাজাকার বাহিনী অকরে Massacre বাহিনী হইয়া গেছে। কিশোরগঞ্জে হাওর করে কয় হানাদার সোলজাররা হাড়ে হাড়ে টের পাইতাছে। রাস্তাঘাট, রেল লাইন স-অব ছেরাবেরা।

মছুয়াগো উপর হাবিয়া দোজখ নাইম্যা আইছে। আজরাইল ফেরেশতা আইজ-কাইল Short-hand-এ নাম-দাম লিখতে শুরু করছে। এইদিকে সাতক্ষীরা-সুন্দরবন, গোপালগঞ্জ-পটুয়াখালী, ঠাকুরগাঁ-কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ-জামালপুর, কুষ্টিয়া-চাপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় বিক্ষুণ্ণ মছুয়াগো গরু খোঁজা কইরা বেড়াইতাছে। বাংকার শূন্য, ট্রেঞ্চ ধলী। স-অব ভাগোয়াটের মাইন্দে রইছে।

জেনারেল পিয়াজী ভাগোয়াট বন্ধ করণের লাইগ্যা মছুয়া অফিসারগো পাসপোর্ট কেনচেল কইর্যা দিছে। কিন্তু নিজে বাঁচলে বাপের নাম। এর মাইন্দে রাও ফরমান আলী আর একটা টিরিক্স কইর্যা বইছে। বেডায় রেডিও গায়েবী আওয়াজেরে অর্ডার দিছে মাঝে-সাজে ভোগাচ্ এলান দিবা; দুশ্মনরা তারাবীর নামাজের টাইমে মসজিদ Attack করতাছে। ব্যাস্ আমতেই রেডিও গায়েবী আওয়াজ ঘেউ ঘেউ কইর্যা উঠছে। কিন্তুক ফরমান আলী সা'ব কইয়া দেই, বঙ্গাল মলুকের মসজিদের কাছ দিয়া যাওনের টাইমে একটু হিসাব কইর্যা যাইয়েন। বিক্ষুণ্ণ কিন্তু মছুয়া ময়শের আগে নামাজ পইড়া কাম করে। হেইগুলা আইজ-কাইল পাগলা হইয়া উঠছে। আর হেগো নম্বর দিন দিনই বাইড়াই চলতাছে।

হের লাইগ্যাই কইছিলাম, খাইছে রে মাইন্দে আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া একটা জব্বর কাথা কইছে।

১১৫

AMARBOI.COM

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

দম্ মাওলা, কাদের মাওলা!

ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। এমতেই একটা আওয়াজ করলাম, আর কি!

এতো কইরা না কইছিলাম— চেতাইস্ না, চেতাইস্ না— বঙ্গবন্ধুর বাঙালিগো চেতাইস্ না। বাংলাদেশের কেঁদো আর প্যাকের মাইন্দে হাঁটু হান্দাইস্ না। নাহ্। আমার কাথা হুনলো না। তহন কী চিরকীৎ? ৭২ ঘণ্টার মাইন্দে সব ঠাণ্ডা কইরা দিমু। কি হইলো, ঠ্যাটা মালেক্যা-পিয়াজী-ইয়াহিয়া সা'ব? অহন হেই সব চোটপাট্ গেল কই? ৭২ ঘণ্টার জায়গায় ২১০ দিন পার হইছে— গেন্জাম্ তো' শ্যাম্ হইল না। আইজ-কাইল তো' কারবার উল্টা কিছিমের দেখতাছি। হানাদার মছুয়াগো অবস্থা দিন্কা দিন তুরহান্দ খরতনাক্ হইয়া উঠতাছে। সাতক্ষীরা-খুলনা, যশোর-কুষ্টিয়া, রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর-দিনাজপুর, সিলেট-ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল-মধুপুর, কুমিল্লা-চিটাগাং, মাদারীপুর-পালং আর ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ-হুগল জায়গা থনে World-এর Best-পাইটিং ফোর্সরা খালি ঝাইড়া দৌড়াইতাছে।

জেনারেল পিয়াজী অঙ্করে থঃ।

এইডা কি? এইডা কি?

মেজর শের মোহাম্মদ। তোমারে না সাতক্ষীরায় Duty দিছিলাম? তুমি ঢাকার Second capital-এ আইলা কেমতে? তোমার মুখে এতো বড় দাঁড়ি গজাইলো কেমতে? তোমার সোলজারগো' খবর কি? তোমার পরনে তপহনু দেখতাছি কীর লাগইগ্যা?

ছ্যার কইতাছি, কইতাছি। পহেলা একটুক দম লইতে দেন। সাতক্ষীরা যাওনের আগে ব্রিগেডিয়ার ফকির মোহাম্মদ নে বোলা থা- 'পহেলা আপ, দুসরা বাপ, উস্কো বাদ দুনিয়া।' সাতক্ষীরায় যাইয়া দেখি কি, পাকিস্তানী আমীর বহুত খতরনাক অবস্থা।

ঈদের নামাজের পর থাইক্যাই বাঙালি বিকুগুলা অঙ্করে পাগুলা হইয়া উঠছে। হাজার হাজার বিকু তিন দিক থাইক্যা আইস্যা- আরে বাড়ি রে বাড়ি! সাতক্ষীরায় আমাগো মর্টার, মেসিনগান, গ্রেনেড, বাংকার-ট্রেক- কিছুই কুলাইলো না। আমাগো সোলজারগো লাশ অঙ্করে পাহাড়। বেগতিক দেইখ্যা একটা মরা রাজাকারের লুসি পিনদ্যা- হেই কাম করলাম। দিলাম দৌড়। যে রাস্তা দিয়া ভাগছি- দেখি খালি মেজিক কারবার। হগ্গল জায়গায় বিকুরা ওঁৎ পাইতা রইছে। এক ঝাপট মাইর্যা হেরা কালীগঞ্জ থানা দখল কইর্যা লইলো। হেরপর আরামসে নদী ধরি হইয়া বিকুরা অহন খুলনা টাউনের দিকে যাইতাছে।

মুক্তিবাহিনীর আরো দুইটা দল যশোর থেকে ৭ মাইল দূরে চৌগাছায় আস্তানা গাড়ছে। হেই জায়গায় আমাগো পাকিস্তানী সোলজাররা যেমতে কইর্যা গরুর গোসের কাবাব খাইছিল- এইবার বিকুরা কয়েক মর্টার মাইন্দে আমাগো হেইসব সোলজারগো কাবাব বানাইল। গেরামের বাঙালিরা ইহাখুশি। হেরা গামছা উড়াইয়া বিকুগো খোস আমদেদ জানাইতাছে।

ছ্যার, সত্যি কথা কইতে-কি, রাজাকারগো কাছে অহন দুইটা মাত্র রাস্তা খোলা রইছে। হয়, একটা রাইফেল আর ৩০ রাউণ্ড গুলি লইয়া Surrender করা- আর না হয়, 'মউত তেয়া পুকার তা'। দুই কিছিমের কারবারই চলতাছে। পাকিস্তানী সোলজারগো আঃ বাঃ ফ্রি। মানে কিনা আহাৰ ও বাসস্থান ফ্রি হইয়া গেছে। হগ্গল সোলজারই আজরাইল ফেরেশতার খাতায় নাম লিখাইতাছে। এই রিপোর্ট পাইয়া লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী কি রাগ? আত্কা ঘাড় তেড়া কইর্যা দেখে কি, সিলেট সেক্টরের লেঃ কর্ণেল জান মোহাম্মদ, মেহেরপুরের মেজর বসির খান, রংপুরের কর্ণেল অম্বর খান আর মাদারীপুর-বরিশালের মেজর মাহবুব মোহাম্মদ মাথা নিচু কইর্যা খাড়াইয়া রইছে। হগ্গল জায়গায় রিপোর্ট খুবই খতরনাক। পিপ্-পিপ্। পিপ্-পিপ্। জেনারেল পিয়াজী সা'বে রেডিওগ্রামে মছুয়া সম্রাট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলো। "আমগো অহন কুফা টাইম শুরু হইছে। আরো সোলজার পাঠান বঙ্গাল মলুকে।"

ব্যাস্। খুনী ইয়াহিয়া খান হুইঙ্কির গ্লাস হাতে শিয়ালকোট থাইক্যা জলদি ইসলামাবাদে ওয়াপস্ আইলো। অ্যাডভাইসারগো লগে গুফতাগু করণের পর, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নয়া কিসিমের ট্রিকস্ করনের লাইগ্যা দোস্তগো কাছে খবর

পাঠাইলো। ফরিন সেক্রেটারি সোলতাইন্যা নিউইয়র্ক-প্যারিস-বন থাইক্যা ধাওয়া খাইয়া ফেরত আইলো আর বঙ্গাল মূলকের গবর্ণর ঠ্যাটা মালেক্যা ঢাকার খনে পিভি যাইয়া হাজির হইলো। বুড্ডা বিল্লী নুরুল আমীন আগের খনেই পাকিস্তানে রইছে। ইসলামের যম, গোলাম আজম আর খুলনার খবরের কাগজের হকার এজেন্ট-মন্ত্রী মওলানা ইউসুইপ্যা ইসলামাবাদে যাইয়া “ইয়েচ ছ্যার” কইলো। আর লারকানার পোংটা পোলা জুলফিকার আলী ভুট্টো মদের গিলাস হাতে “তু, মেরী মনকি মোতি হ্যায়” গান গাইতে গাইতে চাকলালা বিমানবন্দরে উপস্থিত হইলো। টেলিগ্রাম পাইয়া নতুন মামু, পুরানা চাচা, পরাণের দোস্ত- হগ্গলে আইস্যা হাজির হইলো।

এদিকে ঢাকার কারবার হুন্ছেন নি? হেই দিন আত্কা কই খনে আমাগো কালু মিয়া, যারে মহল্লার মাইনষে আদর কইর্যা কালু কইয়া ডাকে- হেই কালু আইস্যা হাজির। বেডায় চিৎকার করতছিল। ভাইসা'বরা, কারবার হুন্ছেন নি? পিআইএ প্লেন সার্ভিস নাইক্যা। দুই চাইর খান যে টেরেন চলতছিল, হেইগুলার চাক্কা বন্ধ। বাস সার্ভিস তো' আগেই ইস্তফা। ঢাকা থাইক্যা বাইরাইনের হগ্গল রাস্তা বন্দ।

চিল্লানী থামাইয়া, কালু আমাগো কাছে আগুইয়া আইলো। আস্তে কইর্যা জিগাইলো, “আচ্ছা, ভাইসা'ব, বিচ্ছু কারে কয়? হেরা ডেরেতে কেমন? হেগো ‘ডেরেশ’ কি রকমের?”

আত্কা আমাগো বক্শি বাজারের ছক্কু মিয়া একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিয়া গলাটার মাইন্দে জোর খাকরানি মাইরি কইলো, “আমাগো কাউলা, একটা আহম্মক। যুদ্ধের শুরু হওয়ার সাড়ে আট মাস বাদে হালায় জিগাইতেছে বিচ্ছুগো ডেরেশ কি রকমের? তয় হোন্। এরা হইআচ্ছা দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী- পলক পলকে মছুয়া ঘষে।” হেই দিন যারা বঙ্গালিতে প্রাক্তন গবর্ণর মোনেম খাঁরে Marder কইর্যা হের লাস গায়ের কইর্যা ফালাইলো- হেগো বিচ্ছু কয়। এগো কোনো ডেরেশ নাই।

হ-অ-অ-অ। হেই দিক্কার কারবার হুন্ছেন নি? লেংড়া, কানা, খোঁড়া, বোঁচা- যেই সব বুড়াবুড়া পাঞ্জাবি মছুয়া আর্মি খনে চাকরিতে ব্রিটিয়ার করণের পর ‘স্মাগলিং’ আর ‘বিলেক মার্কেটের’ Business করতছিল, জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হগ্গলরেই লাড়াই করণের লাইগ্যা Call করছে। রিপোর্ট না করলে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এইগুলারেই কয় কামানের খোরাক। এই খবর শুইন্যা বিচ্ছুগো মুখ দিয়া অক্করে লালা পড়তে শুরু করছে। মছুয়া কোবায়ে কি আরাম ভাই, মছুয়া কোবায়ে কি আরাম।

যেই রকম খবর পাইতাছি, তা'তে মন হয়, রোজার ঈদের পর থাইক্যাই বাঙালি গেরিলারা পাগলা হয়ে উঠছে। হাতের কাছে দালাল, রাজাকার আর মছুয়া সোলজার পাইলেই বাড়ি- আরে বাড়ি রে বাড়ি! পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা।

এই দিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ারে Support দেওনের লাইগ্যা যে ট্রিক্স করছিল, হেইটা ভি গড়বড় হইয়া গেল। উথান্ট সা'বে ঢাকায় জাতিসংঘের ৩৫ জন সাদা চামড়ার অফিসার পোষ্টিং-এর পর হেগো হাত দিয়া দিক্খি পাকিস্তানী আর্মিরে মালপানি আর রসদ জোগাইতেছিল। হেরাই অহন

মুক্তিবাহিনীর মাইরের চোটে ঝাইড়া বাংকারে দৌড়াইতাকে। বাংকারে বইস্যা বিদেশী সাংবাদিকগো কইছে যে “ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ। সমস্ত ফরেনাররা ভাগনের লাইগ্যা সুটকেস গুছাইতাকে। যেকোনো Time-এ আসল কারবার হয়ে যেতে পারে। আসলে বাঙ্গালি গেরিলারা ডেইনজারাস্।

এ্যাঃ এ্যাঃ। চাইরো মুড়া পানি পাইয়া মুসীগঞ্জের বিচ্চুরা একটা জব্বর কাম কইর্যা বইছে। তাগো কাথাবার্তার ধরণটাই আলাদা।

কই না তো? আমাগো মুসীগঞ্জে কোনো টাইমেই মছুরা আছিলো না তো? আমরা কোনোদিন পাকিস্তানী কোনো সোলজারই দেখি নাইক্যা?

কয় কি? হাডির হিসাব পর্যন্ত নাই। সব লাশ গায়েব। আজরাইল ফেরেশতা পর্যন্ত মাথা খুজ্যাইতাকে। কেইসটা কি? জান কবজ করলাম ঠিকই। কিন্তু লাস নাইক্যা। অকরে ভানুমতির খেইল।

এইদিকে সিলেট টাউন আন্দার, রংপুরে কোদালিয়া মাইর, মেহেরপুরে ঘেরাও, ঈশ্বরদি Airport ডাবিশ, কুষ্টিয়ায় মছুরা ‘মউত কা সামান লে চলে’; কিশোরগঞ্জে Silent বাইস্কোপ, চাঁদপুর-বরিশাল-মাদারীপুরে দরিয়ার মাইন্দে চুবানী, যশোরে গেন্জাম আর বগুড়ায়— ‘ইডা কেংকা কইর্যা হলো রে’

ঢাকা Airport-এর কন্ট্রোল টাওয়ার গুড়া, রানঘরে অনেকগুলো পুকুর, কংক্রিটের বাংকারে শ’য়ে শ’য়ে পাকিস্তানী সোলজারগো লাইশ। আজরাইল ফেরেশতা Overtime কইর্যাও হিসাব মিলাইতে পারতাকে না। Note করতাকে, শের মোহাম্মদ খান-লাহোর এবং গয়রহ। এই গয়রহের মধ্যে কই শও তিনেক মছুরা সোলজারের নাম রইছে।

এই দিকে একদল মুক্তিবাহিনী মেহেরপুরে হাজির হইয়া আরে খাওয়ানী রে খাওয়ানী। একই সঙ্গে মটার আর মেশিনগানের গুলি।

কইছিলাম না, আমাগো Note আইবো— এক মাঘে শীত যাইবো না। ভোমা ভোমা সাইজের পাকিস্তানী সোলজাররা একদিনের যুদ্ধে গোটা কয়েক ট্যাংক ফালাইয়া চৌ দৌড়। খানিক দূর যাইতেই দেহে কি? আর একদল বিচ্চু খালি ডাকতাকে, আ-টি-টি-টি। গেরামের গৃহস্থের বউরা যেমন কইরা মুরগিরে আধার খাওয়ানের লাইগ্যা ডাক দেয়। ঠিক হেমতে কইর্যা বাঙালি গোন্দা পোলাগুলো— কী সোন্দর ডাক দিতাকে ‘আ-টি-টি-টি’।

হেরপর—বুঝতেই পারতাহেন। ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট। কয়েক শ’মছুরা হালাক হইলো। এই খবর না পাইয়া, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সেনাপতি ইয়াহিয়া খান অকরে ঘং ঘং কইর্যা কাইন্দা ভরাইছে। হালাকু খান-তৈমুর লঙ-নাদির শাহ-হিটলার-মুসোলিনী তোজো আর আব্বাজান আইয়ুব খানের নামে কসম খাইয়া সমানে খালি বিদেশী রাষ্ট্রগুলোরে টেলিগ্রাম করতাকে। ‘Help, Help’।

কিন্তুক মওলবী সা’বে বহত Late কইয়া ফেলাইছেন। এখন বাংলাদেশের লড়াই-এর ময়দানে শুধু “খুনকা বদলা খুনের কারবার চলতাকে। মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুরা হইতাকে, “দিনকা মোহিনী, রাত্কা বাঘিনী পলক পলকে মছুরা ঘষে”।

হেইর লাইগ্যা গুরুতেই কইছিলাম, ‘দম্ মাওলা-কাদের মাওলা’।

মেজিক কারবার। ঢাকায় এখন মেজিক কারবার চলতাকে। চাইরো মুড়ার খনে গাবুর বাড়ি আর কেচ্কা ম্যাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুরা সোলজারগুলা তেজগা-কুর্মিটোলায় আইস্যা- আ-আ-আ দম ফালাইতাকে। আর সমানে হিসাবপত্র তৈরী হইতাকে। তোমরা কেডা? ও-অ-অ টাঙ্গাইল থাইক্যা আইছো বুঝি? কতজন ফেরত আইছো? অ্যাঃ ৭২ জন। কেভাবের মাইদে তো দেখতাহি লেখা রইছে টাঙ্গাইলে দেড় হাজার পোষ্টিং আছিলো। ব্যাস্ ব্যাস্ আর কইতে হইবো না- বুইজ্যা ফালাইছি। কাদেদিয়া বাহিনী বুঝি বাকীগুলার হেই কারবার কইর্যা ফালাইছে। এইডা কি? তোমরা মাত্র ১১০ জন কীর লাইগ্যা? তোমরা কতজন আছলো? খাড়াও খাড়াও- এই যে পাইছি। ভৈরব- ১২৫০ জন। তা হইলে ১১৪০ জনের ইন্না লিল্লাহে ডট ডট ডট রাজেউন হইয়া গেছে। হউক কোনো ক্ষেতি নাই। কামানের খোরাকের লাইগ্যাই এইগুলারে বঙ্গাল মুলুকে আনা হইছিল। রংপুর-দিনাজপুর, বগড়া-পাবনা মানে কিনা বড় গাং-এর উত্তর মুড়ার মছুরা মহারাজগো কোনো খবর নাইক্যা। হেই সব এলাকায় একশোতে একশোর কারবার হইছে। আজরাইল ফেরেশতা খালি কোম্পানির হিসাবে নাম লিখ্যা থুইছে।

আরে এইগুলো কারা? যশুরা কই মাছের মুছে চেহারা হইছে কীর লাইগ্যা? ও-অ-অ তোমরা বুঝি যশোর থাইক্যা ১৫৬ মাইল মেড়াইয়া ভাগোয়াট হওনের গতিকে এই রকম লেড়-লেড়া হইয়া গেছে।

আহ্ হাঃ! তুমি একা খাড়াইয়া আইছো কীর লাইগ্যা? কী কইল্যা? তুমি বুঝি মীরকাদিমের মাল? ও-অ-অ-অ খালি হুগলগুলারে বুঝি বিছুরা মেরামত করছে? গ্যাং-এর পাড়ে আলাদা না পাইয়া অসরামসে বুঝি চুবানী মারছে।

কেইসডা কী? আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া কান্দে কীর লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু! কান্দিস না ছক্কু, কান্দিস না! কইছিলাম না, 'বঙ্গাল মুলুকের কোদো আর প্যাকের মাইদে মছুরাগো 'মউত তেরা পুকের তা হ্যায়'।

নাঃ- তখন কী চোটপাট! হ্যান করেংগা, ত্যান করেংগা। আর অহন? অহন তো মওলবী সাবরা কপিকলের মাইদে পড়ছে। সামনে বিচ্ছু, পিছনে বিচ্ছু, ডাইনে বিচ্ছু, বায়ে বিচ্ছু। এখন খালি মছুরারা চিল্লাইতাকে, 'ইডা হামি কী করছুনরে! হামি ক্যা নানীর বাড়িত আচ্ছিনু রে! হামি ইয়া কী করনু রে!

আত্কা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, ভাইসা'ব আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতাকে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন। ওইগুলো কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাথাডা এ্যাংগেল কইরা ভেরছী নজর মারতে দেহীকী, শও কয়েক মছুরা অকরে চাউয়ার বাপ- মানে কিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়া বশীর জিগাইলো, 'তুম লোগ্কো কাপড়া কিধার গিয়া?' জবাব আইলো-যশোরে সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জী, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আরিচায় আভার ওয়ার থুইয়া বাকী রাস্তা খালি

চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি- ‘হায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া?— হামলোগ তো আভি নাংগা মছুয়া বন গিয়া ।’

আত্কা ঠাস্ ঠাস্ কইরা আওয়াজ হইলো । ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না! মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী চুলে ভর্তি সিনা চাব্ড়াইতে শুরু করছে । ‘পদ্মা নদীর কূলে আমার নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার নানী মরেছে— গাবুর বাড়ির চোটে আমার কাম সেরেছে ।’ ব্যাস, মণ্ডলবী রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের কাছে খবর পাডাইলো, ‘হে প্রভু, তোমার দিলে যদি আমাগো লাইগ্যা কোনো রকম মহব্বৎ থাইক্যা থাকে, তা’ হইলে তুরন্দ আমাগো কইয়া দাও; কিভাবে বিদু আর হিন্দুস্তানী ফোর্সের পা জাপটাইয়া ধরলে আমার লেডুলেড়া আর ধ্বজ-ভংগ মার্কী বাকী সোলজারগো জানডা বাঁচানো সম্ভব হইবো ।’

এই খবর না পাইয়া একদিকে জেনারেল শিঁয়াজী আর একদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া কী রাগ? সেনাপতি ইয়াহিয়া লগে লগে উথান্টের কাছে টেলিগ্রাম করালো, ‘ভাই উথান্ট, ফরমাইন্যার মাথা ঝরাপ হওনের গতিকেই এই রকম কারবার করছে । হের টেলিগ্রামটা চাপিশ কইর্যা ফালাও ।’ এইদিকে আমি ছ্যার শাহ নেওয়াজ ভুট্টোর ‘ডাউটফুল’ পোলা, পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথা কইনের ওয়ার্ড রেকর্ড করণের লাইগ্যা জাতিসংঘে পাডাইতাছি । পোলডারে একটুক লেডুলে রাখবা । বেডার আবার সাদা চামড়ার কসবীগো লগে এথি-ওথি কারবার করনের খুবই খায়েশ রইছে ।

সা’বে কইছে কীসের ভাই, আহাদের আলী কীমি নাই । সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হবু ফরিন মিনিষ্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো কীমিট শপথ লওনের টাইম হয় নাইক্যা— ব্রাকেট শেষ । জাতিসংঘে যাইয়া পয়লা রিপোর্টগো লগে বেশ কায়দা কইর্যা লুকোচুরি খেলতে শুরু করলো । তার-পর । জাতিসংঘের ডায়ালগে আত্কা কয়েক দফায় কান ধইর্যা ‘উঠ-বস’, ‘উঠ-বস’ কইর্যা ভুট্টো সা’বে চিল্লাইয়া কইলো, ‘আর লাইফের এই রকম কাম করুম না । বঙ্গাল মুলুকে আমরা গেন্জাম কইর্যা খুবই ভুল করছি । আমরা মাফ চাইতাছি, তোওবা করতাছি, কান ডলা খাইতাছি । আমাগো এইবারের মতো ক্ষেমা কইর্যা দেন ।’

কিছু ভুট্টো সা’ব । বহুৎ লেইট কইর্যা ফালাইছেন । এইসব ভোগাচ্ কাথাবার্তায় আর কাম হইবো না । আত্কা ঠাস্ ঠাস্ কইর্যা আওয়াজ হইল । কী হইলো? কী হইলো? জাতিসংঘে ভেটো মাইর্যা সোভিয়েত রাশিয়া হগগল মিচকী শয়তানরে চীৎ কইর্যা ফালাইছে । কইছে, ফাইজলামীর আর জায়গা পাও না? বাঙালি পোলাপান বিকুরা যহন লাড়াইতে ধনা-ধন জিত্তাছে, তহন বুঝি লাড়াই বন্ধ করণের নানা কিসিমের ট্রিক্স হইতাছে—না?

এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পরানের পরাণ জানের জান চাচা নিক্সন, কড়া কিসিমের ট্রিক্স করণের লাইগ্যা সপ্তম নৌ-বহররে সিংগাপুরে আনছে । লগে লগে ক্রেমলিন থাইক্যা হোয়াইট হাউসরে গ্র্যাডভাইসিং করছে— একটুক হিসাব কইর্যা কাজ-কারবার কইরেন । প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগনী কইছে, ভারত উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলালেই ভালো হয় । ব্যা-স্-স, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর সিংগাপুরে আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া রইলো ।

এ্যা এ্যাঃ! এই দিক্কার কারবার ছনছেন নি? হারাধনের একটা ছেলে কান্দে ভেউ ভেউ, হেইডা গেল গাথার মাইন্দে রইলো না আর কেউ। জেনারেল পিয়াজী সা'বে সরাবন তছুরা দিয়া গোসল কইর্যা ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের মাইন্দে হান্দাইয়া এখনও চ্যা চ্যা করতাছে- 'আমার ফোর্স ছেরাবেরা হইলে কী হইবো, আমি পাইট করুম- আমি পাইট করুম।'

আমাগো মেরহামত মিয়া আতকা চিন্লাইয়া উঠলো। এইডা কী? এইডা কী? জেনারেল পিয়াজী সাবের ফুল প্যান্টের দুইরকম রং দেখতাছি কীর লাইগ্যা? সামনের দিকে খাকী রং, পিছনের মুড়া বাসন্তী রং- কেইসডা কী? অনেক দেমাক লাগাইলে এর মাজমাডা বোঝন যায়।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। মেজিক কারবার। ঢাকায় অহন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরো মুড়ার খনে গাবুর বাড়ি আর কেচকা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুরা সোলজারগুলা তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা- আঁ-আঁ-আঁ, দম ফালাইতাছে।

১১৭

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

কি পোলারে বাঘে খাইলো? শ্যাঘ। আইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুরাগো রাজত্ব শ্যাঘ। ঠাস্ কইয়া একটা আওয়াজ হইলো। কি হইলো? কি হইলো? ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পিয়াজী সা'বে চেয়ার খনে চিত্তর হইয়া পইছা গাইলো। আট হাজার আটশ' চুরাশি দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে মুছলমান-মুছলমান ভাই-ভাই কইয়া, করাচী-লাহুর-পিন্ডির মছুরা মহারাজরা বঙ্গাল মুলুকে যে রাজত্ব কায়েম করছিল, আইজ তার খতম্ তারাবী হইয়া গেল।

বঙ্গালি পোলাপান বিচ্ছুরা দুইশ পঁয়ষট্টি দিন ধইর্যা বঙ্গাল মুলুকের ক্যান্দো আর প্যাকের মাইন্দে World-এর Best পাইটিং ফোর্সগো পাইয়া, আরে বাড়িরে বাড়ি। ভোমা ভোমা সাইজের মছুরাগুলা ঘঁৎ ঘঁৎ কইরা দম ফালাইলো। 'ইরাবতীতে জনম যার ইছামতীতে মরণ।' আত্কা আমাগো চক বাজারের ছক্কু মিয়া ফাল্ পাইড্যা উডলো, 'ভাইসা'ব, আমাগো চক বাজারের চৌ-রাস্তার মাইন্দে পাথর দিয়া একটা সাইনবোর্ড বানামু। হেইডার মাইন্দে কাউলারে দিয়া লেখাইয়া লমু, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুকে মছুরা নামে এক কিছিমের মাল আছিলো। হেগো চোটপাট্ বাইড়া যাওনের গতিকে হাজারে হাজার বঙ্গালি বিচ্ছুরা হেগো চুটিয়া-মানে কিনা পিপড়ার মতো ডইল্যা শেষ করছিল। এই কিছিমের গেনজামরেই কেতাবের মাইন্দে লিইখ্যা থুইছে 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।' টিক্কা-মালেক্যা গেল তল, পিয়াজ বলে কত জল?

২৫ শা মার্চ তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বঙ্গালিগো বেগুমার মর্ডার করনের আর্ডার দিয়া কি চোটপাট্। জেনারেল টিক্কা খান হেই আর্ডার পাইয়া ৩০ লাখ বঙ্গালির খুন দিয়া গোসল করলো। তারপর, বঙ্গাল মুলুকের খাল-বন্দক, দরিয়া-পাহাড়, গেরাম-বন্দরের মাইন্দে তৈরী হইলো বিচ্ছুরা। 'যেই রকম বুনাওল, সেইরকম বাঘা তেঁতুল।'

৩২৫

গেরামের পোলাপান যেমতে কইর্যা বদমাইশ লোকের গতরের মাইন্দে চোত্ৰা পাতা ঘইস্যা দেয়, বিচ্চুগো হেই রকম কাম শুরু হইয়া গেল। হেই কাম Begin. টাই-ই-ই-ই। কি হইলো কি হইলো? ঢাকার মতিঝিলে বিচ্চুগো কারাবর হইলো।

ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট। কি হইলো? কি হইলো? অংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে ভোমা ভোমা সাইজের মছুরারা হালাক হইলো। কেইসটা কি? কই নাতো।' আমাগো মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জে কোনো টাইমেই মছুরা আছিলো না তো? মেরহামত মিয়া অক্করে চিক্কুর পাইড়া উঠলো, 'বুঝছি, বুঝছি, পুরা মছুরা রেজিমেন্টেরে আলাদা না পাইয়া পঁয়াক আর দরিয়ার মাইন্দে গায়েব কইরা, কী সোন্দর দুই হাত ঝাইড়া বিচ্চুরা কইতাছে, কই না তো? এইদিকে কোনোদিন মছুরারা আহে নাই তো?

ব্যাস, মেসিন গানের লগে মেসিন গান; মর্টারের লগে মর্টারের বাইড়া-বাইড়ি শুরু হইয়া গেল। গাবুর বাড়ির চোটে জেনারেল টিক্কা খান পাকিস্তানে ভাগোয়াট হইলেন। লগে লগে আবার ছদর ইয়াহিয়া নতুন ট্রিকস কইর্যা কয়েকটা বাঙ্গালি হারু মালের মুখে লাগাল লাগাইয়া 'ক্ষেমতা হস্তান্তর করছি', বইল্যা চিল্লাইতে শুরু করলো। ঠ্যাটা মালেক্যা গবর্ণর, One Man পার্টির ছল্লু মিয়া, মাইনকার চরের আবুল কাসেম, খুলনার খবরের কাগজের হকার মাওলানা ইউসুফা, জয়পুরহাটের মাওলানা আব্বাস, ফেনীর ওবায়দুল্লা মজুমদার আর বরিশালের আখতারউদ্দিন মিনিষ্টার হইলেন। হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। পালের গোদা ছিয়াত্তর বছর বয়সের বুড়া বিল্লি আস্তে কইর্যা ছালার মাইন্দে তনে বারাইলো। স-অ-ব কামই হিসাব কতো চলতাছে। সাতডা হারু পাট্টিরে এক গোয়ালে তুইল্যা মওলবী সা'বের পেরধান মন্ত্রী হওনের চিরকিং হইলো। পুরানা তপনের ন্যাকড়া দিয়া উরা বাইনদ্যা হেই হাওয়াই জাহাজে পিভি যাইয়া ছদর ইয়াহিয়া খানের অক্করে কোলের মাইন্দে বইয়া পড়লো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া খান হখন আন্তাজ করতে পারলো যে, কোনো ট্রিক্সেই আর কাম হইতাছে না, তখন পাকিস্তান আর বঙ্গাল মুলুকের লাড়াইডারে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের গেনজম বইল্যা চালু করণের লাইগ্যা ভট্ কইরা কইয়া বইলো, 'আমি কিন্তু আর নিজেই আটকাইয়া রাখতে পারতাছি না, আমার লগে নতুন মামু রইছে, বুড়া চাচা রইছে। আমি ইন্ডিয়া Attack করমু।' দিনা দশেকের মাইন্দে আমি এই কারবার করমু। এইবার আমি নিজেই পিভির খনে বর্ডারে যামুগা।' যেই কাথা, হেই কাম। মাথার Upper Chamber খালি ছদর ইয়াহিয়া- যা থাকে ডুঙ্গির কপালে কইয়া কারবার কইর্যা বইলো। কিন্তু মওলবী সা'বের আর Border-এ যাইতে হইলো না। আত্কা শরাবন তহরার গিলাস টেবিলের উপর ঠক্ কইরা থুইয়া দ্যাছে কী? লাড়াই রাওয়ালপিণ্ডির দরজায় আইস্যা হাজির হইছে। পাশে আজরাইল ফেরেশতা খাতা হাতে খাড়াইয়া রইছে। খাতায় লেখা সাদাপাকা মোটা মোটা ভুরু-ওয়ালা আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, পিতা Unknown.

হ-অ-অ-অ এইদিকার খবর ছনছেন নি? সবই হবুর কারবার। হবু পেরধান মন্ত্রী চুরুল আমীন, হবু দেশরক্ষা মন্ত্রী মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ দৌলতানা, হবু যোগাযোগমন্ত্রী আগায় খান পাছায় খান খান আব্দুল কাইয়ুম খান, হবু পোস্টপিসের মন্ত্রী ইসলামের যম গোলাম আজম আর হবু ফরিন মিনিষ্টার মদারু ভুট্টো। কেউই শপথ লইতে পারে নাইকা-

টাইম শর্ট। বঙ্গাল মুলুকের বিক্ষুব্ধ গাজুরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। ঠ্যাটা ম্যালেক্যার কী কাঁপন! মণ্ডলবী সা'বে বাংকারের মাইন্ডে বইস্যা বল পয়েন্ট কলম দিয়া গবর্ণরের পদ থাইক্যা ইস্তফা দিছে। এরেই কয় ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। বেডায় তার স্যাক্সাংগো লইয়া কী সোন্দর হোটেল Intercontinenral-এর মাইন্ডে হান্দাইছে। কিন্তু মণ্ডলবী সা'ব বহত লেটই কইর্যা ফেলাইছে। আপনার ঘেটুগো খবর কি?

ছহি আজাদ পত্রিকার হরলিকের বোতল ছৈয়দ ছাহাদৎ হোসেন, মর্নিং নিউজের এসজিএম বদরুদ্দিন, ছালাউদ্দিন মোহাম্মদ, সংগ্রাম পত্রিকার মাওলানা আখতার ফারুক্যা, দৈনিক পাকিস্তানের আহসান আহমদ আশক, পাকিস্তান অবজার্ভারের খাসির শূর্দার গুরুয়া খাওইন্যা মাহবুবুল হাক, নেশন্যাল ব্যারের দাড়ি নাই মাওলানা ডাঃ হাসান জামান-খোন্দকার আবুল হামিদ এসব মালেরা অখন কি করবো? প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হরিবল হাক্ টৌধুরীর কোনো খবর নাইক্যা- সিলেটের হারু মাল চুষ পাজামা মাহমুদ আলীর কোনো আও-শব্দ পাওয়া যাইতাছে না। কি হইলো? এদিন তো শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান আর দরদী সংঘের দালাল সম্রাট এ.টি. সাদ'দীরে লইয়া খুবই তো ফাল্ পাড়াতাছিলো-মাল-পানি জিন্দাবাদ। এলায় হের করবা কি?

আমার সাজানো বাগান হকায়্যা গেল। অ্যাঃ এ্যাঃ একটিং জাতিসংঘে মদারু ভুট্টো জেনারেল পিঁয়াজীর ছারেভারের খবর পাইয়া একটিং করছে। পয়লা গরম, তারপর নরম হেরপর আরে কান্দনরে কান্দন! পকেটের রুমাল বাইব কইর্যা চোখ মুইচ্ছ্যা নাক Clear কইরা লইলো। চিল্লাইয়া কইলো, 'ছারেভার-ছারেভার তো' Impos-অসম্ভব। আমরা ছারেভার করমু না। আমি পাইট করমু আমি পাইট করমু। এই না কইয়া মদারু মহারাজ আত্কা গতরের জামাকাপড় খুঁড়ি ফ্রান্স-বুটেনের খসড়া প্রস্তাব টুকরা টুকরা কইর্যা ছিইড্যা ফেলাইয়া ঘেটুমেট কইর্যা বাইরাইয়া গেল। বাইরাইনের টাইমে ইন্ডিয়া-রাশিয়ার লগে ফ্রান্স-বুটেনেরে তফসিল গাইল। সাদা চামড়ার জেন্টেলম্যানরা খালি কইলো, 'যার লাইগ্যা চুরি করি, হেই চুরি চুরি।'

জাতিসংঘ থাইক্যা আগাশাহীর ক্রমে আহনের লগে লগে 'মণ্ডলবী সা'ব খবর পাইলো, 'খেইল খতম, পয়সা হজম।' আট হাজার আটশ চুরাশী দিনের সোনার হাঁস, মানে কিনা বঙ্গাল মুলুকসহ পাকিস্তান নামে দেশটা শ্যাম হইয়া গেছে। আমগো ছকু মিয়া একটা গুয়ামরি হাসি দিয়া গালটার মাইন্ডে খ্যাকরানি মারলো। কইলো, 'ভাই সা'ব ২৬শে মার্চ এই মদারু ভুট্টো ঢাকার থনে করাচীতে ভাগোয়াট হইয়া এলান করছিল, 'আল্লায় সারাইছে, ছদর ইয়াহিয়া বেগুমার বাঙ্গালি মার্ডারের অর্ডার দেওনের গতিকে পাকিস্তানডা বাঁচ্যা গেল।

এলায় কেমন বুঝতাছেন? বিক্ষুব্ধ বাড়ির চোটে হেই পাকিস্তান কেমনে কইর্যা ফাঁকিস্তান হইয়া গেল? হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, কি পোলারে বাঘে খাইলো? শ্যাষে। আইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুয়োগো রাজত্ব শ্যাম।

আইজ ১৬ই ডিসেম্বর। চরমপত্রের শ্যাষের দিন আপনাগো বান্দার নামটা কইয়া যাই। বান্দার নাম এম আর আখতার মুকুল।

পরিশিষ্ট
AMARBOI.COM

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে কিছু প্রয়োজনীয় এবং
মূল্যবান তথ্য ও উপকরণ

- ক. ডাঃ মালেক মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ
- খ. পাকিস্তানের সমর্থক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ
- গ. নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে যারা মুজিবনগর যান নি
- ঘ. পূর্ব পাকিস্তানে যে সব বেসামরিক অফিসার চাকুরি করেছেন
- ঙ. পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পুলিশ বাহিনীর অফিসারবৃন্দ
- চ. পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বাঙালি কর্মচারীবৃন্দ
- ছ. বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সিনিয়র অধ্যাপকবৃন্দ
- জ. বিভিন্ন সেনা ইউনিটে যেসব বাঙালি অফিসার কর্মরত ছিলেন

AMARBOI.COM

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দখলীকৃত পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সামরিক জাভার শিখতী গভর্নর ডাঃ মালেক মন্সির সভার সদস্যবৃন্দ
(৩রা সেপ্টেম্বর, '৭১ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর '৭১)

নাম	রাজনৈতিক পরিচয়	সর্বশেষ অবস্থা	ঠিকানা
াবুল কাশেম (অর্থ দপ্তর)	সাধারণ সম্পাদক মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	মরহুম	উজিপুর, কুড়িগ্রাম
নওয়াজ আহমদ (খাদ্য ও কৃষি দপ্তর)	সদস্য, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	মরহুম	কুষ্টিয়া
এ.এস.এম. সোলায়মান (শ্রম ও সমাজকল্যাণ দপ্তর)	সভাপতি, কৃষক ও শ্রমিক পার্টি	মরহুম	ঢাকা
ওবায়দুল্লাহ মজুমদার (স্বাস্থ্য দপ্তর)	জাতীয় সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ (দলছুট)	কেন্দ্রীয় সদস্য, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	গ্রাম-দক্ষিণ মাতারা, থানা ছাগলনাইয়া, জেলা-ফেনী
আব্বাস আলী খান (শিক্ষা দপ্তর)	জামাতে ইসলামী, পূর্ব পাকিস্তান	মরহুম	বড় মগবাজার, ঢাকা
মওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ (রাজস্ব দপ্তর)	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	জামাতে ইসলাম	৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা
মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক (স্থানীয় সরকার দপ্তর)	কর্মকর্তা, নেজামী চন্দ্রশেখর	কেন্দ্রীয় সদস্য, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	-
শামসুল হক (সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তর)	প্রাদেশিক সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ (দলছুট)	-	গ্রাম-পশ্চিম সৈয়দপুর, থানা সীতাকুণ্ড, জেলা-চট্টগ্রাম
জসিম উদ্দিন আহমদ	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	-	সিলেট
আখতার উদ্দিন আহমদ (রাজস্ব দপ্তর)	মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	আইন উপদেষ্টা, পৌরস্বিয়া ইন্টারন্যাশনাল (সৌদি আরবে অবস্থানরত)	বরিশাল
অংশু প্রসাদ চৌধুরী (সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর)	প্রাদেশিক সংসদ সদস্য, পি.ই-৩০০	পাহাড়ি নেতা, বান্দরবান	গ্রাম ও থানা-বান্দরবান, জেলা-পার্বত্য চট্টগ্রাম
এ.কে.এম. মোশাররফ হোসেন (বিদ্যুৎ ও সেচ দপ্তর)	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	সাধারণ সম্পাদক ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি	গ্রাম-কুম্বী, থানা-নাকাইল জেলা-ময়মনসিংহ
এডভোকেট মুজিবুর রহমান (রাজস্ব দপ্তর)	মুসলিম লীগ, (কাইয়ুম)	সভাপতি, সৌদি-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি	বাগান শেন, ঢাকা

পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপাত্র হয়ে বেশব বাঙালি বহির্বিষে বাংলাদেশবিরোধী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন

নাম	পরিচয়	মুক্তিযুদ্ধকালীন কার্যক্রম	সর্বশেষ অবস্থান
হামিদুল হক চৌধুরী	মালিক, পাকিস্তান অবজার্ভার	দগনেতা, পাকিস্তান	(মরহুম)
মাহমুদ আলী	ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	সরকারের প্রতিনিধি দল সহকারী দলনেতা, পাকিস্তান সরকার প্রতিনিধি দল এবং বিশেষ দূত হিসাবে ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করেন	পাকিস্তানের নাগরিক
শাহ আজিজুর রহমান	রাজনীতিবিদ, মুসলিম লীগ	সদস্য, পাকিস্তান সরকার প্রতিনিধিদল	প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি সরকার ১৯৭৮ (মরহুম)
জুলমত আলী খান	রাজনীতিবিদ, মুসলিম লীগ	সদস্য, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল	প্রাক্তন মন্ত্রী, বিএনপি
মিসেস রাজিয়া ফয়েজ	রাজনীতিবিদ, মুসলিম লীগ	সদস্য, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল	সরকার ও সহ-সভাপতি বিএনপি প্রাক্তন মন্ত্রী, জাতীয় পার্টি সরকার
ড. ফাতিমা সাদিক	অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল	অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এডভোকেট এ.টি. সাদী	আইনজীবী, ঢাকা হাইকোর্ট	সদস্য, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল	আইনজীবী, লাহোর হাইকোর্ট
মৌলভী ফরিদ আহমেদ	সহ-সভাপতি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	বিশেষ দূত, সৌদী আরব ও মিশর	নিহত
তবারক হোসেন	পরিচালক, পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি দলের চীন সফর	প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব, বাংলাদেশ সরকার
বিচারপতি নূরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রস	বিশেষ দূত, জেনেভায় বাংলাদেশ বিরোধী প্রতিনিধি দলের সদস্য	প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সরকার '৮৬
ড. সাজ্জাদ হোসাইন	উপচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিশেষ দূত, মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামী দেশ	প্রবাসী
মুজিবুর রহমান	নেতা, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	সদস্য ৮ই ডিসেম্বর '৭১ নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি দল	-

১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বাঁরা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে নি

১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ই এপ্রিল '৭১ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন নি। তাঁদের তালিকা ও কার্যক্রম।

নির্বাচন এলাকা নাম	আত্মসমপত্তি তারিখ	কার্যক্রম	সর্বশেষ অবস্থান
এন.ই-৬	১৯.৫.৭১	দেশত্যাগ সরকারের পক্ষে জনমত গঠন	-
এন.ই-৭	১৯.৫.৭১	ঐ	-
এন.ই-৮	১৯.৫.৭১	রাজনৈতিক সহযোগকারী	-
এন.ই-২২	৮.৬.৭১	-	-
এন.ই.২৭	-	ঐ	-
এন.ই-৫৬	৪.৭.৭১	ঐ	-
এন.ই-৬৪	২৬.৩.৭১	-	-
এন.ই-৬৫	২৬.৩.৭১	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন	প্রতিমন্ত্রী, বিএনপি, ১৯৮০ ও প্রতিমন্ত্রী, আ. লীগ, ১৯৯৬
এন.ই-৮৩	২৬.৩.৭১	শান্তি কমিটি গঠন	প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান, '৭১--'৭২
এন.ই-৯৪	৩০.৫.৭১	-	-
এন.ই-১১০	-	পাক সামরিক সরকারের পক্ষে জনমত গঠন করেন	-
এন.ই-১৪৫	২৬.৩.৭১	মন্ত্রী পরিষদ সদস্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার	-

নির্বাচন এলাকা	নাম	আত্মসমর্পণের তারিখ	কার্যক্রম	সর্বশেষ অবস্থান
এন.ই-১৬২	রাজা ত্রিদিব রায়	২৫.৫.৭১	পাকিস্তান সরকারের পক্ষে উপজাতিদের সংগঠিত করেন	মন্ত্রী, পাকিস্তান সরকার '৭২
পি.ই-৪০	আব্দুর রহমান ফকির	২৬.৩.৭১	রাজনৈতিক সমন্বয়কারী ও রাজাকার সংগঠক	কর্মকর্তা জামাত ইসলামী
পি.ই-৬৪	এ.কে.এম. মাহবুবুল ইসলাম	২৬.৩.৭১	পাকিস্তান সরকারের পক্ষে জনমত গঠন	-
পি.ই-৮১	মঈনুদ্দিন মিয়াজী	১৫.৫.৭১	-	-
পি.ই-৯৬	হাবিবুর রহমান খান	১৫.৫.৭১	আটক অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন	-
পি.ই-১০০	পীরজাদা মোঃ সাঈদ	৮.৫.৭১	আটক অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন	-
পি.ই-১১২	মোশাররাফ হোসেন শাহজাহান	২৫.৫.৭১	পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন	মন্ত্রী, বিএনপি সরকার '৯২
পি.ই-১৩৪	ইনসান আলী মোক্তার	২০.৫.৭১	-	-
পি.ই-১৫০	আব্দুল মতিন ভূইয়া	২৬.৩.৭১	-	-
পি.ই-১৫১	এ.কে.মোশাররাফ হোসেন	২৫.৫.৭১	পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন ও অন্যান্য সহযোগিতা	-
পি.ই-১৭০	এস.বি. জামান	১.৫.৭১	-	ব্যবসায়ী, ঢাকা
পি.ই-১৯৯	আফজাল হোসেন	২০.৫.৭১	-	-
পি.ই-২৮২	অধ্যাপক শামছুল হক	২৬.৩.৭১	মন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তান সরকার (১৯৭১)	-
পি.ই-২৯৪	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	১.৭.৭১	পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন	-
পি.ই-২৯৫	আহমেদ সগীর শাহজাদা	২৬.৩.৭১	ঐ	-
পি.ই-৩০০	জগৎ-এ-চৌধুরী	২৬.৩.৭১	ঐ	-

২৬ শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরগুলোতে তত্ত্বাবধানে পদে কর্মরত ছিলেন। প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের বারংবার ঘোষণা সত্ত্বেও 'ডিস্টেণ্ট' করা তো' দূরের কথা, এরা পাকিস্তান সরকারের প্রতি মদত জুগিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ডালিকাটি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গেজেট অনুযায়ী প্রণীত। (প্রাদেশিক সরকারের উল্লেখিত পদবী কেন্দ্রীয় পদবীর এক স্তর নিচে ছিল)।

নাম	পদবী	কর্মস্থান	সর্বশেষ/পদবী
শফিউল আজম	চিফ সেক্রেটারি	প্রাদেশিক সরকার পূর্ব পাকিস্তান	চিফ সেক্রেটারি
কফিল উদ্দিন মাহমুদ	চিফ সেক্রেটারি	প্রাদেশিক সরকার পূর্ব পাকিস্তান	অবসরপ্রাপ্ত
এম.মজিবুল হক	সচিব	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	সচিব
কাজী আজাহার আলী	সচিব	শ্রম বিভাগ	সচিব
মোহাম্মদ আলী	সচিব	শিল্প বিভাগ	সচিব
কিউ.এ. রহিম	সচিব	অর্থ/সংস্থাপন বিভাগ	
মোহাম্মদ বোরশেদ আলম	সচিব	যোগাযোগ বিভাগ	সচিব
এম.এ. সালাম	সচিব	রাজস্ব বিভাগ	সচিব
ডা. এ.কে.এম. গোলাম রব্বানী	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ	সচিব
সিদ্দিকুর রহমান	সচিব	শ্রম বিভাগ	সচিব
মোজাফফর আহমেদ	সচিব	স্থানীয় সরকার বিভাগ	
এম.এ. হাসান	সচিব	প্রাদেশিক সরকার	সচিব
মুকতি মাহমুদুর রহমান	সচিব	শিক্ষা বিভাগ	-
মাহাবুবুল ইসলাম	সচিব	ওয়ার হাউজ কর্পোরেশন	-
এ.এইচ.এফ.কে. সাদেক	যুগ্ম সচিব	লোক প্রশাসন ইনস্টিটিউট	সচিব
হাবিবুর রহমান	যুগ্ম সচিব	আইন বিভাগ	অতিরিক্ত সচিব
আব্দুল হাই	যুগ্ম সচিব	অর্থ বিভাগ	
এ.এ. নাহিম উদ্দিন	যুগ্ম সচিব	যোগাযোগ বিভাগ	সচিব
সামছদ্দিন মিয়া	যুগ্ম সচিব	গৃহ নির্মাণ বিভাগ	-
ইনাম আহমেদ চৌধুরী	যুগ্ম সচিব	শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ	সচিব
সৈয়দ হাসান আহমেদ	যুগ্ম সচিব	যোগাযোগ বিভাগ	সচিব
এ.হেনা	ডেপুটি সেক্রেটারি	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	সচিব
এ.জোড়.এম. শামসুল আলম	ডেপুটি সেক্রেটারি	সংস্থাপন বিভাগ	সচিব

২৬ শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্য সময়ে

নাম	পদবী	কর্মস্থান	সর্বশেষ/পদবী
কে.এ. কবির	ডেপুটি সেক্রেটারি	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	সচিব
এ.এইচ.এম. আব্দুল হাই	ডেপুটি সেক্রেটারি	সংস্থাপন বিভাগ	সচিব
গোলাম মাহবুব	ডেপুটি সেক্রেটারি	যোগাযোগ বিভাগ	-
এফ. আহমেদ	ডেপুটি সেক্রেটারি	খাদ্য বিভাগ	-
এম.আর. ওসমানী	ডেপুটি সেক্রেটারি	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	সচিব

শাহেদ লতিফ	ডেপুটি সেক্রেটারি	পরিকল্পনা বিভাগ	-
কাজী জাহেদুর রহমান	ডেপুটি সেক্রেটারি	অর্থ বিভাগ	-
এ.রহিম	ডেপুটি সেক্রেটারি	শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ	-
এম.এরফান আলী	ডেপুটি সেক্রেটারি	পুনর্নির্মাণ বিভাগ	-
২ মোকাম্মেল হক	ডেপুটি সেক্রেটারি	কর বিভাগ	সচিব
লুৎফুল্লাহিল মজিদ	ডেপুটি সেক্রেটারি	বিদ্যুৎ ও সেচ বিভাগ	সচিব
ছলিম উদ্দিন আহমেদ	ডেপুটি সেক্রেটারি	প্রশিক্ষণ একাডেমী	যুগ্ম সচিব
ইমদাদ হোসেন	সেকশন অফিসার	কৃষি বিভাগ	-
এম. ওসমান	সেকশন অফিসার	খাদ্য বিভাগ	-
জয়নুল আবেদীন	সেকশন অফিসার	শিক্ষা বিভাগ	-
হিমাংগু রঞ্জন দত্ত	সেকশন অফিসার	শিক্ষা বিভাগ	-
নূরুল ইসলাম	সেকশন অফিসার	খাদ্য বিভাগ	চেয়ারম্যান
			সেরিকালচার বোর্ড
এস.এম. ফজলুল হক চৌধুরী	সেকশন অফিসার	বিদ্যুৎ ও সেচ বিভাগ	
এ.কে.এম. নূরুল ইসলাম	সেকশন অফিসার	স্বরাষ্ট্র বিভাগ	উপ-সচিব
শেখ সদর উদ্দিন মুন্সী	সেকশন অফিসার	খাদ্য বিভাগ	-
এম.এ. কুদ্দুস	সেকশন অফিসার	সংস্থাপন বিভাগ	উপ-সচিব
আব্দুল হাকিম	সেকশন অফিসার	খাদ্য বিভাগ	যুগ্ম সচিব
আবুল হোসেন	সেকশন অফিসার	সংস্থাপন বিভাগ	সচিব
লুৎফুল্লাহিল মজিদ	সেকশন অফিসার	বিদ্যুৎ ও সেচ বিভাগ	সচিব
এ.মান্নান	সেকশন অফিসার	শিক্ষা বিভাগ	-
এ.জেড.এম. শামছুল হক	সেকশন অফিসার	সংস্থাপন বিভাগ	সচিব
সেলিমউদ্দিন আহমেদ	সেকশন অফিসার	-	-
নওয়াব আলী	সেকশন অফিসার	-	-
মাহবুব আলী খান	সেকশন অফিসার	সংস্থাপন বিভাগ	
আনিছ উদ্দিন আহমেদ	সেকশন অফিসার	বাণিজ্য বিভাগ	
এ.কে. কবির উদ্দিন	সেকশন অফিসার	কর বিভাগ	
কেরামত আলী	চেয়ারম্যান	কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	সচিব
ও এ.এম.আনিসুজ্জামান*	চেয়ারম্যান	ওয়ার্ড হাউজ কর্পোরেশন	
আব্দুর রব চৌধুরী	চেয়ারম্যান	ওয়ার্ড হাউজ কর্পোরেশন	সচিব
সুলতানুজ্জামান খান	চেয়ারম্যান	ছুট মিল কর্পোরেশন	সচিব
মনওয়ারুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	বন উন্নয়ন কর্পোরেশন	
এম.আবুল খায়ের	-	ইপিআইডিসি	সচিব
আখতার আলী	পরিচালক	ইপিআইডিসি	সচিব
সফিউদ্দিন আহমেদ	পরিচালক	কর বিভাগ	
বদিউল আলম	পরিচালক	সমাজ কল্যাণ	-
ফরিদ উদ্দিন	পরিচালক	সরবরাহ বিভাগ	সচিব
মোহাম্মদ আশরাফ	পরিচালক	দুনীতি দমন বিভাগ	-

সুলতান মোহাম্মদ চৌধুরী	পরিচালক	সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড	
এ.কে.এম. জালাল উদ্দিন	প্রশাসক	খুলনা পৌরসভা	সচিব
কাজী মনজুর-এ-আওলা	প্রশাসক	খুলনা পৌরসভা	সচিব
মোজাম্মেল হক	প্রশাসক	নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা	-
রফিক আহমেদ	সচিব	জেলা বোর্ড, খুলনা	-
আব্দুল কাইয়ুম	সচিব	জেলা বোর্ড, পাবনা	-
হোসেন আহমেদ	সচিব	জেলা বোর্ড, রাঙ্গামাটি	-
সৈয়দ আহমেদ	জেলা প্রশাসক	সিলেট	সচিব
হাসান আহমেদ	জেলা প্রশাসক	ময়মনসিংহ	সচিব
৪ এ.টি.এম. সামছুল হক*	জেলা প্রশাসক	ঢাকা/কুষ্টিয়া	সচিব
ইনাম আহমেদ চৌধুরী	জেলা প্রশাসক	খুলনা	সচিব
নূরুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক	খুলনা/রাজশাহী	সচিব
রশীদুল হাসান	জেলা প্রশাসক	রাজশাহী/খুলনা	যুগ্ম সচিব
আমিনুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক	চট্টগ্রাম	সচিব
খান-ই-আলম খান	জেলা প্রশাসক	বগুড়া/নোয়াখালী	অতিরিক্ত সচিব
মনজুরুল করীম	জেলা প্রশাসক	নোয়াখালী/বগুড়া	সচিব
কাজী জাহেদুর রহমান	জেলা প্রশাসক	কুষ্টিয়া	যুগ্ম সচিব
আনিসুজ্জামান খান	জেলা প্রশাসক	ময়মনসিংহ	সচিব
আব্দুল আওয়াল	জেলা প্রশাসক	নোয়াখালী	সচিব
জালাল উদ্দিন আহমেদ	জেলা প্রশাসক	টাঙ্গাইল	সচিব
নূরুল নবী চৌধুরী	জেলা প্রশাসক	কুমিল্লা	সচিব
শামীম আহসান	জেলা প্রশাসক	রংপুর	সচিব
শামসুদ্দিন মিয়া	জেলা প্রশাসক	নোয়াখালী	যুগ্ম সচিব
হাবিবুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক	দিনাজপুর	যুগ্ম সচিব
নাজমুল আবেদিন খান	জেলা প্রশাসক	পাবনা	যুগ্ম সচিব
আবদুল ফজল চৌধুরী	জেলা প্রশাসক	যশোর	সচিব
মোস্তাফিজুর রহমান	জেলা প্রশাসক	চট্টগ্রাম	
আনোয়ার মাসুদ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	টাঙ্গাইল	-
শাহেদ লতিফ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	কুমিল্লা	-
৫ ফরাস উদ্দিন*	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	ময়মনসিংহ	-
এইচ.এন. আশিকুর রহমান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	টাঙ্গাইল	উপ-সচিব (পদত্যাগী)
এ.এইচ.মোফাজ্জল করিম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	কুমিল্লা	সচিব
আব্দুর রশীদ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	সিলেট	সচিব
৬ মহিউদ্দিন খান আলমগীর*	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	ময়মনসিংহ	সচিব
আব্দুল হাকিম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	পাবনা	সচিব
আবুল হাসেম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	ঢাকা	সচিব
মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	ঢাকা	সচিব

মশিউর রহমান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	চট্টগ্রাম	সচিব
ইকরামুল হক	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	বরিশাল	-
মাহে আলম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	চট্টগ্রাম	সচিব
শফিউর রহমান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	বরিশাল	সচিব
শফি সামী	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	খুলনা	সচিব
শহীদ হোসেন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	খুলনা	সচিব
শহীদ হোসেন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	খুলনা	-
এম. শামসুদ্দিন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	খুলনা	উপ-সচিব
মোশারফ হোসেন তালুকদার	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	নোয়াখালী	-
এম.আর. চৌধুরী	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	পাবনা	-
মোজাম্মেল হক	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	রাজশাহী	-
ইনামুল হক	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	যশোর	সচিব
শওকত আলী	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	সিপেট	সচিব
এম. আলিমুজ্জামান	মহকুমা প্রশাসক	সিরাজগঞ্জ	যুগ্ম সচিব
আব্দুল হামিদ চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ	অতিরিক্ত সচিব
আব্দুল হালিম	মহকুমা প্রশাসক	দিনাজপুর	-
আব্দুস সাত্তার	মহকুমা প্রশাসক	ঠাকুরগাঁও	-
ফারুক আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	ঠাকুরগাঁও	-
আমিন উদ্দিন চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	নীলফামারী	সচিব
এম.মাগরোব মোর্শেদ	মহকুমা প্রশাসক	শওগাঁ	সচিব
আব্দুল আজিজ	মহকুমা প্রশাসক	নওগাঁ	উপ-সচিব
সামছুল হুদা	মহকুমা প্রশাসক	রংপুর সদর	-
আব্দুর রহিম (২)	মহকুমা প্রশাসক	রংপুর সদর	উপ-সচিব
আব্দুর রহিম চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	কুড়িগ্রাম	যুগ্ম সচিব
নজরুল ইসলাম	মহকুমা প্রশাসক	পাবনা সদর	উপ-সচিব
সিদ্দিকুর রহমান	মহকুমা প্রশাসক	সিরাজগঞ্জ	উপ-সচিব
আব্দুল জব্বার	মহকুমা প্রশাসক	নাটোর	উপ-সচিব
খান গোলাম বাকী	মহকুমা প্রশাসক	কুষ্টিয়া সদর	উপ-সচিব
এম.এম. আবু বকর	মহকুমা প্রশাসক	রাজশাহী সদর	-
এ.বি.এম. আব্দুস শকুর	মহকুমা প্রশাসক	বান্দরবন/রাঙ্গামাটি	অতিরিক্ত সচিব
মাহবুব হোসেন খান	মহকুমা প্রশাসক	গাইবান্ধা	যুগ্ম সচিব
জিয়াউদ্দিন মোঃ চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	চাঁদপুর	যুগ্ম সচিব
এম.এইচ. খান	মহকুমা প্রশাসক	রাজশাহী সদর	-
আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	নীলফামারী	অতিরিক্ত সচিব
কে.এম. ইজাজুল হক	মহকুমা প্রশাসক	বাগেরহাট	অতিরিক্ত সচিব
আকমল হোসেন	মহকুমা প্রশাসক	মেহেরপুর	অতিরিক্ত সচিব
বজলুর রহমান চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	চুয়াডাঙ্গা	অতিরিক্ত সচিব
এ.কে.এম. রুহুল আমীন	মহকুমা প্রশাসক	পার্বত্য চট্টগ্রাম	উপ-সচিব

মোহাম্মদ আলম	মহকুমা প্রশাসক	ফরিদপুর	উপ-সচিব
আব্দুল হাই খন্দকার	মহকুমা প্রশাসক	নারায়ণগঞ্জ	যুগ্ম সচিব
মোহাম্মদ নাসিম	মহকুমা প্রশাসক	বাগের হাট	যুগ্ম সচিব
ইসমাইল হোসেন	মহকুমা প্রশাসক	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	অতিরিক্ত সচিব
এম. সিরাজুল ইসলাম	মহকুমা প্রশাসক	মেহেরপুর	যুগ্ম সচিব
সাইফুল হক	মহকুমা প্রশাসক	চুয়াডাঙ্গা	-
এম. মুহা	মহকুমা প্রশাসক	যশোর সদর	-
আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	ঝিনাইদহ	যুগ্ম সচিব
মতিউর রহমান	মহকুমা প্রশাসক	মাগুরা	যুগ্ম সচিব
আব্দুল করিম	মহকুমা প্রশাসক	নড়াইল	-
আবদুল হালিম	মহকুমা প্রশাসক	নড়াইল	-
খন্দকার সাইফুল ইসলাম	মহকুমা প্রশাসক	খুলনা সদর	-
কাজী শামসুল হুদা	মহকুমা প্রশাসক	খুলনা সদর	-
শাহাজাহান আলী	মহকুমা প্রশাসক	সাতক্ষীরা	-
এনায়েত হোসেন	মহকুমা প্রশাসক	ফরিদপুর	-
খুরশীদ আলম	মহকুমা প্রশাসক	ফরিদপুর সদর	-
এ. রাজ্জাক মজুমদার	মহকুমা প্রশাসক	মাদারীপুর	-
আব্দুল মতিন	মহকুমা প্রশাসক	মুন্সীগঞ্জ	-
হাবিবুদ্দিন আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	গোয়ালন্দ	-
ফজলুল ওয়াহেদ	মহকুমা প্রশাসক	গোয়ালন্দ	-
এস. খাজা আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	বরিশাল সদর (উ.)	-
আব্দুর রহীম	মহকুমা প্রশাসক	বরিশাল সদর (উ.)	-
আব্দুল হাই	মহকুমা প্রশাসক	পটুয়াখালী	-
এম. আনোয়ার হোসেন	মহকুমা প্রশাসক	বরগুনা	-
আব্দুল হাই	মহকুমা প্রশাসক	ঢাকা সদর (দ.)	-
নূরুজ্জামান	মহকুমা প্রশাসক	ঢাকা সদর (উ.)	-
বাহাদুর মুন্সী	মহকুমা প্রশাসক	মানিকগঞ্জ	যুগ্ম সচিব
দেওয়ান আবদুল কাদির	মহকুমা প্রশাসক	টাঙ্গাইল	-
জি.এম. মাওলা	মহকুমা প্রশাসক	ময়মনসিংহ (দ.)	-
এমএন. আনোয়ার	মহকুমা প্রশাসক	ময়মনসিংহ (উ.)	-
এম. মুনিরুজ্জামান	মহকুমা প্রশাসক	ময়মনসিংহ (উ.)	-
এম.এ. কাশেম	মহকুমা প্রশাসক	কুমিল্লা সদর (দ.)	-
মঈনউদ্দিন আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	কুমিল্লা সদর (দ.)	-
এম. ইসলাম চৌধুরী	মহকুমা প্রশাসক	কুমিল্লা সদর (উ.)	-
মোহাম্মদ হোসেন	মহকুমা প্রশাসক	সিলেট সদর	-
এ.জেড.এম. ওয়াহিদুজ্জামান	মহকুমা প্রশাসক	হবিগঞ্জ	-
সুলতান আহমেদ	মহকুমা প্রশাসক	যশোর সদর	-
হারুনুর রশীদ	ডেপুটি ডাইরেক্টর	রাজশাহী	-

নজরুল ইসলাম	ডেপুটি ডাইরেক্টর	খুলনা	-
সাদাত হোসেন	অতিরিক্ত কমিশনার	রাজশাহী বিভাগ	অতিরিক্ত সচিব
আব্দুল মুরীদ চৌধুরী	সহকারী কমিশনার	নীলফামারী/চট্টগ্রাম	অতিরিক্ত সচিব
আইয়ুব কাদরী	সহকারী কমিশনার	পটুয়াখালী	অতিরিক্ত সচিব
ফয়সাল মফিজুর রহমান	সহকারী কমিশনার	ঢাকা	-
সাইফুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার	বগুড়া	যুগ্ম সচিব
এ.বি.এম. হক	সহকারী কমিশনার	-	-
ফজলুর রহমান	সহকারী কমিশনার	রংপুর	যুগ্ম সচিব
আজাদ রুহুল আমীন	সহকারী কমিশনার	সিলেট	অতিরিক্ত সচিব
আমিনুর রহমান	সহকারী কমিশনার	নোয়াখালী	-
আকমল হোসেন	সহকারী কমিশনার	গাইবান্ধা	যুগ্ম সচিব
ওমর ফারুক	সহকারী কমিশনার	চট্টগ্রাম	বিভাগীয় কমিশনার
বদিউর রহমান	সহকারী কমিশনার	রংপুর	বিভাগীয় কমিশনার
কে.এম. আশফাকুর রহমান	সহকারী কমিশনার	ঢাকা	কাউন্সিলর
মাহফুজুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার	ফরিদপুর	যুগ্ম সচিব
মাহবুব কবির	সহকারী কমিশনার	চট্টগ্রাম	কাউন্সিলর
শহীদুল আলম	সহকারী কমিশনার	যশোর	অতিরিক্ত সচিব
মাহবুব হোসেন খান	সহকারী কমিশনার	রাঙ্গামাটি	যুগ্ম সচিব
মোঃ আলাউদ্দিন	সহকারী কমিশনার	ঢাকা	প্রবাসী
ইকবাল সোবহান	সহকারী কমিশনার	নোয়াখালী	প্রবাসী
সৈয়দ আমিনুর রহমান	সহকারী কমিশনার	নোয়াখালী	কাউন্সিলর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এম. আহমেদ	-	সিলেট	-
হাবিবুর রহমান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	যুগ্ম সচিব
কে.ফজলুর রহমান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুমিল্লা	উপ-সচিব
এ.জেড.এম. রফিক ভূইয়া	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	সিলেট	উপ-সচিব
আব্দুল মতিন আকন্দ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ময়মনসিংহ	-
এ.জে. শামসুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	অতিরিক্ত কমিশনার
গোলাম মুর্তজা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পটুয়াখালী	যুগ্ম সচিব
এস.এম. শামসুল আলম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	যুগ্ম সচিব
জামাল উদ্দিন আহমেদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	সিলেট	উপ-সচিব
দাউদ উজ্জ্বল জামান চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নোয়াখালী	যুগ্ম সচিব
এ.এইচ. এম. সাদেকুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	টাঙ্গাইল	যুগ্ম সচিব
মোশারফ হোসেন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বরিশাল	ব্যক্তিগত সচিব
এ.এস.এম. আব্দুল হালিম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বগুড়া	যুগ্ম সচিব
আবু আব্দুল্লাহ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুষ্টিয়া	-
আব্দুর রাজ্জাক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	টাঙ্গাইল	উপ-সচিব
আব্দুর রব খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পটুয়াখালী	যুগ্ম সচিব

এ.এস.এম. রেজা-ই-রাব্বী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	চট্টগ্রাম	যুগ্ম সচিব
সাইফুদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুমিল্লা	যুগ্ম সচিব
নজরুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	যুগ্ম সচিব
কে.এম. শহীদুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	পরিচালক
নাজমুল আলম সিদ্দিকী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	যশোর	যুগ্ম সচিব
এম আশরাফ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নোয়াখালী	যুগ্ম সচিব
আব্দুর রশীদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী	যুগ্ম সচিব
মোস্তাফিজুর রহমান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	উপ-সচিব
বদরে আলম খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রংপুর	যুগ্ম সচিব
আবুল হাশেম খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	খুলনা	
লুৎফুর রহমান চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	যুগ্ম সচিব
জুলফিকার হায়দার চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ময়মনসিংহ	উপ-সচিব
তারাতান চাকমা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	চট্টগ্রাম	ডেপুটি ডাইরেক্টর
এম. আব্দুল লতিফ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বরিশাল	জেলা প্রশাসক
খান সাহেব উদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	যশোর	অতিরিক্ত কমিশনার
ইয়াকুব আলী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	অতিরিক্ত কমিশনার
এম.কামাল উদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রংপুর মহানগর	উপ-সচিব
এম.আব্দুস সাত্তার	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী	অতিরিক্ত কমিশনার
এ.রশীদ খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুমিল্লা	পরিচালক
রুস্তম আলী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট		বগুড়া -
নূরুল আমীন পাটোয়ারী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ময়মনসিংহ	পরিচালক
মোদাশ্শের আলী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নোয়াখালী	উপ-সচিব
এম.নূরুন নবী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পটুয়াখালী	ডাইরেক্টর জেনারেল
এম.আবুল কাশেম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রংপুর	যুগ্ম সচিব
			পরিচালক
আব্দুল হালিম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	খুলনা	যুগ্ম সচিব
কে. এম. মহিউদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুমিল্লা	-
মনসুরুল আলী আহমেদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	দিনাজপুর	-
নুরুলজামান মিয়া	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	দিনাজপুর	-
আজমল চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	যুগ্ম সচিব
জালালউদ্দীন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী	উপ-সচিব
আব্বাস আহমেদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	যুগ্ম সচিব
আনোয়ারুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী	যুগ্ম সচিব
সিরাজুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নওগাঁ	যুগ্ম সচিব
এ.এন.এম হাফিজুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ফরিদপুর	যুগ্ম সচিব
আজিজ আহমেদ	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	কুষ্টিয়া	যুগ্ম সচিব
হুমায়ুন কবির	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	উপ-সচিব কেন্দ্র
ওবায়দুল হক	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	যুগ্ম সচিব

এ.এক.এম. ইমাম হোসেন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ময়মনসিংহ	যুগ্ম সচিব
রকিবুল ইসলাম ভূঁইয়া	-	-	-
সৈয়দ খায়রুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নাটোর	যুগ্ম সচিব
নুরুল আমান মিয়া	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	দিনাজপুর	যুগ্ম সচিব
মোশারাক হোসেন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	করিমপুর	উপ-সচিব
খাদেমুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	রাজশাহী/দিনাজপুর	
আজিজুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	করিমপুর	যুগ্ম সচিব
ভোকারেল আহমেদ চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	করিমপুর	যুগ্ম সচিব
একরামুল্লাহ চৌধুরী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	করিমপুর	যুগ্ম সচিব
খোরশেদ আনসার খান	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	চট্টগ্রাম	যুগ্ম সচিব
মোহাম্মদ নুরুল নবী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পটুয়াখালী	যুগ্ম সচিব
শরিফু শংকর চাকমা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	চট্টগ্রাম	যুগ্ম সচিব
রকিবুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	পাবনা	যুগ্ম সচিব
সৈয়দ মুনির উদ্দিন	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ঢাকা	যুগ্ম সচিব

২৫ শে মার্চ '৭১ হতে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা

নাম	পদবী	কর্মস্থান	সর্বশেষ/পদবী
টি. আহমেদ	আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	বরাট্ট সচিব
আহমেদ ইব্রাহিম	অতিরিক্ত আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	অতিরিক্ত সচিব
এ. রহিম	ডি.আই.জি.	অধ্যক্ষ, সারদা পুলিশ একাডেমী	আই.জি.ও বরাট্ট সচিব
সৈয়দ ফজলুল কবির	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	সচিব
এ.বি.এম. সফদর	ডি.আই.জি.	গোয়েন্দা বিভাগ	সচিব
এস.মান্নান বক্স	ডি.আই.জি.	ঢাকা	সচিব
হোসেন আহমেদ	ডি.আই.জি.	খুলনা	আই.জি.ও সচিব
কে.জি. মহিউদ্দিন	ডি.আই.জি.	রাজশাহী/খুলনা	অতিরিক্ত সচিব
সৈয়দ আনিসুজ্জামান	ডি.আই.জি.	সদর দপ্তর	ডি.আই.জি.
এ.এস.মেক্তাবাউদ্দিন	ডি.আই.জি.	এস.বি.	সচিব
সালাউদ্দিন আহমেদ	ডি.আই.জি.	সি.আই.ডি.	সচিব
এ.এইচ.নূরুল ইসলাম	ডি.আই.জি.	চট্টগ্রাম	আই.জি.
এম.এম. আহসান	ডি.আই.জি.	চট্টগ্রাম (রেলওয়ে)	আই.জি.ও সচিব
এম.এ. আওয়াল	ডাইরেটর	সিভিল এডিয়েশন	ডি.আই.জি.
মহিউদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান	ই.পি.আই.ডি.সি.	
এস.এম. আবু তালেব	এস.পি.	দুনীতি দমন বিভাগ	এস.পি.
আমিনুল হক বিশ্বাস	এস.পি.	রেলওয়ে	এস.পি.
এ ওয়াই নূরুন্নাবি	এস.পি.	এজিসি. গভর্নর	এস.পি. '৭৩
গোলাম কিবরিয়া	এস.পি.	এস.বি.	আই.জি.
এনামুল হক	এস.পি.	যশোর	আই.জি.
ই.এ. চৌধুরী	এস.পি.	ঢাকা	আই.জি.
গোলাম মোরশেদ	এস.পি.	রাজশাহী	অতিরিক্ত আই.জি.পি.
এম.এ. হাকিম	এস.পি.	সদর দপ্তর	ডি.জি. এন. এস. আই
এ.এইচ.এম. বদিউজ্জামান	এস.পি.	রংপুর/ঢাকাইল	অতিরিক্ত আই. জি.
আব্দুল বারেক	এস.পি.	রংপুর	চেয়ারম্যান
হাবিবুর রহমান	এস.পি.	দিনাজপুর	আই.জি.
আজিজুল হক	এস.পি.	পাবনা	অতিরিক্ত আই.জি.
আবদুল খালেক খান	এস.পি.	কুষ্টিয়া	পুলিশ সুপার
জাকির হোসেন	এস.পি.	যশোর	ডি.আই.জি.
তৈয়ব উদ্দিন আহমেদ	এস.পি.	যশোর	আই.জি. '৯২
জালালউদ্দিন মিয়া	এস.পি.	রংপুর	এ.আই.জি.
সিরাজুল হক	এস.পি.	ময়মনসিংহ	অতিরিক্ত আই.জি.
এম.এ. মাহমুদ	এস.পি.	ঢাকাইল	সচিব
আব্দুল জলিল খান	এস.পি.	পার্বত্য চট্টগ্রাম	এস.পি.
এ.এস.এম. শাহজাহান	এস.পি.	কুমিল্লা	আই.জি.
এম.এ. কুদ্দুস	এস.পি.	সিলেট	এ.আই.জি.

এ.কে.এম. সিরাজুল ইসলাম
 এম.এ. হাকিম
 কে.এম. মাহবুবুল হক
 সিদ্দিকুর রহমান
 জয়নুল আবেদিন
 আওলাদ হোসেন
 গোলাম আহমেদ
 সোলায়মান আলী চৌধুরী
 এম.আর. মুসা
 আলতাফ হোসেন সিদ্দিকার
 আব্দুস শুকুর
 এম.এ. মান্নাফ
 এ.এস.এম. শাহজাহান
 মোহাম্মদ ইয়াসিন
 জামশেদ আলী
 মাকসুদুল করিম
 আনসার আলী
 আমিনুর হক বিশ্বাস
 ফাতেউর রহমান
 মেহের উদ্দিন আহমেদ
 মোজাম্মেল হক
 আব্দুল হামিদ (২)
 ওয়ালিউর রহমান গাজী
 আব্দুল খালেক খান
 এ.এফ.এম. শফিকুল হক
 আশমত উল্লাহ মিয়া
 আবুল হাশেম খন্দকার
 আব্দুল ওয়াদুদ
 চান মিয়া
 আব্দুস সামাদ (২)
 আজিজুল ইসলাম দেওয়ান
 মুসা মিয়া চৌধুরী
 ইসমাইল হোসেন
 এ.টি.এম. মাহবুবুর রহমান
 বাহাউদ্দিন আহমেদ
 মোহাম্মদ আলী
 আবদুল কাদের
 জব্বার তালুকদার

এস.পি.
 এস.পি.
 এস.পি.
 ডি.এস.পি.
 এ.আই.জি.
 এস.পি.
 এস.পি.
 এস.পি.
 এস.পি.
 এস.পি.
 ডি.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এস.ডি.পি.ও.
 এস.ডি.পি.ও.
 এস.ডি.পি.ও.

এস.বি.
 নোয়াখালী
 রাজশাহী/যশোর
 বিশেষ পুলিশ বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান
 সদর দপ্তর
 বগুড়া
 পটুয়াখালী
 সিলেট
 নোয়াখালী
 নোয়াখালী
 দুর্নীতি দমন বিভাগ
 ঢাকা/রাজশাহী
 ঢাকা
 ঢাকা
 ঢাকা
 চট্টগ্রাম
 পার্বত্য পুলিশ
 চট্টগ্রাম/বরিশাল
 চট্টগ্রাম
 রাজশাহী
 খুলনা/যশোর
 খুলনা
 খুলনা/কুষ্টিয়া
 দিনাজপুর
 রংপুর
 যশোর
 বরিশাল
 বরিশাল/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা
 ময়মনসিংহ/কুমিল্লা
 সিলেট
 নোয়াখালী
 খুলনা
 ফরিদপুর
 সিলেট
 রংপুর
 পাবনা
 সিরাজগঞ্জ

এস.পি.
 এস.পি.
 অতিরিক্ত আই.জি.
 ডি.আই.জি.
 এস.পি.
 ডেপুটি ডায়েরিষ্টার
 এস.পি.
 এস.পি.
 ডেপুটি ডায়েরিষ্টার
 এস.পি.
 এস.পি.সি.আই.ডি.
 আই.জি.
 এস.পি.
 এস.পি.
 এস.পি.
 এস.পি.
 -
 এ.এস.পি.
 এস.পি.
 এ.আই.জি.
 -
 এ.আই.জি.
 -
 এস.পি.সিলেট
 এস.পি.
 এস.পি. রংপুর
 -
 এ.আই.জি.
 পুলিশ সুপার
 এ.এস.পি.
 এস.পি.
 অতিরিক্ত আই.জি.
 এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এস.পি.
 এ.এস.পি.
 এস.পি.
 পুলিশ সুপার

এ.কে.এম. বদিউজ্জামান	এস.ডি.পি.ও.	কুষ্টিয়া	-
এস.এম. মুকিত	এস.ডি.পি.ও.	চুয়াডাঙ্গা	-
নুরুজ্জামান	এস.ডি.পি.ও.	খিনাইদহ	এ.আই.জি.
ফজলুল করিম	এস.ডি.পি.ও.	পিরোজপুর	এস.পি.
মোহাম্মদ ইসরাইল	এস.ডি.পি.ও.	পটুয়াখালী	এ.এস.পি.
গোলাম মোস্তফা	এস.ডি.পি.ও.	ময়মনসিংহ	-
কায়সার আলী সরকার	এস.ডি.পি.ও.	ময়মনসিংহ	-
খলিলুর রহমান	এস.ডি.পি.ও.	মৌলবী বাজার	-
আব্দুল হামিদ	এস.ডি.পি.ও.	ফেনী	-
ইসমাইল হোসেন	এস.ডি.পি..	নারায়ণগঞ্জ	এস.পি.
নুরুল হক চৌধুরী	এস.ডি.পি.ও.	রাঙ্গামাটি	এস.পি.
জালালউদ্দিন আহমেদ	এস.ডি.পি.ও.	কুষ্টিয়া/ককিদিপুর	এস.পি.
আবদুল্লাহ চৌধুরী	এস.ডি.পি.ও.	চুয়াডাঙ্গা	এস.পি.
মুসলিম মিয়া চৌধুরী	এস.ডি.পি.ও.	ফেনী	-
সাজ্জাদ আলী	এস.ডি.পি.ও.	মাদারীপুর	এস.পি.
মোঃ ইসহাক	এস.ডি.পি.ও.	নেত্রকোনা	-
মীর ফেরদৌস খান	এস.ডি.পি.ও.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এ.এস.পি.
লোকমান হাকিম	এস.ডি.পি.ও.	বগুড়া	এ.এস.পি.
আনোয়ারুল হক	এস.ডি.পি.ও.	ফরিদপুর/দিনাজপুর	
মহিউদ্দিন খান	ডি.এস.পি.	টাক ফোর্স	এস.পি.
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী	ডি.এস.পি.	এস.বি.	এস.পি.
এ.কে.এম. আব্দুল আওয়াল মিয়া	ডি.এস.পি.	এস.বি.	এস.পি.এস.বি.
এম.এ. শহীদ	ডি.এস.পি.	সদস্য, গডার্ণর পরিদর্শক দল	এ.এস.পি.
মোজ্জাক্কর হোসেন	ডি.এস.পি.	যোগাযোগ	এ.এস.পি.
মকসুদ আলী মণ্ডল	ডি.এস.পি.	বেতার যোগাযোগ	এ.এস.পি.
হেদায়েত হোসেন	ডি.এস.পি.	এস.বি.	এ.এস.পি.
আব্দুল হাফিজ	ডি.এস.পি.	শিল্প এলাকা, ঝুলনা	এ.এস.পি.
এ. রউফ	ডি.এস.পি.	সদস্য, গডার্ণর পরিদর্শক দল	-

পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মরত অফিসার ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তানের বৈদেশিক মিশনসমূহের কর্মরত বেশ কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তান মিশন ত্যাগ করেন এবং মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তবে সকল বৈদেশিক মিশনে এ ঘটনা ঘটেনি। এ' সময়ে বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত বেশ কিছু কর্মকর্তা ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ এবং তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত পাকিস্তান সামরিক সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্য সময়ে		সর্বশেষ/পদবী	
নাম	পদবী	অবস্থান	অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব
মন্জুর আহমেদ চৌধুরী	মিনিষ্টার	প্যারিস (ফ্রান্স)	সচিব
এ.এইচ.এস. আতাউল করিম	প্রথম সচিব	রোম (ইতালি)	পররাষ্ট্র সচিব
ফারুক আহমেদ চৌধুরী	ডাইরেক্টর	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা	চেয়ারম্যান বি.আই.এস.এস.
এ.কে.এইচ. মোরশেদ	প্রথম সচিব	কলকাতা	পররাষ্ট্র সচিব
রিয়াজ রহমান	প্রথম সচিব	নতুন দিল্লী	রাষ্ট্রদূত
৭ ফারুক সোবহান*	প্রথম সচিব	প্যারিস (ফ্রান্স)	রাষ্ট্রদূত
আবদুল মোমেন চৌধুরী	৩য় সচিব	দারেন-সালন্ত	রাষ্ট্রদূত
খুরশীদ হামিদ	৩য় সচিব	বেইজিং (চীন)	রাষ্ট্রদূত
মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ	৩য় সচিব	জাকার্তা	রাষ্ট্রদূত
এ.কে.এম. ফারুক	৩য় সচিব	ব্যাংকক	রাষ্ট্রদূত
আহমেদ তারেক করিম	৩য় সচিব	তেহরান (ইরান)	রাষ্ট্রদূত
জিয়াউস সামাদ চৌধুরী	৩য় সচিব	ক্যানবেরা	রাষ্ট্রদূত

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্য সময়ে			
নাম	পদবী	অবস্থান	সর্বশেষ/পদবী
এস.এম. রাশেদ আহমেদ	ওয় সচিব	কেলগ্রেড	ডাইরেটর জেনারেল
মোহাম্মদ জামির	ওয় সচিব	কায়রো	ডাইরেটর
আজিজুল হক চৌধুরী	ওয় সচিব	লন্ডন	কাউন্সিলর
মাহাবুব আলম	ওয় সচিব	রোম (ইতালি)	রাষ্ট্রদূত
তোফায়েল করিম হায়দার	ওয় সচিব	জেন (জার্মানি)	রাষ্ট্রদূত
রোয়াজুল হোসেন	ওয় সচিব	বুকে	যুগ্ম সচিব
মোতাহার হোসেন	ওয় সচিব	প্যারিস (ফ্রান্স)	ডেপুটি হাই কমিশনার
জামিল মজিদ	ওয় সচিব	প্যারিস (ফ্রান্স)	উপস্থায়ী
কামাল উদ্দিন আহমেদ	রাষ্ট্রদূত	প্রাণ	পাকিস্তানে অবস্থানরত
এস. মোতাহার হোসেন	রাষ্ট্রদূত	টেকিও (জাপান)	পাকিস্তান অবস্থানরত
সলিমুজ্জামান	ডেপুটি হাই কমিশনার	লন্ডন	পাকিস্তানে অবস্থানরত
আজাহারুল ইসলাম চৌধুরী	ট্রেড কমিশনার	হংকং	-
এল. মাসুদ	রাষ্ট্রদূত	ব্রাসেলস্	অবসরপ্রাপ্ত
হুমায়ুন খান পল্লী	রাষ্ট্রদূত	ইরাক	ডেপুটি শিক্ষার জাতীয় সংসদ
নাহের আহমেদ	তৃতীয় সচিব	জাপান	-
মুফলেহ আর. ওসমান	কর্মকর্তা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান	সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (অবসরপ্রাপ্ত)
আমিনুল ইসলাম	বিত্তীয় সচিব	কুমিল্লালায়পুর	রাষ্ট্রদূত

পূর্ব পাকিস্তানে সমরিক সরকারকে সাহায্যকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দ

২৫ শে মার্চ '৭১ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময়

নাম	পরিচয়	সর্বশেষ অবস্থান
ড. সাজ্জাদ হোসেন	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক, কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
ড. মোহর আলী	প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়	কর্মকর্তা, ইসলামিক ইন্সটিটিউট, লন্ডন
ড. ফাতিমা সাদিক	প্রভাষক, বিশ্ববিদ্যালয়	অবসরপ্রাপ্ত, ঢাকায় অবস্থান
ড. মোস্তাফিজুর রহমান	প্রভাষক, গণ সংযোগ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (মরহুম)
এ. কে. এম. আব্দুর রহমান	প্রভাষক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আব্দুর বারী	প্রভাষক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সাইফউদ্দিন জোয়ার্দার	উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
ড. মকবুল হোসেন	-	মরহুম
ড. কাজী দীন মুহাম্মদ	চেয়ারম্যান, বাণিজ্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক, বাণিজ্য অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. রাশিদুজ্জামান	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	শিল্পপতি
ড. এ. কে. এম. শহিদুল্লাহ	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী
ড. শামজুল ইসলাম	প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ড. আব্দুল হকের	প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মাহবুব উদ্দিন আহমেদ	প্রভাষক, ফার্মেসি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ড. ওবায়দুল্লাহ আশকার ইবনে (শাইখ)	প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ	লন্ডন প্রবাসী
	প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ন্যাট্যাকর টেলিভিশন ও বেতার

২৫ শে মার্চ '৭১ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন

নাম পরিচয়

সর্বশেষ অবস্থান

হাবিবুল্লাহ

প্রভাষক, শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট

লন্ডন প্রবাসী

ড. শাকিয়া খাতুন

প্রভাষক, শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট

মরহুম

ড. এস.এম. ইমামুদ্দিন

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাকিস্তান প্রবাসী

ড. গোলাম সাকলায়েন

রিডার, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আজিজুল হক

প্রভাষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ আতাউর রহমান

প্রভাষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনীতি বিভাগ

অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সোলায়মান হুজু

চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জিল্লুর রহমান

রিডার, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কলিম এ. সাবারাসী

সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ

সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আহমেদ উল্লাহ খান

সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৮ অধ্যাপক কবীর চৌধুরী*

ডিরেক্টর, বাংলা একাডেমী

অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় অধ্যাপক

নাম	২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়			বর্তমান/সর্বশেষ	
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থান	পদবী	কর্মস্থান
মোঃ আমজাদ আহমেদ চৌধুরী	মেজর	বি.এম. ২৩ বিট্রোড	রংপুর সেনানিবাস	মেজর জেনারেল	ব্যবসা
মোঃ আলী আহমেদ খান	মেজর	জি.সে. ৩ ২ সদর	ঢাকা সেনানিবাস	জয়েন্ট সেক্রেটারি	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
মোঃ মশিউদ্দৌলা	মেজর	দত্তর পূর্বাঞ্চল	ঢাকা সেনানিবাস	ব্রিগেডিয়ার	অবসরপ্রাপ্ত
মোঃ শরিফুল ইসলাম	মেজর	দত্তর, পূর্বাঞ্চল	রংপুর সেনানিবাস	ব্রিগেডিয়ার	চৈয়াম্যান, ওয়াশা ঢাকা
মোঃ মাহতাবউদ্দিন	মেজর	অধিনায়ক, ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি	রংপুর সেনানিবাস	ব্রিগেডিয়ার	ব্যবসা, প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লি.
মোহাম্মদ হোসেন	মেজর	অধিনায়ক, সিগনাল কোম্পানি	রংপুর সেনানিবাস	ব্রিগেডিয়ার	ব্যবসা, প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লি.
মোঃ আবদীন জয়নাল	মেজর	সামরিক হাসপাতাল	কুমিল্লা সেনানিবাস	-	-
মোঃ আবদুল কুদ্দুস	মেজর	সামরিক হাসপাতাল	কুমিল্লা সেনানিবাস	-	-
মোঃ সৈয়দ আহমেদ	মেজর	সদর দপ্তর ১৪ ডিভিশন	ঢাকা সেনানিবাস	মেজর	বাংলাদেশ সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ
					জেনারেল ম্যানেজার
					আদমজী হুট মিল

২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়			বর্তমান/সর্বশেষ		
নাম	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থান	কর্মস্থান	মন্তব্য
আবু লায়স আহমেদুজ্জামান	মেজর	৩, ফিল্ড রেজিমেন্ট যশোর সেনানিবাস	কুমিল্লা পর্যন্ত যুদ্ধরত সেনানিবাস	ব্রিগেডিয়ার	পাক-সেনাবাহিনীতে কর্মরত
আবুল মাল্লান	মেজর	৩, কমান্ডো ব্যাটেলিয়ান	১৬ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম সেনানিবাস	মেজর'৭৩	রাজনীতি, বিএনপি সদস্য ১৯২
এস.এ. কাজী	মেজর	সামরিক হাসপাতাল	কুমিল্লা সেনানিবাস	-	-
গোলাম মাওলা	মেজর	অধিনায়ক, পদাতিক ওয়ার্কশপ	ঢাকা সেনানিবাস	সেনা সদর	-
হামিদুর রহমান	মেজর	স্টাফ সার্জন সামরিক হাসপাতাল	ঢাকা সেনানিবাস	হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, ঢাকা	কুমিল্লায় মিত্র বাহিনীর কাছে ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ
কাসেমুল ইসলাম চৌধুরী	মেজর	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি	কুমিল্লা সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	ডিসেম্বরে যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হাতে মারা যান
ফরিদউদ্দীন	মেজর	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি	কুমিল্লা সেনানিবাস	যরহম	-

নাম	২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত			যতমান/সর্বশেষ	
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থান	পদবী	কর্মস্থান
আমজাদ হোসেন	মেজর	সহ-অধিনায়ক	কুমিল্লা সেনানিবাস	সে. কর্ণেল '৭৪	কুমিল্লা যুদ্ধ পাক
ইউসুফ হায়দার	মেজর	এফ.এফ.রেজিমেন্ট ডি.এ.এ.জি	ঢাকা সেনানিবাস	ব্রিগেডিয়ার অতিরিক্ত সচিব	বাহিনীর নেতৃত্ব দেন কর্ণেল ভাংয়ের মামলার জমা
মোঃ আবুল কাশেম (ই.বি.)	মেজর	এস.এম. ও	ঢাকা সেনানিবাস	জেনারেল ম্যানুজার	-
মোঃ আব্দুল হামিদ	মেজর	অধিনায়ক	ঢাকা সেনানিবাস	সে. কর্ণেল	অবসরপ্রাপ্ত মিরপুর, ঢাকা
এ.বি.এম. রহমতুল্লা	মেজর	কোয়ার্টার মাস্টার ১০ই বেসন	ঢাকা সেনানিবাস	ব্রিগেডিয়ার অফিসার	১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত ঢাকায় কর্মরত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত
মিজাৎ রকিবুল হুদা	মেজর	আর্টিলারি রেজিমেন্ট	যশোর সেনানিবাস	অতিরিক্ত আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর
হোসাম উদ্দিন আহমেদ	মেজর	সহ-অধিনায়ক	যশোর সেনানিবাস	সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
আজগর আলী খান	মেজর	২২ এফ.এফ.রেজিমেন্ট সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট	ঢাকা সেনানিবাস	সংসদ সদস্য (প্রাক্তন)	জাতীয় পার্টি, গাইবান্ধা
আব্দুল হাকিম খান	মেজর	২০ বেসন রেজিমেন্ট	চট্টগ্রাম সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর অবসরপ্রাপ্ত

		২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়		বর্তমান/পর্বশেষ	
নাম	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থান	পদবী	কর্মস্থান
আব্দুল সাত্তার	মেজর	সরবরাহ দপ্তর	কুমিল্লা সেনানিবাস	ডাইরেক্টর	-
আব্দুল সাত্তার	মেজর	-	-	যুগ্ম সচিব	পাট মন্ত্রণালয়
রুহুল কুদ্দুস	মেজর	৬ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট	কুমিল্লা সেনানিবাস	-	-
মমতাজউদ্দিন আহমদ	মেজর	-	-	যুগ্ম সচিব	চেমারম্যান, বি.জে.সি.
শহীদুল ইসলাম চৌধুরী	মেজর	৫৭ বিজি	কুমিল্লা সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর
আব্দুল খালেক	মেজর	সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ	-	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর
আহমেদ ফজলুল কবির	মেজর	সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ	ঢাকা সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর
শামসুর রহমান খান	মেজর	ছুটিতে ঢাকার অবস্থান	-	-	-
সৈয়দ আব্দুল মান্নান	মেজর	এ্যান্ডজুটেস্ট মুজাহিদ	ময়মনসিংহ	স্বাক্ষর	ঢাকা
মোঃ শহীদুল্লাহ	ক্যাপ্টেন	জি-৩, ৫৭ ব্রিগেড	ঢাকা সেনানিবাস	-	-
মোঃ আব্দুল সাকাম	ক্যাপ্টেন	২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট	সৈয়দপুর সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর
		আটলান্টিক			অবসরপ্রাপ্ত

নাম	২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যায়সময়		বর্তমান/সর্বশেষ			
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থান	পদবী	কর্মস্থান	মন্তব্য
মোঃ আব্দুল্লাহ আল আজাদ	ক্যাপ্টেন	ই.পি.আর. সামরিক কক্স	ঢাকা	কর্ণেল	সেনা সদর	
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	ক্যাপ্টেন	২৩ ব্রিগেড সদর দপ্তর	রংপুর সেনানিবাস	অতিরিক্ত আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	অবসরপ্রাপ্ত
এম.এ. সাঈদ	ক্যাপ্টেন	২৩ ব্রিগেড সদর দপ্তর	কুষ্টিয়া সেনানিবাস	-	ব্যবসা	
অহিদুল হক	ক্যাপ্টেন	২৯ ট্যাক রেজিমেন্ট	কুষ্টিয়া সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	অবসরপ্রাপ্ত
মোঃ শহিদুল হক	ক্যাপ্টেন	২৯ ট্যাক রেজিমেন্ট	রংপুর সেনানিবাস	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	অবসরপ্রাপ্ত
মো : সাইদ আহমেদ	ক্যাপ্টেন	ফিল্ড অ্যানুলেল	রংপুর সেনানিবাস	কর্ণেল	সেনা সদর	রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসক '৮৮
মোঃ এমরাদ হোসেন	ক্যাপ্টেন	ফিল্ড অ্যানুলেল	ঐ	ডি.আই.জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	ভিনি মে '৭১ থেকে ভারতের আসামে
মোঃ হাসমতুল্লাহ	ক্যাপ্টেন	ই.পি.আর.	সেইর সদর দপ্তর যশোর			শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
মো : মোসলেম	ক্যাপ্টেন	১০ম ইস্ট বেঙ্গল (হাফ রেজিমেন্ট)	ঢাকা সেনানিবাস	ডেপুটি ডাইরেক্টর	আনসার ও গ্রাম	
আলী হাওগাদার	ক্যাপ্টেন	৩য় কমান্ডো ইউনিট	কুমিল্লা সেনানিবাস	ব্রিগেডিয়ার	প্রতিরক্ষা বাহিনী	
মো : মোশকুর রহমান	ক্যাপ্টেন				সেনা সদর	

নাম	২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়		বর্তমান/নব্বিশ	
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থান	পদবী
মোঃ মুরাদ আলী খান	ক্যাপ্টেন	কেয়ারটার মাষ্টার সি.এম. এইচ	কুমিল্লা সেনানিবাস	ডাইরেক্টর
মোঃ আব্দুল হাকিম	ক্যাপ্টেন	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি	ঢাকা সেনানিবাস	ক্যাপ্টেন
মোঃ আব্দুস সালাম	ক্যাপ্টেন	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	ঢাকা সেনানিবাস	ডি.আই.জি
মোঃ মুরশিদ আহমেদ	ক্যাপ্টেন	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি	ঢাকা সেনানিবাস	অবসর গ্রাণ্ট
আব্দুস সালাম	ক্যাপ্টেন	জি.এস. ৩.৩	ঢাকা সেনানিবাস	সেনা সদর, ঢাকা
শাহেদুর আনাম খান	ক্যাপ্টেন	পূর্বঞ্চল কমান্ড এ.ডি.সি.জি.ও.সি.	ঢাকা সেনানিবাস	সেনা সদর, ঢাকা
ওবায়দুল হারেক	ক্যাপ্টেন	১৪ ডিভিশন ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি	সেনানিবাস যশোর	পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত
এ.এল.এ. জামান	ক্যাপ্টেন	৫৩ ফিল্ড আর্টিলারি	কুমিল্লা সেনানিবাস	পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত
এম.আই. তালুকদার	ক্যাপ্টেন	সি.এম. এইচ	কুমিল্লা সেনানিবাস	সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা
ডানিয়েল ইসলাম	ক্যাপ্টেন	ই.পি.আর. পিকখানা,	সদর দপ্তর	সেনা সদর, ঢাকা

		২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসমর		বর্তমান/সর্বশেষ		
নাম	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থান	পদবী	কর্মস্থান	মন্তব্য
ফজলুর রহমান ভূঁইয়া	ক্যাডেট	৮৮ মর্টার রেজিমেন্ট	কুমিল্লা সেনানিবাস	-	-	-
ফখরুল আহসান	ক্যাডেট	৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট	শিলখানা, ঢাকা	-	ডিসেম্বর পাকবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে মারা যান।	
এস. এম. মাহবুবুর রহমান	ক্যাডেট	সরবরাহ অফিসার	কুমিল্লা সেনানিবাস	জেনারেল ম্যানেকজার	বাংলাদেশ বিমান	
মোহাম্মদ ফিরোজ	ক্যাডেট	সি. ও. ডি.	ঢাকা সেনানিবাস	ডাইরেটর	যুব উন্নয়ন পরিসংকর	
মোঃ আশরাফুল হুদা	ক্যাডেট	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	ডি. আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর		
রফিকুল আলম	ক্যাডেট	১৯ সিগনাল রেজিমেন্ট	ঢাকা সেনানিবাস	ডি. আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
এসএ. এন. এম. ওকরা	ক্যাডেট	১৯ সিগনাল রেজিমেন্ট	ঢাকা	জেনারেল ম্যানেকজার	বিমান	
এ. টি. এম. মনসুরুল আজিজ	ক্যাডেট	১৯ সিগনাল রেজিমেন্ট	সংকিও সামরিক আদালত	ডি. আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	অবসরপ্রাপ্ত
জামিলুর রহমান খান	ক্যাডেট	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	ঢাকা	উপ-সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	
আবুল কুদ্দুস	ক্যাডেট	২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট	সৈয়দপুর সেনানিবাস	-	কাসেমি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ	
মাজহারুল করিম	ক্যাডেট	এ. ডি. ডি. জেনারেল	জি. ও. সি.	মুগা সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	
ওসমান আলী খান	ক্যাডেট	ইয়াকুব	পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড	ডি. আই. জি.	পুলিশ সদর দপ্তর	
		ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	ঢাকা			

২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর যথাসময়		বর্তমান/সর্বশেষ	
নাম	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থান
গিয়াস উদ্দিন	ক্যান্টেন	ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান	এস.পি
মোতাহার হোসেন	ক্যান্টেন	প্রশাসনিক অফিসার	সেনা সদর
মাহমুদ আল ফরিদ	সেকটেন্যান্ট	সি.ও.ডি.ঢাকা	পুলিশ সদর দপ্তর
মোদাকের চৌধুরী	সেকটেন্যান্ট	সি.ও.ডি.ঢাকা	পুলিশ সদর দপ্তর
খফি ওয়ানিউদ্দিন	সেকটেন্যান্ট	১ম ইস্ট বেঙ্গল	পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত
ইরফান	ফ্লাইং অফিসার	রেক্রুটমেন্ট	সামরিক এ্যাট্যাচি যেকো
কামাল উদ্দিন	কোয়ান্ড্রন	সি.এড আর ঢাকা	এয়ার কমান্ডোর
মনজুরুল হক	ফ্লাইং	আবহাওয়া বিভাগ	উইং কমান্ডার
আব্দুল আজিজ	ফ্লাইং	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	উইং কমান্ডার
মোশাররফ হোসেন	ফ্লাইং অফিসার	রাডার বিভাগ	উইং কমান্ডার
ইশকাক এলাহী	ফ্লাইং	সামরিক বিমান	ফ্লাইং সেক্টেন্যান্ট
কামাল উদ্দিন	ফ্লাইং	সামরিক বিমান	ফ্লাইং সেক্টেন্যান্ট
হাবিবুর রহমান	ফ্লাইং	সামরিক বিমান	ফ্লাইং সেক্টেন্যান্ট

নাম	২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময়			বর্তমান/পর্বশেষ	
	পদবী	নিযুক্তি	কর্মস্থান	পদবী	কর্মস্থান
আইয়ুব আলী জাহিদুল হক	ফ্লাইং অফিসার -	-	সামরিক বিমান ঘাঁটি	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী
	কোয়াল্ডন	-	সামরিক বিমান ঘাঁটি	গ্রুপ ক্যাপ্টেন	অবসরপ্রাপ্ত
	লিডার	-	সামরিক বিমান	কোয়াল্ডন লিডার	প্রবাসী
	কোয়াল্ডন	-	ঘাঁটি ঢাকা	মরহুম	-
হাসানুজ্জামান	লিডার	-	সামরিক বিমান	গ্রুপ ক্যাপ্টেন '৮৮	অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী
খগিলুর রহমান	ফ্লাইং অফিসার -	-	সামরিক বিমান	১৫ই ডিসেম্বর	মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত
রুবানী	কোয়াল্ডন	-	ঘাঁটি ঢাকা	মিত্র বাহিনীর	পাকিস্তানের পক্ষ
	লিডার	-	সামরিক বিমান	বিমান হামলায়	কর্মরত ছিলেন।
	ফ্লাইং অফিসার -	-	সামরিক বিমান	কর্তব্যরত অবস্থায়	
	কোয়াল্ডন	-	ঘাঁটি ঢাকা	ঢাকায় মৃত্যুবরণ	
ইয়দাদ হোসেন	ফ্লাইট	-	সামরিক বিমান	১৫ই ডিসেম্বর	মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত
	সেকেন্ডারি	-	ঘাঁটি ঢাকা	মিত্র বাহিনীর	পাকিস্তানের পক্ষ
	ফ্লাইট	-	সামরিক বিমান	বিমান হামলায়	কর্মরত ছিলেন।
	সেকেন্ডারি	-	ঘাঁটি ঢাকা	কর্তব্যরত অবস্থায়	
সাকলাইন	ফ্লাইট	-	সামরিক বিমান	ঢাকায় মৃত্যুবরণ	
	সেকেন্ডারি	-	ঘাঁটি ঢাকা	১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা	
	ফ্লাইট	-	সামরিক বিমান	বিজয়ের পর মুক্তি	
	সেকেন্ডারি	-	ঘাঁটি ঢাকা	বাহিনীর হাতে মারা	
মাহির উদ্দিন	ফ্লাইট	-	সামরিক বিমান	যান বলে জানা যায়।	
	সেকেন্ডারি	-	ঘাঁটি ঢাকা	বিজয়ের পর মুক্তি	
	ফ্লাইট	-	সামরিক বিমান	বাহিনীর হাতে মারা	
	সেকেন্ডারি	-	ঘাঁটি ঢাকা	যান বলে জানা যায়	

নাম	১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর যখনসময়			বর্তমান/সর্বশেষ	
	পদবী	দায়িত্ব	কোর্ট	এলাকা	পদবী
কে.এম. রহমান (এ.এম.সি.)	লে. কর্নেল	সভাপতি	বিশেষ সামরিক আদালত	ঢাকা অঞ্চল	সদস্য
খুরশীদ আহমেদ	মেজর	সদস্য	সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত-৯	ঢাকা এলাকা	মরহুম
আব্দুল আজিজ (ই.কি.)	মেজর	সভাপতি	সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত-১	চট্টগ্রাম অঞ্চল	-
আব্দুল হামিদ (অর্ড.)	মেজর	সদস্য	সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত	ঢাকা এলাকা	-
মিজা মোহাম্মদ ইম্পাহানী	মেজর	আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক	-	ময়মনসিংহ এলাকা	-
আব্দুল কুদ্দুস (বেলুচ)	ক্যাপ্টেন	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত	টাংগাইল	-
মুশফিকুর রহমান তুইয়া	ক্যাপ্টেন	সদস্য	সংক্ষিপ্ত সামরিক	-	-
এ.টি.এম. মনসুরুল আজিজ	ক্যাপ্টেন	সদস্য	সদস্যবিশেষ সামরিক আদালত	ঢাকা অঞ্চল	ডিআইজি
মাহবুবুর রহমান	লেফটেন্যান্ট	সদস্য	সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত-৫	কুমিল্লা এলাকা	পুলিশ সদর দপ্তর অবদরগ্রাণ্ড
					বিমান বাংলাদেশ

পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত সামরিক আদালতে কর্মরত বেসরকারী অফিসার

নাম	১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময়			বর্তমান/সর্বশেষ		
	পদবী	দায়িত্ব	কোর্ট	এলাকা	পদবী	কর্মস্থান
শফিক উদ্দিন	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত-৪	ময়মনসিংহ	-	-
এম.এ. মালেক	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম	ডাইন চেয়ারম্যান	চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
এম.জেড.আর. ইকবাল	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত	ময়মনসিংহ, টাংগাইল কুমিল্লা ও সিলেট	যুগ্ম সচিব	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
এ.কে.এম. রেহমান খান	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত-১	যশোর ও খুলনা	-	-
যসলেউদ্দিন চৌধুরী	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত-১	যশোর ও খুলনা	-	-
আজিজুর রহমান	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত-১	ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া	সদস্য	ভূমি আধিকার বোর্ড
আমিনুর রহমান	২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	দোতাধী	বিশেষ সামরিক আদালত-২	ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া	-	-
এইচ.রহমান	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত-৩	বরিশাল ও পটুয়াখালী	-	-
এইচ. এ. রহমান ভূঁইয়া	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	দোতাধী	বিশেষ সামরিক আদালত	বরিশাল ও পটুয়াখালী	পরিচালক	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

নাম	১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়			বর্তমান/সর্বশেষ	
	পদবী	দায়িত্ব	কোর্ট	এলাকা	পদবী
কলিমুল্লাহ উইয়া	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত-২	সিলেট জেলা	উপ-সচিব
তোফারেল আহমেদ চৌধুরী	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত-৩	কুমিল্লা জেলা	সহোপন মন্ত্রণালয়
এস.এম. রহমান	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত-১	চট্টগ্রাম ও বান্দরবান এলাকা	-
সুলতান মাহমুদ চৌধুরী	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত-১	সমনসিংহ, টাংগাইল কুমিল্লা ও সিলেট	-
শেখ মুজিবুর রহমান	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	বিশেষ সামরিক আদালত	কুমিল্লা ও সিলেট রাজশাহী বিভাগ	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
জালাল উদ্দিন আহমেদ	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	১	রাজশাহী বিভাগ	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আফসার উদ্দিন আহমেদ	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	১	১	-
সিরাজউদ্দিন চৌধুরী	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	৩	কুমিল্লা	-
খুরশীদ আলম	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	৩	যশোর	-

নাম	১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময়			বর্তমান/সর্বশেষ	
	পদবী	দায়িত্ব	কোর্ট	এলাকা	পদবী
ই. দুল হক চৌধুরী	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	১	ঢাকা	-
নূর মোহাম্মদ	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	৫	কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম	যুগ্ম সচিব
আব্দুল আজিজ	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সদস্য		ঢাকা	যুগ্ম সচিব পূর্ত মন্ত্রণালয়
আজিজুল হক	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য	৫	টাংগাইল	পরিচালক রসায়ন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা
এ.এ. মালেক	১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট	সদস্য		পার্বত্য চট্টগ্রাম	উপ-সচিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
এম এ. জব্বার	ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	বিশেষ আদালত-১	কুমিল্লা ও খুলনা	-
এস.এ. কে.এম. জুয়েল ফিরোজ	ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	বিশেষ আদালত-২	ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া	-
হেমায়েত	ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	বিশেষ আদালত-২	ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া	-
মাহমুদ খান	ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	বিশেষ আদালত-৩	পটুয়াখালী	-

নাম	১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর যুদ্ধসময়			যত্মমান/সর্বশেষ	
	পদবী	দায়িত্ব	কোর্ট	এলাকা	পদবী
আব্দুর রব্বীল খান	ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	বিশেষ সামরিক আদালত-৩	বরিশাল পটুয়াখালী	-
এ.কে.এম. নূরুজ্জামান	ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	সামরিক আদালত-৩	যশোর	-
আমিনুল ইসলাম	ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	-	-	-
আমিনুর রহমান	ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	সামরিক আদালত-৩	ফরিদপুর	-
এ.এ. রহমান ভূঁইয়া	ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	সামরিক আদালত-৩	বরিশাল	-
শেখ সামাদ আলী	সাব-ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	বিশেষ আদালত	রাজশাহী বিভাগ	-
আব্দুল হামিদ	কোর্ট ইন্সপেক্টর	সহকারী উকিল (পুলিশ)	বিশেষ সামরিক আদালত	রাজশাহী বিভাগ	-

তথ্যসূত্র

১. দি ঢাকা গেজেট এক্সট্রা অর্ডিনারি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
২. স্বাধীনতায়ুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র ৭ম খণ্ড
৩. এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন কৃত পুস্তক 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যাক্তির অবস্থান (১৯৯৫)
সংগৃহীত তথ্য ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। কিন্তু ১৯৯৯ সালের আগস্ট নাগাদ প্রাপ্য তথ্য মোতাবেক (★) তারকা চিহ্নিত ব্যাক্তিরা এক্ষমত সরকারে নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে রয়েছেন।
- ★১ প্রতিমন্ত্রী পাট মন্ত্রণালয়
- ★২ মন্ত্রী পদমর্যাদায় বিনিয়োগ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান
- ★৩ মন্ত্রী পদ মর্যাদায় কৃষি উন্নয়ন
- ★৪ মন্ত্রী পদ মর্যাদায় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান
- ★৫ গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
- ★৬ প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
- ★৭ কমনওয়েলথ সচিবালয়ে সেক্রেটারি জেনারেল পদে পরাজিত বাংলাদেশের নমিনী
- ★৮ জাতীয় অধ্যাপক।

